

Barcode - 99999990253140
Title - 1618 Digha Nikaya
Subject - Bangali Itihaas
Author - Shilbhadra, Bhikshu
Language - bengali
Pages - 667
Publication Year - 1947
Creator - Fast DLI Downloader
<https://github.com/cancerian0684/dli-downloader>
Barcode EAN.UCC-13



ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ସିରିଜ—୬

ଦୀପ୍ତ ନିକାୟ

[ଅଧ୍ୟାୟ]

ଭିକ୍ଷୁ ଶୀଳଭଦ୍ର

ଅନୁଦିତ

ମହାବୋଧି ବୁକ ପ୍ରେସ୍

୫୧, ବାଣିଜ୍ୟ ଚ୍ୟାଟାଞ୍ଜୀ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ

କଲିକତା-୭୦୦ ୦୧୦

DIGHA NIKAYA
BY
BHIKKHU SILABHADRA

© মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৩ (1947) বুদ্ধাব্দ : ২৪৯১

প্রথম অখণ্ড প্রকাশ : প্রবাসনা পূর্ণিমা ১৪০৪ (1997)। মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী ।

প্রকাশক : শ্রী ডি এল এস. জনবর্ধন । ৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭৩ । মদ্রাস : শ্রীপঙ্কজন জানা, জানা প্রিন্টিং

বনসান', ৪০/১বি, শ্রীগোপাল গম্বিষ লেন,

কলিকাতা-৭০০০১২ ।

মূল্য : দুইশত টাকা

ISBN 81-87032-12-X

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

[সীলকুখক্ক বগ্গ]

ভূমিকা	
ব্রহ্মজাল সূত্রের পদ্ব্যভাষ	১
ব্রহ্মজাল সূত্র	২
শ্রামণ্য ফল সূত্রের পদ্ব্যভাষ	৩৯
শ্রামণ্য ফল সূত্র	৪০
অম্বট্ট সূত্রের পদ্ব্যভাষ	৭১
অম্বট্ট সূত্র	৭২
সোণদন্ড সূত্রের পদ্ব্যভাষ	৯২
সোণদন্ড সূত্র	৯২
কুটদন্ত সূত্রের পদ্ব্যভাষ	১০৪
কুটদন্ত সূত্র	১০৫
মহালি সূত্রের পদ্ব্যভাষ	১১৮
মহালি সূত্র	১১৯
জালিয সূত্র	১২৪
কস্সপ সীহনাদ সূত্রের পদ্ব্যভাষ	১২৫
কস্সপ সীহনাদ সূত্র	১২৫
পোট্টপাদ সূত্রের পদ্ব্যভাষ	১৩৭
পোট্টপাদ সূত্র	১৩৭
শদভ সূত্রের পদ্ব্যভাষ	১৫৫
শদভ সূত্র	১৫৫
কেবদ্ধ সূত্রের পদ্ব্যভাষ	১৬০
কেবদ্ধ সূত্র	১৬১
লোহিচ্চ সূত্রের পদ্ব্যভাষ	১৬৮
লোহিচ্চ সূত্র	১৬৮
ভেবিল্ল সূত্রের পদ্ব্যভাষ	১৭৬
ভেবিল্ল সূত্র	১৭৬

দ্বিতীয় খণ্ড [মহাবগ্গ]

মহাপদান সূত্রান্ত	১৯১
মহানিদান সূত্রান্ত	২২৬
মহাপরিবিন্ধ্বাণ সূত্রান্ত	২৩৯
(মহাসদস্‌সন) মহাসদদর্শন সূত্রান্ত	৩১১
জনবসন্ত সূত্রান্ত	৩৩২
মহাগোবিন্দ সূত্রান্ত	৩৪৪
মহাসময় সূত্রান্ত	৩৬৪
সক্ক-পঞ্‌হ সূত্রান্ত	৩৭২
মহাসতিপট্ঠান সূত্রান্ত	৩৮৯
পাষাসি সূত্রান্ত	৪০৬

তৃতীয় খণ্ড [পাটিক বগ্গ]

পাটিক সূত্রান্ত	৪৩৫
উদম্ববিক সীহ্নাদ সূত্রান্ত	৪৫৭
চক্কবত্তি-সীহ্নাদ সূত্রান্ত	৪৭৪
অগ্গঞ্‌ঞ সূত্রান্ত	৪৮৮
সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত	৫০১
পাসাদিক সূত্রান্ত	৫১২
লক্ষণ সূত্রান্ত	৫২৯
সিংগালোবাদ সূত্রান্ত	৫৫৬
আটানার্টিয় সূত্রান্ত	৫৬৬
সংগীতি সূত্রান্ত	৫৭৫
দসত্তব সূত্রান্ত	৬২১

ভূমিকা

নমো ভাস্ক ভগবতো অরহতো সন্মাসমুদ্বাস

মহাকাব্যগণিক তথাগত বুদ্ধ ৪৫ বৎসর ব্যাপী বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় তাঁহার ধর্মবাণী প্রচার করেন। এই ধর্মবাণী অমৃতবসে অবগাহন করিয়া অসংখ্য দেবমন্ড্য নিজেদের জীবন ধন্য করিয়াছেন, বহু নবনাবী অহর্ভুফল লাভ করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন, মুক্ত হইয়াছেন। বহু বাজন্যবর্গ, শ্রেষ্ঠী ও গণাধিপতিগণ বুদ্ধের ধর্মসুধা পান করিয়া ইহজীবনেই পবন সুখের অধিকারী হইয়াছেন।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁহার ধর্মবাণী সংগৃহীত হয় নাই। তাই তাঁহার মহাপরিনির্বাণের পবে তাঁহার ধর্মবাণী (বিশেষতঃ বিনয়ধর্ম অর্থাৎ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণ বিধি) লইয়া শিষ্যদের মধ্যেই মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদ দূরীকরণের জন্য বাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশন হয়। ভগবানের মহাপরিনির্বাণের ত্রিমাসাধিক চতুর্থ দিবস হইতে মগধবাজ অজাত-শত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় বাজগৃহের সপ্তপর্ণী গৃহায় অহং মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে পঞ্চশত অহং ভিক্ষুদের লইয়া সাতমাস ব্যাপী প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতির অধিবেশন হয়। যাহাতে বুদ্ধের সমগ্র ধর্মবাণী সংগৃহীত হয়। প্রথম অবস্থায় এই সংগ্রহকে এককথায় ধর্ম-বিনয় বলা হইত।

ইহার পব একশত বৎসর অতিবাহিত হয়। এই একশত বৎসরের মধ্যে আবার বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় লইয়া মতভেদ দেখা দেয়। কারণ তখনও পর্যন্ত বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, আচার্য পবম্পরায় মূখে মূখে চলিয়া আসিতেছিল। ফলে মহাবাজ কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীনগরে বালুকাবাসে ষণ-প্রমুখ সপ্তশত অহং স্থবির দ্বিতীয় ধর্ম মহাসংগীতির অধিবেশন করেন। এই অধিবেশন আটমাস ব্যাপী চলিয়াছিল এবং নতুন করিয়া বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত করা হয়।

তৃতীয় মহাসংগীতি অনর্দিত হয় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় ২৩৫ বৎসর পবে। ইতিমধ্যে বুদ্ধের শিষ্যগণ বিশেষতঃ 'বিনয়' কে ভিত্তি করিয়া বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়েন। ভাবত সম্রাট ধর্মশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অহং যোগ্গলিপদ্বন্ত তিস্স স্থবিরের সভাপতিত্বে এক সহস্র অহং ভিক্ষুদের লইয়া

নয়মাস যাবত এই মহাসংগীতিৰ অধিবেশন হয়। ইহাতে বুদ্ধেৰ ধৰ্ম-বিনয় আৰু সংগৃহীত হয়। জনসাধাৰণেৰ কল্যাণার্থে মহামতি অশোক কিছ্ৰু কিছ্ৰু বুদ্ধবাণী গিৰিগাত্ৰে, প্রস্তবফলকে এবং ক্ষুদ্ৰ-বৃহৎ লৌহস্তম্ভে উৎকীৰ্ণ কৰাইয়াছিলেন। বুদ্ধেৰ অমৃতধৰ্ম প্রচাৰেৰ জন্য তিনি বহু অৰ্থব্যয়ে অসংখ্য সঙ্ঘাবাম, চৈত্ৰ, স্তম্ভ ও শিলালিপি প্রস্তুত কৰাইয়াছিলেন, স্বদেশেৰ সৰ্বত্র এবং বিদেশে ধৰ্মপ্রচাৰক পাঠাইয়াছিলেন। শূদ্ৰ তাহাই নহে নিজ পুত্র-কন্যা মহেন্দ্ৰ ও সঙ্ঘমিত্ৰাকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীবূপে দীক্ষিত কৰাইয়া তাহাদিগকে লঙ্কাদ্বীপে সঙ্ঘৰ্ম প্রচাৰেৰ জন্য প্রেৰণ কৰিয়াছিলেন।

চতুৰ্থ মহাসংগীতিৰ অধিবেশন হয় লঙ্কাদ্বীপে (বৰ্তমান শ্ৰীলঙ্কা) ধৰ্মপ্ৰাণ নবপতি বট্ঠগামনি অভয়েৰ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অহং মহাধৰ্মবিক্ষিত স্থবিবেৰ সভাপতিত্বে। বুদ্ধেৰ মহাপৰিনিৰ্বাণেৰ প্ৰায় ৪৫০ বৎসৰ পৰে মাতালে-জনপদেৰ আলু (=আলোক) বিহাবে পঞ্চশত অহং স্থবিবেৰ লইয়া এই চতুৰ্থ মহাসংগীতি অনর্দীষ্টত হয়।* ইহাতে বুদ্ধবাণী সমূহ নতুন কৰিয়া আবৃত্তি ও সংগৃহীত হয়। ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত কৰিয়া ‘ত্ৰিপিটক’ নাম দেওয়া হয়—সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধৰ্মপিটক। শূদ্ৰ তাহাই নহে, এই সৰ্বপ্রথম বুদ্ধবাণী ত্ৰিপিটককে তালপত্ৰে বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ কৰানো হয়। এই জন্য এই চতুৰ্থ সংগীতিকে “পোথকাবোপণ—সংগীতি” বলা হয়।

ইহাৰ পৰ বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। বিশেষৰ বহুস্থানে বুদ্ধেৰ ধৰ্মবাণী প্রচাৰিত হইয়াছে। দেশে দেশে ইহাৰ বহু অনুবাদ, ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী বচিত হইয়াছে, সঙ্ঘৰ্মেৰ বহু উত্থান-পতন হইয়াছে, উৎপত্তিস্থল ভাৰত হইতে সঙ্ঘৰ্ম বিলুপ্তপ্ৰায় হইয়াছে।

২৪১৫ বুদ্ধাব্দে (১৮৭১ খৃষ্টাব্দে) ব্ৰহ্মদেশেৰ (বৰ্তমান নাম মায়ানমাৰ) মান্দালয়েৰ বতনপুঞ্জনগৰে ধৰ্মপ্ৰাণ বাজা মিন্‌ডনমিনেৰ পৃষ্ঠপোষকতায় অহং উ জাগবাভিবংস প্রমুখ ২৪০০ জন সুদক্ষ শাস্ত্ৰজ্ঞ স্থবিবেৰ উপস্থিতিতে পঞ্চম বৌদ্ধ সংগীতি অনর্দীষ্টত হয়। এই সঙ্গীতিৰ বৈশিষ্ট্য হইল এই যে

* বৰ্তমান থেৰবাদী (=হীন-যানী) বৌদ্ধগণ ইহাকে চতুৰ্থ মহাসংগীতি আখ্যা দিলেও অন্যান্য বৌদ্ধগণ ভাৰতে অনর্দীষ্টত কৰিছেৰ পৃষ্ঠপোষকতায় অনর্দীষ্টত সংগীতিকেই চতুৰ্থ মহাসংগীতিবূপে স্বীকৃতি দিয়া থাকেন।

(গ)

তখন 'অট্ঠকথা' (Commentary) সহ সমগ্র পালি ত্ৰিপিটক দ্বিসহস্ৰাধিক মনোরম মাৰ্বেল প্ৰস্তবেৰ ফলকে খোদিত কৰা হইয়াছিল এবং প্ৰত্যেক ফলকোপৰি এক একটি মনোজ্ঞ চৈত্ৰ্য নিৰ্মাণ কৰা হইয়াছিল। এইজন্য এই পঞ্চম বৌদ্ধ সঙ্গীতি বিশ্ববৌদ্ধ-ইতিহাসে 'সেলক্খবাবোপণ সংগীতি' নামে প্ৰসিদ্ধ।

২৪৯৮ বুদ্ধাব্দে (১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে) স্বাধীন ব্ৰহ্মদেশেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উ-নুৱ পৃষ্ঠপোষকতায় বাজধানী বেক্সনেৰ অদ্ববতী গ্ৰীমঙ্গলেৰ কাৰা-য়ে (=বিশ্বশান্তি) চৈত্ৰ্যে ষষ্ঠ বৌদ্ধসংগীতিৰ অধিবেশন শূৰু হ'ল। মহাবাষ্ট্ৰ-গুৱা ভদন্ত বেবত এবং মহাচি সেবাদ প্ৰমুখ বৌদ্ধজগতেৰ ২৫০০ জন বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্ৰবিশাৰদ স্থবিব-মহাস্থবিবগণেৰ উপস্থিতিতে প্ৰথম বৌদ্ধ-সংগীতিৰ অনূকৰণে ইহাৰ কাজ চলিয়া পূৰ্ণ দুই বৎসৰে ২৫০০ বুদ্ধাব্দেৰ (১৯৫৬ খৃঃ) শূভ বৈশাখী পূৰ্ণিমা তিথিতে এই সঙ্গীতি কৰ্মেৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে। সঙ্গীতি চলাকালীন বিশুদ্ধ ত্ৰিপিটক মূদ্ৰণালয়ে পালিভাষায় এবং ব্ৰহ্মাঙ্কৰে ত্ৰিপিটকেৰ বিভিন্ন অংশ মূদ্ৰিত হইতে থাকে। ইহাৰ পৰ অৰ্থকথা ও টীকাসমূহেৰ সঙ্গাৰন হ'ল। ঐগুণিও বিশুদ্ধভাবে মূদ্ৰিত হ'ল।

পালি ত্ৰিপিটক : ল'ডনেৰ পালি টেক্সট্ সোসাইটী হইতে ত্ৰিপিটকেৰ সমস্ত গ্ৰন্থ বোমান অঙ্কৰে প্ৰকাশিত হ'ল। ষষ্ঠ সংগীতিতে বিশুদ্ধভাবে ত্ৰিপিটক সংকলিত, সংগৃহীত ও প্ৰকাশিত হ'ল ব্ৰহ্মাঙ্কৰে। ইহাৰ পৰ 'নব নালন্দা মহাবিহাৰ' (বিহাৰ প্ৰদেশ, ভাৰত) হইতে সমগ্র ত্ৰিপিটক প্ৰকাশিত হ'ল দেবনাগৰী লিপিতে। ইহাতে পালি টেক্সট্ সোসাইটিৰ পৃষ্ঠাংক পাশাপাশি দেওয়া থাকাতে গবেষকদেৰ পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। সম্প্ৰতি 'বিপশ্যনা বিশোধন বিন্যাস' (ধৰ্ম্মগিৰি, ইগতপুৰী, মহাবাষ্ট্ৰ, ভাৰত) অৰ্থাৎ Vipassana Research Institute মূলতঃ ষষ্ঠ সংগাৰন দ্বাৰা স্বীকৃত ত্ৰিপিটক (মূল, অট্ঠকথা, টীকা, অনূটীকা সহ) দেবনাগৰী লিপিতে প্ৰকাশিত কৰিতে আৰম্ভ কৰিয়াছে ১৯৯০ খৃঃ হইতে। ইতিমধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেৰ মূদ্ৰণকাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই প্ৰকাশনাৰ পূৰ্বোভাগে আছে পৰম শ্ৰদ্ধাস্পদ বিপস্সনাচাৰিষ গ্ৰীসত্যনাৰাষণ গোমেষ্কাৰ অদম্য উৎসাহ ও প্ৰেৰণা।

তিনিটি পিটক লইয়া ত্ৰিপিটক, যথা বিনয়পিটক, সূত্ৰপিটক এবং অভিধৰ্ম্মপিটক।

১। বিনয়পিটক—বিনয়পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ের নিয়মাবলীই সংবলিত। ইহা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত, যেমন পাব্যাজিকা, পাচিভুজ, মহাবঙ্গ, চুল্লবঙ্গ এবং পবিবাব।

২। সূত্রপিটক—সূত্রপিটকে বিনয়বাদে অবশিষ্ট বুদ্ধবচন সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা পাঁচ নিকায়ে বিভক্ত, যেমন দীঘ নিকায়, মজ্জিম নিকায়, সংযুত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক নিকায়। খুদ্দক নিকায়ে ১৫টি গ্রন্থ, যথা, খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সূত্রনিপাত, বিমানবন্ধু, পেতবন্ধু, থেবগাথা, থেবীগাথা, অপদান, বুদ্ধবঙ্গ, চবিয়াপিটক, জাতক, নিদ্দেশ (মহানিদ্দেশ ও চুল্লনিদ্দেশ) এবং পটিসম্বিদামঙ্গ। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রদেশের পবম্পবা অনুসারে নৈত্তিপকবণ, পেটকোপদেশ এবং মিলিন্দপত্রও খুদ্দকনিকায়ে অন্তর্গত।

৩। অভিধম্মপিটক—সূত্রপিটকে যে বুদ্ধবাণী আছে তাহা হইতে দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া অভিধম্মপিটক গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সাতটি খণ্ড আছে, যেমন, ধম্মসংগণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুঙ্গলপত্রোত্তি, কথাবন্ধু, যমক এবং পট্টান।

*

*

*

এখানে আমরা সূত্রপিটকের প্রথম গ্রন্থ ‘দীঘ নিকায়ে’ লইয়া আলোচনা করিব। অপেক্ষাকৃতভাবে দীঘনিকায়েব সূত্রগুলিকে এই নিকায়েব অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহাব নাম দেওয়া হইয়াছে ‘দীঘ নিকায়ে’। ইহা তিনটি বর্গে বিভক্ত যেমন সীলকুখবঙ্গ, মহাবঙ্গ এবং পাথিকবঙ্গ। সীলকুখবঙ্গে ১৩টি, মহাবঙ্গে ১০টি এবং পাথিকবঙ্গে ১১ টি মোট ৩৪টি সূত্র লইয়া দীঘ নিকায়ে।

(ক) সীলকুখবঙ্গ :

১। ব্রহ্মজালসূত্র—ইহা দীঘ নিকায়েব প্রথম সূত্র। বুদ্ধের সমরকালীন ভাবতবর্ষে যত প্রকার মত ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল সেইগুলিকে তিনি (জাল দ্বারা ধীরে ধীরে মাছ ধরাষ ন্যাষ) তাঁহার ধর্মজালেব দ্বারা একত্রীভূত করিয়াছেন যাহাদের সংখ্যা ৬২। এইগুলিকে বুদ্ধ মিথ্যাদর্শি বলিয়াছেন, কাবণ যাহারা এই সকল ধারণা পোষণ করিতেন তাঁহারা ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রেব উদ্বেগ যাইতে পাবেন নাই। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইলে বেদনা অনুভূত হয়,

ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କି କି କରୁଛୁ ।

[illegible][illegible]

ଉତ୍ତର

যে, অম্বট্টেব পূর্বপূর্বদ্বয় শাক্যদেব দাসীপুত্র ছিলেন । কিন্তু সাধনা-বলে মহা ঋষি হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন । তাঁহাব হীনজাতিত্ব তাঁহাব শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হইবাব ক্ষেত্রে বাধা হইয়া দাঁড়াযনি । সূত্রেব শেষে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন তিনি যে জাতিতেই উৎপন্ন হউন না কেন, তিনি দেবমানবেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

৪ । সোণদত্ত সূত্র—কি কি গুণ থাকিলে ষথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া যায় তাহাই এখানে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সোণদত্তকে উপদেশ দিয়াছেন । জাতি ও বর্ণেব উপর ব্রাহ্মণত্ব নির্ভব কবে না । যাহাব মধ্যে শীল ও প্রজ্ঞা থাকিবে তাহাকেই ষথার্থ ব্রাহ্মণ বলা হইবে—জন্মসূত্রে সে যাহাই হউক না কেন ।

৫ । কুটদত্ত সূত্র—এই সূত্রে নিষ্কাম যজ্ঞকর্মেব ১৬ প্রকাব উপকরণ এবং ৩ প্রকাব যজ্ঞবিধি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে । ইহা ছাড়াও বুদ্ধ ১০ প্রকাব বিশেষ যজ্ঞেব কথা বলিয়াছেন যাহাদেব প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী অপেক্ষা মহা ফলদায়ী ও প্রভাব সম্পন্ন । সেই ১০টি যজ্ঞ নিম্নবদপ :

- ১ । শীলবান প্রব্রজিতকে নিত্য দান কবা অনুকুল যজ্ঞ ।
- ২ । চতুর্দিকস্থ সঙ্ঘেব উদ্দেশ্যে বিহাব দান কবা অনুকুল যজ্ঞ ।
- ৩ । প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘেব শরণ গ্রহণ কবা অনুকুল যজ্ঞ ।
- ৪ । প্রসন্নচিত্তে পণ্ডশীল গ্রহণ ও পালন অনুকুল যজ্ঞ ।
- ৫ । নিরন্তর অন্তর্মুখী সাধনাব দ্বাবা প্রথম ধ্যান লাভ কবা অনুকুল যজ্ঞ ।
- ৬ । ঐভাবে দ্বিতীয় ধ্যান লাভ কবা অনুকুল যজ্ঞ ।
- ৭ । ঐভাবে তৃতীয় ধ্যান লাভ কবা অনুকুল যজ্ঞ ।
- ৮ । ঐভাবে চতুর্থ ধ্যান লাভ কবা অনুকুল যজ্ঞ ।
- ৯ । ঐভাবে জ্ঞানদর্শন লাভ কবা অনুকুল যজ্ঞ ।
- ১০ । ঐভাবে আশ্রবক্ষয়জ্ঞান লাভ কবা অনুকুল যজ্ঞ ।

এই শেষোক্ত যজ্ঞ হইতে উন্নততর ও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আব নাই । কাবণ ইহাব দ্বাবাই সাধক অজরামবনিবাণসুখ লাভ কবিতে পাবে ।

৬ । মহালি সূত্র—লিচ্ছবি মহালি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবেন যে কেবল দিব্যচক্ষু ও দিব্যশ্রোত্র লাভ কবাই ভিক্ষুদেব লক্ষ্য কিনা । বুদ্ধ ইহা

(জ)

অম্বীকাৰ কৰিষা বলেন যে, অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসৰণেৰে দ্বাৰা নবলোকোত্তৰ* ধৰ্ম লাভ কৰাই ভিক্ষুদেব আসল লক্ষ্য ।

৭। জালিষ সূত্ৰ—এই সূত্ৰেৰে অনেকটাই শ্ৰামণ্যফলসূত্ৰেৰে সদৃশ । মন্ডিষ পৰিৱাজক এবং দাবুপাণ্ডিকৰে শিষ্য জালিষ পৰিৱাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কৰিষাছিলেন যে, জীবাণু এবং শৰীৰ অভিন্ন না ভিন্ন-ভিন্ন । বুদ্ধ তাহাদিগকে অনেক ধৰ্মোপদেশ (শ্ৰামণ্যফলসূত্ৰেৰে ন্যায) প্ৰদান কৰিষা শেষে বলিষাছিলেন যে যাহাদেৰে কৰ্মবীজ ক্ষীণ হইযাছে এবং যাহাবা অহং হইযাছে তাহাবা কখনও জীবাণু এবং শৰীৰ অভিন্ন না ভিন্ন-ভিন্ন এই প্ৰশ্ন লইষা মিথ্যা সময় নষ্ট কৰে না ।

৮। মহাসীহনাদ সূত্ৰ—ইহাতে বুদ্ধ অচেলক (নগ্ন) পৰিৱাজক কাশ্যপকে উপদেশছিলে বলিষাছিলেন যে, শৰীৰকে নিগৃহীত কৰিষা তপশ্চৰ্যা কৰা নিবৰ্থক ।, ইতিপূৰ্বে কাশ্যপেৰে তাহাই ধাৰণা ছিল যে, শৰীৰ নিৰ্যাতক বিবিধ তপশ্চৰ্যাই যথার্থ শ্ৰামণ্য ও ব্ৰাহ্মণ্য । বুদ্ধেৰে মতে শীল-চিত্ত-সমাধি-বুদ্বপ অষ্টাঙ্গিক মার্গেৰে সাধনাই হইতেছে প্ৰকৃত শ্ৰামণ্য ও ব্ৰাহ্মণ্য । বুদ্ধেৰে উপদেশ শুনিষা কাশ্যপ বুদ্ধেৰে শৰণাগত হন ।

৯। পোৰ্ট্ঠপাদ সূত্ৰ—পৰিৱাজক পোৰ্ট্ঠপাদ বুদ্ধকে ১০টি গুবুৰু-পূৰ্ণ প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা কৰিষাছিলেন । সেই ১০টি প্ৰশ্ন বুদ্ধেৰে ভাষায় ‘অব্যাকৃত’ । বুদ্ধ বলিষাছিলেন ঐ সব প্ৰশ্ন নিবৰ্থক, কাৰণ ঐগুৰি সৰ্বোচ্চ ব্ৰহ্মচৰ্য ও নিৰ্বাণলাভেৰে অনুকূল নহে । বুদ্ধগণ নিবৰ্থক প্ৰশ্নেৰে উত্তৰ দেন না । তাই তিনি ঐ প্ৰশ্নগুৰিৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰেন নাই । সেই প্ৰশ্নগুৰি হইল—

১। লোক শাস্বত ?

২। লোক অশাস্বত ?

৩। লোক অনন্তবান ?

৪। লোক অনন্তবান ?

৫। যেই জীবাণু সেই শৰীৰ ?

৬। জীবাণু অন্য শৰীৰ অন্য ?

৭। মৃত্যুৰ পৰে তথাগত থাকেন ?

* নবলোকোত্তৰ ধৰ্ম : স্নোতাপত্তি মার্গ ও ফল, সকুদাগামি মার্গ ও ফল, অনাগামি মার্গ ও ফল, অহংৰু মার্গ ও ফল এবং নিৰ্বাণ ।

(৯)

৮। মৃত্যুব পৰ তথাগত থাকেন না ?

৯। মৃত্যুব পৰ তথাগত থাকেন, নাও থাকেন ?

১০। মৃত্যুব পৰ তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না ?

১০। সুভ সুভ—বুদ্ধেৰ পৰিনিৰ্বাণেৰ পৰ তৌদেয়্যপুত্ৰ সুভ আনন্দ স্থবিবেৰ নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধেৰ ধৰ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কৰিযাছিলেন। আনন্দ প্রত্যুত্তবে বুদ্ধোপদিষ্ট আৰ্য-শীলস্কন্ধ, আৰ্য-সমাধিস্কন্ধ এবং আৰ্য-প্রজ্ঞাস্কন্ধ বিষয়ে সম্যক্ভাবে ব্যক্ত কৰিযাছিলেন।

১১। কেবটু সুভ—এক সময় ভগবান নালন্দা-সমীপে পাবাবিক-আশ্রমেনে অবস্থান কৰিতেছিলেন। সেই সময় গৃহপতিপুত্ৰ কেবটু ভগবানেৰ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘ভগ্নে, এই নালন্দা ঐশ্বৰ্য সম্পন্ন, বহু জনাকীৰ্ণ আৰু ভগবানেৰ প্রতি অতিপ্রসন্ন। ভগ্নে ভগবন্। আপনি নালন্দায় অলৌকিক বিভূতি প্রদৰ্শনেৰ জন্য কোন ভিক্ষুকে নির্দেশ প্রদান কৰিলে ভাল হয়, ইহাতে নালন্দাবাসীৰা ভগবানেৰ প্রতি অত্যধিক অতিপ্রসন্ন হইবে।’ ইহাৰ উত্তবে ভগবান তিন প্রকার প্রাতিহার্ষেৰ (অলৌকিক বিভূতি) কথা ব্যক্ত কৰেন—ঋদ্ধি প্রাতিহার্ষ, আদেশনা প্রাতিহার্ষ এবং অনুশাসনী প্রাতিহার্ষ। এইগুলিৰ মধ্যে ঋদ্ধি-প্রাতিহার্ষ গান্ধাবী বিদ্যাৰ দ্বাৰা এবং আদেশনা প্রাতিহার্ষ মণিকা বিদ্যাৰ দ্বাৰাও প্রদৰ্শিত হইতে পাবে। সেইজন্য ঐ দুই প্রকাৰ প্রাতিহার্ষ অকিঞ্চৎকৰ, নগণ্য। অনুশাসনী প্রাতিহার্ষই সৰ্বোত্তম, কাৰণ ইহাৰ দ্বাৰা অনুক্ৰমে সৰ্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

১২। লৌহিষ্ঠ সুভ—ইহাতে ভগবান লৌহিষ্ঠ ব্রাহ্মণেৰ ভ্রাস্তধাৰণা অপনোদিত কৰিযা নিন্দনীয় ও অনিন্দনীয় শাস্তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কৰেন। বুদ্ধেৰ মতে নিন্দনীয় শাস্তা তিন প্রকাৰেৰ, যেমন—

১। যিনি নিজেৰ অলঙ্ঘ গুণ লাভেৰ জন্য অন্যকে উপদেশ দেন, অথচ তাহাৰা মনোযোগী হয় না।

২। যিনি নিজেৰ অলঙ্ঘ গুণ লাভেৰ জন্য অন্যকে উপদেশ দেন, এবং তাহাৰা মনোযোগী হয়।

৩। যিনি নিজেৰ লঙ্ঘ গুণ লাভেৰ জন্য অন্যকে উপদেশ দেন, অথচ তাহাৰা অমনোযোগী হয়।

অনিন্দনীয় শাস্তা তিনিই যিনি অহিংস সম্যক্ সম্বুদ্ধ, যাঁহাৰ ধৰ্মে শ্রাবকগণ বিদ্যাচৰণসম্পন্ন হইয়া বিহাৰ কৰেন।

১০। তেবিজ্জ সূত্র—একদিন বাসেট্ঠ ও ভাবস্বাজ নামে দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে তর্ক হয় কি উপায়ে ব্রহ্মাব সহিত মিলিত হওয়া যাইতে পারে। ইহাব সন্মীমাংসার জন্য উভয়ে বুদ্ধের নিকট গমন করেন। বুদ্ধ নানা যুক্তি দিয়া প্রমাণ করেন যে ব্রাহ্মণগণ ঐ বিষয়ে নিতান্তই অনাভিজ্ঞ। এমন কি ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণও পণ্ড কামগুণে আসক্ত বলিষা ব্রাহ্মণকবণীষ ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। অতএব তাঁহারাও ঐ মার্গ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের অবোধ্য। অবশেষে ব্রাহ্মণ বাসেট্ঠের দ্বারা অনুবুদ্ধ হইয়া বুদ্ধ ব্রহ্মাব সহিত মিলিত হইবার যথার্থ মার্গ ব্যাখ্যা করেন। তাহা হইতেছে চারি ব্রহ্ম বিহার,—মৈত্রী, কবুঙ্গা, মর্দিতা ও উপেক্ষা।

-(খ) মহাবগ্গ

১৪। মহাপদান সূত্র—ভিক্ষুগণের অনুবোধে বুদ্ধ তাঁহার পূর্বজন্ম এবং তৎপূর্ববর্ত্তী ছয়জন বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ ছয় জন বুদ্ধ হইতেছেন বিপস্সী, সিখী, বেস্সভু, ককুসন্দ, কোণাগম্ন এবং কস্সপ। ঐ সকল বুদ্ধগণের জাতি, বংশ, আয়, বোধিবৃক্ষ, প্রধান শিষ্যগণ, পবিষদ, সেবক, মাতা, পিতা, জন্মস্থান ইত্যাদি এই সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৫। মহানিদান সূত্র—ইহাতে বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্য-কাবণনীতি বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা সম্বন্ধে মিথ্যাধারণও ইহাতে খণ্ডন করা হইয়াছে।

১৬। মহাপরিবিন্ধ্যান সূত্র—ইহা দীর্ঘতম সূত্র। ইহাতে বুদ্ধের অস্তিম যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে কিভাবে তিনি বাজগৃহ হইতে যাত্রা করিয়া ক্রগশঃ নালন্দা, কোটিগ্রাম, বৈশালী, ভোগনগর, পাবা হইয়া কুশীনগরে যাইয়া মল্লদেব শালবনে যমজ-শালবৃক্ষের মধ্যস্থানে মহাপরিবিন্ধ্যানে নিবাসিত হন। পৃথিমধ্যে তিনি বহু বিষয়ে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। কিভাবে বুদ্ধের শবীবের দাহক্রিয়া হয় এবং কিভাবে বুদ্ধের অস্থিধাতু প্রার্থীগণের মধ্যে বন্টিত হয় সমস্ত বর্ণনা এই সূত্রে আছে।

১৭। মহাসুদস্সন সূত্র—কুশীনগরে মহাপরিবিন্ধ্যান শেষ্যাব শাষিত অবস্থায় বুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন কেন তিনি তাঁহার পরিবিন্ধ্যানের

জন্য কুশীনগবকে বাছিষা লইয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে অতীতেব ঘটনা ব্যক্ত করেন । অতীতে যখন রাজা মহাসদৃশর্ন রাজত্ব করিতেছিলেন তখন এই কুশীনগবেব নাম ছিল কুশাবতী বাহা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, সমৃদ্ধ এবং বৈভব সম্পন্ন ছিল । কুশাবতীর রাজা মহাসদৃশর্ন ছিলেন সপ্তবদ্র সমান্বিত চক্রবর্তী রাজা । গৌতম বুদ্ধই অতীতে রাজা মহাসদৃশর্ন ছিলেন ।

১৮ । জনবসভসদৃশ—মগধবাজ বিম্বিসার বুদ্ধেব প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলিয়া মৃত্যুেব পব তাঁহাব অপাষণতি হয় নাই । তিনি সাতবার জনবসভ নামক যক্ষ হইয়া বৈশ্রবণ মহাবাজেব মিত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং অদ্বৈত ভাবয্যতে সফুদাগামি হইবার জন্য আশান্বিত । যক্ষ জনবসভ বুদ্ধেব নিকট আবণ্ড বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধেব নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করাব ফলে অসংখ্য ব্যক্তি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন । ব্রহ্মা সনৎকুমার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র মগধবাসী চব্বিশ লক্ষেবও অধিক পবিচাবক মাবেব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্রোতাপন্ন হইয়াছে এবং তাহাবা নিষত সম্বোধি-পবাষণ ।

১৯ । মহাগোবিন্দ সদৃশ—একদিন রাত্রে গন্ধর্বপুত্র পণ্ডাশিখ বুদ্ধেব নিকট আসিয়া বলেন যে তিনি তাবতিংস দেবগণেব মুখে পণ্ডিত মহাগোবিন্দেব কথা শুনিনাছেন । মহাগোবিন্দ গৃহী হইয়াও ছিলেন মহাযোগী । একদিন তিনি ঘৃণ্য সংসার জীবনেব প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রব্রজিত হন । তাঁহাব সঙ্গে আবণ্ড কষেক সহস্র লোক প্রব্রজিত হন । মহাগোবিন্দ একে একে মৈত্রী, কবুগা, মৃদিতা ও উপেক্ষায়ুক্ত চিন্তেব দ্বাবা সর্বদিক আপন্নত করিয়া নিজেব শিষ্যগণকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিব মার্গ ব্যক্ত করিয়াছিলেন । তাঁহাদেব মধ্যে গুণানুসাবে কেহ কেহ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কেহ বা পবনির্মিত বশবর্তী দেবলোকে, কেহ বা নির্মাণবতি, তুষিত, যামা, তাবতিংস অথবা চাতুর্মহাবাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । একেবাবে ষাঁহাবা নিকৃষ্ট তাহাবাও গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।

এইভাবে সকল কুলপুত্রেব প্রব্রজ্যাগ্রহণ সার্থক হইয়াছিল । বর্তমান গৌতম বুদ্ধই অতীতেব সেই জন্মে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন ।

২০ । মহাসময় সদৃশ—এক সময় ভগবান কপিলাবস্তুর মহাবনে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুদেব সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন । সেই সময় ভগবানেব দর্শনার্থে দশ লোকধাতু হইতে অনেক দেবতা এবং চারি শুদ্ধাবাস দেবলোক

হইতেও অনেক দেবতা আসিয়াছিলেন। ভগবান ভিক্ষুদেব নিকট সকল দেবতাদের পবিচয় দিলেন। যখন ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা অন্য দেবগণের সহিত আসিলেন, সসৈন্যে মাৰুৎ ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হইল। ভগবান মারু সেনার আগমনের কথা জানাইয়া ভিক্ষুদেব সাবধান করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ বীৰ্যপূৰ্বক স্মৃতিমান হইলেন। মাৰুসেনা তাহাদের কোন ক্ষতিই করিতে পারিল না।

২১। সৰূপঞ্ছ সূত্র—দেববাজ শব্দ (=ইন্দ্র) বুদ্ধের নিকট আসিয়া ১০টি প্রশ্ন করিয়া সত্য জানিতে পারিলেন যে, যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহার ধ্বংস অবশ্যজ্ঞাবী। (যং কিঞ্চিৎ সমুদযধম্মং সস্বং তং নিবোধধম্মং)।

২২। মহাসতিপট্টান সূত্র—এখানে ৪ প্রকার স্মৃতিপ্রস্থানের (ধ্যানের) কথা বলা হইয়াছে। যেমন কায-স্মৃতিপ্রস্থান (ভিক্ষু কাযে কায়ানুপস্সী বিহবতি), বেদনা-স্মৃতিপ্রস্থান (ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুপস্সী বিহবতি), চিত্ত-স্মৃতিপ্রস্থান (ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুপস্সী বিহবতি) এবং ধর্ম-স্মৃতিপ্রস্থান (ভিক্ষু ধম্মে ধম্মানুপস্সী বিহবতি)। এই ৪ স্মৃতিপ্রস্থানই সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির একমাত্র উপায়। এই প্রসঙ্গে ৪ আর্যসত্যও এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

২৩। পাযাসি সূত্র—বাজা পাযাসি অত্যন্ত মিথ্যাদৃষ্টিপরাযণ ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে পরলোক বলিয়া কিছুই নাই এবং সুরুত-দুষ্কৃত কর্মের কোন ফল নাই। পণ্ডিত শ্রীবিব কুমারকাশ্যপ অনেক উপমা সাহায্যে বাজার ঐ সকল মিথ্যাদৃষ্টি দূর করিয়াছিলেন। পাযাসি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাগত হইয়াছিলেন।

এই সূত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, দান দিতে হইলে শ্রদ্ধাপূৰ্বক নিজের হাতে উত্তম চিত্তে দান করিতে হইবে।

(গ) পার্থক্য বগ্গঃ

২৪। পার্থক্য সূত্র (মতান্তরে পার্টিক সূত্র) —এই সূত্রে জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে বুদ্ধের মতামত জানা যায়। বুদ্ধ বলিয়াছেন—এক সময় আসে যখন জগতের প্রলয় হয়। সেই সময় আভাস্বর যোনিতে জাত প্রাণিগণ মনোময় প্রীতিভোজী, স্বয়ংপ্রভ, অন্তবীক্ষগামী, এবং শূভস্থায়ী হইয়া চিবকাল অবস্থান করেন। বহুকাল পরে আবার জগতের সৃষ্টি হয়। সেই সময় শূন্যে ব্রহ্ম-বিমান প্রকট হয়। তখন আভাস্বর দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া

(ড)

কোন প্রাণী এই ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হন। তিনিও মনোময়, প্রীতিভোজী, স্বয়ংপ্রভ, অন্তবীক্ষণ্যামী এবং শূভস্থায়ী হইয়া বহুকাল সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু বহুকাল নির্জনতা অসহনীয় হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় কোন সত্ত্বের আগমন প্রার্থনা করেন। তখন আরু বা পদ্যাক্ষয় হইলে অন্য কোন সত্ত্ব আভাস্বর দেবলোক হইতে উক্ত বিমানে উৎপন্ন হন। তিনিও মনোময়, প্রীতিভোজী, স্বয়ংপ্রভ, অন্তবীক্ষণ্যামী এবং শূভস্থায়ী হইয়া বহুকাল সেখানে অবস্থান করেন।

তখন শূন্য ব্রহ্মবিমানে প্রথমে উৎপন্ন সত্ত্ব মনে করেন : আমিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা এবং নির্মাতা, আমার ইচ্ছাতেই দ্বিতীয় সত্ত্ব এখানে উৎপন্ন হইয়াছে।” দ্বিতীয় সত্ত্বও মনে করেন : “ইনিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা এবং নির্মাতা কারণ ইনি আমার পূর্বেই এখানে উৎপন্ন হইয়াছেন।” ইহাব পবে পবে যাহাবা উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাবাও মনে করেন : “যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন তিনিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা, এবং নির্মাতা—অতএব তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত এবং অবিপরিণামধর্মী আব আমবা সকলে অনিত্য, অধ্রুব, অশাস্বত এবং মরণধর্মী।” এইভাবে কোন কোন সত্ত্ব ক্রীড়াপ্রদোষিক, মনপ্রদোষিক অথবা অধীত্যসমুৎপন্ন দেবতাদের নিজেদের পূর্বপুরুষ রূপে ঘোষণা করেন।

বুদ্ধের মতে ঐ সত্ত্বগণ লোকসমূহের অগ্রাবস্থা সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করেন তাহা যথার্থ নহে। তিনি নিজের প্রজ্ঞার দ্বারা জানেন লোক সমূহের যথার্থ অগ্র অবস্থা কি। তিনি সর্বজ্ঞ বলিয়া সমস্ত কিছু তাহাব জ্ঞাত। কিন্তু তিনি তাহাব প্রতি আসক্তি উৎপন্ন করেন না। তিনি অনাসক্ত থাকিয়া নিজের ভিতরে মন্থিত্ব অনুভব করেন যাহার দ্বারা সমস্ত কিছু জানিয়া তিনি (তথাগত) কখনও দুঃখভোগ করেন না। তৎপব তিনি বলেন : কেহ কেহ আমার সম্বন্ধে মিথ্যা দোষ আবোপ করিয়া থাকে যে যেসময় শূভ বিমোক্ষ উৎপন্ন করিয়া যোগী বিহার করেন তখন তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্ত কিছুর মধ্যে অশূভই দেখেন। বস্তুতঃ তিনি কখনও এইরূপ বলেন নাই। তাহাব বক্তব্য হইতেছে এই যে, শূভ বিমোক্ষ উৎপন্ন করিয়া যোগী ঐ সময় প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্ত কিছুর মধ্যে শূদ্ধ শূভই দেখিয়া থাকেন।

শেষে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, অন্য মতাবলম্বী, অন্যবিচাবসম্পন্ন, অন্যবুদ্ধি-সম্পন্ন, অন্য আচার্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শূভ বিমোক্ষ উৎপন্ন করিয়া বিহার করা দুষ্কর।

২৫। উদম্বাবিক সূক্ত—রাজগৃহের উদম্বাবিকা উদ্যানে বৃদ্ধের সহিত পবিত্রাজক নিগ্রোধের দুই প্রকার তপশ্চর্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। বৃদ্ধ বলিয়াছেন—যদি কোন তপস্বী নিজের তপস্যার কাৰণে মনের মধ্যে অহংকাৰ, ঈর্ষ্যা, মাৎস্যৰ্যাদি বিকৃতি জাগায় এবং নিজের মতবাদেৰ মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে, সেই তপস্বীর চিত্ত ক্ৰেশমুক্ত হইতে পাবে না, বরং তাহার চিত্তেৰ উপক্ৰেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যিনি তদ্বিপৰীত আচৰণ কৰেন তিনি পবিত্রাদুই থাকেন। কিন্তু তদপেক্ষাও যে প্রশংসনীয় ও সার্থক তপঃ আছে সেই বিষয়ে বৃদ্ধ ব্যক্ত কৰিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি জীবহিংসা, চৌৰ্য, মিথ্যাভাষণ ও পণ্য কামগুণভোগ হইতে বিবত থাকিয়া ব্রহ্মচৰ্য পালন কৰেন এবং স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানেৰ দ্বাৰা পণ্ডনীবরণ হইতে চিত্তকে মুক্ত কৰিয়া মৈত্ৰী, কৰুণা, মৃদুতা ও উপেক্ষা যুক্ত চিত্তেৰ দ্বাৰা সৰ্বদিকে বিচরণ কৰেন তিনি ক্রমশঃ পূৰ্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ কৰেন, দিব্যচক্ষু লাভ কৰিয়া সত্ত্বগুণেৰ চ্যুতি-উৎপত্তি বিষয়ে অবগত হন এবং আৰও উচ্চতৰ তপেৰ দ্বাৰা আশ্রব-ক্ষয়জ্ঞান লাভ কৰেন। এই জ্ঞান লাভেৰ জন্য যে তপশ্চৰ্যৰ প্ৰয়োজন তাহা বৃদ্ধ শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং ঐ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিতে হইলে কাহাকেও ধৰ্মান্তৰিত হইতে হইবে না, নিজেৰ পূৰ্বগুৰুকে ত্যাগ কৰিতে হইবে না...।

২৬। চক্ৰবৰ্ত্তি সূক্ত—এই সূত্রে দৃঢ়নেমি নামক চক্ৰবৰ্ত্তী বাজাৰ কথা বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ সম্ভবতঃ এই বাজা বিনা দণ্ডে বিনা শস্ত্ৰে পৃথিবী শাসন কৰিতেন। তাৰপৰি বার্ষিক্যে জ্যেষ্ঠ পদেৰ নিকট বাজ্যভাৰ সমৰ্পণ কৰিয়া প্ৰৰিজিত হন। বাজকুমাৰও ধৰ্মানুসাৰে বাজ্যশাসন কৰিয়া চক্ৰবৰ্ত্তী রাজা হন। তাঁহাৰ পৰে আৰও ৬ জন শাসক চক্ৰবৰ্ত্তী রাজা হইয়া ধৰ্মোপায়ে বাজ্য শাসন কৰিয়া চক্ৰবৰ্ত্তীৰ পালন কৰিয়াছিল। কিন্তু তাৰপৰি ক্রমশঃ অনাচাৰ সূৰু হয়, সদাচাৰ লুপ্ত হইতে থাকে। প্ৰাণীহত্যা, চৌৰ্য, কামে ব্যভিচাৰ মৃষাভাষণ ইত্যাদি অনাচাৰে পৃথিবী পূৰ্ণ হয়। ইহাৰ পৰে আৰাব ক্রমশঃ অবস্থাৰ পৰিবৰ্তন হইবে। লোকেদেৰ মনে আৰাব সদাচাৰ বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। ভবিষ্যতে এই জম্বুদ্বীপ আৰাব সমৃদ্ধ হইবে। তখন আৰাব শঙ্খ নামক চক্ৰবৰ্ত্তী বাজা উৎপন্ন হইয়া ধৰ্মোপায়ে বাজ্য শাসন কৰিবেন। পৃথিবীতে তখন মৈত্ৰেয় নামক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। আৰাব পৃথিবীতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠিত হইবে।

২৭। অঙ্গাঋগ্‌সূক্ত—পাটিকসূক্তেৰ সহিত অনেকাংশে এই সূত্ৰেৰ মিল

ଆছে । ଜଗତେବ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପତ୍ତି-ସମ୍ବନ୍ଧେ ଇହାତେଓ ଆଲୋଚନା ଆছে । ଏখানে ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଏହି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେବ କଥା ବଳା ହୁଅଇଛି । ବୁଦ୍ଧେବ ମତେ କେବଳମାତ୍ର ଜନ୍ମେର ଛାବା କେହ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ବ, କ୍ଷତ୍ରିୟତ୍ବ ଦାବୀ କରିତେ ପାବେ ନା । ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେର ମଧ୍ୟେ ସେ ଭିକ୍ଷୁ ଅର୍ହତ୍, କ୍ଷୀଣାମ୍ଭବ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କୃତକୃତ୍ୟ, ଭାବମୁକ୍ତ, ପବମାର୍ଥପ୍ରାପ୍ତ, ଭବବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ତିନିହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୨୪ । ସମ୍ପ୍ରସାଦନୀୟ ସୁତ୍ର—ଏখানে ବୁଦ୍ଧେବ ସଙ୍ଗେ ସାବିପଦ୍ମେବ କଥୋପକଥନ ଆছে । ସାବିପଦ୍ମ ବାଲିଆଛେନ ସେ ସମ୍ବୋଧିଜ୍ଞାନେ ବୁଦ୍ଧେବ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବ କେହୁହିଁ ଛିଲେନ ନା, ହବେନ ନା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନେଓ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧ ଜିଜ୍ଞାସା କବିଷା-ଛିଲେନ ସେ ଅତୀତେବ ବୁଦ୍ଧଗଣକେ ନା ଜାନିଲା କି କବିଷା ସାବିପଦ୍ମ ଐ ସମାଧାନେ ଆସିଲେନ । ଉକ୍ତେବେ ସାବିପଦ୍ମ ବାଲିଆଛିଲେନ—ଭସ୍ତେ, ଭଗବନ୍ ଅତୀତକାଳେବ ବୁଦ୍ଧଗଣଓ ପଞ୍ଚ ନୀବବନ୍ଦବ କବିଷା, ପ୍ରଜ୍ଞାନ୍ତାବା ଚିନ୍ତାମଳ ଦବ କବିଷା, ଚାରି ସ୍ମୃତି-ପ୍ରସ୍ଥାନେବ ଛାବା ଚିନ୍ତକେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବିଷା, ସମ୍ପ୍ର ବୋଧ୍ୟଜ୍ଞକେ ସ୍ବାସ୍ଥଭାବେ ଭାବନା କରିଷା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ୟକ୍ ସମ୍ବୋଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅଇଛେନ । ଭବିଷ୍ୟତ୍କାଳେବ ବୁଦ୍ଧଗଣଓ ତଦୁପଭାବେ ସମ୍ୟକ୍ ସମ୍ବୋଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅବେନ । ଆବ ଆପାନି ଭଗବାନଓ ଏହିଭାବେହିଁ ସମ୍ୟକ୍ ସମ୍ବୋଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅଇଛେନ ।

ସାବିପଦ୍ମ ଏହିଭାବେ ଭଗବାନେବ ସମ୍ମୁଖେ ନିଜେବ ସମ୍ପ୍ରସାଦ (ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ) ବାକ୍ତ କରିଷାଛିଲେନ ବାଲିଆ ଏହି ସୁତ୍ରେବ ନାମ ଦେଓସା ହୁଅଇଛି ସମ୍ପ୍ରସାଦନୀୟସୁତ୍ର ।

୨୫ । ପାସାଦିକ ସୁତ୍ର—ନିଗ୍ରହ ନାତପଦ୍ମେର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅଇଲେ ତାହାର ଧର୍ମ-ବିଷୟ ଲୁଇସା ଶିଷ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟେ ବିବାଦ ଏବଂ ବାଗ୍ବଦ୍ଧ ସୁବଦ୍ଧ ହୁଅଇସା ଗିଷାଛିଲ । ତାହି ଭଗବାନ ବାଲିଆଛେନ ସେ ତାହାର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ସୁବ୍ୟାଖ୍ୟାତ, ଦୁଃଖୋପ-ଶମକାରୀ, ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ, ତାହାର ଏବଂ ତାହାର ଶିଷ୍ୟଦେବ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତଃ ପବିତ୍ରର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ, ଉନ୍ନତ, ବିଭାବିତ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବିଶାଳ ଏବଂ ଦେବମନୁଷ୍ୟଗଣେର ମଧ୍ୟେ ସୁପ୍ରକାଶିତ । ତାହାର ଧର୍ମେବ ମୂଳ ବିଷୟ ହୁଅଇଛେ : ୫ ସ୍ମୃତି-ପ୍ରସ୍ଥାନ, ୫ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରଧାନ, ୫ ଶ୍ବାଦ୍ଧିପାଦ, ୫ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ୫ ବଳ, ୭ ବୋଧ୍ୟଜ୍ଞ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଂଗିକ ମାର୍ଗ । ତାହାର ଧର୍ମୋପଦେଶ ଇହଲୌକିକ ଓ ପାରଲୌକିକ ଉଭୟେବ ଆମ୍ଭବସମୁଦ୍ଧେର ସଂସାର ଓ ବିନାଶେବ ଜନ୍ୟ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଭିକ୍ଷୁଦେବ ଜନ୍ୟ ଆରଓ ବିବିଧ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଏହି ସୁତ୍ରେ ଆଛେ । ଆବଓ ବଳା ହୁଅଇଛି ସେ, ସେ ଭିକ୍ଷୁ ଅର୍ହତ୍ କ୍ଷୀଣାମ୍ଭବ ହୁଅଇଛେନ ତିନି ୯ ପ୍ରକାର ପାପକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହୁଅଇତେ ବିରତ ଥାକେନ, ସେମନ ସଞ୍ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରାଣୀହତ୍ୟା, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ମୈଥୁନ ସେବନ, ମୂଷାଭାଷଣ, ଗୃହସ୍ଥ ଥାକାକାଳୀନ ସଂସାରେବ ସାବତୀୟ ଭୋଗେବ କଥା ଚିନ୍ତନ, ବାଗାସକ୍ତ ହଓସା, ଦେସାସକ୍ତ ହଓସା, ମୋହାସକ୍ତ ହଓସା ଏବଂ କୋନ କାବଣେ ଭୟଭୀତ ହଓସା ।

গুরুগম্ভীর ভাষায় ব্যস্ত হওয়াতে সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা সুখগ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহাতে প্রবেশ করিতে হইলে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের প্রয়োজন। বুদ্ধের ধর্ম বিজ্ঞজন-জ্ঞাতব্য বলা হইয়াছে। এখানে ‘বিজ্ঞজন’ বলিতে বুদ্ধাইয়াছে যাঁহারা অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করিয়া সাধনায় পবিপক্ক হইয়াছেন।* ‘সিঙ্গালোবাদ সূত্র’ কে বাদ দিলে অবশিষ্ট ৩৩টি সূত্রই বুদ্ধের দর্শনবিষয়ক। আত্মা আছে কি নাই, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আছেন কি নাই, বুদ্ধের নির্বাণ কি, কি করিয়া নির্বাণ লাভ করা যাইতে পারে—ইত্যাদি সকল প্রশ্নের সদৃশ এই দীঘ নিকায়ে পাওয়া যাইবে।

ভিক্ষু শীলভদ্র সকলের ধন্যবাদার্থ। কাবণ তিনিই অনেক আশাস স্বীকার করিয়া সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় এই দীঘ নিকায়েব অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন বহুকাল পূর্বে। এই গ্রন্থেব গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী ইহাব দ্বিতীয় সংস্করণ এক খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছেন। কাজেই উক্ত এজেন্সীর স্বত্বাধিকারিগণ বাংলাভাষাভাষী পাঠকবৃন্দের ধন্যবাদার্থ। দীঘ নিকায়েব প্রথম খণ্ডেব বঙ্গানুবাদ আবও একজন পণ্ডিত ভিক্ষু করিয়া—ছিলেন কয়েক বৎসর পূর্বে। তিনি হইতেছেন বাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের তত্ত্বাবধি, বিনয়বিশাবদ (যিনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মহাপরিনির্বাণ সূত্রেব সমূল বঙ্গানুবাদ করিয়া পণ্ডিত সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাব এই অনুবাদ ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বাজবিহাব, বাজানগব, রাজনিষা, পূর্ব পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ) হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অলমতিবিস্তবেণ।

। ভবতু সম্বমঙ্গলং ।

সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা

প্রবাবণা পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭)

২৫৪১ বুদ্ধাব্দ

সুকোমল চৌধুরী

* বাজগুরু ধর্মরত্ন মহাথেরো এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : “বুদ্ধবাণী অত্যন্ত গম্ভীর ও জটিল দার্শনিক তত্ত্বে পবিপূর্ণ। বিশেষতঃ আশ্য না হইলে আশ্যসত্য বুদ্ধা ও বুদ্ধান দৃবদ্বহ ব্যাপাব।”

ଦୀପ୍ତି ନିକାୟ

(ବଜ୍ରାବୁଦ୍ଧ)

[ଅଦ୍ଧମ ସଂସ୍କରଣ]

নমো ভাস্কর্যভগবতো অবহতো সন্মা সমুদ্রস্

দীঘ নিকায়ে

ব্রহ্মজাল সূত্রের পূর্বাভাস

বক্ষ্যমান সূত্রেব বিষয় বস্তু ভগবান বুদ্ধ কস্তুক বিবৃত হইবার কালে ভারতবর্ষেব বহুবিধ দার্শনিক মতেব অস্তিত্ব ছিল। উহাদেব মধ্যে গুরুত্বের ক্রমানুসারে নিম্নোচিত দ্বিষষ্ঠী প্রকার মত বর্তমান সূত্রে বর্ণিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। উপনিষদ সমূহ এবং ভাবতীষ ষড়দর্শন নামে জ্যোত দর্শন সংগ্রহেব মধ্যে উক্ত দার্শনিক মত সমূহেব কোন উল্লেখ না থাকিলেও এক সময়ে উহাদেব অস্তিত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহেব অবসর নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে উহাদেব প্রামাণিকতা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছে।

“আত্মা অস্তিত্ব আছে কি না?” “উহার স্বরূপ কি?” ইত্যাদি প্রকার প্রশ্নেব সহিত উক্ত দ্বিষষ্ঠী সংখ্যক দার্শনিক মত সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধ ধর্ম্মে আত্মবাদেব স্থান নাই এবং উক্ত দার্শনিক মত সমূহে “আত্মা সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে ব্রহ্মজাল সূত্রে তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, ঐ সকল দৃষ্টি অজ্ঞ, অদর্শী, তুচ্ছাগত, প্রমগ ও ব্রাহ্মণেব বেদনামাত্র, চিত্ত-চাঞ্চল্য মাত্র।” মধ্যম নিকায়েব অলগন্দোপম সূত্রে উক্ত হইয়াছেঃ “এই যে দৃষ্টিস্থান—সে-ই জগত, সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পবে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, অবিপরিণামী আমি চিবকাল একইরূপে থাকিব. তাহাও আমাব নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমাব আত্মা নহে।” উক্ত নিকায়েব সম্বাসেব সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, “পূর্বে সুদীর্ঘ অতীতে আমি ছিলাম অথবা না? কি ভাবে ছিলাম এবং পরে কি হইয়াছিলাম? আমি কি ভবিষ্যতে থাকিব অথবা না? কি ভাবে থাকিব? কি হইতে কি হইব? আমি এখন আছি কি নাই? আমার এই সত্ত্বা কোথা হইতে আসিয়াছে? ইহা কোথাষ বাইবে?” ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহকে প্রকৃত দার্শনিক সমস্যারূপে গ্রহণ করা যায় না।

১। ব্রহ্মজাল সূত্র

১। ১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিযাছি। এক সময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত সূর্যহংগভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী রাজবজ্রের উপর দিয়া চলিতেছিলেন। পবিত্ররাজক সূর্যপ্রিয় ও ব্রহ্মদত্ত নামক তব্ধগ বয়স্ক শিষ্যের সহিত বাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী রাজবজ্রের উপর দিয়া চলিতেছিলেন। ঐ সময়ে পবিত্ররাজক সূর্যপ্রিয় নানা প্রকারে বুদ্ধের নিন্দা করিতেছিলেন, ধর্মের নিন্দা করিতেছিলেন, সঙ্ঘের নিন্দা করিতেছিলেন। কিন্তু সূর্যপ্রিয়ের তব্ধগ শিষ্য ব্রহ্মদত্ত নানাপ্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন, ধর্মের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন, সঙ্ঘের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন। এইরূপে তাঁহারা আচার্য্য ও শিষ্য উভয়ে প্রত্যক্ষভাবে পবস্ত্রপর পবস্ত্রবের বিবুদ্ধবাদী হইয়া ভগবান ও ভিক্ষুগণের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন।

২। তৎপরে ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অম্বলট্টিকা নামক উদ্যানে স্থিত রাজকীয় ভবনে বাগ্নিবাস করিলেন। পবিত্ররাজক সূর্যপ্রিয় ও তাঁহার তব্ধগ শিষ্য ব্রহ্মদত্তের সহিত ঐ স্থানে বাগ্নি যাপন করিলেন। ঐ স্থানেও পবিত্ররাজক সূর্যপ্রিয় নানাপ্রকারে বুদ্ধের নিন্দোক্তি করিলেন, ধর্মের নিন্দোক্তি করিলেন, সঙ্ঘের নিন্দোক্তি করিলেন। কিন্তু সূর্যপ্রিয়ের তব্ধগ শিষ্য ব্রহ্মদত্ত নানাপ্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিলেন, ধর্মের প্রশংসোক্তি করিলেন, সঙ্ঘের প্রশংসোক্তি করিলেন। এইরূপে তাঁহারা, আচার্য্য ও শিষ্য উভয়ে, প্রত্যক্ষভাবে পবস্ত্রপর পবস্ত্রবের বিবুদ্ধবাদী হইলেন।

৩। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু প্রত্যুষে গাগ্রোথান পূর্ব্বক মণ্ডলমালে সম্মিলিত হইয়া উপবেশন করিলে তাঁহাদের মধ্যে কথোপকথন এইরূপ ধাৰা অবলম্বন করিল : ‘কি আশ্চর্য্য, আবুস, কি অদ্ভুত যে জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অহং সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট মনুষ্যগণের প্রবৃতি যে কতবৃদ্ধ বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সূর্যপ্রতিবিদিত। এই পবিত্ররাজক সূর্যপ্রিয় অনেক প্রকারে বুদ্ধের নিন্দোক্তি করিতেছেন, ধর্মের নিন্দোক্তি

১। ‘ক্ষুদ্র আশ্রবক্ষ’। উক্ত নামধেয় উত্তানের প্রবেশদ্বারে একটি ক্ষুদ্র আশ্রবক্ষ ছিল বলিয়া উত্তানের ঐ নাম হইয়াছিল।

২। উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষ।

কবিতেছেন, সঙ্ঘের নিন্দাস্তি কবিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য তরুণ ব্রহ্মদত্ত অনেক প্রকাৰে বুদ্ধের প্রশংসাস্তি কবিতেছেন, ধৰ্ম্মের প্রশংসাস্তি কবিতেছেন, সঙ্ঘের প্রশংসাস্তি কবিতেছেন। এইৰূপে তাঁহারা, আচাৰ্য্য ও শিষ্য উভয়ে, প্রত্যক্ষভাবে পবস্পব পবস্পবের বিবুদ্ধবাদী হইয়া ভগবান ও ভিক্ষুগণের পশ্চাদনুসৰণ কবিতেছেন।’

৪। অতঃপৰ ভগবান ভিক্ষুদিগের কথোপকথনের ধাৰা অবগত হইয়া মণ্ডলমালে গমন কবিলেন এবং তথায় নিৰ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিলেন। তৎপৰে তিনি ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন কবিলেন : ‘এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা কি কথায় নিযুক্ত, তোমাদের কি আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হইল?’ এই বৃপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কবিলেন।

৫। ‘ভিক্ষুগণ, অপৰে যদি আমাব, কিম্বা ধৰ্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা কৰে, তজ্জন্য তোমরা দ্বেষাবিষ্ট হইও না, ক্ষুণ্ণ হইও না, কুপিত হইও না। অপৰে আমাব, কিম্বা ধৰ্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা কবিলে, যদি তোমরা কুপিত হও, অথবা হৃদয়ে আঘাত অনুভব কৰ, তাহা হইলে উহা তোমাদেরই পথে অন্তৰায় হইবে। ভিক্ষুগণ, অপৰে আমাব, কিম্বা ধৰ্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা কবিলে, যদি তোমরা কুপিত অথবা অসন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে পৰেব বাক্য স্ফুৰিত কিম্বা দ্ৰুতগতিত তাহা বিচাৰ কবিতে সক্ষম হইবে কি?’

‘না, ভগ্নে।’

‘ভিক্ষুগণ, অপৰে আমাব, কিম্বা ধৰ্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা কবিলে তোমরা এই বলিয়া অসত্যেব অসত্যতা প্রতিপন্ন কবিলে : “এই কাৰণে ইহা অসত্য, এই কাৰণে ইহা মিথ্যা, আমাদিগের মধ্যে ইহাব অস্তিত্ব নাই, আমাদিগের মধ্যে ইহা অবিদ্যমান।”

৬। ‘কিন্তু, ভিক্ষুগণ, অপৰে আমাব, কিম্বা ধৰ্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের প্রশংসা কবিলেও তোমরা সেজন্য আনন্দ, সৌমিনস্য কিম্বা উল্লাসেব প্রশংসা দিও না। তোমরা সেৰূপ কবিলে উহা তোমাদেরই পথে অন্তৰায় হইবে। অপৰে আমাব, অথবা ধৰ্ম্মের, অথবা সঙ্ঘের প্রশংসা কবিলে তোমরা সত্যেব সত্যতা স্বীকাৰ কবিলে এবং কবিলে : “এই কাৰণে এইৰূপ হইয়াছে, এই কাৰণে ইহা সত্য, আমাদিগের মধ্যে ইহাব অস্তিত্ব আছে, আমাদিগের মধ্যে ইহা বিদ্যমান।”

৭। ‘সংসারাসক্ত সাধাৰণ মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীৰ্ত্তন কবিবাব

সমস্ত তুচ্ছ, স্বপ্নমূল্য শীল সম্বন্ধেই কহিয়া থাকে। যে তুচ্ছ, স্বপ্নমূল্য শীলসমূহ তৎকর্তৃক কথিত হয়, উহা কি কি ?

৮। “প্রাণাতিপাত পরিহার করিয়া, উহা হইতে বিবত হইয়া শ্রমণ গোঁতম দণ্ড ও শস্ত্র পবিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি বিনয় ও দয়ালুতার সহিত সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও কবুদ্যা প্রণোদিত হইয়া বিচরণ করেন।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

“অদন্তের গ্রহণ পরিহার পূর্বক শ্রমণ গোঁতম অদন্তের গ্রহণ হইতে বিবত; যাহা দন্ত তাহা গ্রহণ করিয়া, দানের প্রতীক্ষা করিয়া সন্ততা ও শূদ্ধাচিত্তের সহিত তিনি বিচরণ করেন।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

“ইন্দ্রিয়পবায়গতা পরিহার পূর্বক ব্রহ্মচরী শ্রমণ গোঁতম পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন, তিনি ইতর সুলভ মৈথুন হইতে বিরত।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

৯। “মূষাবাদ পরিহারপূর্বক শ্রমণ গোঁতম মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত ; তিনি সত্যবাদী, তিনি সত্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না ; তিনি দৃঢ়চিত্ত ও বিশ্বাসযোগ্য ; তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বিরত।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

“পিশুণ বাক্য পরিহার পূর্বক শ্রমণ গোঁতম উহা হইতে বিবত। তিনি এই স্থানে যাহা শ্রবণ করেন, এই স্থানের লোকেব বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা অন্যত্র প্রকাশ করেন না ; অন্যত্র যাহা শ্রবণ করেন, ঐ স্থানের লোকেব বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা এই স্থানে প্রকাশ করেন না। এইরূপে তিনি যাহাবা ভিন্ন তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, যাহারা মিত্র তাহাদের মধ্যে মৈত্রীর উৎসাহ দাতা, ঐক্য কারক, ঐক্য প্রিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যের কথনকারী।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

“পবুষ-বাক্য পরিহারপূর্বক শ্রমণ গোঁতম উহা হইতে প্রতিবিবত। যে বাক্য অনিন্দ্য, যাহা শ্রুতি-সুখকর, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী, শিষ্ট-মনুষ্যের প্রতি-প্রদ ও মনোহর, তিনি এইরূপ বাক্য কহিয়া থাকেন।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

“বৃথা প্রলাপ পরিহার পূর্বক শ্রমণ গোঁতম উহা হইতে বিরত। তিনি

কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী, তিনি যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত, অর্থ-সংহিত মূল্যবান বাক্য কহিয়া থাকেন।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ উক্তি কহিয়া থাকে।

১০। “শ্রমণ গৌতম বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশ হইতে প্রতিবিরত। তিনি একাহাবী, বাগি ও বিকাল ভোজনে প্রতিবিরত। তিনি নৃত্য-গীত বাদ্য সম্বলিত প্রদর্শনী গমনে বিরত। তিনি মালা, গন্ধ ও বিলেপনের ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরত। তিনি উচ্চ ও বৃহৎ শয্যার ব্যবহারে বিরত। তিনি স্বেদ ও বোপ্যের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি অপক্ক শস্যের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি অপক্ক মাংসের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি স্ত্রী-লোক ও কুমারীর গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাসের গ্রহণে বিরত। তিনি মেঘ ও ছাগের গ্রহণে বিরত। কুক্কট ও শূকরের গ্রহণে বিরত। তিনি হস্তী, গো, অশ্ব ও অশ্বীর গ্রহণে বিরত। তিনি কষিত ও অকষিত ভূমির গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি দূত ও সংবাদবাহকের কর্ম হইতে বিরত। তিনি ক্রয় ও বিক্রয় হইতে বিরত। তিনি তুলা, কংস^১ ও মান সম্বন্ধিত প্রবণ্ডনা হইতে বিরত। তিনি উৎকোচ, বণ্ডনা ও শাঠ্য রূপ বক্রগতি হইতে বিরত। তিনি ছেদন, বধ, বন্ধন, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত। সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

। চুলশীল সমাপ্ত।

মধ্যম শীল

১১। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও পঞ্চ বীজ শ্রেণীর ও তদদ্ভূত উদ্ভিদ সমূহের—যথা মূল বীজ, খন্ড বীজ, গ্রন্থি বীজ, অগ্র বীজ এবং বীজ-বীজ—এই সমূহের বিনাশে বৃত্ত থাকেন; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশে প্রতি বিরত।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১২। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে বৃত্ত থাকেন, যথা—সঞ্চিত অন্ন,

১। বুদ্ধঘোষের মতে এই স্থানে কংসকে মিথ্যার দ্বারা, স্বর্ণরূপে চালান সূচিত হইয়াছে।

পান, বস্ত্র, পান, শয্যা, গন্ধ এবং ব্যঞ্জন পাকোপকরণ ; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এই প্রকার সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে বিবত ।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে ।

১৩। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ প্রদর্শনী গমনে বত থাকেন, যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, প্রেক্ষা, আখ্যান^১ প্রাণিস্ববৎ^২, কবির গান, দামামা বাদ্য, বঙ্গমণ্ডে প্রদর্শিত দৃশ্যপট, চণ্ডাল বাজী কবেব কোশল, হস্তী যুদ্ধ, অশ্ব যুদ্ধ, মহিষ যুদ্ধ, বৃষভ যুদ্ধ, অজ যুদ্ধ, মেঘ যুদ্ধ কুক্কট যুদ্ধ, বর্তক^৩ যুদ্ধ, দণ্ড যুদ্ধ, গুর্দাট যুদ্ধ, মল্ল যুদ্ধ, কৃত্রিম যুদ্ধ, সেনা বিন্যাস, সৈন্যবাহু, বাহিনী পরিদর্শন,—শ্রমণ গৌতম এইরূপ প্রদর্শনী গমন হইতে বিবত ।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে ।

১৪। কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ দ্রুত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমোদে আসক্ত হইয়া থাকেন, যথা—অষ্ট পদ, দশ পদ^৪, আকাশ^৫, পরিহাব পথ^৬, সস্তিকা^৭, খালিকা^৮, ঘটিকা^৯, শলাক-হস্ত^{১০}, অক্ষ^{১১}, পঙ্গচীৰ^{১২} বৎকক^{১৩}, মোক্ষচিকা^{১৪}, চিঙ্গলিক^{১৫} পত্রাটক^{১৬}, ক্রীড়ার্থ বথ ও ধন, অক্ষবিকা^{১৭}, মনোষিকা^{১৮}, অস্ত্র বিকৃতির অনুরণ^{১৯} ;” কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ দ্রুত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমোদে অনাসক্ত ।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে ।

১। বামাষণাদি উপাখ্যানের আবৃত্তি । ২ হস্ত হইতে উৎপাদিত সঙ্গীত । বুদ্ধ ঘোষের মতে ইহাব অর্থ খঞ্জনি ধ্বনি এবং ইহা পার্ণিতালও কথিত হয় । ৩ পক্ষী বিশেষ । ৪ চতুর্ভুজ অঙ্কিত অষ্ট কিম্বা দশ পংক্তি বিশিষ্ট কাষ্ঠ ফলক লইয়া ক্রীড়া । ৫ আকাশে উক্ত প্রকার ফলক কল্পনা করিয়া ক্রীড়া । ৬ ভূমিতে নানা পথ বিশিষ্ট মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উহা যথা রূপে অতিক্রম করা । ৭ ক্রীড়া বিশেষ । ৮ অক্ষ ক্রীড়া । ৯ দীর্ঘ দণ্ড দ্বারা ক্ষুদ্র দণ্ডের গ্রহণ ক্রীড়া । ১০ লাফা কিম্বা কোন বৎসর মধ্যে হাত ডুবাইয়া পবে ঐ হাত তুলিব গ্রাম ব্যবহার করিয়া উহা হইতে চিত্রাঙ্কণ । ১১ গুল ক্রীড়া । ১২ পত্র নির্মিত ক্রীড়োপযুক্ত বংশধ্বনি । ১৩ ক্রীড়ার্থ ক্ষুদ্র লাঙ্গল । ১৪ ডিগবাজি । ১৫ তালপত্র নির্মিত বায়ু বেগে ঘূর্ণিত চক্র । ১৬ তালপত্র নির্মিত আটক অর্থাৎ আড়ি । এক আড়ি ষোল কিম্বা বিশ সেব পরিমাণ । ১৭ আকাশে চিহ্নিত কিম্বা সহ-ক্রীড়কের পৃষ্ঠে অঙ্কিত অক্ষরের অনুমান । ১৮ অপবেব চিন্তাব বিষয় অনুমান করা । ১৯ অক্ষ, খঞ্জ প্রভৃতির অঙ্গ-বিকৃতির অনুকরণ প্রদর্শন ক্রীড়া ।

১৫। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদস্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিষাও এইব্দপ উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে বত থাকেন, যথা—আসাদি^১, পর্য্যঙ্ক, গোণক^২, চিত্তক^৩, পটিকা^৪, পটলিকা^৫, তুলিকা^৬, বিকটিকা^৭, উদ্দলোমী^৮, একান্তলোমী^৯, কট্ঠিয়া^{১০}, কেযোয, কুস্তক^{১১}, হস্তী, অশ্ব ও রথাস্তবণ, অজিনাস্তবণ, কদলী-মৃগ^{১২} চর্ম্ম আস্তরণ সচন্দ্রাতপ আস্তবণ, শিব ও পাদদেশ বন্ধাব নিমিত্ত লোহিত উপাধান যুক্ত পর্য্যঙ্ক; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইপ্রকার উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে বিবত।” সংসাবাসন্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইব্দপ কহিয়া থাকে।

১৬। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদস্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিষাও এইব্দপ মণ্ডণ ও বিভূষণাদিতে বত থাকেন, যথা—উৎসাদন^{১৩}, পবি-মন্দর্দন, স্নান, সংবাহন^{১৪}, দর্পণ, অঞ্জন, মালা, বিলেপন, মৃখচর্দণ, মৃখ-বিলেপন, কঙ্কণ, শিখা-বন্ধ, দণ্ড, নাড়িক^{১৫} খড্গ, ছত্র, চিহ্নিত পাদুকা, উষ্ণীষ, মণি, বাল-বীজনী, দীর্ঘ দশা বিশিষ্ট শূল বস্ত্র, কিন্তু শ্রমণ গৌতম এবম্বিধ মণ্ডণ ও বিভূষণাদি হইতে বিরত।” সংসাবাসন্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইব্দপ কহিয়া থাকে।

১৭। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদস্ত ভোজনাদি উপভোগ-কবিষাও এইব্দপ হীন আলাপে বত থাকেন, যথা—বাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য কথা, সেনা সম্বন্ধীয় কথা, ভষ কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয় কথা, বস্ত্র কথা, শয়ন কথা, মালা কথা, গন্ধ কথা, জ্ঞাতি কথা, যান কথা, গ্রাম কথা, নিগম কথা, নগর কথা, জনপদ কথা, নাবী কথা, বীব কথা, পথ

১। সমস্ত দেহেবন্ধ কবিবাব জন্ত সুদীর্ঘ কাষ্ঠাসন। ২ পশম নির্মিত দীর্ঘ লোম বিশিষ্ট আচ্ছাদন। ৩ পশম নির্মিত নানা বর্ণবস্ত্রিত শয্যাব আস্তবণ। ৪ স্বেতবর্ণ পশমী বস্ত্র। (পট+ইক)। ৫ পুষ্পেব সূচীকার্য্য বিশিষ্ট পশম নির্মিত ক্ষুদ্র আস্তবণ। ৬ কার্পাস তুলা পূর্ণ লেপ। ৭ পশম নির্মিত, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি মূর্ত্তিব সূচী শিল্প বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র আচ্ছাদন। ৮ উভয় দিকেই পশমেব ঝালব যুক্ত আচ্ছাদন। ৯ এক প্রান্তে ঝালব যুক্ত আচ্ছাদন। ১০ বস্ত্র খচিত ক্ষুদ্র আচ্ছাদন। ১১ নর্ভকীদিগেব নৃত্য প্রদর্শনে ব্যবহৃত আস্তরণ। ১২ যুগ বিশেষের নাম। ১৩ তৈল ও চন্দনাদি দ্বাৰা দেহেব পবিশোধন। ১৪ অঙ্গমর্দন। ১৫ নলাকৃতি আধাব, চোঙ্গা বিশেষ।

কথা, কুন্তস্থান^১ কথা, পদ্বর্ষপদ্বর্ষ কথা,^২ নিবর্থক কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা ; কিন্তু শ্রমণ গোতম এইরূপ হীন আলাপে বিবত ।” সংসাবাসন্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে ।

১৮ । “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ বিগ্রাহিক কথায় নিযুক্ত হন, যথা—‘তুমি এই ধর্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম ও বিনয় জানিবে ? —তুমি মিথ্যা দৃষ্টিব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ—পদ্বর্ষ কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পদ্বর্ষ কহিয়াছ—তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে—তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—স্বকীয় দৃষ্টি পবিশুদ্ধ কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাপ মুক্ত কর ।’ শ্রমণ গোতম এবম্বিধ বিগ্রাহিক কথায় বিবত ।” সংসাবাসন্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে ।

১৯ । “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও বাজগণ, মহামাত্যগণ, ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণগণ এবং গৃহপতি কুম্ভাবগণ তাহাদিগকে—‘এই স্থানে যাও, সেই স্থানে যাও, ইহা লইয়া আইস, ইহা ঐ স্থানে লইয়া যাও’ এইরূপ দৌত্য কন্মের নিষ্পত্তি করিলে তাহারা উহাতে নিযুক্ত হন । শ্রমণ গোতম এইরূপ দৌত্যকন্মে বিবত ।” সংসাবাসন্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে ।

২০ । “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও কুহক হইয়া থাকেন, লপক^৩ হইয়া থাকেন, নৈমিত্তিক হইয়া থাকেন, নিষ্পেষিক^৪ হইয়া থাকেন, লাভোপরি লাভগৃহ হইয়া থাকেন—শ্রমণ গোতম এইরূপ কুহন ও লপন হইতে বিবত ।” সংসাবাসন্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে ।

। মধ্যমশীম সমাপ্ত ।

১। কুপ। ২ যুত আত্মীয় সম্বন্ধে দস্তযুক্ত কথা। ৩ ভিক্ষা পাইবার নিমিত্ত অস্পষ্ট মন্তব্য উচ্চারণ। ৪ যাত্ৰকব।

মহাশীল

২১। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, যথা—সামর্দ্রিক বিদ্যা, নিমিত্ত, উৎপাত^১, স্বপ্ন, লক্ষণ, মৃষিকচ্ছিন্ন বস্তু^২, অগ্নি-হোম, দর্শি^৩ হোম, তুষ হোম, কণ^৪ হোম, তণ্ডুল হোম, ঘৃত হোম, তৈল হোম, মূখ হোম^৫ বস্ত্র হোম, অজ বিদ্যা^৬, বস্তু বিদ্যা^৭ ক্ষত্র বিদ্যা^৮, শিব-বিদ্যা^৯, ভূত-বিদ্যা, ভূবি-বিদ্যা^{১০}, অহিবিদ্যা, বিষ বিদ্যা, বৃশ্চিক বিদ্যা মৃষিক-বিদ্যা, পক্ষী বিদ্যা, বায়স বিদ্যা, পঞ্চদ্যান^{১১}, শর পবিগ্রাণ, মৃগ-চক্র^{১২}, শ্রমণ গোঁতম এই প্রকার হীন বিদ্যায় বিরত।” সংসাবাসন্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২২। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, যথা—মণিলক্ষণ, দণ্ড লক্ষণ, বস্ত্র লক্ষণ, অসি লক্ষণ, শব লক্ষণ, ধনু লক্ষণ, আয়ুধ লক্ষণ, স্ত্রী লক্ষণ, পুংসু লক্ষণ, কুমার লক্ষণ, কুমারী লক্ষণ, দাস-লক্ষণ, দাসী লক্ষণ, হস্তী লক্ষণ, অশ্ব লক্ষণ, মহিষ লক্ষণ, বৃষ লক্ষণ, গো লক্ষণ, অজ লক্ষণ, মেঘ লক্ষণ, কুর্কটলক্ষণ, বর্তক লক্ষণ, গোধা লক্ষণ, কণিকা লক্ষণ, কচ্ছপ লক্ষণ, মৃগ লক্ষণ—শ্রমণ গোঁতম এইরূপ হীন বিদ্যায় বিরত।” সংসাবাসন্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৩। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, যথা—বাজগণ যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তাঁহারা পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিবেন;

১। পালি উল্লাদ বজ্রঘাত ইত্যাদি নিমিত্ত হইতে ভবিষ্যৎ কথন। ২ ঐকপ বস্ত্র পবিধান করিলে অমঙ্গল হয় এইকপ কুসংস্কার পূর্বে ছিল। ৩ হাত। ৪ হোম সাধনকালে কি প্রকার দর্শি হইতে ঘৃতাদি আহুতি অগ্নিতে ঢালিয়া দিলে কি প্রকার ফল লাভ হয় তাহা কথিত হইত। ৫ শম্ভেব স্তম্ভাংশ। ৬ মুখ হইতে সর্ষপ ইত্যাদি বীজ উদগীৰণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান। ৭ মনুষ্যেব অবয়ব দেখিয়া তাঁহাব স্বভাব নির্ণয়। ৮ ভূমি দেখিয়া উহা বাসেব পক্ষে শুভ কিম্বা অশুভ তাহা নির্ণয়। ৯ এ স্থলে রাজনীতি। ১০ শুভ মন্ত্র জ্ঞান। ১১ মনুষ্যেব গৃহে বাস করিলে যে শুভ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হয়, ঐ মন্ত্রেব জ্ঞান। ১২ মনুষ্যেব অবশিষ্ট আয়ু সম্বন্ধে ভবিষ্যত বাণী। ১৩ সর্বপ্রাণীৰ তাঁহা বুঝিতে পাব।

অভ্যন্তর বাজগণ আক্রমণ করিবেন; বাহির বাজগণ পলায়ন করিবেন; বাহির রাজগণ আক্রমণ করিবেন, অভ্যন্তর রাজগণ পলায়ন করিবেন; অভ্যন্তর বাজগণের জয় হইবে, বাহির বাজগণের পবাজয় হইবে; বাহির বাজগণের জয় হইবে, অভ্যন্তর বাজগণের পবাজয় হইবে; এইরূপে এপক্ষেব জয় হইবে, অপব পক্ষেব পবাজয় হইবে।’ শ্রমণ গোতম এই প্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিবত।” সংসাবাসক্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৪। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, যথা—‘চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূর্য্যগ্রহণ হইবে, নক্ষত্রগ্রহণ হইবে। চন্দ্র সূর্য্যের ষথানির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, চন্দ্রসূর্য্যের বিপথে গমন হইবে, নক্ষত্রদিগের ষথানির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, উহাদিগের বিপথে গমন হইবে। উল্কাপাত হইবে। দাবাগ্নি হইবে। ভূমিকম্প হইবে। বজ্রপাত হইবে। চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্য হইবে। চন্দ্রগ্রহণের এই ফল হইবে, সূর্য্যগ্রহণের এই ফল হইবে, নক্ষত্রগ্রহণের এই ফল হইবে, চন্দ্রসূর্য্যের নির্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, চন্দ্রসূর্য্যের বিপথে গমন হইলে এই ফল হইবে, নক্ষত্রগণের নির্দিষ্টপথে গতি হইলে এই ফল হইবে, উহাবা বিপথে গমন করিলে এই ফল হইবে। উল্কাপাতেব এই ফল হইবে, দাবাগ্নির এই ফল হইবে, ভূমিকম্পের এই ফল হইবে, বজ্রপাতেব এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্রগণের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্যের এই ফল হইবে।’ শ্রমণ গোতম এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিবত।” সংসাবাসক্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৫। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, যথা—‘সুবৃষ্টি হইবে, দূর্বৃষ্টি হইবে, সুভিক্ষ হইবে, দূর্ভিক্ষ হইবে, শান্তি হইবে, অশান্তি হইবে, বোগ হইবে, আবোগ্য হইবে, মৃদ্রা, গণনা, সংখ্যান, কবিতা বচনা, লোকাযত।’ শ্রমণ গোতম এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিবত।” সংসাবাসক্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্ত্তন-কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৬। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও

এইপ্রকাব হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অৰ্জন কবেন,
যথা—আবাহন,^১ বিবাহন,^২ সংবদন,^৩ বিবদন,^৪ সংকিরণ,^৫ বিকিরণ,^৬
সৌভাগ্য-কবণ, দূৰ্ভাগ্য কবণ, গৰ্ভপাত কবণ, জিহবাব জড়তা সাধন, হনুৰ
জড়তা সাধন, হস্তেব উৰ্দ্ধক্ষেপ, বধিরতা সাধন, *

আদর্শ-প্রশ্ন,^৭ কুমাবী প্রশ্ন,^৮ দেব প্রশ্ন,^৯ সূর্যোপাসনা, মহা ব্রহ্মোপাসনা,
অভ্যুজ্জ্বলন,^{১০} শ্রী-আহ্বান^{১১}—শ্রমণ গৌতম এইব্দপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা
জীবনোপায়ে বিবত।” সংসাবাসন্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্তনকালে
এইব্দপ কহিষা থাকে।

২৭। “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদন্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিষাও
এইপ্রকাব হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অৰ্জন কবেন,
যথা—শান্তিকৰ্ম্ম, প্রণিকৰ্ম্ম,^{১২} ভূবিকৰ্ম্ম,^{১৩} বর্ষকৰ্ম্ম,^{১৪} বর্ষবর্ষ কৰ্ম্ম,^{১৫}
বাস্তকৰ্ম্ম,^{১৬} বস্তু পবিকিবণ,^{১৭} আচমন, স্নান, যজ্ঞ, বমন, বিরেচন, উর্দ্ধ-
বিরেচন, অধোবিবেচন, শীর্ষ বিবেচন, কণ্ঠ তৈল, নেত্র-অপর্ণ, নাসিকা কৰ্ম্ম
অঞ্জন, অভিলেপন, শালাক্য,^{১৮} শল্যকৰ্ম্ম,^{১৯} শিশু চিকিৎসা, মূল ও
ভৈষজ্যেব প্রয়োগ, ঔষধেব প্রতিমোক্ষ,^{২০}—শ্রমণ গৌতম এইব্দপ হীন বিদ্যা

১। উদাহ ক্রিয়া সম্পাদনেব পব বব কিছা বধুকে গৃহে আনয়ন। ২ উদাহ
ক্রিয়া সম্পাদনেব পব বব কিছা বধুকে গৃহান্তবে প্রেবণ। ৩ শান্তি স্থাপন।
৪ ভেদ আনয়ন। ৫ ঋণ সংগ্রহ। ৬ অর্থেব ব্যয়। ‘আবাহন’ ইত্যাদি
ব্যাপাবগুলিব জন্ত শুভদিনেব নির্ণয় স্থচিত হইয়াছে। * সৌভাগ্য কবণ ইত্যাদি
জন্ত ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রোচ্চারণ উক্ত হইয়াছে। ৮ ঐন্দ্রজালিক মুকুবেব সাহায্যে
দৈববাণী প্রাপ্তি। ৯ কুমাবী সাহায্যে দৈববাণীপ্রাপ্তি। ১০ দেবতােব নিকট
হইতে ভবিষ্যবাণী প্রাপ্তি। ১১ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা মুখ হইতে অগ্নি উদ্গীবণ।
১২ শ্রী-দেবতাকে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আহ্বান। ১৩ দেব সন্নিধানে অঙ্গীকাবেব
প্রতিপালন। ১৪ মৃত্তিকানির্মিত গৃহে বাসকালে শুভমন্ত্রেব উচ্চারণ।
১৫ জননশক্তি উৎপাদন। ১৬ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা জননশক্তিব নাশ। ১৭ বাসগৃহ
নির্মাণেব জন্ত শুভদিন নির্ণয়। ১৮ বাসভূমি দেবোদ্দেশে উৎসর্গ কবা।
১৯ নেত্র বোগ চিকিৎসা। ২০ অস্ত্র চিকিৎসা। ২১ এক ঔষধ প্রয়োগেব পব
অপব ঔষধেব প্রয়োগ—বিবেচক প্রয়োগেব পব উহাব গুণ নাশ কবিবাব জন্ত
অপব কোন ঔষধেব প্রয়োগ।

ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিবত।” সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

ভিক্ষুগণ, ইহাই সেই ক্ষুদ্র ও গোণ-শীল যাহার জন্য সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কবিয়া থাকে।

। মহাশীল সমাপ্ত ।

শাস্ত্রতবাদ

২৮। “ভিক্ষুগণ, অন্য ধর্ম আছে, যাহা গম্ভীর দৃশ্য, দূর্বান্দবোধ্য, শাস্ত, প্রণীত, অতর্ক্যচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ কবিয়া প্রকাশ কবেন, যাহা তথাগতের স্বার্থ গুণের সম্যক কথনকাব্যী কহিবেন।

“ভিক্ষুগণ, ঐ ধর্ম কি কি ?

২৯। “ভিক্ষুগণ, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পূর্বাস্তিকল্পিক, পূর্বাস্তান্দৃষ্টি, যাঁহারা অষ্টাদশ কাবণে পূর্বাস্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ কবেন। ঐ সকল সম্মানাহঁ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব সম্বন্ধে, কিসেব উদ্দেশ্যে ঐরূপ কবিয়া থাকেন ?

৩০। “ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাস্ত্রতবাদী, তাঁহারা চতুর্বিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে শাস্ত্রত ঘোষণা কবেন। ঐ সকল সম্মানাহঁ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব সম্বন্ধে, কিসেব উদ্দেশ্যে ঐরূপ কবিয়া থাকেন ?

৩১। “ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তাব দ্বারা ঐরূপ চিন্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব-নিবাস স্মরণ করেন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ, অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক লক্ষ জন্ম। “অমুকস্থানে আমাব এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকারে সুখ-দুঃখ অনুভব কবিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আরু ছিল। সেখান

হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমর স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোট, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয় ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে জন্মিয়াছি।” এইরূপ বহুবিধ পূর্ব জন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি কহেন, “আত্মা শাস্বত, জগত শাস্বত, অপরিণামী, কুটস্থ এবং অচল ; যদিও তাহা বা জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাস্বত। কি হেতু ? আমি উদ্যোগ, অনুরোধ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিন্তা-সমাধি প্রাপ্ত হই যে এরূপ সমাধির অবস্থায় আমি অনেক পূর্বনিবাস স্মরণ করি—এক জন্ম... লক্ষ জন্ম। অমর স্থানে আমার এই নাম... এই স্থানে আসিয়াছি। এইরূপ বহুবিধ পূর্ব জন্মের আকার ও প্রকার আমি স্মরণ করি। এই জন্যই আমি জানি আত্মা ও জগত শাস্বত, অপরিণামী, কুটস্থ এবং অচল ; এবং যদিও তাহা বা জন্ম হইতে জন্ম-জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাস্বত।”

‘ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কাণ্ডে বাহ্যর ভিত্তিতে, বাহ্যকে অবলম্বন করিয়া কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাস্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাস্বত করিয়া থাকেন।

৩২। [দ্বিতীয় কাণ্ডে বাহ্য উক্ত হইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে একই প্রকার, মাত্র এই প্রভেদ যে পূর্বজন্মের অনুস্মৃতি লক্ষ জন্মও অতিক্রম করিয়া দশ-সংবৎ-বিবর্তকালব্যাপী হয়।]

৩৩। [তৃতীয় কাণ্ডে বাহ্য উক্ত হইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে একই প্রকার, মাত্র এই প্রভেদ যে পূর্বজন্মের অনুস্মৃতি চত্বাবিংশ সংবৎ-বিবর্তকালব্যাপী হয়।]

৩৪। ‘চতুর্থতঃ, ঐ সকল সম্মানার্থ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসেব ভিত্তিতে, কিসেব অবলম্বনে শাস্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাস্বত করিয়া থাকেন ?

‘ভিক্ষুগণ, এই ক্ষেত্রে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তর্কিক ও আলোচনা-প্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্ক-পর্যাহত বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্ম-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন : “আত্মা ও জগত শাস্বত, অপরিণামী, কুটস্থ

এবং অচল, এবং যদিও তাহা বা জন্ম হইতে জন্মান্তবে গমন করে, - চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাস্বত ।”

‘ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কাবণ যাহা ভিত্তিতে যাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাস্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাস্বত কহিয়া থাকেন ।’

৩৫। ‘ভিক্ষুগণ, ইহাবাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাহা চতুর্বিধ কাবণে শাস্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাস্বত কহিয়া থাকেন । ভিক্ষুগণ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহাবাই শাস্বতবাদী হইয়া আত্মা ও জগতকে শাস্বত কহিয়া থাকেন, তাহারা সকলেই এই চতুর্বিধ কাবণে কিম্বা উহাদিগের মধ্যে এক কিম্বা অপর কাবণে ঐব্দুপ কহিয়া থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কাবণ নহে ।

৩৬। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইব্দুপে গৃহীত, এইব্দুপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকল আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তবে এই এই দশায় উপনীত হইবে । তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বাৰা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তবে মৃদু অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয, আশ্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তিবর্জিত হইয়া তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন ।

৩৭। ‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গন্তীব, দুর্দর্শ, দুর্বান্দ-বোধ শান্ত, প্রশীত, অতর্ক্যচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীষ, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকাব্যী কহিবেন ।

। প্রথম ভাগবাব সমাপ্ত ।

আভাস্বর

২। ১। ‘ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন, যাহারা কোন কোন বিষয়ে শাস্বতবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাস্বতবাদী, যাহারা

১। আবৃত্তি। আবৃত্তির উদ্দেশ্যে সমস্ত ত্রিপিটকগ্রন্থ কতকগুলি ভাগবারে বিভক্ত ।

চতুর্দশ কাণে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাস্বত ও আংশিকভাবে অশাস্বত ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের উপর নির্ভর করিয়া কিসের উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়া থাকেন ?

২। ‘ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পূর্বে এই জগত লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সময়ে জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাহারা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শূভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৩। ‘ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পূর্বে এই জগতের বিবর্তন হয়। ঐ সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান প্রাদুর্ভূত হয়। কোন সত্ত্ব আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্য ক্ষয়ের নিমিত্ত আভাস্বর জগত হইতে চ্যুত হইয়া শূন্য ব্রহ্মবিমানে পুনর্বার উৎপন্ন হয়। সে তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহার ভক্ষ্য হয়, সে স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শূভস্থায়ী হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৪। ‘দীর্ঘকাল তথায় একাকী বাস করিয়া তাহার মনে উদ্বিগ্ন, অসন্তুষ্টি ও ভয়ের উৎপত্তি হয় : “হা, যদি অপূর্ণ জীবগণও এইস্থানে আগমন করিত।” ঐ সময়েই অন্য জীবগণও, আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্যক্ষয় বশতঃ, আভাস্বর লোক হইতে চ্যুত হইয়া, তাহার সঙ্গীরূপে ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হয়। তাহারাও তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্য হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শূভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৫। ‘ভিক্ষুগণ, তদনন্তর প্রথমোক্ত সত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিলেন : “আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নিম্নাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। এই জীবগণ আমা কর্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? পূর্বে আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ছিলাম : ‘অহো, অন্য জীবগণও এইস্থানে আগমন করুক।’ আমাব এই প্রার্থনায় এই সকল সত্ত্ব এখানে আগমন করিয়াছে।” পশ্চাদুৎপন্ন সত্ত্বগণও এইরূপ চিন্তা করে : “ইনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী,

সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নিৰ্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। আমরা এই ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? আমরা ইহাকেই প্রথমোৎপন্ন জীবরূপে দেখিরাছি, আমরা ইহার পশ্চাতে উৎপন্ন।”

৬। “ভিক্ষুগণ, অতঃপব যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য ও পবাক্রমশালী। যাহাবা পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহাবা অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু, অল্প সৌন্দর্য ও পবাক্রমশালী। তৎপবে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন কবেন। এই লোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পবিত্যাগ করিয়া অনাগাবীত্ব অবলম্বন কবেন। তৎপবে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুবোধ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তাব দ্বাৰা এব্দপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এব্দপ সমাধির অবস্থায় তিনি উক্ত পদার্থ নিবাস স্মরণ কবেন, কিন্তু তৎপদার্থবর্তী জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইব্দপ কহেনঃ “সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ. অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নিৰ্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা—যাহা কর্তৃক আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, অরিপরিণাম-ধর্ম, তিনি অনন্তকাল ঐরূপে অবস্থান করিবেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ুক, পরিবর্তনশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি।”

“ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম ঘটনা সমাবেশ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কোন কোন বিষয়ে শাস্বতবাদী কোন কোন বিষয়ে অশাস্বতবাদী হইয়া আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাস্বত ও আংশিকভাবে অশাস্বত ঘোষণা কবেন।

৭। “দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশ্যে ঐরূপ মতবাদী হইয়া এব্দপ মত প্রকাশ কবেন?

“ভিক্ষুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন যাহাদেব নাম ক্রীড়া-প্রদোষিক। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম-সম্পন্ন হইয়া বিহার কবেন। ঐ কাবণে তাহাদেব স্মৃতি বিমুগ্ধ হয়, এবং ঐ মোহেব কাবণে তাহাবা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন।

৮। “এক্ষণে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন কবেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস

পরিত্যাগপদ্বর্ষক অনাগাবীত্ব অবলম্বন কবেন। তৎপবে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তাব দ্বাৰা এব্দপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন যে, এব্দপ সমাধিব অবস্থায় তিনি পদ্বর্ষোক্তি জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপদ্বর্ষ জন্ম স্মরণ কবিতে অক্ষম হন।

ক্ৰীড়া-প্রদোষিক

৯। ‘তিনি এইব্দপ কহেনঃ “যে সকল দেবতা ক্ৰীড়া-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল হাস্য-ক্ৰীড়া-রতি-ধৰ্ম্ম-সম্পন্ন হইয়া বিহাব কবেন না। উহাব ফলে তাঁহাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয় না এবং ঐ অমোহের ফলে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন না, তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, অবিপরিণাম ধৰ্ম্ম, তাঁহারা অনন্তকাল ঐ স্থানেই অবস্থান কবিবেন। কিন্তু আমবা ক্ৰীড়া-প্রদোষিক হইয়া দীর্ঘকাল হাস্য-ক্ৰীড়া-বতি-ধৰ্ম্ম সম্পন্ন হইয়া বিচরণ কবিয়াছিলাম, তাহাব ফলে আমাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হইয়াছিল, ঐ মোহের ফলে আমবা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু, পৰিবৰ্ত্তনশীলরূপে ইহলোকে আগমন কবিয়াছি।”

‘ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা সমাবেশ যাহাব ভিত্তিতে যাহাব উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তব্দপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ কবেন।

১০। ‘তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসেব ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে এব্দপ মতবাদী হইয়া এব্দপ মত প্রকাশ কবেন?

‘ভিক্ষুগণ কতকগুলি দেবতা আছেন যাহাদের নাম মন-প্রদোষিক। দীর্ঘকাল পবস্পব পবস্পবেব প্রতি অসুখা পববশ হইয়া তাঁহাদের চিত্ত পবস্পবেব প্রতি প্রদুষ্ট হয়। এইরূপ প্রদুষ্ট-চিত্ত হইয়া তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয়। ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন।

১১। ‘এক্ষণে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন কবেন। ইহলোকে আগমন কবিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপদ্বর্ষক অনাগাবীত্ব অবলম্বন কবেন। তৎপবে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তাব দ্বাৰা এব্দপ চিত্ত-সমাধি

প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পুণ্যে জন্ম অনুস্মরণ কবেন, কিন্তু তৎপূর্বে জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন।

১২। তিনি এইরূপে কহেন : “যে সকল দেবতা মনো-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসুখা পববশ হন না। ফলে তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয় না, তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয় না। তাঁহারা ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন না। তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম হইয়া অনন্তকাল ঐ স্থানেই অবস্থান কবেন। কিন্তু আমরা মন-প্রদোষিক হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসুখা পববশ হইয়াছিলাম, আমাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হইয়াছিল, আমাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হইয়াছিল। আমরা ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অশাস্বত ও মৃত্যু পবায়ণ হইয়া ইহলোকে আগমন করিষাছি।”

“ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় ঘটনা সমাবেশ, যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উত্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১৩। ‘চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ কবেন ?

“ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তাকিক ও আলোচনাশ্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্কপর্যাহিত বিচার প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ কবেন : “যাহা চক্ষু কিম্বা কণ্ঠ কিম্বা নাসিকা কিম্বা, জিহবা কিম্বা কাষ কথিত হয় তাহা অনিত্য, অধ্রুব, অশাস্বত, বিপরিণামধর্ম আত্মা, কিন্তু যাহা চিত্ত কিম্বা মন কিম্বা বিজ্ঞান কথিত হয়, তাহা নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত অবিপরিণাম-ধর্ম আত্মা, উহা অনন্তকাল ঐরূপই থাকিবে।”

মনপ্রদোষিক

“ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ ঘটনাসমাবেশ, যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উত্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১৪। “ভিক্ষুগণ, ইহাবাহু ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, যাহারা কোন কোন বিষয়ে শাস্ত্রবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাস্ত্রবাদী, যাহারা চতুর্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাস্ত্রত ও আংশিকভাবে অশাস্ত্রত ঘোষণা করেন। ভিক্ষুগণ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহারাই ঐরূপ মতবাদী, তাহারা সকলেই এই চতুর্বিধ কারণে কিম্বা উদাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ কহিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কাৰণে নহে।

১৫। “ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান ঐরূপে গৃহীত, ঐরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মন্থিত অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লস, আশ্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথার্থরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তিবিজিত হইয়া তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

“ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা, দৃশ্য, দ্রব্যানুবোধ, শাস্ত্র, প্রণীত, অতর্ক্যচর, নিপদ, পণ্ডিতবেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত কহিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকাব্যী কহিবেন।

অন্তানন্তিক

১৬। “ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী, তাহারা চতুর্বিধ কাৰণে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

১৭। “ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোজ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তা দ্বারা ঐরূপ চিন্তসমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধিব অবস্থায় তিনি অন্তসংস্রী হইয়া জগতে অবস্থান করেন। তিনি

কহেন : “এই জগত সান্ত ও পবিচ্ছিন্ন। কি হেতু? যেহেতু আমি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এব্দপ চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হই, যাহাতে ঐ সমাধির অবস্থায় আমি অনন্ত-সংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করি। এই কারণে আমি জানি এই জগত সান্ত ও পবিচ্ছিন্ন।”

“ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কাবণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন।

১৮। “দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে এব্দপ মতবাদী হইয়া এব্দপ মত প্রকাশ করেন?

“ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যকচিন্তার দ্বারা এব্দপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, এব্দপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনন্ত-সংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করেন। তিনি কহেন : “এই জগত অনন্ত ও অসীম। সে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন যে জগত সান্ত ও পবিচ্ছিন্ন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কি হেতু? আমি উৎসাহ * * * সম্যক চিন্তার দ্বারা এব্দপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হই যে, এব্দপ সমাধির অবস্থায় আমি অনন্তসংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করি। এই কাবণে আমি জানি যে জগত অনন্ত ও অসীম।”

“ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় কাবণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন।

১৯। “তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্ত এব্দপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন? কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ * * * সম্যক চিন্তার দ্বারা এব্দপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে এব্দপ সমাধির অবস্থায় তিনি জগতের উর্দ্ধ ও অধঃ সান্ত কহিয়া থাকেন, কিন্তু তিষ্ঠিকভাবে উহাকে অনন্ত সংজ্ঞা দান করেন। তিনি এইরূপ কহেন : “এই জগত সান্ত এবং অনন্ত। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ জগতকে সান্ত ও পবিচ্ছিন্ন কহিয়া থাকেন তাঁহারা ভ্রান্ত; যাহারা জগতকে অনন্ত ও অসীম কহিয়া থাকেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। এই জগত একাধারে সান্ত এবং অনন্ত, কি হেতু? আমি উৎসাহ * * * সম্যক চিন্তার দ্বারা এব্দপ চিত্ত

সমাধিতে উপনীত হই যে, ঐরূপ সমাধিব অবস্থায় জগতেব উর্দ্ধ ও অধো-
ভাগেব অন্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত হই, তির্য্যকভাবেব অনন্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই। এই
কাবণেই আমি জানিতে পারি যে জগত একাধাবে সান্ত এবং অনন্ত।”

“ভিক্ষুগণ ইহাই তৃতীয় কাবণ যাহাব ভিত্তিতে যাহাব উদ্দেশে কোন
কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত
আখ্যা দিয়া থাকেন।

২০। ‘চতুর্থশ্রেণীৰ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশে
ঐব্দুপ মতবাদী হইয়া ঐব্দুপ মত প্রকাশ কবেন ?

“ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনা প্রিয় হইয়া
থাকেন। তিনি তর্কপর্য্যাহত, বিচার প্রতিষ্ঠিত ঐব্দুপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ
কবেনঃ “এই জগত সান্তও নহে, অনন্তও নহে। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ
জগতকে সান্ত ও পবিচ্ছিন্ন কহিয়া থাকেন, তাঁহাবা সান্ত, যাঁহাবা জগত
অনন্ত ও অসীম কহিয়া থাকেন, তাঁহাবাও সান্ত। যাঁহারা জগত একাধাবে
সান্ত ও অনন্ত কহিয়া থাকেন তাঁহাবাও সান্ত। এই জগত সান্তও নহে,
অনন্তও নহে।”

“ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কাবণ যাহাব ভিত্তিতে যাহাব উদ্দেশে কোন
কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত
আখ্যা দিয়া থাকেন।

২১। ‘ভিক্ষুগণ, ইহাবাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহাবা অন্তানন্তিক-
বাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন তাঁহাবা সকলেই
উক্ত চতুর্বিধ কাবণে কিম্বা উহাদেব মধ্যে এক অথবা অপব কাবণে ঐব্দুপ
কহিয়া থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কাবণে নহে।

২২। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল
দৃষ্টিস্থান ঐব্দুপে গৃহীত, ঐব্দুপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত
হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে।
তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান
তাঁহাকে ক্ষীণ কবে না, উহা দ্বাবা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে
মুগ্ধ অনুরভ কবেন, বেদনা সমূহেব উৎপত্তি, লয, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসবণ
যথাযথব্দুপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত
বিমুক্তব্দুপে অবস্থান কবেন।

‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্বালা গম্ভীর, দুন্দর্শ, দুবান্ধবো, শান্ত প্রণীত, অতর্ক্যচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ কবেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকাব্যী করিবেন।

অমরা-বিক্ষেপিক

২৩। ‘ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অমরা-বিক্ষেপিক’ : কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা চতুর্বিধ কারণে দ্যর্থ সূচক বাক্যেব আশ্রয় লন, অমর্যাব গতি অনুসরণ কবেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে, কিসের উদ্দেশে ঐরূপ করিয়া থাকেন ?

২৪। ‘প্রথমতঃ, ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশল কি তাহা যথাব্যপ জানেন না, অকুশল কি তাহাও যথাব্যপ জানেন না। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন : “আমি কুশল কি তাহা যথাব্যপ জানি না, অকুশল কি তাহাও যথাব্যপ জানি না। এইরূপে কুশল ও অকুশলের স্বব্যপ অজ্ঞাত হইয়া যদি আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এইরূপ কহি, তাহা হইলে আমার বাক্য ছন্দ, বাগ, দোষ কিম্বা প্রতিষদ্বর্গ হইতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে আমার বাক্য মিথ্যা হইতে পারে। যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে বিঘাত হইবে, এবং ঐ বিঘাত আমার অন্তব্যয় হইবে।” এইরূপে মিথ্যাব ভয়ে, মিথ্যাব ঘৃণায়, তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না, ইহা অকুশল তাহাও বলেন না ; প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্যর্থ সূচক বাক্যেব আশ্রয় লইয়া অমর্যাব গতি অনুসরণ পদ্বর্ক তিনি কহেন : “ইহা আমার মত নয, ঐ মতও আমার নহে। কোন বিভিন্ন মতও আমার নাই। ইহা নয তাহাও আমি কহিতেছি না। ইহাও নয উহাও নয এবং আমি কহিতেছি না।”

১। অমরা নামক পিচ্ছিল দেহ মৎস্তের ত্রাঘ বক্রগতিতে গমনকাব্যী। ঐ মৎস্তকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন।

‘ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কাণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অমরা-বিক্ষেপক হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্যর্থসূচক বাক্যেব আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ কবেন।

২৫। ‘দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশে উক্তরূপ নীতিব আশ্রয় লন ?

‘ভিক্ষুগণ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল কি * * * এবং সে ক্ষেত্রে উহা আমাব উপাদান স্বরূপ হইবে। যাহা আমার উপাদান হইবে, তাহা আমাব পক্ষে বিঘাত হইবে, এবং ঐ বিঘাত আমাব অন্তরায় হইবে।’ এইরূপে উপাদানেব ভয়ে উপাদানেব ঘৃণায় তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না * * * এব্দপও আমি কহিতেছি না ”

‘ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় কাণ যাহাব ভিত্তিতে যাহাব উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ * * * অমবাব গতি অনুসরণ কবেন।

২৬। ‘তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশে উক্তরূপ নীতিব আশ্রয় লন ?

‘কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশল কি * * * যথারূপ জানি না। এইরূপে কুশল ও অকুশলেব স্বরূপ অজ্ঞাত হইয়া আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এইরূপ কহিতে পারি। কিন্তু, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহাবা পণ্ডিত, নিপুণ অভিজ্ঞ তাত্ত্বিক, কুশাগ্রবুদ্ধি, মনে হয় স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা অপবের সিদ্ধান্তকে ছিন্ন ভিন্ন করণে সক্ষম—ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ আমাকে প্রশ্ন কবিলে, আমাব সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলে এবং বাদানুবাদ কবিলে, যদি আমি যথার্থ উত্তর দিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে উহা আমাব পক্ষে বিঘাত হইবে এবং ঐ বিঘাত আমাব অন্তরায় হইবে। এইরূপে অনুরোধেব ভয়ে, অনুরোধেব ঘৃণায় তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না, ইহা অকুশল তাহাও বলেন না, প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্যর্থ সূচক বাক্যেব আশ্রয় লইয়া অমবাব গতি অনুসরণ পূর্ব্বক তিনি কহেন : “ইহা * * * কহিতেছি না।”

‘ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় কাণ যাহার ভিত্তিতে যাহাব উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ * * * অমবাব গতি অনুসরণ কবেন।

১। যাহা কাম, দৃষ্টি আশ্রবাদ ও শীলব্রতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন, যাহা পুনর্জন্মেব কাণ, তাহাই উপাদান।

২৭। 'চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্তরূপ নীতির আশ্রয় লন ?

'ভিক্ষুগণ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ মন্দ-বুদ্ধি, নিষেধ। ঐ মূঢ়তাব জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি দ্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমবাব গতি অনুসরণ কবেন : "পবলোক আছে কি ?" যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে আমি যদি মনে করি পরলোক আছে, তাহা হইলে আমি ঐরূপই কহিব, কিন্তু আমি সেরূপ কহিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাহাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি ঐরূপও কহি না। 'পবলোক নাই কি ?' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, * * (পদ্যের ন্যায)। 'পবলোক কি একাধারে আছে এবং নাই ? পবলোক নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, ঐরূপ কি ?—উপপাতিক' সত্ত্ব আছে কি ? উহা কি নাই ? উহা কি একাধারে আছে এবং নাই ? উহা নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, ঐরূপ কি ?—সদৃশি দৃশ্যের ফল আছে কি ? উহাদের ফল নাই কি ? উহাদের ফল কি একাধারে আছে এবং নাই ? উহাদের ফল নাই এবং ফল যে নাই তাহাও নয়, ঐরূপ কি ? —মরণের পর কি তথাগতের অস্তিত্ব থাকে ? মরণের পব কি তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না ? মরণের পব কি একাধারে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না ? মরণের পব তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, ঐরূপ কি ? আমাকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, যদি আমি ঐরূপ মনে করি, আমি ঐরূপই ব্যক্ত করিব। কিন্তু আমি ঐরূপ কহিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে করি না, উহা যে, অন্য প্রকার তাহাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি ঐরূপও কহি না।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমবাব গতি অনুসরণ কবেন।

২৮। 'ভিক্ষুগণ, ইহাবাই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাহারা অমরা-

বিক্ষেপিক, যাঁহা কখন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্বিধ কাবণে দ্যর্থ সূচক বাক্যেব আশ্রয় লন এবং অমরাব গতি অনুসরণ করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্ত চতুর্বিধ কারণে, কিম্বা উহাদের মধ্যে এক কিম্বা অপব কাবণে ঐব্দপ করিয়া থাকেন, উহাব বাহিরে অন্য কোন কাবণে নহে।

২৯। ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টি-স্থান এইব্দপে গৃহীত, এইব্দপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্মৃতি কবে না, উহা দ্বাবা অস্পষ্ট হইয়া তিনি স্বীয অন্তরে মূর্ত্তি অনুভব কবেন, বেদনা সমূহেব উৎপত্তি, লয, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথামথব্দপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান কবেন।

ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গন্তীর, দুন্দর্শ, দুবান্দবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্ক্যচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্ববৎ জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ কবেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণেব সম্যক কথনকাব্যী করিবেন।

অধীভ্য-সমুৎপন্নিক

৩০। ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা অকাবণবাদী, যাঁহাবা দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগতকে অকাবণ সম্ভূত ঘোষণা কবেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশে ঐব্দপ করিয়া থাকেন?

৩১। ভিক্ষুগণ, অসংজ্ঞ-সত্ত্ব নামক কোন কোন দেবতা আছেন, সংজ্ঞা উৎপন্ন হইলেই ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ দেহ হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন কবেন; তৎপবে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগাবীত্ৰ অবলম্বন কবেন। পরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, সম্যক চিন্তাব দ্বাবা ঐব্দপ চিন্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, ঐব্দপ সমাধিব অবস্থায় তিনি সংজ্ঞাব উৎপত্তি অনুসরণ কবেন, কিন্তু

তৎপদ্ব্যবস্থা স্বৰূপে অক্ষম হন। তিনি কহেন : “আত্মা ও জগত অকাৰণ সম্ভূত। কি কারণে? আমি পদ্ব্যবস্থা ছিলাম না, কিন্তু পদ্ব্যবস্থা না থাকিয়াও এক্ষণে সম্ভূত পৰিণত হইয়াছি।”

“ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অকাৰণবাদী হইয়া আত্মা জগতকে অকাৰণ সম্ভূত ঘোষণা করেন।

৩২। “দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ, কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে উক্তব্য মতবাদী হইয়া উক্তব্য ঘোষণা করেন?

“ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তর্কিক ও আলোচনা প্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্ক-পর্যাহিত, বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন : “আত্মা ও জগত অকাৰণ সম্ভূত।”

ভিক্ষুগণ ইহাই দ্বিতীয় কাৰণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তব্য মতবাদী হইয়া উক্তব্য ঘোষণা করেন।

৩৩। “ভিক্ষুগণ, ইহাবাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাহাবা অকাৰণবাদী হইয়া দ্বিবিধ কাৰণে আত্মা ও জগতকে অকাৰণ সম্ভূত ঘোষণা করেন। যাহাবাই ঐরূপ মতবাদ পোষণ করিয়া ঐরূপ মত ঘোষণা করেন, তাহাবা সকলেই এই দ্বিবিধ কাৰণে, কিম্বা উহাদের মধ্যে এক অথবা অপব কারণে, ঐরূপ কবিয়া থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কারণে নহে।

৩৪। “ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন; কিন্তু ঐ জ্ঞান তাহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মৃদু অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথার্থরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

“ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুর্বান্দবোধ, শাস্ত, প্রণীত, অতর্কিত, নিপুণ, পণ্ডিত বেনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত কবিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থগুণের সম্যক কথনকাব্যী কহিবেন।

অপরাধ কল্পিক

৩৫। ‘ভিক্ষুগণ, ইহারা এই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাহারা পদ্ব্যস্ত-কল্পিক, পদ্ব্যস্তান্দর্শি হইয়া, অষ্টাদশ কাবণে পদ্ব্যস্ত সম্বন্ধে অনেক বিধ মত প্রকাশ করেন। যাহারাই ঐরূপ করেন তাহারা সকলেই এই অষ্টাদশ কাবণে অথবা উহাদের এক বিস্ময় অপব কাবণে উহা কবিয়া থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কারণে নহে।

৩৬। ‘ভিক্ষুগণ, এই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, এই সকল দর্শিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, এই সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু এই জ্ঞান তাহাকে ক্ষীণ কবে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মূর্ত্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসবণ যথার্থরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

‘ভিক্ষুগণ, এই সকলেই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দূর্দর্শ, দূর্বানবোধ, শাস্ত, প্রণীত, অতর্ক্যবচন, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়া, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত কবিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থগুণের সম্যক কথনকাব্যী করিবেন।

৩৭। ‘ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা অপবান্ত-কল্পিক, অপবান্তান্দর্শি; তাহারা চতুর্দ্ভাবিংশ কাবণে অপবান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন। এই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশ্যে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

৩৮। ‘ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা মৃত্যুর পব আত্মা সচেতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন। তাহারা ষোড়শবিধ কাবণে ঐরূপ মতের পোষক। এই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশ্যে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

“মরণান্তে আত্মারূপী, অবোগ এবং সচেতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে”, এইরূপ তাহারা কহেন। “মরণান্তে আত্মা অরূপী, অবোগ এবং সচেতন্য

অবস্থায় থাকে”, এইরূপ কহেন। “আত্মা একাধারে রূপী ও অবরূপী”.....
 “উহা রূপীও নহে, অবরূপীও নহে.....”উহা সান্ত...উহা অনন্ত... উহা
 একাধারে সান্ত এবং অনন্ত...উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে...“উহা একাত্ম
 সংজ্ঞী.....”উহা নানাশ্র সংজ্ঞী... . “উহা পরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন.....
 “উহা অপরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন... . “উহা একান্ত সুখী “উহা একান্ত
 দুঃখী ..“উহা একাধারে সুখী ও দুঃখী.....“উহা সুখ দুঃখ হীন,
 অবোগ এবং সচেতন্য অবস্থায় যবগান্তে বিদ্যমান থাকে” এইরূপ তাঁহাবা
 কহিয়া থাকেন।

৩৯। ‘ভিক্ষুগণ, ইহাবাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহাবা মৃত্যুর পব
 আত্মার সচেতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন, যাঁহাবা ষোড়শবিধ কাবণে
 ঐ মতের পোষক। ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতের পরিপোষক,
 তাঁহাবা সকলেই উক্ত ষোড়শবিধ কাবণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে
 ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৪০। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টি-
 স্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে।
 ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশাষ উপনীত হইবে।
 তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন; কিন্তু ঐ জ্ঞান
 তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মূর্ত্তি
 অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয, আশ্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ
 যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত
 বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

‘হে ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গভীর, দুন্দর্শ, দুর্দানুবোধ,
 শাস্ত, প্রণীত, অতর্ক্যচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয় যাহা তথাগতের যথার্থ
 গুণেব সম্যক কথনকারী কহিবেন।

। দ্বিতীয় ভাগবার সমাপ্ত।

৩। ১। ‘ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা মৃত্যুর
 পব আত্মার সচেতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন। তাঁহাবা অষ্টবিধ
 কাবণে ঐ মত পোষণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব
 ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

২। “মবণাস্তে আত্মা ব্দপী, অরোগ এবং অচেতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে,” এইব্দপ তাঁহাবা কহেন। “মবণাস্তে আত্মা অব্দপী... “আত্মা একাধাবে ব্দপী ও অব্দপী . . . “উহা ব্দপীও নহে, অব্দপীও নহে . . . “উহা সান্ত... “উহা অনন্ত... উহা একাধাবে সান্ত এবং অনন্ত..... “উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে। মবণাস্তে উহাব অবোগ অচেতন্য অস্তিত্ব থাকে,” এইব্দপ তাঁহাবা কহিষা থাকেন।

৩। ভিক্ষুগণ, ইহাবাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা মৃত্যুব পব আত্মার অচেতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ কবেন, যাঁহাবা অষ্টবিধ কারণে ঐ মতের পবিপোষক। ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতের পবিপোষক, তাঁহাবা সকলেই উক্ত অষ্টবিধ কাবণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপব কাবণে ঐব্দপ মতবাদী হইষা থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কাবণে নহে।

৪। “ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন। যে, ঐ সকল দৃষ্টি স্থান এইব্দপে গৃহীত, এইব্দপে বিচাৰিত হইষা এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তবে এই এই দশাষ উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে ক্ষীণ কবে না, উহা দ্বাবা অস্পৃষ্ট হইষা তিনি স্বীয় অন্তবে মূৰ্ত্তি অনুভব কবেন, বেদনা সমূহেব উৎপত্তি, লয, আশ্বাস, দৈন্য ও নিঃসবণ যথার্থব্দপে বিদিত হইষা, আসক্তি বর্জিত হইষা, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান কবেন।

“ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গন্তীৰ, দন্দর্শ, দ্বান্দ্বোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্ক্যচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইষা ও সাক্ষাৎ কবিষা প্রকাশ কবেন, যাহা তথাগতেব যথার্থ গুণেব সম্যক কথনকাৰী কহিবেন।

অপরাস্ত কল্পিক

৫। “ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা মৃত্যুব পব আত্মার অস্তিত্ব সচেতন্যও নহে, অচেতন্যও নহে, এই মত প্রকাশ করেন।

তাঁহাবা অষ্টবিধ কাৰণে ঐৰূপ মতের পোষক । ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশ্যে ঐৰূপ মত প্রকাশ কবেন ?

৬। মবণান্তে আত্মা বরূপী, অবোগ এবং নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী বরূপে অবস্থান কবে,” এইবরূপ তাঁহাবা কহেন । “মবণান্তে আত্মা অরূপী... .. “আত্মা একাধাবে রূপী ও অবরূপী... .. “উহা রূপীও নহে, অবরূপীও নহে... .. “উহা সান্ত... .. “উহা অনন্ত... .. “উহা একাধাবে সান্ত এবং অনন্ত... .. “উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে ; মবণান্তে উহার অবোগ নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী অস্তিত্ব থাকে”, এইবরূপ তাঁহাবা কহিয়া থাকেন ।

৭। “ভিক্ষুগণ ইহাবাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহাবা মৃত্যুব পব আত্মাব নৈব-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ কবেন, যাঁহাবা অষ্টবিধ কাৰণে ঐ মতের পোষক । ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতের পোষক, তাঁহাবা সকলেই উক্ত অষ্টবিধ কাৰণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কাৰণে ঐৰূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কাৰণে নহে ।

৮। “ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টি-স্থান এইবরূপে গৃহীত. এইবরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তবে এই এই দশায় উপনীত হইবে । তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে ক্ষীণ কবে না, উহা দ্বাবা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তবে মূর্ত্তি অনুভব কবেন, বেদনা সমূহেব উৎপত্তি, লয, আশ্বাদ, দৈন্য ও নিঃসবণ যথাযথবরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বল্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তবরূপে অবস্থান কবেন ।

“ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গষ্ঠীর, দুর্দর্শ, দুর্বান্দ্বায, শান্ত, প্রণীত, অতর্ক্যচব, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত কবিয়া প্রকাশ কবেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকাবী কহিবেন ।

উচ্ছেদবাদী

৯। ‘ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা উচ্ছেদবাদী, যাঁহারা সপ্তবিধ কাবণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, এবং বিভব-ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব ভীষ্মতে কিসেব উদ্দেশ্যে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন ?

১০। ‘ভিক্ষুগণ, এস্থলে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ঐরূপ মত, ঐরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন : “যেহেতু এই আত্মা রূপী, চাতুর্মহাভূতিক, মাতা ও পিতা হইতে সম্ভূত, সেই হেতু দেহাবসানে ইহার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণের পর ইহার অস্তিত্ব থাকে না, উহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।” ঐরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১১। ‘অপব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন : “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না ; কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা দিব্য, রূপী, কামাবচর, কবলিঙ্কার ‘আহার ভোজী। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না ; সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।” ঐরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১২। ‘অপব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন : “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা দিব্য, রূপী, মনোময়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-যুক্ত, এবং অহীনেন্দ্রিয়। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।” ঐরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১। আহার চতুর্বিধ :—(১) কবলিঙ্কার (শরীরের পুষ্টিসাধক) আহার, (২) স্পর্শ আহার, (৩) মন সংশ্লেষনা আহার এবং (৪) বিজ্ঞান আহার।

১৩। ‘অপব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন : “আপনাব বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মাব সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা বৃপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ম-সংজ্ঞা উদাসীন হইয়া ‘আকাশ অনন্ত’ এই অনুভূতির সহিত ‘আকাশ-অনন্ত-আশতন’ শ্ৰবে গমন কবে। আপনি উহাকে জানেন না ; দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে উহাব অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহাব সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।” এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৪। ‘অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন : “আপনাব বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মাব সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না।’ অন্য এক আত্মা আছে যাহা ‘আকাশ-অনন্ত-আশতন’ সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া ‘বিজ্ঞান অনন্ত’ এই অনুভূতির সহিত ‘বিজ্ঞান-অনন্ত-আশতন’ শ্ৰবে গমন কবে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে উহাব অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহাব সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।” এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৫। ‘অপব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন : “আপনাব বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মাব সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা ‘বিজ্ঞান-অনন্ত-আশতন’ সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া ‘কিছই নাই’ এই অনুভূতির সহিত ‘অকিঞ্চন আশতন’ শ্ৰবে গমন কবে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে উহাব অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহাব সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।” এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৬। ‘অপব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন, “আপনাব বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মাব সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা ‘অকিঞ্চন আশতন’ সর্বতোভাবে

অতিক্রম করিয়া শান্ত ও প্রশান্ত 'নেব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাযতন' শুবে গমন করে । আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না । আমি উহাকে জানি ও দেখি । যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে ইহাব অস্তিত্ব থাকেনা, সেই হেতু উহাব সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে ।" এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন ।

১৭ । "ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহাবা উচ্ছেদবাদী, যাঁহাবা সপ্তবিধ কাবণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন । যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহাবা সকলেই উক্ত সপ্তবিধ-কাবণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কাবণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহাব বাহিবে অন্যকোন কাবণে নহে ।

১৮ । "ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত-অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত... বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন ।

"ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ যাহা ...কখনকাবী কহিবেন ।

দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণবাদী

১৯ । "ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণবাদী,^১ যাঁহাবা পঞ্চবিধ কাবণে জীবের পবম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন । ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন ?

২০ । "ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী, ঐরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন : "যেহেতু এই আত্মা পঞ্চ কামগুণ সমান্বিত হইয়া ইন্দ্রিয় সমূহের তৃপ্তি সাধন করে, সেই হেতু ইহা পবম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় ।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পবম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন ।

২১ । "অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন : "আপনাব বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করিনা । কিন্তু এই আত্মা ঐরূপেই পবম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না । কি হেতু ? কাম অনিত্য, দুঃখ, বিপর্বিণাম-ধর্ম্ম । উহাব পরিবর্তন ও অস্থায়ীত্ব হেতু শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য

১ । এই জগতের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়, এই মত যাঁহাবা পোষণ করেন ।

ও অশান্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা কাম এবং অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সর্বিতর্ক, সবিচার, এবং বিবেকজ প্রীতিসুখ-মন্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পবম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।” এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন।

২২। ‘অপর কোন ব্যক্তি তাহাকে কহেন : “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপেই এই আত্মা পবম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু? যে হেতু ঐ অবস্থায় বিতর্ক এবং বিচার বর্তমান থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা বিতর্ক ও বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়ন করী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমন্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পবম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।” এইরূপে কেহ কেহ জীবের পবম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন।

২৩। ‘অপর কোন ব্যক্তি তাহাকে কহেন : “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপেই এই আত্মা পবম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু? যেহেতু ঐ অবস্থায় চিত্তে প্রীতির অনুভূতি এবং উত্তেজনা বর্তমান থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা প্রীতিতে বিভাগ উৎপাদন করিয়া উপেক্ষার ভাবে বিরাজ করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া কাষে সুখ অনুভব করে—যে সুখ সম্বন্ধে আর্ষণ্যগণ করিয়া থাকেন ‘উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহাবী’—এবং ঐরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পরম দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।” এইরূপে কেহ কেহ জীবের পবম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন।

২৪। ‘অপর কোন ব্যক্তি তাহাকে কহেন : “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপেই এই আত্মা পরম দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু? যেহেতু ঐ অবস্থায় চিত্ত সুখের অনুভূতিতে পবিপূর্ণ থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা সুখ দ্বংখ পবিত্যাগ করিয়া, পদ্বৈই সৌমিনস্য দৌশ্মিনস্য অন্তমিত করিয়া, দ্বংখহীন, সুখহীন, উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পরম দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।” এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন।

২৫। ‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাক্ত বাদী, যাঁহারা পঞ্চবিধ কাবণে জীবের পঞ্চ দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাক্ত ঘোষণা করেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত পঞ্চবিধ কাবণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপব কাবণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কাবণে নহে।

২৬। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান ঐরূপে গৃহীত.....বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা... কথনকারী করিবেন।

২৭। ‘ভিক্ষুগণ’ এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা অপরাধ-কল্পিক, অপবাস্তানদৃষ্টি, যাঁহারা চতুর্দ্বাবিংশ কাবণে অপবাস্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতের পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই এই চতুর্দ্বাবিংশ কাবণেই কিম্বা উহাদের এক অথবা অপর কাবণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহাব বাহিবে কোন অন্য কারণে নহে।

২৮। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান ঐরূপে গৃহীত - বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা কথনকারী করিবেন।

সংক্ষিপ্ত বিবৃতি

২৯। ‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা পদ্বাস্ত-কল্পিক, অপবাস্ত-কল্পিক, একাধারে পদ্বাস্ত ও অপবাস্ত কল্পিক, পদ্বাস্তাপবাস্তানদৃষ্টি, যাঁহারা দ্বিষষ্ঠী কাবণে ঐ সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত দ্বিষষ্ঠী কাবণে, কিম্বা উহাদের এক অথবা অপব কাবণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কাবণে নহে।

৩০। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান ঐরূপে গৃহীত.....বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা কথনকারী করিবেন ।

* ৩১ । ‘ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবাদী হইয়া চতুর্বিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে শাস্ত্রত ঘোষণা করেন—

৩২ । ‘যাঁহাবা কোন কোন বিষয়ে শাস্ত্রবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাস্ত্রবাদী হইয়া চতুর্বিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে আংশিক রূপে শাস্ত্রত ও আংশিকরূপে অশাস্ত্রত ঘোষণা করেন—

৩৩ । ‘যাঁহাবা অন্তানন্তিক বাদী হইয়া চতুর্বিধ কাবণে জগতকে সান্ত্র অথবা অনন্ত করিয়া থাকেন—

৩৪ । ‘যাঁহাবা অমবা-বিক্ষেপিক হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্বিধ কাবণে দ্যর্থসূচক বাক্যেব আশ্রয় লইয়া অমবাব গতি অনুসরণ করেন—

৩৫ । ‘যাঁহাবা অকাবণবাদী হইয়া দ্বিবিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে অকাবণ সম্ভূত ঘোষণা করেন—

৩৬ । ‘যাঁহাবা পদ্বান্তি কল্পিক, পদ্বান্তান্দর্শি হইয়া অষ্টাদশ কারণে পদ্বান্তি সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন—

৩৭ । ‘যাঁহাবা ষোড়শবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মাব অচেতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন—

৩৮ । ‘যাঁহাবা অষ্টবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মাব সচেতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন—

৩৯ । ‘যাঁহাবা অষ্টবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মার অস্তিত্ব সচেতন্যও নহে অচেতন্যও নহে, এই মত প্রকাশ করেন—

৪০ । ‘যাঁহাবা উচ্ছেদবাদী হইয়া সপ্তবিধ কাবণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন—

৪১ । ‘যাঁহাবা পবম-দর্শ-ধর্ম-নির্বাণবাদী হইয়া পঞ্চবিধ কাবণে জীবের পবম-দর্শ-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন—

৪২ । ‘যাঁহাবা অপবাস্ত-কল্পিক, অপবাস্তান্দর্শি হইয়া চতুর্দ্বারিংশ কারণে অপবাস্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন—

৪৩ । ‘যাঁহাবা পদ্বান্তি-কল্পিক, অপবাস্ত-কল্পিক, একাধারে পদ্বান্তি ও

অপবাস্ত-কল্পিক, পদ্বাস্তাপবাস্তান্দর্শি, যাঁহাবা দ্বি-ষষ্ঠী কাবণে ঐ সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—

তাঁহাদেব ঐ সকল দর্শি অজ্ঞ, অদর্শী, তৃষ্ণাগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণেব বেদনা মাত্র, চিত্তচাঞ্চল্য মাত্র ।

৪৪। “ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ-শাস্বতবাদী হইয়া চতুর্বিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে শাস্বত ঘোষণা করেন—

৪৫। যাঁহাবা কোন কোন বিষয়ে শাস্বতবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাস্বতবাদী হইয়া চতুর্বিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে আংশিকরূপে শাস্বত এবং আংশিকরূপে অশাস্বত ঘোষণা করেন—

৪৬। যাঁহাবা অন্ত্যান্তিকবাদী হইয়া চতুর্বিধ কাবণে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত করিয়া থাকেন—

৪৭। যাঁহাবা অমবা-বিক্ষেপিক হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্বিধ কাবণে দ্যর্থ সূচক বাক্যেব আশ্রয় লইয়া অমবাব গতি অনুসরণ করেন—

৪৮। যাঁহাবা অকাবণবাদী হইয়া দ্বিবিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে অকাবণমুত ঘোষণা করেন—

৪৯। যাঁহাবা পদ্বাস্ত-কল্পিক, পদ্বাস্তান্দর্শি হইয়া অষ্টাদশ কারণে পদ্বাস্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন—

৫০। যাঁহাবা ষোড়শবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মাব সচেতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন—

৫১। যাঁহাবা অষ্টবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মার অচেতন্য অস্তিত্ব থাকে, এই মত পোষণ করেন—

৫২। যাঁহাবা অষ্টবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মাব অস্তিত্ব সচেতন্যও নহে, অচেতন্যও নহে, এই মত পোষণ করেন—

৫৩। যাঁহাবা উচ্ছেদবাদী হইয়া সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন—

৫৪। যাঁহাবা পবম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বানবাদী হইয়া পঞ্চবিধ কাবণে জীবের পবম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বান ঘোষণা করেন—

১-

৫৫। যাঁহাবা অপবাস্ত-কল্পিক, অপবাস্তান্দর্শি হইয়া চতুর্দ্বারিংশ কাবণে অপবাস্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন—

৫৬। যাঁহাবা পদ্বাস্ত-কল্পিক, অপবাস্ত-কল্পিক, একাধারে পদ্বাস্ত ও

অপবাস্ত-কল্পিক, পদ্বাস্তাপবাস্তান্দর্শি, যাঁহারা দ্বি-ষষ্ঠী কাবণে ঐ সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—

তাঁহাদের ঐ সকল মত স্পর্শজনিত ।

৫৭—৬৯ । ‘ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ঐ সকল মত পোষণ করেন, তাঁহারা যে স্পর্শ ব্যতীত ঐব্দপ বেদনা-সংযুক্ত হইবেন, তাহা হইতে পাবেনা ।

৭০ । ‘তাঁহারা সকলেই ষড় স্পর্শাযতনের সহিত স্পর্শে আনীত হইয়া ঐব্দপ বেদনা সংযুক্ত হইয়া থাকেন । তাঁহাদের বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য এবং নৈবাশ্যেব উৎপত্তি হয় । ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু ষড় স্পর্শাযতনের সমুদয়, অন্তগমন, আস্বাদ, দৈন্য এবং নিঃসরণ যথাযথ রূপে জ্ঞাত হন, তখন তিনি তদুদ্বৈ যাহা আছে তাহাও জানিতে পাবেন ।

৭১ । ‘ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ পদ্বাস্ত-কল্পিক অথবা অপবাস্তকল্পিক, অথবা একাধারে পদ্বাস্ত ও অপবাস্ত-কল্পিক, অথবা পদ্বাস্তাপবাস্তান্দর্শি, যাঁহারা পদ্বাস্ত ও অপবাস্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই এই দ্বি-ষষ্ঠী প্রণালীর জালে আবদ্ধ ; ইহাতেই বদ্ধ হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ ভাসমান, উহাতেই ধৃত হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ উন্মদজননিবত ।

‘ভিক্ষুগণ, যখন কোন দক্ষ ধীবর অথবা ধীবর বালক ক্ষুদ্র জলাশয়ের উপর সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট জাল নিঃক্ষেপ করে, তখন তাহার মনে ঐব্দপ হইতে পারে : “এই দেহে যে সকল বৃহৎ মৎস্য আছে তাহারা সকলেই জালবদ্ধ হইয়াছে, এই জালে আবদ্ধ হইয়াই তাহারা ইতস্ততঃ ভাসমান, উহাতেই ধৃত হইয়া তাহারা ইতস্ততঃ উন্মদজন নিবত”—সেইব্দপই উক্ত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ এই দ্বি-ষষ্ঠী-প্রণালীর জালে আবদ্ধ, ইহাতেই বদ্ধ হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ ভাসমান, ইহাতেই ধৃত হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ উন্মদজন নিবত ।

৭২ । ‘ভিক্ষুগণ, তথাগতের ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেহ বর্তমান । যতদিন এই দেহ থাকিবে ততদিন দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে । দেহের বিলম্বে জীবনান্তে দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না ।

‘ভিক্ষুগণ, আশ্রয়গৃহের বস্তু ছিন্ন হইলে বস্তুসংলগ্ন সমুদয় আশ্রয় বেরূপ

বৃন্তেব অনঙ্গমন কবে, সেইরূপই উচ্ছিন্ন-ভব-নেত্র তথাগতেব দেহ বহিষাছে ।
যতদিন এই দেহ থাকিবে ততদিন দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে ।
দেহেব বিলম্বে জীবনান্তে দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না ।’

। ৭৩ । এইরূপ কথিত হইলে, আশ্চর্যান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন :
“ভন্তে, আশ্চর্য্য, ভন্তে, অদ্ভুত ! ভন্তে, এই ধর্ম্মপর্ষ্য্যেব নাম কি ?’

‘আনন্দ, এই ধর্ম্মপর্ষ্য্যকে তুমি অর্থজ্ঞান কহিতে পাব, ধর্ম্মজ্ঞান কহিতে
পাব, ব্রহ্মজ্ঞান কহিতে পাব, দৃষ্টিজ্ঞান কহিতে পাব, অনন্তব সংগ্রাম-বিজয়ও
কহিতে পাব ।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন । ভিক্ষুগণ আনন্দিত মনে ভগবদ্বাক্যের
অভিনন্দন করিলেন । এই সর্ব্বিস্তব উপদেশ দান কালে এক সহস্র জগত
কম্পিত হইল ।

। ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র সমাপ্ত ।

শ্রামণ্য ফল সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তাষ

ব্রহ্মজ্ঞান সূত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধের নৈতিক
ও দার্শনিক দৃষ্টি আলোচিত হইয়াছে । বর্ত্তমান সূত্রে বৌদ্ধ সম্বোধ প্রতীক্ষা
সমর্থিত হইয়াছে ।

মগধবাজ অজাতশত্রু বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন
যে, জগতে মনুষ্য সাধাবণ জীবিকার উপায় স্বরূপ নানাবিধ শিল্প অবলম্বন
করিয়া ইহ জগতেই যেবূপ প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়, সংসারত্যাগী সম্বুদ্ধ
ব্রাহ্মণ সম্বোধ আগ্রহ হেতু ইহ জীবনেই সেইরূপ কোন প্রত্যক্ষ ফল দর্শন
কবেন কি না । উত্তরে বুদ্ধ এক এক করিয়া চতুর্দশটী শ্রামণ্যেব সাংদৃষ্টিক
ফল বিবৃত করিলেন,—ঐ তালিকার প্রত্যেক পর্ব্ববর্ত্তী ফল তৎপদ্ব্যবর্ত্তী ফল
অপেক্ষা উন্নততর ও মধুরতর ।

অজাতশত্রুর প্রশ্নে উল্লিখিত জীবিকা নিম্বাহেব বৃন্তিগুণি তৎকালীন
সামাজিক অবস্থার উপর প্রভূত পরিমাণে আলোক সম্পাত কবে । প্রশ্নেব
প্রস্তাবনায় মগধবাজ কহিয়াছিলেন যে তিনি ঠিক ঐ একই প্রশ্ন অপব ছয়টী

বিভিন্ন সঙ্ঘের নেতাগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সদৃশ পান নাই। উক্ত নেতাগণ তাহাদের উত্তরে অজাতশত্রুকে বাহা করিয়াছিলেন তাহা হইতে সমসাময়িক একাধিক কৌতুহলোদ্দীপক ধর্ম্মমতের বিষয় জানা যায়। ঐ সকল বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে জৈনমত ছাড়া অন্য কোন মতের পূর্ণ বিবরণ এখনও দৃষ্টপ্রাপ্য।

২। শ্রামণ্য ফল সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান বাজগৃহে জীবক কোমাবভূত্যের আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। সঙ্গে সাক্ষী দ্বাদশ শত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু-সঙ্ঘ ছিল। ঐ সময় মগধের রাজা বৈদেহী পুত্র অজাতশত্রু পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে, চাতুম্বাসী কোমুদী পূর্ণ পূর্ণিমার বারিতে, রাজামাত্য পবিত্র হইয়া শ্রেষ্ঠ প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর, সেই উপোসথ দিনে মগধ রাজের মুখ হইতে আনন্দোক্তি নির্গত হইল :

‘কি বমণীয় জ্যোৎস্না বারি !

‘কি সুন্দর জ্যোৎস্না বারি !

‘কি দর্শনীয় জ্যোৎস্না বারি !

‘কি নিম্মল জ্যোৎস্না বারি !

‘কি লক্ষণ-সম্পন্ন জ্যোৎস্না বারি !

‘আজ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে অভিলাষ করিব, যাহার সংসর্গে আমিদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইবে ?’

২। এইরূপ উক্ত হইলে জনৈক রাজামাত্য মগধরাজকে এইরূপ করিলেন : ‘দেব, পূর্ণ কাশ্যপ আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়েক, গণ-নায়েক, গণাচার্য, জ্ঞানী, যশস্বী, তীর্থঙ্কর, বহুজনসম্মানিত, অভিজ্ঞ, দীর্ঘ প্রব্রজিত এবং বয়োবৃদ্ধ। দেব, ঐ পূর্ণ কাশ্যপের নিকট গমন করুন। তাহাব নিকট গমনে মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইতে পারে।’ এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তুষ্টীভাব অবলম্বন করিলেন।

৩। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন : ‘দেব, মক্ষলি গোসাল আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নাযক, এইরূপ কথিত হইলে মগধবাজ তুষীভাব অবলম্বন করিলেন।

৪। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন : ‘দেব, অজিত কেশকম্বল আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নাযক, এইরূপ কথিত হইলে মগধবাজ তুষীভাব অবলম্বন করিলেন।

৫। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন : ‘দেব, পকুধ কচ্চাষন আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নাযক এইরূপ কথিত হইলে মগধবাজ তুষীভাব অবলম্বন করিলেন।

৬। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন : ‘দেব, সঞ্জয় বেলট্ঠিপদন্ত আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নাযক, এইরূপ কথিত হইলে মগধবাজ তুষীভাব অবলম্বন করিলেন।

৭। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন : ‘দেব, নিগণ্ঠ নাতপদন্ত আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নাযক এইরূপ কথিত হইলে মগধবাজ তুষীভাব অবলম্বন করিলেন।

৮। ঐ সময় জীবক কোমাবভূত্য মগধবাজেব অনতিদূরে মৌনাবলম্বন পদ্বর্ক উপবিষ্ট ছিলেন। মগধবাজ তাহাকে কহিলেন : ‘মিত্র জীবক, তুমি কি কাবণে মৌন বহিয়াছ ?

‘দেব, ভগবান অবহং, সম্যক সম্বুদ্ধ সাদ্ধ দ্বাদশশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘেব সহিত আমাদের আশ্রুকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমেব সম্বন্ধে এইরূপ ষশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : “ইনিই ভগবান, অবহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পদবৃষ-সাবথী, দেব মনুষ্যেব শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত।” মহাবাজ ঐ ভগবন্তের নিকট গমন কবন। তাহার নিকট গমনে মহাবাজেব চিত্ত প্রসন্ন হইতে পারে।’

গৌতমের নিকট গমন

‘মিত্র জীবক, তাহা হইলে হস্তী-যান সমূহ প্রস্তুত কব।’

৯। জীবক কোমাব ভূত্য “যে আজ্ঞা, মহাবাজ” কহিয়া মগধরাজকে প্রতিশ্রুতিদান পদ্বর্ক পঞ্চাশত হস্তিনী এবং বাজাব আবোহণীয় হস্তী সজ্জিত

কবিষা মগধ বাজেব নিকট বাস্তা প্রেরণ করিলেন : “দেব, হস্তীযান প্রস্তুত । এক্ষণে য়েব্দপ ইচ্ছা হয় কব্দন ।” তৎপবে মগধবাজ বৈদেহীপুত্র পাঁচশত হস্তিনীৰ প্রত্যেকেব উপব তাঁহার নারীবর্গের এক এক জনকে আবোহণ করাইয়া স্বয়ং বাজহস্তীৰ পৃষ্ঠে আবোহণ করিলেন এবং উল্কাধাবী অনূচববর্গ সমাভিব্যাহাবে মহা আডম্ববেব সহিত রাজগৃহ হইতে জীবক কৌমাবভূত্যেব আশ্রবনে গমন করিলেন ।

১০। আশ্রবনেব অদূবে উপস্থিত হইয়া মগধবাজ অজাতশত্রু ভীত, স্তম্ভিত ও বোমাণ্ড কলেবব হইলেন । এইব্দপে উদ্বিগ্ন ও বোমাণ্ডিত হইয়া তিনি জীবককে কহিলেন : “মিত্র জীবক, তুমি আমাকে প্রতাবিত কব নাই ত ? তুমি আমাব সহিত প্রবণ্ডনা কব নাই ত ? তুমি আমাকে শত্রুকবে অর্পণ কর নাই ত ? ইহা কিব্দপ যে এই বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘেব মধ্যে, সাক্ষি দ্বাদশ শত ভিক্ষুব মধ্যে কোন প্রকার শব্দই নাই—না একটি হাঁচিব শব্দ, না একটি কাসিব শব্দ ?”

‘মহাবাজ ভীত হইবেন না । আমি আপনাকে প্রতাবিত করিতেছি না, আপনাব সহিত প্রবণ্ডনা করিতেছি না, আপনাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতেছি না । মহাবাজ, অগ্রসব হউন, অগ্রসব হউন । ঐ মন্ডপে দীপ সমূহ জ্বলিতেছে ।’

১১। তৎপবে মগধবাজ হস্তীযানে যতদূব যাওয়া সম্ভব ততদূব হস্তীপৃষ্ঠে গমন করিয়া, পবে হস্তী হইতে অবতবণ পূর্ব্বক পদব্রজে মন্ডপ-দ্বাবে উপনীত হইলেন । পবে তিনি জীবককে কহিলেন : “মিত্র জীবক, ভগবান কোথায় ?”

‘মহাবাজ, ঐ ভগবান—ঐ তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ পবিবৃত্ত হইয়া মধ্যে স্থিত স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবিষ্ট ।’

১২। তৎপবে মগধবাজ ভগবানেব সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নিশ্চল সর্বোববেব ন্যায শান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবলোকন করিয়া বলিয়া উঠিলেন : ‘মদীয় পুত্র উদাষি-ভদ্রও এই শান্তিযুক্ত হউক, যে শান্তি এই ভিক্ষুসঙ্ঘে বিরাজমান ।’

‘মহাবাজ, আপনার স্নেহধাবা বথাস্থানে প্রবাহিত হইয়াছে ।’

‘ভস্তু, পুত্র উদাষিভদ্র আমার প্রিয় । যে শান্তি এই ভিক্ষু-সঙ্ঘে বিবাজ করিতেছে, কুমাবও ঐ শান্তি-যুক্ত হউক ।’

১৩। তদনন্তৰ মগধৰাজ অজাতশত্ৰু ভগবানকে অভিবাদন পূৰ্বক ভিক্ষুসম্মেলনৰ প্ৰতি অঞ্জলি প্ৰণমিত কৰিষা একান্তে উপবেশন কৰিলেন। আসন গ্ৰহণান্তে তিনি ভগবানকে কহিলেনঃ ‘ভন্তে, আপনাৰ অনুমতি পাইলে আমি আপনাকে এক বিষয়ে প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা কৰিতে ইচ্ছা কৰি।’

‘মহাৰাজ, আপনাৰ যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কৰুন।

১৪। ‘ভন্তে, জনসাধাৰণেৰ জন্য বহুবিধ শিল্পবিদ্যা আছে, যথা—
হস্তী-আবোহণ, অশ্বাবোহণ, বথিক, ধনুগ্ৰাহ, চেলক^১, চলক^২, পিন্‌ডদায়ক^৩,
উগ্ৰ ৰাজপদ্ম^৪, প্ৰস্কন্দিক^৫, মহানাগ শব্দ, চৰ্ম্ম-যোখী, দাসপদ্ম, সূপকাৰ,
ক্ষৌৰকাৰ, স্নাপক, মোদক, মালাকাৰ, বজক, পেশকাৰ, নলকাৰ, কুস্তকাৰ,
গণকমুদ্ৰিক, এবং এই প্ৰকাৰেৰ অন্য যে কোন শিল্প—এই সকল শিল্পাবলম্বী
সকলেই এই জগতেই সাংদৃষ্টিক শিল্পফল প্ৰাপ্ত হইয়া থাকেন। উহা দ্বাৰা
তাঁহাৰা স্বয়ং সুখী ও তৃপ্ত হন; মাতাপিতাকে সুখী ও তৃপ্ত কৰেন, স্ত্ৰী-পুত্ৰকে
সুখী ও তৃপ্ত কৰেন, মিত্ৰমাতাকে সুখী ও তৃপ্ত কৰেন। তাঁহাৰা শ্ৰমণ ও
ব্ৰাহ্মণেৰ নিমিত্ত ঔৰ্দ্ধাগ্নিক, স্বৰ্গাগ্নিক, সুখ-বিপাক যুক্ত, স্বৰ্গ-সংবৰ্ত্তনিক
দক্ষিণাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰেন। ভন্তে, এৰূপ ইহজীৱনেই লভ্য কোন সাংদৃষ্টিক
শ্ৰামণ্য ফলেৰ উল্লেখ কৰিতে পাবেন কি?’

১৫। ‘মহাৰাজ, আপনি স্বীকাৰ কৰেন যে এই প্ৰশ্ন অন্য শ্ৰমণ
ব্ৰাহ্মণকেও জিজ্ঞাসা কৰা হইয়াছে?’

‘ভন্তে, আমি স্বীকাৰ কৰি।’

পুৰণ কথ্যপ

‘মহাৰাজ, এই সকল শ্ৰমণ ও ব্ৰাহ্মণ যেনেই উক্তৰ দিয়াছেন, যদি বাধা না
থাকে, তাহা ব্যক্ত কৰুন।’

‘ভন্তে, কোন বাধাই নাই, যখন ভগবান অথবা ভগবান তুল্যগণ উপবিষ্ট।’

‘মহাৰাজ, তাহা হইলে ব্যক্ত কৰুন।’

১। ধ্বজ-ধাৰী। ২ শিবিৰ সন্নিবেশক। ৩ মৈত্ৰদিগেৰ মধ্যো সাহাৰা
ঘাত্ত বণ্টনে নিযুক্ত। ৪ উচ্চপদস্থ সামৰিক কৰ্মচাৰী। ৫ সামৰিক চৰ।

১৬। ‘ভন্তে, এক সময় আমি পূবণ কশ্যপের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহাব সহিত মধুর চিত্তবজ্রক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে, এই ক্রমে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি, তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

১৭। ‘এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পূবণ কশ্যপ আমাকে কহিলেন : “মহারাজ, যে কবে এবং যে করায়, যে ছেদন কবে এবং যে ছেদন করায়, যে অঙ্গহীন কবে এবং যে অঙ্গহীন কবায়, যে শোক ও নির্যাতনের কারণ হয়, যে কন্পিত হয় এবং যে কন্পিত করায়, যে প্রাণনাশ কবে, যে অদত্ত গ্রহণ কবে, যে সন্ধি ছিন্ন কবে^১, যে লুণ্ঠন কবে, যে চৌর্য্য প্রবৃত্ত হয়, গুপ্ত স্থান হইতে যে হঠাৎ পথচারীকে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, যে পবদাব গমন কবে, মিথ্যা-ভাষণ কবে, তাহাবা এই সকল কৰ্ম্ম করিয়া পাপ কবে না। যদি কেহ ক্ষুব্ধাব চক্রেব দ্বাবা পৃথিবীর প্রাণীগণকে এক মাংস-খলে, এক মাংস পুঞ্জ, পরিণত কবে, তজ্জন্য কোন পাপ হয় না, পাপেব আগম হয় না। যদি ঐ ব্যক্তি আঘাত করিতে করিতে, হত্যা করিতে করিতে, ছেদন করিতে করিতে, ছেদন করাইতে কবাইতে, অঙ্গহীন করিতে করিতে, অঙ্গহীন কবাইতে করাইতে, গঙ্গাব দক্ষিণ তীরবর্তী হইয়া গমন কবে, তজ্জন্য কোন পাপ হইবে না, পাপেব আগম হইবে না। যদি ঐ ব্যক্তি দান করিতে করিতে, দান কবাইতে কবাইতে, যজ্ঞ করিতে করিতে, যজ্ঞ করাইতে কবাইতে, গঙ্গাব উত্তরতীরবর্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোন পুণ্য হইবে না, পুণ্যের আগম হইবে না। দান হইতে, দম হইতে সংযম হইতে, সত্য বাক্য হইতে পুণ্যেব উদ্ভব হয় না, পুণ্যেব আগম হয় না।” ভন্তে, এইরূপে পূবণ কশ্যপ সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া, আমাব নিকট অক্লিষা বর্ণন করিয়াছেন। ভন্তে, আত্ম কি এই প্রশ্নেব উত্তরে লব্ধেব^২ বর্ণনা ধেরূপ হয়, সেইরূপ পূবণ কশ্যপ সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া অক্লিষা বর্ণন করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপবে আমাব মনে হইল “আমাব ন্যাস ব্যক্তি স্বীয় রাজ্যবাসী শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণকে অপ্রসন্ন করিবার চিন্তা কি প্রকাৰে করিবে?” এইরূপে আমি পূবণ কশ্যপেব বাক্যেব অভিনন্দনও করিলাম না, নিন্দাও করিলাম না ; অভিনন্দন

১। চলিত ভাষায় ‘যে ঘবে সিঁধ কাটে।’

২। কাঁঠাল জাতীয় ফল বিশেষ।

ও নিন্দা উভয়ই পৰিহাৰ কৰিয়া, স্বয়ং ক্ষুদ্ৰ হইয়াও ক্ষোভ সূচক বাক্যেৰ
উচ্চাৰণ না কৰিয়া, আমি ঐ বাক্য গ্ৰহণও কৰিলাম না, বৰ্জ্জনও কৰিলাম না,
আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম ।

মক্ষলি গোসাল

১৮।* 'ভন্তে, এক সময় আমি মক্ষলি গোসালেৰ নিকট গমন
কৰিয়াছিলাম । তথায় গমন কৰিয়া তাঁহাকে অভিবাদনাস্তে তাঁহাৰ সহিত
মধুৰ চিত্তবজ্জক বাক্যালাপ পদ্বৰ্ক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম । আসন
গ্ৰহণাস্তে এই ক্ষণে আপনাকে যে প্ৰশ্ন কৰিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্ৰশ্নই
কৰিলাম ।

১৯। 'এইবুপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মক্ষলি গোসাল আমাকে কহিলেন :
"মহাবাজ, সত্ত্বগণেৰ সংক্ৰেশেৰ হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই ; হেতু ও প্রত্যয় বিনা
সত্ত্বগণ সংক্ৰিষ্ট হয় । সত্ত্বগণেৰ শূন্যিব হেতুও নাই, প্রত্যয় ও নাই , হেতু ও
প্রত্যয় বিনা তাহাদেৰ শূন্যি হয় । আত্ম-কাৰ নাই, পৰ-কাৰ নাই, পদ্বৰ্ক-কাৰ
নাই, বল নাই, বীৰ্য্য নাই, পদ্বৰ্ক-স্থায় নাই, পদ্বৰ্ক-পবাক্ৰম নাই ।
সম্বৰ্ণসত্ত্ব, সম্বৰ্ণপ্ৰাণী, সম্বৰ্ণভূত, সম্বৰ্ণজীব, অবশ, অবল, নিবৰ্ণ্য , তাহাবা
নিৰ্ঘতি ও সংযোগ পৰিচালিত এবং ষড়বিধ জাতিভুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয়
জাত্যানুসাৰে সূখ দুঃখ অনুভব কৰে । প্রধান প্রধানযোনিৰ সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ
ছয় সহস্ৰ এবং ছয় শত । কৰ্ম্ম পাঁচশত প্ৰকাৰ, তদুপৰি পাঁচ প্ৰকাৰ (পৰ্ণেন্দ্ৰিয়
সম্বন্ধীয়), তদুপৰি তিন প্ৰকাৰ (কাৰিক, বাচসিক এবং মানসিক) ; কৰ্ম্ম
এবং অৰ্দ্ধ কৰ্ম্মও আছে । দ্বি-ষষ্ঠী প্ৰতিপদ, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তৰকল্প, ছয়
অভিজাতি, অষ্ট পদ্বৰ্ক-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত
পৰিব্ৰাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগাবাস, দুই সহস্ৰ ইন্দ্ৰিয়, তিন সহস্ৰ নির্য্য,
ছটিশ-ৰজোৰ্ধাতু, সাত সংজ্ঞী-গৰ্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গৰ্ভ, সাত নিগ্ৰ-হগৰ্ভ, সাত
দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সব, সাত শত সাত গ্ৰন্থি, সাত শত সাত

* ১৮ সংপদচ্ছেদ মূলে নাই ।

১। মন দ্বাৰা কৃতকৰ্ম্ম ।

প্রপাত, সাত শত সাত স্বপ্ন, চতুর্বাণীতি লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া দঃখেব অন্ত করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পাবেন : আমি এই শীল, এই ব্রত, এই তপ, অথবা এই ব্রহ্মচর্য্যেব দ্বারা অপরিপক্ক কর্ম্মের পক্কতা-সাধন করিব, অথবা পরিপক্ক কর্ম্মকে ভোগ করিয়া উহাব অন্ত করিব,’ কিন্তু তাঁহাবা কৃতকার্য্য হইবেন না। সংসাবে দ্রোণ তুলিত সুখ দঃখেব পরিবর্তন হয় না ; উহাব হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেব্দপ সূত্র-গুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহাব গতি বেটনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেইব্দপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া দঃখেব অন্ত করিবে।”

অজিত কেশ কম্বলী

২০। ‘ভন্তে, এইব্দপে মক্ষলি গোসাল সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া সংসাব-শুদ্ধি ব্যাখ্যা করিলেন। ভন্তে, আয় কি এ প্রশ্নেব উত্তবে লব্ধেব বর্ণনা যেব্দপ হয়, সেইব্দপ মক্ষলি গোসাল সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া সংসাব-শুদ্ধি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপবে আমাব মনে হইল : “আমাব ন্যায় ব্যক্তি...করিবে ?” এইব্দপে আমি মক্ষলি গোসালের বাক্যেব চলিষা আসিলাম।

২১। ‘ভন্তে, আমি একদিন অজিত কেশকম্বলীর নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথ্য গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহাব সহিত চিত্তবঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

২২। ‘ভন্তে, এইব্দপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অজিত কেশ-কম্বলী করিলেন : “মহাবাজ, দান নাই, যজ্ঞ নাই, হোম নাই, স্কৃত-দৃকৃত কর্ম্মেব ফল বিপাক নাই, ইহলোক পবলোক নাই, মাতা পিতা নাই, ঔপপাতিক জীব নাই, পূর্ণজ্ঞানলব্ধ সর্বোচ্চ মার্গস্থ এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ নাই যাঁহাবা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং জানিষা ও সাক্ষাত করিষা ঐ জ্ঞান প্রচাব কবেন। মনুষ্য

চতুর্মহাভূত হইতে উৎপন্ন। যখন তাহাব মৃত্যু হয় তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবী ধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পদ্বর্ক উহাতেই লীন হয়, অপ ধাতু জলে, তেজ ধাতু অগ্নিতে এবং বায় ধাতু বায়ুতে লীন হয়, এবং তাহাব ইন্দ্রিয় সমূহ আকাশে লীন হয়। মৃতদেহ শবযানে বাহিত হয়; দাহস্থান পর্যন্ত প্রশংসা কীর্তিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং সমস্তই ভস্মে পবিণত হয়। এই যে দান ইহা নিষ্পোধেব ঘোষণা। যাহারা বলে দানের ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপ মাত্র। মর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, মরণান্তে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না।

২৩। ‘ভন্তে, এইরূপে অজিত কেশ-কম্বলী সাংদৃষ্টিক প্রামাণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উচ্ছেদ-বাদ প্রকাশ করিলেন। ভন্তে, আত্ম জিজ্ঞাসিত হইয়া লবঙ্গের বর্ণনা অথবা লবঙ্গ জিজ্ঞাসিত হইয়া আত্মের বর্ণনা যেব্দপ হয়, সেইব্দপ অজিত কেশ-কম্বলী সাংদৃষ্টিক প্রামাণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উচ্ছেদ-বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপবে আমাব মনে হইল : “আমাব ন্যায ব্যক্তি করিবে?” এইরূপে আমি অজিত কেশ-কম্বলীর বাক্যেব...চলিয়া আসিলাম।

২৪। ‘ভন্তে, আমি একদিন পকুধ কচ্চাষনের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহাব সহিত চিত্তবঞ্জক বাক্যালাপ পদ্বর্ক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এই ক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেণ্টিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

২৫। ‘ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পকুধ কচ্চাষন করিলেন : “মহাবাজ, এই সাত বস্তু অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নিস্মাতাহীন, উৎপাদিকাশক্তিহীন, কুটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। তাহাবা গতিহীন, বিকাবহীন; তাহাবা পবস্পব পবস্পবের বিরোধী নহে, পবস্পব পবস্পবের স্ৱথ অথবা দ্ৱথ অথবা স্ৱথ-দ্ৱথ বিধানে পৰ্যাপ্ত নহে। এই সাত বস্তু কি কি? ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়, স্ৱথ, দ্ৱথ এবং সপ্তম বস্তু জীব। এই সাত বস্তু অকৃত, অকৃতবিধ, অনির্মিত, নিস্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কুটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। তাহাবা গতিহীন, বিকাবহীন...পৰ্যাপ্ত নহে। এইরূপে, হস্তা নাই, ঘাতযিতা নাই, শ্রাবক নাই, শ্রাবযিতা নাই; বিজ্ঞাতা নাই, বিজ্ঞাপযিতা নাই। যে

তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বাৰা শীৰ্ষচ্ছেদ কৰে, সে তন্দ্বাৰা কাহাবও জীবন নাশ কৰে না, কেবলমাত্ৰ সপ্ত বস্তুৰ মধ্যস্থ বিবৰে^১ অস্ত্ৰ নিপতিত হইযাছে।”

২৬। ‘ভন্তে, এইব্দপে পকুধ কচ্চাযন সাংদৃষ্টিক শ্ৰামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তবে অন্য বিষয়েৰ ব্যাখ্যা কৰিলেন। ভন্তে, আয় জিজ্ঞাসিত হইয়া লব্ধজৈব বৰ্ণনা অথবা লব্ধজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আয়ৈব বৰ্ণনা য়েব্দপ হয, সেইব্দপ পকুধ কচ্চাযন সাংদৃষ্টিক শ্ৰামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তবে অন্য বিষয়েৰ ব্যাখ্যা কৰিযাছেন। ভন্তে, তৎপৰে আমাৰ মনে হইল : “আমাৰ ন্যায ব্যক্তি...কৰিবে ?” এইব্দপে আমি পকুধ কচ্চাযনেৰ বাক্যেৰ...চলিযা আসিলাম।

২৭। ‘ভন্তে, আমি একদিন নিগণ্ঠ নাতপদন্তেৰ নিকট গমন কৰিযা-ছিলাম। তথায গমন কৰিযা তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহাৰ সহিত চিত্তবজ্জক বাক্যালাপ পদ্বৰ্ক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্ৰশ্ন কৰিযাছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্ৰশ্নই কৰিলাম।

২৮। ‘ভন্তে, এইব্দপে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিগণ্ঠ নাতপদন্ত কহিলেন : “মহাবাজ, নিগণ্ঠ চতুৰ্বিধ সংঘৰ দ্বাৰা সংবৃত। কিব্দপে ? মহাবাজ, নিগণ্ঠ সৰ্ব্ব জলেৰ ব্যবহাবে সংঘত, সৰ্ব্বপাপে সংঘত, সৰ্ব্ব পাপবিধৌত, সৰ্ব্বপাপ দ্বৰীকৰণে লগ্নচিত্ত। মহাবাজ, নিগণ্ঠ এই চতুৰ্বিধ সংঘৰ দ্বাৰা সংবৃত। মহাবাজ, যেহেতু নিগণ্ঠ এই চতুৰ্বিধ সংঘৰ দ্বাৰা সংবৃত, সেই হেতু তিনি গতায়া^২, ষতায়া^৩ এবং স্থিতায়া কথিত হন।”

২৯। ‘ভন্তে, এইব্দপে নিগণ্ঠ নাতপদন্ত সাংদৃষ্টিক শ্ৰামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তবে চতুৰ্বিধ সংঘম বৰ্ণনা কৰিলেন। ভন্তে, আয় জিজ্ঞাসিত হইয়া লব্ধজৈব অথবা লব্ধজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আয়ৈব বৰ্ণনা য়েব্দপ হয, সেইব্দপ নিগণ্ঠ নাতপদন্ত সাংদৃষ্টিক শ্ৰামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া চতুৰ্বিধ সংঘম বৰ্ণনা কৰিযাছেন। ভন্তে, তৎপৰে আমাৰ মনে হইল : “আমাৰ ন্যায ব্যক্তি...কৰিবে ?” এইব্দপে আমি নিগণ্ঠ নাতপদন্তেৰ বাক্যেৰ চলিযা আসিলাম।

৩০। ‘ভন্তে, আমি একদিন সঞ্জয বেলট্টি-পদন্তেৰ নিকট গিয়াছিলাম। তথায গমন কৰিযা তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহাৰ সহিত চিত্তবজ্জক বাক্যালাপ

পূৰ্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন কৰিয়াছি তাহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই কৰিলাম।

৩১। ‘ভন্তে, এইৰূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সঞ্জয় বেলট্টি-পদ্বত কহিলেন : “যদি তুমি জিজ্ঞাসা কব ‘পবলোক আছে কি?’ তাহা হইলে যদি আমি মনে কৰি উহা আছে, তাহা হইলে ‘পবলোক আছে’ আমি এইৰূপই প্রকাশ কৰিব। কিন্তু আমি তাহা কহি না। উহা যে ঐ প্রকাৰ আমি তাহাও কহি না। উহা যে ঐ প্রকাৰ নয আমি তাহাও কহি না। আমি ইহা অস্বীকাৰ কৰি না। উহা আছে আমি তাহাও কহি না, নাই তাহাও কহি না। ‘পবলোক নাই কি?’ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কৰি, * * * (পূৰ্বের ন্যায়)। ‘পবলোক কি একাধারে আছে এবং নাই? পবলোক নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয, এইৰূপ কি?—ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে কি? উহা কি নাই? উহা কি একাধারে আছে এবং নাই? উহা নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয, এইৰূপ কি?—সদৃশিত ও দৃশ্যত্বের ফল আছে কি? উহাদের ফল নাই কি? উহাদের ফল কি একাধারে আছে এবং নাই? উহাদের ফল নাই এবং ফল যে নাই তাহাও নয, এইৰূপ কি?—মবণের পব তথাগতের অস্তিত্ব থাকে কিম্বা থাকে না? মবণের পব কি একাধারে তাহাব অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না? মবণের পব তাহাব অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয, এইৰূপ কি?’ আমাকে এইৰূপ জিজ্ঞাসা কৰিলে, মবণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয, যদি আমি এইৰূপ মনে কৰি, আমি এইৰূপই ব্যক্ত কৰিব। কিন্তু আমি এইৰূপ কহিতেছি না। উহা এই প্রকাৰ তাহা আমি মনে কৰি না, উহা যে অন্য প্রকাৰ তাহাও মনে কৰি না। আমি ইহা অস্বীকাৰ কৰি না। ইহাও নয, উহাও নয, আমি এইৰূপও কহি না।”

৩২। ‘ভন্তে, এইৰূপে সঞ্জয় বেলট্টিপদ্বত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া বিক্ষেপের অভিনয় কৰিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া সেইৰূপ সঞ্জয় বেলট্টিপদ্বত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া বিক্ষেপ প্রকাশ কৰিলেন। ভন্তে, তৎপরে আমাব মনে হইল : “এই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সকলেই নিব্বোধি ও মূঢ়। সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসাব উত্তবে বিক্ষেপের প্রকাশ কেন?” ভন্তে, তৎপরে আমাব মনে হইল : “আমাব ন্যায় ব্যক্তি... কৰিবে?” এইৰূপে আমি সঞ্জয় বেলট্টি-পদ্বতের বাক্যের...চলিয়া আসিলাম।

৩৩। ‘ভন্তে, এক্ষণে আমি ভগবানকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি : “ভন্তে, জনসাধারণের জন্য বহুবিধ শিল্পবিদ্যা আছে, যথা—হস্তী আবোহণ .. পাবেন কি ?”

‘মহাবাজ, পারি। এক্ষণে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আপনি যথাযথ উত্তর দিন।

৩৪। ‘মহাবাজ, আপনি কিব্দপ মনে করেন? মনে করুন আপনার এক আঞ্জাবহ দাস আছে যে আপনি শয্যাভ্যাগ করিবার পূর্বেই গাত্রোত্থান করে, আপনি শয্যা আশ্রয় করিবার পর শয়ন করে, যে আপনার আদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সতত তৎপর, শিষ্টাচারযুক্ত, প্রিষবাদী এবং সন্মিত বদন। তাহাব মনে এইব্দপ হইল : “আশ্চর্য, অদ্ভুত পুণ্যের এই গতি ও বিপাক! এই মগধবাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য। কিন্তু মগধবাজ পঞ্চ কামগুণযুক্ত হইয়া উহাদের উপভোগ করিতেছেন—যেন সত্যই দেবতা—আব আমি তাহাব আঞ্জাবহ ভৃত্য, তিনি শয্যাভ্যাগ করিবার পূর্বেই গাত্রোত্থান করি, তিনি শয্যা আশ্রয় করিবার পর শয়ন করি, তাহাব আদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আমি সতত তৎপর, আমি শিষ্টাচারী, প্রিষবাদী এবং সন্মিত বদন। অতএব আমিও পুণ্যকর্ম করিব, শির ও শাশ্রু মৃন্ডন পূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় করিব।” অতঃপর সে শির ও শাশ্রু মৃন্ডন পূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় করিল। সে এইব্দপে প্রজিত হইয়া কাষ-সংঘম, বাক্-সংঘম ও চিত্ত-সংঘম সমন্বিত হইয়া, মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইয়া নিষ্কর্জনবাসে বত হইল। যদি জনগণ ঐ বিষয়ে আপনাকে এইব্দপ বলে : “দেব, আপনি কি অবগত আছেন যে আপনার পূর্বব দাস মন্তক ও শাশ্রু মৃন্ডন পূর্বক কাষায় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রজ্যাব আশ্রয় করিয়াছে? সে এইব্দপে প্রজিত হইয়া কাষ-সংঘম, বাক্-সংঘম ও চিত্ত-সংঘম সমন্বিত হইয়া, মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইয়া নিষ্কর্জন বাসে বত হইয়াছে—” তাহা হইলে আপনি কি করিবেন : “আমাব সেই দাস ফিবিয়া আসিষা পুনর্বার আমাব দাসত্বে নিষ্কৃত হউক”?’

৩৫। ‘না, ভন্তে। উপবন্তু আমবা তাহাকে অভিবাদিত করিব, আসন হইতে উঠিষা তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিব, তাহাকে আসন গ্রহণ করিতে

পদনঃপদনঃ অনরোধ কবিব, চীবব, পিণ্ডপাত', শযন-আসন, ঔষধ ও পথ্য ইত্যাদি ভিক্ষুব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গ্রহণেব জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্ৰণ কবিব এবং তাঁহাব আগ্রহ স্থান ও বক্ষাব জন্য যথাধৰ্ম্ম বিধান কবিব ।'

'তাহা হইলে, মহাবাজ, আপনি কিব্দপ মনে কবেন ? এ ক্ষেত্রে শ্রামণ্যেব ফল সাংদৃষ্টিক কি না ?'

'ভক্তে, এ ক্ষেত্রে শ্রামণ্যেব ফল অবশ্যই সাংদৃষ্টিক ।

'মহাবাজ, ইহাই আমাব প্রদর্শিত প্রথম সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল ।'

৩৬ । 'ভক্তে, ইহ জগতেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অন্য কোন শ্রামণ্যফল আপনি প্রদর্শন কবিতে পাবেন কি ?'

'মহাবাজ, পারি । এক্ষণে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিব । আপনি যথাযথ উত্তর দিন । মহাবাজ, আপনি কিব্দপ মনে কবেন ? মনে কব্দন আপনাব বাজ্যে কোন স্বাধীন প্রজা আছেন, তিনি কৃষক, গৃহপতি, ধন-বর্দ্ধক । তাহাব মনে এইব্দপ হইল : "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, 'আব আমি তাঁহাব প্রজা, কৃষক, গৃহপতি, ধন-বর্দ্ধক । আমিও পুণ্য কৰ্ম্ম কবিব, শিব ও ...আগ্রহ কবিব ।" তৎপবে তিনি স্বীয় অল্প কিম্বা মহৎ ভোগ পবিত্যাগ কবিয়া, স্বল্প অথবা বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শিব ও শ্মশ্রু মৃন্ডন পদ্বর্ধক কাষাষ বস্ত্র পবিহিত হইয়া গৃহত্যাগ কবিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আগ্রহ কবিলেন । তিনি এইব্দপে প্রব্রজিত হইয়া কাষ-সংযম বত হইলেন । যদি জনগণ ঐ বিষয়ে আপনাকে এইব্দপ বলে : "দেব, আপনি জানেন কি যে আপনাব পদ্বর্ধেব প্রজা—কৃষক, গৃহপতি, ধন-বর্দ্ধক পদ্বর্ধ—মন্তক ও শ্মশ্রু মৃন্ডন পদ্বর্ধক কাষাষ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া...কবিয়াছেন ? তিনি এইব্দপে প্রব্রজিত হইয়া...বত হইয়াছেন"—তাহা হইলে আপনি কি কহিবেন : "সেই পদ্বর্ধেব কবিয়া আসিয়া পদনধ্বাব কৃষক, গৃহপতি ও ধনবর্দ্ধক ব্দপে অবস্থান কব্দন" ?'

৩৭ । 'না, ভক্তে । উপবন্তু আমবা...যথাধৰ্ম্ম বিধান কবিব ।' 'তাহা হইলে, মহাবাজ,...কি না ?'

'ভক্তে, এ ক্ষেত্রে সাংদৃষ্টিক ।'

'মহাবাজ, ইহাই আমাব প্রদর্শিত দ্বিতীয় সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল ।'

৩৮। ‘ভক্তে, উক্ত দুই ফল অপেক্ষা উচ্চতর ও মধুবতর অপব কোন ফল আপনি প্রদর্শন করিতে পাবেন কি?’

‘মহাবাজ, পারি। তাহা হইলে শ্রবণ কব্দন, সম্যকব্দপে মনঃসংযোগ কব্দন, আমি কহিতেছি।’

মগধবাজ উত্তর কবিলেন, ‘ষে আজ্ঞা।’ অতঃপৰ ভগবান কহিলেন :

৩৯। ‘মহাবাজ, মনে কব্দন জগতে তথাগতেব আবির্ভাব হইযাছে, যিনি অবহত, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচৰণসম্পন্ন, সঙ্গত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পদ্বুষ-সাবথী, দেবমনুষ্যেব শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত, যিনি ইহলোক, দেবলোক, মাবলোক ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষান্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বাৰা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট কবেন; যিনি ধৰ্ম্মেব উপদেশ দান কবেন—যে ধৰ্ম্মেব প্রাবল্ল কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূৰ্ণ, সৰ্ব্বজ্ঞান পূৰ্ণতাপ্রাপ্ত, যিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচৰ্য্য প্রকাশ কবেন।

৪০। ‘ঐ ধৰ্ম্ম কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র অথবা অপব কোন কুলে জাত কোন ব্যক্তি শ্রবণ কবিল। সে ঐ ধৰ্ম্ম শ্রবণ কবিয়া তথাগতেব প্রতি শ্রদ্ধাবান হইল। সে এইব্দপে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া চিন্তা কবিল : “গৃহাবাস বাধা সঙ্কুল ও রাগাভিমুখে প্রবর্তনকাৰী, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশতুল্য। গৃহে বাস কবিয়া একান্ত পৰিপূৰ্ণ, একান্ত পৰিশুদ্ধ শব্দ-লিখিত^১ এই ব্রহ্মচৰ্য্যেব পালন সূকব নহে, অতএব আমি কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূৰ্ব্বক কাষাষ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া গৃহত্যাগ কবিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় কবিব।” তৎপৰে ঐ ব্যক্তি স্বীয় অল্প অথবা মহৎ ভোগ পরিত্যাগ কবিয়া, স্বল্প অথবা বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূৰ্ব্বক কাষাষ বস্ত্র পৰিহিত হইয়া গৃহত্যাগান্তে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় কবিল।

৪১। ‘এইব্দপে প্রব্রজিত হইয়া সেই মনুষ্য প্রাতিমোক্ষ^২-সংবব-সংবৃত হইয়া, আচাৰ গোচৰ সম্পন্ন হইয়া, অণুমাত্র পাপে ভষদর্শী হইয়া, শিক্ষাপদ-

১। ধৌত শব্দেবব গ্ৰায স্মার্কিত।

২। বিনয় পিটকে সংগৃহীত ভিক্ষুদিগেব অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী। উপোসথ দিবসে ভিক্ষুগণ কর্তৃক উহা আবৃত্ত হইত।

সমুদ্র গ্রহণপূর্বক উহাতে শিক্ষিত হইতে লাগিল। সে কাষ ও বাক্য দ্বাৰা কুশল কৰ্ম্ম সমন্বিত হইয়া, শুদ্ধ জীবিকা সম্পন্ন হইয়া, শীল সম্পন্ন হইয়া, ব্রহ্মচৰ্য্য হইয়া, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত ও সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান কৰিতে লাগিল।

৪২। ‘মহাবাজ, ভিক্ষু কিবদুপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন? ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পৰিহাৰপূর্বক উহা হইতে বিবত হন, তিনি নিহিত-দম্ভ ও নিহিত শস্ত্র হইয়া, বিনয়ী ও দয়াপন্ন হইয়া, সৰ্ব্বপ্ৰাণীর প্রতি হিতৈচ্ছা ও অনুরূপাপবশ হইয়া বিবাজ কবেন। ইহা শীলের অন্তৰ্গত।

শীল

‘তিনি অদন্তেব গ্রহণ পৰিহাৰ পূর্বক অদন্তেব গ্রহণ হইতে বিবত থাকেন, যাহা দত্ত তাহা গ্রহণ কৰিয়া, দানের প্রতীক্ষা কৰিয়া, সততা ও শুদ্ধচিত্তেব সহিত বিবাজ কবেন। ইহাও শীলের অন্তৰ্গত।

‘তিনি অল্পক্ষণেৰ পৰিহাৰপূর্বক ব্রহ্মচাৰী হইয়া পাপ হইতে দূৰে অবস্থান কবেন, ইতৰ সুলভ মৈথুন হইতে বিবত থাকেন। ইহাও শীলের অন্তৰ্গত।’

৪৩। ‘মৃষাবাদ পৰিহাৰপূর্বক তিনি মিথ্যা ভাষণ হইতে বিবত; তিনি সত্যবাদী, তিনি সত্য হইতে কখনও ভ্ৰষ্ট হন না, তিনি দূৰ্ভাৰিত্ত ও বিশ্বাসযোগ্য, তিনি প্রতিশ্রুতিভঙ্গে বিবত। ইহাও শীলের অন্তৰ্গত।’

‘তিনি পিঙ্গলবাক্য পৰিহাৰপূর্বক উহা হইতে বিবত। তিনি এই স্থানে যাহা শ্রবণ কবেন, এই স্থানেব লোকেব বিবুদ্ধে কলহ উৎপাদনেব অভিসন্ধিতে তাহা অন্যত্র প্রকাশ কবেন না; অন্যত্র যাহা শ্রবণ কবেন, ঐস্থানেব লোকেব বিবুদ্ধে কলহ উৎপাদনেব অভিসন্ধিতে তাহা এইস্থানে প্রকাশ কবেন না। এইবদুপে তিনি যাহাবা ভিন্ন তাহাদেব মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, যাহাবা মিত্র তাহাদেব মধ্যে মৈত্ৰীৰ উৎসাহদাতা, ঐক্যকাৰক, ঐক্যপ্ৰিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যেব কথনকাৰী। ইহাও শীলের অন্তৰ্গত।

‘পবদুষবাক্য পৰিহাৰপূর্বক তিনি উহা হইতে প্রতিবিবত। যে বাক্য অনিন্দ্য, যাহা শ্রুতিসংকৰ, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী, শিষ্ট, মানুষেব প্ৰীতিপ্ৰদ ও মনোহৰ তিনি ঐবদুপ বাক্য কৰিয়া থাকেন। ইহাও শীলের অন্তৰ্গত।

‘বৃথা প্রলাপ পৰিহাৰপূর্বক তিনি উহা হইতে বিবত। তিনি

କାଳବାଦୀ, ଭୂତବାଦୀ, ଧର୍ମବାଦୀ, ବିନୟବାଦୀ, ତିନି ଯଥାକାଳେ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୁବିଭକ୍ତ, ଅର୍ଥ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟ କହିବା ଥାକେନ । ଇହାଓ ଶୀଳେବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

୫୫ । ‘ତିନି ବୀଜ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦେବ ବିନାଶ ହୁଏତେ ପ୍ରତିବିବତ । ତିନି ଏକାହାବୀ, ବାନ୍ତି ଓ ବିକାଳ ଭୋଜନେ ବିବତ । ତିନି ନୃତ୍ୟ-ଗୀତ-ବାଦ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗମନେ ବିବତ । ତିନି ମାଲ୍ୟ, ଗନ୍ଧ ଓ ବିଲେପନେବ ଧାବଣ, ମନ୍ଦନ ଓ ବିଭୂଷଣ ହୁଏତେ ବିବତ । ତିନି ଉଚ୍ଚ ଓ ବୃହତ୍ ଶୟ୍ୟାବ ବ୍ୟବହାରେ ବିବତ । ତିନି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୌପ୍ୟେବ ଗ୍ରହଣ ହୁଏତେ ବିବତ । ତିନି ଅପରାଗ ଶଯ୍ୟାବ ଗ୍ରହଣ ବିବତ । ତିନି ଅପରାଗ ମାଂସେବ ଗ୍ରହଣ ହୁଏତେ ବିବତ । ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଲୋକ ଓ କୁମାରୀବ ଗ୍ରହଣ ହୁଏତେ ବିବତ । ତିନି ଦାସ ଓ ଦାସୀବ ଗ୍ରହଣେ ବିବତ । ତିନି ମେଷ ଓ ଛାଗେବ ଗ୍ରହଣେ ବିବତ, କୁକୁଟ ଓ ଶୁକ୍ରବେବ ଗ୍ରହଣେ ବିବତ । ହସ୍ତୀ, ଗୋ, ଅଶ୍ୱ ଓ ଅଶ୍ୱୀବ ଗ୍ରହଣେ ବିବତ । ତିନି କର୍ଷିତ ଓ ଅକର୍ଷିତ ଭୂମିବ ଗ୍ରହଣ ହୁଏତେ ବିବତ । ତିନି ଦତ୍ତଓ ସଂବାଦବାହକେବ କର୍ମ ହୁଏତେ ବିବତ । ତିନି ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବିକ୍ରୟ ହୁଏତେ ବିବତ । ତିନି ତୁଳା, କଂସ ଓ ମାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରବନ୍ଧନା ହୁଏତେ ବିବତ । ତିନି ଉତ୍କୋଚ, ବନ୍ଧନା ଓ ଶାଠ୍ୟବଦ୍ଧ ବନ୍ଧନା ହୁଏତେ ବିବତ । ତିନି ଛେଦନ, ବଧ, ବନ୍ଧନ, ଦୟାତା, ଲୁଟ୍ଟନ ଓ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏତେ ବିବତ । ଇହାଓ ଶୀଳେବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

୫୬ । ‘କୌଣ କୌଣ ଶ୍ରମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦତ୍ତ ଭୋଜନାଦି ଉପଭୋଗ କରିବାଓ ପଞ୍ଚବୀଜ ଶ୍ରେଣୀବ ଓ ତଦୁଦ୍ଭୂତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦେବସମୂହେବ—ଯଥା ମୂଳବୀଜ, ଧୂଳବୀଜ, ଗ୍ରୀବ ବୀଜ, ଅଗ୍ରବୀଜ ଏବଂ ବୀଜ-ବୀଜ ଏହି ସମୂହେବ ବିନାଶେ ବତ ଥାକେନ, କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁ ଏହିବଦ୍ଧ ବୀଜ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦେବ ବିନାଶେ ପ୍ରତିବିବତ । ଇହାଓ ଶୀଳେବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

୫୭ । ‘କୌଣ କୌଣ ଶ୍ରମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦତ୍ତ ଭୋଜନାଦି ଉପଭୋଗ କରିବାଓ ଏହିବଦ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟେବ ଉପଭୋଗେ ବତ ଥାକେନ, ଯଥା—ସଞ୍ଚିତ ଅନ୍ନ, ପାନ, ବସ୍ତ୍ର, ଯାନ, ଶୟ୍ୟା, ଗନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନପାକୋପକରଣ ; କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟେବ ଉପଭୋଗେ ବିବତ । ଇହାଓ ଶୀଳେବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

୫୮ । ‘କୌଣ କୌଣ ଶ୍ରମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦତ୍ତ ଭୋଜନାଦି ଉପଭୋଗ କରିବାଓ ଏହିବଦ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗମନେ ବତ ଥାକେନ, ଯଥା—ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ପ୍ରେକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାନ ପାଣିସ୍ତବ, କବିବ ଗାନ, ଦାମାମା.ବାଦ୍ୟ, ବଞ୍ଚମଣ୍ଡେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଦୃଶ୍ୟପଟ, ଚଞ୍ଡାଳ ବାଞ୍ଚୀକେବ କୌଶଳ, ହସ୍ତୀସୁଦ୍ଧ, ଅଶ୍ୱସୁଦ୍ଧ ମହିଷସୁଦ୍ଧ, ବୃଷଭସୁଦ୍ଧ, ଅଞ୍ଜସୁଦ୍ଧ,

মেষযুদ্ধ, কক্কট যুদ্ধ, বর্জকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মূর্ষিষ্টযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, কৃগ্নিমযুদ্ধ, সেনাবিন্যাস, সৈন্যব্যূহ বাহিনী পবিদর্শন—ভিক্ষু এইব্দপ প্রদর্শনীর গমন হইতে বিবত । ইহাও শীলৈব অন্তর্গত ।

৪৮ । ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইব্দপ দ্যুত ও অলস ক্রীডাব্দপ প্রমাদে আসক্ত হইয়া থাকেন, যথা—অষ্টপদ, দশপদ, আকাশ, পবিহাব পথ, সন্তিকা, খলিকা, ঘটিকা, শলাকহস্ত, অক্ষপঙ্কচীব, বঙ্কক, মোক্ষচিকা, চিঙ্গুলিব, পত্রাটক, ক্রীডার্থ বথ ওধন, অক্ষবিকা মনেষিকা, অঙ্গবিকৃতিব অনুরবণ, ভিক্ষু এইব্দপ দ্যুত ও অলস ক্রীডাব্দপ প্রমাদে অনাসক্ত । ইহাও শীলৈব অন্তর্গত ।

৪৯ । ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইব্দপ উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহাবে বত থাকেন, যথা—আসন্ডি, পর্য্যঙ্ক, গোণক, চিত্রকা, পটিকা, পটলিকা, তুলিকা, বিকতিকা, উদ্দলোমী, একান্তলোমী, কট্ঠিষ্য, কোষেয, কুন্তক, হস্তী, অশ্ব ও বথাস্তবণ, অজিনাস্তবণ, কদলী-মৃগ-চর্ম্ম-আস্তবণ, সচন্দ্রাতপ আস্তবণ, শিব ও পাদদেশ বঙ্কাব নিমিত্ত লোহিত উপাধান যুক্ত পর্য্যঙ্ক, ভিক্ষু এই প্রকাব উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহাবে বিবত । ইহাও শীলৈব অন্তর্গত ।

৫০ । ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইব্দপ মণ্ডন ও বিভূষণাদিতে বত থাকেন, যথা—উৎসাদন, পবিমন্দন, স্নান সংবাহন, দর্পণ, অঞ্জন, মাল্য, বিলেপন, মৃথচূর্ণ, মৃথবিলেপন, কঙ্কণ, শিখাবন্ধ, দণ্ড, নাডিক, খজা, ছত্র, চিহ্নিত পাদুকা, উষীষ, মণি, বালবীজনী, দীর্ঘদশাবিশিষ্ট শূদ্র বস্ত্র, ভিক্ষু এবম্বিধ মণ্ডন ও বিভূষণাদি হইতে বিবত । ইহাও শীলৈব অন্তর্গত ।

৫১ । ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইব্দপ হীন আলাপে বত থাকেন, যথা—বাজ-কথা, চোব-কথা, মহামাত্য-কথা, সেনাসম্বন্ধীষ কথা, ভয়কথা, যুদ্ধকথা, খাদ্য ও পানীয় কথা, বস্ত্রকথা শয়নকথা, মাল্যকথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতিকথা, যানকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, জনপদকথা, নাবীকথা, বীবকথা, পথকথা, কুন্তস্থান কথা, পূর্ব্বপদুষ কথা, নিবর্থক কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রেব উৎপত্তি সম্বন্ধীষ মন্তব্য, ভিক্ষু এইব্দপ হীন আলাপে বিবত । ইহাও শীলৈব অন্তর্গত ।

৫২ । ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও

এইব্দপ বিগ্রাহিক কথায় নিযুক্ত হন, যথা—“তুমি এই ধর্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত জাছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম ও বিনয় জানিবে :—তুমি মিথ্যা দৃষ্টিব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ—পূর্বে কখনো তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কখনো পূর্বে কহিয়াছ—তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে—তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—স্বকর্ম দৃষ্টি পরিশুদ্ধ কব, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশ মুক্ত কব।” ভিক্ষু এবম্বিধ বিগ্রাহিক কথায় বিবত। ইহাও শীলেন অন্তর্গত।

৫৩। ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও বাজগণ’ মহামাত্যগণ, ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণগণ, এবং গৃহপতি কুমারগণ তাহাদিগকে—এইস্থানে যাও, সেইস্থানে যাও, ইহা লইয়া আইস, ইহা ঐস্থানে লইয়া যাও” এইব্দপ দৌত্যকর্ম নিযুক্ত করিলে তাহারা উহাতে নিযুক্ত হন। ভিক্ষু এইব্দপ দৌত্যকর্ম বিবত। ইহাও শীলেন অন্তর্গত।”

৫৪। ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও কূহক হইয়া থাকেন, লপক হইয়া থাকেন, নৈমিত্তিক হইয়া থাকেন, নিষ্পেষিক হইয়া থাকেন, লাভোপরি লাভগ্ৰস্ত হইয়া থাকেন—ভিক্ষু এইব্দপ কূহন ও লপন হইতে বিবত। ইহাও শীলেন অন্তর্গত।

৫৫। ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, যথা—সামুদ্রিক বিদ্যা, নিমিত্ত, উৎপাত, স্বপ্ন, লক্ষণ, মূষিক ছিন্নবস্ত্র, অগ্নি-হোম, দর্শি হোম, তুষ হোম, কণ হোম, তণ্ডুল হোম, ঘৃত হোম, তৈল হোম, মূখ হোম, বস্ত্র হোম, অঙ্গ বিদ্যা, বস্ত্র বিদ্যা, ক্ষত্র বিদ্যা, শিববিদ্যা, ভূত-বিদ্যা, ভূবিবিদ্যা, অহিবিদ্যা, বিষবিদ্যা, বৃশ্চিক বিদ্যা, মূষিক বিদ্যা, পক্ষী বিদ্যা, বাঘস বিদ্যা, পক্ষধ্যান, শবপরিগ্রহ, মৃগচক্র—ভিক্ষু এই প্রকার হীন বিদ্যায় বিবত। ইহাও শীলেন অন্তর্গত।

৫৬। ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন—যথা, মণিলক্ষণ, দণ্ডলক্ষণ, বস্ত্রলক্ষণ, অসি লক্ষণ, শব লক্ষণ, ধনু লক্ষণ, আবদ্ধ লক্ষণ, স্ত্রী-লক্ষণ, পুত্র লক্ষণ, কুমার লক্ষণ, কুমারী লক্ষণ, দাস লক্ষণ, দাসী লক্ষণ, হস্তী লক্ষণ, অশ্ব লক্ষণ, মহিষ লক্ষণ, বৃষ লক্ষণ, গো-লক্ষণ,

অজ লক্ষণ, মেঘ লক্ষণ, কুঙ্কট লক্ষণ, বর্তক লক্ষণ, গোখা লক্ষণ, কর্ণিকা লক্ষণ, কচ্ছপ লক্ষণ, মৃগ লক্ষণ। ভিক্ষু এই বদপ হীন বিদ্যাষ বিবত। ইহাও শীলৈব অন্তর্গত ?

৫৭। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিষাও এই প্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায দ্বাৰা জীবিকা অৰ্জ্জন কবেন, যথা—“বাজগণ যুদ্ধযাত্রা কবিবেন, তাঁহাৰা পুনঃপ্রত্যাবৰ্ত্তন কবিবেন, অভ্যস্তব বাজগণ আক্রমণ কবিবেন, বাহিব বাজগণ পলায়ন কবিবেন, বাহিব বাজগণ আক্রমণ কবিবেন, অভ্যস্তব বাজগণ পলায়ন কবিবেন ; অভ্যস্তব বাজগণেৰ জয় হইবে, বাহিব বাজগণেৰ পবাজয় হইবে, বাহিব বাজগণেৰ জয় হইবে, অভ্যস্তব বাজগণেৰ পবাজয় হইবে, এইবদপে এ পক্ষেৰ জয় হইবে, অপৰ পক্ষেৰ পবাজয় হইবে।” ভিক্ষু এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপাযে বিবত। ইহাও শীলৈব অন্তর্গত।

৫৮। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিষাও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায দ্বাৰা জীবিকা অৰ্জ্জন কবেন, যথা—“চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূৰ্য্যগ্রহণ হইবে, নক্ষত্র গ্রহণ হইবে। চন্দ্র সূৰ্য্যেৰ যথা-নির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, চন্দ্র সূৰ্য্যেৰ বিপথে গমন হইবে, নক্ষত্রদিগেৰ যথানির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, উহাদেৰ বিপথে গমন হইবে। উল্কাপাত হইবে, দাবাগ্নি হইবে, ভূমিকম্প হইবে, বজ্রপাত হইবে। চন্দ্র-সূৰ্য্য-নক্ষত্রেৰ উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা উজ্জ্বল্য হইবে। চন্দ্রগ্রহণেৰ এই ফল হইবে, সূৰ্য্য গ্রহণেৰ এই ফল হইবে, নক্ষত্র গ্রহণেৰ এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূৰ্য্যেৰ নির্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূৰ্য্যেৰ বিপথে গমন হইলে এইফল হইবে, নক্ষত্রগণেৰ নির্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, উহাৰা বিপথে গমন কবিলে এই ফল হইবে, উল্কাপাতেৰ এই ফল হইবে, দাবাগ্নিৰ এই ফল হইবে, ভূমিকম্পেৰ এই ফল হইবে, বজ্রপাতেৰ এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূৰ্য্য-নক্ষত্রগণেৰ উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা উজ্জ্বল্যেৰ এই ফল হইবে।” ভিক্ষু এইবদপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপাযে বিবত। ইহাও শীলৈব অন্তর্গত।

৫৯। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিষাও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায দ্বাৰা জীবিকা অৰ্জ্জন কবেন, যথা—“সুবর্টি হইবে, দূর্বর্টি হইবে, স্নানিষ্ঠ হইবে, দানিষ্ঠ হইবে, শান্তি

হইবে, অশাস্তি হইবে, বোগ হইবে, আরোগ্য হইবে, মদ্রা, গণনা, সংখ্যান, কবিতা বচনা, লোকাষত ।” ভিক্ষু এই বৃপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিবত । ইহাও শীলেন অন্তর্গত ।

৬০ । ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে দ্বাবা জীবিকা অর্জন করেন, যথা—“আবাহন, বিবাহন, সংবদন, বিবদন, সংকিবণ, বিকিবণ, সৌভাগ্য-কবণ, দর্ভাগ্য কবণ, গর্ভপাত কবণ, জিহবাব জড়তা সাধন, হনুব জড়তা সাধন, হস্তেব উর্দ্ধক্ষেপ, বধিবতা সাধন, আদর্শ প্রশ্ন, কুমাবী প্রশ্ন, দেব প্রশ্ন, সূর্য্যোপাসনা, মহাব্রহ্মোপাসনা, অন্ড্যজ্জলন, শ্রী-আহবান ।” ভিক্ষু এইবৃপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিবত । ইহাও শীলেন অন্তর্গত ।

৬১ । ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে দ্বাবা জীবিকা অর্জন করেন, যথা—“শান্তিকর্ম, প্রণিধি কর্ম, ভূবিকর্ম, বর্ষকর্ম, বর্ষবর্ষ কর্ম, বস্তুকর্ম বস্তু-পরিবিকবণ, আচমন, স্নান, যজ্ঞ, বমন, বিবেচন, উর্দ্ধ বিবেচন, অধো বিবেচন, শীর্ষ বিবেচন, কণ তৈল, নেত্র-তর্পণ, নাসিকা কর্ম, অঞ্জন, অভিলেপন, শালাক্য, গল্য কর্ম, শিশু-চিকিৎসা, মূল ও ভৈষজ্যেব প্রয়োগ, ঔষধেব প্রতিমোক্ষ ।” ভিক্ষু এইবৃপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিবত । ইহাও শীলেন অন্তর্গত ।

৬২ । ‘মহাবাজ, ভিক্ষু এইবৃপ শীলসম্পন্ন হইয়া এই শীলসংববেব কাবণ কুত্রাপি ভষ দর্শন করেন না । যেবৃপ, মহাবাজ, মদ্রাভিষিক্ত, ক্ষত্রিয় শত্রুকুল পবাজিত কবিয়া কুত্রাপি শত্রুভষে ভীত হন না, এই বৃপেই ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হইয়া শীলসংববেব কাবণ কুত্রাপি ভষ দর্শন করেন না । তিনি আর্থ্য শীলস্বন্ধ সমন্বিত হইয়া আধ্যাত্মিক অনবদ্য সুখ অনুভব করেন । মহাবাজ, ভিক্ষু এইবৃপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন ।

৬৩ । ‘মহাবাজ, ভিক্ষু কিপ্রকারে বন্ধিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন? মহাবাজ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বাবা বৃপ দর্শন কবিয়া নিমিত্ত^১ ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী^২ হন না । যে কাবণে চক্ষুবিম্বিকে সংসৃত কবিয়া বিচবণ না কবিলে লোভ, দৌর্ম্মনস্য

১ । দৃষ্ট বস্তু নব অথবা নাবী এইরূপ অনুব্যঞ্জন ।

২ । দৃষ্ট নষ অথবা নাবীব হস্ত, বাক্য, দৃষ্টি, হস্ত, পদ ইত্যাদি অনুব্যঞ্জন ।

আদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুরূপিত হয়, তিনি তাহাব সংযমেব জন্য যত্নবান হন, এবং এইপ্রকারে চক্ষুর্বিন্দ্রিয়কে বন্ধা করিয়া চক্ষুর্বিন্দ্রিয় সংযত করেন। শ্রোত্র দ্বাৰা শব্দ শ্রবণ করিয়া, ঘ্রাণ দ্বাৰা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, জিহবা দ্বাৰা বসাস্বাদন করিয়া, কাষ দ্বাৰা স্পর্শানুভূতি করিয়া, মন দ্বাৰা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া তিনি নিমিত্ত ও অনুরূপজন গ্রাহী হন না। যে কাৰণে মনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে লোভ, দৌর্ভাগ্য আদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুরূপিত হয়, তিনি তাহাব সংযমে যত্নবান হন, এবং এই প্রকারে মনেন্দ্রিয়কে বন্ধা করিয়া মনেন্দ্রিয় সংযত করেন। তিনি এই আৰ্য্য ইন্দ্রিয়-সংবব সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অবিমিশ্র সদ্ধা অনুভব করেন। মহাবাজ, ভিক্ষু এইপ্রকারে বস্তুতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন।

প্রীতি ও বৈরাগ্য

৬৪। 'মহাবাজ, ভিক্ষু কিবদুপে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া থাকেন? মহাবাজ, ভিক্ষু পদবোগমানে ও প্রত্যাগমানে সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন, অবলোকনে বিলোকনে, সঙ্কোচনা ও প্রসাৰণে, সংঘাটি-পাণচীবব ধাবণে, ভুক্তি, পান, ভোজন ও আস্বাদনে, শৌচকর্ম্মে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সর্পি ও জাগরণে, ভাষণে, তুষীভাবে, সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন। মহাবাজ, ভিক্ষু এইবদুপে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া থাকেন।

৬৫। 'মহাবাজ, ভিক্ষু কিবদুপে সন্তুষ্ট হন? মহাবাজ, তিনি দেহাচ্ছাদক চীবব ও ভিক্ষালব্ধ উদবাস্তে সন্তুষ্ট হন, তিনি যেখানেই গমন করেন, সেখানেই ঐ সকল তাহাব সহিত গমন কবে। মহাবাজ, যেবদুপ পক্ষী যেখানেই উড়য়ন করে সেখানেই তাহাব পক্ষ তাহাব সহগামী হয়, সেইবদুপই তিনি দেহাচ্ছাদক চীবব ও ভিক্ষালব্ধ উদবাস্তে সন্তুষ্ট হন, তিনি যেখানেই গমন করেন, সেখানেই ঐ সকল তাহাব সহিত গমন কবে।

৬৬। 'তিনি এই আৰ্য্য শীলম্বন্ধ সমন্বিত হইয়া, এই আৰ্য্য ইন্দ্রিয়-সংবব সমন্বিত হইয়া, এই আৰ্য্য স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া, এই আৰ্য্য সন্তুষ্ট সমন্বিত হইয়া, বিবিধ শয্যাসনেব ভজনা করেন, অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত-কন্দব, গিবি-গুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তূপেব ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াআহাবাস্তে তিনি পর্য্যটকা-

বন্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে বন্ধা করিয়া, পবিত্রস্থে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া, উপবিশ্ট হন।

৬৭। ‘তিনি লোকে অভিধ্যাব পবিহাব করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহাব করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পরিহার করিয়া অব্যাপন্নচিত্তে বিহাব করেন, সর্বপ্রাণীৰ হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সর্বপ্রাণীৰ প্রতি অনুরূপ পববশ হইয়া, ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পবিহাব করিয়া বিগত-স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহাব করেন, আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পবিহাব করিয়া অনুদ্ধত হইয়া বিহাব করেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইয়া ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসা পবিহাব করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহাব করেন, কুশলধৰ্ম্ম সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ করেন।

৬৮। ‘মহাবাজ, কেহ হযত ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল, ব্যবসায়ে তাহার সাফল্য হইল, সে পদ্বর্ষে ঋণ পবিশোধ করিল, এবং এই সমস্ত করিয়াও ভাৰ্যা প্রতিপালনের জন্য তাহার কিছু অবশিষ্ট বহিল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : “আমি পদ্বর্ষে ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, ব্যবসায়ে আমার সাফল্য লাভ হইয়াছে, পদ্বাতন ঋণ পবিশোধ করিয়াও ভাৰ্যা প্রতিপালনের জন্যে আমার অর্থ অবশিষ্ট আছে।” উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমিনস্য প্রাপ্ত হইল।

স্বাধীনতা

৬৯। ‘মহাবাজ, কেহ হযত স্বাস্থ্যহীন, দগ্ধাখিত, অতিশয় বোগগ্রস্ত, অন্ন তাহার পুষ্টিসাধন কবে না ; তাহার দেহ বলহীন। পববস্ত্রীকালে সে ঐ অস্বাস্থ্যকব অবস্থা হইতে মুক্ত হইল, অন্ন হইতে সে পুষ্টিলাভ করিল, তাহার দেহে বলবত্তা সঞ্চার হইল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : “পদ্বর্ষে আমি স্বাস্থ্যহীন, দগ্ধাখিত, অতিশয় বোগগ্রস্ত ছিলাম, অন্ন আমার পুষ্টিসাধন করিত না, আমার দেহ বলহীন ছিল, এক্ষণে আমি সেই অস্বাস্থ্যকব অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছি, অন্ন আমার পুষ্টিসাধন করিতেছে,

শবীৰেও বলিব সণ্ণাব হইয়াছে।” উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ কৰিল, সৌমিনস্য প্ৰাপ্ত হইল।

৭০। ‘মহাবাজ, কেহ হযত কাৰাগাবে বন্ধ। পৰবৰ্ত্তীকালে সে স্বস্তিৰ সহিত নিৰাপদে কাৰামুক্ত হইল, তাহাব কোন ধনহানিও হইল না। তাহাব মনে এইৰূপ হইতে পাবে : “আমি পূৰ্বে কাৰাবন্ধ ছিলাম, এক্ষণে আমি স্বস্তিৰ সহিত নিৰাপদে কাৰামুক্ত হইয়াছি, আমাব কোন ধনহানিও হয নাই।” উহাতে সে প্রামোদ্যলাভ কৰিল, সৌমিনস্য প্ৰাপ্ত হইল।

৭১। ‘মহাবাজ, কেহ হযত দাস, সে স্বাধীন নহে, পৰাধীন, স্বেচ্ছায কোন স্থানে গমনে অক্ষম। পৰবৰ্ত্তীকালে সে ঐ দাস্য হইতে মুক্ত হইল, স্বাধীন হইল, তাহাব পৰাধীনত্ব বহিল না, সে ভূজিয্য^১ হইল, যথেষ্টাগমনে সক্ষম হইল। তাহাব মনে এইৰূপ হইতে পাবে : “আমি পূৰ্বে দাস ছিলাম, আমাব স্বাধীনতা ছিল না, আমি পৰাধীন ছিলাম, স্বেচ্ছায গমনে অক্ষম ছিলাম, এক্ষণে আমি সেই দাস্য হইতে মুক্ত, স্বাধীন, পৰাধীনতা-হীন, ভূজিয্য, যথেষ্টা গমনক্ষম।” উহাতে সে প্রামোদ্যলাভ কৰিল, সৌমিনস্য প্ৰাপ্ত হইল।

৭২। মহারাজ, কোন ধনবান ও ভোগবান ব্যক্তি অন্নহীন ভষ-সঙ্কুল কান্তাবপথে উপনীত হইল। পবে সে ঐ কান্তাব উত্তীৰ্ণ হইয়া স্বস্তিৰ সহিত নিৰাপদ ভষহীন গ্রামান্ত প্ৰাপ্ত হইল। তাহাব মনে এইৰূপ হইতে পাবে : “আমি অন্নহীন, ভষসঙ্কুল কান্তাবে উপনীত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি ঐ কান্তাব উত্তীৰ্ণ হইয়া স্বস্তিৰ সহিত নিৰাপদ ভষহীন গ্রামান্ত প্ৰাপ্ত হইয়াছি।” উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ কৰিল, সৌমিনস্য প্ৰাপ্ত হইল।

৭৩। ‘মহাবাজ সেইৰূপই ভিক্ষু, যতদিন পণ্ডনীবৰণ^২ প্ৰহীন না হয, ততদিন আপনাকে ঋণাবদ্ধ, বোগগ্ৰস্ত, কাৰাবদ্ধ, কান্তাবপথে উপনীত ব্দপে মনে কবেন। কিন্তু পণ্ড নীবৰণ প্ৰহীন হইলে তিনি আপনাকে অঋণী, অবোগী, বন্ধনমুক্ত, ভূজিয্য, বিপন্নমুক্ত স্থানে উপনীত ব্দপে মনে কবেন।

১। মুক্তদাস। ২। অভিধ্যা ইত্যাদি চিন্তেৰ শব্দ নীবৰণ ৭৮ সং পদচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে [অভিধ্যা ব্যাপাদ, স্ত্যানমিক, ঔদত্য-কৌকৃত্য এক বিচিকিৎসা]।

ধ্যান

৭৪। 'আপনাতে এই পঞ্চনীলগণ গ্রহীন দেখিয়া তিনি প্রামোদ্য লাভ কবেন, প্রামোদ্য হইতে প্রীতিব উৎপত্তি হয়, প্রীতিব উৎপত্তিতে দেহ শাস্ত হয়, শাস্ত দেহে সুখানুভব কবে, সুখীৰ চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধৰ্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সৰ্বিতৰ্ক, সৰ্বিচাৰ বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ কৰিয়া বিহাৰ কবেন। তিনি এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বাৰা প্লাবিত কবেন, সিক্ত কবেন, পৰিপূৰ্ণ কবেন, পৰিস্ফুৰিত কবেন, তাঁহাৰ দেহেৰ কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বাৰা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৫। 'মহাবাজ, য়েব্দুপ কোন দক্ষ স্নাপক অথবা স্নাপকেৰ অন্তেবাসী কংসথালে স্নানচূৰ্ণ বিকীৰ্ণ কৰিয়া উহা জল দ্বাৰা অম্পেপ অম্পেপ সিক্ত কৰিলে ঐ স্নানপিণ্ড স্নেহানুগত, স্নেহাভিভূত, স্নেহময় হয়, কিন্তু উহা হইতে স্নেহেৰ নিঃস্ৰাব হয় না : সেইবপেই ভিক্ষু এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বাৰা প্লাবিত কবেন, সিক্ত কবেন, পৰিপূৰ্ণ কবেন, পৰিস্ফুৰিত কবেন, তাঁহাৰ দেহেৰ কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বাৰা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিৰ শ্রামণ্য ফল, এই ফল পূৰ্বেৰ্ণাঙ্ক সাংদৃষ্টিৰ ফল হইতে উন্নততৰ, মৰুতৰ।

৭৬। 'পুনশ্চ, মহাবাজ, ভিক্ষু বিতৰ্ক-বিচাৰেৰ উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তেৰ একীভাব আনয়নকাৰী, অবিতৰ্ক, অবিচাৰ, সমাধিজ, প্রীতিসুখ মণ্ডিত, দ্বিতীয় ধ্যান লাভ কৰিয়া বিহাৰ কবেন। তিনি এই দেহকে সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বাৰা প্লাবিত কবেন, সিক্ত কবেন, পৰিপূৰ্ণ কবেন, পৰিস্ফুৰিত কবেন, তাঁহাৰ দেহেৰ কোন অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বাৰা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৭। 'মহাবাজ, কোন গভীৰ জলাশয় আছে, উহাৰ নিম্নস্থ উৎস হইতে জল উৎসৰ্গত হয়, উহাৰ পূৰ্বে, পশ্চিমে, উত্তৰে কিম্বা দক্ষিণে জলেৰ প্রবেশদ্বাৰ নাই, সময়ে সময়ে বৰ্ষাৰ ধাৰাও উহাৰ উপৰে বৰ্ষিত হয় না। তথাপি সেই জলাশয় হইতে শীতল বাৰিধাৰা উৰ্দ্ধে উঠিত হইয়া ঐ জলাশয়কে প্লাবিত কৰে, সিক্ত কৰে, পৰিপূৰ্ণ কৰে, পৰিস্ফুৰিত কৰে, উহাৰ কোন অংশই শীতল বাৰিধাৰা অব্যাপ্ত থাকে না। মহাবাজ, এইবপেই ভিক্ষু এই

দেহকে সমাধিজ প্রীতি সুখ দ্বারা প্লাবিত কবেন, সিক্ত কবেন, পবিপূর্ণ কবেন, পবিস্কৃদ্বিত কবেন, তাঁহাব দেহেব কোন অংশই সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

‘মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পদুশ্বোক্তি সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততব, মধুবতব।

৭৮। ‘পদনশ্চ, মহাবাজ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈবাগ্য উৎপাদন কবিষা উপেক্ষা সম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহাব কবেন ; তিনি কাষে সুখ অনুভব কবেন—যে সুখ সম্বন্ধে আৰ্য্যগণ কহিয়া থাকেন ‘উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহাবী,—এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ কবিষা বিবাজ কবেন। তিনি এই দেহকে প্রতিবহিত সুখ দ্বারা প্লাবিত কবেন, সিক্ত কবেন, পবিপূর্ণ কবেন, পবিস্কৃদ্বিত কবেন, তাঁহাব দেহেব কোন অংশই প্রতিবহিত সুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৯। ‘মহাবাজ, য়েবুপ উৎপল সবোবব, পদ্ম সবোবব, পদুডবীক সবোববে জাত সমুদয় উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পদুডবীক জলে জাত, জলে বর্জিত হইয়া ‘জল হইতে উর্কো উত্থান কবে না, জল হইতে পদৃষ্টি গ্রহণ কবে, এবং য়েবুপ উহাদেব শীর্ষ হইতে মূল পর্যন্তপশীতল বাবি দ্বারা প্লাবিত হয়, সিক্ত হয়, পবিপূর্ণ হয়, পবিস্কৃদ্বিত হয়, উহাদেব কোন অংশই শীতলবাবি দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না, বৈইবুপেই, মহাবাজ, ভিক্ষু এই দেহকে প্রীতিবহিত সুখ দ্বারা প্লাবিত কবেন, সিক্ত কবেন, পবিপূর্ণ কবেন, পবিস্কৃদ্বিত কবেন, তাঁহাব দেহেব কোন অংশই প্রীতিবহিত সুখদ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

‘মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পদুশ্বোক্তি সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততব, মধুবতব।

৮০। ‘পদনশ্চ, মহাবাজ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বজ্জর্জন কবিষা, পদুশ্বোই সৌমিনস্য-দৌশ্মনস্যেব তিবোভাব সাধন কবিষা, না-দুঃখ না-সুখ বুপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পবিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ কবিষা বিবাজ কবেন। তিনি ঐ পবিশুদ্ধ পর্যবদাত চিত্তেব দ্বারা দেহকে স্কৃদ্বিত কবিষা উপবিষ্ট হন, তাঁহাব দেহেব কোন অংশই পর্যবদাত চিত্তেব দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৮১। ‘মহাবাজ, য়েবুপ কোন পদুবুশ নিশ্মল শূদ্র বস্ত্রদ্বারা সশীর্ষাবৃত

হইয়া উপবিষ্ট হইলে তাহাব দেহেব কোন অংশই নিস্মল শূদ্র বস্ত্রদ্বাৰা অব্যাপ্ত থাকে না, সেইবদপই ভিক্ষু পবিশুদ্ধ পৰ্য্যবদাত চিত্তেব দ্বাৰা দেহকে স্ফুৰিত কৰিয়া উপবিষ্ট হন, তাহাব দেহেব কোন অংশই পবিশুদ্ধ পৰ্য্যবদাত চিত্তেব দ্বাৰা অব্যাপ্ত থাকে না।

‘মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পদ্ব্যক্তি সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততৰ, মধুবতৰ।

৮২। ‘এইবদপে চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ, পৰ্য্যবদাত, অনঙ্গ, উপক্ৰেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমণীষ, স্থিত, আনেজ্যপ্ৰাপ্ত অবস্থায় তিনি জ্ঞান-দৰ্শনেব অভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন। তিনি এই জ্ঞান লাভ কবেন : “আমাব এই কাষ বদপী, চতুৰ্ম্মহাভূতিক, মাতাপিতা হইতে উদ্ভূত, দধিমিশ্ৰিত পক্ক অম্বেব স্তুপ, উৎসাদন ও পবিসম্পদন দ্বাৰা বক্ষিত, অনিত্য, বিপ্ৰযোগ এবং ধনসাম্ভ, আমাব যে এই বিজ্ঞান, ইহাও তাহাতেই শাষিত, তাহাতেই প্ৰতিবন্ধ।”

৮৩। ‘মহাবাজ, মনে কবদন একখণ্ড শূদ্র, উচ্চশ্ৰেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সূৰ্কাৰ্জিত, স্বচ্ছ, সূৰ্ণনিস্মল, অনাবিল, সম্বাষবসম্পন্ন বৈদূৰ্য্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শূদ্র অথবা পাণ্ডুবৰ্ণ সূত্রে গ্ৰথিত হইয়াছে। কোন চক্ষুস্মান পদব্ধ উহা হস্তে লইয়া প্ৰত্যবেক্ষণ কৰিলেন : “এই শূদ্র, উচ্চশ্ৰেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সূৰ্কাৰ্জিত, স্বচ্ছ, সূৰ্ণনিস্মল, অনাবিল, সম্বাষবসম্পন্ন বৈদূৰ্য্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শূদ্র অথবা পাণ্ডুবৰ্ণ সূত্রে গ্ৰথিত হইয়াছে। মহাবাজ, এইবদপেই ভিক্ষু চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ, পৰ্য্যবদাত, অনঙ্গ, উপক্ৰেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমণীষ, স্থিত, আনেজ্য প্ৰাপ্ত অবস্থায় জ্ঞানদৰ্শনেব অভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন। তিনি এই জ্ঞান লাভ কবেন : “আমাব এই কাষ • প্ৰতিবন্ধ।”

‘মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পদ্ব্যক্তি সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততৰ, মধুবতৰ।

৮৪। ‘এইবদপে চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ, পৰ্য্যবদাত অনঙ্গ, উপক্ৰেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমণীষ, স্থিত, আনেজ্যপ্ৰাপ্ত অবস্থায় তিনি মনোময কাষেব নিস্মাণাভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন, তিনি এই কাষ হইতে ভিন্ন অপব এক বদপী, মনোময সম্বাঙ্গ প্ৰত্যঙ্গ সম্পন্ন, সম্বেদীন্দ্রিয়যুক্ত কাষ নিস্মাণ করেন।

৪৫। ‘মহাবাজ, কোন পদ্বুষ মৃগ হইতে শব নিষ্কাশিত কবিলে তাহাব মনে এইব্দপ হইতে পাবে : “ইহা মৃগ, ইহা ইষীকা ; মৃগ এক প্রকার দ্রব্য, ইষীকা অন্যপ্রকার, কিন্তু মৃগ হইতে ইষীকা বহির্গত হইয়াছে।” মহাবাজ, কোন পদ্বুষ কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত কবিলে তাহাব মনে এইব্দপ হইতে পাবে : “ইহা অসি, ইহা কোষ , অসি এক প্রকার দ্রব্য, কোষ অন্যপ্রকার, কিন্তু কোষ হইতে অসি নির্গত হইয়াছে।” মহাবাজ, কোন পদ্বুষ পিটক হইতে সর্প বহিষ্কৃত কবিলে তাহাব মনে এইব্দপ হইতে পাবে : “ইহা সর্প, ইহা পিটক , সর্প একদ্রব্য, পিটক অন্যপ্রকার, কিন্তু পিটক হইতে সর্প নির্গত হইয়াছে।” মহাবাজ, এইব্দপেই ভিক্ষু চিত্তেব সমাহিত, পবিশুদ্ধ কাষ নিৰ্ম্মাণ কবেন।

‘মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পদ্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততব, মধুবতব।

৪৬। ‘মহাবাজ, চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, আনেন্দ্যপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি ঋদ্ধি বদ্ধনেব অভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন। তিনি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন— এক হইয়াও বহু হইতে সক্ষম হন, বহু হইয়াও পুনবায় এক হইতে সক্ষম হন, তাহাব আবির্ভাব ও তিবোভাব হব ; আকাশে গমনেব ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্ষতেব গাঠ ভেদ কবিষা অপব পাবে অবাধে গমন কবেন , জলে উন্মদ্বজন-নিমজ্জনেব ন্যায় ভূমিতেও উন্মদ্বজন-নিমজ্জন কবেন ; তিনি ভূমিতে গমনেব ন্যায় জলতল ভেদ না কবিষা জলেব উপব গমন কবেন , তিনি পর্য্যাব্ধাবক হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে ভ্রমণ কবেন , মহা পবাক্রমশালী মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যকে তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ কবেন, পরিমর্দন কবেন, সশবীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন কবেন।

ঋদ্ধি

৪৭। ‘মহাবাজ, য়েব্দপ দক্ষ কুস্তকাব অথবা তাহাব অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত মূর্ত্তিকা হইতে ইচ্ছামত পাগাদি নিৰ্ম্মাণ কবে ; য়েব্দপ কোন দক্ষ গজদন্ত-শিল্পী অথবা তাহাব অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত গজদন্ত হইতে ইচ্ছামত দ্রব্যাদি নিৰ্ম্মাণ কবে , য়েব্দপ কোন দক্ষ স্বর্ণকাব অথবা তাহাব অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত স্বর্ণ হইতে ইচ্ছামত অলঙ্কাবাদি নিৰ্ম্মাণ কবে ; এইব্দপেই, মহাবাজ, ভিক্ষু

চিন্তেব সেই সমাহিত, অবস্থায় ঋদ্ধি বর্দ্ধনের অভিমুখে চিন্তকে নমিত কবেন। তিনি বহুবিধ ঋদ্ধিপ্তাপ্ত হন—এক হইয়াও গমন কবেন।

‘মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পদ্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততব, মধুবতব।

৮৮। ‘চিন্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গ, উপক্লেশ-বিগত, অবস্থায় তিনি দিব্যশ্রোত্রেব দিকে চিন্তকে নমিত কবেন। তিনি দিব্য, বিশুদ্ধ, অলৌকিক শ্রোত্রাবা দ্ববস্থ ও নিকটস্থ দৈব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন।

৮৯। ‘মহাবাজ, যেব্দপ কোন পথচাবী পদব্দ ভেবীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, কিম্বা শঙ্খপ্রণব-দৌন্ডম শব্দ শ্রবণ কবিলে মনে কবেঃ “ইহা ভেবীশব্দ, ইহা মৃদঙ্গ শব্দ, ইহা শঙ্খ-প্রণব-দৌন্ডম শব্দ”, সেইব্দপই ভিক্ক চিন্তেব সেই সমাহিত...অবস্থায় দিব্য শ্রোত্রেব দিকে চিন্তকে নমিত কবেন। তিনি দিব্য, বিশুদ্ধ...শ্রবণ করেন।

‘মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পদ্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততব, মধুবতব।

৯০। ‘চিন্তেব সেই সমাহিত...অবস্থায় তিনি চেতপর্য্যায় জ্ঞানের দিকে চিন্তকে নমিত কবেন। তিনি স্বচিন্তাবা অপর সত্ত্বগণের অপব মনুষ্যগণের চিত্ত জানিতে পাবেন—

সবাগচিন্তকে সবাগচিন্তব্দপে জানিতে পাবেন, বীতবাগ চিন্তকে বীতবাগ-চিন্তরূপে জানিতে পাবেন।

সদোষচিন্তকে সদোষচিন্তব্দপে জানিতে পাবেন, বীতদোষ চিন্তকে বীতদোষ চিন্তব্দপে জানিতে পাবেন।

সমোহ চিন্তকে সমোহ চিন্তব্দপে জানিতে পাবেন, বীতমোহ চিন্তকে বীতমোহ চিন্তব্দপে জানিতে পাবেন।

সংক্ষিপ্ত চিন্তকে সংক্ষিপ্তচিন্তরূপে জানিতে পাবেন, বিক্ষিপ্তচিন্তকে বিক্ষিপ্তচিন্তব্দপে জানিতে পাবেন।

পরচিন্ত জ্ঞান

মহংগত চিন্তকে মহংগতচিন্তব্দপে জানিতে পাবেন, অমহংগতচিন্তকে অমহংগতচিন্তরূপে জানিতে পাবেন।

সাংসারিক চিত্তকে সাংসারিকচিত্তরূপে জানিতে পাবেন, অন্তঃস্থ চিত্তকে অন্তঃস্থ চিত্তরূপে জানিতে পাবেন ।

সমাহিতচিত্তকে সমাহিতচিত্তরূপে জানিতে পাবেন, অসমাহিতচিত্তকে অসমাহিত চিত্তরূপে জানিতে পাবেন ।

বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্তরূপে জানিতে পাবেন, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত-চিত্তরূপে জানিতে পাবেন ।

‘মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পদ্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর ।

৯১ । ‘মহাবাজ, যেরূপ কোন বিলাসপ্রিয় স্ত্রী বা পুরুষ, তরুণ অথবা যুবা, দর্পণেকিম্বা পবিশুদ্ধ, পর্য্যাবদাত স্বচ্ছ জলপাত্রে স্বীয় মূখ প্রতিবিস্ব নিবীক্ষণ করিয়া উহা তিলযুক্ত হইলে তিলযুক্তরূপে জানিতে পারে, তিল বহিত হইলে তিলবহিতরূপে জানিতে পাবে, সেইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত অবস্থায় চেত-পর্য্যায় জ্ঞানের দিকে চিত্তকে নমিত কবেন । তিনি স্বচিন্ত দ্বারা...অবিমুক্ত চিত্তরূপে জানিতে পাবেন ।

‘মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পদ্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর ।

৯২ । ‘চিত্তের সেই সমাহিত...অবস্থায় তিনি পদ্বর্জন্মের জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন । তিনি অনেকবিধ পদ্বর্জন্ম স্মরণ কবেন, যথা—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্ত কল্প, “অমুকস্থানে আমাব এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহাব ছিল, আমি এইপ্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমাব আশু এই পর্য্যন্ত ছিল । সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম । সেইস্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ এই আহাব ছিল, এইপ্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আশু এই পর্য্যন্ত ছিল । সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি ।”—এইরূপে বহু পদ্বর্জন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ কবেন ।

৯৩ । ‘মহাবাজ, কোন পুরুষ স্বকীয় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিল, ঐ গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিল, ঐ গ্রাম হইতে স্বীয় গ্রামে প্রত্যাগমন করিল । তাহার মনে এইরূপ হইবে : “আমি স্বকীয় গ্রাম হইতে অমুক

গ্রামে আসিয়াছিলাম, ঐস্থানে এইব্দপ ভাবে দণ্ডায়মান ছিলাম। এইব্দপ ভাবে উপবিষ্ট ছিলাম, এইব্দপ কথা কহিয়াছিলাম, এইব্দপ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। ঐ গ্রাম হইতে অমরু গ্রামে আসিয়াছিলাম ; সেখানে এইব্দপ ভাবে দণ্ডায়মান ছিলাম, এইব্দপ ভাবে উপবিষ্ট ছিলাম, এইব্দপ কথা কহিয়াছিলাম, এইব্দপ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। সেই গ্রাম হইতে আমি স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি।” মহাবাজ, এইব্দপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত অবস্থায় পূর্বজন্মের জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা স্মরণ করেন।

পূর্বজন্মের স্মৃতি

‘মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্তি সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুবতব।

৯৪। “চিত্তের সেই সমাহিত অবস্থায় তিনি সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তির জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন ; কস্মিন্দ্রাঘী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ ও দূর্বর্ণ বিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পাবেন : “ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কাষিক, বাচসিক ও গানসিক দুরাচরণ সম্পন্ন, আর্ষ্যগণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টি সমন্বিত, মিথ্যা-দৃষ্টি হইতে উন্মত্ত কস্মপ্রাপ্ত ; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপাষ-দুর্গতি-বিনিপাত নিবশে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই এই সত্ত্ব কাষিক, বাচসিক ও মানসিক সদাচরণ সম্পন্ন, তাহারা আর্ষ্যগণের অপবাদ হইতে বিবত, সম্যক দৃষ্টিসমন্বিত, সম্যক দৃষ্টি হইতে উন্মত্ত কস্মপ্রাপ্ত ; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।” এইব্দপে তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য চক্ষু দ্বারা...জানিতে পাবেন।

৯৫। ‘মহাবাজ, শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে প্রাসাদ। ঐস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষুজ্ঞান পূর্বদ্ব দোঁখিতে পাইল মনুষ্যগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইতেছে, বস্ত্র পাদচাবণা করিতেছে, শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট বহিষাছে। তাহার মনে এইব্দপ হইবে : “এই সকল মনুষ্য গৃহে প্রবেশ করিতেছে, এই সকল গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইতেছে, এই সকল মনুষ্য বস্ত্র পাদচাবণা করিতেছে, এই সকল শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট

বহিষাছে।” মহাবাজ, এইবুপেই ভিক্ষু চিত্তেব সেই সমাহিত ..অবস্থায় সত্ত্বগণেব চ্যুতি ও উৎপত্তিব জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন। তিনি বিশুদ্ধ...জানিতে পাবেন।

‘মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পদ্বৈক্তি সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুবতর।’

৯৬। তিনি চিত্তেব সেই সমাহিত ..অবস্থায় আসব-ক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন। তিনি “ইহা দঃখ” ইহা যথাযথ বুপে জানিতে পারেন, “ইহা দঃখ সমুদয়” ইহা যথাযথবুপে জানিতে পাবেন, “ইহা দঃখ নিবোধ” ইহা যথাযথবুপে জানিতে পাবেন, “ইহা দঃখ নিবোধাভিমুখী মার্গ” ইহা যথাযথবুপে জানিতে পাবেন, “ইহা আসব” ইহা যথাযথবুপে জানিতে পাবেন, “ইহা আসব সমুদয়” ইহা যথাযথবুপে জানিতে পাবেন, “ইহা আসব নিবোধ” ইহা যথাযথবুপে জানিতে পাবেন, “ইহা আসব নিবোধাভিমুখী মার্গ” ইহা যথাযথবুপে জানিতে পাবেন। এইবুপ জানিয়া ও দর্শন করিয়া তাঁহাব চিত্ত কামাসব হইতে বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতে মুক্ত হয়, বিমুক্ত চিত্তে “বিমুক্ত হইয়াছি” এই জ্ঞানেব উদয় হয়, “জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্ঘাণিত হইয়াছে, যাহা কবণীয় তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, পুনর্জন্ম আব নাই” তিনি ইহা জানিতে পাবেন।

৯৭। ‘মহাবাজ, পদ্বৈত্তেব উপত্যকায়’ স্বচ্ছ, নিম্মল, অনাবিল জলাশয়েব তীবে চক্ষুজ্ঞান পদ্বৈষ দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল শূদ্রি, শম্বুক, শকরাব, কঠর, মৎস্যগুন্মাদি উহাতে সপ্তবণ কিম্বা স্থিতিশীল হইয়া বহিষাছে। তাহাব মনে এইবুপ হইল : “এই জলাশয় স্বচ্ছ, নিম্মল, অনাবিল, ইহাতে শূদ্রি, শম্বুক, শকরা, কঠর, মৎস্যগুন্মাদি সপ্তবণ নিবত কিম্বা স্থিতিশীল।” এইবুপেই, মহাবাজ, ভিক্ষু চিত্তেব সেই সমাহিত...অবস্থায় আসব ক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন। তিনি “ইহা দঃখ” তিনি ইহা জানিতে পাবেন।

‘মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পদ্বৈক্তি সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুবতর। মহাবাজ, ইহা হইতে - উন্নততর, মধুবতর সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল নাই।’

উপসংহার

৯৮। এইরূপ উক্ত হইলে মগধবাজ বৈদেহি পুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে কহিলেন : ‘উত্তম, ভগ্নে ! উত্তম ! যেৰূপ উৎপাতিতেব পুৰুষ প্রতিষ্ঠা হয, লুপ্তাশিত প্রকাশিত হয, মৃত পথ-প্রদর্শিত হয, চক্ষুস্বান্বে দেখিবাব নিমিত্ত অন্ধকাৰে তৈল দীপ ধৃত হয, সেইবদেই ভগবান অনেক পৰ্য্যয়ে ধৰ্ম্ম প্রকাশিত কৰিষাছেন। আমি ভগবান্বে শবণ লইতেছি, ধৰ্ম্মেৰ শবণ লইতেছি, ভিক্ষুসঙ্ঘেৰ শবণ লইতেছি। আজ হইতে জীবনেৰ অন্তকাল পৰ্য্যন্ত শবণাগত উপাসকবদে ভগবান আমাকে গ্রহণ কৰুন। ভগ্নে, আমি মূৰ্খতা, মৃততা ও পাপ বশতঃ অপবোধী হইষাছি, আমি বাজ্য লোভে ধাৰ্ম্মিক, ধৰ্ম্মবাজ পিতাকে হত্যা কৰিষাছি। ভগবান আমাব অপবোধ ক্ষমা কৰুন, যাহাতে আমি ভবিষ্যতে সংযত হইতে পাৰি।’

৯৯। ‘মহাবাজ, যথার্থই আপনি মূৰ্খতা, মৃততা ও পাপবশতঃ অপবোধী হইষাছেন, যেহেতু আপনি ধাৰ্ম্মিক ধৰ্ম্মবাজ পিতাব হত্যাসাধন কৰিষাছেন। কিন্তু, মহাবাজ, যেহেতু আপনি অপবোধকে অপবোধবদে দৰ্শন কৰিষা যথার্থ তাহাব প্ৰতিকাৰ কৰিতেছেন, সেই হেতু আপনাব স্বীকাৰোক্তি গৃহীত হইল। মহাবাজ, যে অপবোধকে অপবোধবদে দৰ্শন কৰিষা যথা ধৰ্ম্ম তাহাব প্ৰতিকাৰ কৰে সে ভবিষ্যতে সংযত হয, ইহাই আৰ্য্যদিগেৰ বিনয়েৰ বীতি।’

১০০। এইবদে কথিত হইলে মগধবাজ বৈদেহি পুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে কহিলেন : ‘ভগ্নে, এক্ষণে আমি গমন কৰিব, আমাব অনেক কৃত্য অনেক কৰণীয় আছে।’

‘মহাবাজেৰ যেবদে অভিবৰ্চি।’

তৎপৰে মগধবাজ বৈদেহি পুত্র অজাতশত্রু ভগবদ্বাক্য অভিনন্দন ও অনুমোদন পুৰ্ব্বক আসন হইতে উত্থান কৰিষা ভগবানকে অভিবাদন ও প্ৰদক্ষিণ পুৰ্ব্বক প্ৰস্থান কৰিলেন।

১০১। তদনন্তৰ, মগধবাজেৰ প্ৰস্থানেৰ অত্যল্প কাল পরেই ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন কৰিলেন : ‘ভিক্ষুগণ, বাজা ছিন্নমূল, অকৰ্ম্মত ; ভিক্ষুগণ, যদি তিনি ধাৰ্ম্মিক ধৰ্ম্মবাজ পিতাব প্ৰাণনাশ না কৰিতেন, তাহা হইলে এই আসনেই তাহাব বিবজ বীতমল ধৰ্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইত।’

ভগবান এইবদে কহিলেন। ভিক্ষুগণ হৃষ্ট মনে ভগবদ্বাক্যেৰ অভিনন্দন কৰিলেন।

। শ্ৰামণ্য ফল সূত্ৰ সমাপ্ত।

অম্বট্টসূত্রের পূর্বাভাষ

এই সূত্রের বিষয় জাতিভেদ। একদা ব্রাহ্মণদের দাবী কবিষা অম্বট্ট বুদ্ধের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন কবিতে অস্বীকৃত হইয়া কহিলেন যে চতুর্দ্বর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অপব ত্রিবর্ণ (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) ব্রাহ্মণদিগের পবিচাবক মাত্র। বুদ্ধ প্রমাণ কবিলেন যে, জাতি-গর্ষিত তথাকথিত ব্রাহ্মণ অম্বট্টের পূর্ব পূর্ব শাক্যদিগের দাসীপুত্র ছিলেন। কিন্তু দাসীপুত্র হইলেও স্বীয় সাধন বলে তিনি মহা ঋষি হইয়াছিলেন।

সূত্র নিপাতে বাসেট্ট সূত্রেও বুদ্ধ জাতিবাদ সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত কবিয়াছেন। দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে জাতিবাদ সম্বন্ধে বিবোধ উপস্থিত হইয়াছিল। একজন কহিতেছিলেন জাতি দ্বাবাই ব্রাহ্মণ হয়, অপব প্রতিপাদন কহিতেছিলেন কর্মদ্বাবাই ব্রাহ্মণ হয়। বিবোধের মীমাংসায় অক্ষম হইয়া ব্রাহ্মণদ্বয় বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন কবিলেন। বুদ্ধ উত্তরে প্রাণীগণের জাতিবিভঙ্গ ব্যাখ্যা কবিয়া কহিলেন যে, জাতির জন্য কিম্বা মাতৃ বিশেষের গর্ভে উৎপত্তির জন্য কাহাকেও ব্রাহ্মণ স্বীকার করা যায় না, যিনি আকিঞ্চন, যিনি অনাসক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ। “জাতিদ্বাবা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, জাতিদ্বাবা কেহ অব্রাহ্মণও হয় না, কর্মদ্বাবা ব্রাহ্মণ হয়, কর্মদ্বাবাই অব্রাহ্মণ হয়।” (সূত্র নিপাত, শ্লোক ২৫-৬৫০) জাতি বিভঙ্গের ব্যাখ্যা ক্রমে বুদ্ধ কহিয়াছেন যে, মনুষ্যের প্রাণীসমূহের লক্ষণ-সমূহ সেবদ্বয় জাতিসম্ভূত ও বহুল মনুষ্যের সেবদ্বয় নহে। “দেহবিশিষ্ট প্রাণীগণের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে ঐ পার্থক্য অবিদ্যমান, মনুষ্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা নাম মাত্র।” (সূত্র নিপাত-শ্লোক ২৫-৬১১) এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের অভিমত এবং আধুনিক জীব বিজ্ঞানবিদদিগের সিদ্ধান্তে কোন প্রভেদ নাই।

সুতরাং জাতি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে না। অম্বট্টের পূর্ব পূর্ব হীন গর্ভসম্ভূত হইলেও স্বকীয় প্রয়াস বলে যখন ঋষি প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার হীনজাতি তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে উন্নতির পথে বাধা দিতে পারে নাই। বর্তমান সূত্রের উপসংহারে বুদ্ধ কহিতেছেন যে, যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, তাঁহার জাতি বাহাই হউক না কেন, তিনি দেব মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৩। অম্বট্ঠ সূত্র

১। (১) আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একদা তগবান পণ্ডিত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছানঙ্কল নামক কোশলদিগের ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হইলেন। ঐ স্থানে অবস্থিতি কালে তিনি ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসতি বাজভোগ্য, নাজদাষ ব্রহ্মদেব রূপে কোশলবাজ প্রসেনজিৎ কন্তুক প্রদত্ত, জনাকীর্ণ, তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন উষ্ণট্ঠায় বাস করিতে ছিলেন।

২। ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসতি শুনিলেন : ‘শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম পণ্ডিত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছানঙ্কলে উপনীত হইয়া তদন্ত ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : ‘ইনিই ভগবান, অবহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পদ্বষ-সাবাধি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত, হইলোক, দেবলোক, মাবলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষান্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞানদ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট করেন ; তিনি ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্ম্মের প্রাপ্ত কল্যাণময়, গম্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, স্বর্গাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত ; তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অবহতের দর্শন শূভজনক।’

৩। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসতির অম্বট্ঠ নামে একজন তবুণ শিষ্য ছিল। তিনি অধ্যায়ক ও মন্ত্রধর ছিলেন, ত্রিবেদ, নিষ্পষ্ট এবং বেদনির্দিষ্ট অনর্ন্তান পদ্ধতিসমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পণ্ডিত বেদে পূর্ণ পাবদর্শী ছিলেন। তিনি পদ-পাঠজ্ঞ, বৈয়াকরণিক, কটুতর্কবিদ্যানিপুণ ও মহাপদ্বষ লক্ষণ-জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। আচার্য্যের ত্রিবিদ্যা বিষয়ক প্রবচনে তাঁহার পাণ্ডিত্য এতই স্বীকৃত হইত যে তিনি বলিতে পারিতেন : ‘যাহা আমি জানি তাহা তুমি জান, যাহা তুমি জান, তাহা আমি জানি।’

৪। অনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসতি অম্বট্ঠকে সম্বোধন করিলেন : ‘তাত অম্বট্ঠ, শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া পণ্ডিত

কবিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমেব সম্বন্ধে ... শ্রদ্ধাজনক। তাত অম্বট্ট, এস, শ্রমণ গৌতমেব নিকট গমন কর এবং অনুসন্ধান কর যে তাঁহার সম্বন্ধে যে যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে, উহা যথার্থ কি না, তিনি যেদূপে ঘোষিত হইয়াছেন সেইদূপ কি না, এইদূপেই আমবা গৌতমকে জানিতে পারিব।’

অম্বট্টের বুদ্ধের নিকট গমন

৫। ‘কিন্তু, ব্রাহ্মণ, আমি কিদূপে জানিব যে গৌতমেব সম্বন্ধে যে যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে, উহা যথার্থ কিনা, তিনি যেদূপে ঘোষিত হইয়াছেন সেইদূপ কিনা?’

‘বৎস অম্বট্ট, আমাদিগের মন্ত্রসমূহে দ্বাত্রিংশ মহাপদবৃষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ লক্ষণ সমন্বিত মহাপদবৃষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি বাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মবাজ, চতুর্ভুজবিজ্ঞেতা, প্রজাবর্গের নিবাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তব্রহ্মসমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তব্রহ্ম, যথা— চক্রব্রহ্ম, হস্তীব্রহ্ম, অশ্বব্রহ্ম, মনিব্রহ্ম, স্ত্রীব্রহ্ম, গৃহপতি ব্রহ্ম এবং সপ্তব্রহ্মবদূপ মন্ত্রীব্রহ্ম। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র—সাহসী, বীৰোপম, শত্রুসেনামর্দন, তিনি সমাগবা পৃথিবী বিনাদশে ও বিনা অস্ত্রে, মাত্র ধর্মের দ্বারা, জয় কবিষা বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ কবিষা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আববস্মুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অবহত পদ প্রাপ্ত হন। বৎস অম্বট্ট, আমি মন্ত্রদাতা, তুমি মন্ত্র গ্রহীতা।’

৬। অম্বট্ট প্রত্যুত্তরে ‘উত্তম’ কহিয়া আসন হইতে উত্থান কবিষা ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতিকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্বক বডবা-বথে আবোহণ পূর্বক বহুসংখ্যক ব্রহ্মকের সহিত ইচ্ছানঙ্কল অবগ্যে গমন কবিলেন। যতদূর যান-ভূমি তত দূর যানে গমন কবিষা পবে পদব্রজে আরামে প্রবেশ কবিলেন।

৭। ঐ সময়ে বহু সংখ্যক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে পাদচাবণা কবিতেছিলেন। অম্বট্ট ঐ সকল ভিক্ষুদিগের নিকটে গমন কবিষা কহিলেন : ‘পূজনীয় গৌতম এক্ষণে কোথায় অবস্থান কবিতেছেন? আমবা তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত এই স্থানে আগত হইয়াছি।’

৮। অদনন্তব ভিক্ষুগণ চিন্তা কবিলেন : ‘এই ব্রহ্মক অম্বট্ট প্রসিদ্ধ ঋশ্যজাত এবং বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতির অন্তবাসী। এবম্বিধ কুল

পদত্বেব সহিত বাক্য বিনিময় ভগবানের অবদীচকব হইবে না।’ তাঁহাবা অম্বট্ঠকে কহিলেন : ‘ঐ বুদ্ধদ্বাব বিহাব, ঐ স্থানে নিঃশব্দে ধীৰপদ-বিক্ষেপে গমনপদ্বৰ্ক অলিন্দে প্রবেশ কবিয়া কাশিব শব্দ কবিবে, পবে অর্গলে আঘাত কবিবে। ভগবান তোমাব জন্য দ্বাব খুলিয়া দিবেন।’

৯। অনন্তর অম্বট্ঠ নিঃশব্দে বুদ্ধদ্বাব বিহাবে গমন-পদ্বৰ্ক ধীৰ পদ-বিক্ষেপে অলিন্দে প্রবেশ কবিলেন এবং কাশিব শব্দ কবিয়া অর্গলে আঘাত কবিলেন। ভগবান দ্বাব খুলিয়া দিলেন, অম্বট্ঠ ভিতবে প্রবেশ কবিলেন। সঙ্গী যুবকগণও ভিতবে প্রবেশ কবিয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যেব বিনিময়ান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অম্বট্ঠ চক্ষুগণ কবিতে কবিতেও উপবিষ্ট ভগবানের সহিত স্বল্প মাত্রায় বাক্যালাপ কবিলেন এবং স্থিত হইয়াও ঐব্দপ কবিলেন।

১০। তৎপরে ভগবান অম্বট্ঠকে কহিলেন : ‘অম্বট্ঠ, তুমি কি এই-ব্দপেই বুদ্ধ, অতিবুদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণেব সহিত বাক্যালাপ কবিয়া থাক ষেব্দপ আমি উপবিষ্ট হইলেও তুমি চলিতে চলিতে এবং স্থিত হইয়া আমার সহিত করিতেছ?’

‘না, গৌতম। যে ব্রাহ্মণ চলিতেছেন- চলিতে চলিতে তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ বিধেয়, যে ব্রাহ্মণ স্থিত, স্থিত হইয়া তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ বিধেয়; যে ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট, উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ বিধেয়। যে ব্রাহ্মণ শায়িত, শায়িত হইয়া তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ বিধেয়। কিন্তু গৌতম, যাহাবা মূর্খিত-মস্তক, কৃত্রিম শ্রমণ, ইভ্য (নীচ) কৃষ্ণকাষ, ব্রহ্মাব পাদ হইতে উৎপন্ন, তাহাদেব সহিত আমার এইব্দপই বাক্যালাপ হয় ষেব্দপ গৌতমেব সহিত হইল।’

১১। ‘কিন্তু, অম্বট্ঠ, তুমি অর্থীব্দপে এইস্থানে আগত, যে অভীষ্ট লইয়া তুমি আসিয়াছ উহাতেই উত্তমব্দপে মনঃসংযোগ কব। অম্বট্ঠ অশিক্ষিত, তথাপি যে তিনি শিক্ষাভিমানী শিক্ষাব অভাবই তাহার কাবণ, তন্নিহ্ন অন্য কি কাবণ থাকিতে পারে?’

১২। অম্বট্ঠ ভগবান কত্বক অশিক্ষিত উক্ত হইয়া কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন, ‘আমি শ্রমণ গৌতমেব বিবাগভাজন’ ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ভগবানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে বিদ্দপ করিয়া, তাঁহাব নিন্দাবাদ কবিয়া কহিলেন : ‘হে গৌতম, শাক্যজাতি কোপনস্বভাব,

প্ৰদ্বন্দ্বভাষী, অব্যবস্থিতিচিহ্ন এবং দৃষ্টান্ত। ঐ নীচ জাতি ব্ৰাহ্মণেৰ সৎকাৰ কৰে না, ব্ৰাহ্মণেৰ গুৰুত্ব স্বীকাৰ কৰে না, ব্ৰাহ্মণকে সন্মান কৰে না, পূজা কৰে না, সন্দ্ৰম কৰে না। এইব্দৰ ব্যবহাৰ অযোগ্য, বিসদৃশ।’ এইব্দৰে শাক্যাদিকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্টেৰ প্ৰথম আক্ৰমণ হইল।

১৩। অবম্বট্ট, শাক্যগণ তোমাৰ নিকট কিৰূপে অপবাদী ?

গৌতম, একদা ব্ৰাহ্মণ পৌষ্কবসতিৰ কোন কাৰ্য্যোপলক্ষে আমি কপিলাবস্তু গমন কৰিষাছিলাম। এবং তত্ৰস্থ শাক্যাদিগেৰ মন্ত্ৰণা গৃহে উপনীত হইষাছিলাম। ঐ সময়ে বহু শাক্য এবং শাক্য-কুমারগণ মন্ত্ৰণাগৃহে উচ্চাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাৰা পবম্পৰ পবম্পবেৰ দেহে অঙ্গুলি সঞ্জালনপূৰ্ব্বক হাস্য-কৌতুকে বত ছিলেন। আমাৰ ধাৰণা তাঁহাৰা নিঃসন্দেহ আমাকেই লক্ষ্য কৰিষা ঐব্দৰ কবিতৈছিলেন। তাঁহাৰা কেহই আমাকে একখানি আসন পৰ্য্যন্ত দান কৰেন নাই। হে গৌতম, শাক্যগণ স্বয়ং নীচ, নীচ-সমান হইষাও তাঁহাদেৰ ব্ৰাহ্মণেৰ সৎকাৰে, ব্ৰাহ্মণেৰ গুৰুত্ব স্বীকাৰে, ব্ৰাহ্মণেৰ সন্মানে, ব্ৰাহ্মণেৰ পূজাৰ এবং ব্ৰাহ্মণেৰ সন্দ্ৰম কৰণে বিবৰ্তিত অযোগ্য, বিসদৃশ।’ এইব্দৰে শাক্যাদিগকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্টেৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ হইল।

১৪। ‘অম্বট্ট, তিতিৰ পক্ষীগণও আপন নীড়ে স্বচ্ছন্দে আলাপ কৰে, সেইব্দৰ কপিলাবস্তুও শাক্যাদিগেৰ আপন স্থান। এই সামান্য বিষয়েৰ জন্য ক্ৰোধ পববশ হওযা তোমাৰ উচিত নহ।’

১৫। ‘হে গৌতম, ‘বৰ্ণ’ চতুৰ্বিধ—ক্ষত্ৰিয়, ব্ৰাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্ৰ।’ এই চতুৰ্বৰ্ণেৰ মধ্যে ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্ৰব্দৰ ত্ৰিবৰ্ণ অবশ্যই ব্ৰাহ্মণেৰ পৰিচাৰক। হে গৌতম, শাক্যগণ স্বয়ং নীচ বিসদৃশ,’ এইব্দৰে শাক্যাদিগকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্টেৰ তৃতীয় আক্ৰমণ হইল।

১৬। তৎপৰে ভগবান এইব্দৰ চিন্তা কৰিলেন : ‘এই অম্বট্ট শাক্য-দিগকে নীচ আখ্যা দ্বাৰা অতিশয় নিগূহীত কৰিতেছে। আমি তাহাকে তাহাৰ গৌৰৱ জিজ্ঞাসা কৰিব।’ তদনন্তৰ ভগবান অম্বট্টকে কহিলেন : ‘অম্বট্ট, তোমাৰ গৌৰৱ কি ?’

‘হে গৌতম, আমি “কহাষন” গৌৰৱ।’

‘অম্বট্ট, তোমাৰ মাতা-পিতাৰ প্ৰবাতন নামগৌৰৱ অনুসৰণ কৰিলে শাক্যেৰা তোমাৰ আৰ্য্যপুত্ৰ হয়, তুমি শাক্যাদিগেৰ দাসীপুত্ৰ হও। শাক্যগণ

বাজা ইক্ষ্বাকুকে পিতামহৰূপে গ্রহণ কৰেন। অম্বট্ট, পূৰ্ব্বকালে ইক্ষ্বাকু প্ৰিয়া মনোহাৰিণী মহিষীৰ পুত্ৰকে বাজ্যেৰ উত্তৰাধিকাৰী কৰিবাব অভিপ্ৰায়ে জ্যেষ্ঠ কুমাৰগণকে বাণ্ট হইতে নিৰ্ব্বাসিত কৰিয়াছিলেন, তাহাদেৰ নাম—ওক্লামুখ, কবণ্ডু, হৰ্শনিক এবং সিনিপদ। তাহাবা বাজ্য হইতে নিৰ্ব্বাসিত হইয়া হিমালয়েৰ পাৰ্ব্বদেশে এক পদ্বৰ্ণীৰ তীৰে যেখানে এক বিশাল শাক বৃক্ষ ছিল সেইস্থানে বাস কৰিয়াছিল। তাহাবা জাতিৰ বিশুদ্ধতা বক্ষাব জন্য স্বীয় ভগ্নীগণেৰ সহিত পৰিণয়সূত্ৰে আবদ্ধ হইয়াছিল।

‘একদিন বাজা ইক্ষ্বাকু অমাত্য পৰিণয়বৰ্গকে জিজ্ঞাসা কৰিলেনঃ “কুমাৰগণ” এক্ষণে কোথায় ?’

“দেব, হিমালয়েৰ পাৰ্ব্বদেশে এক পদ্বৰ্ণীৰ তীৰে যেখানে এক বিশাল শাক বৃক্ষ আছে সেইস্থানে কুমাৰগণ এক্ষণে অবস্থিতি কৰিতেছেন। তাহাবা জাতিৰ বিশুদ্ধতা বক্ষাব জন্য স্বীয় ভগ্নীগণেৰ সহিত পৰিণয়সূত্ৰে আবদ্ধ হইয়াছেন।”

‘ইহা শুনিয়া বাজা ইক্ষ্বাকুৰ মূখ হইতে প্ৰশংসাৰ উচ্ছ্বাস নিৰ্গত হইলঃ “কুমাৰগণ সত্যই শাক্য, তাহাবা পৰম শাক্য।”

কুষ্মণ্ডৰ জন্ম

‘অম্বট্ট, উহা হইতেই শাক্য নামেৰ উৎপত্তি হইয়াছে। তিনিই শাক্য-দিগেৰ পদ্বৰ্ণপদ্বৰ্ণ। কিন্তু বাজা ইক্ষ্বাকুৰ দিশা নম্বী এক দাসী ছিল। সে কুষ্মণ্ড সন্তান প্ৰসব কৰিয়াছিল। ভূমিষ্ঠ হইয়া কুষ্মণ্ড সন্তান কহিলঃ “মা, আমাকে ধোত কৰ, স্নাত কৰ, এই অশ্লুচি হইতে আমাকে মুক্ত কৰ, ইহা কৰিলে আমি তোমাব উপকাৰ কৰণে সক্ষম হইব।” অম্বট্ট, এক্ষণে যেনে মনুষ্য পিশাচকে পিশাচ বলিয়া জানে, সেইবদে ঐ সময় তাহাবা পিশাচকে কুষ্মণ্ড অভিহিত কৰিত। তাহাবা কহিলঃ “ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইহাব বাক্যস্বৰূপ হইয়াছে, ইহা কুষ্মণ্ড, ইহা পিশাচ।” ঐ সময় হইতেই কুষ্মণ্ডদিগেৰ উৎপত্তি। সে-ই কুষ্মণ্ডদিগেৰ পদ্বৰ্ণ পদ্বৰ্ণ। অম্বট্ট এইবদে তোমাব মাতাপিতাৰ পদ্বৰ্ণ নামগোত্ৰ অনুসৰণ কৰিলে শাক্যগণ তাহাদেৰ প্ৰভু হয়, তুমি শাক্যদিগেৰ দাসীপুত্ৰ হও।’

‘ ১৭। এইবদে কথিত হইলে তব্ধ ব্ৰাহ্মণগণ ভগবানকে কহিলঃ ‘পূজ্য গোতম, আপনি দাসীপুত্ৰবদে কঠিন অপবাদ দ্বাৰা অম্বট্টকে নিগূহীত

কবিবেন না, অম্বট্ট সজ্জাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সদ্ভাষ, পণ্ডিত, তিনি এই বিষয়ে গোতমকে প্রত্যুত্তর দানে সক্ষম।’

১৮। ভগবান ঐ তবুর্গদিগকে কহিলেনঃ ‘যদি তোমরা মনে কব “অম্বট্ট দজ্জাত, অকুলপুত্র, অল্পশ্রুত, দ্ভাষ, দুষ্প্রজ্ঞ, শ্রমণ গোতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম”, তাহা হইলে অম্বট্ট ক্ষান্ত হউক, তোমরাই আমার সহিত বিচাবে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু যদি তোমরা মনে কব, “অম্বট্ট সজ্জাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সদ্ভাষ, পণ্ডিত, শ্রমণ গোতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে সক্ষম”, তাহা হইলে তোমরা ক্ষান্ত হও, অম্বট্টই আমার সহিত বিচাবে প্রবৃত্ত হউক।’

১৯। ‘হে গোতম, অম্বট্ট সজ্জাত, কুলপুত্র সক্ষম। আমরা কিছুই বলিব না। অম্বট্টই পূজ্য গোতমের সহিত এই বিষয়ে বিচাব কবিবেন।’

২০। তৎপরে ভগবান অম্বট্টকে এইরূপ কহিলেনঃ ‘অম্বট্ট, এক্ষণে একটি যুক্তি-সঙ্গত প্রশ্ন আসিতেছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে উত্তর দিতে হইবে। যদি না দাও, অথবা বিক্ষিপের আশ্রয় লও,’ অথবা তুষ্পীস্তাব অবলম্বন কব, অথবা চলিয়া যাও, তাহা হইলে এই স্থানেই তোমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।

বজ্রপাণি যক্ষ

অম্বট্ট, তুমি কিরূপ মনে কব? কহাযনদিগের উৎপত্তি কিসে হইল, কে তাহাদের পূর্বপুরুষ; ইহা কি বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ—ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণকে কহিতে শরুনিযাহ?

এইরূপ উক্ত হইলে অম্বট্ট মোন বহিলেন। দ্বিতীয় বাব ভগবান অম্বট্টকে একই প্রশ্ন কহিলেন। দ্বিতীয় বাবও অম্বট্ট মোন বহিলেন।

তদনন্তর ভগবান অম্বট্টকে কহিলেনঃ ‘অম্বট্ট, উত্তর দাও, এখন তোমার মোনাবলম্বনের সময় নয়। যে কেহ তথাগত কর্তৃক তৃতীয় বাবও যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরদানে বিবত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়।’

২১। ঐ সময় বজ্রপাণি যক্ষ আদীপ্ত, সম্প্রজ্ঞানিত, জ্যোতিঃসংযুক্ত

১। অর্থাৎ ‘জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এড়াইয়া বিষয়ান্তরের অবতারণা কবা।’

লৌহদণ্ড লইয়া আকাশে অম্বট্ঠেব শিবোপরি স্থিত হইলেন : ‘যদি এই অম্বট্ঠ ভগবান কর্তৃক তৃতীয়বারও যুক্তি-সঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরদানে বিবত হয়, তাহা হইলে এই স্থানেই তাহার মন্তক সপ্তধা বিদীর্ণ করিব।’ বজ্রপাণি যক্ষকে ভগবান এবং অম্বট্ঠ উভয়েই দর্শন করিলেন। অনন্তর ঐ দৃশ্য দেখিয়া অম্বট্ঠ ভীত, সংবিগ্ন, লোমহর্ষজাত হইয়া ভগবানের নিকট গ্রাণ ভিক্ষা করিলেন, আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন, শবণ ভিক্ষা করিলেন, উপবিষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন : ‘পূজ্য গৌতম কি কহিলেন ? পুনরায় বলুন।’

‘অম্বট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? কহাষনদিগের উৎপত্তি কিসে হইল, কে তাহাদের পূর্ব পূর্ব, ইহা কি বৃদ্ধ-অতিবৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্য-গণকে কহিতে শরুনিয়াছ ?’

‘পূজ্য গৌতম যেরূপ কহিলেন আমি সেইরূপই শরুনিয়াছি ; ঐরূপেই কহাষনদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, সে-ই কহাষনদিগের পূর্বপূর্ব।’

২২। এইরূপ উক্ত হইলে যুবকগণ উন্মাদ, উচ্চ শব্দ, মহাশব্দ করিতে আবিস্ত করিল : ‘অম্বট্ঠ দৃজাত, অ-কুলপুত্র, শাক্যদিগের দাসীপুত্র, শাক্য-গণ অম্বট্ঠেব প্রভু। ধর্ম্মবাদী শ্রমণ গৌতমকে আমরা অশ্রদ্ধেয় মনে করিয়াছিলাম।’

২৩। তৎপরে ভগবান চিন্তা করিলেন : ‘এই তবুগগণ, অম্বট্ঠকে দাসীপুত্ররূপে অভিহিত করিয়া অতিশয় নিগূহীত করিতেছে. আমি তাহাকে এই নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিব।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন : ‘তবুগগণ, তোমরা অম্বট্ঠকে দাসীপুত্র কহিয়া তাঁহার অত্যধিক নিগ্রহ করিও না। সেই কহু’ মহাধাৰি হইয়াছিলেন।

জাতি গর্বের ব্যর্থতা

তিনি দক্ষিণ জনপদে গমন পূর্বক ব্রহ্মমন্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে বাজা ইক্ষ্বাকুব নিকট গমন করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্ররূপী নামক কন্যার পাণি-প্রার্থনা করেন। বাজা ইক্ষ্বাকু “কে বে এই দাসীপুত্র যে আমাব ক্ষুদ্ররূপী কন্যার পাণিপ্রার্থনা কবে ?” কহিয়া ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া শব-সন্ধান

কবিলেন। কিন্তু তিনি ঐ শব 'নিঃক্ষেপ' কবিতেও পারিলেন না, বিয়ুস্ত কবিতেও পারিলেন না। তৎপবে অমাত্য ও পারিষদবর্গ ঋষি কহেব নিকট গমন কবিল্লা কহিলেনঃ

“ভদন্ত, বাজাব মঙ্গল হউক, বাজাব মঙ্গল হউক।”

“বাজাব মঙ্গল হইবে যদি তিনি অধোদিকে শব নিঃক্ষেপ কবেন, কিন্তু যতদূর বাজাব বাজ্য ততদূর পৃথ্বী বিদীর্ণ হইবে।”

“ভদন্ত, বাজাব মঙ্গল হউক, জনপদেব মঙ্গল হউক।”

“বাজাব মঙ্গল হইবে, জনপদেব মঙ্গল হইবে, যদি রাজা উর্কে শব নিঃক্ষেপ কবেন, কিন্তু যতদূর বাজাব বাজ্য ততদূর সাত বৎসর ধৰিষা বৃষ্টি হইবে না।”

“ভদন্ত, বাজাব মঙ্গল হউক, জনপদেব মঙ্গল হউক, বাবি বর্ষণ হউক।”

“রাজাব মঙ্গল হইবে, জনপদেব মঙ্গল হইবে, বৃষ্টি হইবে, যদি রাজা জ্যেষ্ঠ-কুমাবেব প্রতি শব নিঃক্ষেপ কবেন, কুমাব স্বস্তির সহিত নিরাপদ বহিবেন।”

‘হে ব্রাহ্মণগণ, তৎপবে অমাত্যবর্গ ইক্ষ্বাকুব নিকট নিবেদন কবিলেনঃ “বাজা জ্যেষ্ঠ কুমাবেব প্রতি শব নিঃক্ষেপ কবুন, কুমাব স্বস্তির সহিত নিরাপদ বহিবেন।” বাজা ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ কুমাবেব প্রতি শব নিঃক্ষেপ কবিলেন; কুমাব স্বস্তির সহিত নিরাপদে বহিলেন। তদনন্তর বাজা ইক্ষ্বাকু ব্রহ্মদণ্ডভয়ে ভীত হইষা কন্যা ক্ষুদ্রবদপীকে ঋষিব হস্তে সমর্পণ কবিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ, তোমবা অম্বট্টকে দাসীপুত্র কহিষা তাঁহাব অত্যাধিক নিগ্রহ করিও না। সেই কহু মহাঋষি ছিলেন।’

২৪। তদনন্তর ভগবান অম্বট্টকে কহিলেনঃ ‘তুমি কিবদূপ মনে কব, অম্বট্ট ? ক্ষত্রিয় কুমাব ব্রাহ্মণ কন্যাব সহিত সহবাস কবিল। ঐ সহবাসেব ফলে পুত্র জন্মিল। ক্ষত্রিয় কুমাব দ্বাবা ব্রাহ্মণ কন্যাব জাত পুত্র ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি ?’

‘পাইবে, গৌতম।’

‘কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে,’ যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহাবেব জন্য নিমন্ত্রণ কবাবে ?’

১। যজ্ঞে নিবেদিত পাষাণ।

মিশ্র জাতি

‘কবিবে, গোতম ।’

‘কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না ?’

‘দিবে, গোতম ।’

‘কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ, অথবা নহে ?’

‘নিষিদ্ধ নহে ।’

‘কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ কি তাহাকে ক্ষত্রিয়ের অভিষেকে অভিষিক্ত কবিবে ?’

‘না, তাহা কবিবে না ।’

‘কি কাৰণে কবিবে না ?’

‘মাতৃপক্ষ হইতে তাহার জাতি বিশুদ্ধ নয় ।’

২৫। ‘অম্বট্ঠ, তুমি কিব্দপ মনে কর ? ব্রাহ্মণকুমার ক্ষত্রিয় কন্যার সহিত সহবাস করিল । ঐ সহবাসের ফলে পুত্র জন্মিল । ব্রাহ্মণকুমার দ্বারা ক্ষত্রিয় কন্যার জাত পুত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি ?’

‘পাইবে ।’

‘কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহাবের জন্য নিমন্ত্রণ কবিবে ?’

‘কবিবে ।’

‘কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্র শিক্ষা দিবে অথবা দিবে না ?’

‘দিবে ।’

‘কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে ?’

‘নিষিদ্ধ নহে ।’

‘কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ কি তাহাকে ক্ষত্রিয়ের অভিষেকে অভিষিক্ত কবিবে ?’

‘না, তাহা কবিবে না ।’

‘কি কাৰণে কবিবে না ?’

‘পিতৃপক্ষ হইতে তাহার জাতি বিশুদ্ধ নয় ।’

২৬। ‘এই বদপে, অম্বট্ঠ, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উভয় পক্ষ হইতেই ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হইন । তুমি কিব্দপ মনে কর ? যদি ব্রাহ্মণগণ কোন

কাৰণে অপৰ এক ব্ৰাহ্মণেৰ মন্তক মদু'ডন কৰিষা, তাহাৰ মন্তক ভক্ষাব'ত কৰিষা, তাহাকে বাষ্ট্র কিম্বা নগৰ হইতে বহিষ্কৃত কৰে, সে ব্ৰাহ্মণদিগেৰ মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি ?'

'পাইবে না, গোতম ।'

'ব্ৰাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্ৰাহ্মণ ভোজনে আহাবেৰ জন্য নিমন্ত্ৰণ কৰিবে ?'

'হে গোতম, কৰিবে না ।'

'ব্ৰাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্ৰশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না ?'

'দিবেনা, গোতম ।'

'ব্ৰাহ্মণ জাতিৰ মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহাৰ পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে ?'

'উহা নিষিদ্ধ, গোতম ।'

২৭ । 'অম্বট্ঠ, তুমি কিব্দূপ মনে কৰ ? যদি ক্ষত্ৰিয়গণ কোন কাৰণে অপৰ এক ক্ষত্ৰিয়েৰ মন্তক মদু'ডন কৰিষা, তাহাৰ মন্তক ভক্ষাব'ত কৰিষা, তাহাকে বাষ্ট্র হইতে কিম্বা নগৰ হইতে বহিষ্কৃত কৰে, সে ব্ৰাহ্মণদিগেৰ মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি ?'

'পাইবে, গোতম ।'

'ব্ৰাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্ৰাহ্মণ ভোজনে আহাবেৰ জন্য নিমন্ত্ৰণ কৰিবে ?'

'কৰিবে ।'

'ব্ৰাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্ৰশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না ?'

'দিবে, গোতম ।'

'ব্ৰাহ্মণ জাতিৰ মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহাৰ পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে ?'

'নিষিদ্ধ নহে ।'

'কিন্তু, অম্বট্ঠ, যদি ক্ষত্ৰিয়গণ কোন ক্ষত্ৰিয়েৰ মন্তক মদু'ডন কৰিষা, তাহাৰ মন্তক ভক্ষাব'ত কৰিষা, তাহাকে বাষ্ট্র কিম্বা নগৰ হইতে বহিষ্কৃত কৰে, তাহা হইলে উহা তাহাৰ পক্ষে চৰম অধঃপতন । এইব্দূপে, অম্বট্ঠ, ক্ষত্ৰিয়েৰ চৰম অধঃপতন হইলেও ক্ষত্ৰিয় শ্ৰেষ্ঠ এবং ব্ৰাহ্মণ হীন ।

২৮ । 'হে অম্বট্ঠ, ব্ৰহ্মা সনৎকুমাব ও এই গাথান উচ্চাৰণ কৰিষা-
ছিলেন :

“ষাহাবা গোত্র সেবী তাহাদেব মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন. তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

‘হে অশ্বট্ট, ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক গীত সেই গাথা সঙ্গীত, দর্শিত
নহে, সন্নিবিষ্ট, দর্শিত নহে; অর্থ-সংহিত, নিবর্থক নহে। আমিও
উহাব অনুমোদন করি। আমিও কহি :

“ষাহাবা গোত্র সেবী তাহাদেব মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”
। প্রথম ভাগবাব সমাপ্ত।

জাত্যভিমান

২। (১) ‘হে গোতম, গাথাষ উক্ত সেই আচরণ এবং বিদ্যা কি ?’
অম্বট্ঠ, যেখানে বিদ্যাচরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত, যেখানে জাতিবাদেব স্থান নাই,
গোত্রবাদেব স্থান নাই, “তুমি আমার ষোগ্য অথবা তুমি আমার অষোগ্য” এই-
রূপ মানবাদেব স্থান নাই। অম্বট্ঠ, যেখানে আবাহ কিম্বা বিবাহ কিম্বা
আবাহ-বিবাহ হয়, সেখানেই জাতিবাদেব উল্লেখ হয়, গোত্রবাদেব উল্লেখ হয়,
“তুমি আমার ষোগ্য অথবা তুমি আমার অষোগ্য” এইরূপ মানবাদেব উল্লেখ
হয়। অম্বট্ঠ, যাহাবাই জাতিবাদ-বিনিবন্ধ, গোত্রবাদ বিনিবন্ধ অথবা
আবাহ-বিবাহ-বিনিবন্ধ, তাহাবাই অনন্তর বিদ্যাচরণ হইতে দূরে। অম্বট্ঠ,
জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ এবং আবাহ-বিবাহ রূপ বন্ধন পরিহার করিযাই
অনন্তর বিদ্যাচরণে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়।’

২। ‘হে গোতম, কি সেই আচরণ, কি সেই বিদ্যা ?’

‘মহাবাজ, মনে কবন জগতে তগাগতের আবির্ভাব হইযাছে...

[এইস্থানে শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৪০-৪১-৪২ পদচ্ছেদেব পুনরাবৃত্তি
হইযাছে] অম্বট্ঠ, এইরূপে ভিক্ষু শীল সম্পন্ন হন।

[তৎপরে ব্রহ্মজাল সূত্রেব ৮-২৭ সং পদচ্ছেদে উক্ত শীল সমূহ উল্লিখিত
হইযাছে, বর্ণিত প্রত্যেক শীলেব শেষে “এইরূপে শীল সম্পত্তি হয়” পাঠ
কবিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রেব ৬৩-৭৪ সং পদচ্ছেদে উক্ত আচরণ
সমূহ উল্লিখিত হইযাছে, বর্ণিত প্রত্যেক আচরণেব শেষে “এইরূপে শীল
সম্পত্তি হয়” পাঠ কবিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রেব ৭৫-৮২ সং
পদচ্ছেদে উক্ত চারি ধ্যান উল্লিখিত হইযাছে, বর্ণিত প্রত্যেক ধ্যানের শেষে
“এই রূপে আচরণ সম্পত্তি হয়” পাঠ কবিতে হইবে।] অম্বট্ঠ, ইহাই
আচরণ সম্পত্তি।

[তৎপরে শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৮৩-৯৮ সং পদচ্ছেদে সমূহে উক্ত জ্ঞান-
দর্শন, মনোময় কায, ঋদ্ধি, দিব্য শ্রোত্র, চেত-পষ্যিষ জ্ঞান, পূর্ব জন্মানু-
স্মৃতি, দিব্য চক্ষু এবং আসব-ক্ষয় উল্লিখিত হইযাছে, বর্ণিত প্রত্যেক
বিষয়েব শেষে “ইহাই বিদ্যা সম্পত্তি” পাঠ কবিতে হইবে।] অম্বট্ঠ,
ইহাই বিদ্যা।

৪। ‘অম্বট্ট, তুমি কিব্দুপ মনে কব ? তুমি কি আচার্য্যেৰ সহিত এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ সম্পদা লাভ কৰিষাছ ।’

‘না, গৌতম । কোথায আচার্য্য সহিত আমি, আব কোথায অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ-সম্পদা । হে গৌতম, আমি আচার্য্য-সহিত অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ সম্পদা হইতে দূৰে ।’

‘অম্বট্ট, তুমি কিব্দুপ মনে কব ? তুমি কি এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া কন্দমূল ইত্যাদি তাপসেৰ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহন কৰিষা আচার্য্য-সহিত “ফলাহাবী হইব” এই সংকল্পে দূৰ বনে প্ৰবেশ কব ?’

‘না, গৌতম ।’

‘অম্বট্ট তুমি কিব্দুপ মনে কব ? তুমি কি এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহাব ব্ৰত উদ্‌যাপন না কৰিষা, কন্দমূল ফলাহাব ব্ৰত উদ্‌যাপন না কৰিষা, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নিৰ্ম্মাণ কৰিষা আচার্য্য-সহিত অগ্নিৰ পৰিচৰ্যাৰ নিষ্কৃত হও ?’

‘না, গৌতম ।’

‘অম্বট্ট, তুমি কিব্দুপ মনে কব ? তুমি কি এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহাব ব্ৰত উদ্‌যাপন না কৰিষা, কুদাল ও পিটক গ্ৰহণ পূৰ্ব্বক “আচার্য্য-সহিত কন্দমূল-ফলাহাবী হইব” এই সংকল্পে দূৰ বনে প্ৰবেশ কব ?’

‘না, গৌতম ।’

‘অম্বট্ট, তুমি কিব্দুপ মনে কব ? তুমি কি এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহাব ব্ৰত, কন্দমূল-ফলাহাব ব্ৰত, অগ্নিপৰিচৰ্যা ব্ৰত উদ্‌যাপন না কৰিষা, চতুৰ্ম্মহাপথেৰ সন্মিলন স্থলে চতুৰ্দ্বাৰ আগাব নিৰ্ম্মাণ কৰিষা “এই স্থানে চতুৰ্দিক হইতে আগত শ্ৰমণ ও ব্ৰাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা কৰিব”, এই সংকল্পে আচার্য্য-সহিত অবস্থান কব ?’

‘না গৌতম ।’

৫। ‘অম্বট্ট, এইবূপে তুমি আচার্য্য-সহিত এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ-সম্পদাহীন, এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ-সম্পদাৰ যে চাৰি বিঘ্ন আছে, আচার্য্য সহিত উহাদেবও জ্ঞানহীন । তোমাব আচার্য্য ব্ৰাহ্মণপৌৰুষকৰ্ম্মসান্নিধ্য কৰিষাছেন :

তপশ্চর্য্যা

‘অম্বট্ঠ, এই ভিক্ষুই বিদ্যা’ সম্পন্ন, আচরণ সম্পন্ন, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হন। ‘অম্বট্ঠ, এই বিদ্যাসম্পদা, এই চরণ-সম্পদা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, মধুরতর অপব কোন বিদ্যাচরণ সম্পদা নাই।

৩। ‘অম্বট্ঠ, এই অনন্তর বিদ্যাচরণ সম্পদার চারিটি বিঘ্ন আছে। ঐ চারি বিঘ্ন কি কি? অম্বট্ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনন্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া অবিগ্ন, কন্দমূল, সূচী ইত্যাদি তাপসের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া “ফলাহাবী হইব” এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ করিলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণ-সম্পন্নের পরিচাবক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্ঠ, ইহাই সেই অনন্তর বিদ্যাচরণ সম্পদার প্রথম বিঘ্ন।

‘পুনশ্চ, অম্বট্ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনন্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহাব রত উদ্‌যাপন না করিয়া, কুদাল ও পিটক গ্রহণ পূর্বক “কন্দ মূলফলাহাবী হইব” এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ করিলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণ-সম্পন্নের পরিচাবক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্ঠ, ইহাই সেই অনন্তর বিদ্যাচরণসম্পদার দ্বিতীয় বিঘ্ন।

‘পুনশ্চ, অম্বট্ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনন্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহাব রত, কন্দমূল ফলাহাব রত, উদ্‌যাপন না করিয়া, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নিৰ্ম্মাণ করিয়া অগ্নিব পরিচর্যা নিযুক্ত হইলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণ সম্পন্নের পরিচাবক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্ঠ, ইহাই সেই অনন্তর বিদ্যাচরণ সম্পদার তৃতীয় বিঘ্ন।

‘পুনশ্চ, অম্বট্ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনন্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহাব রত, কন্দমূল ফলাহাব রত, অগ্নি পরিচর্যা রত, উদ্‌যাপন না করিয়া চতুর্মহাপথেব সম্মিলন স্থলে চতুর্দ্বার আগাব নিৰ্ম্মাণ করিয়া “এই স্থানে চতুর্দিক হইতে আগত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা করিব” এই সংকল্পে অবস্থান করিলে, তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণ সম্পন্নের পরিচাবক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্ঠ, ইহাই সেই অনন্তর বিদ্যাচরণ সম্পদার চতুর্থ বিঘ্ন।

‘অম্বট্ঠ, সেই অনন্তর বিদ্যাচরণ সম্পদার ইহাই চতুর্দ্বিধ বিঘ্ন।

৪। ‘অম্বট্ঠ, তুমি কিব্দুপ মনে কব ? তুমি কি আচার্য্যেৰ সহিত এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ সম্পদা লাভ কৰিবাছ ।’

‘না, গোতম । কোথাষ আচার্য্য সহিত আমি, আব কোথাষ অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ-সম্পদা । হে গোতম, আমি আচার্য্য-সহিত অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ সম্পদা হইতে দূৰে ।’

‘অম্বট্ঠ, তুমি কিব্দুপ মনে কব ? তুমি কি এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ সম্পদা সম্পন্ন না হইবা কন্দ্ৰমূল ইত্যাদি তাপসেৰ ব্যবহাৰ্য্য দ্রব্যাদি বহন কৰিবা আচার্য্য-সহিত “ফলাহাবী হইব” এই সংকল্পে দূৰ বনে প্ৰবেশ কব ?’

‘না, গোতম ।’

অম্বট্ঠ তুমি কিব্দুপ মনে কব ? তুমি কি এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইবা, ফলাহাব ব্ৰত উদ্ৰাপন না কৰিবা, কন্দ্ৰমূল ফলাহাব ব্ৰত উদ্ৰাপন না কৰিবা, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নিৰ্ম্মাণ কৰিবা আচার্য্য-সহিত অগ্নিৰ পৰিচৰ্যা নিষুদ্ধ হও ?’

‘না, গোতম ।’

‘অম্বট্ঠ, তুমি কিব্দুপ মনে কব ? তুমি কি এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ সম্পদা সম্পন্ন না হইবা, ফলাহাব ব্ৰত উদ্ৰাপন না কৰিবা, কুদাল ও পিটক গ্ৰহণ পূৰ্ব্বক “আচার্য্য-সহিত কন্দ্ৰমূল-ফলাহাবী হইব” এই সংকল্পে দূৰ বনে প্ৰবেশ কব ?’

‘না, গোতম ।’

‘অম্বট্ঠ, তুমি কিব্দুপ মনে কব ? তুমি কি এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইবা, ফলাহাব ব্ৰত, কন্দ্ৰমূল-ফলাহাব ব্ৰত, অগ্নিপৰিচৰ্যা ব্ৰত উদ্ৰাপন না কৰিবা, চতুৰ্ম্মহাপথেৰ সন্মিলন স্থলে চতুৰ্ধাৰি আগাব নিৰ্ম্মাণ কৰিবা “এই স্থানে চতুৰ্দ্দিক হইতে আগত শ্ৰমণ ও ব্ৰাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা কৰিব”, এই সংকল্পে আচার্য্য-সহিত অবস্থান কব ?’

‘না গোতম ।’

৫। ‘অম্বট্ঠ, এইব্দুপে তুমি আচার্য্য-সহিত এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ-সম্পদাহীন, এই অনদ্ভব বিদ্যাচৰণ-সম্পদাব যে চাৰি বিষয় আছে, আচার্য্য সহিত উহাদেবও জ্ঞানহীন । তোমাব আচার্য্য ব্ৰাহ্মণপৌৰুষসান্নিধ্য কৰিবাছন :

“কোথায় মন্দির-মস্তক, নীচ, কৃষ্ণকাষ, ব্রহ্মাব পাদ হইতে জাত শ্রমণাধম, আর কোথায় তাহাদের গ্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সহিত বাক্যালাপ!” অথচ তিনি স্বয়ং অপাষণশ্রুত এবং অকৃতকর্তব্য। অম্বট্ট, দেখ, আচার্য্য ব্রাহ্মণ পৌষ্কবস্যাতি তোমার প্রতি কতদূর অন্যায় করিষাছেন।

৬। ‘অম্বট্ট, ব্রাহ্মণ পৌষ্কবস্যাতি বাজা প্রসেনজিত প্রদত্ত দান উপভোগ করেন। তাঁহার কোশলবাজ প্রসেনজিতেব সম্মুখে উপস্থিত হইবারও অনুমতি নাই। এমন কি বাজা যখন তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করেন তখনও তাঁহাকে ঘবনিকার অন্তবালে থাকিতে হয়। অম্বট্ট, পৌষ্কবস্যাতি যাঁহার ধর্ম্মানুস্মোদিত বিশুদ্ধ দান গ্রহণ করেন সেই কোশলবাজ প্রসেনজিত কি হেতু তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেন না? অম্বট্ট, দেখ, আচার্য্য ব্রাহ্মণ পৌষ্কবস্যাতি তোমার প্রতি কতদূর অন্যায় করিষাছেন।

ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষিগণ

৭। ‘অম্বট্ট, তুমি কি মনে কব? কোশলবাজ প্রসেনজিত হস্তী কিম্বা অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া অথবা বথোপবি দন্ডায়মান হইয়া উচ্চ কর্ম্মচারী কিম্বা রাজন্যবর্গের সহিত কোন বিষয়ে মন্ত্রণা করিলেন, পরে তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া এক প্রান্তে দন্ডায়মান হইলেন। যদি কোন শত্রু অথবা শত্রুর দাস ঐস্থানে আসিয়া ও দন্ডায়মান হইয়া তাঁহার ন্যায় মন্ত্রণা কবে এবং কহে: “বাজা প্রসেনজিত এইরূপ করিষাছেন”, তাহা হইলে, যদিও সে বাজ বাক্যেরই আবৃত্তি করিল কিম্বা বাজারই ন্যায় মন্ত্রণা করিল, সে কি ঐরূপে বাজা অথবা রাজ-অমাত্য হইবে?’

‘না, গোতম, তাহা হইবে না।’

৮। ‘অম্বট্ট, এই প্রকার যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি মন্ত্র-কর্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পদবাতন মন্ত্র এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয—যথা, অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অজিবা, ভবদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—“আমি আচার্য্য-সহিত তাঁহাদের মন্ত্র অধ্যয়ন করি” মাত্র ইহা করিষা যে তুমি ঋষি হইবে কিম্বা ঋষিভ্বেষ মার্গে আবৃত্ত হইবে তাহা সম্ভব নয়।

৯। ‘অম্বট্ট, তুমি কি মনে কব? তুমি বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ,

আচার্য্য প্রাচার্য্যগণকে কি কহিতে শূন্যনিষাছ ? ষাঁহাবা ব্রাহ্মণদিগেব পদ্বর্জ ঋষি মন্তকর্ত্তা... ভৃগু, তাঁহাবা কি সন্স্নাত, সন্স্বিলিপ্ত, সন্স্বিন্যস্ত ক্লেশ-মগ্ন, মণিকুণ্ডলাভরণযুক্ত, শ্বেত বস্ত্র পরিহিত, পঞ্চকাম ভোগে লিপ্ত ও যুক্ত হইয়া আনন্দানন্ডব কবিতেন, যেব্দপ এক্ষণে তুমি এবং তোমার আচার্য্য কবিতেছ ?

‘না, গৌতম, তাহা নয় ।’

১০। ‘তাঁহাবা কি কৃষ্ণ কণিকা শূন্য শালী অন্ত অনেক প্রকার স্দপ ব্যঞ্জনেব সহিত উপভোগ করিতেন, যেব্দপ তুমি এবং তোমার আচার্য্য এক্ষণে কবিয়া থাক ?’

‘না, গৌতম ।’

‘তাঁহারা কি কিঞ্চিকণী পরিহিত নাৰীগণদ্বারা সেবিত হইতেন, যেব্দপ এক্ষণে তুমি এবং তোমার আচার্য্য হইয়া থাক ?’

‘না’ গৌতম ।’

‘তাঁহাবা কি বিন্যস্তবাল বডবা-বথে আবোহণ কবিয়া দীর্ঘ প্রতোদ-যণ্টি দ্বারা বাহনকে প্রহার কবিতে কবিতে বিচরণ কবিতেন, যেব্দপ তুমি এবং তোমার আচার্য্য এক্ষণে কবিয়া থাক ?’

‘না, গৌতম ।’

‘তাঁহাবা কি পরিখা-বেণ্টিত, পরিষ-বন্ধ নগবদর্গে অবস্থান কবিয়া দীর্ঘ অসিবন্ধ পদবৃষগণ কন্তুর্ক বশ্কিত হইতেন, যেব্দপ তুমি এবং তোমার আচার্য্য এক্ষণে হইয়া থাক ?’

‘না, গৌতম ।’

‘এইব্দপে, অম্বট্ঠ, তুমি ঋষিও নহ, আচার্য্যেব সহিত ঋষিষ্বেব মার্গেও আব্দত নহ । অম্বট্ঠ, আমাব সম্বন্ধে তোমাব কোন প্রকাব সংশয় বা দ্বিধা থাকিলে তুমি প্রশ্ন কব, আমি উত্তর দ্বারা উহা দূব কবিব ।’

অম্বট্ঠের প্রত্যাবর্তন

১১। অনন্তর ভগবান বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চক্ৰমণিরত হইলেন । অম্বট্ঠও ঐব্দপ কবিলেন । অম্বট্ঠ ভগবানের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চক্ৰমণ কবিতে করিতে ভগবানেব দেহে দ্ব্যগ্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ অনুসন্ধান কবিলেন । তিনি দেখিলেন যে ভগবানের দেহে মাত্র দুইটি ব্যতীত

অপব সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাব সংশয় ও দ্বিধা হইল, তিনি নিশ্চিত হইতে পারিলেন না, সন্তুষ্টি লাভ করিলেন না—কোষ-বিক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং বৃহৎ জিহবা।

১২। তৎপবে ভগবান চিন্তা করিলেন : ‘অম্বট্ঠ আমাব দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপদ্ব্য লক্ষণেব দুইটি ব্যতীত অপব সকলগুলিই দেখিতেছে ; দুইটির সম্বন্ধে তাহাব সংশয় ও দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, সে নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হইতেছে না—কোষ বিক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং বৃহৎ জিহবা।’

তদনন্তর ভগবান এবদুপভাবে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতাব পরিচালনা করিলেন যে অম্বট্ঠ ভগবানেব কোষ বিক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় দর্শন করিলেন। তৎপবে ভগবান জিহবা নিঃসৃত করিয়া উভয় কণ ও উভয় নাসাবিবব স্পর্শ করিলেন, সমুদয় ললাটদেশ জিহবাচ্ছাদিত করিলেন।

তৎপবে অম্বট্ঠ ‘শ্রমণগোতমের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপদ্ব্য লক্ষণ পবিপূর্ণ-বদুপে বিদ্যমান, অপবিপূর্ণবদুপে নহে’, এইবদুপ চিন্তা করিয়া ভগবানকে কহিলেন : ‘তাহা হইলে, গোতম, আমবা এখন যাই, আমাদের বহু কৃত্য বহু কবণীয় আছে।’

‘অম্বট্ঠ, তোমাব যেবদুপ অভিবুদ্ভি।’

তৎপবে অম্বট্ঠ বডবা-বথে আবোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

১৩। ঐ সময় ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাত্তি উক্কট্ঠা -হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের সহিত স্বীয় আবামে উপবিষ্ট হইয়া অম্বট্ঠেব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপব অম্বট্ঠ আবামে উপস্থিত হইলেন। যতদূর যানোপযুক্ত ভূমি ততদূর যানে গমন করিয়া পবে যান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক তিনি ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাত্তি নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। অম্বট্ঠ আসন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাত্তি তাঁহাকে কহিলেন :—

১৪। ‘তাত অম্বট্ঠ, তুমি ভগবান গোতমেব সহিত সাক্ষাত করিয়াছ?’

‘ভগবান গোতমের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হইয়াছে।

‘ভগবান’ গোতমেব সম্বন্ধে যে যশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা সত্যমূল, অসত্যমূল নহে? তিনি কি তাদৃশ, অন্য প্রকাব নহেন?’

‘ভগবান গোতমেব সম্বন্ধে যে যশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা সত্যমূল-

অসত্যমূল নহে। তিনি তাদৃশ, অন্যপ্রকার নহেন। তাঁহার দেহে স্বাগ্রিংশ মহাপদবৃষ লক্ষণ পবিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, অপবিপূর্ণরূপে নহে।

‘বৎস অম্বট্ঠ, শ্রমণ গৌতমের সহিত তোমার বাক্যালাপ হইয়াছিল?’
‘হইয়াছিল।’

পৌঙ্কবসাত্তির ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ

কিবদূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল?’

তৎপবে অম্বট্ঠ ভগবানের সহিত তাঁহার য়েবদূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল তৎসমস্ত ব্রাহ্মণ পৌঙ্কবসাত্তির নিকট নিবেদন করিলেন।

১৫। তৎপবে পৌঙ্কবসাত্তি অম্বট্ঠকে কহিলেনঃ ‘এই তোমার পার্শ্বে, এই তোমার বহুশ্রুতি, এই তোমার ত্রিবিদ্যা। যে পদবৃষ এই প্রকারে স্বকর্তৃত্ব সম্পাদন কবে, মৃত্যুর পব দেহেব বিনাশে সে অপাঙ্ক-দুর্গতি-বিনিপাত নবকে উৎপন্ন হয়। অম্বট্ঠ, তুমি য়েবদূপ ভগবান গৌতমকে আঘাত করিয়া কথা কহিয়াছ, তিনিও সেইবদূপ আমাদিগকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। এই তোমার পার্শ্বে, এই তোমার বহুশ্রুতি, এই তোমার ত্রিবিদ্যা। যে পদবৃষ এই প্রকারে উৎপন্ন হয়।’

কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি অম্বট্ঠকে পদাঘাতে দ্বব করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবানের দর্শন কামনায গমনেচ্ছক হইলেন।

১৬। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পৌঙ্কবসাত্তিকে কহিলেনঃ ‘দেব, শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমনের সময় আজ নাই, আগামী কল্য পৌঙ্কবসাত্তি গমন করিতে পাবেন।’

এইরূপে ব্রাহ্মণ পৌঙ্কবসাত্তি স্বীয় আবাসে প্রণীত খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত কবাইয়া উহা যানে স্থাপিত করিয়া উল্কালাক সাহায্যে উদ্ধট্ঠা হইতে বহির্গত হইয়া ইচ্ছানঙ্কল বনখণ্ডে গমন করিলেন। যতদূর যানোপযুক্ত ভূমি ততদূর যানে গমন করিয়া পবে যান হইতে অববোহণ পদ্বক পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে অভিবাদন ও তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ করিয়া তিনি একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পবে তিনি ভগবানকে কহিলেনঃ—

১৭। ‘গৌতম, আমাদেব অন্তবাসী অম্বট্ঠ এখানে আসিয়াছিল কি?’

‘আসিয়াছিল।’

‘অম্বট্টের সহিত গোতমের কোন বাক্যালাপ হইয়াছিল কি?’

‘হইয়াছিল।’

‘কিব্দপ বাক্যালাপ হইয়াছিল?’

তৎপবে ভগবান অম্বট্টের সহিত য়েব্দপ বাক্যালাপ হইয়াছিল, তৎ-
সমস্ত পৌঙ্কবসাত্তিব নিকট প্রকাশ কৰিলেন।

তদনন্তৰ ব্রাহ্মণ পৌঙ্কবসাত্তি ভগবানকে কহিলেনঃ ‘হে গোতম,
অম্বট্ট নিষেধ। গোতম তাহাকে ক্ষমা কবুন।’

‘হে ব্রাহ্মণ, অম্বট্ট সূখী হউক।’

১৮। অতঃপৰ ব্রাহ্মণ পৌঙ্কবসাত্তি ভগবানের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপদ্বুষ লক্ষণ
অন্বেষণ কৰিলেন। তিনি মাত্ৰ দুই লক্ষণ ব্যতীত অপৰ সকল লক্ষণই
দেখিলেন-। দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাৰ সংশয় ও দ্বিধা হইল, তিনি নিশ্চিত
হইতে পারিলেন না, সম্ভূট লাভ কৰিলেন না,—কোষবন্ধিত গুপ্তেন্দ্রিষ
এবং বহুং জিহবা।

দ্বাত্রিংশ লক্ষণ

১৯। তখন ভগবান চিন্তা কৰিলেনঃ ‘অম্বট্ট আমাৰ দেহে……
জিহবা।’

তদনন্তৰ ভগবান এব্দপ ভাবে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতাব- জিহবাচ্ছাদিত
কৰিলেন।

তখন পৌঙ্কবসাত্তি ‘শ্রমণ গোতমের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপদ্বুষ লক্ষণ
পৰিপূৰ্ণ ব্দপে বিদ্যমান, অপৰিপূৰ্ণব্দপে নহে’ এইব্দপ চিন্তা কৰিয়া
ভগবানকে কহিলেনঃ ‘গোতম অনুগ্রহ পূৰ্ব্বক ভিক্ষুসম্ভেব সহিত অদ্য
আমাৰ অন্ন গ্রহণ কৰিবেন।’

ভগবান মৌন হইয়া সম্মতি দান কৰিলেন।

২০। তদনন্তৰ ব্রাহ্মণ পৌঙ্কবসাত্তি ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া
(পৰদিন) তাঁহাকে সময় নিবেদন কৰিলেনঃ ‘হে গোতম, সময় আগত,
অন্ন প্রস্তুত।’ তখন ভগবান পূৰ্ব্বাহ্নেব বস্ত্ৰ পৰিহিত হইয়া পাণ চীবব গ্রহণ
পূৰ্ব্বক ভিক্ষু সম্ভেব সহিত পৌঙ্কবসাত্তিব পৰিবেশন স্থানে গমন কৰিয়া
নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন কৰিলেন। পবে পৌঙ্কবসাত্তি উৎকৃষ্ট খাদ্য

ভোজ্য স্বহস্তে পবিবেশন কবিয়া ভগবানকে তৃপ্ত কবিলেন, তবুণ ব্রাহ্মণগণও ঐবদুপে ভিক্ষুসঙ্ঘেব 'তৃপ্ত' সাধন কবিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্কবস্যাতি, ভগবান আহাবান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত কবিলে, নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন।

২১। এইবদুপে উপবিষ্ট হইলে ভগবান ব্রাহ্মণ পৌষ্কবস্যাতিব সহিত ক্রমানুসারে ধর্ম্মালাপ করিলেন, যথা:—দানকথা, শীল কথা, স্বর্গকথা; কামেব দৈন্য, ব্যর্থতা, মালিন্য; এবং নৈশ্কম্যেব মাহাত্ম্য। ভগবান যখন দেখিলেন যে পৌষ্কবস্যাতি উপযুক্ত-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, আববন্মুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত এবং প্রসন্ন-চিত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণেব অনন্তর ধর্ম্ম দেশনা তাহা প্রকাশ কবিলেন: দঃখ, দঃখেব উৎপত্তি, উহাব নিবোধ এবং নিবোধেব মার্গ। যেবদুপ শুদ্ধ নিম্মল বস্ত্র উত্তম বদুপে বঞ্জন গ্রহণ কবে সেইবদুপ ব্রাহ্মণ পৌষ্কবস্যাতিব সেই আসনেই বিবজ্জ, বীতমল, ধর্ম্মচক্ষু, উৎপন্ন হইল: “যাহা কিছু উৎপত্তি-শীল, তাহাই নাশ-শীল।”

২২। অনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্কবস্যাতি দৃষ্ট-ধর্ম্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম্ম, বিদিত-ধর্ম্ম, পর্যাবগাহিত-ধর্ম্ম হইয়া, বিচিকিৎসা ও সংশয়হীন হইয়া, বৈশাবদ্য প্রাপ্ত হইয়া, ভগবদশাসনে অপবপ্রত্যয় হইয়া ভগবানকে কহিলেন:—

‘অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম! যেবদুপ উৎপাতিতেব পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লঙ্কাষিত প্রকাশিত হয়, মৃঢ় পথ-প্রদর্শিত হয়, চক্ষুজ্ঞানেব দেখিবাব নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইবদুপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকাবে ধর্ম্ম প্রকাশিত কবিয়াছেন। আমি সপুত্র, সভাষ্যা, সপাবিষদ, সামাত্য ভগবান গৌতমেব, ধর্ম্মেব এবং ভিক্ষুসঙ্ঘেব সবণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনেব অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে শবণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুন। পূজনীয় গৌতম যেবদুপ উক্কট্ঠায় অন্যান্য উপাসক কুলে গমন কবিয়া থাকেন, সেইবদুপ পৌষ্কবস্যাতিব গৃহেও আগমন কবিবেন। তথাকার যে সকল স্ত্রী ও পুংসু ভগবান গৌতমকে অভিবাদন কবিবে, আসন ত্যাগ কবিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন কবিবে, তাহাকে উদক ও আসন দান কবিবে, তাহাতে প্রসন্ন-চিত্ত হইবে, তাহাদেব ঐ সকল কর্ম্ম দীর্ঘকাল তাহাদেব সুখ-বিধান ও হিতসাধন কবিবে।’

‘ব্রাহ্মণ উত্তম কহিয়াছেন।’

। অম্বট্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

সোণদণ্ড সূত্রের পূর্বাভাস

এই সূত্র পদ্ব্যবর্তী সূত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহাতে কোন কোন গুণবিশিষ্ট হইলে মানুষ যথার্থ বদে রাক্ষণ অভিহিত হইতে পারে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধ কর্তৃক উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া বিদ্বান রাক্ষণ সোণদণ্ড উত্তর করিলেন যে, জাতি, বর্ণ, মন্ত্র, শীল ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চবিধ গুণবিশিষ্ট মানুষকে যথার্থ বদে রাক্ষণ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধ রাক্ষণকে ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রাক্ষণও উত্তর দিতে দিতে সর্বশেষে স্বীকার করিলেন যে, উক্ত পঞ্চবিধ গুণ হইতে যদি প্রথম তিনটিকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও কেবল শীল ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষকে যথার্থ বদে রাক্ষণ অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ রাক্ষণ্য জাতি ও বর্ণের উপর নির্ভর করে না। এই দুই গুণ * না থাকিলেও মানুষ রাক্ষণ হইতে পারে।

ইতিবুদ্ধকেব ৯৯ সংখ্যক সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মাত্র মন্তোচ্চারণ দ্বারা কেহ রাক্ষণ হয় না। রাক্ষণ হইতে হইলে উহাপেক্ষা উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন। ধর্মপদেব ৪২৩ সং শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—“আমি তাহাকেই রাক্ষণ করিব যিনি পদ্ব্যবর্তী সমুদ্র স্রবণ করেন, স্বর্গ ও নবক যাহার গোচরে, যিনি জাতিক্ষয় প্রাপ্ত, যাহার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি সর্বজীন পূর্ণতা প্রাপ্ত।”

এইরূপে বৌদ্ধ অবহত এবং প্রকৃত রাক্ষণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে, যদি সর্বসাধারণ কর্তৃক এই মত গৃহীত হইত, যদি রাক্ষণ জাতি ও বর্ণের উপর নির্ভর না করিয়া শীলাচার ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে ভাবতে জাতিভেদ যে বদে ধরিয়া রাখা তুলিয়াছে, সেবদে ধরিতে পারিত না।

৪। সোণদণ্ড সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে চম্পায় উপনীত হইলেন। তথায় তিনি গগ্গবা পদ্ব্যবর্তী তীর্থে অবস্থিতি

* অর্থাৎ জাতি ও বর্ণ।

কবিতে লাগিলেন। ঐ সময ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড বাজভোগ্য, রাজদাষ ব্রহ্মদেয় বদ্পে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসাব কৰ্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন চম্পায় বাস কবিতে ছিলেন।

২। চম্পা-নিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহস্থগণ শুনিলেন : ‘শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষু-সঙ্ঘেব সহিত অঙ্গদেশে ভ্রমণ কবিতে কবিতে চম্পাৰ উপনীত হইয়া তথায় গগ্গবা পুষ্কবিণীৰ তীবে অবস্থান কবিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমেব সম্বন্ধে এইবদ্প যশোগীতি বিস্তৃত হইবাছে : “ইনিই ভগবান, অবহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীষ, দম্য-পদ্বষ-সাবথী, দেবমনুষ্যেব শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত, ইহলোক, দেবলোক, মাবলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষান্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বাবা স্বযং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট কবেন ; তিনি ধর্মের উপদেশ দান কবেন—যে ধর্মের প্রাবল্ল কল্যাণময, মধ্য কল্যাণময, অন্ত কল্যাণময, যাহা অর্থ ও শব্দ-সম্পদপূর্ণ, সম্বজীন পূর্ণতা প্রাপ্ত, তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ কবেন, তাদৃশ অরহতেব দর্শন শূভজনক।” অনন্তব চম্পাব বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-গৃহপতি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চম্পা হইতে নিষ্কমণ পদ্বর্ক গগ্গবা পুষ্কবিণীতে গমন কবিতে লাগিলেন।

৩। ঐ সমযে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড দিবাসযনের নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদোপবি গমন কবিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন চম্পাব বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-গৃহপতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চম্পা হইতে নিষ্কমণ পদ্বর্ক গগ্গবা পুষ্কবিণীৰ দিকে গমন কবিতেছে। উহা দেখিয়া তিনি দ্বারপালকে কহিলেন :

‘চম্পাব অধিবাসীগণ কি হেতু এইবদ্পে গগ্গবা পুষ্কবিণীৰ অভিমুখে গমন কবিতেছে ?’

‘শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে বুদ্ধ, ভগবন্ত। সেই ভগবান গৌতমকে দেখিবাব জন্য হইবা যাইতেছে।’

‘তাহা হইলে, দ্বাবপাল, তুমি চম্পাব ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণেব নিকট গিয়া বল : “ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড আপনাদিগকে অপেক্ষা কবিতে বলিয়াছেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমেব দর্শনার্থ যাইবেন।”

‘যথা আজ্ঞা’ কহিয়া দ্বাবপাল চম্পাব ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদেব নিকট গিয়া সমস্ত কহিল।

সোণদণ্ড ও ব্রাহ্মগণ

৪। ঐ সময় বিভিন্ন বাজ্য হইতে পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কাষ্যোপলক্ষে চম্পাষ আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাবা সোণদণ্ড শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন শুনিয়া সোণদণ্ডের নিকট গমন করিয়া কহিলেন :

‘সোণদণ্ড শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন ইহা কি সত্য?’

‘ইহাই আমার ইচ্ছা, আমিও গৌতমকে দর্শন করিতে যাইব।’

‘মাননীয় সোণদণ্ড গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন না, যাওয়া যুক্ত নহে। সোণদণ্ড গৌতমের দর্শনার্থ যাইলে তাঁহাব যশের হাস হইবে, গৌতমের বশ, বৃদ্ধি পাইবে। এই কাৰণে সোণদণ্ডের যাওয়া যুক্ত নহে। শ্রমণ গৌতমেরই সোণদণ্ডের নিকট আগমন করা উচিত। সোণদণ্ড মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সূজাত, উদ্ধতন সপ্ত পদবুধ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ। এই কাৰণে সোণদণ্ডের যাওয়া উচিত নহে, গৌতমেরই সোণদণ্ডের নিকট আগমন করা উচিত। মাননীয় সোণদণ্ড আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্যশালী—তিনি অধ্যাপক, মন্ত্রধাবক; ত্রিবেদ, নিষংগ, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসব্দপ পঞ্চম বেদে পাবদর্শী; পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈষাকবণিক, কুটতর্ক বিদ্যা নিপুণ এবং মহাপদবুধলক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন। তিনি অভিবৃৎ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পবন বর্ণসৌন্দর্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহন্দর্শন। তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিতশীল সম্পন্ন। তিনি প্রিয়বাদী; শিষ্ট, স্পষ্ট, শুদ্ধ ও অর্থবিজ্ঞাপনীয় বাক্যেব কথনকারী। অনেকের আচার্য্যদিগের গুরু হইয়া তিনি তিন শত বিদ্যার্থীকে মন্ত্র শিক্ষা দেন; নানা দিক নানা জনপদ হইতে বহু বিদ্যার্থী মন্ত্রার্থী ও মন্ত্রাধ্যয়নেচ্ছু হইয়া তাঁহাব নিকট আগমন করে। তিনি জীর্ণ, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, অন্ধগত, বয়ঃঅনুপ্রাপ্ত, শ্রমণ গৌতম তবুও পবিত্রাজক। তিনি মগধবাজ শ্রেণীষ বিম্বিসাব কর্তৃক সম্মানিত, গোঁববে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। তিনি ব্রাহ্মণ পৌস্কবসীতি কর্তৃক সম্মানিত, গোঁববে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। তিনি বাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদেব বৃপে মগধবাজ শ্রেণিক বিম্বিসাব কর্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন চম্পাষ বাস করিতেছেন। এই কাৰণে সোণদণ্ডের শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমন উচিত নহে, গৌতমেরই উচিত সোণদণ্ডের দর্শনার্থ আগমন করা।’

সোণদণ্ড সূত্র

৬। * এইব্দপ উক্ত হইলে সোণদণ্ড ঐ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন :

‘তাহা হইলে, ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আমাৰ বাক্যও শ্রবণ কৰ, যে কাৰণে আমাবই গোতমেৰ দৰ্শনार्थ হওয়া উচিত, গোতমেৰ আমাকে দৰ্শনार्थ আগমন যুক্ত নহে, তাহা কহিতেছি।

গোতমেৰ প্রাধাত্ত

শ্রমণ গোতম মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সৃজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পদব্দষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গৰ্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নিন্দোষ। শ্রমণ গোতম বৃহৎ জাতিকুল পবিত্যাগ কৰিয়া প্ররজিত হইয়াছেন। শ্রমণ গোতম ভূমিগত ও বিহাযসস্থ প্রভূত হিবণ্য-সুবর্ণ পবিত্যাগ কৰিয়া প্ররজিত হইয়াছেন। শ্রমণ গোতম প্রথম বয়সেই গৃহ হইতে গৃহহীন প্ররজ্যা অবলম্বন কৰিয়াছেন—যখন তিনি তব্দণ, গভীৰ কৃষ্ণকেশ ও ভদ্রবোৰন সম্পন্ন। শ্রমণ গোতম, মাতাপিতা অসম্মত, অশ্রদ্ধাৰ্থ ও বোদনপৰাষণ হইলেও কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পদ্বৰ্ক কাষাষ বস্ত্র পৰিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্ররজ্যা আশ্রয় কৰিয়াছেন। শ্রমণ গোতম অভিব্দপ, দৰ্শনর্ষি, প্রাসাদিক, পৰম বর্ণসৌন্দৰ্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবৰ্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহন্দৰ্শন। শ্রমণ গোতম শীলবান, আৰ্য্যশীলী, কুশলশীলী, কুশলশীল সম্পন্ন। শ্রমণ গোতম প্রিষবাদী, শিষ্ট, স্পষ্ট ও অর্থ বিজ্ঞাপনীয় বাক্যেৰ কথনকাৰী। শ্রমণ গোতম অনেকেৰ আচাৰ্য্যদিগেৰ গুৰু। শ্রমণ গোতম ক্ষীণ-কাম-বাগ ও বিগত-চাপল্য। শ্রমণ গোতম কৰ্মবাদী, ক্ৰিয়াবাদী, ব্রাহ্মণদিগেৰ প্রতি উপদেশে তিনি পাপহীনতাকেই প্রাধান্য দেন। শ্রমণ গোতম উচ্চ, আদি ক্ষত্রিষ কুল হইতে প্ররজিত হইয়াছেন। শ্রমণ গোতম আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বৰ্য্যশালী কুল হইতে প্ররজিত হইয়াছেন। দুৰ বাণ্ট্ৰ এবং জনপদ হইতে জনগণ শ্রমণ গোতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থ আগমন কৰে। সহস্র সহস্র দেবতা শ্রমণ গোতমেৰ শবণাগত। তাহাৰ সম্বন্ধে এইব্দপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : “ইনিই ভগবান, অবহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচৰণসম্পন্ন সৃগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয় দম্য-পদব্দষ-সাবাধি, দেব মনুষ্যেৰ শান্তা, বুদ্ধ,

* ৫ সং পদচ্ছেদ মূলে নাই।

ভগবন্ত ।” তিনি দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত । তিনি স্বাগতবাদী, প্রিয়-ভাষী, বিনয়ী, ভূকুটিহীন, উত্তান-মুখ, পদ্বর্ভাষী । তিনি চারি পবিষদ^১ কর্তৃক সম্মানিত, গোঁববে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত । বহু দেব ও মনুষ্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান । তিনি যে গ্রাম অথবা নিগমে অবস্থান কবেন তথ্য অমনুষ্যগণ মনুষ্যগণের অনিষ্ট করবে না । তিনি সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাপক, শিষ্যবর্গসমন্বিত, গণাচার্য এবং সর্ব তীর্থকবদিকের প্রধান বৃপে আখ্যাত । কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যে কোন উপায়ে যশ অর্জন কবেন, কিন্তু শ্রমণ গোঁতমের সেবৃপে যশোলাভ হয় না, তিনি অনন্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা দ্বারা যশ অর্জন কবেন । মগধবাজ শ্রেণিষ বিম্বিসার সুপুত্র, সুভাষ্য, সপারিপদ, সামাত্য শ্রমণ গোঁতমের শরণাগত । কোশলবাজ প্রসেনজিৎ এবং ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতিও ঐ বৃপেই তাঁহার শরণাগত । তিনি মগধবাজ বিম্বিসার কর্তৃক, কোশলবাজ প্রসেনজিৎ কর্তৃক, ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি কর্তৃক সম্মানিত, গোঁববে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত ।

সোণদণ্ডের ভয়

তিনি চম্পাষ উপনীত হইয়া তথ্য গগ্গবা পুরুষবিণীর তীবে অবস্থান করিতেছেন । যে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামক্ষেত্রে আসেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের অতিথি । অতিথি আমাদের সম্মানের যোগ্য , অতিথিকে গোঁববে প্রতিষ্ঠিত করা, সম্মান করা, পূজা করা, প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য । যেহেতু তিনি চম্পাষ উপনীত হইয়া গগ্গবা পুরুষবিণীর তীবে অবস্থান করিতেছেন, সেই হেতু তিনি আমাদের অতিথি এবং অতিথি আমাদের কর্তব্য । এই সকল কাৰণে শ্রমণ গোঁতমের আমাদের দর্শন করিতে আসা বুদ্ধ নহ, আমাদেরই উচিত তাঁহার দর্শনার্থ গমন করা । শ্রমণ গোঁতমের উৎকর্ষ যাহা আমার বিদিত তাহা যে মাত্র উক্ত প্রকার তাহাই নহে, তাঁহার উৎকর্ষ অপারিসীম ।’

৭ । এইবৃপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ সোণদণ্ডকে কহিলেন : ‘মাননীয সোণদণ্ডেবৃপে শ্রমণ গোঁতমের প্রশংসোক্তি করিলেন, তাহাতে গোঁতম শতযোজন দূরে অবস্থান করিলেও শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র পৃষ্ঠে খাদ্যভাণ্ড বহন

১ । ক্ষত্রিয পবিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পবিষদ এবং শ্রমণ পবিষদ ।

কবিষাও তাঁহাব দৰ্শনাত্মক যাইতে প্রস্তুত হইবেন । অতএব আমবা সকলেই শ্রমণ গৌতমের দৰ্শনাত্মক যাইব ।’

তৎপরে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড বৃহৎ ব্রাহ্মণসম্প্রদায় সহিত গগ্গবা পুষ্করিণীৰ দিকে চলিলেন ?

৮। এইব্দপ বন প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে সোণদণ্ডের মনে এইব্দপ পৰিবিবর্তকের উদয় হইল :

সোণদণ্ড সূত্র

‘আমি শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি বলেন : “এই প্রশ্ন এব্দপে জিজ্ঞাসা করিতে নাই, ইহা এইব্দপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, “তাহা হইলে এই পৰিষদ এইব্দপ কহিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিবে ; “ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নিষেধ, অনভিজ্ঞ, তিনি শ্রমণ গৌতমকে যথার্থব্দপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ ।” এইব্দপে অবজ্ঞাত হইলে আমাব যশের হাস হইবে, যশের হাস হইলে ভোগেবও হাস হইবে, যশেবই উপব আমাদেব ভোগ নিৰ্ভব কবে । কিন্তু শ্রমণ গৌতম আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমাব উত্তর তাঁহাব অনুমোদিত না হইতে পাবে । ঐ ক্ষেত্রে যদি শ্রমণ গৌতম আমাকে বলেন, “এই প্রশ্নের উত্তর এইব্দপে দিতে নাই, এইব্দপে উত্তর দিতে হয়,” তাহা হইলে এই পৰিষদ আমাকে অবজ্ঞা করিষা বলিবে, “ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নিষেধ, অনভিজ্ঞ, গৌতমের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তিনি তাঁহাব অনুমোদন লাভে অক্ষম ।” এইব্দপে অবজ্ঞাত হইলে আমাব যশের হাস হইবে, যশের হাস হইলে ভোগেবও হাস হইবে, যশেবই উপব আমাদিগেব ভোগ নিৰ্ভব কবে । অপব পক্ষে সমীপে আগত হইষাও যদি আমি গৌতমকে দৰ্শন না করিষা ফিবিয়া যাই, তাহা হইলে এই পৰিষদ আমাকে অবজ্ঞা করিষা কহিবে, “ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নিষেধ, অনভিজ্ঞ, তিনি অহংকারে অবিভূত ও ভীত, শ্রমণ গৌতমকে দৰ্শন করিষাব সাহস তাঁহাব নাই ; কি হেতু সমীপে আগত হইষাও গৌতমকে দৰ্শন না করিষা তিনি ফিবিয়া মান ।”

সোণদণ্ডের ভয়

এইব্দপে অবজ্ঞাত হইলে আমাব যশের হাস হইবে, যশের হাস হইলে ভোগেবও হাস হইবে, যশেবই উপব আমাদিগেব ভোগ নিৰ্ভব কবে ।’

৯। তৎপরে সোণদন্ড ভগবানের নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে অভিবাদন এবং তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপপদ্বর্ক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। চম্পাব ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণ কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদনপদ্বর্ক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপপদ্বর্ক ঐবদ্রূপে উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া পদ্ব্যাক্তি বদ্রূপে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ নাম গোত্র প্রকাশ পদ্বর্ক উক্তবিধরূপে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ মৌনীয় হইয়া একান্তে বসিলেন।

১০। ঐ স্থানেও সোণদন্ড সংশয়পূর্ণ হইয়া বহিলেন :

‘আমি শ্রমণ গোঁতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি বলেন :—

“... ভোগ নিভব কবে।” অহো। যদি শ্রমণ গোঁতম আমার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন কবেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উত্তর দ্বাৰা তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারি।’

১১। তদনন্তর ভগবান সোণদন্ডের চিত্তের পরিবর্তক অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন : ‘ব্রাহ্মণ সোণদন্ড স্বচিত্ত দ্বাৰা বিনষ্ট হইতেছে। অতএব আমি তাহার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করিব।’

সোণদন্ড স্তব্ধ

তৎপরে ভগবান সোণদন্ডকে করিলেন, ‘ব্রাহ্মণ। কতগুলি গুণযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ কাহাকেও ব্রাহ্মণ করিয়া থাকেন, বাহাতে ঐ পদ্ব্য “আমি ব্রাহ্মণ” এইবদ্রূপ করিলে তাহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?’

১২। সোণদন্ড এইবদ্রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া চিন্তা করিলেন : ‘বাহা আমার ইচ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, অভিপ্রেত, প্রার্থিত ছিল—“অহো। যদি শ্রমণ গোঁতম বিধান করিতে পারি”—তদনন্তরপই গোঁতম আমাকে আমার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি অবশ্যই উত্তর দ্বাৰা তাঁহাকে সন্তুষ্টি করিব।’

১৩। তৎপরে সোণদন্ড দেহকে ঋজুভাবে বক্ষা করিয়া পরিষদের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত পদ্বর্ক ভগবানকে করিলেন : ‘হে গোঁতম, পঞ্চবিধ গুণযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ পদ্ব্যকে ব্রাহ্মণ করিয়া থাকেন, বাহাতে ঐ পদ্ব্য “আমি ব্রাহ্মণ” এইবদ্রূপ করিলে তাহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।

পঞ্চ গুণ কি কি ? তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সৃজাত, উদ্ধতন সপ্ত পুত্রবর্ষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ । তিনি অধ্যাপক, মন্ত্রধাবক, গ্রিবেদ, নিষ্পত্তি, বেদনির্দিষ্ট অনুরূপান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসব্দপ পঞ্চম বেদে পাবদর্শী, পদ পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক; কুটতর্কবিদ্যানিপুণ এবং মহাপুত্রবর্ষ ক্রলণ জ্ঞান সম্পন্ন । তিনি অভিব্যপ, দর্শনীর, প্রাসাদিক, পবনবর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহাদর্শন । তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্জিত শীল সম্পন্ন । তিনি পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় । হে গোতম, এই পঞ্চবিধ গুণযুক্ত হইলে পুত্রবর্ষ ব্রাহ্মণগণ কতৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হন, যাহাতে তিনি “আমি ব্রাহ্মণ” এইব্দপ কহিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ।’

১৪ । ‘হে ব্রাহ্মণ, যদি এই পঞ্চ গুণ হইতে এক গুণকে পৃথক কবা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট চারি গুণ যুক্ত পুত্রবর্ষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত কবা যায়, যাহাতে তিনি “আমি ব্রাহ্মণ” এইব্দপ কহিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ।’

‘হে গোতম, তাহা সম্ভব । এই পঞ্চবিধ গুণ হইতে বর্ণকে পৃথক কবা যায় । বর্ণ কি কবিতে পারে ? ব্রাহ্মণ যদি পুত্রবর্ষে অপব চারিটি গুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কতৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি “আমি ব্রাহ্মণ” এইব্দপ কহিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ।’

১৫ । ‘কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ, যদি এই চারিটি গুণ হইতে একটিকে পৃথক কবা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট তিনটি গুণ যুক্ত পুত্রবর্ষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত কবা যায়, যাহাতে তিনি “আমি ব্রাহ্মণ” এইব্দপ কহিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ?’

‘হে গোতম, তাহা সম্ভব । এই চতুর্বিধ গুণ হইতে মন্ত্রকে পৃথক কবা যায় । মন্ত্র কি কবিতে পারে ? ব্রাহ্মণ যদি পুত্রবর্ষে অপব তিনটি গুণ যুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কতৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি “আমি ব্রাহ্মণ” এইব্দপ বলিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ।’

১৬ । ‘কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ, যদি এই তিনটি গুণ হইতে একটিকে পৃথক কবা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট দুইটিগুণ যুক্ত পুত্রবর্ষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত

কবা যায, যাহাতে তিনি “আমি ব্রাহ্মণ” এইব্দ কহিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ?’

‘হে গোতম, তাহা সম্ভব । এই ত্রিবিধ গুণ হইতে জাতিকে পৃথক কবা যায । জাতি কি কবিতে পারে ? ব্রাহ্মণ যদি পুৰুষোক্তি অপব দুইটি গুণ-যুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কতৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি “আমি ব্রাহ্মণ” এইব্দ কহিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ।

১৭ । এইব্দ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ সোণদন্ডকে কহিল :

‘পুজ্য সোণদন্ড, আপনি এব্দ কহিবেন না । আপনি এব্দ কহিবেন না । মাননীয় সোণদন্ড বর্ণের অপবাদ কবিতেছেন, মন্ত্ৰের অপবাদ কবিতেছেন, জাতির অপবাদ কবিতেছেন, তিনি একান্তই শ্রমণ গোতমের মতবাদ গ্রহণ কবিতেছেন ।’

১৮ । তৎপরে ভগবান ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন : ‘ব্রাহ্মণগণ, যদি তোমবা মনে কব “সোণদন্ড অল্পশ্রুত, দুর্ভাষ, দুঃপ্রজ্ঞ, শ্রমণ গোতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুক্তব দানে অক্ষম,” তাহা হইলে সোণদন্ড ক্ষান্ত হউক, তোমবাই আমাব সহিত বিচাবে প্রবৃত্ত হও । কিন্তু যদি তোমবা মনে কব “সোণদন্ড বহুশ্রুত, সুভাষ, পণ্ডিত, শ্রমণ গোতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুক্তব দানে সক্ষম,” তাহা হইলে তোমবা ক্ষান্ত হও, সোণদন্ডই আমাব সহিত বিচাবে প্রবৃত্ত হউক ।’

১৯ । এইব্দ কথিত হইলে সোণদন্ড ভগবানকে কহিলেন : ‘গোতম, আপনি ক্ষান্ত হউন, মোঁন ধাবণ কবুন, আমিই তাহাদের সহিত ধৰ্ম্মানুব্দ বিচাব কবিব ।’

তৎপরে সোণদন্ড ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন : ‘আপনাবা এব্দ কহিবেন না, এব্দ কহিবেন না—“সোণদন্ড বর্ণের অপবাদ কবিতেছেন, মন্ত্ৰের অপবাদ কবিতেছেন, জাতির অপবাদ কবিতেছেন, তিনি একান্তই শ্রমণ গোতমের মতবাদ গ্রহণ কবিতেছেন ।” আমি বর্ণ, অথবা মন্ত্ৰ, অথবা জাতির অপবাদ কবিতেছি না ।’

২০ । ঐ সময়ে সোণদন্ডের ভাগিনেয় অঙ্গক নামক যুবক সেই পৰিষদে উপবিষ্ট ছিলেন । সোণদন্ড ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন : ‘আপনাবা আমাদের ভাগিনেয় অঙ্গককে দেখিতেছেন ?’

‘দেখিতেছি ।’

‘অঙ্গক অভিব্যুপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পবন বর্ণসৌন্দর্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহান্দর্শন , এই পবিষদে বর্ণ ।বষয়ে গোতম ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই । তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধাবক , ত্রিবেদ, নিধিগুণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসব্যুপ পঞ্চম বেদে পাবদর্শী, পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক ; কুটতর্কবিদ্যানিপুণ ও মহাপদব্দলক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন । আমিই তাঁহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিযাছি । অঙ্গক মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সদ্ভ্রাত, উর্দ্ধতন সপ্তপদব্দ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গভর্জাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ । আমি তাঁহার মাতা পিতাকে জানি । যদি অঙ্গক প্রাণনাশ কবেন, অদন্ত গ্রহণ কবেন, পবদাব গমন কবেন, মিথ্যা কহেন, মদ্য পান কবেন, তাহা হইলে বর্ণ তাঁহার কি করিবে ? মন্ত্র ও জাতি কি করিবে ? ব্রাহ্মণ যখন শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বান্ধিতশীল সম্পন্ন হন, যখন তিনি পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় হন, তখন এই দ্বিবিধ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ অভিহিত কবেন এবং তিনি “আমি ব্রাহ্মণ” এইব্যুপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ।’

২১ । ‘ব্রাহ্মণ, যদি এই দুই গুণ হইতে এককে পৃথক কবা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট একটি গুণযুক্ত পদব্দকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত কবা যায়, যাহাতে তিনি “আমি ব্রাহ্মণ” এইব্যুপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ?’

‘না, গোতম । কাবণ প্রজ্ঞা শীল দ্বাবা প্রক্ষালিত এবং শীল প্রজ্ঞা দ্বাবা প্রক্ষালিত , যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল , শীলবান প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীলসম্পন্ন , শীল ও প্রজ্ঞা লোকে সর্বোৎকৃষ্ট কথিত হয় । হে গোতম, যেরূপ হস্ত দ্বাবা হস্ত ধৌত হয়, পাদ দ্বাবা পাদ ধৌত হয়, সেই রূপেই শীল-প্রক্ষালিত প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-প্রক্ষালিত শীল , যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল , শীলবান প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীল সম্পন্ন, শীল ও প্রজ্ঞা লোকে সর্বোৎকৃষ্ট কথিত হয় ।’

২২ । ‘ব্রাহ্মণ, ইহাই বটে । কাবণ প্রজ্ঞা শীলদ্বাবা . . .কথিত হয় । কিন্তু সেই শীল কি, এবং সেই প্রজ্ঞা কি ?’

‘হে গোতম, এই বিষয়ে আমিবা মাত্র এই পর্যন্ত জানি । পূজ্য গোতমই অনুগ্রহ পূর্বক এই বাক্যের অর্থ প্রকাশ করুন ।’

২৩। ‘তাহা হইলে, হে ব্রাহ্মণ, শ্রবণ কব, উত্তমবদ্রপে মনঃসংযোগ কব, আমি কহিতোছি।’

প্রত্যুত্তরে সোণদণ্ড কহিলেন, “উত্তম।”

ভগবান কহিলেন :

‘ব্রাহ্মণ, মনে কব জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অবহত, সম্যক সম্বুদ্ধ[এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০—৬৩ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু এই বদ্রপেই শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ইহাই ঐ শীল।

[এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৭৫ সং পদচ্ছেদের “তিনি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া” এই অংশ হইতে আবৃত্ত কবিয়া ক্রমান্বয়ে উক্ত সূত্রের ৯৮ সং পদচ্ছেদ পর্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে] ‘এই বদ্রপেই তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ইহাই ঐ প্রজ্ঞা।

২৪। এইবদ্রপ কথিত হইলে সোণদণ্ড ভগবানকে কহিলেন :

‘উত্তম, গৌতম, উত্তম। স্বেদপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হষ, লঙ্কারিত প্রকাশিত হষ, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হষ, চক্ষুস্মানেব দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকাবে তৈলদীপ ধৃত হষ, সেইবদ্রপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকাবে ধর্ম প্রকাশিত কবিয়াছেন। আমিও ভগবান গৌতমেব, ধর্মের এবং ভিক্ষুসম্মেব শ্রবণ লইতোছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে শ্রবণাগত উপাসক বদ্রপে গ্রহণ কবুন। পূজ্য গৌতম অনুগ্রহ পূর্বক আগামী কল্য ভিক্ষু সম্মেব সহিত আমার অন্ত গ্রহণ কবিবেন।’

ভগবান তুষ্টীভাব দ্বাবা সম্মতি প্রকাশ কবিলেন। তৎপবে সোণদণ্ড ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ কবিয়া প্রস্থান কবিলেন। বাহির অবসানে সোণদণ্ড স্বীয় আবাসে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত কবিয়া ভগবানের নিকট বার্তা প্রেবণ কবিলেন :

‘হে গৌতম, অন্ত প্রস্তুত ,’

ভগবানের নিকট সোণদণ্ডের প্রণতি

২৫। তদন্তব ভগবান পূর্বাহ্নেব বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষুসম্মেব সহিত সোণদণ্ডেব গৃহে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট

আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপবে সোণদন্ড বুদ্ধ প্রমদ্য ভিক্ষুসম্মুখে উত্তম উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পবিবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিলেন। ভোজনাবসানে ভগবান পাণ্ড হইতে হস্ত অপসারিত করিলে সোণদন্ড নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পবে সোণদন্ড ভগবানকে কহিলেন।

২৬। 'হে গোতম, পবিষদ মধ্যে আগত হইয়া যদি আমি আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবান গোতমকে অভিবাদন করি, তাহা হইলে পবিষদ কর্ত্ত্বক আমি তিবক্ষুত হইব। যে পবিষদ কর্ত্ত্বক তিবক্ষুত হইবে, তাহাব যশেব হ্রাস হইবে, যাহাব যশেব হ্রাস হইবে তাহাব ভোগেবও হ্রাস হইবে, যশ হইতেই আমাদেব ভোগ প্রাপ্তি হয়। হে গোতম, পবিষদে আসনোপবিষ্ট হইয়া যদি আমি অঞ্জলিবদ্ধ হই, তাহা হইলে উহা আসন হইতে আমাব প্রত্যুপস্থান বদুপে গ্রহণ কব্দন। হে গোতম, পবিষদে উপবিষ্ট হইয়া যদি আমি শিবোবেষ্টন উন্মোচন করি, ভগবান গোতম উহা আমাব শিবদ্বাবা অভিবাদন বদুপে গ্রহণ কব্দন।—হে গোতম, যদি আমি যানাবুট হইয়া যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভগবান গোতমকে অভিবাদন করি, তাহা হইলে পবিষদ কর্ত্ত্বক নিন্দিত হইব। পবিষদ কর্ত্ত্বক নিন্দিত হইলে যশেব হ্রাস হইবে, যশেব হ্রাস হইলে ভোগেবও হ্রাস হইবে, যশ হইতেই ভোগ প্রাপ্তি হয়। হে গোতম, যদি আমি যানাবুট হইয়া প্রতোদ যন্টি উত্তোলন করি, উহা আমাব যান হইতে অবতরণ বদুপে গ্রহণ কব্দন। হে গোতম, যদি আমি যানাবুট হইয়া হস্ত নমিত করি, উহা শিবদ্বাবা আমাব অভিবাদন বদুপে গ্রহণ কব্দন।'

২৭। অনন্তব ভগবান সোণদন্ডকে ধর্ম্মকথা দ্বাবা উপদিষ্ট, সমুদীপ্ত, সমুত্তোজিত, সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

। সোণদন্ড সূত্র সমাপ্ত।

কুটদন্ত সূত্ৰেৰ পূৰ্বাভাষ

ব্ৰাহ্মণ কুটদন্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদনে ইচ্ছুক হইয়া ঐ যজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভার্থ বুদ্ধেৰ নিকট গমন পূৰ্বক তাঁহাকে ষোড়শাঙ্গ ত্ৰিবিধ যজ্ঞ বিষয়ে প্রশ্ন কৰিলেন। উত্তৰে বুদ্ধ নৃপতি মহাবিজিতেৰ যজ্ঞেৰ উল্লেখ কৰিয়া কহিলেন যে, পূৰ্বকালে ঐ নৃপতি মহাযজ্ঞেৰ অনুষ্ঠান কৰিতে সংকল্প কৰিয়া স্বীয় পূৰ্বোহিত ব্ৰাহ্মণকে ঐ সম্বন্ধে উপদেশ দান কৰিতে অনুবোধ কৰিলেন। ঐ ব্ৰাহ্মণ পূৰ্বোহিত আৰু কেহই নহেন, তিনি বুদ্ধেৰই এক পূৰ্ব জন্ম। পূৰ্বোহিত বাজাকে সৰ্বিশেষ উপদেশ দান কৰিলে উপদেশানুসাবে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। ঐ যজ্ঞে পশুবধ হইল না। শত শত গো. মেষ, কক্কট ও শূকৰ—যজ্ঞে বধার্থ আহুত পশু মৃত্ত হইল।

আখ্যান সমাপ্ত হইলে কুটদন্ত বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন যে ঐ ষোড়শাঙ্গ ত্ৰিবিধ যজ্ঞ সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুন্দৰ কিন্তু মহত্বৰ ফলপ্ৰদায়ী অন্য কোন যজ্ঞ আছে কি না। উত্তৰে বুদ্ধ নিম্নলিখিত যজ্ঞসমূহেৰ উল্লেখ কৰিলেন, উহাদেৰ প্ৰত্যেক পৰবৰ্তী যজ্ঞ পূৰ্ববৰ্তী অপেক্ষা মহত্বৰ ফলপ্ৰদায়ী—

- (১) গীলবান প্ৰব্ৰজিতদিগেৰ উদ্দেশে অনুকূল নিত্য দান যজ্ঞ ;
- (২) চতুৰ্দিকস্থ সঙ্ঘেৰ উদ্দেশে নিৰ্মিত বিহাৰ ,
- (৩) প্ৰসন্ন চিত্তে ত্ৰিশৰণেৰ (বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সঙ্ঘ) গ্ৰহণ ,
- (৪) প্ৰসন্ন চিত্তে শিক্ষাপদ সমূহেৰ গ্ৰহণ : প্ৰাণাতিপাত, চৌষ্য, ব্যভিচাৰ, মৃষাবাদ, মদ্যপান ইত্যাদি হইতে বিবৰ্তি ,
- (৫) প্ৰথম ধ্যান,
- (৬) দ্বিতীয় ধ্যান,
- (৭) তৃতীয় ধ্যান,
- (৮) চতুৰ্থ ধ্যান,
- (৯) জ্ঞান দৰ্শন,
- (১০) আসব ক্লষ।

সৰ্বশেষোক্ত যজ্ঞ হইতে উন্নততৰ ও মধুৰতৰ যজ্ঞ আৰু নাই। উপদেশান্তে ব্ৰাহ্মণ কুটদন্ত ত্ৰিবজ্জেৰ শৰণ লইলেন।

৫। কুটদন্ত সূত্র

১। আমি এইব্দপ শ্রবণ কবিষাছি। এক সময় ভগবান পঞ্চ শত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত মগধে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ দেশের খান্দুমত নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায তিনি অম্বলট্ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ কুটদন্ত বাজভোগ্য, বাজদায ব্রহ্মদায ব্দপে মগধবাজ শ্রেণিক বিম্বিসাব কন্তুর্ক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদকধান্য সম্পন্ন খান্দুমতে বাস করিতে ছিলেন। ঐ সময় কুটদন্ত ব্রাহ্মণের মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছিল। সাত শত বৃষ, সাত শত বৎসতব, সাত শত বৎসতবী, সাত শত ছাগ এবং সাত শত মেঘ যজ্ঞার্থে ব্দপকাষ্ঠে নীত হইয়াছিল।

২। খান্দুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিলেন : ‘শাক্যপুত্র শ্রমণ গোতম .. শূভজনক’ (সোণদণ্ড সূত্রের ২ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) তদন্তব খান্দুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খান্দুমত হইতে নিষ্ক্রমণ পদ্বর্ক অম্বলট্ঠিকা উদ্যানে গমন করিতে লাগিলেন।

৩। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ কুটদন্ত দিবাক্ষণের নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদোপরি গমন কবিষা ছিলেন। তিনি দেখিলেন খান্দুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খান্দুমত হইতে নিষ্ক্রমণ পদ্বর্ক অম্বলট্ঠিকার অভিমুখে গমন করিতেছে। উহা দেখিয়া তিনি দ্বাবপালকে কহিলেন :

‘খান্দুমতের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ কি হেতু এইব্দপে অম্বলট্ঠিকার অভিমুখে গমন করিতেছে?’

‘শাক্যপুত্র শ্রমণ গোতম শাক্যকুল হইতে প্ররজিত হইয়া পঞ্চ শত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত মগধে ভ্রমণ করিতে করিতে খান্দুমতে উপনীত হইয়া তথায অম্বলট্ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গোতমের সম্বন্ধে এইব্দপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : “ইনিই বুদ্ধ ভগবন্ত।” সেই ভগবান গোতমকে দেখিবার জন্য ইহা বা যাইতেছে।’

৪। তদনন্তব কুটদন্ত চিন্তা করিলেন :

‘আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গোতম ষোড়শ অঙ্গযুক্ত ত্রিবিধ যজ্ঞ বিদিত আছেন। উহা কিন্তু আমাব বিদিত নয়, অথচ আমি মহাযজ্ঞ সম্পাদনে ইচ্ছুক। অতএব আমি শ্রমণ গোতমের নিকট গমন কবিষা তাহাকে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবিব।’

তৎপরে কুটদন্ত দ্বাবপালকে কহিলেন : ‘দ্বাবপাল, তুমি খান্দুমতেব ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণেব নিকট গিয়া ‘বল, “ব্রাহ্মণ কুটদন্ত আপনাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, তিনিও শ্রমণ গোতমেব দর্শনার্থ যাইবেন।’

কুটদন্ত ও ব্রাহ্মণগণ

‘যথা-আজ্ঞা’ কহিয়া দ্বাবপাল খান্দুমতেব ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণেব নিকট গিয়া সমস্ত কহিল।

৫। ঐ সময়ে বহু শত ব্রাহ্মণ কুটদন্তেব মহাযজ্ঞে যোগদান করিবাব নিমিত্ত খান্দুমতে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহাবা শুনিলেন যে কুটদন্ত শ্রমণ গোতমেব দর্শনার্থ যাইতেছেন : ইহা শুনিয়া তাঁহারা কুটদন্তের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন :

‘কুটদন্ত শ্রমণ গোতমকে দর্শন করিতে যাইবেন ইহা কি সত্য ?,

‘ইহাই আমাব ইচ্ছা, আমিও গোতমকে দর্শন করিতে যাইব।’

৬। ‘মাননীয় কুটদন্ত গোতমেব দর্শনার্থ যাইবেন না, যাওয়া যুক্ত নহে। কুটদন্ত গোতমেব দর্শনার্থ যাইলে তাঁহাব যশেব হ্রাস হইবে, গোতমের যশ বৃদ্ধি পাইবে। এই কাবণে কুটদন্তেব যাওয়া যুক্ত নহে, শ্রমণ গোতমেবই কুটদন্তেব নিকট আগমন কবা উচিত। কুটদন্ত মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই (নিম্বেদাষ সোণদণ্ড সূত্রেব ৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই কাবণে কুটদন্তেব যাওয়া উচিত নহে, গোতমেবই কুটদন্তেব নিকট আগমন কবা উচিত। মাননীয় কুটদন্ত আচ্য সম্পন্ন* খান্দুমতে বাস করিতেছেন। এই কাবণে কুটদন্তেব শ্রমণ গোতমেব দর্শনার্থ গমন উচিত নহে, গোতমেবই উচিত কুটদন্তেব দর্শনার্থ আগমন কবা।

৭। এইরূপ উক্ত হইলে কুটদন্ত ঐ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন :

‘তাহা হইলে, ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আমাব বাক্যও শ্রবণ কর, যে কাবণে... আমাদের কর্তব্য। যেহেতু তিনি খান্দুমতে উপনীত হইয়া তথায় অম্ললট্ঠিকা উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই হেতু তিনি আমাদের অতিথি এবং অতিথি আমাদের...কর্তব্য। এই সকল কাবণে...অপবিসীম।’ (সোণদণ্ড সূত্রেব ৬ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

* সেগাদণ্ড সূত্রেব ৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। এইব্দেপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ কুটদন্তকে কহিলেন :

‘মাননীয় কুটদন্ত য়েব্দেপে শ্রমণ গৌতমেব প্রশংসোক্তি কবিলেন, তাহাতে
যাইব।’ (সোণদণ্ড সূত্রেব ৭ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

তৎপবে কুটদন্ত বৃহৎ ব্রাহ্মণ-সম্বেষসহিত অম্বলট্ঠিকা উদ্যানে ভগবানেব
নিকট গমনপদ্বর্ক তাহাকে অভিবাদন ও তাহাব সহিত প্রীত্যালাপান্তে এক
প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। খানমতেব ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণ কেহ কেহ ভগবানকে
একান্তে বসিলেন।

৯। এইব্দেপে উপবিষ্ট হইয়া কুটদন্ত ভগবানকে কহিলেন :

‘হে গৌতম, আমি শূন্যিষাছি শ্রমণ গৌতম ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদা
অবগত আছেন। আমি উহা জানি না, কিন্তু আমি মহাযজ্ঞ কবিতে ইচ্ছক।
গৌতম আমাকে অনগ্রহ পদ্বর্ক ঐ যজ্ঞ সম্পদা শিক্ষা দিন।’ ‘তাহা হইলে,
ব্রাহ্মণ, শ্রবণ কব, উত্তম ব্দেপে মনঃসংযোগ কব, আমি কহিতোছি।’

যজ্ঞের পূর্ব-কৃত্য

প্রত্যন্তবে কুটদন্ত সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন। ভগবান কহিলেন :

১০। ‘ব্রাহ্মণ, পদ্বর্কালে মহাবিজিত নামে এক বাজা ছিলেন। তিনি
আচ্য, মহাধনী, মহাভোগী ছিলেন, তাহাব বাজভান্ডাব প্রভূত স্বর্ণ বৌপ্যাদি
বিস্ত-উপকবণ ও ধনধান্যে পবিপূর্ণ ছিল। বাজা মহাবিজিত নিম্জনে ধ্যান-
বত হইলে তাহাব চিত্তে এইব্দেপ পবিবিতকেব উদয হইল : “বিপুল মানুষী
ভোগ আমাব অধিকাৰে, আমি সুবিশাল পৃথিবীমণ্ডল জয কবিষাছি,
অতএব আমি মহাযজ্ঞেব অনর্ষ্ঠান কবিব, উহা দীর্ঘকাল আমাব সুখ ও
হিতবিধান কবিবে ” তৎপবে বাজা মহাবিজিত প্দবোহিত ব্রাহ্মণকে আহবান
কবিষা কহিলেন : “হে ব্রাহ্মণ, আমি নিম্জনে ধ্যানবত হইলে আমাব চিত্তে
এইব্দেপ পবিবিতকেব উদয হইল : বিপুল মানুষী ভোগ...কবিবে। হে
ব্রাহ্মণ, আমি মহাযজ্ঞেব অনর্ষ্ঠান কবিতে ইচ্ছা কবি, দীর্ঘকাল আমাব হিত
ও সুখেব জন্য আমাকে শিক্ষা দিন ”

১১। ‘বাজা এইব্দেপ কহিলে ব্রাহ্মণ প্দবোহিত মহাবিজিতকে কহিলেন :
“নৃপতিব জনপদ সন্টক স-উৎপীড়, বাজ্যে গ্রাম ও নগব লৃষ্ঠনকাবী
চোবেব প্রাদুর্ভাব, পথ সমূহ ভযপূর্ণ। বাজা যদি এই সন্টক স-উৎপীড়
জনপদ হইতে কব গ্রহণ কবেন, তাহা হইলে উহা ন্যায বিগহিত হইবে।

বাজা হযত মনে করিতে পারেন : “এই দস্যু-কণ্টক আমি বধ, বন্ধন, হানি, নিন্দা অথবা নিব্বাসন দ্বাৰা উৎপাটিত করিব”, কিন্তু এইরূপে ঐ দস্যু-কণ্টক সম্যক প্রকাৰে দূৰীভূত হইবে না। হতাবশিষ্টগণ রাজার জনপদে উপদ্রব করিবে। কিন্তু এক উপায় আছে যন্দ্বাৰা এই উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে দূৰীভূত হইতে পারে। বাজ্যে কৃষি-গোবন্ধ কৰ্ম্মে বাহাদেব উৎসাহ, রাজা তাহাদিগকে বীজ ও অন্নদান কব্দন, বাণিজ্যে বাহাদেব উৎসাহ, রাজা তাহাদিগকে মূলধন দান কব্দন, বাহাবা রাজকাৰ্য্য নিষ্পত্তি, রাজা তাহাদিগকে অন্ন ও বেতন দান কব্দন, ঐ সকল মনুষ্য স্বকৰ্ম্ম নিবত হইয়া আৰ বাজ্যে উপদ্রব করিবে না; রাজ্যৰ আয়বৃদ্ধি হইবে, বাজ্য ক্লেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত হইবে, প্রজাবৰ্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিবৰ্গল গৃহে সুখে বিহাৰ করিবে।”

বাজা মহাবিজিত “উজ্জয়” কহিয়া পুৰোহিত ব্রাহ্মণেৰ বাক্যানুসাবে বাজ্যেৰ কৃষক-গোবন্ধকগণকে বীজ ও অন্ন দান করিলেন, বণিকগণকে মূলধন দান করিলেন, বাজপদ্রুতগণকে অন্ন ও বেতন দান করিলেন। ঐ সকল মনুষ্য স্বকৰ্ম্মনিবত হইয়া আৰ বাজ্যে উপদ্রব করিল না, রাজ্যৰ আয় বৃদ্ধি হইল; ক্লেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত বাজ্যে প্রজাবৰ্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিবৰ্গল গৃহে সুখে বিহাৰ করিতে লাগিল।

যজ্ঞের পূর্বকৃত্য

১২। ‘অনন্তর বাজা মহাবিজিত পুৰোহিত ব্রাহ্মণকে আহবান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন : “দস্যু-কণ্টক উৎপাটিত হইয়াছে, আপনার বিধানে আমার কোষ পরিপূর্ণ, বাজ্য ক্লেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত। প্রজাবৰ্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিবৰ্গল গৃহে সুখে বাস করিতেছে। হে ব্রাহ্মণ, আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক, দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে শিক্ষা দিন।”

“তাহা হইলে, মহাবাজ, বাজ্যেৰ নৈগম এবং জ্ঞানপদ ক্রিয় সামন্তরাজগণকে, অমাত্য পারিষদগণকে, ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে, ধনী গৃহস্থগণকে আমন্ত্রণ পূর্বক কহুন : “আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলষী, দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে শিক্ষা দিন।”

‘হে ব্রাহ্মণ. বাজা মহাবিজিত পুৰোহিত ব্রাহ্মণেৰ বাক্যে সন্মত হইয়া

বাজ্যেব নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তবাজগণকে, অমাত্য পারিষদগণকে, ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে, ধনী গৃহস্থগণকে. আমন্ত্রণ পদ্বৰ্ক কহিলেন : “আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে .. শিক্ষা দিন।” উত্তরে তাঁহারা সকলেই কহিলেন : মহাবাজ, যজ্ঞানুষ্ঠান কব্দন, যজ্ঞকাল উপস্থিত।”

‘এইবদুপে ঐ চারি অনর্মতি-পক্ষ সেই যজ্ঞেব উপাদান স্ববদুপ হইলেন।

১৩। ‘বাজা মহাবিজিত অষ্টাঙ্গ-যুক্ত ছিলেন—তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সৃজাত, উদ্ধর্তন সপ্তপদ্বৰ্ষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ—

‘তিনি অভিবদুপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পবন বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহাদর্শন—

‘তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-বৌপ্যাদি বিস্ত-উপকরণ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ বাজভান্ডার সম্পন্ন—

‘তিনি পবাক্রান্ত, বাজভক্ত আদেশানুবর্তী চতুবঙ্গিনী সেনা সমন্বিত, স্বীয় যশগোবব দ্বাবা যেন শত্রুদহনকাৰী—

‘তিনি শ্রদ্ধাবান, দাযক, দানপতি, অবাবিত দাব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-নিঃস্ব-দাবিত্র-যাচকগণেব তৃষ্ণানিবাবী উৎস, তিনি পদুগ্য কৰ্ম্মকাৰী—

‘তিনি সৰ্ববিধ বিদ্যাষ বহুশ্রুত—

‘তিনি ভাবিতেব অর্থজ্ঞান সম্পন্ন : “এই কথাব এই অর্থ, এই কথাব এই অর্থ”—

তিনি পান্ডিত, নিপদুগ, মেধাবী, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের চিন্তা কবণে সক্ষম।

‘বাজা মহাবিজিত এই অষ্টাঙ্গযুক্ত ছিলেন। এই অষ্টাঙ্গও সেই যজ্ঞে উপাদান স্ববদুপ হইল।

ত্রিবিধি

১৪। ‘পদ্বোহিত ব্রাহ্মণ চতুবঙ্গ যুক্ত—

তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সৃজাত, উদ্ধর্তন সপ্ত পদ্বৰ্ষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ—

তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধাবক, ত্রিবেদ, নিষংষ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি

সমুদ্র, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাস রূপ পঞ্চম বেদে পাবদর্শী ; পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক ; কুটতর্কবিদ্যা নিপুণ এবং মহাপদবৃক্ষলক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন—

তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিতশীল, সম্পন্ন—

তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী. যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়।

পদবোহিত ব্রাহ্মণ এই চতুৰঙ্গ যুক্ত। এই চতুৰঙ্গও সেই যজ্ঞের উপাদান স্বরূপ হইল।

১৫। ‘তদনন্তর, ব্রাহ্মণ, পদবোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতকে যজ্ঞের পূর্বে ত্রিবিধ শিক্ষা দিলেন : “মহাযজ্ঞ করণেচ্ছ আপনাব চিত্তে যদি এইরূপ অন্ততাপ উপস্থিত হয় : “আমাব বিপুল ধনবাশি ব্যয়িত হইবে”, তাহা হইলে রাজা ঐ অন্ততাপ পোষণ করিবেন না। যজ্ঞকালে যদি আপনাব চিত্তে এইরূপ অন্ততাপ উপস্থিত হয় “আমাব বিপুল ধনবাশি ব্যয়িত হইতেছে” তাহা হইলে রাজা ঐ অন্ততাপ পোষণ করিবেন না। যজ্ঞ সমাপনান্তে যদি আপনাব চিত্তে এইরূপ অন্ততাপ উপস্থিত হয় : “আমাব বিপুল ধনবাশি ব্যয়িত হইয়াছে”, তাহা হইলে রাজা ঐ অন্ততাপ পোষণ করিবেন না।

‘পদবোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতকে যজ্ঞের পূর্বে এই ত্রিবিধ শিক্ষা দিলেন।’

১৬। তৎপরে পদবোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পূর্বেই রাজা মহাবিজিতেব প্রতিগ্ৰাহকদিগের প্রতি যে দশ প্রকারে চিত্ত বিকাব উৎপন্ন হইতে পারে তাহা দূর করিলেন। “আপনাব যজ্ঞে প্রাণাতিপাতীও আসিবে, যাহাব প্রাণাতিপাত হইতে বিবত তাহাবাও আসিবে। উহাদিগের মধ্যে যাহাবা প্রাণাতিপাতী তাহাবা আপনাদিগের প্রাণাতিপাত লইয়াই থাকিবে, যাহাবা প্রাণাতিপাত হইতে বিবত রাজা তাহাদের জন্যই যজন করিবেন, তাহাদেরই প্রীতি উৎপাদন করিবেন, তাহাবাই রাজাব হৃদযাত্যন্তবে প্রসন্নতা আনয়ন করিবে।

প্রকৃত যজ্ঞ

যাহাবা অদন্তেব গ্রহণকাৰী তাহাবাও আপনাব যজ্ঞে আসিবে, যাহাবা অদন্তেব গ্রহণ হইতে বিবত তাহাবাও আসিবে.. যাহাবা ব্যভিচারী তাহাবাও

আসিবে, যাহাবা ব্যাভিচাব হইতে বিবত তাহাবাও আসিবে, যাহাবা মিথ্যা-বাদী এবং যাহাবা মিথ্যাবাদ হইতে বিবত, যাহারা পিশুণ ভাষী এবং যাহাবা পিশুণ ভাষ হইতে বিবত, যাহাবা পবুৰভাষী এবং যাহাবা পবুৰভাষ হইতে বিবত, যাহারা বৃথা প্রলাপকারী এবং যাহারা উহা হইতে বিবত, যাহাবা লোভী তাহাবা এবং যাহাবা অলোভী তাহাবা, যাহাবা ব্যাপন্ন চিত্ত তাহাবা এবং যাহাবা অব্যাপন্ন চিত্ত তাহাবা, যাহাবা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন তাহাবা এবং যাহাবা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাহাবা—উহাবা সকলেই আসিবে। যাহাবা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন তাহাবা উহা লইয়াই থাকিবে, যাহাবা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন রাজ্য তাহাদেব জন্যই যজন কবিবেন, তাহাদেবই প্রীতি উৎপাদন কবিবেন, তাহাবাই বাজাব হৃদযাত্যন্তরে প্রসন্নতা আনয়ন কবিবে।” পুৰোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞেব পুৰোহিত বাজা মহাবিজিতেব প্রতিগ্রাহকদিগেব প্রতি এই দশ প্রকারে যে চিত্তবিকার উৎপন্ন হইতে পাবে তাহা দূৰ কবিলেন।

১৭। তৎপরে পুৰোহিত ব্রাহ্মণ মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠানেব সময় রাজ্য মহাবিজিতেব চিত্তকে ষোড়শ প্রকাৰে সমুপদিষ্ট সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রস্তুত কবিলেন : “মহাযজ্ঞানুষ্ঠান কালে যদি বাজাকে কেহ কহে— ‘বাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন, কিন্তু তিনি নৈগম এবং জনপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণকে নিমন্ত্ৰণ কবেন নাই, অথচ বাজা এইবুপ মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন,’ বাজাকে ধৰ্ম্মতঃ কেহ এবুপ বলিতে পাবেনা, তিনি নৈগম এবং জনপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণকে নিমন্ত্ৰণ কবিষাছেন, অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূৰ্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। যদি কেহ বাজাকে এবুপ কহে : ‘বাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন, কিন্তু নিগম ও জনপদ হইতে অমাত্য পাবিষদবর্গকে নিমন্ত্ৰণ কবেন নাই ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে নিমন্ত্ৰণ করেন নাই ..ধনী গৃহস্থগণকে নিমন্ত্ৰণ করেন নাই, অথচ তিনি মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন,’ বাজাকে ধৰ্ম্মতঃ কেহ এবুপ বলিতে পাবেনা, তিনি ঐ সকল নিমন্ত্ৰণ সম্পন্ন কবিষাছেন, অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূৰ্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। —যদি কেহ বাজাকে এবুপ কহে : ‘বাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন, কিন্তু তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সদ্ভাজ্য নহেন, উকৃতন সপ্তপুৰুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত নহেন, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নিন্দোষ নহেন, অথচ তিনি মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন,’ বাজাকে ধৰ্ম্মতঃ

কেহ এরূপ বলিতে পারে না, আপনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সৃজাত, উদ্ধতন সপ্তদশ পদবৃষ পৰ্য্যন্ত বিশুদ্ধ গৰ্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ। অতএব আপনি যজন কব্দন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব কব্দন। —যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে : ‘রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তিনি অভিব্যপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পবন বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, রক্ষাবর্ণী, রক্ষাদেহী, মহাদর্শন নহেন তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণবোপ্যাদি বিত্ত-উপকরণ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডার সম্পন্ন নহেন। তিনি পবাক্রান্ত, রাজভক্ত আদেশানুবর্তী চতুরঙ্গিনী সেনা সমন্বিত, স্বীয় যশগৌরবদ্বারা শত্রু দহন কাৰী নহেন তিনি শ্রদ্ধাবান, দায়ক, দানপতি, অবাচিতদ্বাব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-নিঃস্ব-দাবিদ্র-ষাচকগণের তৃষ্ণানিবাহী উৎস এবং পুণ্য কর্মকাৰী নহেন...তিনি সর্ববিধ বিদ্যাষ বহুশ্রুত নহেন...তিনি “এই কথার এই অর্থ, এই কথার এই অর্থ” এইরূপ ভাষিতেব অর্থজ্ঞান সম্পন্ন নহেন...তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের চিন্তা করণে সক্ষম নহেন... অথচ তিনি এইরূপ মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান করিতেছেন,’ রাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পারেনা, আপনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের চিন্তাকরণে সক্ষম, অতএব আপনি যজন কব্দন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব কব্দন। —যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে : ‘রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্বোহিত ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সৃজাত, উদ্ধতন সপ্তদশ পদবৃষ পৰ্য্যন্ত বিশুদ্ধ গৰ্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ নহেন। অথচ তিনি এইরূপ মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান করিতেছেন,’ রাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পারে না, রাজাব পূর্বোহিত ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ...নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ। অতএব আপনি যজন কব্দন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব কব্দন। যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে : ‘রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্বোহিত ব্রাহ্মণ অধ্যায়ক ও মন্ত্রধারক নহেন ; গ্রিবেদ, নিষংগ, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাস-রূপ পঞ্চমবেদে পারদর্শী নহেন ; পদপাঠস্ত্র ও বৈয়াকরণিক নহেন ; কটুতর্ক-বিদ্যানিপুণ এবং মহাপদবৃষলক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন নহেন। তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্জিতশীল সম্পন্ন নহেন...তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী

যাজ্ঞিকদিগেব মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় নহেন, অথচ বাজা এইব্দপ মহাযজ্ঞেব অন্তর্ধান করিতেছেন, বাজাকে ধর্ম্যতঃ কেহ এব্দপ বলিতে পাবে না, বাজার পূর্বোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়। অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন।”

“এইব্দপে পূর্বোহিত ব্রাহ্মণ মহাযজ্ঞেব অন্তর্ধানের সময় বাজা মহাবিজিতেব চিত্তকে ষোড়শ প্রকারে সমুদ্রপিন্ধিত, সমুদ্রদীপ্ত, সমুদ্রোজ্জিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিলেন।

১৮। ‘হে ব্রাহ্মণ, সেই যজ্ঞে গো-হনন হইল না, অজ ও মেঘ, কুক্ষুট ও শৃকবেব প্রাণ বিনাশ হইল না, নানাবিধ প্রাণীব জীবন নষ্ট হইল না, যুপকাষ্ঠেব নিমিস্ত বৃক্ষ ছিন্ন হইল না, যজ্ঞ-তৃণার্থে দর্ভ কপ্তিত হইল না, দাস, সংবাদবাহক, কর্মকাবকগণ দণ্ডতর্জিত ও ভস্ম-তর্জিত হইয়া অশ্রু-মুখে বোদন পবায়ণ হইয়া কশ্মে প্রবৃত্ত হইল না। যাহাবা ইচ্ছক তাহাবাই কর্ম করিল, যাহাবা অনিচ্ছক তাহাবা করিল না, যাহাব যে কশ্মে প্রবৃত্তি সে তাহাই করিল, যাহাব যাহাতে অপ্রবৃত্তি সে তাহা করিল না। ঘৃত-তৈল-নবনীত-দধি-মধু-গুড় দ্বাবা সেই যজ্ঞ নিশ্চিত হইল।

১৯। ‘হে ব্রাহ্মণ, তৎপবে নৈগম ও জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণ, অমাত্য পাবিষদগণ, ব্রাহ্মণ মহাশালগণ, ধনী গৃহস্থগণ প্রভূত ধন সম্পত্তি লইয়া বাজা মহাবিজিতেব নিকট গমন পূর্বক তাহাকে কহিল : “দেব, প্রভূত এই ধন সম্পত্তি দেবোদ্দেশ্যে আহৃত হইবাছে, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।”

“আমাব ধর্মোপার্জিত বহু অর্থ আছে, আপনাদের ধন আপনাদেরই হউক, এই স্থান হইতে আপনাবা আবও গ্রহণ করুন।”

‘রাজা ধনগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে তাহাবা স্থানান্তরে গমন পূর্বক এই প্রকার মন্ত্রণা করিলেন : “এই ধন যদি আমবা পুনবায় গৃহে লইয়া যাই, তাহা হইলে উহা অযুক্ত হইবে, বাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অন্তর্ধান করিতেছেন, আমবা তাহাব অনুযোগী হইব।”

২০। হে ব্রাহ্মণ, তৎপবে যজ্ঞবাটেব পূর্বদিকে নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণ আপনাদিগেব দানস্থাপিত করিলেন, দক্ষিণে অমাত্য পাবিষদ-বর্গ, পশ্চিমে ব্রাহ্মণ মহাশালগণ এবং উত্তরে ধনী গৃহস্থগণ আপন আপন

‘উহা শীলবান প্রব্রজিতদিগেব উদ্দেশ্যে অনুকুল নিত্যদান যজ্ঞ ।’

২৩। ‘হে গোতম, শীলবান প্রব্রজিতদিগেব উদ্দেশ্যে অনুকুল নিত্যদান যজ্ঞ যে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুকব এবং অনাযাস সাধ্য কিন্তু মহত্ত্ব ফল প্রদায়ী ও মহোপকাৰী, তাহাব হেতু কি, প্রত্যয় কি ?’

‘হে ব্রাহ্মণ, যাঁহাবা অহং অথবা অহংমার্গাবৃত্ত তাঁহাবা এবন্নিবধ যজ্ঞে গমন কবেন না। কি কাবণে? যেহেতু ঐ স্থানে দণ্ড-প্রহাবও দৃষ্ট হয়, গলগ্রহও দৃষ্ট হয়। এই কাবণে যাঁহাবা অহং অথবা অহংমার্গাবৃত্ত তাঁহাব এবন্নিবধ যজ্ঞে গমন কবেন না। কিন্তু তাঁহাবা শীলবান প্রব্রজিতদিগেব উদ্দেশ্যে যে অনুকুল নিত্য দানযজ্ঞ তাহাতে গমন কবেন। কি কাবণে? যেহেতু ঐ স্থানে দণ্ড-প্রহাবও দৃষ্ট হয় না, গলগ্রহও দৃষ্ট হয় না। এই কাবণে তাঁহাবা ঐ বৃপ স্থানে গমন কবেন। হে ব্রাহ্মণ, এই অনুকুল নিত্য দানযজ্ঞ যে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ-সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুকব ও অনাযাস সাধ্য কিন্তু মহত্ত্ব ফল প্রদায়ী ও মহোপকাৰী, ইহাই তাহাব হেতু, ইহাই প্রত্যয়।’

২৪। ‘হে গোতম,, উক্ত দ্বিবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকব এবং অনাযাস সাধ্য কিন্তু মহত্ত্ব ফল প্রদায়ী ও মহোপকাৰী অন্য যজ্ঞ আছে কি?’

‘আছে।’

‘উহা কি?’

‘চতুর্দিকস্থ সঙ্ঘেব উদ্দেশ্যে নিৰ্ম্মিত বিহাব।’

২৫। ‘হে গোতম,, উক্ত ত্রিবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকব এবং অনাযাস সাধ্য কিন্তু মহত্ত্ব ফল প্রদায়ী ও মহোপকাৰী অন্য যজ্ঞ আছে কি?’

‘আছে।’

‘উহা কি?’

‘প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধেব শবণ গ্রহণ, ধম্মেব শবণ গ্রহণ, সঙ্ঘেব শবণ গ্রহণ।’

২৬। ‘হে গোতম, উক্ত চতুর্বিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকব এবং অনাযাস সাধ্য কিন্তু মহত্ত্ব ফল প্রদায়ী ও মহোপকাৰী অন্য যজ্ঞ আছে কি?’

‘আছে ।’

‘উহা কি ?’

‘প্রসন্ন চিত্তে শিক্ষাপদ সমূহের গ্রহণ—প্রাণাতিপাত হইতে বিবর্তি, অদন্তেব গ্রহণ হইতে বিবর্তি, ব্যাভিচার হইতে বিবর্তি, মৃষাবাদ হইতে বিবর্তি, সূৰ্য্য-মেঘ-মদ্য-প্রমাদ স্থান হইতে বিবর্তি ।’

২৭। ‘হে—গৌতম, উষ্ণ পঞ্চবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সূকব এবং অনাযাস সাধ্য কিন্তু মহত্ত্ব ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি ?’

‘আছে ।’

‘উহা কি ?’

‘হে ব্রাহ্মণ, জগতে তথাগতেব আবির্ভাব হইয়াছে [এহ স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৪০ সং পদচ্ছেদ হইতে ৭৫ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত প্রথম ধ্যান পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূৰ্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সূকব এবং অনাযাস সাধ্য কিন্তু মহত্ত্ব ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী ।

...[তৎপবে শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৭৭ সং পদচ্ছেদ হইতে ৮২ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূৰ্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সূকব এবং অনাযাস সাধ্য কিন্তু মহত্ত্ব ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী ।

• [তৎপবে শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৮৩-৮৪ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত জ্ঞানদর্শন উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূৰ্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সূকব এবং অনাযাস সাধ্য কিন্তু মহত্ত্ব ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী ।

• • [তৎপবে শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৯৭—৯৮ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত আসবক্ষয় জ্ঞান উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূৰ্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সূকব এবং অনাযাস সাধ্য কিন্তু মহত্ত্ব ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী । হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ-সম্পদা হইতে উন্নততব ও মধুবতব যজ্ঞ-সম্পদা আব নাই ।’

২৮। এইব্দপ উক্ত হইলে কট্টদন্ত ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইব্দপ কহিলেন : অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম । য়েব্দপ উৎপাতিতেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লঙ্ঘ্যিত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত, হয় চক্ষুস্মানেব দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকাৰে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইব্দপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকাৰে ধৰ্ম্ম

প্রকাশিত কবিষাছেন। আমি ভগবান গৌতমের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। আমি সাত শত বৃষভ, সাত শত বৎসতব, সাত শত বৎসতবী, সাত শত অজ, সাত শত মেষ মূক্ক কবিতেছি, তাহাদের জীবন দান কবিতেছি। তাহারা হবিং তৃণ ভক্ষণ করুক, শীতল বাৰি পান করুক, স্নিগ্ধ বায়ু তাহাদের জন্য প্রবাহিত হউক।’

২৯। তৎপবে ভগবান কুটদন্ত ব্রাহ্মণকে যথাক্রমে দান, শীল, স্বর্গ, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেষ এবং নৈশ্কেম্যের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দান কবিলেন। ভগবান যখন অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণ কুটদন্ত উপযুক্ত-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, বিনীবরণ-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্ন-চিত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি মায় বুদ্ধগণ দ্বারা লব্ধ ধর্মের প্রকাশ কবিলেন : দঃখ, দঃখেব উৎপত্তি, দঃখেব নিবোধ, এবং দঃখনিবোধক মার্গ। য়েবুপ শূদ্ধ কলঙ্কহীন বস্ত্র নম্যকরূপে বজ্জন গ্রহণ কবে, সেইবুপই ব্রাহ্মণ কুটদন্তের সেই আসনেই বিবজ, বীতমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : ‘যাহা কিছু উৎপত্তিশীল তাহাই ধ্বংসশীল।’

৩০। অনন্তব ব্রাহ্মণ কুটদন্ত দৃষ্ট-ধর্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম, বিদিত-ধর্ম, পর্যাবগাহিত-ধর্ম হইয়া, বিচিকিৎসা ও সংশয়হীন হইয়া, বৈশাবদ্য প্রাপ্ত হইয়া, ভগবৎ শাসনে অপবপ্রত্যষ হইয়া ভগবানকে কহিলেন :—‘পূজ্য গৌতম আগামীকল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার অন্ন গ্রহণ কবিবেন।’

ভগবান তুষীভাব অবলম্বন পূর্বক সম্মতিপ্রকাশ কবিলেন। তৎপবে ব্রাহ্মণ কুটদন্ত ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া, আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ কবিষা প্রস্থান কবিলেন। ব্যগ্রির অবসানে কুটদন্ত স্বীয় যজ্ঞবাটে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত কবিষা ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেবণ কবিলেন : ‘হে গৌতম, সময় উপস্থিত, অন্ন প্রস্তুত।’

অনন্তব ভগবান পূর্বাহ্নেব বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কুটদন্তের যজ্ঞবাটে গমন কবিলেন এবং তথায় নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপবে কুটদন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে অর্পণ পূর্বক তাহাদিগকে তৃপ্ত কবিলেন। তদনন্তব কুটদন্ত, ভগবান আহাবান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত কবিলে, নিম্ন আসন গ্রহণপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন কবিলেন। ভগবান তাহাকে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, সমুদীপ্ত, সমুত্তোজিত, সম্প্রহৃষ্ট কবিষা আসন হইতে উত্থান পূর্বক প্রস্থান কবিলেন।

। কুটদন্ত সূত্র সমাপ্ত।

মহালি সূত্রের গূৰ্ব্বাভাস

এই সূত্রে দুইটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে : প্রথম দিব্যদৃষ্টি এবং দিব্যশ্রুতি । ভিক্ষুগণ এই দুইটি ক্ষমতালাভের জন্যই সঙ্ঘে প্রবেশ করেন কিনা, এই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসিত হইয়া বুদ্ধ কহিতেছেন, তাঁহারা বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করেন, তাঁহারা উক্ত দুইটি ক্ষমতা লাভের জন্য উহা করেন না । কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা সংযত হন জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্য ভিক্ষুর কাম্য তাহা প্রকাশ করিয়া বুদ্ধ কহিলেন ভিক্ষুর প্রথম লক্ষ্য স্রোতা-পাণ্ডিত্য, দ্বিতীয় সৰ্বদাগামীত্ব লাভ, তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ লক্ষ্য এই জন্মেই চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তিসহ নিৰ্ব্বাণ লাভ ।

পুনরায় বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হইল ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য কোন নির্দিষ্ট মার্গ আছে কিনা । বুদ্ধ উত্তর করিলেন, ঐ মার্গ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ।

দ্বিতীয় বিষয়টির অবতারণা বুদ্ধ নিজেই করিলেন । তিনি কহিলেন একদা জালিয় তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন জীব এবং দেহ কি একই অথবা ভিন্ন । উত্তরে তিনি কহিয়াছিলেন ঐরূপ প্রশ্নই অর্থাত্তিক । সুতরাং ঐ প্রশ্নের উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই । আত্মার স্বীকৃতির উপর যে সকল মত প্রতিষ্ঠিত উহা অসম্ভব, উহা প্রমাণসিদ্ধ নহে । যে সকল যুক্তির দ্বারা ঐমত সমূহ সমর্থিত হয়, ঐ সকল যুক্তি অসার বাগাড়ম্বর মাত্র । ইহাই বৌদ্ধ মত ।

বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত জগতে অন্য কোন ধর্ম নাই যাহাতে আত্মার স্থান নাই । আত্মার স্থান নাই অথচ ধর্ম, এইরূপ পৰিস্থিতি জনসাধারণের ধারণার বাহিরে, সুতরাং ভাবতে এবং অন্যান্য স্থানেও বৌদ্ধ ধর্ম যে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মাকে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার একটা প্রচেষ্টা বহিয়াছে ; যদিও ঐ প্রচেষ্টা সম্মূর্ণ নিষ্ফল, কারণ পিটক গ্রন্থসমূহ এক বাক্যে উহার প্রতিবাদ করিতেছে ।

৬। মহালি সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময়ে ভগবান বেশালিস্থ মহাবনে কুটাগাবশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে কোশল এবং মগধ হইতে আগত বহু ব্রাহ্মণ-দত্ত কাষ্যোপলক্ষে বেশালিতে বাস করিতেছিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ শুনিলেন : ‘শাক্যপুত্র শ্রমণ গোতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া বেশালিস্থ মহাবনে কুটাগাবশালায় অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গোতমেব সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : “ইনিই ভগবান অবহন্ত তাদৃশ অবহন্তেব দর্শন শ্ৰুভজনক।”

২। তদনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণ মহাবনে কুটাগাবশালায় গমন করিলেন। ঐ সময় আযুজ্জান নাগিত ভগবানের উপস্থাপক ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ নাগিতেব নিকট গমন করিয়া তাহাকে কহিলেন : “নাগিত, পূজ্য গোতম এক্ষণে কোথায় আছেন? আমবা তাঁহাব দর্শনকামী।”

‘আবুস, ভগবানের দর্শনেব ইহা উপযুক্ত সময় নহে, তিনি এক্ষণে ধ্যান-নিবিষ্ট।’ ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে দেখিয়া তবে ঘাইব’ এইরূপ স্থিতি করিয়া সেইস্থানেই একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

৩। লিচ্ছবি ওষ্ঠাক্ষও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদের সহিত মহাবনে কুটাগাবশালায় আযুজ্জান নাগিতেব নিকট গমন পূর্বক তাহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি নাগিতকে কহিলেন : ‘ভস্তু নাগিত, ভগবান অহং সম্যক সম্বুদ্ধ এক্ষণে কোথায় আছেন? আমবা তাঁহাব দর্শনকামী।’

‘মহালি, ভগবানের দর্শনেব ইহা উপযুক্ত সময় নহে, তিনি ধ্যানস্থ।’ লিচ্ছবি ওষ্ঠাক্ষও ‘ভগবানকে দেখিয়া তবে ঘাইব’ এইরূপ স্থিতি করিয়া সেইস্থানেই একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

৪। অনন্তর শ্রমণোদ্দেশ্য সিংহ আযুজ্জান নাগিতেব নিকট গমন পূর্বক তাহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন : ‘ভস্তু কাশ্যপ’, কোশল এবং মগধেব এই সকল বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদত্ত ভগবানের দর্শনার্থে আগমন করিয়াছেন। ওষ্ঠাক্ষ লিচ্ছবিও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদের সহিত ঐ

উদ্দেশ্যে আগত। ভক্তে কাশ্যপ, এই জনতার ভগবানের দর্শনলাভ আনন্দের বিষয় হইবে।’

‘তাহা হইলে, সিংহ, তুমিই ভগবানের নিকট সংবাদ জ্ঞাপন কর।’

‘তাহাই হউক’, কহিয়া শ্রমগোদ্দেশ সিংহ আরুণ্ধ্যান নাগিতেব বাক্যে সন্মত হইয়া ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন : ‘ভক্ত, কোশল এবং মগধের এই সকল বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদত্ত ভগবানের দর্শনার্থে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। লিচ্ছবি ওষ্ঠষ্ঠক ও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদের সহিত ঐ উদ্দেশ্যে এইস্থানে আগত। ভক্ত, এই জনতার ভগবানের দর্শনলাভ আনন্দের বিষয় হইবে।’

দিব্য রূপ

‘তাহা হইলে, সিংহ, বিহাবেব ছায়াষ আসন প্রস্তুত কর।’

‘যে আজ্ঞা’ কহিয়া শ্রমগোদ্দেশ সিংহ ভগবানের বাক্যে সন্মত হইয়া বিহাবেব ছায়াষ আসন প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর ভগবান বিহাব হইতে নির্গত হইয়া বিহাব ছায়ায় প্রস্তুত আসনে উপবেশন করিলেন।

৫। তৎপরে কোশল ও মগধের ব্রাহ্মণদত্তগণ ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত চিন্তবজ্রক প্রত্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। লিচ্ছবি ওষ্ঠষ্ঠক ও স্বীয় পরিষদের সহিত ঐ স্থানে গমন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া লিচ্ছবি ওষ্ঠষ্ঠক ভগবানকে কহিলেন :

‘ভক্ত, কতিপয় দিবস পূর্ব্ব লিচ্ছবি বংশীয় সুনক্ষত্র^২ আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন : “মহালি,^১ আমি তিন বৎসরের অনধিক কাল ভগবৎ সন্নিধানে বহিষাছি ; আমি দিব্যরূপ দেখিতে পাই—যাহা প্রিষ, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহর। কিন্তু ঐরূপ প্রিষ, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহর দিব্য

২। ইহা বুদ্ধের উপস্থাপক পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বার্ষিক উপনীত হইলে তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ পবিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় কোরের মতাবলম্বী হন। কঠোর নিষমাবলীর পালন এবং দেহের অত্যধিক পীড়ন কোর কর্তৃক অল্পমত মার্গ।

২। ইহাও গোত্র নাম।

শব্দ আমি শুনিতে পাইনা।” ভগ্নে, ঐব্দপ দিব্য শব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কি সুনক্ষত্ৰ উহা শুনিতে পান নাই, অথবা উহাব অস্তিত্ব নাই ?’

‘মহালি, ঐব্দপ প্রিয়, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহর দিব্য শব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সুনক্ষত্ৰ উহা শুনিতে পান নাই, উহাব অস্তিত্বের অভাবে শুনিতে পান নাই, তাহা নয়।’

৬। ‘ভগ্নে, ঐ সকল দিব্য শব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যে সুনক্ষত্ৰ উহা শুনিতে পান না, তাহাব কি হেতু, কি প্রত্যয় ?’

‘মহালি, কোন ভিক্ষু পূর্বাধিকে প্রিয়, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহর দিব্য ব্দপ দর্শনার্থ একাজ্জী সমাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐ প্রকার দিব্য শব্দের শ্রবণার্থ নহে। তিনি পূর্বাধিকে দিব্য ব্দপ দর্শন করেন, কিন্তু ঐব্দপ দিব্য শব্দ শ্রবণ করেন না। কি হেতু ? মহালি, যেহেতু ভিক্ষু পূর্বাধিকে ঐ প্রকার দিব্য ব্দপ দর্শনার্থই একাংশ একাজ্জী সমাধি প্রাপ্ত হন, দিব্য শব্দ শ্রবণার্থ নহে।

৭। ‘পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে, উত্তে অধোদিকে, তিষ্ঠ্যকাদিকে দিব্যব্দপ দর্শনার্থ একাংশ একাজ্জী সমাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐব্দপ শব্দ শ্রবণার্থ নহে। ঐ কাবণে তিনি সর্বদিকে দিব্য ব্দপ দর্শন করেন, কিন্তু ঐব্দপ শব্দ শ্রবণ করেন না। কি হেতু ? যেহেতু, মহালি, ভিক্ষু সর্বদিকে ঐ প্রকার দিব্য দর্শনার্থই একাংশ একাজ্জী সমাধি প্রাপ্ত হন, দিব্য শব্দ শ্রবণার্থ নহে।

৮। ৯। ‘ঐব্দপে, মহালি, ভিক্ষু যদি দিব্য শব্দ শ্রবণের জন্য একাজ্জী সমাধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐ একই কাবণে তিনি দিব্য শব্দ শ্রবণ করেন, কিন্তু দিব্য ব্দপ দর্শন করেন না।

ভিক্ষুর লক্ষ্য

১০। ১১। কিন্তু, মহালি, ভিক্ষু যদি কোন দিকে দর্শন এবং শ্রবণ উভয়বিধ উদ্দেশ্যে উভয়াংশ সমাধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, যেহেতু তিনি উভয়বিধ উদ্দেশ্যে সমাধিস্থ হইয়াছেন, তিনি দিব্য ব্দপও দর্শন করেন, দিব্য শব্দও শ্রবণ করেন। কি হেতু ? যেহেতু তাহাব সমাধি উভযাজ্জী।’

১২। ‘ভগ্নে, ঐ সকল সমাধি ভাবনাব সাক্ষাতকাবের জন্যই কি ভিক্ষুগণ ভগবানের সমীপে ব্রহ্মচর্য পালন করেন ?’

‘না মহালি, তাহা নহে । অন্য ধৰ্ম্ম আছে যাহা উৎকৃষ্টতৰ ও মধুবতৰ, যাহাব সাক্ষাতকাৰ হেতু ভিক্ষুগণ আমাব নিকট ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰেন ।’

১৩ । ‘ভন্তে, ঐ সকল ধৰ্ম্ম কি কি ?’

‘মহালি, প্ৰথমতঃ, ত্ৰিবিধ সংযোজনেৰ ক্ষযহেতু ভিক্ষুৰ আৰ পতন হয় না, তিনি সম্বোধি-পৰাষণ হইয়া স্নোতাপন্ন হইয়া থাকেন । মহালি, ইহাও সেই ধৰ্ম্ম—উৎকৃষ্টতৰ ও মধুবতৰ—যাহাব সাক্ষাতকাৰহেতু ভিক্ষুগণ আমাব নিকট ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰেন ।

‘পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু ত্ৰিবিধ সংযোজনেৰ ক্ষযজ বাগ-দোষ-মোহেৰ তনুত্ব হেতু সকৃদাগামী হন, একবাব মাত্ৰ এই লোকে আসিয়া দুঃখেৰ অন্ত কৰেন । মহালি, ইহাও সেই ধৰ্ম্ম—উৎকৃষ্টতৰ ও মধুবতৰ—যাহাব সাক্ষাতকাৰ হেতু ভিক্ষুগণ আমাব নিকট ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰেন ।

‘মহালি, পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ অববভাগী সংযোজনেৰ ক্ষযহেতু ঔপপাতিক’ হইয়া ঐস্থান হইতেই নিৰ্বাণপ্ৰাপ্ত হন, তথা হইতে তাঁহাব আৰ পুনৰাগমন নাই । মহালি, ইহাও সেই ধৰ্ম্ম—উৎকৃষ্টতৰ ও মধুবতৰ—যাহাব সাক্ষাতকাৰ হেতু ভিক্ষুগণ আমাব নিকট ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰেন ।

‘পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু আশ্ৰবেৰ ক্ষযহেতু এই জন্মেই চিত্তবিমুক্তি ও প্ৰজ্ঞাবিমুক্তিসহ নিৰ্বাণ স্বৰূপ জানিয়া ও উপলব্ধি কৰিয়া বিহাব কৰেন । মহালি, ইহাও সেই ধৰ্ম্ম—উৎকৃষ্টতৰ ও মধুবতৰ—যাহাব সাক্ষাতকাৰ হেতু ভিক্ষুগণ আমাব নিকট ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰেন ।

‘মহালি, এই সকলই সেই ধৰ্ম্ম—উৎকৃষ্টতৰ ও মধুবতৰ—যাহাব সাক্ষাতকাৰ হেতু ভিক্ষুগণ আমাব নিকট ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰেন ।’

১৪ । কিন্তু ভন্তে, এই ধৰ্ম্মেৰ সাক্ষাতকাৰেৰ জন্য কোন মাৰ্গ, কোন প্ৰতিপদ আছে কি ?’

‘মহালি, আছে ।’

‘সেই মাৰ্গ কি, সেই প্ৰতিপদ কি ?’

‘উহা আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মাৰ্গ, যথা—সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সংকল্প, সম্যক-

১ । বাঁহাৰা ঔপপাতিক অৰ্থাৎ পিতামাতাৰ সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন স্বৰ্গে তাঁহাদেৰ উৎপত্তি হয় এবং ঐ স্থানেই তাঁহাবা নিৰ্বাণ প্ৰাপ্ত হন ।

বাক্য, সম্যক-কস্মান্তি, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যাধাম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি। মহালি, ইহাই সেই মার্গ, সেই প্রতিপদ।

১৫। ‘মহালি, একদা আমি কোণাশ্বিন্ধু ঘোষিতাবামে অবস্থিতি করিতে-ছিলাম। ঐ সময় দুই জন প্রব্রজিত—পবিত্রাজক মন্ডিত্য এবং দাব্দপারিকের শিষ্য জালিষ আমাব নিকট আসিয়াছিলেন। আমাকে অভিবাদনপূর্বক আমাব সহিত প্রীত্যালাপান্তে তাঁহাবা এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পবে তাঁহাবা আমাকে কহিলেন :

ভিক্ষুর লক্ষ্য

“আব্দুস গোতম, জীব এবং শবীব কি একই অথবা ভিন্ন?”

“তাহা হইলে, আব্দুস, শ্রবণ কব, উত্তমব্দপে মনঃসংযোগ কব, আমি কহিতোছি।”

“উত্তম, আব্দুস” কহিয়া প্রব্রজিত-দ্বয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপব আমি কহিলাম :

১৬। [এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০-৭৫ সং পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে] আব্দুস, যে ভিক্ষু এইব্দপ জানেন, এইব্দপ দর্শন কবেন তাঁহাব পক্ষে কি “জীব এবং শবীব একই” অথবা “জীব এবং শবীব ভিন্ন” এব্দপ বাক্য যুক্তি সঙ্গত?

‘আব্দুস, ইহা যৌক্তিক।’

“কিন্তু, আব্দুস, আমি এইব্দপ জানি, এইব্দপ দর্শন করি। তথাপি আমি কহিনা “জীব এবং শবীব একই” অথবা “জীব এবং শবীব ভিন্ন”।

১৭। ১৮। [তৎপবে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৭—৮১ সং পদচ্ছেদে উক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যানলব্ধ ভিক্ষুর বিষয় এবং উক্ত সূত্রের ৮৩—৮৪ সং পদচ্ছেদোক্ত জ্ঞানদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপবোক্ত একই প্রশ্ন, উত্তর ও প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।]

মহালি সূত্র

১৯। “পুনর্জন্ম আব নাই” ইহা জানিতে পাবেন (পদ্বোক্ত সূত্রেব ১৭ সং পদচ্ছেদ)। আব্দুস, যে ভিক্ষু এইব্দপ জানেন, এইব্দপ দর্শন কবেন তাঁহাব পক্ষে কি “জীব ও শবীব একই” অথবা জীব ও শবীব ভিন্ন” এব্দপ বাক্য যুক্তি-সঙ্গত ?

‘আব্দুস, ইহা অযৌক্তিক।

‘আব্দুস, আমিও এইব্দপ জানি, এইব্দপ দর্শন কবি, তথাপি আমি কহিনা “জীব ও শবীব একই” অথবা “জীব ও শবীব ভিন্ন।”

ভগবান এইব্দপ কহিলেন। হৃষ্ট হইয়া ওষ্ঠে লিচ্ছবি ভগবদ্বাক্যেব অভিনন্দন কবিলেন।

। মহালি সূত্র সমাপ্ত।

৭। জালিয় সূত্র

১। আমি এইব্দপ শ্রবণ কবিযাছি।—

এক সময় ভগবান কোশাম্বিন্দু ঘোষিতাবামে অবস্থান কবিতে ছিলেন। ঐ সময় মন্ডিত্য এবং দাব্দপাণ্ডিকের শিষ্য জালিয় নামক দুই জন পবিত্রাজক ভগবানের নিকট আগমন কবিলেন। তাঁহাবা ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপান্তে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পবে তাঁহাবা ভগবানকে কহিলেন :

‘আব্দুস গোতম, জীব ও শবীব কি একই অথবা ভিন্ন ?’

‘তাহা হইলে আব্দুস শ্রবণ কব, উত্তমব্দপে মনঃসংযোগ কব, আমি কহিতোছি।’

‘উত্তম, আব্দুস’ কহিয়া প্রব্রজিতদ্বয় সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন। ভগবান কহিলেন :

২। [এই স্থানে মহালি সূত্রেব পদচ্ছেদ সং ১৫ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত অবিকল আবৃত্ত হইয়াছে, সূত্রবাং ঐ সূত্র দ্রষ্টব্য।]

ভগবান এইব্দপ কহিলেন। হৃষ্ট হইয়া প্রব্রজিতদ্বয় ভগবদ্বাক্যেব অভিনন্দন কবিলেন।

। জালিয় সূত্র সমাপ্ত।

কস্‌সপ সীহনাদ সূত্ৰেৰ গুৰ্বাভাষ

এই সূত্ৰে তপশ্চৰণ সম্বন্ধে বুদ্ধ এবং নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপেৰ মध्ये কথোপকথন বৰ্ণিত হইয়াছে। কাশ্যপ বিবিধ প্ৰকাৰ তপশ্চৰণেৰ উল্লেখ কৰিতেছেন যে, কোন কোন শ্ৰমণ ও ব্ৰাহ্মণও ঐ সকল দেহ নিৰ্যাতক তপশ্চৰণকে শ্ৰামণ্য ও ব্ৰাহ্মণ্যৰূপে অভিহিত কৰেন। বুদ্ধ কৰিতেছেন যে, উক্ত তপশ্চৰণ সমূহ যতই পালিত হউক না কেন, যদি শীল সম্পদা, চিত্ত সম্পদা, প্ৰজ্ঞা-সম্পদা অনুশীলিত না হয় এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না হয়, তাহা হইলে শ্ৰামণ্য ও ব্ৰাহ্মণ দূৰে। ইহা কথিত হইলে কাশ্যপ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন ঐ শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্ৰজ্ঞা-সম্পদা কি। উত্তৰে বুদ্ধ উহা ব্যাখ্যা কৰিলেন। পৰিশেষে কাশ্যপ বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সম্ভেব শৰণ লইলেন।

৮। কস্‌সপ-সীহনাদ সূত্ৰ

১। আমি এইৰূপ শ্ৰবণ কৰিয়াছি—

এক সময় ভগবান উজ্জুৎসৱ কল্পকথল মৃগবনে অবস্থান কৰিতে ছিলেন। ঐ সময় নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপ ভগবানেৰ সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানেৰ সহিত প্ৰীত্যালাপান্তে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পৰে তিনি ভগবানকে কহিলেন :

২। ‘হে গোতম, আমি শুনিয়াছি “শ্ৰবণ গোতম সম্বৰ্ণ তপশ্চৰণেৰ নিন্দা কৰিয়া থাকেন, কঠোৰ ব্ৰতাচাৰী তপস্বী মাত্ৰেই তাঁহাৰ তিবস্কাৰ ও অপবাদেৰ পাত্ৰ।” হে গোতম, যাহাৰা এইৰূপ কৰিয়া থাকে তাহাৰা কি গোতমেৰ বাক্যই পুনৰাবৰ্ত্তিত কৰে, গোতমেৰ বিবুদ্ধে মিথ্যা বটনা কৰে না? তাহাৰা কি ধৰ্ম্মনিহিত সত্যই প্ৰকাশ কৰে? তাহাদেৰ এইৰূপ কবণে ধৰ্ম্মনিমিত কোন বাক্য আপত্তিজনক হয় না? কাৰণ আমবা ভগবান গোতমেৰ নিন্দা কামনা কৰি না।’

৩। ‘হে কাশ্যপ, যাহাৰা এইৰূপ কৰিয়া থাকে তাহাৰা আমাব বাক্যেৰ আবৰ্ত্তিকারী নহে, তাহাৰা মিথ্যা প্ৰচাৰ কৰিয়া আমাৰ নিন্দা ঘোষণা কৰে।

কাশ্যপ, আমি দিব্য, বিশুদ্ধ, অলৌকিক চক্ষু দ্বারা দেখি কোন কোন কঠোর
ব্রতাকাব্যী তপস্বী মরণান্তে দেহের ধ্বংসে অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নবকে
উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা সুর্গতি প্রাপ্ত ও স্বর্গলোকে
উৎপন্ন হইয়াছেন, অপেক্ষাকৃত ন্যূনতর কঠোরতা অবলম্বী কোন কোন
তপস্বী অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নবকে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে
কেহ কেহ বা সুর্গতিপ্রাপ্ত ও স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। কাশ্যপ, এই
সকল তপস্বীদিগের এইরূপ আগতি, গতি, চ্যুতি ও উৎপত্তি যথাযথ রূপে
অবগত হইয়া আমি কি প্রকারে সম্বৃতপশ্চবণের নিন্দা করিব, কি প্রকারে
কঠোর ব্রতাকাব্যী তপস্বী মাত্রই আমার তিবস্কার ও নিন্দাভাজন হইবে ?

৪। ‘কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পণ্ডিত, নিপুণ,
বিত্তাকুশল, কেশাগ্রবিক্রকাব্যী, তাঁহাৰ যেন পবনতকে প্রজ্ঞা দ্বারা খণ্ডিত
বিখণ্ডিত কবণে সক্ষম। তাঁহাৰাও কোন কোন স্থলে আমার সহিত একমত
হন, কোন কোন স্থলে হন না। ঐ সকল বিষয়ে কোন স্থলে তাঁহাৰা
“সাধু” কহিলে আমবাও “সাধু” কহিয়া থাকি; কোন স্থলে তাঁহাদের
অননুমোদিত হইলে আমবাও উহাৰ অননুমোদন করি। তাঁহাদের
অননুমোদিত কোন কোন বিষয় আমবা অননুমোদন করি, তাঁহাদের
অননুমোদিত কোন কোন বিষয় আমবা অননুমোদন করি। কোন কোন বিষয়
আমবা অননুমোদন করিলে তাঁহাৰাও ঐরূপ কবেন। কোন কোন বিষয়
আমবা অননুমোদন করিলে তাঁহাৰা উহাৰ অননুমোদন কবেন। কোন কোন
বিষয় আমবা অননুমোদন করিলে তাঁহাৰা উহাৰ অননুমোদন কবেন।

নগ্ন সম্ম্যাসী

৫। ‘আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : “যে সকল বিষয়ে
আমবা একমত নহি, ঐ সকল স্থগিত বহুক। যে যে স্থানে আমবা একমত,
ঐ সকল বিষয়ে যাঁহাৰা বিজ্ঞ তাঁহাৰা আচার্য্য আচার্য্যকে, সম্ব্য সম্ব্যকে প্রশ্ন
কবুন, তাঁহাৰা ঐ সকল বিষয় গভীর রূপে আলোচনা ও বিচার কবুন,
তাঁহাৰা কহিবেন : ‘যাহা অকুশল ধর্ম্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে
আখ্যাত হয়, যাহা নিন্দনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত
হয়, যাহা অসেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা

অহং প্রাপ্তিব পক্ষে পর্যাণ্ড নহে, অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐবদেপে আখ্যাত হয়, যাহা দুষ্ট অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐবদেপে আখ্যাত হয়—, ঐ সকল ধর্মকে নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেন, শ্রমণ গোতম অথবা অপব মাননীয় গণাচার্যগণ ?’

৬। ‘কাশ্যপ, এবদেপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবাব কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে, এইবদেপ করিবেন : “শ্রমণ গোতম ঐ সকল ধর্ম নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেন, কিন্তু অপব আচার্যগণ আংশিক রূপে ঐ সকলের বর্জন করিয়াছেন।” কাশ্যপ, এই বদেপে বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবাব কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে ঐ সকল বিষয়ে আত্মদিগেবই ভূষসী প্রশংসা করিবেন।

৭। ‘পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য আচার্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন করুন, তাঁহারা গভীর বদেপে আলোচনা ও বিচার করুন, তাঁহারা করিবেন : “যাহা কুশল ধর্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐবদেপে আখ্যাত হয়, যাহা অনিন্দ্য অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐবদেপে আখ্যাত হয়, যাহা সেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐবদেপে আখ্যাত হয়, যাহা অহং প্রাপ্তিব পক্ষে পর্যাণ্ড অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐবদেপে আখ্যাত হয়, যাহা নিম্নল অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐবদেপে আখ্যাত হয়—এই সকল ধর্মকে পূর্ণ বদেপে পালন করেন, শ্রমণ গোতম অথবা অপব মাননীয় গণাচার্যগণ ?”

৮। ‘কাশ্যপ, এবদেপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবাব কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে এইবদেপ করিবেন : “শ্রমণ গোতম ঐ সকল ধর্ম পূর্ণবদেপে পালন করেন, অপব গণাচার্যগণ আংশিক বদেপে ঐ সকল পালন করেন।” এইবদেপে, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবাব কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে, ঐ সকল বিষয়ে আত্মদিগেবই ভূষসী প্রশংসা করিবেন।

৯। ‘পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য আচার্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন করুন, তাঁহারা গভীর বদেপে আলোচনা ও বিচার করুন, তাঁহারা করিবেন : “যাহা অকুশল ধর্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐবদেপে আখ্যাত হয়, যাহা নিন্দনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐবদেপে আখ্যাত হয়, যাহা অসেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐবদেপে আখ্যাত হয়, যাহা অহং প্রাপ্তিব পক্ষে পর্যাণ্ড নহে অথবা যাহা আপনাদের মধ্যে ঐবদেপে আখ্যাত হয়, যাহা দুষ্ট

অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়—ঐ সকল ধর্মকে নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেন, গৌতমের শ্রাবক সঙ্ঘ অথবা অপব গণাচার্য্যদিগের শ্রাবক সঙ্ঘ ?

১০। ‘কাশ্যপ, এব্দুপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পবস্পবকে প্রশ্ন করিবাব কালে, পবস্পবের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে এইরূপ কহিবেন : “গৌতমের শ্রাবকসঙ্ঘ ঐ সকল ধর্ম নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেন, অপব গণাচার্য্যদিগের শ্রাবক-সঙ্ঘ ঐ সকলের আংশিক বর্জন করিয়াছেন।” এইরূপে, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পবস্পবকে প্রশ্ন করিবাব কালে, পবস্পবের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে, ঐ সকল বিষয়ে আমরাদিগেরই ভূষসী প্রশংসা করিবেন।

১১। ‘পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য্য আচার্য্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন কব্দন, তাঁহারা গভীর ব্দুপে আলোচনা ও বিচার কব্দন, তাঁহারা কহিবেন : “যাহা কুশল ধর্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অনিন্দ্য অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা সেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অহং প্রাপ্তির পক্ষে পর্যাপ্ত অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা নিশ্চল অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়—এই সকল ধর্মকে পূর্ণ-রূপে পালন কবেন, গৌতমের শ্রাবক-সঙ্ঘ অথবা গণাচার্য্যদিগের শ্রাবক-সঙ্ঘ ?”

১২। ‘কাশ্যপ, এব্দুপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পবস্পবকে প্রশ্ন করিবাব কালে, পবস্পবের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে এইরূপ কহিবেন : “গৌতমের শ্রাবক-সঙ্ঘ ঐ সকল ধর্ম পূর্ণ-রূপে পালন কবেন, অপব গণাচার্য্যদিগের শ্রাবক-সঙ্ঘ আংশিক ব্দুপে ঐ সকল পালন কবেন।” এইরূপে, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পবস্পবকে প্রশ্ন করিবাব কালে, পবস্পবের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে, ঐ সকল বিষয়ে আমরাদিগেরই ভূষসী প্রশংসা করিবেন।

১৩। ‘কাশ্যপ, এমন মার্গ, এমন প্রতিপদ আছে যাহার অনুসরণে স্বয়ং জানিতে ও দেখিতে পারিবে যে “শ্রমণ গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী।” কাশ্যপ, ঐ মার্গ কি ? উহা আর্ষ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। কাশ্যপ, ইহাই সেই

মার্গ, সেই প্রতিপদ যাহাব অনুসরণে স্বয়ং জানিতে ও দেখিতে পারিবে যে
“শ্রমণ-গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী।”

১৪। এইরূপ কথিত হইলে নগ্ন সম্রাসী কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন :

‘আব্দুস গৌতম, এই সকল তপশ্চর্যা কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়,—নগ্ন অবস্থিতি, ‘মুক্তাচাবত্ব’ (ভোজন এবং শৌচ ক্রিয়াদি দণ্ডাযমান অবস্থায় সম্পন্ন করা), হস্তাবলেহন (আহাবাস্তে হস্ত ধৌত না করিয়া উহার অবলেহন), ভিক্ষা গ্রহণার্থ আহবানের কিম্বা অনুরোধের প্রত্যাখ্যান, আপনাব জন্য আনীত অথবা আপনাব জন্য প্রস্তুতীকৃত খাদ্য এবং নিমন্ত্ৰণের অস্বীকার, কুষ্ঠী অথবা কলোপি* মৃৎ হইতে প্রদত্ত ভিক্ষাব ত্যাগ, প্রবেশ দ্বাবে অথবা ইন্দ্ৰন এবং মূসলাভাস্তবে স্থাপিত ভিক্ষাব ত্যাগ, ভোজন নিবত দুই জনের কিম্বা গর্ভিণীর কিম্বা স্তনদানবতা স্ত্রীর কিম্বা পুত্র-সহবাস-বতা স্ত্রীর ভিক্ষাব ত্যাগ, অ-ভিক্ষালব্ধ সংগৃহীত ভোজ্য অস্বীকার, কুক্কুরের উপস্থিতির স্থান হইতে কিম্বা দলবদ্ধ মক্ষিকা সঙ্কুল স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণে বিবর্তি, মৎস্য, মাংস, সূরা, মেঘ, তুষোদকের গ্রহণ অস্বীকার, মাত্র এক গৃহ হইতে একগ্রাস খাদ্য গ্রহণ, দুই গৃহ হইতে দুই গ্রাস—সাত গৃহ হইতে সাত গ্রাস খাদ্যের গ্রহণ, মাত্র এক অথবা দুই অথবা শত ভিক্ষায়ে জীবন যাপন, দিনান্তে একবার ভোজন, অথবা দুই দিবসে একবার অথবা সাত দিবসে একবার ভোজন, এইরূপে নিয়মবদ্ধ হইয়া ক্রমে অর্দ্ধমাসান্তে একবার ভোজন।

‘আব্দুস গৌতম, এই সকল তপশ্চর্যা কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়,—মাত্র শাক অথবা শ্যামাক, অপক্ক তণ্ডুল, চর্ম খণ্ড, শৈবাল, কণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন।

‘আব্দুস গৌতম, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে এই সকল তপশ্চর্যাও শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়,—শান বস্ত্রের পবিধান, মশান বস্ত্রের ধাবণ, শবদেহের পবিত্যক্ত আবরণ বস্ত্রের পবিধান, পাংশুকুল ধাবণ, তিবিবৃতক (বৃক্ষবিশেষ) বক্কলের ধাবণ, মৃগচর্মধাবণ, মৃগচর্ম নির্মিত পবিচ্ছেদেব

* বন্ধন পাত্র বিশেষ।

ধাবণ, কুশ-চীব ধাবণ, বঙ্কল-চীব ধাবণ, ফলক-চীব ধাবণ, কেশ-কম্বল ধাবণ, বাল-কম্বল ধাবণ, উল্লুক-পক্ষ নির্মিত বস্ত্রের ধারণ, বেশ ও শ্মশ্রুর উৎপাটন এবং উহাদের উৎপাটনে আসক্তি, আসন পবিত্যাগ করিয়া দণ্ডাধীনভাবে অবস্থান, উৎকৃষ্টিক অবস্থান এবং ঐ অবস্থায় বীয়াবস্ত্রের অনুশীলন, কটকের ব্যবহার এবং উহা দ্বারা শয্যাবচনা, ফলক-শয্যা, ভূমিশয্যা, সম্বদা এক পার্শ্ব শাষিত হইয়া নিদ্রা, ধূলিধূসরিত দেহ, উন্মত্ত স্থানে শয়ন, সকল প্রকার আসনই নির্বিচাবে গ্রহণ, বিকট আহাব ভোজন এবং ঐ প্রকার আহাবে আসক্তি, শীতল জল পানের বর্জন, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ে মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ (পাপ ধৌত করিবার জন্য) ।’

১৫। ‘কাশ্যপ, যে নগ্ন হইয়া অবস্থান করে, যে মূড়াচার, হস্তাবলেক, তোমা কর্তৃক কথিত সমস্ত আচারই যে পালন করে, এমন কি নিয়মবদ্ধ হইয়া মাসান্ধে একবারমাত্র ভোজন করে—সে যদি শীল-সম্পদা চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদার অনুশীলন না করে এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরে, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, দ্বৈবহীন মৈত্রী ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবেব ক্ষয় হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমূর্ত্তি ও প্রজ্ঞা-বিমূর্ত্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

‘কাশ্যপ, যে শাক-ভোজী, শ্যামাক ভোজী, নীবার-ভোজী, ... বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলভোজী—সে যদি শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদার অনুশীলন না করে এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরে, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, দ্বৈবহীন মৈত্রী ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবেব ক্ষয় হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমূর্ত্তি ও প্রজ্ঞা-বিমূর্ত্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

‘কাশ্যপ, যে গান বস্ত্র ধাবণ করে, যে মশান বস্ত্র ধাবণ করে . প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ে মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করে, সে যদি শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদার অনুশীলন না করে এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরে, ব্রাহ্মণ্য হইতে

দবে । কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, ঘেবহীন মৈত্রী ভাবনায নিষ্কৃত হইয়া আসবেব ক্ষযহেতু এই জীবনেই অনাসব চেতবিমর্দন্তি ও প্রজ্ঞাবিমর্দন্তি স্বযং জানিয়া ও সাক্ষাত কবিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহাব কবেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন ।’

১৬ । এইব্দপ উক্ত হইলে অচেলক (নগ্ন সম্যাসী) কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন : ‘হে গোতম, শ্রামণ্য দৃক্ষব, ব্রাহ্মণ্য দৃক্ষব ।’

‘কাশ্যপ, পৃথিবীতে “শ্রামণ্য দৃক্ষব, ব্রাহ্মণ্য দৃক্ষব” ইহা সাধারণ্যে কথিত হয । কাশ্যপ, কেহ অচেলক হইলে, মূক্তাচাব হইলে, হস্তাবলেহক হইলে, তোমাকর্তৃক কথিত সমস্ত আচাবই পালন কবিলে, এমন কি নিষমবন্ধ হইয়া মাসাক্কে একবাব মাত্র ভোজন কবিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যাব জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দৃক্ষব সদৃক্ষব হয, তাহা হইলে “শ্রামণ্য দৃক্ষব, ব্রাহ্মণ্য দৃক্ষব” এব্দপ বাক্য অযুক্ত । যে কোন গৃহপতি, গৃহপতি-পুত্র এমন কি কুন্তবাহিকা-দাসী পর্য্যন্ত বলিতে পাবে : “আমি অচেলক হইব, মূক্তাচার হইব, হস্তাবলেহক হইব...নিষম-বন্ধ হইয়া মাসাক্কে একবাব মাত্র ভোজন কবিব ।” কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচাব, এই তপশ্চর্য্য হইতে ভিন্ন অন্য কাবণে “শ্রামণ্য দৃক্ষব, ব্রাহ্মণ্য দৃক্ষব”, সেইহেতু ইহা বলা সঙ্গত যে “শ্রামণ্য দৃক্ষব, ব্রাহ্মণ্য দৃক্ষব ।” কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, ঘেবহীন মৈত্রী ভাবনায নিষ্কৃত হইয়া আসবেব ক্ষয হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমর্দন্তি ও প্রজ্ঞা-বিমর্দন্তি স্বযং জানিয়া ও সাক্ষাত কবিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহাব কবেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন ।

‘কাশ্যপ, কেহ শাকভোজী হইলে, শ্যামাক-ভোজী হইলে...বৃক্ষ হইতে স্বযং পতিত ফল অথবা বন-মূল ফলাহাবী হইলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যাব জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দৃক্ষব সদৃক্ষব হয, তাহা হইলে “শ্রামণ্য দৃক্ষব, ব্রাহ্মণ্য দৃক্ষব” এব্দপ বাক্য অযুক্ত । যে কোন গৃহপতি, গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুন্তবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত বলিতে পাবে : “আমি শাক-ভোজী, শ্যামাক-ভোজী হইব...বনমূল-ফল এবং বৃক্ষ হইতে স্বযং পতিত ফলাহাবী হইব ।” কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচাব, এই তপশ্চর্য্য হইতে ভিন্ন অন্য কাবণে “শ্রামণ্য দৃক্ষব, ব্রাহ্মণ্য দৃক্ষব”, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে “শ্রামণ্য দৃক্ষব, ব্রাহ্মণ্য দৃক্ষব ।” কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, ঘেব-হীন...ব্রাহ্মণ কথিত হন ।

কাশ্যপ, কেহ শানবস্ত্র ও মশান বস্ত্র ধারণ করিলে... প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দৃষ্কব সুদৃষ্কব হয়, তাহা হইলে “শ্রামণ্য দৃষ্কব, ব্রাহ্মণ্য দৃষ্কব” এব্দপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি, গৃহপতিপুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত বলিতে পারে : “আমি শান ও মশান বস্ত্র ধারণ করিব প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তিন বার জলে অবতরণ করিব।” কিন্তু কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কাৰণে “শ্রামণ্য দৃষ্কব, ব্রাহ্মণ্য দৃষ্কব”, সেইহেতু ইহা বলা সঙ্গত যে “শ্রামণ্য দৃষ্কব, ব্রাহ্মণ্য দৃষ্কব।” কাশ্যপ ভিক্ষু যখন বৈবহীন, দ্বৈবহীন... ব্রাহ্মণ কথিত হন।”

১৭। এইব্দপ উক্ত হইলে অচেলক কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেনঃ হে গোতম, শ্রমণ কে তাহা জানিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ কে তাহা জানিতে পাবা কঠিন।

‘কাশ্যপ, পৃথিবীতে “শ্রমণ চিনিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন” ইহা সাধাবণ্যে কথিত হয়। কাশ্যপ, কেহ অচেলক হইলে, মূড়াচাব হইলে, হস্তাবলেহক হইলে নিষমবন্ধ হইয়া মাসাক্ষে একবার মাত্র ভোজন করিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন হয়, তাহা হইলে “শ্রমণ চিনিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন” এব্দপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতিপুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত জানিতে পারে : “এই ব্যক্তি অচেলক, মূড়াচাব, হস্তাবলেহক নিষমবন্ধ হইয়ামাসাক্ষে একবার মাত্র ভোজনকারী।” কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কাৰণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন, সুকঠিন, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে “শ্রমণ চিনিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন।” কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, দ্বৈবহীন মৈত্রী ভাবনার নিযুক্ত হইয়া আসবেব ক্ষয় হেতু এই জীবনেই অনাসব চেতবিমূর্ত্তি ও প্রজ্ঞাবিমূর্ত্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

‘কাশ্যপ, কেহ শাকভোজী হইলে, শ্যামাকভোজী হইলে বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলাহারী হইলে, মাত্র এই তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন হয়, তাহা হইলে শ্রমণ চিনিতে পাবা

কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন, এব্দপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত জানিতে পাবে; “এই ব্যক্তি শাকভোজী, শ্যামাকভোজী বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলভোজী।” কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কাৰণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন, সুকঠিন, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে “শ্রমণ চিনিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।” কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, দ্বেষহীন. শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

‘কাশ্যপ, কেহ শানবস্ত্র ও মশানবস্ত্র ধারণ করিলে...প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়েব মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যাব জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন হয়, তাহা হইলে “শ্রমণ চিনিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন” এব্দপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত জানিতে পাবে: “এই ব্যক্তি শান অথবা মশান বস্ত্র ধারী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময়েব মধ্যে তিন বার জলে অবতরণকারী। কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কাৰণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন, সুকঠিন, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে “শ্রমণ চিনিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন।” কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, দ্বেষহীন... শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।”

১৮। এইব্দপ উক্ত হইলে অচেলক কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন: ‘হে গোতম, সেই শীলসম্পদা কি? সেই চিত্ত-সম্পদা কি? সেই প্রজ্ঞা-সম্পদা কি?’

‘কাশ্যপ, [এই স্থলে শ্রামণ্যফল সূত্রেব ৪০-৪৩ পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে। তৎপবে ব্রহ্মজাল সূত্রেব ২৭ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে। ঐ পদচ্ছেদের সর্বশেষ পংক্তিব স্থানে “ইহা শীলসম্পদা” এইব্দপ পাঠ করিতে হইবে। তৎপবে শ্রামণ্যফল সূত্রেব ৬৩ সং পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে। ঐ পদচ্ছেদের সর্বশেষ পংক্তিব পবে “ইহা সেই শীল-সম্পদা” এইব্দপ পাঠ করিতে হইবে।]

১৯। “[এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রেব ৬৪-৭৬ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে। ৭৬ সং পদচ্ছেদের “তাঁহাব দেহেব কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বাৰা অব্যাপ্ত থাকে না” এই বাক্যেব পবে “ইহা চিত্ত-সম্পদা” এইব্দপ পাঠ করিতে হইবে।]

‘পুনশ্চ, কাশ্যপ, [এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রেব ৭৭, ৭৯, ৮১ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] কাশ্যপ, ইহা সেই চিত্ত-সম্পদা।

২০। [এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রেব ৮৩ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] ইহা প্রজ্ঞা-সম্পদা। [তৎপরে ঐ সূত্রেব ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৭ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] ইহা প্রজ্ঞা-সম্পদা।

‘কাশ্যপ, এই শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা ও প্রজ্ঞা-সম্পদা হইতে ভিন্ন অন্য উৎকৃষ্টতর মধুবতর শীলসম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা নাই।

২১। ‘কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা শীলবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে শীলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, আৰ্য্য পবম শীল সম্বন্ধে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠেব ত কথাই নাই। অতএব এই শীল সম্বন্ধে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

‘কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তপ-জগদুপাসাবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে তপ-জগদুপাসার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আৰ্য্য পবম তপ-জগদুপাসা তাহাতে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠেব ত কথাই নাই। এই বিষয়ে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

‘কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা প্রজ্ঞাবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে প্রজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আৰ্য্য পবম প্রজ্ঞা তাহাতে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠেব ত কথাই নাই। অতএব এই বিষয়ে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

‘কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা বিমুক্তি-বাদী, তাঁহারা অনেক প্রকারে বিমুক্তির প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আৰ্য্য পবম বিমুক্তি তাহাতে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠেব ত কথাই নাই। অতএব এই বিষয়ে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

২২। ‘কাশ্যপ, এবদুপ হইতে পাবে যে ভিন্ন মতাবলম্বী পবিত্রাজকগণ কহিবেন : “শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ কবেন, কিন্তু শূন্যাগাবে, পবিষদে নহে।” তাহাদিগকে এইবদুপ উত্তর দিতে হইবে : “ইহা সত্য নহে, শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ কবেন, এবং পবিষদেই কবেন।” কাশ্যপ, এবদুপ হইতে পাবে যে ভিন্ন মতাবলম্বী পবিত্রাজকগণ কহিবেন : “শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ কবেন, পবিষদেই কবেন, কিন্তু নির্ভীক চিত্তে করেন না।” তাহাদিগকে-

কহিতে হইবে : “শ্রমণ গোতম নিভাঁক চিত্তে-ই সিংহনাদ কবেন ।”
 “কিন্তু তাঁহাকে কেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবে না” . “তাঁহাকে প্রশ্নও কবা হয় ।”
 . “কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেব উত্তর দানে অক্ষম ।” ... “তিনি জিজ্ঞাসিত
 প্রশ্নেব উত্তর দানে সক্ষম ।” . “কিন্তু তাঁহাব প্রদত্ত উত্তর হৃদয়-গ্রাহী হয়
 না ।” “তাঁহাব উত্তর হৃদয়-গ্রাহী ।” “কিন্তু তাঁহাব বাক্য শ্রবণযোগ্য
 বিবেচিত হয় না ।” ... “তাঁহাব বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয় ।” .
 “কিন্তু তাঁহাব বাক্য শ্রবণ করিষা কেহ শ্রদ্ধা অনুভব কবে না ।” ... “তাঁহাব
 বাক্য শ্রবণান্তে শ্রদ্ধা অনুভূত হয় ।” “কিন্তু অনুভূত হইলেও ঐ শ্রদ্ধাব
 বাহিঃ প্রকাশ নাই ।” . . “উহাব বাহিঃ প্রকাশ আছে ।” . “কিন্তু উহা দ্বাবা
 মনুষ্য সত্যে উপনীত হয় না ।” “মনুষ্য উহা দ্বাবা সত্যে উপনীত হয় ।”
 . “কিন্তু মনুষ্য সত্যে উপনীত হইলেও ঐ সত্য পালনে অক্ষম হয় ।”
 উহাদিগকে কহিতে হইবে, এব্দুপ নহে ; শ্রবণ গোতম সিংহনাদ কবেন এবং
 উহা পৰিষদেই কবেন, নিভাঁক হইষা কবেন , তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবা
 হয়, তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেব উত্তর দানে সক্ষম, তাঁহাব উত্তর হৃদয়গ্রাহী হয়,
 তাঁহাব বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয়, উহাব শ্রবণে শ্রদ্ধা অনুভূত হয়, ঐ
 শ্রদ্ধাব বাহ্যিক বিকাশ হয়, উহা সত্য প্রদর্শনকাৰী এবং মনুষ্য ঐ সত্য পালনে
 সক্ষম ।” কাশ্যপ, এইব্দুপ উত্তর দিতে হইবে ।

২৩ । ‘কাশ্যপ, এক সময়ে আমি বাজগৃহে গৃধকট পৰ্ব্বতে অবস্থান
 করিতেছিলাম । ঐ স্থানে নিগোধ নামক তপ-ব্রহ্মচাৰী আমাকে তপজগদুপাসা
 সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন । আমি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেব উত্তর দিয়াছিলাম ।
 আমার উত্তরে তিনি অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ।’

‘ভগ্নে, ভগবানের ধৰ্ম্ম শ্রবণ করিষা কে অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট না হইবে ?
 আমিও ভগবানের ধৰ্ম্ম শ্রবণ করিষা অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়াছি । ভগ্নে,
 অতি উত্তম, অতি উত্তম । য়েব্দুপ উৎপাতিতেব পদনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুপ্তাধিত
 প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ-প্রদর্শিত হয়, চক্ষুজ্ঞানের দেখিবাব নিমিত্ত অন্ধকারে
 তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইব্দুপ ভগবান অনেক প্রকাৰে ধৰ্ম্ম প্রকাশিত
 করিয়াছেন । ভগ্নে, আমি ভগবানের শবণ লইতেছি, ধৰ্ম্মেব শবণ লইতেছি,
 ভিক্ষু সঙ্ঘেব শবণ লইতেছি । আমি ভগবানের নিকট প্রজ্ঞা ও উপসম্পদা
 লইতে বাসনা করি ।’

২৪ । কাশ্যপ, পূৰ্বে অন্য ধৰ্ম্মাবলম্বী যে ব্যক্তি এই ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিষা

উহাতে প্ররজ্যা ও উপসম্পদা লইবার ইচ্ছা কবেন, শিক্ষার্থীৰূপে তাঁহাকে চারি মাস যাপন করিতে হইবে ; চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর একাগ্র-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষুজীবন যাপনার্থ প্ররজ্যা ও উপসম্পদা দান করিবেন। তথাপি এই বিষয়ে মনুষ্যগণের মধ্যে পার্থক্য আমি বিদিত আছি।’

‘ভগ্নে, পূৰ্বে অন্য ধৰ্ম্মবিলম্বী কোন ব্যক্তি এই ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহাতে প্ররজ্যা ও উপসম্পদা লইবার ইচ্ছা করিলে, যদি তাঁহাকে শিক্ষার্থী-রূপে চারি মাস যাপন করিতে হয়, যদি চারি মাস যাপন করিবার পর একাগ্র-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষুজীবন যাপনার্থ প্ররজ্যা ও উপসম্পদা দান কবেন, আমি চারি বৎসর শিক্ষার্থীৰূপে যাপন করিব, চারি বৎসর অতিবাহিত হইবার পর একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে প্ররজ্যা ও উপসম্পদা দান করুন।

অচেলক কাশ্যপ ভগবানের নিকট প্ররজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর নবদীক্ষিত আযুজ্জান কাশ্যপ নিজ্জানবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূৰ্ণ, দৃঢ়সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পবিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্ররজ্যাব আশ্রয় কবেন, সেই অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই উহা পূৰ্ণতা সাধন করিলেন : ‘জন্মেব ধৰ্ম্মস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, কৰ্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই জীবনে কবণীয় আর কিছুই নাই,’ ইহা জ্ঞাত হইয়া আযুজ্জান কাশ্যপ অবহতীদিগেব অন্যতম হইলেন।

। বসুসপ-সীহনাদ সূত্র সমাপ্ত।

পোট্ঠপাদ সূত্ৰেৰ পূৰ্বাভাষ

পৰিৱাজক পোট্ঠপাদ অভিসংজ্ঞা-নিবোধ সম্বন্ধে প্ৰচলিত মত সমূহ বৰ্ণনা কৰিয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন অভিসংজ্ঞা-নিবোধ কিসে হয়। বুদ্ধে ঐ সকল মতেৰ ভ্ৰান্তি প্ৰদৰ্শন পূৰ্বক কৰিলেন যে, পূৰ্বৰ শীলসম্পন্ন ও বস্তুতেন্দ্রিয় হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতৰ স্তৰে গমন পূৰ্বক ক্ৰমান্বয়ে প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুৰ্থ ধ্যান লাভ কৰেন। ঐ ধ্যান লাভেৰ পৰ পূৰ্বৰ সম্বৰ্ত্তোভাবে বৃদ্ধ-সংজ্ঞা অতিক্ৰম কৰিয়া যথাক্ৰমে প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুৰ্থ অবৃদ্ধ-সংজ্ঞায় উপনীত হন। এইবূপে সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞান্তৰ প্ৰাপ্ত ও পৰিশেষে শ্ৰেষ্ঠতম সংজ্ঞায় উপনীত হইয়া তিনি চিন্তা না কৰাই শ্ৰেষ্ঠতৰ স্থিতি কৰিয়া চিন্তা পৰিহাৰ কৰেন। এইবূপে তিনি নিবোধে উপনীত হন। এইবূপে অভিসংজ্ঞা-নিবোধ হইয়া থাকে।

তৎপৰে পোট্ঠপাদ বুদ্ধকে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নগুলি পৰ্য্যায়ক্ৰমে জিজ্ঞাসা কৰিলেন—

জগত শাস্বত কিম্বা অশাস্বত ?

জগত সসীম কিম্বা অসীম ?

জীব ও শবীৰ একই অথবা ভিন্ন ?

মৰণেৰ পৰ তথাগতেৰ পুনৰ্জন্ম হয় কি না ?

বুদ্ধ উত্তৰ কৰিলেন ঐ সকল অনিশ্চিত বিষয়ে তিনি কোন মত প্ৰকাশ কৰেন নাই, কাৰণ এই প্ৰশ্ন সমূহ নিবৰ্থক, উহাৰা সৰ্ব্বোচ্চ ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও নিৰ্বাণেৰ অনুকূল নহে। ভগবান কোন প্ৰশ্নেৰ সমাধান কৰিয়াছেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বুদ্ধ কৰিলেন দঃখ, দঃখেৰ উৎপত্তি, দঃখেৰ নিবোধ এবং ঐ নিবোধেৰ মাৰ্গবৃদ্ধি নিশ্চিত বিষয় সমূহ তিনি প্ৰকাশ কৰিয়াছেন, কাৰণ ঐ সকল প্ৰশ্নই অৰ্থ-সংহিত, উহাৰাই সৰ্ব্বোচ্চ ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও নিৰ্বাণেৰ অনুকূল।

৯। পোট্ঠপাদ সূত্ৰ

১। আমি এইবূপ শ্ৰবণ কৰিয়াছি। এক সময় ভগবান শ্ৰাবস্তী নগৰে অনাথ পিণ্ডিকেৰ জেতবন উদ্যানে অৰাধিত কৰিতেছিলে। ঐ সময়

পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ তিন শত পরিব্রাজক সমন্বিত বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত মল্লিকাব' উদ্যানে তি'ড়ুক বৃক্ষ পরিবেষ্টিত বিচারশালায় বাস করিতেছিলেন ।

২। অনন্তর ভগবান পু'স্বাহু সময়ে বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর সহিত পি'ডার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন । তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেন : পি'ডার্থ শ্রাবস্তী প্রবেশের পক্ষে এখনও অতি প্রত্যুষ, আমি মল্লিকার উদ্যানে তি'ড়ুক বৃক্ষ পরিবেষ্টিত বিচারশালায়, যেখানে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে গমন করিব ।' অতঃপর তিনি ঐ স্থানে গমন করিলেন ।

৩। ঐ সময়ে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন । তাঁহারা সকলে উন্নাদ, উচ্চ শব্দ, মহাশব্দেব সহিত অনেক প্রকার অসাব বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, যথা—বাজ্র কথা, চোব কথা, মহামাত্য কথা, সেনা কথা, ভয় কথা, যুদ্ধ কথা, অন্ন কথা, পান কথা, বস্ত্র কথা, শযন কথা, মালা কথা, গন্ধ কথা, জ্ঞাতি কথা, যান কথা, গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ কথা, নাবী কথা, শব্দ কথা, বিশিখা কথা, কুস্ত স্থান কথা, প্রেত কথা, নিবর্থক কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় জন-প্রবাদ, এবং অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা ।

৪। পোট্ঠপাদ দূরে ভগবানকে আসিতে দেখিয়া স্বকীয় পরিষদকে সাবধান করিলেন : 'মাননীষগণ, আপনাবা নীবর হউন, শব্দ করিবেন না । শ্রমণ গোতম আসিতেছেন, সেই আশুজ্ঞান নীবরতা প্রিয়, নীবরতার প্রশংসাবাদী । পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এই স্থানকে আগমনের যোগ্য মনে করেন ।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ নীবর হইলেন ।

৫। তদন্তর ভগবান পোট্ঠপাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন । পোট্ঠপাদ ভগবানকে করিলেন :

'ভগবান ! আসুন, স্বাগত । বহুদিন পরে আপনি এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, উপবেশন করুন, এই আসন প্রস্তুত ।'

ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পোট্ঠপাদ অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান তাঁহাকে কহিলেন :

‘এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা এক্ষণে কি কথাষ নিষদন্ত, তোমাদের কি আলোচনা বাধা প্রাপ্ত হইল ?’

আত্ম বাদ

৬। ভগবান এইরূপ কহিলে পোট্ঠপাদ কহিলেন :

‘আমরা এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া এক্ষণে যে কথাষ নিষদন্ত ছিলাম, সে কথা থাক্, অন্য সময়ে ভগবান সে কথা অনায়াসে শুনিতে পাইবেন। ভস্তু, বহু দিবস হইল নানা তীর্থীয় শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ কুতুহল-শালায় সন্মিলিত ও উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকবার অভিসংজ্ঞা-নিবোধ সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল : “অভিসংজ্ঞা নিবোধ কিরূপে হয় ?”

‘তদন্তবে, কেহ কেহ কহিয়াছিলেন : “প্ৰবৃত্ত্যেব সংজ্ঞাব উৎপত্তি ও নিবোধেব হেতুও নাই প্রত্যয়ও নাই। উহাব উৎপত্তিকালে প্ৰবৃত্ত্য সংজ্ঞা-সম্পন্ন হয়, নিরোধকালে সংজ্ঞাহীন হয়।” এইরূপে, তাঁহারা অভিসংজ্ঞা-নিবোধ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

‘অপর একজন ঐ বিষয়ে কহিয়াছিলেন : “তাহা নহে। সংজ্ঞা প্ৰবৃত্ত্যেব আত্মা, উহা (আত্মা) আসে, যায়। যখন আসে প্ৰবৃত্ত্য তখন সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়, যখন যায় তখন প্ৰবৃত্ত্য সংজ্ঞাহীন হয়।” এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা নিবোধ ব্যাখ্যা করেন।

‘অপর একজন ঐ বিষয়ে কহিয়াছিলেন : “তাহা নহে। কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন বাঁহাবা মহাঋদ্ধি সম্পন্ন, মহা অনুরোধ সম্পন্ন। তাঁহাবাই মনুষ্যদেহে সংজ্ঞাব সঞ্চাবও করেন এবং দেহ হইতে সংজ্ঞা অপসারণও করেন, যখন সঞ্চাব করেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাবান হয়, যখন অপসারণ করেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হয়।” এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা নিবোধ ব্যাখ্যা করেন।

‘অপর একজন ঐ বিষয়ে কহিয়াছিলেন : “তাহা নহে । মহাঋদ্ধি ও অনুরূপ সম্পন্ন দেবতাবা আছেন । তাহাবাই মনুষ্যদেহে সংজ্ঞাব সঞ্চারও কবেন, দেহ হইতে সংজ্ঞাব অপসারণও কবেন, যখন সঞ্চার করেন মনুষ্য তখন সংজ্ঞাবান হয়, যখন অপসারণ কবেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হয় ।” এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা-নিবোধ ব্যাখ্যা কবেন । ভস্তু, আমাব ভগবানের কথাই মনে হইল : নিঃসন্দেহ ভগবান সুগত উক্ত ধর্মসমূহে সুকুশল ।” ভগবান অভিসংজ্ঞা নিবোধের প্রকৃতিজ্ঞ । ভস্তু, অভিসংজ্ঞা নিবোধ কিরূপে হয় ?

৭। ‘পোর্টপাদ, এই বিষয়ে যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কহিয়াছিলেন “পদব্রূষেব সংজ্ঞাব উৎপত্তি ও নিবোধেব হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই, তাহাবা প্রাবল্যেই ভ্রান্ত । কি হেতু ? পোর্টপাদ পদব্রূষেব সংজ্ঞাব উৎপত্তি ও নিবোধেব হেতু ও প্রত্যয় আছে । শিক্ষাব দ্বাবা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, শিক্ষাব দ্বাবা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয় ।

‘ঐ শিক্ষা কি ?’ ভগবান কহিলেন । ‘পোর্টপাদ, মনে কব জগতে তথাগতেব আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অবহত, সম্যক সম্বুদ্ধ... ইত্যাদি (শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৪০-৪২ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কাষ ও বাক্য দ্বাবা কুশল কর্ম সমন্বিত হইয়া, শুদ্ধ জীবিকা সম্পন্ন হইয়া, শীলসম্পন্ন হইয়া, বস্তুতেন্দ্রিয় হইয়া, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত ও সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান কবিতে লাগিল । পোর্টপাদ ভিক্ষু কিরূপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন ? ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পবিহার পদ্বর্ক উহা হইতে বিবত হন...ঔষধেব প্রতিমোক্ষ । ভিক্ষু এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিবত । ইহাও শীলের অন্তর্গত (শ্রামণ্যফল সূত্রেব পদচ্ছেদ সং ৪৩-৬২ দ্রষ্টব্য)

- ৮। পোর্টপাদ, তিনি এইরূপ শীলসম্পন্ন হইয়া এই শীলসংবেব কারণ কুণ্ঠাপি ভয়দর্শন কবেন না । যেবূপ, পোর্টপাদ, মূদ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়... অনবদ্য সুখ অনুরূপ করেন । (শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৬৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) পোর্টপাদ, ভিক্ষু এই বূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন ।

৯। পোর্টপাদ, ভিক্ষু কি প্রকাবে বস্তুতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন ? পোর্টপাদ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বাবা বূপদর্শন কবিয়া অবিমিশ্র সুখ অনুরূপ কবেন (শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৬৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) পোর্টপাদ...ভিক্ষু এই প্রকাবে বস্তুতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন ।

১০। (এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রেব পদচ্ছেদ সংখ্যা ৬৫ হইতে ৭৪ এর

“প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহাব কবেন” পর্যান্ত পাঠ করিতে হইবে)। তাহাব পদ্ব্যব কামসংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়। ঐ সময় বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয় এবং তিনি বিবেকজ প্রীতি সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা হইয়া থাকেন। এইবদপে শিক্ষার দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয়। - ইহাই শিক্ষা।’ ভগবান এইবদপ কহিলেন।

১১। ‘পদনশ্চ, পোট্টপাদ, ভিক্ষু বিতর্ক বিচাবেব উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী...অবিতর্ক অবিচাব...দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহাব কবেন (শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৭৭ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) ? তাহাব পদ্ব্যব বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়। ঐ সময় সমাধিজ-প্রীতি সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয় এবং তিনি সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা হইয়া থাকেন। এইবদপে শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।’ ভগবান এইবদপ কহিলেন।

১২। ‘পদনশ্চ, পোট্টপাদ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈবাগ্য উৎপাদন করিয়া ...এইবদপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিবাজ কবেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৭৯ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) তাহাব পদ্ব্যব সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত-সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়, ঐ সময় উপেক্ষা-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয় এবং তিনি উপেক্ষা-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা হইয়া থাকেন। এইবদপে শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।’ ভগবান এইবদপ কহিলেন।

১৩। ‘পদনশ্চ, পোট্টপাদ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিবাজ কবেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৮১ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) তাহাব পদ্ব্যব উপেক্ষা-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়। ঐ সময় না-দুঃখ না-সুখ বদপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয় এবং তিনি না-দুঃখ না-সুখ বদপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা হইয়া থাকেন। এইবদপে শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।’ ভগবান এইবদপ কহিলেন।

১৪। ‘পদনশ্চ পোট্টপাদ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপ সংজ্ঞা অতিক্রম

করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞাব অন্ত গমনান্তে নানাত্ত সংজ্ঞার চিন্তা পবিহাব করিয়া, 'আকাশ অনন্ত' এইব্দপ চিন্তা করিয়া আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহাব কবেন। তাঁহার পদ্বর্ষের ব্দপ-সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়। ঐ সময় আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন ব্দপ স্ফুটন-সত্য-সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয় এবং তিনি আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন ব্দপ স্ফুটন-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইব্দপে শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইব্দপ কহিলেন।

১৫। 'পদনষ্ট, পোট্টপাদ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন অতিক্রম করিয়া, 'বিজ্ঞান অনন্ত' এইব্দপ চিন্তা করিয়া বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহাব কবেন। তাঁহার পদ্বর্ষের আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন ব্দপ স্ফুটন-সত্য-সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়। ঐ সময় বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন ব্দপ স্ফুটন-সত্য-সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, এবং তিনি বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন ব্দপ স্ফুটন-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইব্দপে শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইব্দপ কহিলেন।

১৬। 'পদনষ্ট, পোট্টপাদ, ভিক্ষু বিজ্ঞান-আনন্ত্য আয়তন সর্বাংশে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এইব্দপ আকিণ্ণ্য আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহাব কবেন। তাঁহার পদ্বর্ষের বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন ব্দপ স্ফুটন-সত্য-সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়। ঐ সময়ে আকিণ্ণ্যায়তন ব্দপ স্ফুটন-সত্য-সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয় এবং তিনি আকিণ্ণ্যায়তন ব্দপ স্ফুটন-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইব্দপে শিক্ষাব দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বাৰা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইব্দপ কহিলেন।

১৭। পোট্টপাদ, ভিক্ষু যে সময় হইতে স্বক-সংজ্ঞী হন, সেই সময় হইতে ক্রমান্বয়ে তিনি সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞান্তব প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠতম সংজ্ঞায় উপনীত হন। সর্বোচ্চ সংজ্ঞায় উপনীত হইয়া তাঁহার মনে এইব্দপ হয় : "চিন্তা কবা হীনতব অবস্থা। চিন্তা না কবাই শ্রেষ্ঠতব। আমি যদি চিন্তা করি, অভিসন্ধান করি, তাহা হইলে আমার এই সকল সংজ্ঞা নিবদ্ধ হইয়া স্থূলতব সংজ্ঞাব উৎপত্তি হইতে পাবে। অতএব আমি চিন্তা করিব না, অভিসন্ধান করিব না।" তিনি চিন্তাও কবেন না, অভিসন্ধানও কবেন না। চিন্তা ও অভিসন্ধানের পবিহাবে তাঁহার ঐ সকল সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়, এবং

অন্য স্থূলতব সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয় না। তিনি নিবোধে উপনীত হন। এইবূপে, পোট্টপাদ, ক্রমানুসারে অভিসংজ্ঞা-নিবোধ সম্প্রজ্ঞান সমাপত্তি হইয়া থাকে।

১৮। 'পোট্টপাদ, তুমি কিবূপ মনে কব? তুমি কি ইতিপূর্বে অভিসংজ্ঞা-নিবোধের ক্রমিক সম্প্রজ্ঞান-সমাপত্তি শুনিয়াছ?'

'না, ভণ্ডে। ভগবান যাহা কহিলেন আমি তাহা এইবূপ বদ্বিলাম :— (এই স্থানে উপবে ১৭ সং পদচ্ছেদেব উক্তি আবৃত্ত হইয়াছে।)

'পোট্টপাদ, তুমি যথার্থই কহিয়াছ।'

১৯। 'ভণ্ডে, ভগবান কি শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক এইবূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন, অথবা বহু?'

'পোট্টপাদ, শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক আমি ইহাও কহি, উহা একাধিক তাহাও কহি।'

'শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক এবং একাধিক, ভগবান কিরূপে ইহা কহিতে পাবেন?'

'পোট্টপাদ নিবোধ হইতে নিবোধান্তবে অগ্রসব হইবার কালে এক শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা হইতে অপব শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয়। এই কাৰণেই, পোট্টপাদ, আমি শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক ইহাও কহি, উহা একাধিক তাহাও কহি।'

২০। 'ভণ্ডে, সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, তৎপশ্চাতে জ্ঞান, অথবা প্রথমে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎপশ্চাতে সংজ্ঞা, অথবা সংজ্ঞা এবং জ্ঞান কোনটিই পূর্বাগিব নহে, উভয়ে একই সময়ে উৎপন্ন হয়?'

'পোট্টপাদ, সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, পবে জ্ঞান, সংজ্ঞাব উৎপত্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। উহা এইবূপে দৃষ্ট হয় : "এই হেতু হইতে আমার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে।" পোট্টপাদ, এই পর্য্যায় হইতে ইহা জ্ঞাতব্য যে সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, পবে জ্ঞান, সংজ্ঞাব উৎপত্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি।'

২১। 'ভণ্ডে, সংজ্ঞাই কি পূর্বদুষেব আত্মা, অথবা সংজ্ঞা ও আত্মা পবস্পব ভিন্ন?'

'পোট্টপাদ, তুমি কি সত্যই আত্মার আশ্রয় লইতেছ?'

'ভণ্ডে, আমি ধরিয়া লইতেছি যে, স্থূল এক আত্মাব অস্তিত্ব আছে যাহা-রূপী, চাতুর্মহাভূতিক এবং কবলিষ্কাব আহারভোজী।'

'পোট্টপাদ, যদি এবূপ আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তোমার সংজ্ঞা

এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পৰ্যায় হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্টপাদ, স্থূল, রূপী, চাতুৰ্মহাভূতিক, কবলিঙ্কাৰ আহাবভোজী আত্মা স্বীকাৰ কৰিষা লইলেও পদব্দেৰ কোন কোন সংজ্ঞাৰ উৎপত্তি হয়, কোন কোন সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়। পোট্টপাদ, ইহাৰ দ্বাৰাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।

২২। ‘ভন্তে, আমি আত্মাকে সৰ্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ-সৰ্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন মনোময় ব্ৰূপে গ্রহণ কৰি।’

‘পোট্টপাদ, তোমাৰ আত্মা সৰ্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সৰ্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন মনোময় হইলেও তোমাৰ সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পৰ্যায় হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্টপাদ, সৰ্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সৰ্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন মনোময় আত্মা স্বীকাৰ কৰিষা লইলেও পদব্দেৰ কোন কোন সংজ্ঞাৰ উৎপত্তি হয়, কোন কোন সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়। পোট্টপাদ, ইহা দ্বাৰাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।

২৩। ‘ভন্তে, তাহা হইলে আমি আত্মাকে অব্দপী, সংজ্ঞাময় ব্ৰূপে গ্রহণ কৰিতেছি।’

‘পোট্টপাদ, তোমাৰ আত্মা অব্দপী, সংজ্ঞাময় হইলেও তোমাৰ সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পৰ্যায় হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্টপাদ, আত্মাকে অব্দপী, সংজ্ঞাময় ব্ৰূপে গ্রহণ কৰিলেও পদব্দেৰ কোন কোন সংজ্ঞাৰ উৎপত্তি হয়, কোন কোন সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয়। পোট্টপাদ, ইহা দ্বাৰাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।

২৪। ‘ভন্তে, সংজ্ঞা পদব্দেৰ আত্মা অথবা সংজ্ঞা এবং আত্মা পৰস্পৰ বিভিন্ন ইহা কি আমি জানিতে পাৰি?’

‘পোট্টপাদ, তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন ব্ৰূচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগান্দুসাবী, ভিন্ন আচাৰ্য্যেৰ শিক্ষাগ্ৰহণকাৰী; এই জন্য এই বিষয় জানিতে পাবা তোমাৰ পক্ষে কঠিন।’

২৫। ‘ভন্তে, যদি আমাৰ পক্ষে তাহা জানিতে পাবা কঠিন হয়, তাহা হইলে, ভন্তে, জগত কি শাস্বত? ইহাই কি একমাত্র সত্য, অন্য প্রকাৰ দৃষ্টি নিবৰ্থক?’

‘পোট্টপাদ, “জগত শাস্বত, ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকাৰ দৃষ্টি নিবৰ্থক”, এই বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ কৰি নাই।’

‘ভস্তু, তবে কি জগত অশাস্বত ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিবর্থক ?’

‘পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই ।’

‘ভস্তু, তবে কি জগত সসীম ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিবর্থক ?’

‘পোট্ঠপাদ, এ বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই ।’

‘ভস্তু, তবে কি জগত অসীম ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিবর্থক ?’

‘পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই ।’

২৬ । ‘ভস্তু, জীব এবং শরীর কি একই ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিবর্থক ?’

‘পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই ।’

‘ভস্তু, তবে কি জীব হইতে শরীর ভিন্ন ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিবর্থক ?’

‘পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই ।’

২৭ । ‘ভস্তু, মরণের পৰ তথাগতের পুনর্জন্ম হয় কি ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিবর্থক ?’

‘পোট্ঠপাদ, এই বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই ।’

‘ভস্তু, তবে মরণের পৰ কি তথাগতের পুনরাবির্ভাব হয় না ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিবর্থক ?’

‘পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই ।’

‘ভস্তু, তবে কি মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম একাধারে হয় এবং হয় ন ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিবর্থক ?’

‘পোট্ঠপাদ, এ বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই ।’

‘ভস্তু, তবে কি মরণের পৰ তথাগতের পুনর্জন্ম হয় না, এবং উহা কে হয় না তাহাও নহে ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিবর্থক ?’

‘পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই ।’

২৮ । ‘কেন ভগবান ঐ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই ?’

‘পোট্ঠপাদ, এই প্রশ্ন অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম-সংহিত নহে, সম্বোধিত ব্রহ্মচর্য্যেব অনুরূপ নহে ; নিষ্পদ, বিবাগ, বিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, দীঘ—১০

সম্বোধি, নিষ্বাণের অননুকূল নহে। এই কারণে আমি ঐ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করি নাই।’

২৯। ‘ভগ্নে, ভগবান কোন্ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন?’

‘পোট্ঠপাদ, দ্বংখ কি তাহা আমি প্রকাশ করিয়াছি, দ্বংখের উৎপত্তি আমি প্রকাশ করিয়াছি, দ্বংখের নিবোধ আমি প্রকাশ করিয়াছি, দ্বংখ-নিবোধ-গামিনী প্রতিপদ (মার্গ) আমি প্রকাশ করিয়াছি।’

৩০। ‘কি হেতু ভগবান ঐ সকল প্রকাশ করিয়াছেন?’

‘পোট্ঠপাদ, যেহেতু ইহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম-সংহতি; সম্বোধি ব্রহ্মচার্যের অননুকূল, নিষেদ, বিবাগ, নিবোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নিষ্বাণের অননুকূল। এই হেতু আমি উহা ব্যক্ত করিয়াছি।’

‘হে ভগবান, সত্য। হে সুগত, সত্য। এক্ষণে ভগবান যথেষ্টা করিতে পাবেন।’

অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩১। তদনন্তর, ভগবান প্রস্থান করিয়া মাত্র উপস্থিত পবিরাজকগণ চতুর্দিক হইতে বিদ্রূপ বাক্য দ্বারা পোট্ঠপাদকে জর্জরিত করিলেনঃ ‘এই প্রকারে পোট্ঠপাদ শ্রমণ গোতম যাহা কহিতেছেন তাহাবই অননুমোদন করিতেছেন এবং কহিতেছেন “হে ভগবান, সত্য। হে সুগত, সত্য।” আমবা কিন্তু উপরি উক্ত দশবিধ প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্রমণ গোতমের কোন স্পষ্ট ধর্ম-দৈর্শনা অবগত নহি।’

এইরূপ উক্ত হইলে পবিরাজক পোট্ঠপাদ ঐ সকল পবিরাজককে কহিলেনঃ ‘আমিও ঐ সকল বিষয়ে শ্রমণ গোতম কর্তৃক ভাষিত কোন সুস্পষ্ট দৈর্শনা অবগত নহি। কিন্তু শ্রমণ গোতম যে মার্গ ভূত, তথ্য, সত্য, ধর্মস্থিত, ধর্মনিয়ামক, সেই মার্গের ঘোষণা কবেন। শ্রমণ গোতম ঘোষিত মার্গ ভূত, তথ্য, সত্য, ধর্মস্থিত, ধর্মনিয়ামক জানিয়াও সেই সুভাষিত বাক্যের অভিনন্দন করিব না?’

৩২। দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে হস্তী-আচার্য পুত্র চিত্ত এবং পবিরাজক পোট্ঠপাদ ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তথায় চিত্ত ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন, পোট্ঠপাদ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ সূচক বাক্যের বিনিময়ান্তে একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পোট্ঠপাদ, পবিরাজকগণ তাঁহাকে কিরূপ বিদ্রূপবাণে

জজ্জীবিত কবিষাছেন এবং তিনি কিব্দপ উত্তর দিয়াছেন তৎসমুদয় ভগবান্বেব নিকট বিবৃত কবিলেন ।

৩৩ । ‘পোট্ঠপাদ, ঐ সকল পাবিরাজক অন্ধ, চক্ষুহীন, উহাদেব মধ্যে একমাত্র তুমিই চক্ষুস্বান । পোট্ঠপাদ, কোন কোন বিষয় নিশ্চিত আমি এইব্দপ বিজ্ঞাপিত কবিষাছি, কোন কোন বিষয় অনিশ্চিত ঘোষণা কবিষাছি । আমি যাহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিবাছি তাহা কি ? “জগত শাস্বত,” “জগত অশাস্বত” “জগত সান্ত,” “জগত অনন্ত,” “যে জীব সে-ই শবীব,” “জীব এক, শবীব অন্য,” “মরণেব পব তথাগতেব পুনর্জন্ম হয়,” “মরণেব পব তথাগতেব পুনর্জন্ম হয় না,” “মরণেব পর তথাগতেব পুনর্জন্ম একাধারে হয় এবং হয় না, মরণেব পব তথাগতেব পুনর্জন্ম হয় না, এবং উহা যে হয় না তাহাও নহে,” পোট্ঠপাদ, আমি যাহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিবাছি তাহা এই সকল ।

‘পোট্ঠপাদ, কি কাবণে আমি ঐ সকল অনিশ্চিত ঘোষণা কবিষাছি ? পোট্ঠপাদ, যেহেতু উহা অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম-সংহিত নহে, সম্বোচ্চ ব্রহ্মচর্যেব অনুকুল নহে, নির্বেদ, বিবাগ, নিবোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নিস্বাণেব অনুকুল নহে । এই কাবণে আমি উহা অনিশ্চিত ঘোষণা কবিষাছি ।

‘পোট্ঠপাদ, যে সকল বিষয় নিশ্চিত, আমি এইব্দপ বিজ্ঞাপিত কবিষাছি, ঐ সকল কি ? “ইহা দঃখ,” “ইহা দঃখেব উৎপত্তি,” “ইহা দঃখেব নিবোধ,” “ইহা দঃখনিবোধ-গামিনী মার্গ” ; পোট্ঠপাদ, এই সকল বিষয় নিশ্চিত, আমি এইব্দপ বিজ্ঞাপিত কবিষাছি ।

‘পোট্ঠপাদ, কি কারণে আমি ঐ সকল নিশ্চিত এইব্দপ বিজ্ঞাপিত কবিষাছি ? যেহেতু উহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম-সংহিত, সম্বোচ্চ ব্রহ্মচর্যেব অনুকুল, নির্বেদ, বিবাগ, নিবোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নিস্বাণেব অনুকুল । এই কাবণে উহা নিশ্চিত আমি এইব্দপ বিজ্ঞাপিত করিষাছি ।

৩৪ । ‘পোট্ঠপাদ, কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা এইব্দপ মতাবলম্বী, এইব্দপ দৃষ্টিসম্পন্ন : “মরণেব পব আত্মা একান্ত সুখী এবং অবোগ হইবা থাকে ।” আমি তাঁহাদেব নিকট গিয়া কহি “আয়ুস্মানগণ, আপনারা কি সত্যই এইব্দপ মতাবলম্বী, এইব্দপ দৃষ্টিসম্পন্ন : “মরণেব

পর আত্ম একান্ত সুখী এবং অবোগ হইয়া থাকে” ? উত্তরে তাঁহাৰা সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি তাঁহাদিগকে এইৰূপ কহিঃ “আয়ুজ্ঞানগণ, আপনাবা কি একান্ত সুখসম্পন্ন লোক জানিবা ও দেখিবা বিহাব করেন ?” এইৰূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাৰা “না” এইৰূপ উত্তৰ দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহিঃ “আয়ুজ্ঞানগণ, আপনাবা কি একরাতি অথবা একদিবস, কিম্বা অৰ্দ্ধ বাতি অথবা অৰ্দ্ধ দিবসেৰ জন্যও আপনাদিগকে একান্ত সুখী অনুভব কৰিষাছেন ?” এইৰূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাৰা “না” কহিষা থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহিঃ “আয়ুজ্ঞানগণ, আপনাবা কি এমন কোন মার্গ, কোন প্রতিপদ জানেন যাহা দ্বারা একান্ত সুখময় জগতেৰ সাক্ষাৎকাৰ হয় ?” তাঁহাৰা “না” এইৰূপ উত্তৰ দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহিঃ “আয়ুজ্ঞানগণ, আপনাবা কি একান্ত সুখময় জগতে পুনবৎপন্ন দেবতাদিগকে কহিতে শুনিষাছেন : ‘মাৰিষ, একান্ত সুখময় লোক প্ৰাপ্তিৰ উদ্দেশ্যে সুপ্ৰতিপন্ন হউন আমবা, ঐ বৰূপেই একান্ত সুখময় লোক প্ৰাপ্তিৰ উদ্দেশ্যে সুপ্ৰতিপন্ন হউন। আমবা ঐ বৰূপেই একান্ত সুখময় লোক প্ৰাপ্ত হইষাছি’।” এইৰূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাৰা “না” কহিষা থাকেন। পোট্ঠপাদ, তুমি কিবৰূপ মনে কব ? এবৰূপ হইলে ঐ সকল শ্রমণ-ব্ৰাহ্মণেৰ বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে ?”

৩৫। ‘যেবৰূপ কোন প্ৰব্ৰূষ কহিলঃ “আমি এই জনপদেৰ জনপদ-কল্যাণীকে অভিলাষ কৰি, কামনা কৰি।” জনগণ তাহাকে কহিলঃ হে প্ৰব্ৰূষ, যে জনপদ-কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কব, কামনা কব, সেই জনপদ-কল্যাণী ক্ষত্ৰিযা, কিম্বা ব্ৰাহ্মণী, কিম্বা বৈশ্যা, কিম্বা শূদ্ৰাণী, তাহা কি তুমি জান ?” এইৰূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া প্ৰব্ৰূষটি কহিল “না”।

‘জনগণ তাহাকে কহিলঃ “হে প্ৰব্ৰূষ, যে জনপদ-কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কব, কামনা কব, সেই জনপদ-কল্যাণী এই নাম অথবা এই গোষ্ঠ-বিশিষ্ট, দীৰ্ঘ, হুম্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবৰ্ণা, শ্যামবৰ্ণা অথবা মদগদ্বৰ বৰ্ণা, অম্লক গ্রাম নিগম অথবা নগৰ বাসিনী, তাহা কি তুমি জান ?

‘এইৰূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া প্ৰব্ৰূষটি কহিলঃ “না”।

‘জনগণ তাহাকে কহিলঃ “হে প্ৰব্ৰূষ ; যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকে তুমি অভিলাষ কব, কামনা কব ?”

‘প্ৰব্ৰূষটি কহিল “হাঁ।”

‘পোট্ঠপাদ, তুমি কিব্দুপ মনে কব ? এরূপ হইলে সেই পদ্বদ্বেষব বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে ?’

অবশ্যই, ভস্তু, এব্দুপ হইলে সেই পদ্বদ্বেষব বাক্য ভিত্তিহীন ।’

৩৬। ‘পোট্ঠপাদ, এইব্দুপই যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন : “মবণেব পব আত্মা একান্ত সুখী এবং অবোগ হইয়া থাকে,” আমি তাহাদেব নিকট গমন কবিয়া কহি : “আযদ্জ্ঞানগণ, আপনাবা কি সত্যই এইব্দুপ মত পোষণ কবেন ?” উত্তবে তাহাবা সম্মতি জ্ঞাপন কবেন । আমি তাহাদিগকে কহি : “আযদ্জ্ঞানগণ, আপনাবা কি একান্ত সুখময় লোক জানিষা ও দেখিষা বিহাব করেন ?” উত্তবে তাহাবা “না” কহিয়া থাকেন । আমি তাহাদিগকে কহি . নহে ? [পদচ্ছেদ সংখ্যা ৩৪ দ্রষ্টব্য]

‘অবশ্যই, ভস্তু, এব্দুপ হইলে ঐ সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বাক্য ভিত্তিহীন ।’

৩৭। ‘পোট্ঠপাদ, কোন পদ্বদ্ব প্রাসাদে আবোহাগার্থ চতুর্দ্বারাপথে সোপানশ্রেণী নিৰ্মাণ কবিল । জনগণ তাহাকে কহিল : “হে পদ্বদ্ব, যে প্রাসাদে আবোহাগার্থ তুমি সোপান নিৰ্মাণ কবিতেছ, উহা পশ্চিম দিকে কিম্বা পূর্বদিকে কিম্বা উত্তর দিকে কিম্বা দক্ষিণ দিকে, উহা উচ্চ, নীচ কিম্বা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি ?” এইব্দুপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল “না” । জনগণ তাহাকে কহিল, “হে পদ্বদ্ব, যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই, সেই প্রাসাদে আবোহাগার্থ তুমি সোপান নিৰ্মাণ কবিতেছ ? এইব্দুপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল “হাঁ” । ‘পোট্ঠপাদ তুমি কিব্দুপ মনে কব ?’ এব্দুপ হইলে সেই পদ্বদ্বেষব বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে ?’

‘অবশ্যই, ভস্তু, এব্দুপ হইলে সেই পদ্বদ্বেষব বাক্য ভিত্তিহীন ।’

৩৮। ‘এইব্দুপেই পোট্ঠপাদ, যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন “মবণাস্তে আত্মা একান্ত সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়” আমি তাহাদেব নিকট গমন কবিয়া কহি : “আযদ্জ্ঞানগণ, আপনাবা কি সত্যই এইব্দুপ কহিয়া থাকেন ?” তাহাবা উত্তবে সম্মতি জ্ঞাপন কবেন । আমি তাহাদিগকে কহি : “আযদ্জ্ঞানগণ, আপনাবা কি একান্ত সুখময় লোক জানিষা ও দেখিষা বিহাব করেন ?” এইব্দুপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাবা কহেন “না ।” আমি তাহাদিগকে কহি : ভিত্তিহীন নহে ? (পদচ্ছেদ সংখ্যা ৩৪ দ্রষ্টব্য) ।

‘অবশ্যই, ভস্তু, এব্দপ হইলে ঐ সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণের বাক্য ভিত্তিহীন।’

৩৯। ‘পোট্ঠপাদ, শবীর গ্রহণ-বিধিঃ—স্থূল শবীর গ্রহণ, মনোময শবীর গ্রহণ এবং অব্দপ শবীর গ্রহণ। পোট্ঠপাদ স্থূল শবীর কি? উহা ব্দপী, চাতুম্হাভূতিক, কবলিঙ্কাব আহাব ভোজী। মনোময শবীর কি? উহা ব্দপী, মনোময, সৰ্ব্বাঙ্গ প্রত্যক্ষ সৰ্ব্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন। অব্দপ শবীর কি? উহা অব্দপ, সংজ্ঞাময।

৪০। ‘পোট্ঠপাদ, স্থূল শবীর পবিগ্রহণের নিবাবণার্থ আমি উপদেশ দান করিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগের সংক্লেশিক ধৰ্ম্মসমূহ দবীভূত হইবে, শোধক ধৰ্ম্মসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, এই জন্মেই তোমরা প্রজ্ঞাব পবিপূর্ণতা ও বিপুলতা স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া বিহার করিবে। পোট্ঠপাদ, হযত তোমাব মনে হইবে : “সংক্লেশিক ধৰ্ম্ম দবীভূত হইবে, শোধক ধৰ্ম্ম পবিবর্দ্ধিত হইবে, এই জন্মেই প্রজ্ঞাব পবিপূর্ণতা ও বিপুলতা স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া বিহার সম্ভব হইবে ; কিন্তু ঐ প্রকাব অবস্থান দুঃখ।” পোট্ঠপাদ, সেব্দপ মনে করিও না। ঐ অবস্থাব উপনীত হইলে প্রমোদ্য, প্রীতি, শান্তি, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান এবং সুখবিহার লাভ হইবে।

৪১। পোট্ঠপাদ, মনোময শবীর পবিগ্রহণের নিবাবণার্থও আমি উপদেশ দান করিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগের...সুখবিহার লাভ হইবে। [৪০ সং পবচ্ছেদ দৃষ্টব্য]।

৪২। ‘পোট্ঠপাদ অব্দপ শবীর গ্রহণের নিবাবণার্থও আমি উপদেশ দান করিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগের...সুখবিহার লাভ হইবে।

৪৩। ‘পোট্ঠপাদ অপবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে : “যে স্থূল শবীর পবিগ্রহের নিবাবণার্থ আপনি ধৰ্ম্মোপদেশ দান করেন। যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে সংক্লেশিক ধৰ্ম্মসমূহ দবীভূত হয়, শোধক ধৰ্ম্মসমূহ পবিবর্দ্ধিত হয়, এই জন্মেই প্রজ্ঞাব পূর্ণতা ও বিপুলতা স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া বিহার সম্ভব হয়, হে আব্দস ! ঐ স্থূল শবীর কি?” এইব্দপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব : “এই শবীরই সেই স্থূল শবীর যাহার পবিগ্রহের নিবাবণার্থ আমি উপদেশ দান করি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে সংক্লেশিক ধৰ্ম্মসমূহ দবীভূত হয়...সম্ভব হয়।”

৪৪। 'পোট্ঠপাদ অপবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে : "যে মনোময শবীবের নিবাবণার্থ আপনি উপদেশ দান করেন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে...সম্ভব হয়, হে আব্দুস। ঐ মনোময শবীর কি?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব : "ইহাই সেই মনোময শবীব যাহাব নিবাবণার্থ আমি উপদেশ দান কবি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে...সম্ভব হয়।"

৪৫। পোট্ঠপাদ অপবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে : "যে অব্দপ শবীবের নিবাবণার্থ আপনি উপদেশ দান করেন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে সম্ভব হয়, হে আব্দুস। ঐ অব্দপ শবীর কি?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব : "ইহাই সেই অব্দপ শবীব যাহাব নিবাবণার্থ আমি উপদেশ দান কবি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে...সম্ভব হয়।"

'পোট্ঠপাদ, তুমি কিব্দপ মনে কর? এব্দপ হইলে কথিত বাক্য কি স্দপ্রতিষ্ঠিত নহে ?'

'অবশ্যই, ভস্তে, ইহা স্দপ্রতিষ্ঠিত।'

৪৬। 'পোট্ঠপাদ, কোন প্দব্দষ প্রাসাদে আবোহণার্থ উহার নিম্নদেশে সোপান নিম্মাণ কবিল। জনগণ তাহাকে কহিল : "হে প্দব্দষ যে প্রাসাদে আবোহণার্থ তুমি সোপান নিম্মাণ কবিতোছ, ঐ প্রাসাদ প্দর্বে অথবা দক্ষিণে অথবা পশ্চিমে অথবা উত্তরে, উহা উচ্চ বা নীচ বা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি?" সে উত্তর কবিল : "ইহাই সেই প্রাসাদ যাহাতে আরোহণার্থ উহাব নিম্নে আমি সোপান নিম্মাণ কবিতোছি।" পোট্ঠপাদ, তুমি কিব্দপ মনে কর? এব্দপ হইলে সেই প্দব্দষের বাক্য কি স্দপ্রতিষ্ঠিত নহে ?

'অবশ্যই ভস্তে, এরূপ হইলে সেই প্দব্দষের বাক্য স্দপ্রতিষ্ঠিত।'

৪৭। 'এই ব্দপেই, পোট্ঠপাদ, অপবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে : "যে স্কুল সম্ভব হয়।" (৫৩—৪৫) সং পদচ্ছেদ প্দনবাবৃত্ত হইয়াছে)।

'পোট্ঠপাদ, তুমি কিব্দপ মনে কর? এব্দপ হইলে কথিত বাক্য কি স্দপ্রতিষ্ঠিত নহে ?'

'অবশ্যই, ভস্তে ইহা স্দপ্রতিষ্ঠিত।'

৪৮। এইব্দপ কথিত হইলে হস্তী-আচার্য্য পুত্র চিত্ত ভগবানকে কহিলেন :

‘ভস্তু, যখন স্থূল শবীর পবিগ্রহ হয়, তখন মনোময শবীর পবিগ্রহ এবং অব্দপ শবীর পবিগ্রহ মিথ্যা হয়। তখন স্থূল শবীর পবিগ্রহই প্দব্দষেব পক্ষে সত্য হয়। যখন মনোময শবীর পবিগ্রহ হয়, তখন স্থূল শবীর পবিগ্রহ মিথ্যা হয়, অব্দপ শবীর পবিগ্রহ মিথ্যা হয়। মনোময শবীর পবিগ্রহই তখন প্দব্দষেব পক্ষে সত্য হয়। যখন অব্দপ শবীর-পবিগ্রহ হয়, তখন স্থূল শবীর-পবিগ্রহ মিথ্যা হয়, মনোময শবীর-পবিগ্রহ মিথ্যা হয় ; তখন অব্দপ শবীর পবিগ্রহই প্দব্দষেব পক্ষে সত্য হয়।’

৪৯। ‘চিত্ত, যে সময় স্থূল শবীর-পবিগ্রহ হয়, এই সময় উহা মনোময শবীর-পবিগ্রহেব স্তবভুক্ত হয় না, অব্দপ শবীর-পবিগ্রহেব স্তব-ভুক্ত হয় না। উহা তখন স্থূল শবীর পবিগ্রহ ব্দপেই জ্ঞাত হয়। সে সময় মনোময শবীর-পবিগ্রহ হয়, ঐ সময় উহা স্থূল শবীর পবিগ্রহেব স্তবভুক্ত হয় না, অব্দপ শবীর-পবিগ্রহেব স্তবভুক্ত হয় না। উহা তখন মনোময শবীর পবিগ্রহ ব্দপেই জ্ঞাত হয়। যে সময় অব্দপ শবীর পবিগ্রহ হয়, ঐ সময় উহা স্থূল শবীর-পবিগ্রহেব স্তব ভুক্ত হয় না, মনোময শবীরেব স্তবভুক্ত হয় না। উহা তখন অব্দপ শবীর পবিগ্রহ ব্দপেই জ্ঞাত হয়। চিত্ত, যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা কবে : “তুমি অতীতে ছিলে কি না ? ভবিষ্যতে তুমি হইবে কি না ? তুমি এখন আছ কি না ?” চিত্ত, এইব্দপে জিজ্ঞাসিত হইলে তুমি কি উত্তর দিবে ?’

‘ভস্তু, এইব্দপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি এইব্দপ কহিব : “আমি অতীতে ছিলাম, আমি যে ছিলাম না তাহা নহে : আমি ভবিষ্যতে হইব, আমি যে হইব না তাহা নহে , এক্ষণে আমি আছি, আমি যে নাই তাহা নহে।”

৫০। ‘চিত্ত, যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা কবে : “তোমাব যে অতীতেব শবীর গ্রহণ, তাহাই কি সত্য ? ভবিষ্যত এবং বর্তমান শবীর গ্রহণ মিথ্যা ? তোমাব যে ভবিষ্যত শবীর পবিগ্রহ, তাহাই কি সত্য ? অতীত এবং বর্তমান শবীর গ্রহণ মিথ্যা ? তোমাব যে এই ক্ষণকাব বর্তমান শবীর পবিগ্রহ, তাহাই কি সত্য ? অতীত এবং ভবিষ্যত শবীর পবিগ্রহ মিথ্যা ?” চিত্ত, এইব্দপে জিজ্ঞাসিত হইলে তুমি কি উত্তর দিবে ?’

‘ভস্তু এইব্দপ জিজ্ঞাসিপ হইলে আমি কহিব, “আমাব যে অতীতেব শবীর পবিগ্রহ, তাহা যে সময় আমি ছিলাম, ঐ সময় সত্য ছিল, ভবিষ্যত এবং বর্তমান শবীর পবিগ্রহ মিথ্যা ছিল। আমাব যে ভবিষ্যত শবীর পবিগ্রহ,

তাহা, যে সময় আমি হইব, ঐ সময় সত্য হইবে, অতীত এবং বর্তমান শরীর পবিগ্রহ মিথ্যা হইবে। আমার যে এই ক্ষণকাল বর্তমান শরীর পবিগ্রহ উহাই এক্ষণে সত্য। অতীত ও ভবিষ্যত শরীর পবিগ্রহ মিথ্যা।” আমি এই ব্দপেই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিব।’

৫১। ‘এইব্দপেই, চিত্ত, যখন উক্ত ত্রিবিধ শরীর পবিগ্রহের কোন একটি চলিতেছে, তখন উহা অপব দুইটির কোনটিরই স্তরভুক্ত হয় না।

৫২। ‘চিত্ত, যেব্দপ গাভী হইতে দুধ, দুধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃত-মণ্ড, যে সময় দুগ্ধ থাকে, ঐ সময় উহা দধিও নহে, নবনীতও নহে, ঘৃতও নহে, ঘৃত-মণ্ডও নহে, ঐ সময় দুগ্ধই উহার সংজ্ঞা। যে সময় দধি হয়...নবনীত হয়... ঘৃত হয়... ঘৃত-মণ্ড হয় তখন উহা দুগ্ধ পদবাচ্য নহে, দধি পদবাচ্য নহে, নবনীত পদবাচ্য নহে, ঘৃত পদবাচ্য নহে, তখন ঘৃত-মণ্ডই উহার সংজ্ঞা।

৫৩। এইব্দপেই, চিত্ত, যখন উক্ত ত্রিবিধ শরীর পবিগ্রহের কোন একটি চলিতেছে, তখন উহা অপর দুইটির কোনটিরই সংজ্ঞাভুক্ত হয় না। চিত্ত, এই সকল লৌকিক সংজ্ঞা, লৌকিক নিবৃত্তি, লৌকিক ব্যবহার, লৌকিক প্রজ্ঞাপ্তি। তথাগত নির্লিপ্ত হইয়া উহাদের ব্যবহার করেন।’

৫৪। এইব্দপ উক্ত হইলে পোর্টপাদ পবিব্রাজক ভগবানকে কহিলেন :

‘ভন্তে, অতি উত্তম, অতি উত্তম। যেব্দপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুঃস্বাভাব দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকাবে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেই ব্দপই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত কবিয়াছেন। ভন্তে, আমি ভগবানের শরণ লইতেছি। ধর্মের ও ভিক্ষু সঙ্ঘের শরণ লইতেছি অদ্য হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসক ব্দপে গ্রহণ করুন।’

৫৫। কিন্তু হস্তী-আচার্য্য-পুত্র চিত্ত ভগবানকে কহিলেন :

‘ভন্তে অতি উত্তম...শরণ লইতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্ররজ্যা ও উপসম্পদা লইবার বাসনা করি।’

৫৬। হস্তী-আচার্য্য পুত্র চিত্ত ভগবানের নিকট প্ররজ্যা ও উপসম্পদা লাভ কবিলেন। অতঃপর নবদীক্ষিত আয়ুঃস্বান হস্তী আচার্য্যপুত্র চিত্ত নিজ্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে স্বার্থ

পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যাব আশ্রয় করেন, সেই অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই উহার পূর্ণতা সাধন করিলেন : 'জন্মেব ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, কৰ্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই জীবনে করণীয় আব কিছুই নাই,' ইহা জ্ঞাত হইয়া আশুজ্ঞান চিত্ত অবহতদিগের অন্যতম হইলেন।

। পোট্টপাদ সূত্র সমাপ্ত ।

শুভ সূত্ৰৰ পূৰ্বাভাষ

এই সূত্ৰে এবং শ্ৰামণ্য ফল সূত্ৰে বিশেষ কোন প্ৰভেদ নাই। পাৰ্থক্য এই মাত্ৰ যে, শ্ৰামণ্য ফল সূত্ৰে উক্ত শ্ৰামণ্যেৰ ফলৰূপ মানসিক অবস্থাগুলি বৰ্ত্তমান সূত্ৰে তিনি ভাগে বিভক্ত হইয়া শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ এবং প্ৰজ্ঞাস্কন্ধ কথিত হইয়াছে।

বৰ্ত্তমান সূত্ৰ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, পদ্বোক্ত চাৰি ধ্যান (প্ৰথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুৰ্থ ধ্যান) সমাধিৰ অন্তৰ্গত। কিন্তু ঐ চাৰি ধ্যান ব্যতীত অপবাপৰ গুণও সমাধিৰ অন্তৰ্গত, যথা—

ইন্দ্ৰিয় দ্বাৰ সমূহেৰ বন্ধন,
স্মৃতি ও ধৃতি,
সন্তুষ্টি,
চিত্তেৰ পণ্ড নীৰবণেৰ পৰিহাৰ।

ধ্যান ও সমাধিৰ মध्ये যে সম্বন্ধ, প্ৰধানতঃ তাহাই প্ৰদৰ্শনেৰ জন্য বৰ্ত্তমান সূত্ৰ একাৰ্টি পৃথক সূত্ৰৰূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

১০। শুভ সূত্ৰ

১। আমি এইৰূপ শ্ৰবণ কৰিবাছি। ভগবানেৰ পাৰ্বনিস্ৰাণেৰ অল্পকাল পৰে কোন সময় আযুজ্জান আনন্দ শ্ৰাবন্তিস্থিত অনাৰ্থপিণ্ডকেৰ জেতবন আবামে অবস্থান কৰিতেছিলেন। ঐ সময় তোদেয়্য'-পুত্ৰ তবুগ শূভ কৰ্ম্ম-বশতঃ শ্ৰাবন্তিতে বাস কৰিতেছিলেন।

২। তবুগ শূভ অপৰ এক যুৱককে সম্বোধন কৰিয়া কহিলেন : 'এস, যুৱক, শ্ৰমণ আনন্দেৰ নিকট গমন কৰিয়া আমাৰ নামে তাঁহাৰ কুশল জিজ্ঞাসা কৰিও এবং কুপাপদুৰ্ব্বক আমাৰ গৃহে আসিবাব, জন্য তাঁহাকে কহিও।'

৩। যুৱক উত্তৰে 'উত্তম' কহিয়া আযুজ্জান আনন্দেৰ নিকট গমন

১। তুদি নামক স্থানেৰ অধিবাসী। ঐ স্থান শ্ৰাবন্তিৰ নিকটে স্থিত।
উহা এক্ষণে নেপাল রাজ্যেৰ অন্তৰ্গত।

পদ্বৰ্ক তাঁহাব সহিত চিত্তবজ্জক প্রীত্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবেশন কৰিলেন। এইবুপে উপবিষ্ট হইয়া যুবক আয়ুৰ্জ্ঞান আনন্দকে কহিলেন :

‘তোদেষ্য-পুত্র তবুণ শূভ পূজ্য আনন্দেব কুশল জিজ্ঞাসা কৰিষাছেন এবং কৃপাপদ্বৰ্ক তাঁহাব গৃহে আগমনেব জন্য আনন্দকে অনুবোধ কৰিষাছেন।’

৪। এইবুপ উক্ত হইলে আয়ুৰ্জ্ঞান আনন্দ সেই যুবককে কহিলেন :

‘হে যুবক, এখন সময় নথ, আজ আমি ঔষধ সেবন কৰিষাছি। অবস্থা এবং অবসৰ বদ্বিষা আগামী কল্য আমার যাওয়া সম্ভব হইতে পাবে।’

তদনন্তৰ সেই যুবক আসন হইতে উত্থান পদ্বৰ্ক শূভেব নিকট গমন পদ্বৰ্ক তাঁহাকে সমস্ত কহিলেন। তিনি আরও কহিলেন যে আনন্দ যাহা জ্ঞাপন কৰিষাছেন তাহাই পৰ্যাপ্ত, কাৰণ তিনি আগামী দিবসে আসিতে স্বীকৃত হইষাছেন।

৫। অনন্তৰ আয়ুৰ্জ্ঞান আনন্দ সেই বাত্ৰিৰ অবসানে প্রাতঃকালীন বস্ত্ৰ পরিহিত হইয়া পাত্ৰ ও চীৰৰ গ্রহণ পদ্বৰ্ক চৈতন্য দেশাগত জনৈক ভিক্ষুকে পশ্চাৎ-শ্রমণ বুপে সমাভিব্যাহাবে লইয়া শূভেব আবাসে গমন কৰিলেন ও তথায় নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন কৰিলেন। শূভ তাঁহাব সমীপে আগত হইয়া তাঁহাব সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যেব বিনিময়ান্তে এক প্রান্তে আসন গ্রহণ কৰিলেন। পৰে তিনি আয়ুৰ্জ্ঞান আনন্দকে কহিলেন :

‘আনন্দ, আপনি দীৰ্ঘকাল গৌতমেব সেবা কৰিষাছেন, অনুক্ষণ তাঁহাব নিকটে অবস্থান কৰিষাছেন, সৰ্বদা তাঁহাব সঙ্গ অনুসরণ কৰিষাছেন। ভগবান গৌতম যে ধৰ্ম্মেব প্রশংসা কৰিতেন, যাহা আশ্রয় কৰিবাব জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত কৰিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্ৰবিশ্ট

শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা

কৰাইতেন, প্রতিষ্ঠিত কৰিতেন, পূজ্য আনন্দ সেই ধৰ্ম্ম জ্ঞাত আছেন। আনন্দ, ঐ ধৰ্ম্ম কি?’

৬। ‘হে যুবক, ভগবান তিন ধৰ্ম্মস্কন্ধেব প্রশংসা কৰিতেন, যাহা আশ্রয় কৰিবাব জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত কৰিতেন যাহাতে তিনি

তাহাদিগকে প্রবিষ্ট কবাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ঐ তিন স্কন্ধ কি কি? আৰ্য শীলস্কন্ধ, আৰ্য সমাধি স্কন্ধ, আৰ্য প্রজ্ঞা স্কন্ধ। হে য়বক, ভগবান এই তিন স্কন্ধেব প্রশংসাবাদী ছিলেন, যাহা আশ্রয় কবিবাব জন্য তিনি জনগণকে...প্রতিষ্ঠিত করিতেন।’

‘আনন্দ, পূজ্য গোতম প্রশংসিত ঐ আৰ্য শীলস্কন্ধ কি?’

৭। ‘হে য়বক, মনে কব জগতে তথাগতেব আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অবহত, সম্যক সম্বুদ্ধ। হে য়বক, ভিক্ষু এই বৃপেই শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন।

[শ্রামণ্য ফল সূত্রেব পদচ্ছেদ সংখ্যা ৪০—৬৩ দৃষ্টব্য] . . .

৮। ‘হে য়বক, ইহাই ভগবান প্রশংসিত আৰ্য শীলস্কন্ধ, যাহা আশ্রয় কবিবাব জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তোজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট কবাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু ইহাব পবণ করণীয় আছে।’

‘হে আনন্দ আশ্চর্য! হে আনন্দ, অদ্ভুত! হে আনন্দ, এই আৰ্য শীলস্কন্ধ পবিপূর্ণ, অপবিপূর্ণ নহে; এব্দপ পবিপূর্ণ শীলস্কন্ধ আমি এই ধর্মের বাহিবে অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণেব মধ্যে দেখি না। হে আনন্দ, এইব্দপ পবিপূর্ণ আৰ্য শীলস্কন্ধ যদি এই ধর্মের বাহিবে অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক আপনাব মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাবা উহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন: “ইহাই পয্যাপ্ত, যাহা সম্পাদন কবিয়াছি তাহাতেই শ্রামণ্যেব লক্ষ্য উপনীত হইয়াছি, অপব কিছুই কবণীয় নাই, অথচ আনন্দ কহিতেছেন: “ইহাব পবণ করণীয় আছে।’

। শব্দ সূত্রেব প্রথম ভাগবাব সমাপ্ত।

২। ১। ‘হে আনন্দ, ভগবান প্রশংসিত সেই আৰ্য সমাধিস্কন্ধ কি?—যাহা আশ্রয় কবিবাব জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তোজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট কবাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন?’

‘হে য়বক, ভিক্ষু কি প্রকাবে বস্কিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন?...তাঁহাব দেহেব কোন অংশই বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বাবা অব্যাপ্ত থাকে না।

[শ্রামণ্য ফল সূত্রেব পদচ্ছেদ সংখ্যা ৬৪—৭৬ দৃষ্টব্য]।

২। ‘হে য়বক, ভিক্ষু যখন কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম

হইতে বিবিষ্ট হইয়া, সৰিতৰ্ক, সৰিচাব, বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম
 ধ্যান লাভ কৰিয়া বিহাব কৰেন, তখন তিনি এই দেহকে বিবেকজ প্রীতি-সুখ
 দ্বাৰা প্লাবিত কৰেন, সিক্ত কৰেন, পৰিপূৰ্ণ কৰেন, পৰিস্ফুৰিত কৰেন,
 তাঁহাব দেহেব কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বাৰা অব্যাপ্ত থাকে না।
 ইহাই সমাধিস্কন্ধ।

৩। 'পুনশ্চ, যদ্বক, ভিক্ষু বিতৰ্ক বিচাবেব অব্যাপ্ত থাকে না।

[প্রামাণ্য ফল সূত্রেব পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৭—৭৮] ইহাও সমাধিস্কন্ধ।

৪। 'পুনশ্চ, যদ্বক, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈবাগ্য উৎপাদন কৰিয়া
 উপেক্ষা সম্পন্ন...অব্যাপ্ত থাকে না।

[প্রামাণ্য ফল সূত্রেব পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৯—৮২] ইহাও সমাধিস্কন্ধ।

৫। 'হে যদ্বক, ইহাই সেই আৰ্য্য সমাধিস্কন্ধ যাহা ভগবান কৰ্ত্তৃক
 প্রশংসিত, যাহা আশ্রয় কৰিবাব জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত কৰিতেন,
 যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট কৰাইতেন, প্রতিষ্ঠিত কৰিতেন। কিন্তু
 ইহাব পবও কবণীষ আছে।

'হে আনন্দ, আশ্চৰ্য্য। অদ্ভুত। ঐ আৰ্য্য শীলস্কন্ধ পৰিপূৰ্ণ...
 ইহাব পবও কবণীষ আছে।'

৬। পরন্তু, হে আনন্দ, সেই আৰ্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ কি যাহা ভগবান কৰ্ত্তৃক
 প্রশংসিত হইত, যাহা আশ্রয় কৰিবাব জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত
 কৰিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট কৰাইতেন, প্রতিষ্ঠিত কৰিতেন ?

'এইবদে চিত্তেব সেই সমাহিত, পৰিশুদ্ধ, পর্যাৱদাত...প্রতিবদ্ধ।

(প্রামাণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩, ৮৪)

৭। 'হে যদ্বক, ভিক্ষু যখন চিত্তেব সেই সমাহিত, পৰিশুদ্ধ,
 পর্যাৱদাত, অনঙ্গ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, অনেক অবস্থাৰ
 জ্ঞানদৰ্শনেব অভিমুখে, চিত্তকে নমিত কৰেন, তখন তিনি এই জ্ঞান লাভ
 কৰেন : "আমাব এই কাষ প্রতিবদ্ধ।"

[প্রামাণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩ দৃষ্টব্য] ইহাই প্রজ্ঞা।

৮। 'এইবদে চিত্তেব সেই সমাহিত সৰ্বেশ্বেন্দ্রিয়যুক্ত কাষ নিৰ্ম্মাণ
 কৰেন। [প্রামাণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং ৮৫ দৃষ্টব্য] ইহাও প্রজ্ঞা।

৯। 'চিত্তেব সেই সমাহিত পুনৰ্জন্ম আব নাই, ইহা তিনি জানিতে
 পাবেন।

[শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৭-৯৮] ইহাও প্রজ্ঞা ।

১০। 'হে যুবক, ইহাই সেই আৰ্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ, যাহা ভগবান কৰ্ত্তৃক প্রশংসিত, যাহা আশ্রম করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট কবাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন । ইহাব পব করণীয় আব কিছুই নাই ।'

'হে আনন্দ, আশ্চর্য্য । হে আনন্দ, অদ্ভুত । হে আনন্দ, এই আৰ্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ পবিপূর্ণ, অপবিপূর্ণ নহে, হে আনন্দ এইব্দপ পরিপূর্ণ আৰ্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ আমি এই ধর্ম্মেব বাহিবে অন্য শ্রমণ ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখি না । ইহাব পব করণীয় আব কিছুই নাই ।' হে আনন্দ, উত্তম । উত্তম ! ষেরূপ উৎপাত্তিভেব পূনঃ প্রতিষ্ঠা হয, লুপ্তাশিত প্রকাশিত হয, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয, চক্ষুজ্ঞানেব দেখিবাব নিমিত্ত অন্ধকাবে তৈলদীপ ধৃত হয, সে ব্দপই পূজ্য আনন্দ অনেক প্রকাবে ধর্ম্ম প্রকাশিত কবিষাছেন । হে আনন্দ, আমি ভগবান গোতমের শবণ লইতেছি, ধর্ম্মেব শবণ লইতেছি, ভিক্ষুসঙ্ঘেব শবণ লইতেছি । অদ্য হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত পূজ্য আনন্দ আমাকে শবণাগত উপাসক ব্দপে গ্রহণ কবুন ।'

। শূভ সূত্র সমাপ্ত ।'

কেবল সূত্রের পূর্বাভাস

এই সূত্রে অলৌকিক ঘটনার উৎপাদন শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বুদ্ধকে অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনা প্রদর্শনের জন্য অনুবোধ করা হইলে বুদ্ধ উত্তর করিলেন যে, ঐ সকল শক্তির কোন মূল্য নাই। গান্ধাবী, মণিক ইত্যাদি বিদ্যার দ্বারা যে কোন পুরুষের পক্ষে ঐ সকল শক্তি লাভ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যে শিক্ষা দ্বারা পুরুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর মার্গে গমন করিয়া অবহতে পবিণত হয়, ঐ শিক্ষা অপেক্ষা বৃহত্তর বিস্ময় আব নাই।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ একটি আখ্যান বিবৃত করিলেন। একজন ভিক্ষু স্বাক্ষর বলে স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে গমন পূর্বক বিভিন্ন দেবগণকে প্রশ্ন করিলেন :—

চারি মহাভূত—পৃথিবীধাতু, অপধাতু, তেজধাতু,

বায়ুধাতু, কোথায় নিঃশেষে নিবদ্ধ হয় ?

দেবতাগণের কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। মহাব্রহ্মা সর্বশেষে ভিক্ষুকে কহিলেন যে, একমাত্র বুদ্ধই তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। ভিক্ষু তখন বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ ঐ প্রশ্নের মীমাংসাকালে প্রথমে কহিলেন যে, প্রশ্নটি এইরূপ ভাবে কবা উচিত :—

চারি মহাভূত কোথায় স্থিত হয় না ?

নাম ও রূপ কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় ?

উত্তর হইল :—

যে বিজ্ঞান অনির্দর্শন, অনন্ত অপধাতু, পৃথিবীধাতু, তেজ

ও বায়ু ধাতু তাহাতে স্থিত হয় না।

এই স্থানেই নাম ও রূপ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বিজ্ঞানের

নিবোধে ইহা বাও বিলুপ্ত হয়।

অবহতেব বিজ্ঞানই ঐ বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের নিবোধেব সহিত চারি মহাভূত সহ পুরুষেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

“বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে সত্যই কহিতেছি—নব্ব, চারি হস্ত

পরিমিত কিন্তু আত্মবোধী ও মনঃ সংযুক্ত এই যে দেহ ইহাবই মধ্যে জগত স্থিত, ইহাবই মধ্যে উহাব বৃদ্ধি ও ক্ষয় এবং ইহাতেই উহাব বিলুপ্তি ।” (অঙ্গুস্তব নিকাষ) উপযুক্ত আখ্যানের মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ দেবতাগণের উপর নির্ভর করা ভ্রম, দ্বিতীয়তঃ ঋদ্ধিবল অকিঞ্চিৎকর ।

১১। কেবল সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি । এক সময় ভগবান নালন্দাষ পার্বত্যকেব আশ্রমবনে অবস্থান করিতেছিলেন । ঐ সময় গৃহপতি পুত্র কেবল ভগবানের সমীপে উপগত হইয়া তাহাকে অভিবাদনাস্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন । পবে কেবল ভগবানকে কহিলেন :

‘ভস্তু, এই নালন্দা সমৃদ্ধিশালী, ঐশ্বর্য সম্পন্ন এবং ভগবানে অনুরক্ত জনবহুল । ভগবান কৃপা পূর্ব্বক অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শনের জন্য কোন ভিক্ষুকে আদেশ করুন । এইরূপ করিলে নালন্দা অধিকতর রূপে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইবে ।’

এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান গৃহপতি পুত্র কেবলকে কহিলেন : ‘কেবল আমি ভিক্ষুদিগকে এরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিই না—“ভিক্ষুগণ, তোমরা শূদ্র বসন পরিহিত গৃহীদিগের দিকট ঋদ্ধি প্রদর্শন কর ।”

২। দ্বিতীয়বার কেবল ভগবানকে কহিলেন :

‘ভগবানের বিবর্ত্তিত উৎপাদন আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু আমি কহিতেছি : “এই নালন্দা সমৃদ্ধিশালী অনুরক্ত হইবে ।”

দ্বিতীয়বারও ভগবান কেবলকে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর দিলেন ।

৩। তৃতীয়বার কেবল ভগবানকে পূর্ব্বের ন্যায় অনুরোধ করিলেন । ‘কেবল, ত্রিবিধ প্রতিহার্য আছে যাহা স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া আমি প্রকাশ করিয়াছি । ঐ তিন প্রতিহার্য কি কি ? ঋদ্ধি প্রতিহার্য, আদেশনা প্রতিহার্য, অনুশাসনী প্রতিহার্য ।

৪। ‘কেবল, ঋদ্ধি-প্রতিহার্য কি ? ভিক্ষু অনেকবিধ ঋদ্ধি সম্পন্ন হন, —এক হইয়াও বহুতে পরিণত হন, বহু হইয়াও একে পরিণত হন । তাহার আবির্ভাব ও তিবোভাব হয়, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্ব্বতের অপর পাবে অবাধে গমন করেন, জলে উন্মজ্জন নিমজ্জনের ন্যায়, ভূমিতেও উন্মজ্জন নিমজ্জন করেন, ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না

করিয়া জলের উপর গমন করেন, পর্য্যাবসায় হইয়া পক্ষীর ন্যায় আবাশে ভ্রমণ করেন, মহা পরাক্রমশালী মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যকে হস্ত দ্বাৰা স্পর্শ করেন, পবিত্রমন্দির করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। কোন শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ভিক্ষুকে ঐ সকল ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে দেখিলেন।

৫। 'সেই শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ঘটনাটি কোন এক শ্রদ্ধাহীন প্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলেন : "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, শ্রমণের এই মহা-ঋদ্ধি, মহাবল। আমি সত্যই সেই ভিক্ষুকে বহুবিধ ঋদ্ধি সম্পাদন করিতে দেখিলাম—যথা এক হওয়াও বহুতে পরিণত হওয়া, ... সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন।" শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটি তাহাকে কহিল : "গান্ধাবী নামে এক বিদ্যা আছে। উহাবই সাহায্যে ভিক্ষু বহুবিধ ঋদ্ধি সম্পাদন করেন। এক হইয়াও বহুতে পরিণত হন ... সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন।" কেবল, তুমি কিব্দুপ মনে কর ? সেই শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটি শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কি এইব্দুপ কহিতে পারে না ?

'ভগ্নে, তাহা সম্ভব।'

'কেবল, ঋদ্ধি-প্রাতিহার্য্যের এই দোষ দেখিয়া আমি উহাতে বিবত, উহা আমার নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বস্তু।

৬। 'কেবল, আদেশনা প্রাতিহার্য্য কি ? ভিক্ষু সত্ত্বগণের, মনুষ্যগণের, চিত্ত, চেতসিক, বিতর্ক এবং বিচার উদ্ঘাটন করেন : "এইব্দুপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন লগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার।" কোন শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ভিক্ষুকে ঐ ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে দেখিলেন।

৭। 'সেই শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ঘটনাটি কোন এক শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলেন : "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, শ্রমণের এই মহা-ঋদ্ধি, মহাবল ! - আমি সত্যই সেই ভিক্ষুকে সত্ত্বগণের মনুষ্যগণের চিত্ত, চেতসিক, বিতর্ক এবং বিচার উদ্ঘাটন করিতে দেখিলাম—"এইব্দুপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন লগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার" শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটি তাহাকে কহিল : "মণিক নামে এক বিদ্যা আছে। উহাবই সাহায্যে ভিক্ষু সত্ত্বগণের মনুষ্যগণের চিত্ত, চেতসিক ... এইব্দুপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন লগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার।" কেবল, তুমি কিব্দুপ মনে কর ? সেই শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তিটি শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কি এইব্দুপ কহিতে পারে না ?

‘ভেঁ, তাহা সম্ভব।’

‘কেবল, আদেশনা প্রাতিহার্য্যের এই দোষ দেখিয়া আমি উহাতে বিবস্ত, উহা আমার নিকট লজ্জা ও ঘৃণাবস্তু।

৮। ‘কেবল, অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কি? ভিক্ষু এইরূপ অনুশাসন কবেন: “এইরূপ বিতর্ক করিবে, এইরূপ বিতর্ক করিবে না; এইরূপ মনস্কাব করিবে, এরূপ মনস্কাব করিবে না, ইহাব পবিহাব করিবে, ইহা স্বীকার করিবে” কেবল, ইহাই অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য।

৯। ‘পুনশ্চ, কেবল, জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অবহত, সম্যক সম্বুদ্ধ ইত্যাদি [শ্রামণ্য ফল সূত্র, পদচ্ছেদ সংখ্যা ৪০—৭৪ দ্রষ্টব্য]।

১০। ‘আপনাতে এই পশু নীবরণ গ্রহীন, দেখিয়া অব্যাপ্ত থাকে না। [শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৫]।

১১। ‘কেবল, যেব্দপ কোন দক্ষ স্নাপক অব্যাপ্ত থাকে না। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৬) কেবল ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয়।

১২। ‘... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিবাজ করেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮১—৮২) কেবল, ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয়।

১৩। ‘এইব্দপে চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ চিত্তকে নমিত কবেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩) কেবল, ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয়।

১৪। ‘... পুনর্জন্ম আর নাই, ইহা তিনি জানিতে পাবেন। (শ্রামণ্য ফলসূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৯৭) ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয়।

১৫। ‘কেবল, এই তিন প্রাতিহার্য্য আমি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। কেবল, পদর্শে এই ভিক্ষু সন্মুখেই জনৈক ভিক্ষুর চিত্তে এইব্দপ পবিবিতর্কের উদয় হইয়াছিল, “চারি মহাভূত—পৃথিবী ধাতু, অপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু—কোথাও নিঃশেষে নিবদ্ধ হয়?” অনন্তর কেবল, সেই ভিক্ষু এরূপ সমাধি প্রাপ্ত হইলেন যে চিত্তেব ঐ সমাহিত অবস্থায় দেবলোকে গমনের মার্গ তাঁহার নিকট প্রকট হইল।

১৬। ‘তৎপবে, কেবল, ভিক্ষু চাতুর্দ্বারাবাসিক দেবগণের নিকট গমন-

পূৰ্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন : “আব্দুস, চারি মহাভূত—পৃথিবী ধাতু, অপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু—কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?”

‘কেবন্ধ, এইরূপ কথিত হইলে চাতুৰ্ম্মহারাজিক দেবগণ সেই ভিক্ষুকে কহিলেন : “হে ভিক্ষু ঐ চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু আমরাদিগেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত চারি মহারাজা আছেন। তাঁহারা উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিবোধের স্থান অবগত হইবেন।”

১৭। ‘তৎপবে, কেবন্ধ, ভিক্ষু সেই চারি মহাবাজার নিকট গমন পূৰ্বক তাঁহাদিগকে পূৰ্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

‘কেবন্ধ, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই চারি মহারাজা ভিক্ষুকে কহিলেন : হে ভিক্ষু ঐ চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু, ভিক্ষু, ত্রয়ত্রিংশ দেবগণ আমরাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তাঁহারা উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিবোধের স্থান অবগত হইবেন।

১৮। ‘অনন্তব, কেবন্ধ, ভিক্ষু ত্রয়ত্রিংশ দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূৰ্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলেন :

‘তাঁহারা ভিক্ষুকে কহিলেন : “হে ভিক্ষু, ঐ চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু দেবরাজ শত্রু আমরাদিগেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিবোধের স্থান অবগত হইবেন।”

১৯। ‘কেবন্ধ, তৎপবে ভিক্ষু দেববাজ শত্রুর নিকট গমন পূৰ্বক তাঁহাকে পূৰ্ববিধ প্রশ্ন কবিলেন। শত্রুও প্রশ্নের উত্তর দানে স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন কবিয়া ভিক্ষুকে ষাম দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ কবিলেন।

২০। ‘ভিক্ষু ষাম দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে সূৰ্য্যাম দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২১। ‘ভিক্ষু সূৰ্য্যামের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূৰ্বোক্ত প্রশ্ন করিলে তিনিও উত্তর দানে সক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে তুষিত দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২২। ‘তদনন্তর, কেবল, ভিক্ষু তুষিত দেবগণের নিকট গমন পূর্বক তাহাদিগকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিবেন।

দেবগণ

‘তুষিত দেবগণও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে সন্তুষিত নামক দেবপুত্রের নিকট প্রবেশ করিলেন।

২৩। ‘তৎপরে, কেবল, ভিক্ষু সন্তুষিত দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাহাকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন। তিনি স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষুকে নিশ্চারণ্যে দেবগণের নিকট প্রবেশ করিলেন।

২৪। ‘ভিক্ষু নিশ্চারণ্যে দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে পূর্বোক্ত ন্যায প্রশ্ন করিলেন। তাহাবাও অপব দেবগণের ন্যায উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে সূনির্মিত নামক দেবপুত্রের নিকট প্রবেশ করিলেন।

২৫। ‘তৎপরে ভিক্ষু সূনির্মিত দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাহাকে পূর্বোক্ত ন্যায প্রশ্ন করিলেন। তিনিও প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে পবনির্মিত-বশবর্তী দেবগণের নিকট প্রবেশ করিলেন।

২৬। ‘ভিক্ষু পবনির্মিত-বশবর্তী দেবগণের নিকট গমন পূর্বক তথায় পূর্বোক্ত ন্যায প্রশ্ন করিলেন। তাহাবা উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে বশবর্তী দেবপুত্রের নিকট প্রবেশ করিলেন।

২৭। ‘ভিক্ষু বশবর্তী দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাহাকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

‘বশবর্তী দেবপুত্রও স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া ভিক্ষুকে ব্রহ্মকাষিক দেবগণের নিকট প্রবেশ করিলেন।

২৮। ‘অতঃপর, কেবল, সেই ভিক্ষু এব্দপ সমাধি প্রাপ্ত হইলেন যে চিত্তের ঐ সমাহিত অবস্থায় ব্রহ্মলোকে গমনের মার্গ তাহাব নিকট প্রকট হইল। তৎপরে ভিক্ষু ব্রহ্মকাষিক দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

‘সেই দেবগণ প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে কহিলেন : “হে ভিক্ষু, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, যিনি বিজয়ী, অপবাজিত, সর্বদর্শী, সর্ব শক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নিষ্পাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যেব শক্তিমান পিতা—

আছেন। তিনি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হইবেন।

“আবুস, সেই মহাব্রহ্মা এক্ষণে কোথায়?”

“হে ভিক্ষু, সেই ব্রহ্মা যে কোথায় আছেন, কেন আছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা আমবাও অবগত নহি। কিন্তু, ভিক্ষু, যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হয়, আলোকেব উদ্ভব হয়, আভাব বিবাহ হয়, তখন ব্রহ্মা প্রকট হইবেন। জ্ঞানলোকেব উদ্ভব এবং আভাব বিকাশ ব্রহ্মাব প্রকাশেব পূর্বে লক্ষণ।”

২৯। ‘তদনন্তর, কেবল, অচিবে মহাব্রহ্মাব আবির্ভাব হইল। ভিক্ষু মহাব্রহ্মাব সমীপে গমন পূর্বেক তাঁহাকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

‘মহাব্রহ্মা ভিক্ষুকে বহিলেন : ‘হে ভিক্ষু, আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অপবাজিত স্বর্ষদর্শী, স্বর্ষশক্তিমান, ঈশ্বর, বর্ত্তা, ঈশ্বরাত্মা শ্রেষ্ঠ-প্রজ্ঞা, ভূত ও ভব্যেব শক্তিমান পিতা।’

৩০। ভিক্ষু উত্তর করিলেন : “আবুস, আপনি যেরূপভাবে নিজের বর্ণনা করিলেন, ঐ বর্ণনা আপনার প্রতি যথার্থই প্রযোজ্য কি না তাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিবদ্ধ হয়?”

‘মহাব্রহ্মা পুনরায় ভিক্ষুকে পূর্বেবই ন্যায় উত্তর দিলেন।

৩১। ‘তৃতীয় বাব ভিক্ষু মহাব্রহ্মাকে পূর্বেবই ন্যায় প্রশ্ন করিলেন।

‘তদনন্তর মহাব্রহ্মা ভিক্ষুব বাহু গ্রহণ পূর্বেক তাঁহাকে একপ্রান্তে লইয়া গিয়া করিলেন : “হে ভিক্ষু, ব্রহ্মকামিক দেবগণেব ধাবণা যে এমন কিছুই নাই বাহা ব্রহ্মাব অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত। সেই হেতু তাহাদিগেব সম্মুখে আমি কিছুই করি নাই। চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিবোধেব স্থান আমিও অবগত নহি। অতএব হে ভিক্ষু, ইহা তোমাবই দোষ, তোমাবই অপবাদ, যে তুমি ভগবানের নিকট না গিয়া এই প্রশ্নেব উত্তরেব জন্য অপবেব নিকট গমন করিয়াছ। যাও, ভগবানেব নিকট গমন করিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি যেরূপ করিবেন সেইরূপই গ্রহণ করিবে।”

৩২। ‘তৎপরে, কেবল, সেই ভিক্ষু বলবান পুণ্ড্র যেরূপ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করেন, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমাব নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং আমাকে অভিবাদনাস্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা

কহিলেন : “ভস্তু, এই চারি মহাভূত —পৃথিবী ধাতু, অপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ুধাতু—কোথায় নিঃশেষে নিবদ্ধ হয ?”

৩৩। ‘কেবল, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি সেই ভিক্ষুকে কহিলাম : “হে ভিক্ষু” পদ্বকালে সামদ্রিক বণিকগণ তীবদর্শী পক্ষী সঙ্গে লইয়া পোতাবোহণে সমুদ্রযাত্রা করিতেন। পোত হইতে তীবভূমি অদৃশ্য হইলে তাহারা তীবদর্শী পক্ষী মন্থ করিতেন। পক্ষী পদ্বদিকে যাইত, পশ্চিম দিকে যাইত, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে যাইত, উর্দ্ধ ও অনর্দিকে যাইত। যদি কোন দিকে সে তীব দর্শন করিত, সেই দিকেই যাইত। যদি তীব দর্শন না করিত, পোতে প্রত্যাগমন করিত। ‘এইরূপেই, ভিক্ষু, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত তুমি এই প্রশ্নের উত্তরের অন্তসন্ধান করিয়া অকৃতকার্য হইয়া আমাবই সমীপে আগমন করিয়াছ। প্রশ্নটি তুমি সেব্দপ ভাবে করিয়াছ সেব্দপ ভাবে করিতে নাই। চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিবদ্ধ হয তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমার জিজ্ঞাসা কবা উচিত ছিল :

“অপ ধাতু, পৃথিবী ধাতু, তেজ ও বায়ু ধাতু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, অগ্ন ও স্থূল শব্দ ও অশব্দ কোথায় স্থিত হয না ?

নাম ও ব্দপ কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয ?

উহাব উত্তর এই :

“যে বিজ্ঞান অনিদর্শন, অনন্ত, যাহা সর্বদিক হইতে সুগম—অপ ধাতু, পৃথিবী ধাতু, তেজ ও বায়ু ধাতু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, অগ্ন ও স্থূল, শব্দ অশব্দ তাহাতে স্থিত হয না, এই স্থানেই নাম ও ব্দপ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয, বিজ্ঞানের নিবোধে ইহাবাও বিলুপ্ত হয।”

ভগবান এইরূপ কহিলেন। গৃহপতি পুত্র কেবল হৃষ্টমনা হইয়া কথিত বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

। কেবল সূত্র সমাপ্ত।

লৌহিচ্চ সূত্রের পূর্বাভাব

এই সূত্রে কে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সেই সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ লৌহিচ্চ মনে করিতেন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল ধর্ম প্রাপ্ত হইলেও তাহা অপবেব নিকট প্রকাশ না কবাই শ্রেয়ঃ। কাবণ তাহা নিবর্থক, যেহেতু একে অন্যেব কিছুই কবিতে পাবে না।

বুদ্ধ লৌহিচ্চকে তাঁহাব ভ্রম প্রদর্শন কবিয়া ত্রিবিধ নিন্দাহঁ শিক্ষকেব বর্ণনা করিয়া পবিশেষে জগতে অনিন্দ্য শিক্ষক কে তাহা ব্যাখ্যা কবিলেন। যে শিক্ষকের ধর্ম অনুসরণ কবিয়া শিক্ষার্থী জ্ঞানেব উচ্চ হইতে উচ্চতব স্তরে আবোহণ পদ্বর্ক সম্বোচ্চ জ্ঞান লাভান্তে অবিদ্যামুক্ত হইয়া তাঁহাব আব পুনর্জন্ম নাই এইব্দপ অনুভূতি লাভ কবেন, সেই শিক্ষকই জগতে অনিন্দ্য শিক্ষক।

১২। লৌহিচ্চ সূত্র।

১। আমি এইব্দপ শ্রবণ কবিয়াছি। এক সময়ে ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেব সঁহিত কোশল দেশে ভ্রমণ কবিতে করিতে সালবার্তিকাষ উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় লৌহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবার্তিকাষ বাস কবিতোছিলেন। ঐ জনাকীর্ণতৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন স্থান বাজদাষ ব্রজ্জদেবব্দপে কোশলবাজ প্রসেনজিৎ বর্ত্তক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

২। ঐ সময়ে লৌহিচ্চ ব্রাহ্মণেব এইব্দপ পাপদর্শিত উৎপন্ন হইয়াছিল : “কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল ধর্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপবেব নিকট প্রকাশ কবা উচিত নষ। কাবণ একে অন্যেব কি কবিতে পাবে? অপবেব নিকট প্রকাশ কবিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নতন বন্ধন সৃষ্টি কবাব ন্যায় হইবে। সেইব্দপ আমি ইহাকে পাপ লোভধর্ম কহি। একে অন্যেব কি কবিতে পাবে?”

৩। লৌহিচ্চ ব্রাহ্মণ শুনিলেন : ‘শাক্যপুত্র শ্রমণ গোতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া কোশল দেশে ভ্রমণ কবিতে কবিতে পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেব সঁহিত সালবার্তিকাষ উপস্থিত হইয়াছেন। সেই ভগবান গোতমেব সম্বন্ধে এইব্দপ ষশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : “ইনিই ভগবান, অবহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ অতুলনীয়,

দম্য-পুৰুষ-সাবথী, দেবমনুষ্যেব শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত, ইহলোক, দেবলোক, মানবলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাৎ দর্শনোন্মুত জ্ঞান দ্বাৰা স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট কবেন ; তিনি ধর্মের উপদেশ দান কবেন—যে ধর্মের প্রাবল্লভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ সম্বাসীন পূর্ণতা প্রাপ্ত ; তিনি বিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ কবেন, তাদৃশ অবহতের দর্শন শূভজনক ।”

৪। তৎপরে লোহিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষৌবক্য ভৈষিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন : “মিত্র ভৈষিক, এস, শ্রমণ গোতমের নিকট গমন কর এবং তথ্য আম্র নাম করিয়া তাঁহার কুশল ও ক্ষেম জিজ্ঞাসা পূর্বক আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আম্র গ্রহণের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিও ।”

৫। ক্ষৌবক্য ভৈষিক ‘উত্তম’ কহিয়া সম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক ভগবানের নিকট গমন করিলেন এবং তথ্য ভগবানকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন । পরে তিনি ভগবানকে লোহিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বার্তা জ্ঞাপন করিলেন । ভগবান মৌন বহিয়া লোহিষ্ঠের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন ।

লোহিষ্ঠের ভগবানকে নিমন্ত্রণ ।

৬। তদনন্তর ক্ষৌবক্য ভৈষিক ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া লোহিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সমীপে আগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন ‘তাঁহার বার্তা ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন ।’

৭। অনন্তর লোহিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই ব্যক্তির অবসানে স্বীয় আবাসে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ক্ষৌবক্য ভৈষিককে কহিলেন : ‘শ্রমণ গোতমের নিকট গিয়া “অন্ন প্রস্তুত” কহিয়া তাঁহাকে ভোজনের কাল নিবেদন কর ।’

ক্ষৌবক্য ভৈষিক সম্মতি সূচক “উত্তম” কহিয়া ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পরে ভগবানকে ভোজনের কাল নিবেদন করিলেন । তৎপরে ভগবান পূর্বাঙ্ঘ্র বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত সালবার্তিকায় গমন করিলেন ।

৮। গমন সময়ে ক্ষৌবক্য ভৈষিক ভগবানের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিলেন । তিনি ভগবানকে কহিলেন :

‘লোহিচ্চ ব্রাহ্মণেব এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে : “কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপবেব নিকট প্রকাশ। কবা উচিত নহ। কাবণ একে অন্যেব কি কবিত্তে পাবে ? অপবেব নিকট প্রকাশ করিলে পদ্বাতন বন্ধন ছিন্ন কবিয়া নতন বন্ধন সৃষ্টি কবার ন্যায্য হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্ম কহি। একে অন্যেব কি কবিত্তে পাবে ?” ভগবান ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ পদ্বর্ক এই পাপ দৃষ্টি হইতে মুক্ত কবুন !’

‘হইতে পাবে, ভেসিক, তাহা হইতে পাবে।’

৯। ‘তৎপবে ভগবান লোহিচ্চ ব্রাহ্মণেব আবাসে উপনীত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিলেন। লোহিচ্চ উত্তম উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন পদ্বর্ক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসম্মুখে তৃপ্ত কবিলেন। তদনন্তেব লোহিচ্চ ভগবান আহাবান্তে পাত্ৰ হইতে হস্ত অপনীত কবিলে এক নিম্ন আসন গ্রহণ পদ্বর্ক একান্তে উপবেশন কবিলেন। ভগবান তাঁহাকে কহিলেন :

‘লোহিচ্চকে বুকের উপদেশ দান।

‘লোহিচ্চ, সত্যই কি তোমাব এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে : [এই স্থলে ভেসিক কত্বর্ক কথিত দৃষ্টি পুনবৃত্ত হইয়াছে] ?’

‘সত্য, গোতম।’

১০। লোহিচ্চ, তুমি কিরূপ মনে কব ? তুমি কি সালবতিকাৰ অধিবাসী নহ ?’

‘গোতম, আমি তাহাই বটে।’

‘লোহিচ্চ, যদি কেহ এব্দপ কহে : “লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবতিকাৰ প্রতিষ্ঠিত, সালবতিকাৰ উৎপন্ন দ্রব্য লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ একাকী ভোগ কবিলে, অন্য কাহাকেও দিবে না,” তাহা হইলে যে এব্দপ কহিলে সে বাহাবা তোমাব পোষ্য তাহাদেব অনিষ্টকাৰী হইবে, অথবা না ?’

‘হে গোতম, সে অনিষ্টকাৰী হইবে।’

‘অনিষ্টকাৰী হইলে সে তাহাদেব হিতানুকম্পী হইবে অথবা অহিতানুকম্পী ?’

‘অহিতানুকম্পী হইবে।’

‘অহিতানুকম্পী চিত্ত তাহাদেব প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইবে, অথবা শত্রুভাবাপন্ন ?’

‘শত্রুভাবাপন্ন হইবে ।’

‘শত্রুভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যা দৃষ্টির উৎপত্তি হয়, অথবা সম্যক দৃষ্টির ?’

‘মিথ্যা দৃষ্টির উৎপত্তি হয় ।’

১১। ‘লৌহিচ্ছ, তুমি-কিৰূপ মনে কর, ? কাশী ও কোশল কি কোশলবাজ প্রসেনজিভেব অধিকৃত নহে ?—

‘তাঁহাবই অধিকৃত ।’

‘যদি কেহ এরূপ কহে, কাশী ও কোশল কোশলবাজ প্রসেনজিভেব অধিকৃত, ঐ দুই দেশেব সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্য প্রসেনজিৎ একাকী ভোগ করিবেন, অন্য কাহাকেও দিবেন না,” তাহা হইলে যে এরূপ কহিবে সে যাহাবা কোশল বাজেব পোষ্য—তুমি এবং অপবে—তাহাদেব অনিষ্টকাৰী হইবে, অথবা না ?

‘অনিষ্টকাৰী হইবে ।’

‘অনিষ্টকাৰী হইলে সে তাহাদেব অহিতানুকম্পী হইবে অথবা অহিতানুকম্পী ?’

‘অহিতানুকম্পী হইবে ?’

‘অহিতানুকম্পী চিত্ত তাহাদেব প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইবে, অথবা শত্রুভাবাপন্ন ?’

‘শত্রুভাবাপন্ন হইবে ।’

‘শত্রুভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়, অথবা সম্যক দৃষ্টির ?’

‘মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয় ।’

‘লৌহিচ্ছ, আমি কহি যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, দ্বিবিধ গতিব—নিবন্ধ এবং পশুযোনি—এক তাহাব নিষতি ।’

১২। ‘এইরূপে, লৌহিচ্ছ, যদি কেহ কহে : “লৌহিচ্ছ ব্রাহ্মণ সালবতিকার প্রতিষ্ঠিত, সালবতিকায উৎপন্নদ্রব্য লৌহিচ্ছ ব্রাহ্মণ একাকী ভোগ করিবে, অন্য কাহাকেও দিবে না,” তাহা হইলে যে এরূপ কহিবে সে যাহাবা তোমাব পোষ্য তাহাদেব অনিষ্টকাৰী হইবে, অনিষ্টকাৰী হইলে তাহাদেব অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পী চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, শত্রুভাবাপন্নেব চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয় ।’

১৩। ‘এইরূপে, লৌহিচ্ছ, যদি কেহ এরূপ কহে : “কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল, ধর্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপবেব নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়, কাৰণ একে অন্যেব কি করিতে পারে ? অপবেব নিকট প্রকাশ করিলে

প্ৰবাতন বন্ধন ছিন্ন কৰিয়া নতন বন্ধন সৃষ্টি কৰাব ন্যায় হইবে। সেইব্দপ আমি ইহাকে পাপ লোভ ধৰ্ম্ম কহি, একে অন্যের কি কৰিতে পারে ?” তাহা হইলে যে ঐব্দপ কহিবে সে যে সকল কুলপুত্র তথাগত কৰ্ত্ত্বক প্রকাশিত ধৰ্ম্ম বিনয় লক্ষ্য হইয়া স্নোতাপত্তি-ফল, সৰূদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল এবং অহং ব্দপ বৈশাবদ্য প্রাপ্ত হন,—যাহাৰা দিব্য পুৰ্ণজন্ম লাভেৰ জন্য অনুরূপ কৰ্ম্মনিষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের অনিষ্টকাৰী হইবে, অনিষ্টকাৰী হইলে তাহাদের অহিতানুরূপী হইবে, অহিতানুরূপীৰ চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, শত্রুভাবাপন্নৰ চিত্তে মিথ্যা দৃষ্টিৰ উৎপত্তি হয়। লোহিচ্চ, আমি কহি যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, নিবয় এবং পশুযোনিব্দপ দ্বিবিধ গতিৰ এক তাহার নিৰ্ঘাতি।

১৪। ‘এইব্দপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ এব্দপ কহে : “কোশলেৰ বাজা প্রসেনজিত কাশী ও কোশলেৰ অধিপতি। কাশী ও কোশলেৰ সমুদয় উৎপন্নদ্রব্য তিনিই একাকী ভোগ কৰিবেন, অপৰ কাহাকেও দিবেন না,” তাহা হইলে সে যাহাৰা কোশল বাজ্যেৰ পোষ্য—তুমি এবং অপৰে—তাহাদের অনিষ্টকাৰী হইবে, অনিষ্টকাৰী হইলে তাহাদের অহিতানুরূপী হইবে, অহিতানুরূপীৰ চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, শত্রুভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টিৰ উৎপত্তি হয়।

১৫। ‘এইব্দপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ এব্দপ কহে : “কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপৰেৰ নিকট প্রকাশ কৰা উচিত নহ, কাৰণ একে অপৰেৰ কি কৰিতে পারে ? অপৰেৰ নিকট প্রকাশ কৰিলে প্ৰবাতন বন্ধন ছিন্ন কৰিয়া নতন বন্ধন সৃষ্টি কৰাব ন্যায় হইবে। সেইব্দপ আমি ইহাকে পাপ লোভ ধৰ্ম্ম কহি। একে অন্যেৰ কি কৰিতে পারে ?” তাহা হইলে যে এইব্দপ কহিবে সে যে সকল কুলপুত্র নিৰ্ঘাতি (১৩ সংপদচ্ছেদেৰ অনুরূপ)।

ত্রিবিধ শিক্ষক

১৬। ‘লোহিচ্চ, জগতে ত্রিবিধ শিক্ষক নিন্দাব পাত্র। যে এব্দপ শিক্ষকেৰ নিন্দা কৰে, তাহাৰ নিন্দা ভূত, তথ্য, ধৰ্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য। কিব্দপ কিব্দপ ত্রিবিধ শিক্ষক ? লোহিচ্চ, কোন শাস্ত্রা যাহা লাভ কৰিবাব জন্য আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন কৰেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভে

অসমর্থ হন। ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভ না কবিয়া তিনি শ্রোতাগণকে ধর্মোপদেশ দেন : “ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।” তাঁহার ঐ সকল শ্রাবক শ্রবণেচ্ছ হন না, কণপাত কবেন না, অহংভ্রুলাভেব চিন্তা উৎপাদন কবেন না, শাস্তাব শিক্ষা পবিত্যাগ কবিয়া অন্য পথে অবস্থান কবেন। ঐ প্রকার শিক্ষক এইরূপে তিবস্কৃত হইতে পাবেন ; “আয়ুজ্ঞান যাহা লাভ কবিবাব জন্য প্ররজ্যা অবলম্বন কবিয়াছেন ঐ শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন : ‘ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।’ শ্রাবকগণ শ্রবণে অনিচ্ছুক, তাঁহাবা কণপাত কবেন না অহং ভ্রু লাভেব চিন্তা উৎপাদন কবেন না, শাস্তাব শিক্ষা পবিত্যাগ কবিয়া অন্য পথে অবস্থান কবেন। আপনি যে বিবদ তাহাকে আকর্ষণ কবিতেছেন, যে মূখ ফিরাইয়া লইয়াছে তাহাকে অলিঙ্গন কবিতেছেন : সেইবদ আমি ইহাকে পাপ-লোভ ধর্ম কহি, কাবণ একে অন্যেব কি কবিতে পারে ?”

‘লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দাহ’ প্রথম শ্রেণীৰ শাস্তা। এবং যে এবদপ শিক্ষকেব নিন্দা কবে, তাহাব নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

১৭। ‘পুনশ্চ, লোহিচ্চ, কোন শাস্তা যাহা লাভ কবিবাব জন্য আগাব হইতে অনাগাবীতা অবলম্বন কবেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভে অসমর্থ হন। ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভ না কবিয়া তিনি শ্রোতাগণকে ধর্মোপদেশ দেন : “ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।” তাঁহার ঐ সকল শ্রাবক শ্রবণেচ্ছ হইয়া কণপাত কবেন, অহং ভ্রু লাভেব চিন্তা উৎপাদন কবেন, শাস্তাব শিক্ষা পবিত্যাগ কবিয়া অন্য পথে অবস্থান কবেন না। ঐ প্রকার শিক্ষক এইরূপে তিবস্কৃত হইতে পাবেন : “আয়ুজ্ঞান যাহা লাভ কবিবাব জন্য প্ররজ্যা অবলম্বন কবিয়াছেন ঐ শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন : ‘ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।’ শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছ হইয়া কণপাত কবেন, অহং ভ্রু লাভেব চিন্তা উৎপাদন কবেন, শাস্তাব শিক্ষা পবিত্যাগ কবিয়া অন্য পথে অবস্থান কবেন না। আপনি নিজ ক্ষেত্র অবহেলা কবিয়া অন্যেব ক্ষেত্রেব তুণোৎপাটনে নিযুক্ত। সেইবদ আমি ইহাকে পাপ-লোভ ধর্ম কহি, কাবণ একে অন্যেব কি কবিতে পারে।

‘লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দাহ’ দ্বিতীয় শ্রেণীৰ শাস্তা, এবং যে এবদপ শিক্ষকেব নিন্দা কবে, তাহাব নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

১৮। ‘পুনশ্চ, লোহিচ্চ, কোন শাস্তা যাহা লাভ করিবার জন্য আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন কবেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভ কবেন। উহা লাভ করিয়া তিনি শ্রোতাগণকে ধর্মোপদেশ দেনঃ ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।’ শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছ হন না, কণপাত কবেন না, অহং লাভের চিন্তা উৎপাদন কবেন না, শাস্তাব শিক্ষা অবহেলা করিয়া অন্য পথে অবস্থান কবেন। ঐ শিক্ষক এইরূপে তিবস্কৃত হইতে পাবেনঃ আরুমান যাহা লাভ করিবার নিমিত্ত আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন করিয়াছেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। উহা লাভ করিয়া আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন, ‘ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।’ শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছ হন না, কণপাত কবেন না, অহং লাভের চিন্তা উৎপাদন কবেন না। শাস্তাব শিক্ষা অবহেলা করিয়া অন্য পথে অবস্থান কবেন। আপনার কার্য পূর্বাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইতেছে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভ ধর্ম কহি। কাণ একে অন্যে কি করিতে পারে?’

‘লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দাহ তৃতীয় শ্রেণীর শাস্তা, এবং যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা কবে তাহার নিন্দা ভূত, তথা, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

‘লোহিচ্চ, ইহাবাই জগতে নিন্দাহ ত্রিবিধ শিক্ষক। যে এরূপ শাস্তা-দিগের নিন্দা কবে তাহার নিন্দা ভূত, তথা, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।’

১৯। এইরূপ উক্ত হইলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেনঃ ‘হে গৌতম, এমন কোন শাস্তা আছেন কি যিনি জগতে নিন্দাহ নন?’

অনিন্দনীয় শাস্তা

‘লোহিচ্চ, এমন শাস্তা আছেন যিনি জগতে নিন্দাহ নহেন।’

‘তিনি কিরূপ?’

‘লোহিচ্চ, জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে—যিনি অহং, সম্যক-সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, দম্য-পদরূষ-সারথী, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান - (শ্রামণ্য ফল সূত্র দ্রষ্টব্য)।

২০। ‘আপনাতে এই পণ্ড নীবরণ গ্রহীত দেখিয়া তিনি প্রমোদ্য লাভ কবেন...অব্যাস্ত থাকে না। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং, ৭৫)।

২১। 'লৌহিচ্চ, যেরূপ কোন দক্ষ স্নাপক...অব্যাপ্ত থাকে না। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং ৭৬)।

৫৫। 'লৌহিচ্চ, যে শিক্ষকেব ধর্ম্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশাবদ্য প্রাপ্ত হন, সেই শিক্ষকও জগতে নিন্দাহ হন না। যে এবদুপ শাস্তার নিন্দা কবে, তাহাব নিন্দা অভূত, অতথ্য, অ-ধর্ম্মসঙ্গত, অবদ্য।

৫৬। 'পুনশ্চ' লৌহিচ্চ, ভিক্ষু, বিতর্ক বিচাবেব উপশম্বে...দ্বিতীয় ধ্যান...তৃতীয় ধ্যান...চতুর্থ ধ্যান লাভ কবিষা বিহাব কবেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্র)।

'লৌহিচ্চ, যে শিক্ষকেব ধর্ম্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশাবদ্য প্রাপ্ত হন, সেই শিক্ষকও জগতে নিন্দাহ হন না।' যে এবদুপ শাস্তাব নিন্দা কবে, তাহাব নিন্দা, অভূত, অতথ্য, অ-ধর্ম্মসঙ্গত, অবদ্য।

২৩। 'এইরূপে চিন্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ...জ্ঞানদর্শনেব অভিমুখে চিন্তকে ন্যমিত কবেন। (শ্রামণ্য ফলসূত্র, পদচ্ছেদ সং ৮৩)।

'লৌহিচ্চ, যে শিক্ষকেব ধর্ম্মে শ্রাবক...অবদ্য।

২৪। তিনি চিন্তেব সেই সমাহিত অবস্থায় আসবক্ষষ জ্ঞানভিমুখে ইহা জানিতে পাবেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং ৯৭)।

'লৌহিচ্চ, যে শিক্ষকেব ধর্ম্মে শ্রাবক অবদ্য।'

২৫। এইবদুপ উক্ত হইলে লৌহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন :—

'হে গোতম, যেরূপ কোন পদবুধ নবকপ্রপাতে পতনশীল মনুষ্যকে কেশে গ্রহণ পদ্বর্ক তাহাকে উদ্ধাব কবিয়া স্থলে প্রতিষ্ঠাপিত কবে, সেইবদুপ নরক-প্রপাতে পতনশীল আমাকে পূজ্য যোতম উদ্ধাব কবিয়া প্রতিষ্ঠাপিত কবিষাছেন। উত্তম, গোতম! গোতম। যেরূপ উৎপাতিতেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুপ্তাযিত...গ্রহণ কবুন।'

। লৌহিচ্চ সূত্র সমাপ্ত।

তেবিজ্জ সূত্রের পূর্বাতাষ

দুই ব্রাহ্মণেব মধ্যে ব্রহ্মেব সহিত মিলিত হইবার মাগামার্গ সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাবা মীমাংসার জন্য বুদ্ধের নিকটে গমন করিলেন। বুদ্ধ কহিলেন ব্রহ্মের সহিত মিলনের মাগ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে সম্ভব নহে, কারণ তাঁহারা নিজেরাই ঐ মাগ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ পঞ্চকাম গুণে লিপ্ত হইয়া, পঞ্চ নীববণে আবৃত্ত হইয়া, যে ধর্মের পালনে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয় ঐ ধর্মের পালনে অবহেলা কবেন। পুনঃপুনঃ প্রতিপ্রশ্ন করিয়া বুদ্ধ প্রশ্নকারক ব্রাহ্মণেব স্বীকৃতি হইতে প্রমাণ করিলেন যে যাঁহাবা ব্রহ্মেব সহিত মিলনের মাগ ঘোষণা কবেন, তাঁহারা ঐ মাগ শিক্ষাদানেব অযোগ্য।

পাৰিশেষে বুদ্ধ স্বয়ং ঐ মাগ প্রকাশ করিলেন। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মেব সহিত মিলিত হইবাব লক্ষ্য যে অনুসরণীয় তাহা বুদ্ধ কহিতেছেন না। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যদি ঐ লক্ষ্যই সম্মুখে থাকে তাহা হইলে তাঁহার প্রদর্শিত মাগই একমাত্র মাগ।

১৩। তেবিজ্জ সূত্র

১। আমি এইব্দুপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময়ে ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেব সহিত কোশলদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে মনসাকট নামক কোশলেব ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান মনসাকটের, উত্তর দিকে অচিরবতী নদীৰ তীবস্থ আশ্রম বনে অবস্থান করিলেন।

২। ঐ সময়ে বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মহাশাল মনসাকটে বাস করিতেন। তাঁহাদের নাম—চঙ্কী, তাবুখ্য, পোক্ষবসাত্তি, জাণুস্‌সোণি, তোদেয্য এবং অপবাপব প্রসিদ্ধ মহাশাল।

৩। অনন্তর চক্রমণ নিবত হইয়া পাদচাবণা কালীন বাসেট্ট ও ভাবদ্বাজেব মধ্যে মাগামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হইল।

৪। তব্দুগ বাসেট্ট বলিলেন : ‘ইহাই ঋজু মাগ, ইহা সবল ও মর্দন্ত-সংবর্তনিক, এই মাগে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষবসাত্তি স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।’

৫। যদুবক ভাবদ্বাজ কহিলেন : ‘ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সবল ও মূর্ত্তিসংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকাবী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তাবদ্ব্য স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।

৬। কিন্তু বাসেট্ঠ ভাবদ্বাজকে স্বমতে আনয়ন কবিতে সমর্থ হইলেন না, এবং ভাবদ্বাজও ঐবদ্ব্য বাসেট্ঠকে স্বমতে স্থাপনে অসমর্থ হইলেন।

৭। তদনন্তর বাসেট্ঠ ভাবদ্বাজকে কহিলেন :

‘ভাবদ্বাজ, সেই শাক্যপুত্র শ্রমণ গোতম—যিনি শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন—এক্ষণে মনসাকটেব উত্তবে স্থিত অচিববতী নদীৰ তীরে আশ্রয়নে অবস্থান কবিতেছেন। সেই ভগবান গোতমের সম্বন্ধে ঐবদ্ব্য যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে ; ইনিই সেই ভগবান ভগবন্ত।’ এস ভাবদ্বাজ, শ্রমণ গোতমের নিকট গমন কবি। তথায আমবা শ্রমণ গোতমকে এই বিষয় জিজ্ঞাস্য কবিব। শ্রমণ গোতম য়েবদ্ব্য ব্যাখ্যা কবিবেন, আমবা সেইবদ্ব্যই গ্রহণ কবিব।’

ব্রহ্ম জ্ঞান

৮। তৎপরে বাসেট্ঠ ও ভাবদ্বাজ ভগবানের নিকট গমন কবিলেন। তথায ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যেব বিনিময়ান্তে তাহাবা এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন। পরে বাসেট্ঠ ভগবানকে কহিলেন :

‘হে গোতম, চক্ষুশ্রমণ নিবত হইষা পাদচাবণাকালীন ‘আমাদের মধ্যে মার্গামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছিল। আমি কহিয়াছি : “ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সবল ও মূর্ত্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকাবী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষবসতি স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।” ভাবদ্বাজ কহিয়াছেন : “ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সবল ও মূর্ত্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকাবী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তাবদ্ব্য স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।” গোতম, এই বিষয়ে বিগ্রহ, বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।’

৯। ‘তাহা হইলে, বাসেট্ঠ, তুমি ঐবদ্ব্য কহিয়াছ : “ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সবল ও মূর্ত্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকাবী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষবসতি স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।” যদুবক ভাবদ্বাজ কহিয়াছেন : “ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সবল ও মূর্ত্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে

ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তারুখ্য স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।”
অতঃপর, বাসেট্ঠ কোনস্থানে তোমাদের বিগ্রহ, বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি
হইয়াছে?”

১০। ‘হে গোতম, মার্গমার্গ সম্বন্ধে। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন
মার্গ শিক্ষা দিয়া থাকেন—অধর্য্য ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছন্দোগ ব্রাহ্মণ,
ছন্দাবা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্মণ—ঐ সকল গুলিই কি মুক্তি মার্গ, ঐ সকল
মার্গই কি এরূপ, যাহাতে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন?

১১। ‘বাসেট্ঠ কি বলিতেছেন “মিলিত হন”?’

‘তাহাই কহিতেছি।’

‘বাসেট্ঠ কি বলিতেছেন “মিলিত হন”?’

‘তাহাই কহিতেছি।’

বাসেট্ঠ কি বলিতেছেন “মিলিত হন?”

‘তাহাই কহিতেছি।’

১২। ‘বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কি একজনও এমন আছেন
যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?’

‘না, গোতম।’

‘তবে কি তাহাদের আচার্য্যদিগের মধ্যে এমন একজনও আছেন যিনি
স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?’

‘না, গোতম।’

‘তবে কি তাহাদের আচার্য্য-প্রাচার্য্য দিগের মধ্যে এমন কেহ আছেন যিনি
স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?’

‘না, গোতম।’

‘তবে কি ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের উদ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এমন কেহ
আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?’

‘না, গোতম।’

১৩। ‘তবে কি যাহাবা ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষি,
মন্ত্রকর্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন
মন্ত্র এক্ষণে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনঙ্গীত, অনভাষিত, পুনঃপুনঃ আবৃত্ত
হয়—যথা অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভবদ্বাজ,
বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—তাহাবা কি এরূপ কহিয়াছেনঃ “ব্রহ্মা কোথায়,

‘তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার গতি কোথায়, আমবা জানি এবং প্রত্যক্ষ কবিষাছি?’

‘না, গোতম।

১৪। ‘এইরূপে বাসেট্ট ঐবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্য্যদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্য্য-প্রাচার্য্যদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। যাহাবা ঐবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পুৰুষ ঋষি, মন্ত্ৰকর্তা, মন্ত্ৰ-প্রবক্তা ছিলেন, যাহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুৰাতন মন্ত্ৰ এক্ষণে ঐবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়—যথা অষ্টক, বাগদেব, বিশ্বামিত্র, যমদাগ্নি, অঙ্গিবা, ভবদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—তাঁহাবাও এরূপ কহেন নাই, ব্রহ্মা কোথায়, তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার গতি কোথায়, তাঁহা আমবা জানি এবং প্রত্যক্ষ কবিষাছি।’ সুতবাং ঐবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কহিয়াছেন : ‘যাহা আমবা জানি না এবং দেখি নাই তাহার সহিত মিলিত হইবার মার্গ উপদেশ দিও—ইহাই ঋজুমার্গ, ইহা সৰল ও মূৰ্দ্ধি সংবর্ত্তনিক, এ মার্গে ভ্রমণকাৰী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন।’

‘বাসেট্ট তুমি কিরূপ মনে কব? এরূপ হইলে ঐবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে?

‘অবশ্যই, গোতম, এরূপ হইলে ঐবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন।’

১৫। ‘বাসেট্ট, ঐবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দেশ কবিতে পারিবেন, তাহা কখনও হইতে পারে না। বাসেট্ট যেৰূপ পবস্পৰ সংসৃষ্ট শ্ৰেণীবদ্ধ অম্বগণ সম্মুখে, মধ্যে কিংবা পশ্চাতে দেখিতে পার না, সেইরূপই ঐবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্ৰেণীবদ্ধ অস্কেব বাক্যেব ন্যায্য : যে প্রথমে স্থিত সেও দেখিতে পার না, যে মধ্যে স্থিত সেও দেখিতে পার না, যে সৰ্ব্বপশ্চাতে সেও দেখিতে পার না। ঐবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ বাক্য হাস্যকর, অর্থহীন, বিকৃত ও ভুল।’

১৬। বাসেট্ট, তুমি কিরূপ মনে কব? ঐবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কি, যখন তাঁহাবা চন্দ্রসূর্য্যেব উদয় ও অন্তগমনের স্থানাভিমুখে অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রদক্ষিণ-

নিরত হইয়া উহাদিগের নিকট প্রার্থনা করেন, উহাদিগের স্তুতি ও পূজা কবেন, তখন অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় উহাদিগকে দেখিতে পান ?’

‘অবশ্যই, গোতম, দেখিতে পান ।’

১৭। ‘বাসেট্ঠ তুমি কিরূপ মনে কব ? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনের স্থানাভিমুখে অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রদক্ষিণ নিবত হইয়া উহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবার কালে, উহাদিগের স্তুতি ও পূজা করিবার কালে, অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় উহাদিগকে দেখিতে পান, সেই চন্দ্র সূর্য্যের সহিত মিলিত হইবার মার্গ তাঁহারা কি এইরূপ কহিয়া উপদেশ দিতে পারেন : “ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মূর্ত্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত মিলিত হন ?”

‘না, গোতম ।’

১৮। ‘তাহা হইলে, বাসেট্ঠ ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাহা তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহাব সহিত মিলিত হইবার পন্থা নির্দেশ করিতে পাবেন না । তাঁহারা ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের আচার্যগণ ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যগণও ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের উদ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত কেহই স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখেন নাই । ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষিগণও ব্রহ্মার স্থিতি, আগতি এবং গতি অবগত নহেন । তথাপি তাঁহারা যাহাকে জানেন না ও দেখেন নাই তাহাব সহিত মিলিত হইবার পন্থা নির্দেশ কবেন । তুমি কিরূপ মনে কব, বাসেট্ঠ ? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থশূন্য নহে ?’

‘অবশ্যই, গোতম, এস্থলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের বাক্য অর্থশূন্য ।’

সাধু, বাসেট্ঠ । ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহাব সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দেশ করিতে পারিবেন, তাহাব সম্ভাবনা নাই ।

১৯। ‘যেবূপ কোন পুরুষ কহিল : “আমি এই জনপদের জনপদ কল্যাণীকে অভিলাষ করি, কামনা করি ।” জনগণ তাহাকে কহিল : “হে পুরুষ, যে জনপদ কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কব, কামনা কব, সেই জনপদ কল্যাণী ক্ষত্রিয়া, কিম্বা ব্রাহ্মণী, কিম্বা বৈশ্যা, কিম্বা শূদ্রাণী, তাহা কি তুমি জান ?” এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটি কহিল “না” । জনগণ

তাহাকে কহিল : “হে পুরুষ, যে জনপদ কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কব, কামনা কব, সেই জনপদ কল্যাণী এই নাম অথবা এই গোট বিশিষ্ট, দীর্ঘ, হ্রস্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা অথবা মদগুবর্ণা, অমরু গ্রাম নিগম অথবা নগবাসিনী, তাহা কি তুমি জান ?” এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটি কহিল “না ।” জনগণ তাহাকে কহিল : “হে পুরুষ, যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কব ?” পুরুষটি কহিল “হাঁ ।” বাসেট্ট, তুমি কিরূপ মনে কব ? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি অর্থহীন নহে ?”

‘অবশ্যই, গোতম, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য অর্থহীন ।’

২০। ‘এইরূপে, বাসেট্ট, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মিলিত হন ।’ (উপবোধ পদচ্ছেদ সং—১৪ দ্রষ্টব্য) । বাসেট্ট, তুমি কিরূপ মনে কব ? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে ?

‘অবশ্যই, গোতম, এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন ।’

‘সদ্ধ, বাসেট্ট, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহাব সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দেশ করিতে পারিবেন, তাহাব সম্ভাবনা নাই ।’

২১। ‘বাসেট্ট, কোন পুরুষ প্রাসাদে আবোহণার্থ চতুর্দ্বারাপথে সোপান শ্রেণী নিৰ্ম্মাণ করিল । জনগণ তাহাকে কহিল : “হে পুরুষ, যে প্রাসাদে আবোহণার্থ তুমি সোপান নিৰ্ম্মাণ করিতেছ, উহা পশ্চিম দিকে কিম্বা পূর্ব দিকে কিম্বা উত্তর দিকে কিম্বা দক্ষিণ দিকে, উহা উচ্চ, নীচ কিম্বা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি ?” এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল “না ।” জনগণ তাহাকে কহিল : “হে পুরুষ, যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই সেই প্রাসাদে আবোহণার্থ তুমি সোপান নিৰ্ম্মাণ করিতেছ ?” এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল “হাঁ ।” বাসেট্ট, তুমি কিরূপ মনে কব ? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি অর্থহীন নহে ?”

‘অবশ্যই, গোতম, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য অর্থহীন ।’

২২। ‘এইরূপে, বাসেট্ট, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মিলিত হন ।’ (উপবোধ পদচ্ছেদ সং—দ্রষ্টব্য) । বাসেট্ট, তুমি কিরূপ মনে কব ? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে ?

‘অবশ্যই, গোতম, এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন ।’

২৩। ‘সাধু, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহাব সহিত মিলিত হইবাব যে পন্থা নির্দেশ করিতে পারিবেন, তাহাব সম্ভাবনা নাই।’

২৪। ‘বাসেট্ঠ, মনে কব অচিববতী নদী কুলে কুলে পূর্ণ। কোন পুরুষ পারার্থী হইয়া আসিল। সে এই তীরে স্থিত হইয়া পবপাবকে আহ্বান করিয়া কহিল : “হে পবপাব, এই তীরে আইস।” বাসেট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কব ? সেই পুরুষেব, আহ্বান হেতু, আষাচন হেতু, প্রার্থনা হেতু অথবা অভিনন্দন হেতু অচিববতী নদীর অপব, পাব কি এই তীরে আসিবে ?’

‘অব্যাহত নহে, গোতম।’

২৫। ‘এইবদুপেই বাসেট্ঠ, যে ধর্ম্মেব পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া, যাহাব পালনে মনুষ্য অ-ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্মেব সেবা করিয়া ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন : “আমবা ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, সোমকে আহ্বান করিতেছি, বরুণকে আহ্বান করিতেছি, ঈশানকে আহ্বান করিতেছি, প্রজাপতিকে আহ্বান করিতেছি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করিতেছি, মহর্ষিকে আহ্বান করিতেছি, যমকে আহ্বান করিতেছি।” যে ধর্ম্মেব পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া, যাহাব পালনে মনুষ্য অ-ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্মেব সেবা করিয়া ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে আহ্বান দ্বাবা, আষাচন দ্বাবা, প্রার্থনা দ্বাবা অথবা অভিনন্দন দ্বাবা মৃত্যুব পব দেহেব ধ্বংস হইলে ব্রহ্মাব সহিত মিলিত হইবেন, তাহা অসম্ভব।

২৬। ‘কুলে কুলে পূর্ণ অচিববতী নদীর তীরে কোন পুরুষ পারার্থী হইয়া আসিল। এই তীরে স্থিত সেই পুরুষেব বাহুদ্বয় পশ্চাতে দৃঢ়বদুপে শৃঙ্খলাবদ্ধ। বাসেট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? সেই পুরুষ কি অচিববতীর এই তীর হইতে অপব পাবে গমনে সক্ষম হইবে ?’

‘অব্যাহত নহে, গোতম।’

২৭। ‘সেইবদুপেই, বাসেট্ঠ, আর্ষ্যবিনয়ে পশু কামগুণ শৃঙ্খলও উক্ত হয়, বন্ধনও উক্ত হয়। কোন কোন পশু গুণ ? চক্ষুবিজ্ঞেয় বদুপ—ইন্দ্ৰ, কাস্ত, মনাপ, প্রিয়বদুপ, উহা কামোপসংহিত এবং বাগোৎপাদক। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয়, শব্দ...ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয়, গন্ধ...জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস...কাষবিজ্ঞেয় স্পর্শ—

উহারা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়বদপ এবং কামোপসংহিত ও বাগোৎপাদক ।
বাসেট্ট, এই পঞ্চ কাম গুণ আৰ্য্যবিনয়ে শৃঙ্খলও উক্ত হয়, বন্ধনও উক্ত হয় ।
বাসেট্ট, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ঐ পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মদুখ, লিপ্ত হইয়া,
উহাদের পবিগাম দর্শন না করিয়া উহা হইতে নিঃসবণেব জ্ঞান লাভ না
করিয়া ঐ সকল উপভোগ করেন ।

২৮। 'বাসেট্ট, ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে ধর্ম্মেব পালনে মনুষ্য
ব্রাহ্মণে পবিগত হয় সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া, যাহাব পালনে মনুষ্য
অব্রাহ্মণে পবিগত হয় সেই ধর্ম্মেব সেবা করিয়া, পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মদুখ,
লিপ্ত হইয়া, উহাদের পবিগাম দর্শন না করিয়া, উহা হইতে নিঃসবণেব জ্ঞান
লাভ না করিয়া, ঐ সকল উপভোগ করিয়া, কামানুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া যে
মরণান্তে দেহেব বিলম্বে ব্রহ্মাব সহিত মিলিত হইবেন তাহা অসম্ভব ।

২৯। 'বাসেট্ট, কুলে কুলে পূর্ণ অচিববতী নদীতীর্থে কোন পুণ্ড্র
পাথর হইয়া আসিল । সে সশীঘ্রবৃত্ত হইয়া এই তীর্থে শয়ন করিল ।
বাসেট্ট, তুমি কিবদপ মনে কব ? সেই পুণ্ড্র কি অচিববতীতীর্থে এই তীর্থে
হইতে অপব পাবে গমনে সক্ষম হইবে ?'

'অব্যাহত নহে, গোতম ।'

৩০। এইবদপেই, বাসেট্ট, এই পঞ্চ নীববণ আৰ্য্যবিনয়ে আবরণও
উক্ত হয়, নীববণও উক্ত হয়, অবনাহও উক্ত হয়, পর্য্যবনাহও উক্ত হয় । ঐ
পাঁচটি কি কি ? কামচ্ছন্দ নীববণ, ব্যাপাদ নীববণ, স্ত্যানমিদ্ধ নীববণ,
ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীববণ, বিচিকিৎসা নীববণ । 'এই পঞ্চ নীববণই আৰ্য্যবিনয়ে
আবরণও উক্ত হয়, নীববণও উক্ত হয়, অবনাহও উক্ত হয়, পর্য্যবনাহও উক্ত
হয় । বাসেট্ট, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চ নীববণদ্বারা আবৃত,
পবিবেষ্টিত, অবনদ্ধ, পর্য্যবনদ্ধ । ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে ধর্ম্মেব
পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পবিগত হয় সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া, যে ধর্ম্মেব
পালনে মনুষ্য অব্রাহ্মণে পবিগত হয় সেই ধর্ম্মেব সেবা করিয়া, পঞ্চ নীববণ
দ্বারা আবৃত, পবিবেষ্টিত, অবনদ্ধ, পর্য্যবনদ্ধ হইয়া, মরণান্তে দেহেব বিলম্বে
যে ব্রহ্মাব সহিত মিলিত হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই ।

৩১। 'বাসেট্ট, তুমি কিবদপ মনে কব ? তুমি বদ্ধ, অতিবদ্ধ ব্রাহ্মণ
আচার্য্য প্রাচার্য্যগণকে কিবদপ করিতে শুনিয়াছ ? ব্রহ্মা কি কৃতদাব অথবা
অকৃতদাব ?'

‘হে গোতম, তিনি অকৃতদাব ।’

‘তাঁহাব চিত্ত কি স-বৈব অথবা বৈবহীন ?’

‘তাঁহাব চিত্ত বৈবহীন ।’

‘তিনি কি ব্যাপান্ন-চিত্ত অথবা অব্যাপান্ন-চিত্ত ?’

‘তিনি অব্যাপান্ন-চিত্ত ।’

‘তিনি কি সংক্লিষ্ট-চিত্ত, অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত ?’

‘তিনি অসংক্লিষ্ট-চিত্ত ।’

‘তিনি কি চিত্ত-জয়ী অথবা নহে ?’

‘তিনি চিত্ত-জয়ী ।’

৩২ । ‘বাসেট্ঠ তুমি কিব্দুপ মনে কব ? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কি কৃতদাব অথবা অকৃতদাব ?’

‘তাঁহাবা কৃতদাব ।’

‘তাঁহাদেব চিত্ত কি স-বৈব অথবা বৈবহীন ।’

‘তাঁহাদেব চিত্ত স-বৈব ।’

‘তাঁহাবা কি ব্যাপান্ন-চিত্ত অথবা অব্যাপান্ন-চিত্ত ?’

‘তাঁহাবা ব্যাপান্ন-চিত্ত ।’

‘তাঁহাবা কি সংক্লিষ্ট-চিত্ত অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত ?’

‘তাঁহাবা সংক্লিষ্ট-চিত্ত ।’

‘তাঁহাবা কি চিত্ত-জয়ী অথবা নহে ?’

‘তাঁহাবা চিত্ত-জয়ী নহেন ।’

৩৩ । ‘তাহা হইলে, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কৃতদাব, ব্রহ্মা অকৃতদাব । কৃতদাব ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণেব সহিত কি অকৃতদাব ব্রহ্মাব ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে ?’

‘অব্যয়্যই নহে, গোতম ।’

৩৪ । ‘সাধু, বাসেট্ঠ । ঐ সকল কৃতদাব ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে মবণাস্তে দেহেব বিলয়ে অকৃতদাব ব্রহ্মাব সহিত মিলিত হইবেন তাহাব সম্ভাবনা নাই ।’

৩৫ । ‘এইব্দুপে, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণেব চিত্ত স-বৈব, ব্রহ্মা বৈবহীন...ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্যাপান্ন-চিত্ত, ব্রহ্মা অব্যাপান্ন-চিত্ত . ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ সংক্লিষ্ট-চিত্ত, ব্রহ্মা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত . ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ চিত্ত-জয়ী

নহেন, ব্রহ্মা চিত্ত-জয়ী। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাবা চিত্ত-জয়ী নহেন,—
তাঁহাদের সহিত কি চিত্ত-জয়ী ব্রহ্মার ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে ?

‘অব্যাহত নহে, গোতম।’

৩৬। সাধু, বাসেট্ট। ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাবা চিত্ত-জয়ী
নহেন,—তাঁহাবা যে মরণান্তে দেহের বিলয়ে চিত্ত-জয়ী ব্রহ্মার সহিত মিলিত
হইবেন, তাহাব সম্ভাবনা নাই। এইরূপে, বাসেট্ট, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ
তাঁহাদের নিশ্চিত্ততার মধ্যে অধঃপতিত হইতেছেন, ঐ অধঃপতন তাঁহাদিগকে
বিষাদগ্রস্ত করিতেছে, তাঁহাবা অপেক্ষাকৃত সুখময় স্থানে উত্তরণের স্বপ্ন
দেখিতেছেন। অতএব ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের ত্রিবিদ্যা ত্রিবিদ্যা-মবদও কথিত
হয়, ত্রিবিদ্যা-বিপিনও কথিত হয়, ত্রিবিদ্যা ব্যসনও কথিত হয়।’

৩৭। এইরূপে কথিত হইলে তবুও বাসেট্ট ভগবানকে কহিলেন :
‘হে গোতম, আমি শূন্যবাহি প্রমণ গোতম ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার মার্গ
অবগত আছেন।’

‘বাসেট্ট, তুমি কিরূপ মনে কর ? মনসাকট এই স্থানের নিকটে, এই
স্থান হইতে দূরে নহে, কেমন, নয় ?’

‘সত্য, গোতম। মনসাকট এই স্থানের নিকটে, এই স্থান হইতে দূরে
নহে।’

‘বাসেট্ট, তুমি কিরূপ মনে কর ? মনে কর কোন পুরুষ মনসাকটে
জন্মগ্রহণ করিয়া এই স্থানেই বদ্ধিত হইয়াছে। সে কখনই মনসাকটের
বাহিরে যায় নাই। যদি কেহ তাহাকে মনসাকটে ঘাইবার পথ জিজ্ঞাসা
করে, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে কি তাহাব চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত
হইবে ?’

‘অব্যাহত নহে, গোতম। কি কারণে ? সেই পুরুষ মনসাকটে জাত
ও বদ্ধিত হওয়ায় ঐ স্থানে ঘাইবার সমস্ত পথই তাহাব সুবিদিত।’

৩৮। ‘বাসেট্ট, মনসাকটে জাত ও বদ্ধিত পুরুষ মনসাকটে ঘাইবার
মার্গ জিজ্ঞাসিত হইলে তাহাব চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইতে পারে,
কিন্তু ব্রহ্মলোক অথবা ব্রহ্মলোকে গমনের মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে
তথাগতের চিত্ত সংশয়াপন্ন কিম্বা দ্বিধাযুক্ত হইবে না। বাসেট্ট, আমি
ব্রহ্মাকে জানি, ব্রহ্মলোক এবং ঐ স্থানে গমনের মার্গও জানি, এবং যে মার্গে
আবৃত্ত হইলে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয় তাহাও জানি।’

৩৯। এইরূপ উক্ত হইলে যুবক বাসেট্ট ভগবানকে কহিলেন : ‘হে গোতম, আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গোতম ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ উপদেশ দিতেছেন।’ সাধু! পূজ্য গোতম ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার মার্গ আমাদিগকে শিক্ষা দিন, ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা করুন !

‘তাহা হইলে বাসেট্ট শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।’

‘উত্তম’ কহিয়া বাসেট্ট সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান কহিলেন :

৪০। ‘মহাবাজ, মনে করুন জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইযাছে, যিনি অহরত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, ... বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন (শ্রামণ্য ফল সূত্র—৪০ সং-পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪১। ‘ঐ ধর্ম কোন গৃহপতি অথবা আগ্রহ করিল। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—৪১ সং-পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪২। ‘এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—৪২ সং-পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪৩। ‘মহাবাজ, ভিক্ষু কিরূপে শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন ?

‘ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পবিহার পূর্বক ...সুখী চিত্ত সমাহিত হয়। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং—৪৪—৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৪৪। ‘তিনি মৈত্রী-সহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এইরূপে চতুর্দিক পরিষ্কৃত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি উর্কে, অধোদিকে, তিষ্যক দিকে সর্বত্র সর্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈবহীন, দ্রোহ-হীন, চিত্ত দ্বাৰা পরিষ্কৃত করিয়া বিহার করেন।

৪৫। বাসেট্ট, যেরূপ বলবান শঙ্খধরী কাষক অলপাষাসেই চতুর্দিক বিজ্ঞাপিত করে, সেই রূপেই, বাসেট্ট, ঐ মৈত্রী ভাবনা ও চেত-বিমুক্তি সর্বভূতে নিববশেষে নিযুক্ত হয়, কেহই উপেক্ষিত হয় না। বাসেট্ট ইহাই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ।

৪৬। ‘পুনশ্চ, বাসেট্ট, ভিক্ষু করুণা সহগত চিত্তে, ...মৃদিতা সহগত চিত্তে...উপেক্ষা সহগত চিত্তে এক, দুই, তিন—এইরূপে চতুর্দিক পরিষ্কৃত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি উর্কে, অধোদিকে, তিষ্যক দিকে সর্বত্র সর্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈবহীন, দ্রোহ-হীন চিত্ত দ্বাৰা পরিষ্কৃত করিয়া বিহার করেন।

৪৭। 'বাসেট্ট, যেদুপ বলবান, শত্ৰুধনি কাবক অম্পাষাসেই চতুর্দিক বিজ্ঞাপিত কবে, সেই বদুপেই ঐ উপেক্ষা-ভাবিত চেতবিমুক্তিঃ সর্বভূতে নিরবশেষে নিষ্কৃত হয়, কেহই উপেক্ষিত হয় না। বাসেট্ট, ইহাই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ।

৪৮। 'বাসেট্ট, তুমি কিবদুপ মনে কর? ঐবিস্বিধ ভিক্ষ, কি বিত্ত-দাব সম্পন্ন হইবেন অথবা নহে?'

'তিনি বিত্ত-দাব হীন হইবেন।'

'তাহার চিত্ত কি সর্বৈব হইবে অথবা বৈবহীন হইবে?'

'বৈবহীন হইবে।'

'তিনি কি ব্যাপন্ন-চিত্ত হইবেন অথবা অব্যাপন্ন-চিত্ত?'

'তিনি অব্যাপন্ন-চিত্ত হইবেন।'

'তিনি সংক্লিষ্ট-চিত্ত অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত হইবেন?'

'তিনি অসংক্লিষ্ট-চিত্ত হইবেন।'

'তিনি কি চিত্তজয়ী হইবেন অথবা নহে?'

'তিনি চিত্তজয়ী হইবেন।'

৪৯। 'তাহা হইলে বাসেট্ট ভিক্ষ, বিত্ত-দাব হীন, ব্রহ্মাও বিত্ত-দাব হীন। বিত্ত-দাব হীন ভিক্ষ, সহিত বিত্ত-দাব হীন ব্রহ্মাও ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে?'

'হইতে পারে?'

'সাধু, বাসেট্ট। অ-পরিব্রহ' ভিক্ষ, মবগান্তে দেহের বিলয়ে যে অপরিব্রহ ব্রহ্মাও সহিত মিলিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।

'তাহা হইলে, বাসেট্ট, ভিক্ষ, বৈবহীন, ব্রহ্মা বৈবহীন। ভিক্ষ, অব্যাপন্ন-চিত্ত, ব্রহ্মাও তাহাই...ভিক্ষ, অসংক্লিষ্ট-চিত্ত, ব্রহ্মাও তাহাই; ভিক্ষ, চিত্ত-জয়ী, ব্রহ্মাও তাহাই। চিত্ত-জয়ী ভিক্ষ, সহিত চিত্ত-জয়ী ব্রহ্মাও ঐক্য ও সাম্য হইতে পারে?'

'হইতে পারে।'

'সাধু, বাসেট্ট। চিত্ত-জয়ী ভিক্ষ, মবগান্তে দেহের বিলয়ে যে চিত্ত-জয়ী ব্রহ্মাও সহিত মিলিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।'

৫০। এইরূপ উক্ত হইলে বাসেট্ট ও ভাবহাজ তব্ধবয় ভগবানকে কহিলেন :

‘অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম। ষেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুপ্তায়িত প্রকাশিত হয়, মৃত পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ৰজ্ঞানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকাৰে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ প্ৰজন্মীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধৰ্ম প্রকাশিত কবিষাছেন। আমরা ভগবান গৌতমের, ধৰ্ম্মের এবং ভিক্ৰসম্ভের শরণ লইতেছি। প্ৰজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাদিগকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ কর্দ্দগ।’

। তেবিল্ল সূত্র সমাপ্ত।

। সীলক্খন্দ বগ্গ সমাপ্ত।

দীঘ নিকায়

দ্বিতীয় খণ্ড

[মহাবগ্গ]

দীঘ নিকায়

১৪। মহাপদান সুত্রান্ত

১। (১) আমি এইৰূপ শ্রবণ করিষ্যছি। 'এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরস্থ জেতবন নামক' অনার্থপিণ্ডকেব, আবামে কবেবি-কুটিবে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তনের পৰ আহাবান্তে কবেবি-মণ্ডলমালে* একগিহ ও উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে পূৰ্ব্বে জন্ম সম্বন্ধীয় ধৰ্ম্মালোচনা আবম্ভ হইল : "ইহাই পূৰ্ব্বে জন্ম, ইহাই পূৰ্ব্বে জন্ম" ইত্যাদি।

(২) ভগবান স্বীয় দিব্য, বিশুদ্ধ ও অলৌকিক শ্রুতি দ্বারা ভিক্ষুদিগেব বাক্যালাপ শ্রবণ করিলেন। অনন্তৰ ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া কবেবি-মণ্ডলমালে গমন করিলেন এবং তথায় নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তৰ ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

‘ভিক্ষুগণ, এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা কি কথাষ নিষদন্ত, তোমাদের কি আলোচনাই বা বাধা প্রাপ্ত হইল?’

এইৰূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে এইৰূপ করিলেন :

‘ভন্তে, আমরা ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তনের পৰ আহাবান্তে মণ্ডল-মালে একগিহ হইয়া উপবিষ্ট হইলে আমাদের মধ্যে পূৰ্ব্বে জন্ম সম্বন্ধীয় ধৰ্ম্মালোচনা উঠিয়াছিল : “ইহাই পূৰ্ব্বে জন্ম, ইহাই পূৰ্ব্বে জন্ম।” আমরা এই কথাষ নিষদন্ত ছিলাম, এমন সময় ভগবান উপস্থিত হইলেন।’

(৩) ‘ভিক্ষুগণ, তোমরা পূৰ্ব্বে জন্ম সম্বন্ধীয় ধৰ্ম্মকথা শুনিতে ইচ্ছা কর।

‘হে ভগবান! হে সুগত! ভগবান পূৰ্ব্বে জন্ম সম্বন্ধীয় ধৰ্ম্মকথা করিবাব ইহা উপযুক্ত সময়, ভগবানের নিকট শ্রবণ করিষ্য। ভিক্ষুগণ উহা হৃদয়ে ধারণ করিবে।’

‘তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ শ্রবণ কব, উত্তমবদ্পে মনঃসংযোগ কব, আমি কহিব।’

প্রত্যুত্তবে ভিক্ষুগণ কহিলেন, ভণ্ডে, উত্তম।’ ভগবান কহিলেন :

(৪) ‘ভিক্ষুগণ, এখন হইতে একনবতি কল্পে অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ, ভগবান বিপস্‌সী জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন হইতে একত্রিংশ কল্পে অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ, ভগবান শিখী জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ একত্রিংশ কল্পেই অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ, ভগবান বেস্‌সভ্‌ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হে ভিক্ষুগণ, বর্তমান কল্পে অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান ককুসন্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান কল্পে অহং সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান কোণাগমন জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান কল্পে অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান কস্‌সপ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান কল্পে এক্ষণে আমি অহং সম্যক সম্বুদ্ধবদ্পে জগতে আবির্ভূত হইয়াছি।

(৫) ভিক্ষুগণ! অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্‌সী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান শিখীও জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান বেস্‌সভ্‌ জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন ছিলেন। অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান ককুসন্ধ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান কোণাগমন জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অহং সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান কস্‌সপ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ভিক্ষুগণ! এক্ষণে আমি অহং সম্যক সম্বুদ্ধবদ্পে জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছি।

(৬) ‘ভিক্ষুগণ, অহং সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্‌সী কোন্ডঞ্জ (কোন্ডিগ্য) গোত্রীয় ছিলেন। ভগবান শিখী এবং ভগবান বেস্‌সভ্‌ কোন্ডঞ্জ গোত্রীয় ছিলেন। ভগবান ককুসন্ধ কস্‌সপ গোত্রীয় ছিলেন। ভগবান কোণাগমন এবং ভগবান কস্‌সপ গোত্রীয় ছিলেন। ভিক্ষুগণ, এক্ষণে অহং সম্যক সম্বুদ্ধবদ্পে আমি-গোতম গোত্রীয়।

(৭) ভগবান বিপস্‌সীব আরম্ভকাল অশীতি সহস্র বৎসব ছিল। ভগবান

শিখীৰ আয়ুষ্কাল সপ্ততি সহস্র বৎসব ছিল। ভগবান বেস্‌সভূৰ আয়ুষ্কাল ষষ্টি সহস্র বৎসব ছিল। ভগবান ককুসন্ধেব আয়ুষ্কাল চত্বাবিংশ সহস্র বৎসব ছিল। ভগবান কোণাগম্বেৰ আয়ুষ্কাল ত্ৰিশ-সহস্র বৎসব ছিল। ভগবান কস্‌সপেব আয়ুষ্কাল বিংশতি সহস্র বৎসব ছিল। ভিক্ষুগণ, এক্ষণে আমাৰ আয়ু নগণ্য এবং অস্পকালস্থায়ী, এক্ষণে যে দীৰ্ঘকাল জীৱিত থাকে তাহাৰ আয়ুপৰিমাণ অলপাধিক একশত বৎসব।

৮। ‘ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী পাটলীবৃক্ষেৰ মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান শিখী পদ্মবীকেৰ মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূ শালবৃক্ষেৰ মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান ককুসন্ধ শিবীষবৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান কোণাগম্বে উদ্ভম্ববৃক্ষেৰ মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান কস্‌সপ নিগ্ৰোধ বৃক্ষেৰ মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ, বৰ্ত্তমান সময়ে অহং সম্যক সম্বুদ্ধ আমি অশ্বখ বৃক্ষেৰ মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছি।

৯। ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীৰ খন্ড এবং তিস্‌স নামক দুইজন মহান্‌ভব অগ্ৰশ্ৰাবক ছিলেন। ভগবান শিখীৰ অভিভূ এবং সম্ভব নামক দুইজন মহান্‌ভব অগ্ৰশ্ৰাবক ছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূৰ সোণ এবং উত্তব নামক দুইজন মহান্‌ভব অগ্ৰশ্ৰাবক ছিলেন। ভগবান ককুসন্ধেৰ বিধুব এবং সঞ্জীৰ নামক দুইজন মহান্‌ভব অগ্ৰশ্ৰাবক ছিলেন। ভগবান কোণাগম্বেৰ ভিষ্যাস এবং উত্তব নামক দুইজন মহান্‌ভব অগ্ৰশ্ৰাবক ছিলেন। ভগবান কস্‌সপেৰ তিস্‌স এবং ভবদ্বাজ নামক দুইজন মহান্‌ভব অগ্ৰশ্ৰাবক ছিলেন। ভিক্ষুগণ, বৰ্ত্তমানে আমাৰ সাৰিপুত্ৰ এবং যোগ্‌গল্লান নামক দুইজন মহান্‌ভব অগ্ৰশ্ৰাবক আছেন।

১০। ‘ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীৰ শ্ৰাবকগণেৰ তিনটি সন্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অষ্ট-ষষ্টি লক্ষ ভিক্ষুব সমাগম হইয়াছিল। একটিতে একলক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতিসহস্র ভিক্ষু মিলিত হইয়াছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীৰ শ্ৰাবকগণেৰ ঐবুপ তিন সন্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সবলেই ক্ষীণাস্থ ছিলেন।

‘ভগবান শিখীৰ শ্ৰাবকগণেৰ তিন সন্মিলন হইয়াছিল। একটিতে একলক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে সপ্ততি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান শিখীৰ

শ্রাবকগণেব ঐরূপ তিন সন্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

‘ভগবান বেস্‌সভুর শ্রাবকগণের তিন সন্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অশীতিসহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন, একটিতে সপ্ততিসহস্র ভিক্ষু এবং একটিতে ষষ্টিসহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বেস্‌সভুর শ্রাবকগণেব ঐরূপ তিন সন্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

‘ভগবান ককুসন্দেব শ্রাবকগণেব একটি সন্মিলন হইয়াছিল, উহাতে চত্বাবিংশ সহস্র ভিক্ষুব সমাগম হইয়াছিল। ভগবান ককুসন্দেব শ্রাবকগণেব ঐ একটি সন্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

‘ভগবান কোণাগমনেব শ্রাবকগণেব একটি সন্মিলন হইয়াছিল, উহাতে ত্রিংশ-সহস্র ভিক্ষুব সমাগম হইয়াছিল। ভগবান কোণাগমনেব শ্রাবকগণেব ঐ একটি সন্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

‘ভগবান কস্‌সপেব শ্রাবকগণেব একটি সন্মিলন হইয়াছিল, উহাতে বিংশতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাব শ্রাবকদিগেব ঐ একটি সন্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

‘বর্তমানে আমাব শ্রাবকগণেব একটি সন্মিলন হইয়াছিল, উহাতে এক-সহস্র দ্বইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষুগণ, আমাব শ্রাবকগণেব ঐ একটি সন্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

১১। ‘ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর অশোক নামক একজন ভিক্ষু প্রধান পরিচাবক ছিলেন। ভগবান শিখীব ক্ষেমকর নামক ভিক্ষু, ভগবান বেস্‌সভুব উপসন্নক নামক ভিক্ষু, ভগবান ককুসন্দেব বুদ্ধিজ নামক ভিক্ষু, ভগবান কোণাগমনেব সোখিজ নামক ভিক্ষু, ভগবান কস্‌সপেব সম্বমিত্ত নামক ভিক্ষু প্রধান পরিচাবক ছিলেন। বর্তমানে আমাব আনন্দ নামক ভিক্ষু প্রধান পরিচাবক।

১২। ‘ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর পিতাব নাম বাজা বন্ধুমা, মাতাব নাম বন্ধুমতী। বন্ধুমতী নামক নগর বাজা বন্ধুমাব রাজধানী ছিল।

‘ভগবান শিখীৰ পিতাৰ নাম বাজা অবদুগ, মাতাৰ নাম প্রভাবতী।
অবদুগবতী নামক নগৰ বাজা অবদুগেৰ ৰাজধানী ছিল।

‘ভগবান বেস্‌সভুৰ পিতাৰ নাম বাজা সুপ্রতীত, মাতাৰ নাম যশবতী।
অনোপম নামক নগৰ বাজা সুপ্রতীতেৰ ৰাজধানী ছিল।

‘অগ্নিদত্ত নামে ব্ৰাহ্মণ ভগবান ককুসন্ধেৰ পিতা ছিলেন, শিশাখা নাম্নী
ব্ৰাহ্মণী তাঁহাৰ মাতা। ঐ সময়ে ক্ষেম নামে এক বাজা ছিলেন, ক্ষেমবতী
নামক নগৰ তাঁহাৰ ৰাজধানী ছিল।

‘যজ্ঞদত্ত নামে ব্ৰাহ্মণ ভগবান কোণাগমনেৰ পিতা ছিলেন, উত্তৰা নাম্নী
ব্ৰাহ্মণী তাঁহাৰ মাতা। ঐ সময়ে সোভ নামে এক বাজা ছিলেন। সোভবতী
নামক নগৰ তাঁহাৰ ৰাজধানী ছিল।

‘ব্ৰহ্মদত্ত নামে ব্ৰাহ্মণ ভগবান কস্‌সপেৰ পিতা ছিলেন, ধনবতী নাম্নী
ব্ৰাহ্মণী তাঁহাৰ মাতা। ঐ সময়ে কিকী নামে এক বাজা ছিলেন। বাবাণসী
নামক নগৰ তাঁহাৰ ৰাজধানী ছিল।

‘বৰ্ত্তমানে আমাৰ পিতাৰ নাম বাজা শত্ৰুঘ্নোদন, মাতাৰ নাম মায়া দেবী
কপিলবন্তু নগৰ ৰাজধানী।’

ভগবান এইবদূপ কহিলেন। তৎপৰে সুগত আসন হইতে উত্থান কৰিয়া
বিহাবে প্ৰবেশ কৰিলেন।

১৩। অতঃপৰ ভগবানেৰ প্ৰস্থানেৰ সঙ্গ সঙ্গৈ ভিক্ষুগণেৰ মध्ये এইবদূপ
কথোপকথন আৰম্ভ হইল :

‘বন্ধুগণ, তথাগতেৰ কি আশ্চৰ্য্য মহিমা, কি আশ্চৰ্য্য মহানুভবতা।
যেহেতু তথাগত অতীতেৰ বুদ্ধগণ যাঁহাবা পৰিনিৰ্ব্বাণপ্ৰাপ্ত, ছিন্নপ্ৰপণ্ড,
সম্পন্ন-ভ্ৰমণ, যাঁহাবা কৰ্ম্মবৰ্ত্ত, ক্লেষবৰ্ত্ত, বিপাকবৰ্ত্ত বদূপ ত্ৰিবৰ্ত্তেৰ ক্ষয় সাধন
কৰিয়াছেন এবং সৰ্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,—ঐ সকলেৰ জাতি, নাম,
গোত্ৰ, আয়ুপ্ৰমাণ, শ্ৰাবক-যুগ এবং শ্ৰাবক সন্মিলন, এই সমস্তই স্মৰণ কৰিতে
পাবেন—“ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং
গোত্ৰ বিশিষ্ট, এইবদূপ শীল ও ধৰ্ম্মসম্পন্ন, এইবদূপ প্ৰজ্ঞাসমন্বিত, এইবদূপ
তাঁহাদেৰ জীবন যাত্ৰাৰ প্ৰণালী, এইবদূপে তাঁহাবা বিমুক্ত।” বন্ধুগণ,
ইহা কি তথাগতেৰই স্বাভাৱিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাহাৰ দ্বাৰা তিনি অতীতেৰ
বুদ্ধগণ যাঁহাবাপৰিনিৰ্ব্বাণ প্ৰাপ্ত ...বিমুক্ত?” অথবা দেবতাগণ তথাগতকে
এই বিষয়জ্ঞাপন কৰিয়াছেন যাহাৰ দ্বাৰা তিনি অতীতেৰ বুদ্ধগণ যাঁহাবা
পৰিনিৰ্ব্বাণপ্ৰাপ্ত...বিমুক্ত?”

ভিক্ষুগণেব এই আলোচনার মীমাংসা হইল না।

১৪। অনন্তর ভগবান সারাঞ্জে ধ্যান হইতে উত্থান করিয়া কবেবিমন্ডল-মালে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন :

‘ভিক্ষুগণ, তোমরা এক্ষণে এইস্থানে কি কথাষ নিমুক্ত ছিলে তোমাদের কোন কথাই বা বাধাপ্রাপ্ত হইল?’

এইরূপ কথিত হইলে ঐ ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন :

ভগবান এইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পবেই আমাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল : “বন্ধুগণ, তথাগতের কি আশ্চর্য মহিমা***বিমুক্ত”?

‘আমাদের এইরূপ কথোপকথনের মধ্যে ভগবান আসিলেন।’

১৫। ‘ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতেবই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাহার দ্বারা তিনি অতীত বুদ্ধগণ যাহাবা *** এইরূপে তাহাবা বিমুক্ত।’ দেবতাগণও তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি অতীতেব বুদ্ধগণ যাহাবা***এইরূপে তাহাবা বিমুক্ত।’

‘ভিক্ষুগণ, তোমরা কি পদ্বর্জন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মকথা অধিকতর বৃপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কব?’

‘হে ভগবান। হে সূর্য্যত! ভগবান পদ্বর্জন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মকথা কহিবাব ইহা উপযুক্ত সময়, ভগবানেব নিকট শ্রবণ কবিয়া ভিক্ষুগণ উহা হৃদয়ে ধারণ কবিবে।’

‘তাহা হইলে ভিক্ষুগণ শ্রবণ কব, উত্তমবৃপে মনঃসংযোগ কব, আমি কহিব।’

‘প্রত্যুত্তবে ভিক্ষুগণ কহিলেন, ‘ভণ্ডে, উত্তম।’ ভগবান কহিলেন :

১৬। ‘ভিক্ষুগণ, আজ হইতে এক নবতি বর্ষ পদ্বর্বে ভগবান বিপস্‌সী অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি কোণ্ডিণ্য গোত্রীয় ছিলেন। তাহাব আয়ুষ্কাল অশীতি সহস্র বৎসর ছিল। তিনি পাটলী বৃক্ষেব মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাব খণ্ড এবং তিস্‌স নামক দুইজন মহানুভব অগ্রপ্রাবক ছিলেন। তাহাব শ্রাবকগণেব তিনটি সন্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অষ্টাশী লক্ষ ভিক্ষুব সমাগম হইয়াছিল।

একটিতে একলক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীৰ শ্রাবকগণেব এই তিনিটি সম্মিলন হইয়াছিল। মিলিত ভিক্ষুগণেব সকলেই ক্ষীণান্নেব ছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীৰ অশোক নামক একজন ভিক্ষু প্রধান পৰিচাৰক ছিলেন। বন্ধুমা নামে বাজা তাঁহাব পিতা ছিলেন বাস্তী বন্ধুমতী। তাঁহাব মাতা ছিলেন। বাজা বন্ধুমাৰ বন্ধুমতী নামক নগৰ বাজধানী ছিল।

১৭। “ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া মাতৃগৰ্ভে প্ৰবেশ কৰিলেন। বোধিসত্ত্বেব প্ৰতিসন্ধি গ্ৰহণ কালে এইব্দপ অদ্ভুত ঘটনাৰ আবিৰ্ভাব হয়,—

‘যখন বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে প্ৰবেশ কৰেন, তখন দেবলোক, মাবভুবন, ব্ৰহ্মলোক এবং শ্ৰমণ, ব্ৰাহ্মণ ও দেব-মনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবতাগণেব দেবানুভাব অতিক্ৰম কৰিয়া অপৰিমেিত মহান আলোকেব প্ৰকাশ হয়। অনন্ত ঘন অন্ধকাৰাচ্ছন্ন লোকান্তৰিক নিবস—
যেস্থানে মহাবলশালী চন্দ্র ও সূৰ্য্যেব কিবণও প্ৰবেশ কৰিতে অক্ষম, সেই স্থানেও দেবতাগণেব দেবানুভাব অতিক্ৰম কৰিয়া অপৰিমেিত মহান আলোকেব প্ৰকাশ হয়। যে সকল প্ৰাণী ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাবাও ঐ আলোকে পবম্পৰকে জানিতে সক্ষম হয় : “ওহে, অন্যান্য প্ৰাণীও ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছে।” দশ সহস্ৰ জগৎ সম্পন্ন এই ব্ৰহ্মাণ্ড কম্পিত হয়, প্ৰকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। দেবতাগণেব দেবানুভাব অতিক্ৰম কৰিয়া অপৰিমেিত বিপুল দীপ্তি বিম্বে প্ৰাদুৰ্ভূত হয়। এইব্দপ অদ্ভুত ঘটনাৰ আবিৰ্ভাব হয়।

“ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধৰ্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্ৰবিষ্ট হন তখন তাঁহাব বন্ধাব জন্য চাৰি দেবপুত্ৰ চাৰিবিদিকে গমন কৰেন : “মনুষ্য অথবা অমনুষ্য কেহই যেন বোধিসত্ত্ব অথবা তদীয় মাতাৰ অনিষ্ট সাধন কৰিতে না পাবে।” ইহা বিশ্বধৰ্ম্ম।

১৮। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধৰ্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্ৰবিষ্ট হন, তখন তাঁহাব মাতা স্বভাবতঃই শীলবতী হন ; প্ৰাণাতিপাত, অদন্তেব গ্ৰহণ, ব্যাভিচাৰ, মৃষাবাদ, সুবামেবযাদি মদ্যপানব্দপ স্খলন হইতে বিবত হন। ইহা বিশ্বধৰ্ম্ম।

১৯। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধৰ্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে

প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পদ্মবসুধেব প্রতি বাগোপসংহিত চিত্ত উৎপাদন কবেন না, তিনি রক্তচিত্ত পদ্মবসুধেব প্রভাবের অতীত হন। ইহা বিশ্বধর্ম।

২০। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পঞ্চেন্দ্রিষেব পবিত্রীকৃতরূপ স্নেহেব অধিকারিণী হন, ঐ স্নেহেব উপকরণরূপ ভোগ্যবস্তু সমূহেব দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সেবিত হইয়া বিহার কবেন। ইহা বিশ্বধর্ম।

২১। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা কোন প্রকার বোগাক্রান্ত হন না, তিনি অক্লান্তদেহে স্নেহ অনুভব কবেন, কুক্ষিনিষ্কান্ত বোধিসত্ত্বকে তিনি সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সর্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন দেখেন।

“ভিক্ষুগণ, মনে কর একখণ্ড শূল উচ্চ শ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, স্নকর্তিত, স্বচ্ছ, স্ননির্মল, সর্বাধিবসম্পন্ন বৈদূর্য্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শূল অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইবাছে। কোন চক্ষুমান পদ্মব উহা হস্তে লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করিলেনঃ “এই শূল, উচ্চশ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ স্নকর্তিত, স্বচ্ছ, স্ননির্মল, সর্বাধিবসম্পন্ন বৈদূর্য্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শূল অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইবাছে।” ভিক্ষুগণ, এইরূপেই যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা কোন বোগাক্রান্ত হন না, তিনি অক্লান্তদেহে স্নেহ অনুভব করেন, কুক্ষিনিষ্কান্ত বোধিসত্ত্বকে তিনি সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সর্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন দেখেন। ইহা বিশ্বধর্ম।

২২। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, বোধিসত্ত্বের জন্মেব পব সপ্তাহকাল অতীত হইলে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ কবেন, এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। ইহা বিশ্বধর্ম।

২৩। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যেরূপ অন্যান্য স্ত্রীগণ নষ অথবা দশমাস গর্ভ ধারণ করিয়া প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে তাঁহাকে প্রসব কবেন না, পূর্ণ দশমাস বোধিসত্ত্ব-মাতা বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব কবেন। ইহা বিশ্বধর্ম।

২৪। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যেরূপ অন্যান্য স্ত্রীগণ উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে বোধিসত্ত্বকে প্রসব কবেন না, তিনি দণ্ডাযমান অবস্থায় বোধিসত্ত্বকে প্রসব কবেন। ইহা বিশ্বধর্ম।

২৫। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রথমে গ্রহণ করবেন, পবে মনুষ্যগণ। ইহা বিশ্বধর্ম।

২৬। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি ভূমির স্পর্শে আনত হন না, চারিজন দেবপুত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া মাতার সম্মুখে স্থাপিত করেন : “দেবি, প্রসন্ন হও, তোমার মহাশক্তিসম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছে।” ইহা বিশ্বধর্ম।

২৭। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি সূনির্মল,—জল, শ্লেষ্মা, বৃদ্ধি অথবা অপব কোন প্রকার অশুচি দ্বারা লিপ্ত নহেন। তখন তিনি শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক।

“ভিক্ষুগণ, যেরূপ মণি-বস্ত্র কোণিক বস্ত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে উভয়ে উভয়কে কলুষিত করে না—কি হেতু? উভয়েই শুদ্ধতার নিমিত্ত—এইরূপেই যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন তখন তিনি সূনির্মল; জল, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি অথবা অপব কোন প্রকার অশুচি দ্বারা লিপ্ত নহেন, তখন তিনি শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক। ইহা বিশ্বধর্ম।

২৮। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন অন্তরীক্ষ হইতে দুইটি জলধারা নির্গত হয়—একটি শীত অপবাটি উষ্ণ, যাহার দ্বারা বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহার মাতার প্রাক্কালন কার্য সম্পন্ন হয়। ইহা বিশ্বধর্ম।

২৯। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, সদ্যোজাত বোধিসত্ত্ব সমপাদোপবিস্থিত এবং উত্তবাভিমুখী হইয়া সপ্ত পদ গমন করেন, যন্তকোপরি শ্বেত ছত্র ধৃত হইলে তিনি সর্বাঙ্গকে দৃষ্টিপাত পূর্বক এই মহত্তব্যঞ্জক বাক্য ঘোষণা করেন : “এই পৃথিবীতে আমি অগ্র, আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমি শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার সর্বশেষ জন্ম, আর আমার পুনর্জন্ম নাই।” ইহা বিশ্বধর্ম।

৩০। “ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবলোক মাবভুবন, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিধে প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্ত ঘন অন্ধকাবাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিবস—যে স্থানে মহাবলশালী চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেই স্থানেও দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি

বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয় । যে সকল প্রাণী ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাবাও ঐ আলোকে পবম্পবকে জানিতে সক্ষম হয় : “ওহে, অন্যান্য প্রাণীও এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে ।” দশসহস্র জগৎ সম্পন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয় । দেবতাগণেব দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয় । ইহা বিশ্বধর্ম্ম ।

৩১ । “ভিক্ষুগণ, কুমার বিপস্‌সী জন্ম হইলে রাজা বন্ধুমার নিকট সংবাদ জ্ঞাপন করা হইল : “দেব, আপনার পুত্র জন্মিয়াছে, তাহাকে দর্শন করুন ” ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্‌সী কুমারকে দর্শন করিলেন এবং পবে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন : “আপনারা নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণ, কুমারকে দর্শন করুন ।” ভিক্ষুগণ, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণ কুমারকে দেখিয়া রাজাকে কহিলেন : “দেব, হৃষ্টমনা হউন, আপনার মহাপবাক্রমশালী পুত্র জন্মিয়াছে । মহারাজ, ইহা আপনার পরমলাভ যে আপনার কুলে ঐব্দপ পুত্রের জন্ম হইয়াছে । দেব, এই কুমার ষাট্টিংশ মহাপদ্বুষ লক্ষণ সমন্বিত, ঐব্দপ লক্ষণসমন্বিত মহাপদ্বুষের মাত্র দুইগতি, অন্য গতি নাই । যদি তিনি গৃহবাসী হন তাহা হইলে তিনি চক্রবর্তী রাজা হন, ধার্মিক ধর্ম্মবাজ, চতুর্ভুজ-বিজেতা হন, তাঁহার রাজ্য শান্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি সপ্তবস্ত্রের অধিকারী হন । সপ্তবস্ত্র এই,—চক্রবস্ত্র, হস্তীবস্ত্র, অশ্ববস্ত্র, মণিবস্ত্র, স্ত্রীবস্ত্র, গৃহপতিবস্ত্র, মন্ত্রীবস্ত্র । তিনি সুব, বীব শত্রুসেনামর্দনক্ষম সহস্রাধিক পুত্র লাভ করেন । তিনি এই সসাগবা পৃথিবীকে দণ্ড ও শস্ত্রবিদ্যা ধর্ম্মানুসারে জয় করিয়া বাস করেন । যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রজ্য আশ্রয় করেন তাহা হইলে জগতে মায়াবরণমুক্ত অহং সম্যক সম্বুদ্ধ হন ।

৩২ । “দেব, কুমার কোন্ কোন্ ষাট্টিংশ মহাপদ্বুষ লক্ষণযুক্ত, যে সকল লক্ষণযুক্ত মহাপদ্বুষের মাত্র দুই গতি, অন্য নাই ? যদি তিনি গৃহবাসী হন তাহা হইলে তিনি চক্রবর্তী রাজা হইবেন, ধার্মিক, ধর্ম্মবাজ, চতুর্ভুজ-বিজেতা হইবেন, তাঁহার রাজ্য শান্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তিনি সপ্ত বস্ত্রের অধিকারী হইবেন । তাঁহার সপ্তবস্ত্র এই,—চক্রবস্ত্র - মন্ত্রীবস্ত্র । তিনি সুব, বীব শত্রুসেনামর্দন সহস্রাধিক পুত্র লাভ করিবেন । তিনি এই সসাগবা পৃথিবীকে বিনা দণ্ড ও শস্ত্রে ধর্ম্মানুসারে জয় করিয়া বাস করিবেন । যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অনাগাবিষ্ট আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি জগতে মায়াবরণমুক্ত অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন । . .

“দেব, কুমার সদুপ্রতিষ্ঠিত-পাদ । ইহা কুমারের মহাপদবৃষ-লক্ষণ সমূহেব এক লক্ষণ ।

“দেব, কুমারের পাদতলেব নিম্নদেশে সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ নেমি ও নাভিসহ সহস্র অবযুক্ত চক্ৰ বিদ্যমান । ইহাও কুমারের মহাপদবৃষ লক্ষণ সমূহেব এক লক্ষণ ।

“দেব, কুমার আশত-পাশি,—

“ ” দীর্ঘাঙ্গুলি বিশিষ্ট,—

“ ” মৃদু-তবুগ-হস্ত-পাদ বিশিষ্ট—

“ ” *জাল-হস্ত-পাদ বিশিষ্ট,—

“ ” পাদ-মধ্যবর্তী গুলফ^১ যুক্ত—

“ ” এণি-মৃগ-সদৃশ ক্ষিপ্ত পাদ বিশিষ্ট,—

“ ” কুমার দণ্ডায়মান হইয়া অবনত না হইয়া উভয় হস্ত^২ তল দ্বাৰা জানু-দেশ স্পর্শ এবং পরিমন্দন করণে সক্ষম,...

“দেব, কুমারের গৃহ্যেন্দ্রিয় কোষবিক্ষিত,—

“দেব, কুমার সুবর্ণবর্ণ কাণ্ডন সদৃশ ত্বকবিশিষ্ট—

“দেব, কুমার সূক্ষ্মছবি বিশিষ্ট, তল্জন্য বজ্র এবং ক্রৈদ তাহার দেহে লিপ্ত হয় না,—

“দেব, কুমার এ কক লোম, তাহার প্রত্যেক লোমকূপে এক একটি লোম,—

“দেব, কুমার নীলাঞ্জনবর্ণ, কুণ্ডলীভূত,

দক্ষিণাবর্ত, উদ্ধাগ্র কেশ-বিশিষ্ট,—

“দেব, কুমার দিব্য ঋজু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট,—

“দেব, কুমার সপ্ত উৎসেধাঙ্ক^৩ বিশিষ্ট—

“দেব, কুমার সিংহ-পদ্বার্বাক্ষ,...

“দেব, কুমারের স্কন্ধ-গহবর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত,...

* হস্ত ও পদেব অঙ্গুলি অলিপ্ত ।

১ । গুলফ পাশ্বে অব্যবহিত উপরেই অবস্থিত নহে ।

২ । উচ্চতা জাপক চিহ্ন । শরীরেব সপ্ত স্থানে—হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, অঙ্গদ্বয়ে এবং পৃষ্ঠে উদগতি (উদগত অংশ) মহাপুরুষ লক্ষণ ।

“দেব, কুমার নিগ্রোধ বৃক্ষের পবিধি বিশিষ্ট,—বয়ঃ প্রমাণ ব্যাম, ব্যাম
প্রমাণ বয়ঃ...

“দেব, কুমার সমবর্ত্তস্কন্ধ ..

“দেব, কুমার শ্রেষ্ঠতম বৃচি সম্পন্ন .

“ ” ” সিংহ-হনু

“ ” ” চত্বাবিংশ-দন্ত-বিশিষ্ট..

“ ” ” সমদন্ত...

“ ” ” অবিবর-দন্ত

“ ” ” কুমার সূক্ষ্ম দংষ্ট্রাবিশিষ্ট...

“ ” ” দীর্ঘ জিহ্বাবিশিষ্ট

“ ” ” দিব্য কণ্ঠস্বর সম্পন্ন, কববীকভাবী .

“ ” ” গাঢ়নীল নেত্র সম্পন্ন .

“ ” ” গো-পক্ষ্ম বিশিষ্ট

“ ” ” দেব, কুমারের ভ্রু-মধ্যস্থ বোমবাজী অবদাত মৃদুতুল-

সন্নিভ

“দেব, কুমার উষ্ণীষ-শীর্ষ ।

৩৩ । “দেব, কুমার এই দ্বাবিংশ মহাপদব্রূষ লক্ষণ সমন্বিত, ঐব্দপ
লক্ষণ সমন্বিত মহাপদব্রূষের মাত্র দুই গতি, অন্য গতি নাই । যদি তিনি
...সম্বুদ্ধ হন ।”

‘তৎপবে, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা লক্ষণন্তু ব্রাহ্মণগণকে নববস্ত্র পবিধান
কবাইয়া তাহাদিগের সর্ব বাসনা পূর্ণ করিলেন ।

৩৪ । ‘অতঃপবে, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপসুসী কুমারের নিমিত্ত
ধাত্রী নিষদ্রুস্ত করিলেন । কোন ধাত্রী স্তন পান করাইতে লাগিল । কেহ
বক্ষণাবেক্ষণে নিষদ্রুস্ত হইল, কেহ ক্রোড়ে লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল ।
জন্মাবধি কুমারের উপর দিবা বাহি শ্বেতছত্র ধৃত হইত : “শৈত্য, উষ্ণতা,
তৃণ, বজ্র অথবা তুষাব যেন কুমারের পীড়াদায়ক না হয় ।” জন্মকাল হইতেই
বিপসুসী কুমার বহুজনের প্রিয় এবং প্রীতিকর হইলেন । ভিক্ষুগণ, ঐব্দপ
উৎপল, অথবা পদ্ম, অথবা পদ্মভরীক বহুজনের প্রিয় প্রীতিপদ হয়,
সেইব্দপই বিপসুসী কুমার বহুজনের প্রিয় ও প্রীতিকর হইলেন । তিনি
অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তবে ধৃত হইতে লাগিলেন ।

৩৫। “ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্‌সী কুমাব হিমবন্ত-চাবিণী কোকিলাব ন্যায মঞ্জুকণ্ঠ, চারুকণ্ঠ, মধুবকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ হইয়াছিলেন।

৩৬। “ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্‌সী কুমাবেব পদ্বৰ্জ্জন্ম প্রসূত দিব্য চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহা দ্বাৰা তিনি দিবাবাগ্নি যোজন পৰিমিত স্থান সম্পূর্ণৰূপে দৰ্শন কৰিতেন।

৩৭। “ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্‌সী কুমাব ত্র্যস্তিংশ দেবগণেব ন্যায অনিমেষ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। “কুমাব অনিমেষ নমনে নিবীক্ষণ কবেন”, এই হেতু, ভিক্ষুগণ, কুমাবেব “বিপস্‌সী, বিপস্‌সী” এইৰূপ নাম উৎপন্ন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ, বাজা বন্ধুমা ধৰ্ম্মাধিকৰণে উপবিষ্ট হইয়া বিপস্‌সী কুমাবেকে অঙ্কে স্থাপন কৰিষা বিচাৰ কাৰ্য্য কৰিতেন। বিপস্‌সী কুমাবও পিতাব অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া ন্যাষেব সহিত সূক্ষ্ম বিচাৰ কৰিতেন। “কুমাব ন্যাষেব সহিত সূক্ষ্ম বিচাৰ কবেন” এই হেতু, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমাবেব “বিপস্‌সী, বিপস্‌সী”, নাম অধিকতৰ ৰূপে উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩৮। ‘তদনন্তৰ, ভিক্ষুগণ, বাজা বন্ধুমা বিপস্‌সী কুমাবেব নিমিত্ত তিনিটি প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ কৰাইলেন—একটি বৰাকালেব নিমিত্ত, একটি হেমন্ত-কালেব নিমিত্ত, একটি গ্রীষ্মকালেব নিমিত্ত, এবং সৰ্ব্ববিধ ভোগ বিলাসেব আয়োজন কৰাইলেন। ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমাব বৰাকালেব প্রাসাদে বৰাব চাৰি মাস দিব্য সঙ্গীতধ্বনিব মধ্যে অতিবাহিত কৰিতেন, প্রাসাদেব নিম্নতলে অবতৰণ কৰিতেন না।

জাতি খণ্ড সমাপ্ত।

২। ১। ‘তৎপবে, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমাব বহু শত সহস্র বৎসব অতীত হইলে সাৰথিকে কহিলেন :

“মিথ সাৰথি, উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত কব, উদ্যানভূমি দৰ্শনার্থ গমন কৰিব।”

“দেব, তথাস্তু” এই বলিষা, ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী কুমাবেকে প্রত্যুত্তৰ দিষা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যান সমূহ যোজনা পদ্বৰ্জ্জ বিপস্‌সী কুমাবেব নিকট জ্ঞাপন কৰিল : “দেব, আপনাব নিমিত্ত যান প্রস্তুত, এখন আপনাব ৰেবদপ অভিবৰ্চি।”

“ভিক্ষুগণ, তৎপবে বিপস্‌সী কুমাব উৎকৃষ্ট যানে আবোহণ কৰিষা অনবদপ যান সমূহেব সহিত বহিৰ্গত হইলেন।

২। “ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার উদ্যানভূমিতে গমনকালে একটি পুরুষকে ঘাইতে দেখিলেন—পুরুষটি-জীর্ণ, গোপানসী বক্ৰ, নত, দণ্ড-পবায়ণ, প্রকম্পমান, আতুৰ, বিগত-যৌবন। ইহা দেখিয়া তিনি সারথিকে কহিলেন :

‘ “হে সারথি, ইহা কীদৃশ পুরুষ ? ইহার কেশ অন্যেব ন্যায় নহে, দেহও অন্যেব ন্যায় নহে ।”

‘ “দেব, ইহা বৃদ্ধ পুরুষ ।”

‘ “সারথি, বৃদ্ধপুরুষ কি প্রকার ?”

‘ “দেব ইহাই বৃদ্ধপুরুষ : পুরুষটি আব অধিক কাল জীবিত থাকিবে না ।”

‘ “সারথি, আমিও কি জবাধৰ্ম্ম বিশিষ্ট ? ইহা কি আমারও অনিবার্য নিৰ্গতি ?”

‘ “দেব, আপনি, আমি, এবং সৰ্বলোক জবা-ধৰ্ম্ম বিশিষ্ট, ইহা আমাদের অনিবার্য নিৰ্গতি ।”

‘ “সারথি, তাহা হইলে আজ আব উদ্যানে ঘাইবাব প্রযোজন নাই, এইস্থান হইতেই অন্তঃপুরাভিমুখে প্রত্যাবৰ্ত্তন কর ।”

“ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী-কুমারকে “দেব, তথাস্তু” এই কথা বলিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার অন্তঃপুরে গমন করিয়া দঃখী ও দঃখনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন : “জন্মকে ধিক, যেহেতু যে জাত সে জবাগ্ৰস্ত হইবে ।”

৩। “ভিক্ষুগণ, অনন্তব বাজা বন্ধুমা সারথিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন :

‘ “সারথি, কুমার উদ্যানভ্রমণ উপভোগ করিয়াছেন ত ? উদ্যান ভূমি কুমারের প্রীতিকর হইয়াছে ত ?”

‘ “দেব, কুমার উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করেন নাই, উদ্যান ভূমি তাঁহাৰ প্রীতিকর হয় নাই ।

‘ “সারথি, কুমার উদ্যান গমনের পথে কি দেখিয়াছিলেন ?

‘ “দেব, কুমার উদ্যানে গমনকালে একটি জীর্ণ, গোপানসী-বক্ৰ, নত, দণ্ডপবায়ণ, প্রকম্পমান, আতুৰ, বিগত-যৌবন পুরুষ দেখিয়াছিলেন ।’ উহা দেখিয়া তিনি আমাকে এইব্দ কহিয়াছিলেন : ‘সারথি, ইহা কীদৃশ

প্ৰব্ৰূষ ? ইহাব কেশ অন্যেব ন্যাষ নহে, দেহও অন্যেব ন্যায় নহে ।’ ‘দেব, ইহা বৃদ্ধপ্ৰব্ৰূষ ।’ ‘সাবাথি, বৃদ্ধপ্ৰব্ৰূষ কি প্রকাৰ ?’ ‘দেব, ইহাই বৃদ্ধ-প্ৰব্ৰূষ : প্ৰব্ৰূষটি আৰ অধিককাল জীৱিত থাকিবে না ।’ ‘সাবাথি, আমিও কি জবাধম্ম-বিশিষ্ট ?’ ইহা কি আমাৰ অনিবাৰ্য্য নিৰ্ঘতি ?’ ‘দেব আপনি, আমি এবং সম্বলোক জবা-ধম্ম-বিশিষ্ট, ইহা আমাদেব অনিবাৰ্য্য নিৰ্ঘতি ।’ ‘সাবাথি, তাহা হইলে আজ্ঞ আৰ উদ্যানে যাইবাব প্রযোজন নাই, এইস্থান হইতেই অন্তঃপ্ৰব্ৰূষে প্ৰত্যাৱৰ্ত্তন কৰ ।’ ‘দেব, তথাস্তু’ এই কথা বলিষা আমি কুমাৰকে অন্তঃপ্ৰব্ৰূষে লইয়া গেলাম । কুমাৰ অন্তঃপ্ৰব্ৰূষে গমন কৰিষা দঃখী ও দঃখীনা হইষা চিন্তা কৰিতে লাগিলেন, ‘জন্মকে ধিক্, যেহেতু যে জাত সে জবাগ্ৰস্ত হইবে ।’ ”

৪ । “ভিক্ষুগণ, তখন বাজা বন্ধুমা এইবদূপ চিন্তা কৰিলেন : “বিপস্সী কুমাৰ বাজত্ব কৰিবেন না এবদূপ যেন না হয়, তিনি গৃহত্যাগ কৰিষা গৃহহীন প্ৰজ্যা আশ্ৰয় কৰিবেন এবদূপ যেন না হয়, নৈমিত্তিক ব্ৰাহ্মণগণেব বচন যেন সত্য না হয় ।”

“ভিক্ষুগণ, অতঃপৰ বাজা বন্ধুমা বিপস্সী-কুমাৰকে অধিকতৰ বদূপে সম্ববিধ ভোগপৰিবেৰ্ণিত কৰিলেন, যাহাতে কুমাৰ বাজ্য ভোগ কৰেন, গৃহ-ত্যাগ কৰিষা গৃহহীন প্ৰজ্যা আশ্ৰয় না কৰেন, যাহাতে নৈমিত্তিক ব্ৰাহ্মণ-গণেব বচন মিথ্যা হয় । ভিক্ষুগণ, এইবদূপে বিপস্সী কুমাৰ সম্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপ্ত বহিলেন ।

৫ । ‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমাৰ বহুশতসহস্ৰ বৎসৰ...[১ সংখ্যক পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য]...

৬ । ‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমাৰ উদ্যান ভূমিতে গমনকালে এৰ্কাটি প্ৰব্ৰূষকে দেখিলেন,—প্ৰব্ৰূষটি পীড়িত, আৰ্ত্ত, কঠিন বোগগ্ৰস্ত, স্বকীয় মূত্ৰ কৰীষেব মধ্যে শায়িত, উত্থানে ও শয়নে অপৰেব সাহায্যাপেক্ষী । এই দৃশ্য দেখিষা কুমাৰ সাৰাথিকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন : ‘মিত্ৰ সাৰাথি, এই প্ৰব্ৰূষটি কি কৰিষাছে ? ইহাব চক্ষুও অন্যেব চক্ষুৰ ন্যাষ নহে, স্বৰও অন্যেব স্বৰেব ন্যাষ নহে ।’

‘ ‘দেব, প্ৰব্ৰূষটি ব্যাধিগ্ৰস্ত ।’

‘ ‘সাবাথি, ব্যাধিগ্ৰস্ত কাহাকে বলে ?’

‘ “দেব, যে বোগে সে আক্রান্ত, ঐ বোগ হইতে তাহার অব্যাহতির সম্ভাবনা অত্যাশঙ্কিত ।”

‘ “সার্বথি, আমিও কি ব্যাধির অধীন ? আমিও কি ব্যাধির অতীত নহি ?”

‘ “দেব ! আপনি, আমি এবং আমবা সকলেই ব্যাধির অধীন, আমবা ব্যাধির অতীত নহি ।”

‘ “তাহা হইলে, মিত্র সার্বথি, আজ আব উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এইস্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কর ।”

‘ “দেব, তথাস্তু” এই কথা বলিয়া সার্বথি প্রত্যাবর্তন করিল । ভিক্ষুগণ, বিপদসীকুমার অস্তঃপূর্বে প্রবেশ করিয়া দর্শিত ‘ও দূর্শনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন : “এই জন্মকে ধিক । যেহেতু যে জাত সে জবা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে ।”

৭ । ‘ভিক্ষুগণ, অনন্তর রাজা বন্ধুমা সার্বথিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন :

‘ “সার্বথি, কুমার উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করিয়াছেন ত ? উদ্যানভূমি কুমারের প্রীতিকর হইয়াছে ত ?”

‘ “দেব, কুমার উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করেন নাই, উদ্যান ভূমি তাহার প্রীতিকর হয় নাই ।”

‘ “সার্বথি, কুমার উদ্যান গমনের পথে কি দেখিয়াছিলেন ?

‘ “দেব, কুমার উদ্যানে গমনকালে একটি পদ্বর্ষকে দেখিয়াছিলেন,— পদ্বর্ষটি পীড়িত, আর্ত, কঠিন বোগগ্রস্ত, স্বকীয় মূত্রকরীষের মধ্যে শায়িত, উখানে ও শয্যে অপবের সাহায্যাপেক্ষী । এই দৃশ্য দেখিয়া কুমার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : ‘সার্বথি, এই পদ্বর্ষটি কি করিয়াছে ? ইহার চক্ষুও অন্যে চক্ষু ন্যায নহে ।’ ‘দেব, পদ্বর্ষটি ব্যাধিগ্রস্ত ।’ ‘সার্বথি, ব্যাধিগ্রস্ত কাহাকে বলে ? ‘দেব, যে বোগে সে আক্রান্ত, ঐ বোগ হইতে তাহার অব্যাহতির সম্ভাবনা অত্যাশঙ্কিত ।’ ‘সার্বথি, আমিও কি ব্যাধির অধীন ? আমিও কি ব্যাধির অতীত নহি ?’ ‘দেব ! আপনি, আমি এবং আমবা সকলেই ব্যাধির অধীন, আমবা ব্যাধির অতীত নহি ।’ “তাহা হইলে, মিত্র সার্বথি, আজ আব উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই । এইস্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কর ।’ আমি সম্মত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম । কুমার

অন্তঃপদে প্রবেশ করিয়া দঃখিত, ও দঃখনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন :
এই জন্মকে ধিক, যেহেতু যে জাত সে জবা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে।”

৮। “ভিক্ষুগণ, তখন রাজা বন্ধুমা এইরূপ চিন্তা করিলেন : “বিপস্‌সী .
কুমার রাজত্ব করিবেন না এরূপ যেন না হয়, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন
প্রজ্ঞা আশ্রয় করিবেন এরূপ যেন না হয়, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন যেন
সত্য না হয়।”

“ভিক্ষুগণ, অতঃপর রাজা বন্ধুমা বিপস্‌সী কুমারকে অধিকতর রূপে
সম্বর্ধিত ভোগপরিবেষ্টিত করিলেন, যাহাতে কুমার রাজ্য ভোগ করেন,
গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রজ্ঞা আশ্রয় না করেন, যাহাতে নৈমিত্তিক
ব্রাহ্মণগণের বচন মিথ্যা হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিপস্‌সী কুমার সম্বর্ধিত
ভোগানন্দে ব্যাপ্ত বহিলেন।

৯। ‘অতঃপর ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী-কুমার বহুশত সহস্র বৎসব...
বহির্গত হইলেন। (১সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য)।

১০। ‘ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার উদ্যানভূমিতে গমনকালে দেখিলেন
সম্মিলিত বৃহৎ জনসম্মত নানাবর্ণবর্ণিত বস্ত্রের দ্বারা চিতা নিষ্পাণে বত।
উহা দেখিয়া তিনি সার্বথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

‘ “সার্বথি, সম্মিলিত এই বৃহৎ জনসম্মত নানাবর্ণবর্ণিত বস্ত্র কি নিমিত্ত
চিতা নিষ্পাণে বত ?”

‘ “দেব, যেহেতু এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ”

‘ “তাহা হইলে, সার্বথি, ঐ মৃতের সম্মিধানে বথ চালনা কর।”

‘ “তথাস্তু” এই কথা বলিয়া সার্বথি মৃতের সম্মিধানে বথ চালনা করিল।
ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার মৃতদেহ দেখিলেন এবং সার্বথিকে জিজ্ঞাসা
করিলেন :

‘ “সার্বথি, মৃত কাহাকে বলে।”

‘ “দেব, মৃতের মাতা, পিতা অথবা অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ কেহই আব
তাহাকে দেখিতে পাইবে না। সেও মাতা, পিতা অথবা অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গকে
আব দেখিতে পাইবে না।”

‘ “সার্বথি, আমিও কি মরণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট ? আমিও কি মরণের অতীত
নহি ? আমাকেও কি রাজা, বাণী অথবা অপরাধ জ্ঞাতিবর্গ আব দেখিতে
পাইবে না ? আমিও কি তাহাদিগকে আব দেখিতে পাইব না ? ”

‘ “দেব, আপনি ও আমি এবং আমরা সকলেই মরণধর্মবদ্ধ, মরণেব অতীত নহি। আপনাকেও রাজা, রাণী অথবা অপরাপব জ্ঞাতিবর্গ দেখিতে পাইবেন না, আপনিও তাঁহাদের দেখিতে পাইবেন না। ”

‘ “তাহা হইলে, সারথি, আজ আব উদ্যানে ঘাইবার প্রয়োজন নাই, এই স্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কর। ”

“তথাস্তু” বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি সেই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্তন করিল। বিপস্‌সী কুমার অন্তঃপদে প্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিত ও দর্শনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন : “জন্মে ধিক, যেহেতু যাহার জন্ম হইয়াছে সে জরা, ব্যাধি এবং মরণগ্রস্ত হইবে।”

১১। ১২। ‘অতঃপব, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা সারথিকে পদ্বর্ষেব ন্যায প্রশ্ন করিলেন এবং পদ্বর্ষেব ন্যায বিপস্‌সী কুমারকে অধিকতর রূপে সর্ববিধ ভোগ পরিবেষ্টিত করিলেন। এইরূপে বিপস্‌সী কুমার সর্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপ্ত বহিলেন।

১৩। ‘অতঃপব, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী-কুমার বহুশত সহস্র বৎসব... বহির্গত হইলেন। [১সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য]।

১৪। ‘ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার উদ্যানভূমিতে গমনকালে এক মন্ডিভূমন্তক, কাষাযবস্ত্র পরিহিত প্ররাজিত পদ্বর্ষকে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

‘ “সারথি, এই পদ্বর্ষটি কি করিয়াছে, যাহার জন্য তাহার মন্তক অন্যেব মন্তকেব ন্যায নহে, বস্ত্রও অন্যেব ন্যায নহে ?”

। ‘ “দেব পদ্বর্ষটি প্ররাজিত। ”

‘ “সারথি, প্ররাজিত কাহাকে বলে ? ”

‘ “দেব, যিনি প্ররাজিত তিনি ধর্মচর্যা, শমচর্য কুশল ক্রিয়া পদ্যকর্ম, অহিংসা এবং সর্ব প্রাণীর প্রতি অনুকম্পায় পূর্ণতা প্রাপ্ত। ”

‘ “সারথি, যিনি প্ররাজিত তিনি সাধু, সাধু-ধর্মচর্যা, সাধু শমচর্যা, সাধু কুশলধর্ম, সাধু পদ্যকর্ম সাধু অহিংসা, সাধু সর্বপ্রাণীর প্রতি অন ক : ১। সারথি, এইবার ঐ প্ররাজিতের নিকট রথ চালনা কর।

‘ “তথাস্তু” বলিয়া সারথি প্ররাজিতেব নিকট বথ চালনা করিল। ভিক্ষুগণ, তৎপবে বিপস্‌সী কুমার সেই প্ররাজিতকে এইরূপ করিলেন :

“সৌম্য, কি নিমিত্ত আপনাব মস্তক অন্যেব মস্তকেব ন্যায নহে, বস্ত্র অন্যেব ন্যায নহে ?”

‘ “দেব, আমি প্ররাজিত ।”

‘ “সৌম্য, উহাব অর্থ কি ।”

‘ “দেব, যিনি প্ররাজিত তিনি ধর্মচর্যা, শমচর্যা, কুশল কর্ম, পুণ্যকর্ম অহিংসা এবং সর্বপ্রাণীৰ প্রতি অনুকম্পায় পূর্ণতা প্রাপ্ত ।”

‘ সৌম্য, সাধু আপনাব ন্যায প্ররাজিত, সাধু ধর্মচর্যা, সাধু শমচর্যা, সাধু কুশল কর্ম, সাধু পুণ্য কর্ম, সাধু অহিংসা, সাধু সর্বপ্রাণীৰ প্রতি অনুকম্পা ।”

১৫। ‘তৎপরে ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমাব সাবাথিকে কহিলেন :

“সাবাথি বধ লইয়া এই স্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কব । আমি এই স্থানেই কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্বক কাষাষ বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় কবিব ।”

‘ “তথাস্তু, দেব” বলিয়া সাবাথি সেইস্থান হইতে বধ লইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কবিল । বিপস্‌সী কুমাবও সেই স্থানেই কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্বক কাষাষ বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় করিলেন ।

১৬। ‘ভিক্ষুগণ, বাজধানী বন্ধুমতী নগবেব চতুৰ্শীতি সহস্র মনুষ্য শূনিল : “বিপস্‌সী কুমাব কেশ ও শ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষাষ বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন ।” ইহা শূনিয়া তাহাবা চিন্তা কবিল : “যে ধর্ম-বিনয়ে বিপস্‌সী কুমাব কেশ-শ্মশ্রু মোচন পূর্বক কাষাষ পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন ঐ ধর্ম-বিনয় কখনই হীন নহে, ঐ প্রজ্যা কখনই হীন নহে । যখন বাজকুমাব বিপস্‌সী এইসব আশ্রয় করিয়াছেন, তখন আমবাই বা কেন তাহা না কবি ?” অনন্তর ভিক্ষুগণ, সেই চতুৰ্শীতি সহস্র মানব বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বেব অনুকরণে প্রজ্যা গ্রহণ কবিল । ভিক্ষুগণ, এইবূপে সেই জনসম্মুখ পরিবেষ্টিত হইয়া বিপস্‌সী বোধিসত্ত্ব গ্রাম নগর বাজধানী সমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।

১৭। ‘ভিক্ষুগণ, তদনন্তর বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী যখন নিষ্কর্জনে ধ্যানবত ছিলেন, তখন তাহাব মনে এই চিন্তাব উদয় হইল :

দীঘ—১৪

‘ “বহুজন পৰিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান কৰা আমাৰ অন্তৰ্দৃষ্টি। আমি জনসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান কৰিব।”

‘তৎপৰে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী বিহার কৰিতে লাগিলেন। সেই চতুৰ্শীতি সহস্র প্ৰব্ৰজিত এক পথ ধৰিয়া প্ৰস্থান কৰিল, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী অন্যপথ ধৰিলেন।

১৮। ‘তৎপৰে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী একদিন যখন স্বকীয় বাসস্থানে নিষ্কৰ্ণে ধ্যানবত ছিলেন, তখন তাঁহাৰ মনে এইৰূপ চিন্তাৰ উদয় হইল :

‘ “এই জগৎ দঃখাপন্ন, এইস্থানে জন্ম, জৰা ও মৃত্যু, চ্যুতি এবং পুনৰুৎপত্তি ; অথচ এই জৰামৰণৰূপ দঃখ হইতে মুক্তিব উপায় কেহই অবগত নহ। এই জৰামৰণৰূপ দঃখ হইতে মুক্তিব উপায় কোন দিনে উদ্ঘাটিত হইবে।”

‘তৎপৰে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইৰূপ চিন্তা কৰিলেন : “কিসেব বৰ্ত্তমানে জৰা-মৰণ হয ? কোন হেতু হইতে উহা উদ্ভূত।” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেৰ ফলে প্ৰজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “জাতি বৰ্ত্তমানে জৰা-মৰণ, জাতিৰূপ হেতু হইতে জৰা-মৰণেৰ উৎপত্তি।”

‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইৰূপ চিন্তা কৰিলেন : “কিসেব বৰ্ত্তমানে জাতি (জন্ম) হয ? কোন হেতু হইতে জাতিৰ উৎপত্তি ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেৰ ফলে প্ৰজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “ভব বৰ্ত্তমানে জাতি, ভবৰূপ হেতু হইতে জাতিৰ উৎপত্তি।”

‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইৰূপ চিন্তা কৰিলেন : “কিসেব বৰ্ত্তমানে ভব হয ? কোন হেতু হইতে ভবেৰ উৎপত্তি ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেৰ ফলে প্ৰজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “উপাদান বৰ্ত্তমানে ভব, উপাদানৰূপ হেতু হইতে ভবেৰ উৎপত্তি।”

‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইৰূপ চিন্তা কৰিলেন : “কিসেব বৰ্ত্তমানে উপাদান হয ? কোন হেতু হইতে উপাদানেৰ উৎপত্তি ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেৰ ফলে প্ৰজ্ঞা হইতে

উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “তৃষ্ণা বর্ত্তমানে উপাদান, তৃষ্ণাব্দপ হেতু হইতে উপাদানের উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইব্দপ চিন্তা করিলেন : “কিসেব বর্ত্তমানে তৃষ্ণা হয় ? কোন হেতু হইতে তৃষ্ণাব উৎপত্তি ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেব ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “বেদনা বর্ত্তমানে তৃষ্ণা, বেদনা ব্দপ হেতু হইতে তৃষ্ণাব উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইব্দপ চিন্তা করিলেন : “কিসেব বর্ত্তমানে বেদনা হয় ? কোন হেতু হইতে বেদনাব উৎপত্তি ?” ভিক্ষুগণ তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেব ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “স্পর্শ বর্ত্তমানে বেদনা, স্পর্শব্দপ হেতু হইতে বেদনাব উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইব্দপ চিন্তা করিলেন : “কিসেব বর্ত্তমানে স্পর্শ হয় ? কোন হেতু হইতে স্পর্শেব উৎপত্তি ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেব ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “ষডাযতন বর্ত্তমানে স্পর্শ, ষডাযতন ব্দপ হেতু হইতে স্পর্শেব উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইব্দপ চিন্তা করিলেন : “কিসেব বর্ত্তমানে ষডাযতন হয় ? কোন হেতু হইতে ষডাযতনেব উৎপত্তি ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেব ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “নাম-ব্দপ বর্ত্তমানে ষডাযতন, নাম-ব্দপ হেতু হইতে ষডাযতনেব উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইব্দপ চিন্তা করিলেন : “কিসেব বর্ত্তমানে নাম-ব্দপ হয় ? কোন হেতু হইতে নাম-ব্দপেব উৎপত্তি ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেব ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “বিজ্ঞান বর্ত্তমানে নামব্দপ, বিজ্ঞানব্দপ হেতু হইতে নামব্দপেব উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইব্দপ চিন্তা করিলেন : “কিসেব বর্ত্তমানে বিজ্ঞান হয় ? কোন হেতু হইতে বিজ্ঞানেব উৎপত্তি ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেব ফলে প্রজ্ঞা হইতে

উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “নাম-রূপ বর্তমানে বিজ্ঞান, নামরূপ হেতু হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি।”

১৯। “ভিক্ষুগণ, অতঃপৰ বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানের পুনর্নববর্তন হয়, উহা নাম-রূপকে অতিক্রম করে না। এইরূপেই জন্ম হয়, বার্কক্য হয়, মৃত্যু হয় এবং চ্যুতি ও পুনরুৎপত্তি হয়, যথা—নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি, নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌমশ্মনস্য এবং নৈবাশ্যের উৎপত্তি। এই রূপেই সমগ্র দুঃখ স্কন্ধের উদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, “উদয়, উদয়” এই চিন্তা করিতে করিতে বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী অশ্রুতপদার্থ ধর্ম সমূহে চক্ষু উৎপন্ন হইল, জ্ঞান উৎপন্ন হইল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইল, বিদ্যা উৎপন্ন হইল, আলোক উৎপন্ন হইল।

২০। “ভিক্ষুগণ, অতঃপৰ বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কিসেব অবর্তমানে জবা-মরণ থাকে না? কিসেব নিবোধে জবা-মরণের নিবোধ হয়?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে, প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “জাতির অবর্তমানে জবা-মরণ হয় না, জাতির নিবোধে জবা-মরণের নিবোধ হয়।”

ভিক্ষুগণ, অতঃপৰ বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কিসেব অবর্তমানে জাতি থাকে না? কিসেব নিবোধে জাতির নিবোধ হয়?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “ভবের অবর্তমানে জাতি থাকে না, ভবের নিবোধে জাতির নিবোধ হয়।”

ভিক্ষুগণ, অতঃপৰ বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কিসেব অবর্তমানে ভব হয় না? কিসেব নিবোধে ভবের নিবোধ হয়?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “উপাদানের অবর্তমানে ভব হয় না, উপাদানের নিবোধে ভবের নিবোধ হয়।”

অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কিসেব অবর্তমানে উপাদান হয় না? কিসেব নিবোধে উপাদানের নিবোধ

হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেৰ ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “তৃষ্ণাৰ অবৰ্ত্তমানে উপাদান হয় না. তৃষ্ণাৰ নিবোধে উপাদানেৰ নিবোধ হয় ।”

‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইৰূপ চিন্তা কৰিলেন : “কিসেব অবৰ্ত্তমানে তৃষ্ণা হয় না ? কিসেব নিবোধে তৃষ্ণাৰ নিবোধ হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেৰ ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “বেদনাৰ অবৰ্ত্তমানে তৃষ্ণা হয় না, বেদনাৰ নিবোধে তৃষ্ণাৰ নিবোধ হয় ।”

‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইৰূপ চিন্তা কৰিলেন : “কিসেব অবৰ্ত্তমানে বেদনা হয় না ? কিসেব নিবোধে বেদনাৰ নিবোধ হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেৰ ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “স্পৰ্শেৰ অবৰ্ত্তমানে বেদনা হয় না, স্পৰ্শেৰ নিবোধে বেদনাৰ নিবোধ হয় ।”

‘অতঃপৰ ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইৰূপ চিন্তা কৰিলেন :

“কিসেব অবৰ্ত্তমানে স্পৰ্শ হয় না ? কিসেব নিবোধে স্পৰ্শেৰ নিবোধ হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেৰ ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “ষডাযতনেৰ অবৰ্ত্তমানে স্পৰ্শ হয় না, ষডাযতনেৰ নিবোধে স্পৰ্শেৰ নিবোধ হয় ।”

‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইৰূপ চিন্তা কৰিলেন , “কিসেব অবৰ্ত্তমানে ষডাযতন হয় না ? কিসেব নিবোধে ষডাযতনেৰ নিবোধ হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেৰ ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “নাম-ৰূপেৰ অবৰ্ত্তমানে ষডাযতন হয় না, নাম-ৰূপেৰ নিবোধে ষডাযতনেৰ নিবোধ হয় ।”

‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইৰূপ চিন্তা কৰিলেন : “কিসেব অবৰ্ত্তমানে নাম-ৰূপ হয় না ? কিসেব নিবোধে নাম-ৰূপেৰ নিবোধ হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীৰ গাঢ় মনঃসংযোগেৰ ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “বিজ্ঞানেৰ অবৰ্ত্তমানে নাম-ৰূপ হয় না ; বিজ্ঞানেৰ নিবোধে নাম-ৰূপেৰ নিবোধ হয় ।”

‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইৰূপ চিন্তা কৰিলেন : “কিসেব অবৰ্ত্তমানে বিজ্ঞান হয় না ? কিসেব অবৰ্ত্তমানে বিজ্ঞানেৰ

নিবোধ হয ৷” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী, গাঢ় মনঃসংযোগেব ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “নাম রূপের অবর্ত্তমানে বিজ্ঞান হয না ; নাম-রূপের নিবোধে বিজ্ঞানের নিবোধ হয ।”

২১। ‘অতঃপব, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন, “জ্ঞানালোক প্রাপ্তিব নিমিত্ত এই বিপশ্যনা মার্গ আমাব অধিগত, উহা এই— নাম-রূপেব নিবোধে বিজ্ঞানের নিবোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নাম-রূপেব নিবোধ, নাম-রূপেব নিবোধে ষড়যতনেব নিবোধ, ষড়যতনেব নিবোধে স্পর্শেব নিবোধ, স্পর্শেব নিবোধে বেদনাব নিবোধ, বেদনাব নিবোধে তৃষ্ণাব নিবোধ, তৃষ্ণাব নিবোধে উপাদানেব নিবোধ, উপাদানেব নিবোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিবোধ হইতে জাতি-নিবোধ, জাতি-নিবোধ হইতে জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, নৈবাশ্য নিবুদ্ধ হয ; এই রূপেই সমগ্র দুঃখ-স্কন্ধেব নিবোধ হয।

‘ভিক্ষুগণ, “নিবোধ, নিবোধ” এই চিন্তা করিতে করিতে বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী অশ্রুতপূর্ষ ধর্ম্মসমূহে চক্ষু উৎপন্ন হইল, জ্ঞান উৎপন্ন হইল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইল, বিদ্যা উৎপন্ন হইল, আলোক উৎপন্ন হইল ।

২২। ‘তৎপবে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী পণ্ড উপাদানস্কন্ধে উদয-ব্যষ-দর্শী হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন : “ইহা রূপ, ইহা রূপেব অন্ত, ইহা বেদনা, ইহা বেদনাব উদয, ইহা বেদনাব অন্ত ; ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞাব উদয, ইহা সংজ্ঞাব অন্ত, ইহা সংস্কাব, ইহা সংস্কাবেব উদয, ইহা সংস্কাবেব অন্ত, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানেব উদয, ইহা রূপেব উদয, ইহা বিজ্ঞানেব অন্ত ।”

‘পণ্ড উপাদান স্কন্ধেব উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিয়া বিহার করিতে করিতে অচিরে তাহার চিন্তা আস্রবহীন হইয়া বিমুক্ত হইল ।

দ্বিতীয় ভাগবাব সমাপ্ত

৩। ১। ‘ভিক্ষুগণ, অতঃপব ভগবান, অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “আমি ধর্ম্ম প্রচাব করিব ।”

‘তখন, ভিক্ষুগণ, তাহার মনে এইরূপ হইল : “আমার অধিগত ধর্ম্ম”

গন্তীৰ, দন্দর্শ, দবান্দবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কিচৰ, নিপদগ, পণ্ডিত বেদনীয়। কিন্তু মানুষগণ আসক্তি-প্রিয়, আসক্তি-বত, আসক্তি-প্রমোদী। যাহাবা আসক্তি-প্রিয়, আসক্তি-বত, আসক্তি-প্রমোদী তাহাদেব পক্ষে “ইহা হইতে ইহাব উৎপত্তি হয়”—ব্দপ প্রতীত্যসমুৎপাদ অবধাবণ কবা কঠিন। ইহাও তাহাদেব পক্ষে অবধাবণ কবা কঠিন যে, সর্বসংস্কাৰেব শান্তি, সর্ব উপাধিব পৰিহাৰ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিবাগ এবং নিবোধই নিশ্চয়। আমি ধর্ম প্রচাব কবিলে অপৰে যদি তাহা গ্রহণ কৰিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা আমাব পক্ষে শ্রান্তিজনক ও বিবর্তিকব হইবে।”

২। “ভিক্ষুগণ, সত্যই তন্মহন্তে ভগবান অবহং, সম্যক সম্বুদ্ধ বিপস্সীৰ মনে অশ্রুতপদ্বর্ এই গাথাগদলি প্রতিভাত হইল :

“আমি বহু কণ্টে অঞ্জির্ঘাছি যাহা,

কাজ নাই প্রকাশ কবিয়া তাহা,

বাগ দোষে লিপ্ত নব যাবা,

এই ধর্ম বদ্বিবে না তাবা।

প্রতিশ্রোতগামী ইহা নিপদগ গন্তীৰ,

দন্দর্শ সদ্বক্ষ্য ইহা—রাগবন্ত যাবা

অবিদ্যাব অন্ধকাৰে ঢাকা—বদ্বিবে না ইহা তাবা।”

“ভিক্ষুগণ, এইব্দপ চিন্তা কবিতে কবিতে ভগবান, অবহং, সম্যক সম্বুদ্ধ বিপস্সী নিবুৎসাহ হইলেন, ধর্মদেশনায তাঁহাব প্রবৃত্তি হইল না। ভিক্ষুগণ, তখন মহাব্রহ্মা স্বচিন্তে ভগবান বিপস্সীৰ চিন্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া এইব্দপ চিন্তা কবিলেন :- “হায। এই জগত নষ্ট হইবে, বিনষ্ট হইবে, যেহেতু ভগবান বিপস্সীৰ চিন্ত উৎসাহ-হীন হইয়া ধর্মদেশনায প্রবৃত্ত হইতেছে না।”

৩। ‘অনন্তব, ভিক্ষুগণ, সেই মহাব্রহ্মা, যেব্দপ বলবান পদ্বুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত কবে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত কবে, সেইব্দপই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তহিত হইয়া ভগবান বিপস্সীৰ সম্মুখে অবিভূত হইলেন। তৎপৰে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংশ উত্তবাসঙ্গে আবৃত কবিয়া দক্ষিণ জ্ঞান-মণ্ডল ভূমিতে স্থাপন কবিয়া ভগবান বিপস্সীৰ দিকে অঞ্জলি প্রণত কবিয়া তাঁহাকে এইব্দপ কহিলেন :

“হে ভগবান, ধর্মপ্রচাব কবুন, হে সদুগত ধর্মপ্রচাব করুন, সাংসারিক-

তাব মলিনতাষ যাহাদেব চক্ষু নিম্প্রভ হয নাই, এমন প্রাণীও আছে। ধর্ম-শ্রবণেব অভাবে তাহাবা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ কবিবে।”

৪। ‘ভিক্ষুগণ, এইব্দপ উক্ত হইলে ভগবান বিপস্‌সী মহাব্রহ্মাকে কহিলেন :

“ব্রহ্মা। আমাবও মনে এইব্দপ হইয়াছিল : ‘আমি ধর্মপ্রচাব কবিব।’ কিন্তু আমি চিন্তা কবিলাম : ‘আমাব অধিগত ধর্ম গভীৰ, দূৰ্দর্শ . বিবক্তিকব হইবে [১ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য] তন্মহত্তে আমাব মনে অশ্রুতপদার্থ এই গাথাগর্ভলি প্রতিভাত হইল :

“আমি বহু কষ্টে... .

বুঝিবে না ইহা তাবা। (২ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য)

“ব্রহ্মা। এইব্দপ চিন্তা কবিতে কবিতে আমি নিবদুংসাহ হইলাম, ধর্মদেহনাষ আমাব প্রবৃত্তি হইল না।”

৫। ‘ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয়বাব মহাব্রহ্মা বিপস্‌সীকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন . . (পদার্থের ন্যায)

৬। ‘ভিক্ষুগণ, তৃতীয়বাব মহাব্রহ্মা ভগবান বিপস্‌সীকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন :

“হে ভগবান, ধর্মপ্রচাব কবুন...জ্ঞান লাভ কবিবে। (পদার্থের ন্যায)

‘অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী ব্রহ্মাব অনুবোধ জ্ঞাত হইয়া এবং প্রাণীগণেব প্রতি কবুণাপববশ হইয়া বুদ্ধ-চক্ষুদ্বাবা জগতেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন। তিনি দেখিলেন কাহাবও কাহাবও চক্ষু ধূলি মল বিবহিত, কাহাবও বা চক্ষু ধূলিব তমসাষ আবৃত, কেহ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট, কেহ মৃদু ইন্দ্রিয়, কেহ সুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন, কেহ দুঃপ্রবৃত্তি, কেহ বশানুগ, কেহ নহে, কেহ বা পবলোকে কেহ বা গহিত আচরণে ভষদর্শী। য়েব্দপ উৎপল অথবা পদ্য অথবা পদুডবীক সবোববে কোন কোন উৎপল অথবা পদ্য অথবা পদুডবীক জলে জন্মিয়া, জলে বর্জিত হইয়া, জলানুগত হইয়া জলে নিমগ্ন হইয়া পদুটিলাভ কবে, কোন কোন উৎপল অথবা পদ্য অথবা পদুডবীক জলে জন্মিয়া জলে বর্জিত হইয়া সমোদক হইয়া (জলতলে) অবস্থান করে, কোন কোন উৎপল অথবা পদ্য অথবা পদুডবীক জলে

জন্মিয়া জলে বর্জিত হইয়া জল হইতে উদ্ধে অবস্থান কবে এবং জলে লিপ্ত হয় না, এইরূপেই ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী বুদ্ধ-চক্ষু দ্বারা জগতকে অবলোকন করিয়া দেখিলেন কোন কোন প্রাণীর চক্ষু ধূলি-মল বিরহিত, কাহাবও বা চক্ষু ধূলির তমসায় আবৃত, কেহ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট কেহ মৃদু ইন্দ্রিয়, কেহ সুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন, কেহ দুঃপ্রবৃত্তি, কেহ বশানুগ, কেহ নহে, কেহ বা পবলোকে, কেহ বা গর্হিত আচরণে ভষদর্শী।

৭। ‘অতঃপব, ভিক্ষুগণ, মহারক্ষা স্বচিন্তে ভগবান বিপস্‌সীর চিন্তা-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া তাহাকে গাথায সম্বোধন করিলেন :

“যেবুপ পশ্বতচুডাস্থ শৈলখণ্ডে স্থিত মনুষ্য
চতুর্দিকস্থ জনগণকে নিবীক্ষণ কবে, সেইবুপ,
হে সুমেধু। সর্বদর্শী। তুমি ধর্ম্মময় প্রাসাদে
আবোহণ পদ্বর্ক, হে শোক-বহিত, শোকাবতীর্ণ
জাতিজবাভিভূত মনুষ্যগণকে নিবীক্ষণ কব,
হে সংগ্রাম-বিজয়ী, সার্থ-বাহ, অক্ষণী বীব,
উঠ, জগতে বিচরণ কব, হে ভগবান, ধর্ম্ম
প্রচাব কব, বোধশক্তিসম্পন্নগণ দৃষ্ট হইবে।”

তদনন্তর, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী মহারক্ষাকে গাথায সম্বোধন করিলেন :

“যাহদেব কণ আছে, তাহাবা শ্রদ্ধাযুক্ত হউক,
অমৃতের দ্বাব তাহাদেব জন্য উন্মুক্ত।
হে রক্ষা, ব্যর্থ প্রয়াসেব আশঙ্কায় আমি
এই মধুব, উত্তম ধর্ম্ম মনুষ্যগণকে কহি নাই।”

‘ভিক্ষুগণ, তখন মহারক্ষা “ভগবান বিপস্‌সীর নিকট ধর্ম্ম প্রচাবেব প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছি” এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে অভিবাদন এবং প্রদীক্ষণ পদ্বর্ক ঐ স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

৮। ‘অতঃপব, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন :
“কাহাব নিকট প্রথম ধর্ম্মপ্রচাব করিব? কে এই ধর্ম্ম ক্ষিপ্ততাব সহিত
বুদ্ধিতে সক্ষম হইবে।”

‘তৎপবে, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী চিন্তা করিলেন : “বাজপুত্র খণ্ড
এবং পদ্বোহিত পুত্র তিস্‌স বন্ধুমতী বাজধানীতে বাস কবেন, তাহাবা

পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, মেধাবী, বহুদিন হইতে তাঁহাদের চক্ষু ধূলি-মল বিবহিত।
অতএব সর্বপ্রথম আমি তাঁহাদের নিকটই ধর্মপ্রচার করিব, তাঁহারা এই
ধর্ম ক্ষিপ্ততার সহিত বদ্বিষতে সক্ষম হইবেন।”

‘তদনন্তর, ভিক্ষুগণ, য়েব্দপ বলবান পদব্দয সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত
কবেন, প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত কবেন, সেইব্দপ ভগবান বিপস্‌সী বোধি-
বুদ্ধমূলে অন্তর্হিত হইয়া বন্ধুমতী বাজধানীৰ খেম-মৃগদাবে আবির্ভূত
হইলেন।

৯। ‘ভিক্ষুগণ, তৎপবে ভগবান বিপস্‌সী উদ্যানপালকে কহিলেন :

“সৌম্য উদ্যানপাল, তুমি বন্ধুমতী বাজধানীতে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্র
খণ্ড এবং পদবোহিত-পুত্র তিস্‌সকে এইব্দপ বল : ‘ভিক্ষু, ভগবান,
অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ বিপস্‌সী বন্ধুমতী ‘বাজধানীতে উপস্থিত হইয়া খেম
মৃগদাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আপনাদিগেব দর্শনাভিলাষী।”

‘ভিক্ষুগণ, উদ্যানপাল “তথাস্তু” বলিয়া রাজধানী বন্ধুমতীতে প্রবেশ
পদ্বর্ক বাজপুত্র খণ্ড এবং পদবোহিতপুত্র তিস্‌সেব নিকট ঐ সংবাদ
বহন করিল।

১০। ‘ভিক্ষুগণ, তখন তাঁহারা উত্তম উত্তম রথ প্রস্তুতেব আদেশ দিয়া
উহাতে আবোহণ পদ্বর্ক বন্ধুমতী বাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া খেম
মৃগদাবে গমন করিলেন। যতদূর যান-পথ ততদূর যানাবোহণে গিয়া পরে
অবতরণপদ্বর্ক পদব্রজে ভগবান বিপস্‌সীৰ নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।
তখন ভগবান বিপস্‌সীকে অভিবাদন পদ্বর্ক এক প্রাস্তে উপবেশন করিলেন।

১১। ‘ভগবান বিপস্‌সী তাঁহাদের নিকট আনুপদ্বর্ক কথা কহিলেন,
যথা—দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামেব দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং
নৈস্কাম্যেব পুণ্য। যখন ভগবান জানিলেন যে তাঁহারা শুদ্ধ-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত,
নীবরণ—মুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্নচিত্ত তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণেব
সামুৎকর্ষক ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন—দুঃখ, দুঃখেব উৎপত্তি,
দুঃখেব নিবোধ, দুঃখনিবোধেব মার্গ। য়েব্দপ শুদ্ধ অকলঙ্ক বস্ত্র উত্তমরূপে
বজ্জন গ্রহণ কবে, সেই ব্দপেই বাজপুত্র খণ্ড এবং পদবোহিত পুত্র তিস্‌সেব
সেই আসনেই বিবজ্জ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : “যাহা উৎপত্তিশীল,
তাহা ধ্বংসশীল।”

১২। ‘যখন তাঁহারা ধর্মের দর্শন লাভ করিলেন. উহা অধিগত

কবিলেন, উহাতে দৃঢ়রূপে স্থিত হইলেন, বিচীকিৎসা এবং সংশয়োত্তীর্ণ হইয়া বৈশাবদ্য লাভপদ্বর্ক শাস্তাব শাসনে অপব-প্রত্যয় হইলেন, তখন তাঁহাবা ভগবান বিপস্‌সীকে কহিলেন :

‘ “অতি উত্তম, ভক্তে । অতি উত্তম । য়েব্দপ উৎপাতিতেব পদ্বঃপ্রতিষ্ঠা হয, লদ্ধাষিত প্রকাশিত হয, মূঢ় পথপ্রদর্শিত হয, চক্ষুঃআনেব দেখিবাব নিমিত্ত অন্ধকাবে তৈলদীপ ধৃত হয, সেইবদেই ভগবান অনেক প্রকাবে ধর্ম প্রকাশিত কবিযাছেন । আমবা ভগবানেব এবং ধর্ম্বেব শবণ লইতেছি । ভক্তে, আমবা ভগবানেব নিকট প্ররজ্যা এবং উপসম্পদা লাভেব অভিলাষী । ”

১৩ । ‘ভিক্ষুগণ, বাজপদ্ব খণ্ড এবং পদ্বোহিতপদ্ব তিস্‌স ভগবান বিপস্‌সীব নিকট প্ররজ্যা ও উপসম্পদা লাভ কবিলেন । তিনি তাঁহাদিগেব নিকট সংস্কার সমূহেব দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেষ এবং নিস্বাণেব শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পদ্বর্ক ধর্ম্মালোচনাব দ্বাবা তাঁহাদিগকে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট কহিলেন । এইবদে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া তাঁহাদেব চিত্ত আশ্রব বহিত হইয়া অচিবে বিমুক্ত হইল ।

১৪ । ‘ভিক্ষুগণ, বাজধানী বন্ধুমতী চতুবশীতি সংখ্যক নাগবিক শূন্যতে পাইল যে, ভগবান বিপস্‌সী বাজধানী বন্ধুমতী নগবে আগমন পদ্বর্ক ক্ষেম নামক মৃগদাবে অবস্থান কবিতেছেন । তাহাবা আবও শূন্যতে যে, বাজপদ্ব খণ্ড ও পদ্বোহিত পদ্ব তিস্‌স কেশ ও শ্যগ্রু মোচনপদ্বর্ক কাষাষ বস্ত্র পবিধান কবিযা গৃহ হইতে গৃহহীন প্ররজ্যা আশ্রয় কবিযাছেন । ইহা শ্রবণ কবিযা তাহাবা চিন্তা কবিল : “যে ধর্ম্ম-বিনয় অবলম্বনে বাজপদ্ব খণ্ড ও পদ্বোহিত পদ্ব তিস্‌স কেশ ও শ্যগ্রু মোচনপদ্বর্ক কাষাষ বস্ত্র পবিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্ররজ্যা আশ্রয় কবিযাছেন, ঐ ধর্ম্ম-বিনয়, ঐ প্ররজ্যা কখনই হীন নহে । খণ্ড ও তিস্‌স যখন এইবদপ কবিযাছেন, তখন আমবাই বা কেন উহা না কবি ? ”

‘অতঃপব, ভিক্ষুগণ, চতুবশীতি সহস্র মনুষ্য সমন্বিত সেই বিপুল জনসম্মুখ বাজধানী বন্ধুমতী হইতে নিস্কান্ত হইয়া ক্ষেম মৃগদাবে ভগবান বিপস্‌সীব সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপদ্বর্ক এক-প্রাস্তে উপবেশন কবিল ।

১৫ । ‘ভগবান বিপস্‌সী তাহাদেব নিকট আনুপদ্বর্ক কথা কহিলেন,

যথা—দান-কথা, শীলকথা, স্বৰ্গকথা, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্ৰেশ এবং নৈষ্কাম্যের পুণ্য। যখন ভগবান জানিলেন যে, তাহারা শুদ্ধ-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, নীৰবণ-মুক্ত চিত্ত, উদগ্রচিত্ত, প্রসন্নচিত্ত, তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের সামুৎকর্ষিক ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিবোধ, দুঃখনিবোধের মার্গ। য়েব্দপ শুদ্ধ অকলঙ্ক বস্ত্র উত্তমবদ্রপে বজ্রন গ্রহণ কবে, সেই বদ্রপেই সেই চতুৰ্ণীতি সহস্র মনুষ্যগণের সেই আসনেই বিবজ্র, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইলঃ “যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা ধর্মসংশীল।”

১৬। ‘যখন তাহাবা ধর্মের দর্শন লাভ করিল, উহা অধিগত করিল, উহাতে দৃঢ়বদ্রপে স্থিত হইল, বিচিকিৎসা ও সংশযোত্তীর্ণ হইয়া বৈশাবদ্য লাভপূর্বক শাস্ত্রাশাসনে অপব-প্রত্যয় হইল, তখন তাহাবা ভগবান বিপসুসীকে করিলঃ

“অতি উত্তম, ভণ্ডে। অতি উত্তম। য়েব্দপ উৎপত্তিতেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লঙ্ঘাযিত প্রকাশিত হয়, মৃদু পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুজ্ঞানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইবদ্রপেই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমবা ভগবানের এবং ধর্মের শরণ লইতেছি। ভণ্ডে, আমবা ভগবানের নিকট প্ররজ্যা এবং উপসম্পদা লাভের অভিলাষী।”

১৭। “ভিক্ষুগণ, সেই চতুৰ্ণীতি সহস্র মনুষ্য ভগবান বিপসুসীকে নিকট প্ররজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। তিনি তাহাদিগের নিকট সংস্কার সমূহের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্ৰেশ এবং নিস্বাণের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পূর্বক ধর্মালোচনা দ্বারা তাহাদিগকে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রস্তুত করিলেন। এইবদ্রপে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রস্তুত হইয়া তাহাদের চিত্ত আশ্রয় বহিত হইয়া অচিবে বিমুক্ত হইল।

১৮। “ভিক্ষুগণ, তৎপবে পূর্বের চতুৰ্ণীতি সহস্র প্ররজিত (যাহাবা বিপসুসী কুম্বাবের সহিত প্ররজিত হইয়াছিল) শুনিল যে ভগবান বিপসুসী বাজধানী বন্ধুমতী নগরে আগমন পূর্বক তথায় ক্ষেম মৃগদাবে অবস্থান করিতেছেন এবং ধর্মের উপদেশ দিতেছেন। অতঃপবে, ভিক্ষুগণ, ঐ প্ররজিতগণ বন্ধুমতী নগরে ক্ষেম মৃগদাবে ভগবান বিপসুসীকে নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিল।

১৯। ‘ভগবান বিপস্‌সী তাহাদের নিকট আনুপদ্য কথা কহিলেন, যথা দান কথা... ধনসম্পন্ন।’ (১৫ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২০। ‘যখন তাহাবা ধর্মের দর্শন লাভ করিল, ...উপসম্পদা লাভেব অভিলাষী।’ (১৬ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২১। ‘ভিক্ষুগণ, সেই চতুর্থাতি সহস্র মনুষ্য অচিবে বিমুক্ত হইল। (১৭ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২২। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে বাজধানী বন্ধুমতী নগরে অষ্টষষ্টিশত সহস্র ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসম্ব বাস করিতেছিল। তখন একদিন যখন ভগবান বিপস্‌সী নিজ্ঞানে ধ্যানবত ছিলেন, তখন তাহাব মনে এই চিন্তাব উদয় হইল :

“এক্ষণে বন্ধুমতী বাজধানীতে মহাভিক্ষুসম্ব বাস করিতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে নির্দেশ দিব : ‘ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতেব প্রতি অনুকম্পাপবশ হইয়া দেবমনুষ্যেব লাভেব জন্য, হিতেব জন্য, সুখেব জন্য ভোম্বা বিচরণ কর। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদি কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জন সহ ঐ ধর্মের উপদেশ দাও, সম্বন্ধিপূর্ণতা-বিশিষ্ট পবিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যেব প্রকাশ কর। সাংসারিকতাব মলিনতায় তাহাদের চক্ষু নিম্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মপ্রবণেব অভাবে তাহাবা বিনষ্ট হইতেছে, তাহাবা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে। পবম্বু, প্রতি হয় বৎসব অন্তব প্রাতিমোক্ষেব আবৃতি করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী বাজধানীতে আগমন করিবে।’ ”

২৩। ‘অতঃপব, ভিক্ষুগণ মহাব্রহ্মা স্বচিহ্নে ভগবান বিপস্‌সী চিত্ত-বিতর্কজাত হইয়া, য়েব্দপ বলবান পদব্দ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত কবে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত কবে, সেইব্দপই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান বিপস্‌সী সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপবে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংশ উত্তবাসঙ্গে আবৃত করিবা ভগবান বিপস্‌সী দিকে অঞ্জলি প্রণত করিবা তাহাকে এইব্দপ কহিলেন :

“হে ভগবান। হে সুগত। আপনাব সংকল্প যথার্থ। এক্ষণে বন্ধুমতী বাজধানীতে মহাভিক্ষুসম্ব বাস করিতেছেন, আপনি তাহাদিগকে নির্দেশ দিন : ‘ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থ - তাহাবা ধর্মের জ্ঞান

লাভ করিবে।’ (২২ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য)। আমবাও ভিক্ষুদিগেব ন্যায্য প্রতি ছয় বৎসব অন্তব প্রাতিমোক্ষেব আবৃত্তি করিবাব উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিব।”

“ভিক্ষুগণ, মহারাক্ষা এইরূপ কহিলেন। ইহা কহিয়া তিনি ভগবান বিপস্‌সীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া ঐ স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

২৪। ‘অতঃপব, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী সাষাহু সময়ে ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন :

“ভিক্ষুগণ, আমি যখন নিষ্কর্জনে ধ্যানবত ছিলাম, তখন আমার মনে এই চিন্তাব উদয় হইল : ‘এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘ বাস করিতেছেন……আগমন করিবে।’ (২২ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য)।

২৫। “ভিক্ষুগণ, অতঃপব মহারাক্ষা স্বচিন্তে আমার চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত কবে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত কবে, সেই রূপেই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপবে তিনি একাংশ উত্তবাসঙ্গে আবৃত্তি করিয়া আমার দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া কহিলেন : ‘হে ভগবান। হে সুগত। আপনার সংকল্প যথার্থ। বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিব। (২৩ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য)। ভিক্ষুগণ, মহারাক্ষা এইরূপ কহিলেন। এইরূপ কহিয়া তিনি আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্বক সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

২৬। “ভিক্ষুগণ, আমি নির্দেশ দিতেছি বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ……রাজধানীতে আগমন করিবে।” (২২ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য)।

‘তৎপবে, ভিক্ষুগণ, অধিকাংশ ভিক্ষুই ঐ দিনই জনপদ পবিত্রমণে বহির্গত হইলেন।

২৭। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে জম্বুদ্বীপে চতুবর্ষীতি সহস্র ভিক্ষু নিবাস ছিল। এক বৎসব অতীত হইলে দেবতাগণ ঘোষণা করিলেন : “বন্ধুগণ, এক বৎসব অতীত হইয়াছে, পাঁচ বৎসব অবশিষ্ট আছে। পাঁচ বৎসব অতীত হইলে রাজধানী বন্ধুমতী নগরে প্রাতিমোক্ষেব আবৃত্তি করিবাব নিমিত্ত যাইতে হইবে।”

‘প্রতিবৎসবেব শেষে এইরূপই করিয়া দেবতাগণ যষ্ঠ বৎসবেব শেষভাগে ঘোষণা করিলেন : “বন্ধুগণ, ছয় বৎসব অতিক্রান্ত হইয়াছে, প্রাতিমোক্ষের

আবৃত্তি কবিবাব উদ্দেশ্যে বাজধানী বন্ধুমতী নগবে যাইবাব সময় উপস্থিত।”

‘ভিক্ষুগণ, তখন ঐ সকল ভিক্ষুদিগেব কেহ কেহ স্বকীয় ঋদ্ধিবলে কেহ কেহ দেবতাগণেব ঋদ্ধিবলে এক দিবসেই বাজধানী বন্ধুমতী নগবে প্রাতিমোক্ষেব আবৃত্তিব জন্য উপস্থিত হইলেন।

২৮। ‘তখন ভগবান বিপস্‌সী ভিক্ষুসঙ্ঘেব নিকট প্রাতিমোক্ষেব আবৃত্তি কবিলেন :

‘ “ক্ষান্তি এবং তিতিক্ষা পবমতপ।

নির্ব্বাণ বুদ্ধগণ কৰ্ত্তৃক সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ
কথিত হয। যে পবোপঘাতী সে
প্ররজিত নহে, যে পবোৎপীড়ক সে
শ্রমণ নহে।

‘ “সৰ্ব্বপাপ হইতে বিবর্তিত, কুশলেব
সম্পাদন, সৰ্ব্বচিত্তেব শূদ্ধি—ইহাই
বুদ্ধদিগেব উপদেশ।

‘ “উপবাদ ও উপঘাত বহিত্য, প্রাতিমোক্ষেব
নিয়মাবলীৰ পালন, ভোজনে মাত্ৰাস্ততা,
শয্যাসনেব নিষ্কৰ্ণতা, উচ্চচিন্তাব
অনুশীলন—ইহাই বুদ্ধদিগেব উপদেশ।”

২৯। ‘ভিক্ষুগণ, এক সময় আমি উক্কট্ঠাব স্‌ভগবনে শালবাজ বৃক্ষমূলে অবস্থান কবিতোহিলাম। ঐ সময় নিষ্কৰ্ণনে ধ্যান কবিতে কবিতে আমাব চিত্তে এই বিতর্কেব উদয হইল : “শুদ্ধাবাস দেবযোনি ব্যতীত অপব কোন যোনি নাই যাহাতে এই দীর্ঘকালেব মধ্যে আমি জন্ম গ্রহণ কবি নাই। অতএব আমি শুদ্ধাবাস দেবলোকে গমন কবিব।”

‘তৎপবে, ভিক্ষুগণ, য়েব্দপ বলবান পুৰুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসাবিত কবে, অথবা প্রসাবিত বাহু সঙ্কুচিত কবে, সেইবুপেই আমি উক্কট্ঠাব স্‌ভগবনস্থ শালবাজ বৃক্ষমূলে অন্তর্হিত হইয়া অবিহ দেবলোকে আবির্ভূত হইলাম। ভিক্ষুগণ, ঐ স্থানেব দেবতাদিগেব মধ্যে অনেক সহস্র দেবতা আমাব নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে অভিবাদন, পুৰ্ব্বক এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপবে সেই দেবগণ আমাকে কহিলেন :

‘ “আয়ুজ্ঞান! আজ হইতে একনবতি কল্প পূর্ণ^১ ভগবান বিপসুসী অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন...বাজা বন্ধুমার বন্ধুমতী নামক নগর বাজধানী ছিল।

(জাতি খণ্ডেব ১৬ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে ভগবান বিপসুসী^২ অভিনিষ্কমণ হইয়াছিল, এইরূপে প্রজ্যা, এইরূপে প্রধান,^৩ এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল। আমবা ভগবান বিপসুসী^৪ নিকট ব্রহ্মচর্য পালন কবিষা পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।”*

৩০। “ভিক্ষুগণ, ঐ দেব লোকেবই বহুশত, বহুসহস্র দেবতা আমাব নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ কহিলেন :

‘ “আয়ুজ্ঞান। বর্তমান ভদ্রকালে ভগবান স্বয়ং অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ-রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভগবান জাতিতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় কুলে উৎপন্ন। ভগবান গৌতম গোত্রীয়। ভগবানের যুগে আয়ুষ্কাল অল্প, সংক্ষিপ্ত, উহা অচিবে অতীত হয়, যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহার আয়ু পৰিমাণ অলপাধিক একশত বৎসর। ভগবান অশ্বথ বৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবানের সার্বিপুত্র এবং মোগ্গল্লান নামক দুই মহানুভব অগ্রশ্রাবক। ভগবানের শ্রাবকগণের এক সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে এক সহস্র দুইশত পঞ্চাশ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবানের শ্রাবকগণের এই একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে উপস্থিত সকলেই ক্ষীণাম্রব ছিলেন। ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের প্রধান পরিচাবক; ভগবানের পিতা বাজা শুদ্ধোদন, মাতা মাষাদেবী, বাজধানী কপিলবস্তু। এইরূপে ভগবানের অভিনিষ্কমণ হইয়াছিল, এইরূপে প্রজ্যা, এইরূপে প্রধান, এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল। আমবা ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন কবিষা পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।”

১। বুদ্ধ লাভের নিমিত্ত তপ।

* জাতি খণ্ডেব ১৫ নং পদচ্ছেদে উক্ত “দেবতাগণও তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন কবিয়াছেন” ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩১। ‘অতঃপব, ভিক্ষুগণ, আমি অবিহ দেবগণেব সহিত অতঃপ দেবগণেব নিকট উপস্থিত হইলাম। পবে, ‘ভিক্ষুগণ, আমি অবিহ এবং অতঃপ দেবগণেব সহিত সুদসুস দেবগণেব নিকট উপস্থিত হইলাম। তৎপবে ঐ ত্রিবিধ দেবগণেব সহিত আমি সুদসুসী দেবগণেব নিকট উপস্থিত হইলাম। তৎপবে ঐ সকল দেবগণেব সহিত আমি অকনিট্ট দেবগণেব নিকট গমন কবিলাম। ঐ স্থানেব দেবগণেব অনেক সহস্র আমাব নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদন পদ্বর্ক এক পাম্বেব দণ্ডাযমান হইয়া আমাকে কহিলেন :

‘“আযুস্মান। আজ হইতে একনবতি কল্পপদ্বর্বেব ভগবান বিপসুসী অহং সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইত্যাদি।

৩২। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ দেবলোকেবই অনেক শতসহস্র দেবতা। আমাব নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদন পদ্বর্ক একপাম্বেব দণ্ডাযমান হইয়া কহিলেন :

‘“আযুস্মান। বর্তমান ভদ্রকল্পে ভগবান স্বয়ং অহং সম্যক সম্বুদ্ধ-বুদে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইত্যাদি।

৩৩। ‘ভিক্ষুগণ, এইবুদে যাহা বিশ্বধর্ম তাহা তথাগতেব এবুদপ সুপবিক্রাত যে, তিনি অতীতেব বুদ্ধগণ যাহাবা পবিনির্বাণ প্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, ত্রিবর্তেব’ ক্ষয়সাধন সম্পন্ন এবং সম্বদঃখমুক্ত,—ঐ সকলের জাতি, নাম, গোট, আযুপবিমাণ, শ্রাবকযুগ এবং শ্রাবক সন্মিলন, ঐ সমস্তই স্মরণ কবিতে পাবেন :

“ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিগিষ্ট, এইবুদপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইবুদপ প্রজ্ঞা সমন্বিত, এইবুদপ তাহাদেব জীবন যাত্রাব প্রণালী, এইবুদে তাহাবা বিমুক্ত।”

ভগবান এইবুদপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যেব অভিনন্দন কবিল।

। মহাপদান সূত্রান্ত সমাপ্ত।

১৫। মহানিদান সূত্রান্ত

১। আমি এইৰূপ শ্রবণ কৰিযাছি।

এক সময় ভগবান কুব্জবাজ্যে বস্মাসধম্ম নামক নগৰে অবস্থান কৰিতে-
ছিলেন। আশ্ৰম্ভান আনন্দ ভগবানেৰ নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
অভিবাদন পদ্বৰ্চক একপ্ৰান্তে উপবেশন কৰিলেন। পৰে তিনি ভগবানকে
এইৰূপ কৰিলেন :

‘ভন্তে, আশ্চৰ্য্য, অদ্ভুত। এই প্ৰতীত্য-সমুৎপাদ যেমন গভীৰ তেমনই
গভীৰৰূপে প্ৰতীষমান হয় ; অথচ আমাৰ নিকট উহা অতি সূক্ষ্মপৰ্ণ।’

‘আনন্দ। এবূপ কহিও না, এবূপ কহিও না। এই প্ৰতীত্য-সমুৎপাদ
যেমন গভীৰ তেমনই গভীৰৰূপে প্ৰতীষমান হয়। ইহাৰ অৰ্থ অবধারণ
না কৰিষা, ইহাৰ অভ্যন্তৰে প্ৰবেশ না কৰিষা জনগণ জড়ীভূত গ্ৰন্থিল সূত্ৰ-
গুলেৰ ন্যায, মূঞ্জা বজ্জ তুণেৰ ন্যায হইয়া অপাৰ দূৰ্গতি বিনিপাতে প্ৰবেশ
পদ্বৰ্চক সংসাৰ অতিক্ৰম কৰিতে অসমৰ্থ হয়।’

২। ‘আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও “জবা মৰণেৰ কোন বিশেষ
হেতু আছে কি ?” তাহা হইলে তুমি বলিবে “আছে”। “জবা মৰণেৰ হেতু
কি ?” এইৰূপ প্ৰশ্ন হইলে, “জাতি জবা মৰণেৰ হেতু” এইৰূপ বলিবে।

‘আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, “জাতিৰ কোন বিশেষ হেতু আছে
কি ?” তাহা হইলে তুমি বলিবে, “আছে”। “জাতিৰ হেতু কি ?” এই-
ৰূপ প্ৰশ্ন হইলে “ভব” জাতিৰ হেতু” এইৰূপ বলিবে।

‘আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, “ভবেৰ কোন বিশেষ হেতু আছে
কি ?” তাহা হইলে তুমি বলিবে “আছে।” “ভবেৰ হেতু কি ?” এইৰূপ
প্ৰশ্ন হইলে “উপাদান ভবেৰ হেতু” এইৰূপ কৰিবে।

‘আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, “উপাদানেৰ কোন বিশেষ হেতু
আছে কি ?” তাহা হইলে তুমি বলিবে “আছে”। উপাদানেৰ হেতু কি ?
এইৰূপ প্ৰশ্ন হইলে, “তৃষ্ণা উপাদানেৰ হেতু”, এইৰূপ কৰিবে।

১। এই স্থানে বিবিধ দাৰ্শনিক দৃষ্টিৰ জালে আবদ্ধ লাভ সংস্কাৰাচ্ছন্ন
জনসাধাৰণেৰ চিত্তেৰ বিশৃঙ্খলতা উক্ত হইবাছে।

২। কৰ্ম্মকলকপ শক্তি যদ্বাৰা পুনৰ্জন্ম প্ৰসূত হয়।

‘আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, তৃষ্ণাব কোন বিশেষ হেতু আছে কি ?’ তাহা হইলে তুমি বলিবে “আছে”। “তৃষ্ণাব হেতু কি ?” এইব্দপ প্রশ্ন হইলে, “বেদনা তৃষ্ণাব হেতু” এইব্দপ কহিবে।

‘আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, “বেদনাব কোন বিশেষ হেতু আছে কি ?” তাহা হইলে তুমি বলিবে “আছে”। “বেদনাব হেতু কি ?” এইব্দপ প্রশ্ন হইলে, “স্পর্শ বেদনাব হেতু” এইব্দপ কহিবে।

‘আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, “স্পর্শেব কোন বিশেষ হেতু আছে কি ?” তাহা হইলে তুমি বলিবে “আছে”। “স্পর্শেব হেতু কি ?” এইব্দপ প্রশ্ন হইলে, “নাম-ব্দপ স্পর্শেব হেতু” এইব্দপ কহিবে।

আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, “নাম-ব্দপেব কোন বিশেষ হেতু আছে কি ?” তাহা হইলে তুমি বলিবে “আছে”। “নাম-ব্দপেব হেতু কি ?” এইব্দপ প্রশ্ন হইলে, “বিজ্ঞান নাম-ব্দপেব হেতু এইব্দপ কহিবে।

‘আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, বিজ্ঞানেব কোন বিশেষ হেতু আছে কি ?’ তাহা হইলে তুমি বলিবে “আছে”। “বিজ্ঞানেব হেতু কি ?” এইব্দপ প্রশ্ন হইলে, “নাম-ব্দপ বিজ্ঞানেব হেতু” এইব্দপ কহিবে।

- ৩। ‘এইব্দপে, আনন্দ, নাম-ব্দপ হইতে বিজ্ঞানেব উৎপত্তি বিজ্ঞান হইতে নাম-ব্দপেব উৎপত্তি, নাম-ব্দপ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জবা-মবণ, জবা-মবণ হইতে শোক, পবিদেবনা, দঃখ, দৌৰ্দ্দৰ্শন্য, অশান্তিব উৎপত্তি হয়। এই ব্দপে এই সমগ্র দঃখ স্কন্ধেব উৎপত্তি হয়।

৪। ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “জাতি হইতে জবা-মবণ উৎপন্ন হয়।” আনন্দ, ইহা এইব্দপে বঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুণ্ঠাপি কোন প্রকাব জন্ম না হয়, যথা দেবগণেব দেবব্দপে, গন্ধৰ্ব্বগণেব গন্ধৰ্ব্বব্দপে, যক্ষগণেব যক্ষব্দপে, ভূতগণেব ভূতব্দপে, মনুষ্যগণেব মনুষ্যব্দপে, চতুষ্পদগণেব চতুষ্পদব্দপে, পক্ষীগণেব পক্ষীব্দপে, সবীস্পদগণেব সবীস্পদব্দপে, অন্যান্য প্রাণীগণেব তাহাদেব ব্দপে জন্ম না হয়, তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে জাতিব অভাবে, জাতিব নিবোধে, জবা-মবণেব আবির্ভাব হইবে কি ?’

‘ভস্তু, হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই জাতি জবামবণেব হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

৫। ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “ভব হইতে জাতিব উৎপত্তি হয়।” আনন্দ, ইহা এই ব্ৰূপে ব্ৰূঝিতে হইবে,—আনন্দ, যদি কাহাবও ব্ৰূত্ৰাপি কোন প্রকাব ‘ভব’ না হয়, যথা—কাম-ভব,^১ অথবা ব্ৰূপ-ভব,^২ অথবা অব্ৰূপ-ভব^৩—তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে ‘ভবেব’ অভাবে, ‘ভবেব’ নিবোধে জাতিব আবির্ভাব হইবে কি ?

‘ভস্তু, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই ‘ভব’ জাতিব হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

৬। ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “উপাদান হইতে ভবেব উৎপত্তি হয়।” আনন্দ, ইহা এইব্ৰূপে ব্ৰূঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও ব্ৰূত্ৰাপি কোন প্রকাব উপাদান না হয়, যথা—কাম-উপাদান, ‘দৃষ্টি-উপাদান শীল-ব্ৰূত-উপাদান অথবা আত্মবাদ-উপাদান,—তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে উপাদানেব অভাবে, উপাদানেব নিবোধে ভবেব আবির্ভাব হইবে কি ?

‘ভস্তু, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই উপাদান ভবেব হেতু, নিদান, সমুদয়, এবং প্রত্যয় ।

৭। ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “তৃষ্ণা হইতে উপাদানেব উৎপত্তি হয়।” আনন্দ, ইহা এইব্ৰূপে ব্ৰূঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও ব্ৰূত্ৰাপি কোন প্রকাব তৃষ্ণা না হয়, যথা—ব্ৰূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, বস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম^৪-তৃষ্ণা,—তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে তৃষ্ণাব অভাবে, তৃষ্ণাব নিবোধে উপাদানেব আবির্ভাব হইবে কি ?

‘ভস্তু, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই তৃষ্ণা উপাদানেব হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

১। পার্থিব অস্তিত্বেব অভিমুখে গতিশীল কৰ্মবিপাক ।

২। দেবলোকে সাকাব অস্তিত্বেব অভিমুখে গতিশীল কৰ্মবিপাক ।

৩। নিবাকাব অস্তিত্বেব অভিমুখে গতিশীল কৰ্মবিপাক ।

৪। চিচ্ছায়া । যেকপ চক্ষু-ইন্দ্রিয়-দ্বাবা রূপ বিজ্ঞাত হয়, সেইকপ মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয় ।

৮। ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “বেদনা হইতে তৃষ্ণাব উৎপত্তি হয়।” আনন্দ, ইহা এইরূপে বদ্বিধিতে হইবে,—যদি কাহাবও কদ্বাপি কোন প্রকাৰ বেদনা না হয়, যথা—চক্ষু-সংস্পৰ্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পৰ্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পৰ্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পৰ্শজ বেদনা, কাষ-সংস্পৰ্শজ বেদনা, মন-সংস্পৰ্শজ বেদনা,—তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে বেদনাব অভাবে বেদনাব নিবোধে তৃষ্ণাব আবিৰ্ভাব হইবে কি?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই বেদনা, তৃষ্ণাব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

৯। ‘এইরূপে, আনন্দ, বেদনা হইতে তৃষ্ণাব উৎপত্তি হয়, তৃষ্ণা হইতে পর্যেষণা, পর্যেষণা হইতে লাভ, লাভ হইতে বিনিশ্চয,’ বিনিশ্চয হইতে ছন্দ-বাগ, ছন্দ-বাগ হইতে সংসক্তি, সংসক্তি হইতে পবিগ্রহ, পবিগ্রহ হইতে মাৎসৰ্য্য, মাৎসৰ্য্য হইতে আবক্ষ, আবক্ষ হইতে দন্ড গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব পৈশদুগ্য-মৃষাবাদ বৃপ অনেক পাপ ও অকুশলেয উৎপত্তি হয়।

১০। ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “আবক্ষ হইতে দন্ড-গ্রহণ, শস্ত্র গ্রহণ অকুশলেয উৎপত্তি হয়।” আনন্দ ইহা এইরূপে বদ্বিধিতে হইবে—যদি কাহাবও কদ্বাপি কোন প্রকাৰ আবক্ষ না থাকে, তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে আবক্ষেয অভাবে আবক্ষেয নিবোধে দন্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশদুগ্য—মৃষাবাদ বৃপ অনেক পাপ ও অকুশলেয উৎপত্তি হইবে কি?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই আবক্ষ দন্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশদুগ্য মৃষাবাদ বৃপ অনেক পাপ ও অকুশলেয উৎপত্তিব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১১। ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “মাৎসৰ্য্য হইতে আবক্ষেয উৎপত্তি হয়।” আনন্দ, ইহা এইরূপে বদ্বিধিতে হইবে,—যদি কাহাবও কদ্বাপি কোন প্রকাৰ মাৎসৰ্য্য না থাকে, তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে মাৎসৰ্য্যেয অভাবে মাৎসৰ্য্যেয নিবোধে আবক্ষেয আবিৰ্ভাব হইবে কি?’

১। লাভকে কি প্রকাৰে নিষোজিত কবিত্তে হইবে তাহাব স্থিৰীকরণ।

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই মাৎসৰ্য্য আৰম্ভের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

১২ । ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “পৰিগ্রহ হইতে মাৎসৰ্য্যের উৎপত্তি হয় ।” আনন্দ, ইহা এইরূপে বৃদ্ধিতে হইবে,—যদি কাহারও কুণ্ঠাপি কোন প্রকার পৰিগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে সম্বর্তোভাবে পৰিগ্রহের অভাবে পৰিগ্রহের নিবোধে মাৎসৰ্য্যের আবির্ভাব হইবে কি ?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই পৰিগ্রহ মাৎসৰ্য্যের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

১৩ । ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “সংসক্তি হইতে পৰিগ্রহের উৎপত্তি হয় ।” আনন্দ, ইহা এইরূপে বৃদ্ধিতে হইবে,—যদি কাহারও কুণ্ঠাপি কোন প্রকার সংসক্তি না থাকে, তাহা হইলে সম্বর্তোভাবে সংসক্তির অভাবে সংসক্তির নিবোধে পৰিগ্রহের আবির্ভাব হইবে কি ?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই সংসক্তি পৰিগ্রহের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

১৪ । ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “ছন্দ-বাগ হইতে সংসক্তির উৎপত্তি হয় ।” আনন্দ, ইহা এইরূপে বৃদ্ধিতে হইবে,—যদি কাহারও কুণ্ঠাপি কোন প্রকার ছন্দ-বাগ না থাকে, তাহা হইতে সম্বর্তোভাবে ছন্দ-বাগের অভাবে ছন্দ-বাগের নিবোধে সংসক্তির আবির্ভাব হইবে কি ?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

সেই জন্যই ছন্দ-বাগ সংসক্তির হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

১৫ । ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “বিনিশ্চয় হইতে ছন্দ-বাগের উৎপত্তি হয় ।” আনন্দ, ইহা এইরূপে বৃদ্ধিতে হইবে,—যদি কাহারও কুণ্ঠাপি কোন প্রকার বিনিশ্চয় না থাকে, তাহা হইলে সম্বর্তোভাবে বিনিশ্চয়ের অভাবে বিনিশ্চয়ের নিবোধে ছন্দ-বাগের উৎপত্তি হইবে কি ?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই বিনিশ্চয় ছন্দ-বাগের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

১৬। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "লাভ হইতে বিনিশ্চেষেব উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বদ্বিধিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুগ্রাপি কোন প্রকার লাভ না থাকে, তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে লাভেব অভাবে লাভেব নিবোধে বিনিশ্চেষেব উৎপত্তি হইবে কি ?'

'ভস্তু, তাহা হইবে না।

'আনন্দ, সেই জন্যই লাভ বিনিশ্চেষেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১৭। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "পৰ্য্যেষণা হইতে লাভেব উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বদ্বিধিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুগ্রাপি কোন প্রকার পৰ্য্যেষণা না থাকে, তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে পৰ্য্যেষণাব অভাবে পৰ্য্যেষণাব নিবোধে লাভেব উৎপত্তি হইবে কি ?'

'ভস্তু, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই পৰ্য্যেষণা লাভেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১৮। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "তৃষ্ণা হইতে পৰ্য্যেষণাব উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বদ্বিধিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুগ্রাপি কোন প্রকার তৃষ্ণা না থাকে, তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে তৃষ্ণাব অভাবে তৃষ্ণাব নিবোধে পৰ্য্যেষণাব উৎপত্তি হইবে কি ?'

'ভস্তু, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই তৃষ্ণা পৰ্য্যেষণাব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

'আনন্দ এইরূপে [তৃষ্ণাব] এই দুইটি' দিক দ্বিত্ব হইতে বেদনাব দ্বাবা একত্বে পবিগত হয়।'

১৯। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "স্পর্শ হইতে বেদনাব উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বদ্বিধিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুগ্রাপি কোন প্রকার স্পর্শ না থাকে, যথা চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহবা-সংস্পর্শ, কাষ-সংস্পর্শ, মনঃ-সংস্পর্শ,—তাহা হইলে সৰ্ব্বতোভাবে স্পর্শেব অভাবে স্পর্শেব নিবোধে বেদনাব উৎপত্তি হইবে কি ?'

১। প্রথম দিক—আদিম তৃষ্ণা যাহা হইতে পুনর্জন্মেব উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় দিক—পৰ্য্যেষণা ও লাভ।

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই স্পর্শ বেদনাব হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

২০ । ‘ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “নাম-রূপ হইতে স্পর্শের উৎপত্তি হয় ।”

আনন্দ, ইহা এইরূপে বর্ণিতে হইবে,—যে সকল আকাব, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্য হইতে নাম-কাষের প্রকাশ হয় ঐ সকল আকাব ; লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্য না থাকিলে কি রূপ-কাষে অধিবচন-জ্ঞাত হইবে ?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, যে সকল আকাব, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্য হইতে রূপ-কাষের প্রকাশ হয়, ঐ সকল আকাব, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্য না থাকিলে নাম-কাষে প্রতিঘ-সংস্পর্শের উৎপত্তি হইবে কি ?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, যে সকল আকাব, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্য হইতে নাম-কাষ এবং রূপ-কাষের প্রকাশ হয়, ঐ সকলের অভাবে অধিবচন-সংস্পর্শ অথবা প্রতিঘ-সংস্পর্শের উৎপত্তি হইবে কি ?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, যে সকল আকাব, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্য হইতে নাম-রূপের প্রকাশ হয়, ঐ সকলের অভাবে স্পর্শের উৎপত্তি হইবে কি ?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই নাম-রূপ স্পর্শের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

২১ । ‘ইহা কথিত হইয়াছে যে, “বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি হয় ।” আনন্দ, ইহা এইরূপে বর্ণিতে হইবে,—আনন্দ, যদি বিজ্ঞান মাতৃগর্ভে প্রবেশ না করে, তাহা হইলে কি মাতৃগর্ভে নাম-রূপের প্রতিষ্ঠা হইবে ?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, যদি বিজ্ঞান মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া নিষ্কান্ত হয়, তাহা হইলে কি পার্থিব অস্তিত্বের নিমিত্ত নাম-রূপের উৎপত্তি হইবে ?’

‘ভন্তে, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, যদি বিজ্ঞান শিশুকালে, কুমার অথবা কুমারীকালে নিষ্কান্ত হয়, তাহা হইলে কি নাম-রূপের বৃদ্ধি, বিকাশ, প্রসাধন হইবে ?’

‘ভস্তু, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই বিজ্ঞান নাম-রূপেব হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয় ।

২২। ‘ইহা কথিত হইয়াছে যে, “নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় ।” আনন্দ, ইহা এইরূপে বদ্বিভিতে হইবে,—যদি নাম-রূপে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ না কবে, তাহা হইলে কি ভবিষ্যতে জন্ম, জবা, মবণ-রূপ দ্বংখ সমুহেব উৎপত্তি হইবে ?’

‘ভস্তু, তাহা হইবে না ।’

‘আনন্দ, সেই জন্যই নাম-রূপ বিজ্ঞানের হেতু, নিদান, সমুদয়, প্রত্যয় ।

‘আনন্দ, জন্ম বার্কাক্য মৃত্যু, চ্যুতি, উৎপত্তি, অধিবচন-প্রণালী, নিবৃতি প্রণালী, প্রজ্ঞাপ্তি-প্রণালী, জ্ঞান-ক্ষেত্র, পাথিব বস্তুর আবর্তন—এই সমস্তই বিজ্ঞান-সহ-নামরূপেব জন্য ।*

২৩। ‘আনন্দ, যিনি আত্মাব ঘোষণা কবেন, তিনি কিরূপে উহা কবেন ? আত্মাকে রূপ-যুক্ত এবং সূক্ষ্ম এইরূপ ঘোষণা কবিয়া তিনি কহিয়া থাকেন, “আমাব আত্মা রূপী এবং সূক্ষ্ম ।” যিনি আত্মাকে রূপী এবং অনন্ত রূপে ঘোষণা কবেন, তিনি কহিয়া থাকেন, “আমাব আত্মা রূপী এবং অনন্ত ।” যিনি আত্মাকে অবরূপী এবং সূক্ষ্মরূপে ঘোষণা কবেন, তিনি কহিয়া থাকেন, “আমাব আত্মা অবরূপী এবং সূক্ষ্ম ।” যিনি আত্মাকে অবরূপী এবং অনন্ত রূপে ঘোষণা কবেন, তিনি কহিয়া থাকেন, “আমাব আত্মা অবরূপী এবং অনন্ত ।”

২৪। ‘আনন্দ, যে আত্মাকে রূপী ও সূক্ষ্মরূপে ঘোষণা কবে, সে বর্তমান জীবনের সম্পর্কে ঐরূপ কহিয়া থাকে অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে, অথবা তাহাব মনে হয়, “ঐরূপ না হইলেও আমি উহাকে ঐরূপে সাজাইব ।” এইরূপে আনন্দ, ‘আত্মা রূপী ও সূক্ষ্ম’ এইরূপ অনন্দদৃষ্টি সে আগ্রহ কবে, ইহা বলা সঙ্গত ।

‘আনন্দ, যাহাবা আত্মাব সম্বন্ধে পদ্ব্যক্তি অপবাপব মত সমুহ পোষণ কবে, তাহাবা একই বৃদ্ধিব বশবর্তী হইয়া আত্মাব সম্বন্ধে আপনাপন অনন্দদৃষ্টি আগ্রহ কবে, ইহা বলা সঙ্গত ।

* সংক্ষেপ অর্থ—বিজ্ঞান, ভাষা ও রূপ এই তিনেব দ্বাবা আমবা জীবন খাবণ কবি এবং আত্মপ্রকাশ কবি ।

‘আনন্দ, আত্মাৰ সম্বন্ধে এইৰূপে বিবিধ গত ঘোষিত হ’ব।

২৫। ‘আনন্দ, যিনি আত্মাৰ ঘোষণা কৰেন না, তিনি কি প্ৰকাৰে ঐ ঘোষণা হইতে বিবত হন। আত্মাকে ব্ৰূপী ও সূক্ষ্মব্ৰূপে ঘোষণায় নিবত হইয়া তিনি “আমাৰ আত্মা-ব্ৰূপী ও সূক্ষ্ম” এইব্ৰূপ কহেন না, আত্মাকে ব্ৰূপী ও অনন্তব্ৰূপে ঘোষণায় বিবত হইয়া তিনি “আমাৰ আত্মা ব্ৰূপী ও অনন্ত” এইব্ৰূপ কহেন না, আত্মাকে অব্ৰূপী ও সূক্ষ্মব্ৰূপে ঘোষণায় বিবত হইয়া তিনি “আমাৰ আত্মা অব্ৰূপী ও সূক্ষ্ম” এইব্ৰূপ কহেন না, আত্মাকে অব্ৰূপী ও অনন্তব্ৰূপে ঘোষণায় বিবত হইয়া তিনি “আমাৰ আত্মা অব্ৰূপী ও অনন্ত” এইব্ৰূপ কহেন না।

২৬। ‘আনন্দ, যিনি আত্মাকে ব্ৰূপী ও সূক্ষ্মব্ৰূপে ঘোষণায় বিবত, তিনি বৰ্ত্তমান অথবা ভবিষ্যৎ জীবনৰ সম্পৰ্কে ঐব্ৰূপ ঘোষণা কৰেন না; অথবা ইহাও তাঁহাৰ মনে হ’ব না “ঐব্ৰূপ না হইলেও আমি উহাকে ঐব্ৰূপে সাজাইব।” এইব্ৰূপে, আনন্দ, আত্মা ব্ৰূপী ও সূক্ষ্ম এইব্ৰূপ অনন্দদৃষ্টি তিনি আশ্ৰয় কৰেন না, ইহা বলা সঙ্গত।

‘আনন্দ যাহাৰা আত্মাৰ সম্বন্ধে পূৰ্বেষ্টি অপৰাপৰ ঘোষণা সমূহে বিবত, তাঁহাৰা একই যুক্তিৰ বশবৰ্ত্তী হইয়া ঐ সম্বন্ধে কোন প্ৰকাৰ অনন্দদৃষ্টি আশ্ৰয় কৰেন না, ইহা বলা সঙ্গত।

‘আনন্দ, এইব্ৰূপ বিভিন্ন প্ৰকাৰে অনাত্মবাদী আত্মাৰ ঘোষণায় বিবত।

২৭। ‘আনন্দ, আত্মবাদী কি কি ব্ৰূপে আত্মাকে অনুভব কৰেন? তিনি “বেদনা আমাৰ আত্মা” ইহা কহিয়া বেদনাৰ আত্মা অনুভব কৰেন, অথবা “বেদনা আমাৰ আত্মা নহে, আমাৰ আত্মা অনুভূতি-হীন এইব্ৰূপে আত্মাকে দৰ্শন কৰেন, অথবা “বেদনা আমাৰ আত্মা নহে, আমাৰ আত্মা যে অনুভূতিহীন তাহাও নহে, আমাৰ আত্মা অনুভূতি সম্পন্ন এবং অনুভূতি তাহাৰ ধৰ্ম্ম” এইব্ৰূপে তিনি আত্মাকে দৰ্শন কৰেন।

২৮। ‘আনন্দ, যে বলে “বেদনা আমাৰ আত্মা,” তাহাকে এইব্ৰূপ কহিতে হইবে: “মহাশয়, বেদনা তিন প্ৰকাৰ,—সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, না-দুঃখ না-সুখ বেদনা। এই তিন প্ৰকাৰ বেদনাৰ মध्ये কোনটিকে আপনাৰ আত্মাব্ৰূপে গ্ৰহণ কৰেন?”

‘আনন্দ, যখন সুখ বেদনা অনুভূত হ’ব, তখন দুঃখ-বেদনা অথবা না-সুখ না-দুঃখ-বেদনা অনুভূত হ’ব না, ঐ সময় কেবল মাত্ৰ সুখ-বেদনাই

অনুভূত হয়। আনন্দ, যখন দঃখ-বেদনা অনুভূত হয়, তখন সুখ বেদনা অথবা না-সুখ না-দঃখ বেদনা অনুভূত হয় না, ঐ সময় কেবল মাত্র দঃখ-বেদনাই অনুভূত হয়। আনন্দ, যে সময় না দঃখ না সুখ-বেদনা অনুভূত হয়, তখন সুখ-বেদনা অথবা দঃখ-বেদনা অনুভূত হয় না, ঐ সময়ে কেবল মাত্র না দঃখ না সুখ-বেদনাই অনুভূত হয়।

২৯। ‘অধিকন্তু, আনন্দ, সুখ-বেদনা অনিত্য, কৃত, প্রতীত্য সমুৎপন্ন, ক্ষয়-ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, বিবাগ-ধর্ম এবং নিবোধ-ধর্ম বিশিষ্ট। আনন্দ, দঃখ বেদনাও অনিত্য, কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়-ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, বিবাগ-ধর্ম এবং নিবোধ-ধর্ম বিশিষ্ট। আনন্দ, না দঃখ না সুখ-বেদনাও অনিত্য, কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, বিবাগ-ধর্ম এবং নিবোধ-ধর্ম বিশিষ্ট। যে সুখ-বেদনা অনুভব করে, তাহাব মনে হয় “ইহাই আমার আত্মা”, ঐ সুখ বেদনাব নিবোধে তাহাব মনে হয় “আমাব আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।” যে দঃখ-বেদনা অনুভব করে, তাহাব মনে হয় “ইহাই আমার আত্মা,” ঐ দঃখ বেদনাব নিবোধে তাহাব মনে হয় “আমাব আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।” যে না দঃখ না সুখ বেদনা অনুভব করে, তাহাব মনে হয় “ইহাই আমার আত্মা,” ঐ না দঃখ না সুখ-বেদনাব নিবোধে তাহাব মনে হয় “আমাব আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।”

‘এইরূপে যে “বেদনা আমার আত্মা” এইরূপ কহে সে এই জগতে যাহা অনিত্য, সুখ-দঃখ মিশ্রিত, উৎপাদ-ব্যয় ধর্মশীল, তাহাকেই আত্মারূপে দর্শন করে। আনন্দ, সেইজন্য “বেদনা আমার আত্মা” এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩০। ‘পুনশ্চ, আনন্দ, যে এইরূপ কহে, “বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন,” তাহাকে এইরূপ বহিতে হইবে,—“মহাশয়, যেখানে কোন প্রকার বেদনাব অস্তিত্ব নাই, সেখানে কি “আমি বিদ্যমান” এইরূপ উক্তি সম্ভব?”

‘ভগ্নে, তাহা সম্ভব নয়।

‘আনন্দ, সেইজন্য “বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন,” এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩১। ‘পুনশ্চ, আনন্দ, যে কহে, “বেদনা আমার আত্মা ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভব করে, ইহা

বেদনা ধর্মসম্পন্ন,” তাহাকে এইরূপ কহিতে হইবে, “মহাশয়, যদি সর্ব-
শ্রেণীর সর্বপ্রকার বেদনা সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে বেদনার
নিবোধহেতু উহাব সম্পূর্ণ অভাবে, “আমি বিদ্যমান” এইরূপ উক্তি কি
সম্ভব ?

‘ভগ্নে, তাহা সম্ভব নয় ।

‘সেই জন্য, আনন্দ, “বেদনা আমার আত্মা ইহাও নহে, আমার আত্মা
অনুভূতিহীন ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভব করে, ইহা বেদনা ধর্ম
সম্পন্ন”, এইরূপ উক্তি অযুক্ত ।

৩২ । ‘আনন্দ, ভিক্ষু যখন বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করেন না,
কিম্বা উহাকে অনুভূতিহীন অথবা অনুভূতি সম্পন্ন বেদনা-ধর্ম বিশিষ্ট
রূপে দর্শন করেন না, তখন ঐরূপ দর্শন সমূহে বিবত হইয়া তিনি কোন
পার্শ্বিক বস্তুতে আসক্ত হন না, অনাসক্ত হইয়া তিনি গ্রাসহীন হন, গ্রাসহীন
হইয়া তিনি অধ্যাত্মে পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, “জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, বন্ধনচর্য
উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, কবণীয় সম্পন্ন হইয়াছে, পুনর্জন্ম আর নাই,” তিনি
ইহা জানিতে পাবেন । আনন্দ, যদি কেহ কহে, ঈদৃশ বিমুক্ত-চিত্ত পুরুষ
“মৃত্যুব পব তথাগত বিদ্যমান থাকেন” এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন, তাহা হইলে
তাহাব কথা মিথ্যা ; অথবা “মরণেব পব তথাগত বিদ্যমান থাকেন না”
এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন তাহা হইলে তাহাব কথা মিথ্যা , অথবা “মরণেব পব
তথাগত বিদ্যমান থাকেন এবং থাকেন না” এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন, তাহা
হইলে তাহাব কথা মিথ্যা , অথবা মরণেব পব তথাগত বিদ্যমান থাকেন
না এবং বিদ্যমান যে থাকেন না তাহাও নয় এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন, তাহা
হইলে তাহাব কথা মিথ্যা । কি কারণে ? আনন্দ, যাবতীয় অধিবচন (সংজ্ঞা),
যাবতীয় অধিবচন প্রণালী, যাবতীয় নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তি প্রণালী, যাবতীয়
প্রজ্ঞাপ্তি এবং প্রজ্ঞাপ্তি প্রণালী যাবতীয় প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা-পথ, যাবতীয় সংসার-
বর্ত্ত এবং উহাব ভ্রমণ, এই সমস্ত উক্ত্যরূপে জ্ঞাত হইয়া ভিক্ষু বিমুক্ত, এই-
রূপে বিমুক্ত “ভিক্ষু জানেন না, দর্শন করেন না” এইরূপ দৃষ্টি মিথ্যা ।

৩৩ । ‘আনন্দ, বিজ্ঞানস্থিতি সপ্তবিধ, আশ্রয়ন দ্বিবিধ । সপ্তবিধ কি
কি ? সত্ত্বগুণ বিদ্যমান যাহাবা নানাবরূপ দেহ সম্পন্ন এবং নানাবরূপ সংজ্ঞা
সম্পন্ন, যথা—মনুষ্যগণ, কোন কোন দেবতা এবং কোন কোন বিনিপাতিক
(নিবসবাসী) । ইহাই প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি ।

‘সত্ত্বগুণ বিদ্যমান যাঁহাবা নানাবদ্বপ দেহসম্পন্ন কিন্তু একই বদ্বপ সংজ্ঞা-
বিশিষ্ট, যথা—ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহাবা প্রথম ধ্যানের অনুরূপীলনে
ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাই, দ্বিতীয় বিজ্ঞানস্থিতি।

‘সত্ত্বগুণ বিদ্যমান যাঁহারা একইবদ্বপ দেহবিশিষ্ট কিন্তু নানাবদ্বপ সংজ্ঞা
সম্পন্ন, যথা—আভাস্বব দেবগণ। ইহাই তৃতীয় বিজ্ঞানস্থিতি।

‘সত্ত্বগুণ বিদ্যমান যাঁহাবা একইবদ্বপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা—শুভ-
কৃৎসন দেবগণ। ইহাই চতুর্থ বিজ্ঞানস্থিতি।

‘সত্ত্বগুণ বিদ্যমান যাঁহাবা বদ্বপ সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া,
প্রতিষ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাস্থ সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া “আকাশ অনন্ত”
এই অনুভূতির সহিত ‘আকাশ-অনন্ত আশ্রয়’ শ্রবে গমন করিয়াছেন। ইহাই
পঞ্চম বিজ্ঞানস্থিতি।

‘সত্ত্বগুণ বিদ্যমান যাঁহাবা “আকাশ-অনন্ত আশ্রয়” সর্বতোভাবে অতিক্রম
করিয়া “বিজ্ঞান অনন্ত” এই অনুভূতির সহিত “বিজ্ঞান-অনন্ত-আশ্রয়” শ্রবে
গমন করিয়াছেন। ইহাই ষষ্ঠ বিজ্ঞানস্থিতি।

‘সত্ত্বগুণ বিদ্যমান যাঁহাবা “বিজ্ঞান-অনন্ত-আশ্রয়” সর্বতোভাবে
অতিক্রম করিয়া “কিছুই নাই” এই অনুভূতির সহিত ‘অকিঞ্চন আশ্রয়, শ্রবে
গমন করিয়াছেন। ইহাই সপ্তম বিজ্ঞানস্থিতি।

‘অসংজ্ঞাসত্ত্বাশ্রয় এবং নৈব সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাশ্রয়—এই দুই আশ্রয়।

৩৪। ‘আনন্দ। এক্ষণে এই যে প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি, নানা দেহ এবং
নানা সংজ্ঞা সম্পন্ন সত্ত্ব,—যথা মনুষ্য, কোন কোন দেবতা এবং কোন কোন
বিনিপাতিক,—যে ঐ স্থিতির জ্ঞান সম্পন্ন, উহাব উৎপত্তি, বিনাশ, আশ্রয়,
দৈন্য এবং উহা হইতে মুক্তির উপায়েব জ্ঞান সম্পন্ন, তাহাব পক্ষে উহাব
অভিনন্দন করা কি যুক্ত ?

ভক্তে যুক্ত নহে।

‘আনন্দ, যে অপব ছয়টি বিজ্ঞানস্থিতি এবং দুইটি আশ্রয়ের জ্ঞান
সম্পন্ন, উহাদের উৎপত্তি, বিনাশ, আশ্রয়, দৈন্য এবং উহাদিগেব হইতে
মুক্তির উপায়েব জ্ঞান সম্পন্ন, তাহাব পক্ষে উহাদের অভিনন্দন করা কি যুক্ত ?

‘ভক্তে, যুক্ত নহে।’

‘আনন্দ, যখন ভিক্ষু এই সাত বিজ্ঞানস্থিতি এবং আশ্রয়দ্বয়ের উৎপত্তি,
বিনাশ, আশ্রয়, দৈন্য এবং ঐ সকল হইতে মুক্তির উপায় যথাযথ রূপে জ্ঞাত

ও উপাদান-বহিত হইয়া বিমুক্ত হন, তখন তিনি প্রজ্ঞা বিমুক্ত ভিক্ষু কথিত হন।

৩৫। ‘আনন্দ, আট বিমোক্ষ। কি কি? বদপী বদপ-দর্শন করে।

ইহা প্রথম বিমোক্ষ।

‘অধ্যাত্মে অবদপ সংজ্ঞা বাহিবে বদপ দর্শন করে। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।

‘“সুন্দর!” এই চিন্তাষ অভির্নিবিশ্ট হয়। ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ।

‘বদপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিষ সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাষ সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া “আকাশ অনন্ত” এই অনর্ভূতিব সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ।

‘আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া “বিজ্ঞান অনন্ত” এই অনর্ভূতিব সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।

‘বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া “কছুই নাই” এই অনর্ভূতিব সহিত অকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ।

‘অকিঞ্চন-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে ইহা সপ্তম বিমোক্ষ।

‘“নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদষিত-নিবোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

‘আনন্দ, যখন ভিক্ষু এই অষ্টবিধ বিমোক্ষ ক্রমানুসারে এবং প্রতিলোম-রূপে আয়ত্তীভূত করেন, অনুলোম প্রতিলোমরূপে আয়ত্তীভূত করেন, যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যতক্ষণ ইচ্ছা উহাতে দিলীন হইতে এবং উহা-হইতে নিগত হইতে পাবেন, আসবক্ষয় হেতু এই জগতেই অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া উহাতে বিহার করেন, তখন তিনি উভয়-ভাগ-বিমুক্ত কথিত হন। আনন্দ, এই উভয়-ভাগ-বিমুক্তি অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠতব অথবা প্রণীততব উভয়-ভাগ-বিমুক্তি আব নাই।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া আশ্রম্যান আনন্দ ভগব-দ্বাক্যেব অভিনন্দন করিলেন।

। মহানিদান সূত্রান্ত সমাপ্ত।

১৬। মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত

প্রথম অধ্যায়

১। আমি এইবদূপ প্রবণ কবিযাছি।

এক সময়ে ভগবান বাজগৃহে গন্ধকুট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় মগধবাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বৃজিদিগকে^১ আক্রমণ কবিবাব সংকল্প কবিযাছিলেন। তিনি কহিলেনঃ ‘আমি বৃজিদিগকে উচ্ছিন্ন কবিব, তাহাবা যতই ঐশ্বর্যশালী হউক, যতই পবাক্রান্ত হউক, আমি বৃজিদিগকে ধ্বংস কবিব, তাহাদেব চূড়ান্ত সর্বনাশ কবিব।’

২। অতঃপব তিনি মগধেব প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ বর্ষকাবে সন্বেদন কবিযা কহিলেনঃ ‘ব্রাহ্মণ, ভগবানেব নিকট গমন কবিযা আমাব প্রতি-নিধিবদূপে তাঁহাব পাদদেশে মস্তক স্থাপন পদ্বর্ক বন্দনা কবিযা তাঁহাব আবোগ্য, স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য জিজ্ঞাসা কবিবেঃ “ভস্মে, মগধবাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানেব পাদদেশে মস্তক স্থাপন পদ্বর্ক বন্দনা কবিতেছেন এবং তাঁহাব আবোগ্য, স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য জিজ্ঞাসা কবিতেছেন,” পবে তাঁহাকে ইহাও কহিবেঃ “ভস্মে, মগধবাজ বৃজিগণেব বিবুদ্ধে অভিযান কবিতে অভিলাষী। তিনি এইবদূপ কহিযাছেনঃ ‘আমি বৃজিদিগকে উচ্ছিন্ন কবিব, তাহাবা যতই ঐশ্বর্যশালী হউক, যতই পবাক্রান্ত হউক; আমি বৃজিদিগকে ধ্বংস কবিব, তাহাদেব চূড়ান্ত সর্বনাশ কবিব।’” ভগবান তোমাব নিকট যাহা ব্যক্ত কবিবেন তাহা উত্তমবদূপে ধাবণ-পদ্বর্ক আমাব নিকট স্থাপন কবিবে, তথাগতগণ অসত্য কহেন না।’

৩। ব্রাহ্মণ বর্ষকাব “তথাস্তু” বলিযা মগধবাজকে প্রতিশ্রুতি দান-পদ্বর্ক উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত কবাইযা উত্তম যানে আবোহণ কবিযা ঐ সকল যানসহ বাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা গন্ধকুট পর্বতে গমন কবিলেন। তথায যতদূব যানভূমি ততদূব যানে গমন কবিযা পবে যান হইতে অবতরণপদ্বর্ক

১। বৃজি—জাতি বিশেষেব নাম। উহাবা মগধেব নিকটবর্তী স্থানে বাস কবিত।

পদব্রজে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপান্তে, তিনি একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন এবং মগধবাজ কতৃক যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন সেইরূপ সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন।

৪। ঐ সময়ে আরুজ্জান আনন্দ ভগবানের পশ্চাতে দণ্ডাযমান হইয়া তাঁহাকে ব্যঞ্জে বত ছিলেন। অতঃপর ভগবান আনন্দকে কহিলেন : ‘আনন্দ, তুমি শূনিয়াছ কি যে বৃজিগণ প্রায়শঃই জনসাধারণেব অবাধ সন্মিলনের আয়োজন করেন ?

আনন্দ উত্তর করিলেন, ‘দেব, আমি শূনিয়াছি।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ এইরূপ জনসাধারণেব অবাধ সন্মিলনের আয়োজন করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা। আনন্দ, তুমি শূনিয়াছ কি যে বৃজিগণ সমগ্র হইয়া একত্রিত হয়, সমগ্রভাবে উত্থান করে, সমগ্র হইয়া বৃজিগণেব কবণীষ সম্পাদন করে ?’

‘দেব, আমি এইরূপ শূনিয়াছি।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ এইরূপ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা। আনন্দ, তুমি শূনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ অব্যবস্থিতেব ঘোষণা করেন না, ব্যবস্থিতেব উচ্ছেদ করেন না, যথাপ্রজ্ঞপ্ত পূর্বাতন বৃজিধর্ম গ্রহণ পূর্বক উহাতে স্থিত হন ?’

‘দেব, আমি এইরূপ শূনিয়াছি।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ অব্যবস্থিতেব ঘোষণা না করেন, ব্যবস্থিতেব উচ্ছেদ সাধন না করেন, যথা—প্রজ্ঞপ্ত পূর্বাতন বৃজিধর্ম গ্রহণ পূর্বক উহাতে স্থিত হন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা। আনন্দ, তুমি শূনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ তাঁহাদের মধ্যে যাহাবা বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাদের সৎকাব করেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সন্মান প্রদর্শন করেন, তাহাদিগেব পূজা করেন, তাহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করেন ?’

‘দেব, আমি এইরূপ শূনিয়াছি।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণেব সৎকাব করিবেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও সন্মান প্রদর্শন করিবেন, তাহাদিগেব পূজা করিবেন, তাঁহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা। আনন্দ, তুমি শূনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ

তাঁহাদের কুলস্ট্রী ও কুলকুমারীগণকে বলপূৰ্ব্বক ধৃত কৰিষা বন্ধিতাষ পৰিণত কবেন না ?’

‘দেব, আমি এইৰূপ শূনিষাছি ।

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের কুলস্ট্রী ও কুলকুমারীগণকে বলপূৰ্ব্বক ধৃত কৰিষা বন্ধিতাষ পৰিণত না কৰিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা । আনন্দ, তুমি শূনিষাছ কি যে, বৃজিগণ তাঁহাদের নগৰ এবং জনপদস্থ চৈত্যসমূহেৰ সৎকাৰ কবেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদৰ্শন কবেন, তাহাদের পূজা কবেন, তাহাদের পূৰ্ব্বদত্ত, পূৰ্ব্বকৃত, ধৰ্ম্মানুমোদিত বলি দান কৰিতে পৰাঙ্মুখ হন না ?’

‘দেব, আমি এইৰূপ শূনিষাছি ।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের নগৰ এবং জনপদস্থ চৈত্য সমূহেৰ সৎকাৰ কৰিবেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদৰ্শন কৰিবেন, তাহাদের পূজা কৰিবেন, তাহাদের পূৰ্ব্বদত্ত, পূৰ্ব্বকৃত, ধৰ্ম্মানুমোদিত বলি দান কৰিতে পৰাঙ্মুখ না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা । আনন্দ, তুমি শূনিষাছ কি যে, বৃজিগণেৰ অবহতদিগেৰ ধৰ্ম্মানুমোদিত বক্ষা, নিৰাপত্তা এবং পালন সুব্যবস্থিত, যাহাতে দূৰস্থ অবহতগণ বাজ্যে প্রবেশ কৰিতে পাবেন এবং বাজ্যস্থ অবহতগণ স্বচ্ছন্দে বাস কৰিতে পাবেন ?’

‘দেব, আমি এইৰূপ শূনিষাছি ।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিদিগেৰ অবহতগণেৰ ধৰ্ম্মানুমোদিত বক্ষা, নিৰাপত্তা এবং পালন সুব্যবস্থিত থাকিবে, যাহাতে দূৰস্থ অবহতগণ বাজ্যে প্রবেশ কৰিতে পাবেন এবং বাজ্যস্থ অবহতগণ স্বচ্ছন্দে বাস কৰিতে পাবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।

৫ । অতঃপৰ ভগবান ব্রাহ্মণ বৰ্ষকাৰকে সম্বোধন কৰিলেন :

‘ব্রাহ্মণ, এক সময় আমি বৈশালিৰ সাবন্দ চৈত্রে অবস্থান কৰিতেছিলাম, ঐ সময় আমি বৃজিদিগকে এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধৰ্ম্মেৰ উপদেশ দিয়াছিলাম ; ব্রাহ্মণ, যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধৰ্ম্ম বৃজিগণেৰ মধ্যে বৰ্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাহাৰা ঐ ধৰ্ম্মানুসাৰে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবে, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।

ব্রাহ্মণ বৰ্ষকাৰ প্রত্যুত্তৰে ভগবানকে এইৰূপ কহিলেন :

দীঘ—১৬

‘হে গোঁতম, মাত্র একটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মপালনবত বৃজিগণের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা, সমগ্র সাতটি ধর্মের পালনের ত কথাই নাই। কুটনীতি অথবা মিত্রভেদ অবলম্বন ব্যতীত যুদ্ধে মগধবাজ কর্তৃক বৃজিগণ অপবাজ্যে। এক্ষণে, হে গোঁতম, আমি যাই, আমার অনেক কর্তব্য আছে।’

‘ব্রাহ্মণ, তোমার ইচ্ছা।’

অতঃপব ব্রাহ্মণ বর্ষাকার ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন পূর্বক আসন হইতে উত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৬। অনন্তর ভগবান ব্রাহ্মণ বর্ষাকারের প্রস্থানের অব্যবহিতপবে আশুজ্ঞান আনন্দকে কহিলেন : ‘আনন্দ, তুমি যাও এবং বাজগৃহের নিকটে যে সকল ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন তাহাদিগকে উপস্থানশালায় একত্রিত কর।’

আনন্দ ‘তথাস্তু’ বলিয়া বাজগৃহের নিকটস্থ সমস্ত ভিক্ষুগণকে উপস্থানশালায় একত্রিত করিয়া ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে দাড়াষমান হইলেন, পবে তিনি ভগবানকে কহিলেন :

‘দেব, ভিক্ষুসংঘ একত্রিত, এক্ষণে ভগবানের যাহা ইচ্ছা।

তৎপবে ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া উপস্থানশালায় গমনপূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন :

‘ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সপ্ত মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর।’

ভিক্ষুগণ ‘তথাস্তু’ বলিলে ভগবান কহিলেন :

‘ভিক্ষুগণ, যতদিন ভ্রাতৃবর্গ আপনাদের সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া বাবম্বাব একত্রিত হইবেন, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা।’

‘যতদিন তাহারা সমগ্র হইয়া একত্রিত হইবেন, সমগ্র হইয়া উত্থান করিবেন, সমগ্র হইয়া সঙ্ঘনির্দিষ্ট কর্মসমূহের সম্পাদন করিবেন, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা।’

‘যতদিন তাহারা অব্যবস্থিতির ঘোষণা না করিবেন, ব্যবস্থিতির উচ্ছেদ না করিবেন, যথাব্যবস্থিত শিক্ষাপদ সমূহ দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেন, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা।’

‘যতদিন তাহারা তাহাদের মধ্যে যাহা অভিজ্ঞ, বহুপূর্বগ, সঙ্ঘাপিতা, সঙ্ঘ-পরিণায়ক, তাহাদের সংকীর্তন করিবেন, তাহাদিগকে ভক্তি করিবেন,

তাঁহাদের সম্মান-ও পূজা করিবেন, তাঁহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহারা উৎপন্ন পুনর্ভবিক তৃষ্ণার বশবর্তী না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহারা নিষ্কর্জনবাসে প্রীতিলাভ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহারা স্বীয় স্বীয় চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন করিবেন, যাহাতে অনাগত প্রিযশীল সরস্কাচাবীগণ তাঁহাদের নিকট আগমন করিতে পাবেন, এবং যাহারা আগত তাঁহারা স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পাবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ঐ ধম্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

৭। ‘ভিক্ষুগণ, অপৰ সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিব, শ্রবন কর, উত্তমরূপে মনঃ সংযোগ কর ।’

ভিক্ষুগণ ‘তথাস্তু’ বলিলে ভগবান কহিলেন :

‘যতদিন ভিক্ষুগণ পার্থিব কর্মসমূহে প্রীতিলাভ না করিবেন, ঐব্দুপ কর্মের বত না হইবেন, উহাতে সম্পর্কবিহীন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহারা বৃথা বাক্যালাপপ্রিয না হইবেন, ঐ বৃথা বাক্যালাপে বত না হইবেন, উহাতে সম্পর্কবিহীন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহারা আলস্যপব্যয়ণ না হইবেন, আলস্যে প্রীতিলাভ না করিবেন, আলস্যের প্রশ্রয় না দিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহারা সঙ্গশীলী না হইবেন সঙ্গপ্রিয না হইবেন, সঙ্গে প্রীতিলাভ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহারা পাপেচ্ছা সম্পন্ন না হইবেন, পাপেচ্ছার বশবর্তী না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহারা পাপকাবীর মিত্র না হইবেন, সহায়ক না হইবেন, পাপ-

কাব্যীৰ সহিত ঘনিষ্ঠতা না কৰিবেন, ততদিন তাঁহাদেৰ পতন না হইষা উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহাবা অল্পমাত্র সাফল্য লাভ হেতু গন্তব্য পথে ক্লান্ত না হইবেন, ততদিন তাঁহাদেৰ পতন না হইষা উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধৰ্ম্ম তাঁহাদেৰ মধ্যে বৰ্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাহাবা ঐ ধৰ্ম্মানুসাবে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবেন, ততদিন তাঁহাদেৰ পতন না হইষা উত্থান হইবাবই কথা ।’

৮। ‘ভিক্ষুগণ, অপৰ সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধৰ্ম্মেৰও উপদেশ দিব, শ্ৰবণ কৰ, উত্তমৰূপে মনঃসংযোগ কৰ ।

ভিক্ষুগণ ‘তথাস্তু’ বলিলে ভগবান কহিলেন :

‘যতদিন ভিক্ষুগণ শ্ৰদ্ধাবান হইবেন, বিনয়ী হইবেন, বিবেকী হইবেন, বহুশ্রুত হইবেন, সংকল্প বদ্ধ হইবেন, স্থিৰচিত্ত হইবেন, প্রজ্ঞাবান হইবেন, ততদিন তাঁহাদেৰ পতন না হইষা উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধৰ্ম্ম তাঁহাদেৰ মধ্যে বৰ্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহাবা ঐ ধৰ্ম্মানুসাবে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবেন, ততদিন তাঁহাদেৰ পতন না হইষা উত্থান হইবাবই কথা ।’

৯। ‘ভিক্ষুগণ, অপৰ সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধৰ্ম্মেৰ উপদেশ দিব, শ্ৰবণ কৰ, উত্তমৰূপে মনঃসংযোগ কৰ ।’

ভিক্ষুগণ ‘তথাস্তু’ বলিলে ভগবান কহিলেন :

‘যতদিন ভিক্ষুগণ স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধৰ্ম্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীৰ্য্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশান্তি-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, এবং উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা কৰিবেন, ততদিন তাঁহাদেৰ পতন না হইষা উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধৰ্ম্ম তাঁহাদেৰ মধ্যে বৰ্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহাবা ঐ ধৰ্ম্মানুসাবে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবেন, ততদিন তাঁহাদেৰ পতন না হইষা উত্থান হইবাবই কথা ।’

১০। ‘ভিক্ষুগণ, অপৰ সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধৰ্ম্মেৰ উপদেশ দিব, শ্ৰবণ কৰ, উত্তমৰূপে মনঃ সংযোগ কৰ ।’

ভিক্ষুগণ ‘তথাস্তু’ বলিলে ভগবান কহিলেন :

‘যতদিন ভিক্ষুগণ অনিত্য-সংজ্ঞা, অনাত্ম-সংজ্ঞা, অশুদ্ধ-সংজ্ঞা, আদীনব-

সংজ্ঞা, গ্রহাণ-সংজ্ঞা বিবাগ-সংজ্ঞা, এবং নিবোধ-সংজ্ঞাব ভাবনা করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ঐ ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিযন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

১১। ‘ভিক্ষুগণ, ছয়টি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কব, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কব ।’

ভিক্ষুগণ ‘তথাস্তু’ বলিলে ভগবান কহিলেন :

‘যতদিন ভিক্ষুগণ সরস্বচাবীগণের প্রতি, প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে, কারমুনোবাক্যে মৈত্রীভাবাপন্ন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহারা ধর্মসম্পন্ন ধর্মানুসারে প্রাপ্ত লাভসমূহে—এমন কি ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য মাত্র—অপ্রতিবিম্বভোগী হইয়া শীলবান সরস্বচাবীগণের সহিত সাধাবণ ভোগী হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন তাঁহারা অখণ্ড, নিশ্চেষ্ট, নিষ্পন্ন, পবিত্র, শুদ্ধ, বিজ্ঞ প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্ত্তনিত শীলসমূহে সরস্বচাবীগণের সহিত প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে স্থিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন ভিক্ষুগণ যে আর্থ্য দৃষ্টি সংসার হইতে মূর্ত্তির প্রদর্শক এবং যাহা উহার অনুসরণকারীকে সম্যক্ দঃখক্ষয়ে উপনীত কবে, সরস্বচাবীগণের সহিত প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে ঐ দৃষ্টি-যুক্ত হইয়া অবস্থান করবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

‘যতদিন এই ছয়টি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ঐ ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিযন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা ।’

১২। বাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান কালে ভগবান ভিক্ষুদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্মকথা কহিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীলপরিভাবিত সমাধি মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আশ্রয়-

সমূহ হইতে—যথা কামাস্তব, ভবাস্তব, দৃষ্টি আস্তব এবং অবিদ্যাস্তব হইতে বিমুক্ত হয়।

১৩। অতঃপৰ ভগবান বাজগৃহে ইচ্ছানুৰূপ অবস্থান করিয়া আশুজ্ঞান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন : ‘আনন্দ চল, আমবা অম্বলট্ঠিকায গমন করি।

আনন্দ কহিলেন, ‘দেব, তথাস্তু।’ তদনন্তর ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অম্বলট্ঠিকায গমন করিলেন।

১৪। তথায় ভগবান বাজভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইস্থানেও তিনি ভিক্ষুদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্মকথা কহিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, অবিদ্যাস্তব হইতে বিমুক্ত হয়।

১৫। অতঃপৰ ভগবান অম্বলট্ঠিকায ষতদিন ইচ্ছা অবস্থান করিয়া আনন্দকে কহিলেন : ‘আনন্দ, চল, আমবা নালন্দায় গমন করি।

আনন্দ কহিলেন, ‘তথাস্তু।’ তৎপরে ভগবান সুবৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত নালন্দায় গমন করিলেন। তথায় ভগবান পার্বক-আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৬। অনন্তর আশুজ্ঞান সারিপদ্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন :

‘দেব, আমি ভগবানের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান যে, আমার মতে সম্বোধিত সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অভিজ্ঞতর অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কখনও ছিল না, হইবে না এবং এখনও নাই।’

‘সারিপদ্র। তুমি যাহা কহিয়াছ তাহা সত্যই গোবরমণ্ডিত ও সুস্পষ্ট, উহা সত্যই ভাবাবেশের গান। তাহা হইলে, সারিপদ্র, অতীত কালে যাহা অবহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, স্ব-চিন্তে তাহাদের চিত্ত পবিত্র হইয়া তুমি জানিয়াছ তাহা কিরূপ শীলসম্পন্ন ছিলেন, কিরূপ ধর্মসম্পন্ন ছিলেন, কিরূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিলেন, কিরূপই বা তাহাদের জীবন যাত্রার প্রণালী ছিল এবং তাহা কিরূপ বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ?

‘ভগ্নে, তাহা নহে।’

‘তাহা হইলে, সারিপদ্র, যাহারা ভবিষ্যতে অবহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন, স্ব-চিন্তে তাহাদের চিত্ত পবিত্র হইয়া তুমি জানিয়াছ তাহারা কিরূপ শীল

সম্পন্ন হইবেন, কিব্দপ ধর্মসম্পন্ন হইবেন, কিব্দপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইবেন, কিব্দপই বা তাঁহাদের জীবনযাত্রা প্রগালী হইবে এবং তাঁহারা কিব্দপ বিমুক্তি লাভ করিবেন ?

‘ভস্তু, তাহা নহে ।’

‘তাহা হইলে, সাবিপুত্র, বর্তমানে অবহৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আমাব চিত্ত স্ব-চিত্তে পবিজ্ঞাত হইয়া তুমি জানিষাছ ভগবান কিব্দপ শীলসম্পন্ন, কিব্দপ ধর্ম ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, কিব্দপই বা তাঁহাব জীবন যাত্রা প্রগালী এবং তিনি কিব্দপ বিমুক্তি লাভ করিষাছেন ?’

‘ভস্তু, তাহা নহে ।’

‘সাবিপুত্র, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবহৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণের চিত্ত তোমাব পবিজ্ঞাত নহে, তবে কিব্দপে তুমি এব্দপ সুমহান ও সুস্পর্ষ উক্তি করিলে ? কিব্দপে তোমাব এব্দপ ভাবাবেশ গীত হইল ?’

১৭। ‘ভস্তু অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবহৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণের চিত্ত আমাব জ্ঞাত নহে । তবে আমি ন্যাযানুযায়ী সিদ্ধান্তের উপর দণ্ডায়মান । দেব, মনে কব্দন কোন বাজাব সীমান্তে স্থিত নগরী সদৃচ ভিত্তির উপর গঠিত, দূর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত, উহাব মাত্র একটি দ্বাব, বাজা সেখানে বন্ধু ভিন্ন অপব সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবাব জন্য চতুৰ, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান প্রহরী রাখিষাছেন । বাজা নগরীভিমুখী পথগুলি পবিদর্শনে যাইষা দুর্গ প্রাকাবেব কোথাষও এমন কোন ছিদ্রাদি হযত দেখিতে পাইবেন না যেখান দিষা বিডালেব ন্যাষ একটু ক্ষুদ্র প্রাণীও বাহিব হইতে পাবে । তথাপি তাঁহাব মনে এইব্দপ হইবে যে, বৃহত্তর প্রাণীগণ, যাহাবা নগবে প্রবেশ করিবে কিম্বা নগব ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে মাত্র ঐ একটি দ্বাব ব্যবহাব করিতে হইবে । আমিও সেইব্দপ সিদ্ধান্তেব ভিত্তিতে স্থিত । আমি জানি অতীতেব বুদ্ধগণ সকলেই চিত্তেব উপক্লেষ প্রজ্ঞাদুর্শলকাবী পণ্ড নীবণ পবিহার করিষা, চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থানে চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিষা, সপ্ত বোধ্যঙ্গ যথাব্দপে অনুশীলন পদ্বর্ক অনন্তব সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইষাছিলেন । যাহাবা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন তাঁহাবা সকলেই ঐ একই মার্গ অবলম্বন করিষা সম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন । বর্তমানে ভগবানও ঐ মার্গই অবলম্বন করিষা সম্যক সম্বুদ্ধ হইষাছেন ।’

১৮। ঐ স্থানেও ভগবান নালন্দাষ পাবাবিক আশ্রমে অবস্থানকালে

ভিক্ষুদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্মকথা কহিলেন : ইহা শীল ইহা সমাধি, ...অবিদ্যাপ্রব হইতে বিমুক্ত হয় । (১২ পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) ।

১৯ । অতঃপর ভগবান নালন্দাষ ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিয়া আশুজ্ঞান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন : 'এস, আনন্দ, আমরা পার্টলিগ্রামে গমন করি ।'

'দেব, তথাস্তু', আনন্দ এইরূপ কহিলে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পার্টলিগ্রামে গমন করিলেন ।'

২০ । পার্টলিগ্রামেব উপাসকগণ শ্রবণ করিল যে, ভগবান পার্টলিগ্রামে উপনীত হইয়াছেন । তখন ঐ গ্রামেব উপাসকগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিল । পরে তাহারা ভগবানকে কহিল, 'ভগবান, আমাদের অতিথিশালায় অবস্থান করুন ।' ভগবান মৌনভাবেব দ্বাৰা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ।

২১ । তৎপরে উপাসকগণ ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ পূর্বক অতিথিশালায় গমন করিল । তথায় তাহারা চতুর্দিকে আস্তবন বিস্তৃত করিয়া আসন স্থাপন পূর্বক জলাধার এবং তৈলপ্রদীপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল । তৎপরে তাহারা ভগবানকে কহিল :

'দেব, অতিথিশালায় সম্বৰ্ণ আস্তবন বিস্তৃত হইয়াছে, আসন স্থাপিত হইয়াছে, জলপাত্র এবং প্রদীপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে ভগবানের যাহা ইচ্ছা ।'

২২ । তৎপরে ভগবান পবিচ্ছদ পৰিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর সহ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অতিথিশালায় গমন করিলেন এবং পাদ প্রক্ষালন-পূর্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মধ্যস্থিত স্তম্ভ পশ্চাতে রাখিয়া পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন । ভিক্ষুগণও পাদ প্রক্ষালনপূর্বক শালায় প্রবেশ করিয়া পশ্চিমাভিমুখী ভিত্তি পশ্চাতে রাখিয়া পূর্বমুখী হইয়া ভগবানকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন । উপাসকগণও পাদপ্রক্ষালনান্তে অতিথিশালায় প্রবেশপূর্বক পূর্বাভিমুখী ভিত্তি পশ্চাতে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ভগবানের সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট হইল ।

২৩ । তৎপরে ভগবান পার্টলিগ্রামেব উপাসকগণকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন : ‘গৃহপতিগণ, দুষ্টশীল শীলভ্রষ্টগণেব পণ্ডবিধ ক্ষতি , কি কি ?

‘দুষ্টশীল শীলভ্রষ্টগণ প্রমাদহেতু দাবুণ দাবিদ্র্যে উপনীত হয়, ইহা প্রথম ক্ষতি ।

‘পুনশ্চ, তাহাদেব নিন্দা ঘোষিত হয়, ইহা দ্বিতীয় ক্ষতি ।

‘পুনশ্চ, তাহাবা যে সমাজেই প্রবেশ কবুক—তাহা ক্ষত্রিয়দিগেবই হউক, অথবা ব্রাহ্মণদিগেব, অথবা গৃহপতিদিগেব, অথবা শ্রমণদিগেবই হউক—তথ্য তাহাবা সঙ্কুচিত ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা তৃতীয় ক্ষতি ।’

‘পুনবায, মৃত্যুকালে তাহাবা উদ্বিগ্নপূর্ণ হয়, ইহা চতুর্থ ক্ষতি ।’

‘পুনশ্চ, মৃত্যুব পব দেহেব ধনসাবসানে তাহাদেব পুনর্জন্ম, দুষ্ট-দুন্দর্শা দুর্গতি পূর্ণ হয় । ইহা পঞ্চম ক্ষতি ।’

২৪ । ‘শীলবানদিগেব শীলবান্ধব পণ্ডবিধ ফল,—কি কি ?’

‘প্রথমতঃ, তাহাবা অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া মহৎ ঐশ্বর্য্যেব অধিকারী হন ।’

‘দ্বিতীয়তঃ তাহাদেব খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয় ।’

‘তৃতীয়তঃ, তাহাবা যে সমাজেই প্রবেশ কবেন,—তাহা ক্ষত্রিয়দিগেব হউক, ব্রাহ্মণদিগেব হউক, গৃহপতিদিগেব হউক, অথবা শ্রমণদিগেবই হউক,—তথ্য তাহাবা আশ্রয়প্রাপ্ত ও ধৃতি সহকাৰে প্রবেশ কবেন ।’

‘চতুর্থতঃ, তাহাবা বিনা উদ্বিগ্নে দেহত্যাগ করেন ।’

‘স্বর্গশেষে, মৃত্যুব পব দেহেব ধনসাবসানে তাহাদেব পুনর্জন্ম সুখময় ও সুগতিসম্পন্ন হয় । শীলবানদিগেব শীলবান্ধব এই পণ্ডবিধ লাভ ।’

২৫ । তৎপবে ভগবান দীর্ঘবারি পৰ্য্যন্ত পাটলিগ্রামেব উপাসকগণকে ধর্ম্মকথায় উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রস্তুত কৰিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ‘গৃহপতিগণ, বারি অনেক হইয়াছে, এক্ষণে তোমবা ইচ্ছানুসারে কৰিতে পাব ।’ এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । তাহাবাও ‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আসন হইতে উত্থান কৰিয়া ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রস্থান কৰিল । ইহাব অব্যবহিত পবে ভগবান নিষ্কর্জন কক্ষে প্রবেশ কৰিলেন ।

২৬ । ঐ সময়ে সুনীধি এবং বর্ষকাব নামক মগধেব প্রধান অমাত্যদ্বয় বৃজিগণেব আক্রমণ প্রতিবোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নিষ্কাশন কৰিতেছিলেন ।

বহুসহস্র দেবতাও ঐ সময়ে তথায় বাস গ্রহণ করিতেছিল। যেখানে মহা-প্রভাবশালী দেবতাগণ বাস গ্রহণ কবেন, সেইস্থানে পবাক্রমশালী নৃপতিগণ এবং তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা কবেন। যেখানে মধ্যম শ্রেণীর দেবতাগণ বাসগ্রহণ কবেন, সেইস্থানে মধ্যম শ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, যেখানে নিম্নশ্রেণীর দেবতাগণ বাসগ্রহণ কবেন, সেইস্থানে নিম্নশ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা কবেন।

২৭। ভগবান দিব্য, বিশুদ্ধ, অমানুষিক চক্ষুদ্বারা পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণে নিবত ঐ সকল সহস্রাধিক দেবতাগণকে নিবীক্ষণ করিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যবে উঠিয়া আনন্দকে কহিলেন :

‘আনন্দ, পাটলিগ্রামে কে নগর নিৰ্ম্মাণ করিতেছে ?’

‘ভক্তে, সুনীধ এবং বর্ষকাব নামক মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিবোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন।’

২৮। ‘আনন্দ, মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় যেন ঋষিস্ত্রিশ দেবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়াই বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিবোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন। আনন্দ, আমি দিব্য, বিশুদ্ধ, অমানুষিক চক্ষুদ্বারা এই পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণে নিবত বহুসহস্র দেবতাকে দেখিয়াছি। যেখানে মহাপ্রভাবশালী দেবতাগণ বাস গ্রহণ কবেন, সেইস্থানে পবাক্রমশালী নৃপতিগণ এবং তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা কবেন। যেখানে মধ্যম শ্রেণীর দেবতাগণ বাস গ্রহণ কবেন, সেইস্থানে মধ্যম শ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা কবেন ; যেখানে নিম্নশ্রেণীর দেবতাগণ বাস গ্রহণ কবেন, সেইস্থানে নিম্নশ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা কবেন। আনন্দ, যতদূর আৰ্যভূমি, যতদূর বণিকদিগের গমনাগমনের পথ, তাহার মধ্যে এই পাটলিপুত্র প্রধান নগর হইবে, ইহা সৰ্ববিধ বাণিজ্যের কেন্দ্র হইবে। কিন্তু পাটলিপুত্রের ত্রিবিধ অন্তবাষ আছে—অগ্নি অথবা জল অথবা মিশ্রভেদ।’

২৯। তদনন্তর সুনীধ এবং বর্ষকাব, মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয়, যেখানে ভগবান সেখানে গমন করিলেন এবং ভগবানের সহিত অভিবাদন এবং শিষ্টাচারের আদান প্রদান পূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন : ‘ভগবান অদ্য ভিক্ষুসংঘের সহিত আমাদের

গৃহে আহাব গ্রহণ কব্দন। ভগবান মৌনভাবে দ্বাৰা নিমন্ত্ৰণ গ্রহণ কৰিলেন।’

৩০। সুনীধ এবং বৰ্ষকাৰ, মগধেৰ দূৰ্হী প্ৰধান অমাত্য, ভগবানেৰ স্বীকৃতি জ্ঞাত হইয়া স্বকীয় আবাসে প্ৰত্যাৰ্ত্তন পুৰ্ব্বক উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্ৰস্তুত কৰিয়া ভগবানেৰ নিকট সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিলেন,—‘হে গোতম, আহাব প্ৰস্তুত।’

তখন ভগবান পুৰ্ব্বাহ্নে পৰিচ্ছদ পৰিহিত হইয়া পাণ্ডু-চীৰৰ হস্তে ভিক্ষু-সঙ্ঘেৰ সহিত অমাত্যদ্বয়েৰ গৃহে গমন পুৰ্ব্বক নিৰ্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কৰিলেন। মগধেৰ প্ৰধান অমাত্যদ্বয় বুদ্ধপ্ৰমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পৰিবেশন পুৰ্ব্বক তৃপ্ত কৰিলেন। তদনন্তৰ অমাত্যদ্বয় ভগবান আহাবান্তে পাণ্ডু হইতে হস্ত অপসৰ্বিত কৰিলে নিম্ন আসন গ্রহণ পুৰ্ব্বক এক প্ৰান্তে উপবেশন কৰিলেন।

৩১। অমাত্যদ্বয় উপবেশন কৰিলে ভগবান নিম্নোক্তৰূপে দানানুমোদন কৰিলেন :—

‘পণ্ডিত ব্ৰহ্মচাৰী বেষ্টানে বাস কৰিয়া শীলবান সংঘত পুৰুষদিগকে আহাব দান কৰেন, এবং ঐ স্থানে যে সকল দেবতা আছেন তাহাদিগকে দক্ষিণা দান কৰেন, সেইস্থানে দেবতাগণ পূজিত ও সম্মানিত হইয়া তাহাব পূজা ও সম্মান কৰেন।

মাতা ঔবসপুত্ৰকে ষেৰূপ অনুকম্পা কৰেন, ঐ সকল দেবতাগণ তাহাকে সেইৰূপ অনুকম্পা কৰেন, দেবানুকম্পিত পুৰুষ সৰ্ব্বদা মঙ্গল দৰ্শন কৰেন।’

অনন্তৰ ভগবান অমাত্যদ্বয়কে উপবোক্ত বূপে সাধুবাদ দিয়া আসন হইতে উত্থান পুৰ্ব্বক প্ৰস্থান কৰিলেন।

৩২। অমাত্যদ্বয় ভগবানেৰ পশ্চাদনুসৰণ কৰিল এবং বলিতে লাগিল, ‘অদ্য ভগবান যে দ্বাৰ দিয়া নিষ্কান্ত হইবেন তাহাব নাম হইবে গোতম দ্বাৰ। যে তীৰ্থ দিয়া তিনি গঙ্গা নদী পাৰ হইবেন, সেই তীৰ্থেৰ নাম হইবে গোতম-তীৰ্থ।’ তৎপৰে ভগবান যে দ্বাৰ দিয়া নিষ্কান্ত হইলেন ঐ দ্বাৰেৰ নাম হইল গোতম-দ্বাৰ।

৩৩। অতঃপৰ ভগবান গঙ্গা নদীতে গমন কৰিলেন। ঐ সময় গঙ্গা নদী কূলে কূলে পৰিপূৰ্ণ। ইতস্ততঃ গমনাগমনেৰ নিমিত্ত কেহ কেহ

নৌকাব, কেহ বা ভেলাব অন্বেষণ কৰিতেছিল, কেহ বা কুল্ল নিৰ্মাণ কৰিতেছিল। তৎপবে ভগবান য়েব্দপ বলবান পুৰুষ সঙ্কুচিত বাহু প্ৰসাৰিত কৰে, অথবা প্ৰসাৰিত বাহু সঙ্কুচিত কৰে, সেইব্দপ গঙ্গা নদীৰ এই পাবে অন্তৰ্হিত হইয়া ভিক্কু সঙ্ঘেৰ সৰ্হিত অপৰ তীৰে প্ৰত্যাখান কৰিলেন।

৩৪। মনুৰ্য্যগণেৰ উপবোক্ত ক্ৰিয়া ভগবান দেখিলেন, তখন তাঁহাৰ মূখ হইতে এই উদান বাক্য নিৰ্গত হইল :

যাঁহাবা ক্ষুদ্ৰ জলাশয় পৰিহাৰ পূৰ্বক সেতুৰ সাহায্যে সমুদ্ৰ ও নদী উত্তীৰ্ণ হন, তাঁহাবা পণ্ডিত . যখন জনসাধাৰণ কুল্ল নিৰ্মাণ বত, তখন পণ্ডিতগণ উত্তীৰ্ণ ।^১

। প্ৰথম ভাগবাব সমাপ্ত ।

১। যাঁহাবা আৰ্য্য মাৰ্গৰূপ সেতুৰ সাহায্যে কাম, অবিচ্ছা এবং মোহৰূপ পঞ্চল পৰিহাৰ পূৰ্বক তৃষ্ণাৰূপ সমুদ্ৰ উত্তীৰ্ণ হন, তাঁহাবা জ্ঞানী, তাঁহাবা মুক্ত। অজ্ঞান জগত আচাৰ অনুষ্ঠান পালন এবং দেবপূজা হইতে মুক্তিব আশা কৰে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। ১। অতঃপৰ ভগবান আষুজ্ঞান আনন্দকে কহিলেন : ‘আনন্দ, চল, আমবা কোটিগ্রামে গমন কৰি।’ ‘দেব, তথাস্তু’ বলিষা আনন্দ সন্মত হইলেন। তৎপৰে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেৰ সহিত কোটিগ্রামে গমন কৰিলেন এবং তথায় অবস্থান কৰিতে লাগিলেন।

২। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে সন্বোধন কৰিষা কহিলেন :

‘ভিক্ষুগণ চাৰি আৰ্য্যসত্যেৰ জ্ঞান এবং অনদ্ভূতিৰ অভাবেৰ কাৰণেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে জন্মান্তৰে ভ্রমণ হইয়াছে—আমাবও এবং তোমাদিগেবও। ঐ চাৰিটি কি কি? ভিক্ষুগণ। দঃখ আৰ্য্যসত্য, দঃখ সমুদয আৰ্য্যসত্য, দঃখ নিবোধ আৰ্য্যসত্য এবং দঃখ নিবোধেৰ মাৰ্গ আৰ্য্যসত্য—এই চাৰি আৰ্য্যসত্যেৰ জ্ঞান এবং অনদ্ভূতিৰ অভাবেৰ কাৰণেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে জন্মান্তৰে ভ্রমণ হইয়াছে—আমাবও এবং তোমাদিগেবও। কিন্তু ভিক্ষুগণ। এই চাৰি আৰ্য্যসত্যেৰ জ্ঞান এবং অনদ্ভূতি হইলে ভব-তৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়, পুনঃ পুনঃ জন্ম প্ৰবৰ্তনকাৰী তৃষ্ণাৰ ধ্বংস সাধন হয়, তাহাব পৰ আব পুনৰ্জন্ম নাই।’

৩। ভগবান এইব্দপ কহিলেন। সঙ্গত শাস্তা পুনৰায় কহিলেন :

‘চাৰি আৰ্য্যসত্যেৰ যথাব্দপ দৰ্শনেৰ
অভাবে বহুজন্ম অতিক্ৰান্ত হইয়াছে।
তাহাদেৰ সম্যক অনুধাবনে পুনৰ্জন্মেৰ
হেতু বিনষ্ট হয়, দঃখেৰ মূল উচ্ছিন্ন হয়,
তখন আব পুনৰ্জন্ম নাই।’

৪। কোটিগ্রামে অবস্থান কালে ঐস্থানেও ভগবান ভিক্ষুগণকে বিস্তৃতব্দপে ধৰ্ম্মকথা কহিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্ৰজ্ঞা, শীল-পৰিভাৰিত সমাধি মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকাৰী, সমাধি পৰিভাৰিত প্ৰজ্ঞা মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকাৰী, প্ৰজ্ঞা পৰিভাৰিত চিত্ত সম্যকব্দপে আশ্ৰব সমুহ হইতে—যথা কামাস্ৰব, ভবাস্ৰব, দৃষ্টি-আশ্ৰব এবং অবিদ্যা-আশ্ৰব হইতে বিমুক্ত হয়।

৫। ভগবান কোটিগ্রামে যথেষ্টা অবস্থান কৰিষা আষুজ্ঞান আনন্দকে সন্বোধন কৰিষা কহিলেন :

‘আনন্দ ! চল, আমরা নাদিকে গমন করি ।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আযুজ্ঞান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ।

অনন্তর ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত নাদিকে গমন করিলেন এবং ঐস্থানে ইষ্টক নিৰ্ম্মিত ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

৬। তদনন্তর আযুজ্ঞান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনাশ্চে এক প্রাশ্তে উপবেশন করিলেন । পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন :

‘দেব, সাল্হ নামক ভিক্ষু নাদিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন , তিনি কি গতি লাভ করিয়াছেন ? পবলোকে তাঁহাব নিয়তি কি ? নাদিকে নন্দা নাম্নী ভিক্ষুণী মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাব কি গতি এবং পবলোকে তাঁহাব নিয়তি কি ? ঐস্থানে সুদত্ত নামক উপাসকের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাব কি গতি এবং পবলোকে নিয়তি তাঁহাব কি ? ঐস্থানে সুজাতা নাম্নী উপাসিকাব মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাব কি গতি এবং পবলোকে তাহাব নিয়তি কি ? বকুধ, কালিঙ্গ, নিকট, কটিস্‌সভ তুট্ঠ, সন্তুট্ঠ, ভদ্দ, সুভদ্দ নামক উপাসকগণ নাদিকে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদেব কি গতি এবং পবলোকে তাহাদেব নিয়তি কি ?’

৭। ‘আনন্দ ! ভিক্ষু সাল্হ আসন্ন সমুদ্রের ক্ষয়হেতু এই জগতেই অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া এবং উপলব্ধি করিয়া উহা লাভ করিয়াছিলেন । ভিক্ষুণী নন্দা পঞ্চ অববভাগীষ’ সংযোজনের^১ ক্ষয়হেতু উপপাতিকা হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তিনি পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাব চ্যুতি নাই । উপাসক সুদত্ত ত্রিবিধ^২ সংযোজনের ক্ষয়হেতু বাগ-দ্বৈষ-মোহেব অবসানে সৰ্বদাগামী হইয়াছেন, তিনি আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দুঃখেব অন্ত করিবেন । উপাসিক সুজাতা ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাব চ্যুতি নাই, এবং সন্বাধি তাঁহার নিশ্চিত নিয়তি । উপাসক বকুধ পঞ্চ অববভাগীষ সংযোজনের ক্ষয়হেতু উপপাতিক হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তিনি

১। কামলোক সম্পর্কিত ।

২। সংকাষ দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ ।

৩। উপরোক্ত পঞ্চসংযোজনের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ।

পৰ্বিনিষ্ৰাণ প্ৰাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাব চ্যুতি নাই। কালিঙ্গ, নিকট, কটিস্-সভ, তুট্ঠ, সন্তুট্ঠ ভন্দ এবং সুভন্দ নামক উপাসকগণ পঞ্চ অববভাগীষ সংযোজনেৰ ক্ষমহেতু উপপাতিক হইযাছেন, ঐ অবস্থাতেই তাঁহাবা পৰ্বিনিষ্ৰাণ প্ৰাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদেব চ্যুতি নাই। নাদিকেব পঞ্চাশাধিক উপাসক মবণান্তে পঞ্চ অববভাগীষ সংযোজনেৰ ক্ষমহেতু উপপাতিক হইযাছেন, ঐ অবস্থাতেই তাঁহাদেব পৰ্বিনিষ্ৰাণ হইবে, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদেব চ্যুতি নাই। নাদিকেব নবতিৰ অধিক উপাসক মবণান্তে ত্ৰিবিধ সংযোজনেৰ ক্ষমহেতু বাগ ব্বেষ মোহেব অবসানে সৰুদাগামী হইযাছেন, তাঁহাবা আৰ একবান মাত্ৰ এই জগতে আসিষা দৃষ্ণেব অন্ত কৰিবেন। পঞ্চশতেৰ অধিক নাদিকেব উপাসক মবণান্তে ত্ৰিবিধ সংযোজনেৰ ক্ষমহেতু স্নোতাপন্ন হইযাছেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদেব চ্যুতি নাই এবং সম্বোধি তাঁহাদেব নিশ্চিত নিৰ্ঘতি।

৮। ‘আনন্দ। মনুষ্যেব যে মৃত্যু হইবে ইহাতে আশ্চৰ্য্যেব বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু প্ৰত্যেক মনুষ্যেব মৃত্যুৰ পৰ তুমি যদি তথাগতেব নিকট আসিষা এইব্দ প্ৰশ্ন কৰ, তাহা হইলে উহা তথাগতেব বিবস্তিৰ কাৰণ হইবে। অতএব আমি ধৰ্ম্মাদিশ’ নামক ধৰ্ম্ম পৰ্যাষেব উপদেশ দিব। ঐ আদৰ্শ সমন্বিত আৰ্য্যশ্ৰাবক ইচ্ছা হইলে আপনাৰ সম্বন্ধে আপনিই ভবিষ্যদ্বাণী কৰিতে পাৰিবেনঃ “আমাৰ আৰ নবক নাই, পশুযোনিতে জন্ম নাই, প্ৰেতযোনিতে জন্ম নাই, আমি স্নোতাপন্ন হইযাছি, উহা হইতে আমাৰ চ্যুতি নাই, সম্বোধি আমাৰ নিশ্চিত নিৰ্ঘতি।”

৯। ‘আনন্দ। এই ধৰ্ম্মাদিশ’ কি? আনন্দ। আৰ্য্যশ্ৰাবক বুদ্ধে অচল শ্ৰদ্ধাসম্পন্ন হনঃ “ভগবান অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচৰণসম্পন্ন, লোকজ্ঞ, সুগত, অনন্তৰ দম্য-পদ্বদ্ব-সাবাধি, দেব মনুষ্যেব শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।” তিনি (আৰ্য্যশ্ৰাবক) ধৰ্ম্মে অচল শ্ৰদ্ধাসম্পন্ন হনঃ “ধৰ্ম্ম জগতেব হিতাৰ্থ ভগবান কৰ্ত্তক ঘোষিত, উহা সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সৰ্ব জগতকে সাদৰে আহ্বানকাৰী, মূৰ্ত্তি প্ৰদাষী এবং বিজ্ঞগণ কৰ্ত্তক স্ব-স্ব চেষ্টাষ জ্ঞাতব্য।” তিনি (আৰ্য্যশ্ৰাবক) সম্বন্ধে অচল শ্ৰদ্ধা সম্পন্ন হনঃ “ভগবানেব শ্ৰাবক সম্বন্ধে সুপ্ৰতিপন্ন, স্বজ্ঞ প্ৰতিপন্ন, ন্যায প্ৰতিপন্ন,

সম্যক প্রতিপন্ন। চারি পদবৃক্ষ-যুগল এবং অষ্ট পদবৃক্ষ পদুগল বিশিষ্ট ভগবানের এই শ্রাবক সঙ্ঘ ; তাঁহারা সম্মানের যোগ্য, সৎকাবের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, পূজার যোগ্য, তাঁহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।” এই সঙ্ঘ অর্থহিত, নিন্দোষ, নিম্মল, নিষ্কলঙ্ক, শৃঙ্খল মোচনকাবী, বিজ্ঞ প্রশংসিত, বিশুদ্ধ, সমাধি সংবর্ত্তনিক, আৰ্য্য কাস্তশীল সমন্বিত।

‘আনন্দ, ইহাই ধর্ম্মাদর্শ ধর্ম্ম-পর্য্যায়। এই আদর্শ সমন্বিত আৰ্য্য-শ্রাবক ইচ্ছা হইলে আপনার সম্বন্ধে আপনিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিবেন : “আমার আব নবক নাই, পশুযোনিতে জন্ম নাই, প্রেতযোনিতে জন্ম নাই, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি, উহা হইতে আমার চ্যুতি নাই, সম্বোধি আমার নিশ্চিত নিয়তি।”

১০। ‘ভগবান নাদিকে ইষ্টক গৃহে অবস্থানকালে এইরূপে বিস্তৃতভাবে ভিক্ষুগণকে ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি-অবিদ্যা আশ্রয় হইতে বিমুক্ত হয়।’ [৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

১১। অতঃপর ভগবান নাদিকে ইচ্ছানুরূপে অবস্থান করিয়া আবুজ্ঞান আনন্দকে কহিলেন : ‘আনন্দ চল, আমবা বৈশালি গমন করি।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ সন্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বৈশালি গমন পদবৃক্ষ তথায় অম্বপালি-বনে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন।

১২। ঐ স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :

‘ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইবেন, তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ।

‘কিবূপে ভিক্ষু স্মৃতি সমন্বিত হন? ভিক্ষু কায়ে কাযানুপশ্যাৎ হইয়া বিহার কবেন, তিনি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞান-যুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্ম্মনস্যেব দমন কবেন ; তিনি বেদনায বেদনানুপশ্যাৎ চিত্তে চিত্তানুপশ্যাৎ, ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যাৎ হইয়া বিহার করেন এবং উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞান-যুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্ম্মনস্যেব দমন কবেন।’

১৩। ‘কিবূপে ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হন? ভিক্ষু পদবোগমনে ও প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন, অবলোকনে বিলোকনে, সঙ্কোচন ও প্রসারণে, সংঘাটিপাত চীবব ধাবণে, ভুক্তি, পান, ভোজন ও আস্বাদনে, শোচকর্ম্মে,

গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, স্নান্ধি ও জাগরণে, ভাষণে, তুষ্টীভাবে, সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন। ভিক্ষু এইরূপে সম্প্রজ্ঞান সমান্বিত হন। ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমান্বিত হইবেন, তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ।’

১৪। গণিকা অম্বপালি শুনিলেন যে, ভগবান বৈশালীতে আগমন পূর্বক তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি উত্তম উত্তম যানাদি প্রস্তুত করাইয়া স্বয়ং এক বথে আবোহণ পূর্বক যানাদির সহিত বৈশালি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বকীয় উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভূমি যতদূর যানাদির গতির পক্ষে উপযুক্ত ততদূর বথাবোহণে গমন করিয়া তথায় অবতরণ পূর্বক পদব্রজে ভগবানের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিলেন।

তৎপরে অম্বপালি ভগবান কতৃক ধর্ম্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত হইয়া ভগবানকে এইরূপ কহিলেন :

‘ভগবান আগামী কল্য ভিক্ষুসম্মেহ সহিত আমার গৃহে আহাব-গ্রহণ করুন।’

ভগবান মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অম্বপালি ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

১৫। বৈশালির লিচ্ছবিগণ শুনিল ভগবান বৈশালীতে আগমন পূর্বক তথায় অম্বপালির আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। তখন তাহারা উত্তম উত্তম যানাদি প্রস্তুত করাইয়া উত্তম বথে আবোহণ পূর্বক যানাদিসহ বৈশালি হইতে যাত্রা করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নীলাঙ্গ, নীলবস্ত্র পরিহিত ও নীলালঙ্কারভূষিত, কেহ কেহ পীতাঙ্গ, পীতবস্ত্র পরিহিত, পীতালঙ্কার-ভূষিত, কেহ কেহ লোহিতাঙ্গ, লোহিতবস্ত্র পরিহিত, লোহিতালঙ্কারভূষিত, কেহ কেহ শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, শ্বেতালঙ্কারভূষিত।

১৬। অম্বপালি তবদ্বয় লিচ্ছবিগণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন—অঙ্কে অঙ্কে, চক্রে চক্রে, যুগে যুগে ঘর্ষণ হইল। তখন লিচ্ছবিগণ অম্বপালিকে কহিলেন :

‘অম্বপালি। তুমি কি নির্মিত্ত এবদপভাবে বথ চালনা করিলে?’

‘আৰ্য্যপুত্রগণ । যেহেতু আমি আগামী কল্য আহাব গ্রহণের জন্য ভিক্ষু সঙ্ঘ সহ ভগবানকে নিমন্ত্ৰণ কৰিযাছি ।’

‘অম্বপালি । লক্ষ মদ্রাব বিনিময়ে এই নিমন্ত্ৰণ আমাদিগকে দাও ।’

‘আৰ্য্যপুত্রগণ । আপনাবা সমগ্র বৈশালি অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যসমূহের সহিত আমাকে দান করিলেও আমি এই মহৎ ভোজোৎসব বিক্রম কৰিব না ।’

তখন লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলি স্ফোটন সহ কহিল : ‘আমবা এই ক্ষুদ্র আত্মপালিকা দ্বাৰা পরাজিত ও বঞ্চিত ।’

অনন্তর লিচ্ছবিগণ অম্বপালিব উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইল ।

১৭ । ভগবান দূর হইতে লিচ্ছবিগণের আগমন দেখিয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন :

‘ভিক্ষুগণ । যে সকল ভিক্ষুর গ্রাস্তিংশ দেবগণের দর্শন লাভ হয় নাই, তাঁহারা লিচ্ছবি পৰিষদের দিকে দৃষ্টিপাত কবুন । তাঁহারা লিচ্ছবি পৰিষদকে গ্রাস্তিংশ দেবগণরূপে জ্ঞান করুন ।’

১৮ । অতঃপর লিচ্ছবিগণ ভূমি যতদূর ধানাদিব গমনের উপযুক্ত ততদূর ধানাবোহণে গিয়া পবে অবতরণ পূৰ্ব্বক পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন কৰিয়া একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন । ভগবান তাঁহাদিগকে ধৰ্ম্মালোচনা দ্বাৰা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হৃদ্যান্বিত কৰিলেন ।

তখন লিচ্ছবিগণ ভগবানকে কহিলেন :

‘দেব । ভগবান আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমাদের গৃহে আহাব গ্রহণ কবুন ।’

‘লিচ্ছবিগণ । আগামী কল্য আহাবের জন্য আমি গণিকা অম্বপালিব নিমন্ত্ৰণ গ্রহণ কৰিযাছি ।’

তখন লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলিস্ফোটন পূৰ্ব্বক কহিল :

‘ক্ষুদ্র আত্মপালিকা দ্বাৰা আমবা পরাজিত ও বঞ্চিত ।’

তৎপবে লিচ্ছবিগণ ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন কৰিয়া আসন হইতে উঠিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূৰ্ব্বক প্রস্থান কৰিলেন ।

১৯ । অনন্তর গণিকা অম্বপালি বাগ্ৰিব অবসানে স্বকীয় গৃহে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত কৰাইয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেৰণ কৰিল : ‘দেব,

আহাবেব সময় হইয়াছে, অন্ন প্রস্তুত ।’ তখন পদ্ব্যহ্নে পবিহিত বস্ত্র ভগবান পাঠ ও চীবব হস্তে ভিক্ষুগণসহ অম্বপালিব আহাব পবিবেশনের স্থানে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । তখন অম্বপালি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসম্মুখে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পবিবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিলেন ।

তৎপবে অম্বপালি, ভগবান আহাবান্তে পাঠ হইতে হস্ত অপসাবিত করিলে, নিম্ন আসন গ্রহণ পদ্ব্যহ্ন এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন । তৎপবে তিনি ভগবানকে করিলেন :

‘দেব । এই উদ্যান আমি বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসম্মুখে দান করিতেছি ।’

ভগবান দান গ্রহণ করিলেন । অতঃপব ভগবান গণিকা অম্বপালিকে ধর্ম্মালোচনা দ্বাবা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিয়া প্রশ্নান করিলেন ।

২০ । ভগবান বৈশালিতে অবস্থান করিবাব কালেও ভিক্ষুগণকে বিস্তৃত-বদ্পে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি অবিদ্যা-আস্রব হইতে বিমুক্ত হব । [পদ্ব্যহ্নে ন্যায]

২১ । অনন্তব ভগবান অম্বপালিব উদ্যানে যথেষ্টা অবস্থান করিয়া আযুজ্ঞান আনন্দকে করিলেন :

‘আনন্দ । চল, আমবা বেলুব গ্রামে গমন করি ।’

‘দেব । তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসম্মুখের সহিত বেলুব গ্রামেব দিকে অগ্রসব হইলেন । ভগবান ঐ গ্রামেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

২২ । ঐ স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে করিলেন :

‘ভিক্ষুগণ । বৈশালিব চতুর্দিকে যাহাব যেখানে মিত্র অথবা পবিচিত্রিত অথবা অন্তবঙ্গ আছে, সে সেখানে বর্ষাবাস করুক, আমি এই বেলুব গ্রামেই বর্ষাবাস করিব ।’

‘দেব । তথাস্তু’ বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপনপদ্ব্যহ্ন বৈশালিব চতুর্দিকে যাহাব যেখানে মিত্র অথবা পবিচিত্রিত অথবা অন্তবঙ্গ আছে, সে সেইখানে বর্ষাবাস করিল, ভগবান স্বয়ং সেই বেলুব গ্রামেই বর্ষাবাস করিলেন ।

২৩ । এইবদ্পে বর্ষাবাসকালে ভগবান মাভাত্তক যন্ত্রণাদাযক ভীষণ বোগে

আক্ৰান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি সতর্ক ও শান্তভাবে উহা নীৰবে সহ্য কবিলেন।

তৎপরে ভগবানের মনে এই চিন্তাব উদয় হইল :

‘ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন কবিবার পূর্বে, তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ না কবিয়া পৰিনির্বাণে প্রবেশ কবা উচিত হইবে না। অতএব আমি ইচ্ছা-শক্তির প্রবল প্রয়োগ দ্বারা এই ব্যাধিকে দমন কবিয়া, যতদিন নির্দিষ্ট সময় আগত না হয়, ততদিন জীবন রক্ষা করিব।’

এইরূপে ভগবান বীৰ্য্যের প্রয়োগে ব্যাধি দমন কবিয়া নির্দিষ্ট সময়ের আগমনের প্রতীক্ষায় জীবনকে আয়ত্তাধীনে রাখিলেন। ভগবানের ব্যাধির প্রাবল্য হ্রাস হইল।

২৪। ভগবান সুস্থ হইলেন। বোগমুক্ত হইবার অব্যবহিত পবেই তিনি বিহার হইতে নিষ্কান্ত হইয়া উহার ছায়ায় নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিলেন। অতঃপর আয়ুজ্ঞান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে কহিলেন :

‘দেব, আমি ভগবানের সুস্থ অবস্থা দেখিয়াছি, তাঁহার অসুস্থ অবস্থাও দেখিয়াছি। যদিও তাঁহার পীড়ার দৃশ্যে আমার দেহ অবশ হইয়াছিল, জগত আমার নিকট অন্ধকার হইয়াছিল, আমার মনোবৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইয়াছিল, তথাপি ভগবান যে অন্ততঃ সঙ্ঘ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত পৰিনির্বাণে প্রবেশ কবিবেন না, এই চিন্তায় আমি কিয়ৎ পরিমাণ সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম।’

২৫। ‘আনন্দ! ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার নিকট কি প্রত্যাশা কবেন? আমি ধর্মপ্রচার কবিবার কালে বাহ্য ও গুপ্ত মতের প্রভেদ কবি নাই, আনন্দ! ধর্মের বিষয়ে তথাগতের আচার্য্য-মুণ্ডি নাই। নিশ্চয়ই, আনন্দ, যিনি মনে করেন “আমিই ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতৃত্ব কবিব,” অথবা “ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার উপর নির্ভর কবে,” তিনিই ভিক্ষুসঙ্ঘ সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে বিধি বিধান কবিবেন। কিন্তু তথাগতের মনে কখনই এরূপ হয় না যে “আমি ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতৃত্ব কবিব” অথবা “ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার উপর নির্ভর কবে।” তাহা হইলে কেন তথাগত সঙ্ঘের সম্বন্ধে নিয়মের ব্যবস্থা কবিবেন? আনন্দ! আমি বুদ্ধ হইয়াছি, আমার বয়স অনেক হইয়াছে, আমার ভ্রমণের অবসান

নিকটবর্তী হইতেছে, আমাব নির্দিষ্টকাল পূর্ণ হইয়াছে, আমি অশীতি বৎসবে উপনীত হইয়াছি। আনন্দ। য়েব্দপ জীর্ণ শকটেব গতি বিপ্ল সঙ্কুল, সেইব্দপ তথাগতেব দেহেব বক্ষাও কষ্ট সাধ্য। আনন্দ, যখন তথাগত বাহ্য জগতেব প্রতি মনোনিবেশে বিবত হইয়া বেদনাসমূহেব নিবোধে অনিমিত্ত* চিন্ত সমাধিতে উপনীত হইয়া বিহাব কবেন, তখনই তথাগতেব দেহ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কবে।

২৬। 'অতএব, আনন্দ, তোমবা আত্মদীপ হইয়া, আত্মশবণ হইয়া, অনন্যশবণ হইয়া বিহাব কব, ধম্মদীপ, ধম্মশবণ, অনন্যশবণ হও। আনন্দ, কিব্দপে ভিক্ষু আত্মদীপ, আত্মশবণ, অনন্যশবণ, ধম্মদীপ, ধম্মশবণ অনন্যশবণ হইয়া বিহাব কবেন ?

'আনন্দ। ভিক্ষু কাযে কাযানুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন, তিনি উদ্যম-শীল, সম্প্রজ্ঞান যুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দোষ্মনস্যেব দমন কবেন, বেদনায চিন্তে ধম্মে দমন কবেন। (১২ পবিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এইব্দপেই ভিক্ষু 'আত্মদীপ, আত্মশবণ, অনন্যশবণ, ধম্মদীপ, ধম্মশবণ,' অনন্য কাবণ হইয়া বিহাব কবেন।

'আনন্দ, যাঁহাবা এক্ষণে অথবা আমাব দেহাবসানে আত্মদীপ আত্মশবণ, অনন্যশবণ, ধম্মদীপ, ধম্মশবণ, অনন্যশবণ হইয়া বিহাব কবিবেন, আমাব সেই সকল ভিক্ষুগণ জন্মেব অতীত হইবেন, তবে তাঁহাদিগকে জ্ঞান পিপাসু হইতে হইবে।'

। দ্বিতীয় ভাগবাব সমাপ্ত ।

* বাহ্যবস্তব সহিত সম্পর্কশূন্য।

তৃতীয় অধ্যায়

৩। ১। পদ্বাহে পৰিহিত বস্ত্র ভগবান পাণ্ডু ও চাঁদ্র হস্তে বৈশালিতে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্তন পদ্বর্ক আহাবান্তে ভগবান আয়ুজ্ঞান আনন্দকে কহিলেন :

‘আনন্দ, কুশাসন গ্রহণ কব। আমি দিবা বিহাবার্থ চাপাল-চৈত্রে গমন করিব।’

‘দেব, তথাস্তু, বলিয়া আয়ুজ্ঞান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন পদ্বর্ক আসন হস্তে ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

২। ভগবান চাপাল চৈত্রে উপনীত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন-। আয়ুজ্ঞান আনন্দও ভগবানকে অভিবাদন পদ্বর্ক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে ভগবান আনন্দকে কহিলেন :

‘আনন্দ। বৈশালি বমণীষ স্থান, বমণীয় উদেন চৈত্রে, বমণীয় গোতমক চৈত্রে, বমণীয় সত্তম্বক চৈত্রে, বমণীয় বহুপদ্বর্ক চৈত্রে, বমণীয় সারন্দদ চৈত্রে, বমণীয় চাপাল চৈত্রে।

৩। ‘আনন্দ। যাহাব চাবি ঋদ্ধি-পাদ’ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পদ্বর্ক, সুসমাবদ্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন যাপন করিতে পাবেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পাবেন। আনন্দ! তথাগতের চাবি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত সুসমাবদ্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন যাপন করিতে পাবেন, অথবা কল্পের অবশিষ্ট কাল প্রাণধারণ করিতে পারেন।’

৪। ‘ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও আয়ুজ্ঞান আনন্দ উহা বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না : বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!’ ইহাব কারণ তাহাব চিত্ত মাব কর্তৃক অভিভূত হইয়াছিল।

১। উদ্দেশ্য, ইচ্ছাশক্তি, চিন্তা ও এষণার বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প।

৫। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ভগবান আনন্দকে কহিলেন :

‘আনন্দ, বৈশালী বমণীৰ স্থান চাপাল চৈত্য ।’ (২ পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) ।

‘আনন্দ, যাঁহাব চাৰি ঋদ্ধি পাদ...অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ কৰিতে পাবেন ।’ (৩ পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) ।

ভগবান স্পৰ্শ ইঙ্গিত সহ অভিভূত হইয়াছিল । (৪ পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) ।

৬। তৎপবে ভগবান আনন্দকে কহিলেন :

‘আনন্দ, তুমি যাও, এখন তুমি যাহা ইচ্ছা কৰিতে পাব ।’

‘দেব, তথাস্তু বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন পূৰ্ব্বক আসন হইতে উত্থান কৰিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ কৰণান্তে নিকটস্থ এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন কৰিলেন ।

৭। আশ্চৰ্যান আনন্দেব প্রস্থানেব অব্যবহিত পবে দৃষ্ট মাৰ ভগবানেব নিকট উপস্থিত হইয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কহিল :

‘দেব, ভগবান এইবাব পৰিনিৰ্ব্বাণে প্রবেশ কৰুন, সঙ্গত পৰিনিৰ্ব্বাণে প্রবেশ কৰুন, ভগবানেব পৰিনিৰ্ব্বাণেব কাল উপস্থিত হইয়াছে । ভগবান পূৰ্বেই বলিয়া বাখিয়াছেন : “হে দৃষ্ট, যতদিন আমাব ভিক্ষুগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, যতদিন তাঁহাবা জ্ঞানী ও উপযুক্ত বৃপে নিযন্ত্ৰিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধৰ্ম্মগ্রন্থ সমূহে পাবদৰ্শী হইয়া বৃহত্তৰ ও ক্ষুদ্রতৰ কৰ্ত্তব্যেব পালন না কৰিবেন, উপদেশাবলীৰ অনুবৰ্ত্তী হইয়া জীবে শৃঙ্খলাচাৰী না হইবেন—যতদিন তাঁহাবা স্বয়ং ধৰ্ম্মকে আৰম্ভ কৰিয়া ঐ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে অপৰকে শিক্ষাদান কৰিতে না পারিবেন, উহা প্রচাৰ কৰিতে, ঘোষণা কৰিতে, প্রতিষ্ঠিত কৰিতে, উন্নত কৰিতে, পুণ্ড্রানুপুণ্ড্রবৃপে ব্যাখ্যা কৰিতে ও উহাব অর্থ সুস্পষ্ট কৰিতে না পারিবেন,—যতদিন তাঁহাবা অপৰে মিথ্যা মত প্রচাৰ কৰিলে উহাকে পৰাভূত ও বিনষ্ট কৰিয়া বিস্ময়কৰ সত্যেব বিস্তৃতি সাধন কৰিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পৰিনিৰ্ব্বাণে প্রবেশ কৰিব না ।”

৮। ‘দেব, ভিক্ষুগণ একগণে ভগবানেব ইচ্ছানুৰূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাব ইচ্ছানুৰূপ সমস্তই কৰিতে সক্ষম । অতএব দেব । ভগবান সঙ্গত পৰিনিৰ্ব্বাণে প্রবেশ কৰুন, ভগবানেব পৰিনিৰ্ব্বাণেব কাল উপস্থিত হইয়াছে ।

‘ভগবান পূৰ্বেই বলিয়া বাখিয়াছেন : “হে দৃষ্ট ! যতদিন আমাব

ভিক্ষুগণ প্রকৃত শ্রাবিকা না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিষ্পত্তি-
যতদিন আমার গৃহস্থ উপাসকগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্ত-
রূপে নিষ্পত্তি-বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি
পৰিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।” (উপবে ৭ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। দেব,
উপাসকগণ এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছানুসারে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাব
ইচ্ছানুসারে সমস্তই করিতে সক্ষম। অতএব দেব। ভগবান সুগত পৰিনির্বাণে
প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

‘ভগবান পদ্বৈই বলিয়া বাখিষাছেন : “হে দৃষ্ট! যত দিন আমার
উপাসিকাগণ প্রকৃত শ্রাবিকা না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিষ্পত্তি-
বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পৰিনির্বাণে প্রবেশ
করিব না। (উপবে ৭ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। দেব। উপাসিকাগণ এক্ষণে
ভগবানের ইচ্ছানুসারে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাব ইচ্ছানুসারে সমস্তই
করিতে সক্ষম। অতএব ভগবান সুগত পৰিনির্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের
পৰিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

‘ভগবান, পদ্বৈই বলিয়া বাখিষাছেন : “হে দৃষ্ট! যত দিন মৎ-
প্রচারিত ব্রহ্মচর্য্য ঋদ্ধ, ক্ষীণ, প্রখ্যাত, বহুজনাদৃত, দূর্বিস্তৃত না হয়,—
যতদিন উহা সমগ্র মানব সমাজে সুপ্রকাশিত না হয়, তত দিন আমি
পৰিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।” এক্ষণে ভগবানের প্রচারিত ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাব
ইচ্ছানুসারে অবস্থায় উপনীত। অতএব ভগবান সুগত পৰিনির্বাণে প্রবেশ
করুন, তাঁহাব পৰিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

৯। মাব এইরূপ কহিলে ভগবান দৃষ্টকে কহিলেন :

‘দৃষ্ট! তুমি সুখী হও ; অচিরে তথাগতের পৰিনির্বাণ হইবে,
অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পৰিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।’

১০। অনন্তর ভগবান চাপাল চৈত্রে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া
অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল প্রত্যাখ্যান করিলেন। ঐ সময়ে মহা ভূমিকম্প হইল—
ভীষণ লোমহর্ষক, বজ্রপাত হইল। ভগবান উহা অবগত হইলে তাঁহাব
মুখ হইতে উদান নির্গত হইল :

‘জাতি ও জাতির হেতু—অপরিমেয় অথবা স্বপ্ন—মর্দন বিসর্জন
দিয়াছেন ; তিনি অধ্যাত্মবত ও সমাহিত হইয়া আত্মোন্মত্ত বস্ম ছিন্ন
করিয়াছেন।’

১১। তদনন্তর আয়ুজ্ঞান আনন্দ এইরূপ চিন্তা করিলেন : ‘আশ্চর্য্য অম্ভুত এই মহা ভূমিকম্প, ভীষণ ও লোমহর্ষক, বজ্রপাতও হইল। এই ভূমিকম্পের হেতু ও প্রত্যয় কি ?’

১২। অতঃপর আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনাস্তে এক প্রান্তে উপবেশন পদ্বর্ষক করিলেন :

‘আশ্চর্য্য অম্ভুত এই মহা ভূমিকম্প, ভীষণ ও লোমহর্ষক, বজ্রপাতও হইল। এই মহা ভূমিকম্পের হেতু ও প্রত্যয় কি ?’

১৩। ‘আনন্দ। মহা ভূমিকম্পের আট হেতু এবং আট প্রত্যয়। এই আট হেতু এবং আট প্রত্যয় কি কি ? এই মহা পৃথিবী জলে প্রতিষ্ঠিত, জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত এবং বায়ু আকাশাশ্রিত। যখন মহাবাত প্রবাহিত হয়, তখন ঐ বাতের প্রবাহে জল কম্পিত হয় এবং পৃথিবীকে কম্পিত করে। ইহাই মহা ভূমিকম্পের প্রথম হেতু, প্রথম প্রত্যয়।

১৪। ‘পুনশ্চ, ঋক্ষিমান বশীভূত-চিন্তা শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা মহাবলশালী মহাপবাক্তাঙ্ক দেবতা—ঋহাব প্রবিষ্ট (সদৃশ্য) পৃথিবী-সংজ্ঞা এবং অপ্রমাণ আপ-সংজ্ঞা অনদৃশীলিত হইয়াছে, তিনি এই পৃথিবীকে কম্পিত, সংকম্পিত, সংপ্রকম্পিত এবং সঞ্জালিত করিতে সমর্থ। ইহাই মহা ভূমিকম্পের দ্বিতীয় হেতু, দ্বিতীয় প্রত্যয়।’

১৫। ‘পুনশ্চ, যখন বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের তৃতীয় হেতু, তৃতীয় প্রত্যয়।’

১৬। ‘পুনশ্চ, যখন বোধিসত্ত্ব স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমান্বিত হইয়া মাতৃ-গর্ভ হইতে নিষ্কান্ত হন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্জালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের চতুর্থ হেতু, চতুর্থ প্রত্যয়।’

১৭। ‘পুনশ্চ, যখন তথাগত অনন্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্জালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের পঞ্চম হেতু, পঞ্চম প্রত্যয়।’

১৮। ‘পুনশ্চ, যখন তথাগত অনন্তর ধর্ম চক্রেব প্রবর্তন করেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সম্প্রকম্পিত হয়, সঞ্জালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ প্রত্যয়।’

১৯। 'পুনশ্চ, যখন তথাগত স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল প্রত্যাখ্যান কবেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত, সংকম্পিত, সংপ্রকম্পিত ও সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের সপ্তম হেতু, সপ্তম প্রত্যয়।'

২০। 'পুনশ্চ, যখন তথাগত অনুরূপাদিশেষ পৰিনির্বাণে প্রবেশ কবেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের অষ্টম হেতু, অষ্টম প্রত্যয়। আনন্দ, এই সকলই মহা ভূমিকম্পের অষ্ট হেতু এবং অষ্ট প্রত্যয়।

২১। 'আনন্দ, পৰিষদ আট প্রকার। কি কি? ক্রিয় পৰিষদ, ব্রাহ্মণ পৰিষদ, গৃহপতি পৰিষদ, শ্রমণ পৰিষদ, চাতুৰ্ম্মহাবাজিক পৰিষদ, চার্বাকপণ্ডিত পৰিষদ, মাব পৰিষদ, ব্রহ্ম পৰিষদ।

২২। 'আনন্দ, আমার স্মরণ আছে আমি শতাধিক ক্রিয় পৰিষদে গমন করিয়াছি, ঐ সকল স্থানে আসন গ্রহণের পূর্বে, উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ আবশ্য করিবার পূর্বে, আমি বর্ণে ও স্ববে তাহাদিগেরই মত হইতাম। আমি তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতাম। কিন্তু আমি কথা কহিলে কেহ আমাকে চিনিতে না; তাহারা বলিত "ইনি কে? মনুষ্য অথবা দেব?" তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিয়া আমি অদৃশ্য হইতাম। তখনও তাহারা আমাকে চিনিতে পারিত না, তাহারা বলিত, "যিনি অদৃশ্য হইলেন ইনি কে? দেব অথবা মনুষ্য?"

২৩। 'আনন্দ, আমার স্মরণ আছে, আমি শতাধিক ব্রাহ্মণ পৰিষদে ...গৃহপতি পৰিষদে শ্রমণ পৰিষদে...চাতুৰ্ম্মহাবাজিক পৰিষদে . . চার্বাকপণ্ডিত পৰিষদে মাব পৰিষদে ...ব্রহ্ম পৰিষদে গমন করিয়াছি, ঐ সকল স্থানে আসন গ্রহণের পূর্বে... দেব অথবা মনুষ্য? [উপরে ২২ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। আনন্দ, এই আট প্রকার পৰিষদ।

২৪। 'আনন্দ, অভিভূ-আযতন' (জয় স্থান) আট প্রকার। কি কি?

২৫। 'কেহ অধ্যাত্মে বদপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে বদপ দর্শন কবেন—
সীমাবদ্ধ, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপবীত বদপ ; "ঐ সকল অভিভূত কবিষা
জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইবদপ সংজ্ঞা লাভ কবেন। ইহাই
প্রথম অভিভূ-আযতন।

২৬। 'কেহ অধ্যাত্মে বদপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে বদপ দর্শন কবেন—
অসীম, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপবীত বদপ , "ঐ সকল অভিভূত কবিষা
জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইবদপ সংজ্ঞা লাভ কবেন। ইহাই
দ্বিতীয় অভিভূ-আযতন।

২৭। 'কেহ অধ্যাত্মে অবদপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে বদপ-দর্শন কবেন—
সীমাবদ্ধ, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপবীত বদপ , "ঐ সকল অভিভূত কবিষা
জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইবদপ সংজ্ঞা লাভ কবেন। ইহাই
তৃতীয় অভিভূ-আযতন।'

২৮। 'কেহ অধ্যাত্মে অবদপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে বদপ দর্শন কবেন—
অসীম, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপবীত বদপ , "ঐ সকল অভিভূত কবিষা
জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইবদপ সংজ্ঞা লাভ কবেন। ইহাই
চতুর্থ অভিভূ-আযতন।

২৯। 'কেহ অধ্যাত্মে অবদপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে বদপ দর্শন কবেন—
নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল নিভাস,—যথা—উমা পদ্মপ নীল, নীল-
বর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলনিভাস , অথবা য়েবদপ বাবাণসীব বস্ত্র—উভয় পৃষ্ঠ
সুদৃষ্ট, নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস—এইবদপ কেহ অধ্যাত্মে
অবদপ সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে বদপ দর্শন কবেন, নীল . নীল নিভাস , "ঐ
সকল অভিভূত কবিষা জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইবদপ সংজ্ঞা
লাভ কবেন। ইহাই পঞ্চম অভিভূ-আযতন।'

৩০। 'কেহ অধ্যাত্মে অবদপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে বদপ-দর্শন কবেন,—
পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীত-নিভাস—যথা কর্ণিকাব পদ্মপ পীত,
পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন, পীত-নিভাস , অথবা য়েবদপ বাবাণসীব বস্ত্র উভয়
পৃষ্ঠ সুদৃষ্ট পীত, পীতবর্ণ, নীতনিদর্শন, পীতনিভাস—এইবদপ কেহ
অধ্যাত্মে অবদপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে বদপ-দর্শন কবেন, পীত...পীত-নিভাস ,
"ঐ সকল অভিভূত কবিষা জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইবদপ সংজ্ঞা
লাভ কবেন। ইহাই ষষ্ঠ অভিভূ-আযতন।'

৩১। ‘কেহ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ-দর্শন কবেন—
বক্ত, বক্তবর্ণ, বক্ত-নিদর্শন, বক্ত-নিভাস—যথা বন্ধুজীব পদ্মপ বক্ত...বক্ত-নিভাস;
অথবা য়েব্দপ বাবাণসীব বস্ত্র—উভষ পৃষ্ঠ সন্মূর্ট, বক্ত...বক্ত-নিভাস—এই-
ব্দপ কেহ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপদর্শন কবেন, বক্ত...বক্ত
নিভাস; “ঐ সকল অভিভূত কবিষা জানিতেছি এবং দেখিতেছি” তিনি
এইব্দপ সংজ্ঞা লাভ কবেন। ইহাই সপ্তম অভিভূ-আযতন।’

৩২। ‘কহ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ-দর্শন কবেন—
শুদ্ধ, শুদ্ধবর্ণ, শুদ্ধ-নিদর্শন, শুদ্ধনিভাস,—যথা ওষধি তারকা শ্লু...শুদ্ধ-
নিভাস; অথবা য়েব্দপ বাবাণসীব বস্ত্র—উভষ পৃষ্ঠ সন্মূর্ট, শুদ্ধ...শুদ্ধ-
নিভাস—এইব্দপ কেহ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ দর্শন করেন,
শুদ্ধ—শুদ্ধ নিভাস, “ঐ সকল অভিভূত কবিষা জানিতেছি এবং দেখিতেছি”
তিনি এইব্দপ সংজ্ঞা লাভ কবেন। ইহাই অষ্টম অভিভূ-আযতন। আনন্দ,
এই অষ্ট অভিভূ-আযতন।’

৩৩। ‘আনন্দ, আট বিমোক্ষ। কি কি?’

‘ব্দপী ব্দপ দর্শন কবে ইহা প্রথম বিমোক্ষ।’ ‘অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী
বাহিবে ব্দপ দর্শন কবে, ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।’

‘সুন্দর’ এই চিন্তাষ অভিনিবিষ্ট হয়, ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ।

‘ব্দপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিষা, প্রতিঘ সংজ্ঞা বিনাশ কবিষা,
নানাত্ত সংজ্ঞাষ উদাসীন হইয়া, “আকাশ অনন্ত” এই অনুভূতিব সহিত আকাশ-
অনন্ত-আযতন উপলব্ধি করিষা বিহাব কবে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ।’

‘আকাশ-অনন্ত-আযতন সর্বতোভাবে অতিক্রম কবিয়া “বিজ্ঞান অনন্ত”
এই অনুভূতিব সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন উপলব্ধি কবিয়া বিহাব করে।
ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।’

‘বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন সর্বতোভাবে অতিক্রম কবিয়া “কিছুই নাই” এই
অনুভূতিব সহিত অকিঞ্চন-আযতন উপলব্ধি করিয়া বিহাব কবে, ইহা ষষ্ঠ
বিমোক্ষ।’

‘অকিঞ্চন-আযতন সর্বতোভাবে অতিক্রম কবিষা নৈব সংজ্ঞা-না সংজ্ঞা
আযতন উপলব্ধি করিয়া বিহাব করে, ইহা সপ্তম বিমোক্ষ।’

‘নৈব সংজ্ঞা না-সংজ্ঞা আযতন-সর্বতোভাবে অতিক্রম কবিষা সংজ্ঞা
বেদ্যিত-নিবোধ উপলব্ধি কবিষা বিহাব করে, ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।’

‘আনন্দ, এই সকল আট বিমোক্ষ ।’

৩৪। ‘আনন্দ, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিব পবক্ষণেই এক দিন আমি উবুবেলাষ নিবঞ্জন নদীৰ তীবস্থ ন্যাগ্ৰোধ বৃক্ষেব তলে বিশ্রাম কৰিতেছিলাম । ঐ সময দৃষ্ট মাৰ আমাৰ নিকট উপস্থিত হইয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইল এবং আমাকে কহিল, “ভগবান সুগত পৰিনিৰ্ব্বাণে প্ৰবেশ কৰুন । ভগবানেৰ পৰিনিৰ্ব্বাণেৰ কাল উপস্থিত হইয়াছে ।”

৩৫। ‘আনন্দ, মাৰ এইবুপ কহিলে আমি তাহাকে কহিলাম :

‘বে দৃষ্ট ! যতদিন সম্বভুক্ত ভ্ৰাতা ভগ্নীগণ এবং স্ত্ৰীপুৰুষ নিৰ্ব্বিশেষে গৃহস্থ শিষ্যগণ প্ৰকৃত শ্ৰাবক না হইবেন, যতদিন তাঁহাৰা জ্ঞানী ও উপযুক্ত-বুপে নিযন্ত্ৰিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধৰ্ম্মগ্ৰন্থসমূহে পাবদৰ্শী হইয়া বৃহত্তৰ ও ক্ষুদ্ৰতৰ কৰ্ত্তব্যেৰ পালন না কৰিবেন, উপদেশাবলীৰ অনুবৰ্ত্তী হইয়া জীবনে শূদ্ধাচাৰী না হইবেন—যতদিন তাঁহাৰা স্বয়ং ধৰ্ম্মকে আৰম্ভ কৰিয়া ঐ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে অপৰকে শিক্ষাদান কৰিতে না পাৰিবেন, উহা প্ৰচাৰ কৰিতে, ঘোষণা কৰিতে, প্ৰতিষ্ঠা কৰিতে, উন্নত কৰিতে, পুৰুষানুপুৰুষবুপে ব্যাখ্যা কৰিতে ও উহাৰ অৰ্থ সুস্পষ্ট কৰিতে না পাৰিবেন—যতদিন তাঁহাৰা, অপৰে মিথ্যা মত প্ৰচাৰ কৰিলে উহাকে পৰাভূত ও বিনষ্ট কৰিয়া বিস্ময়কৰ সত্যেৰ দৃব-দৃবান্তৰে বিস্তৃতি সাধন কৰিতে না পাৰিবেন, ততদিন আমি পৰিনিৰ্ব্বাণে প্ৰবেশ কৰিব না ।’

‘হে দৃষ্ট ! যতদিন মৎপ্ৰচাৰিত ব্ৰহ্মচৰ্য্য ঋদ্ধ, স্কীত, প্ৰথ্যাত, বহুজনা-দৃত, দৃববিস্তৃত না হব—যতদিন উহা সমগ্ৰ মানব সমাজে সুপ্ৰকাশিত না হব, ততদিন আমি পৰিনিৰ্ব্বাণে প্ৰবেশ কৰিব না ।’

৩৬। ‘আনন্দ, পুনৰায় অদ্য চাপাল চৈত্বে দৃষ্ট মাৰ আমাৰ নিকট আসিয়া এক পাৰ্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে পুৰুষেৰ ন্যায সম্বোধন কৰিল ।

৩৭। ‘আনন্দ, তদন্তৰে আমি তাহাকে কহিলাম :

“দৃষ্ট ! সুখী হব, অনতিবিলম্বে তথাগতেৰ পৰিনিৰ্ব্বাণ হইবে । অদ্য হইতে তিন মাসেৰ অবসানে তথাগত পৰিনিৰ্ব্বাণে প্ৰবেশ কৰিবেন ।”

‘পুনশ্চ, আনন্দ, অদ্য চাপাল চৈত্বে তথাগত জীবনেৰ অৰ্শিষ্টকাল স্মৃতি ও সম্প্ৰজ্ঞান সমন্বিত হইয়া প্ৰত্যাখ্যান কৰিষাছেন ।’

৩৮। তখন আযুজ্ঞান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন :

‘বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা কবণার্থ, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন।’

‘আনন্দ, ক্ষান্ত হও, তথাগতকে অনুনয় কবিও না, এই প্রার্থনার সময় অতীত হইয়াছে।’

৩৯। দ্বিতীষবাব আনন্দ ভগবানকে পদ্বোক্তিরূপে অনুনয় কবিলেন এবং ভগবানের নিকট হইতে একই প্রকার উত্তর প্রাপ্ত হইলেন।

তৃতীষবাব আনন্দ ভগবানকে পদ্বোক্তির ন্যায় অনুনয় কবিলেন।

‘আনন্দ, তথাগতের জ্ঞানে তোমার শ্রদ্ধা আছে?’

‘দেব, আছে।’

‘তবে তুমি কেন তথাগতকে তৃতীষবাব নিপীড়িত কবিতোছ?’

৪০। ‘ভগবানের মুখ হইতে আমি যাহা শুনিয়াছি, যাহা গ্রহণ কবিয়াছি তাহা এই : “আনন্দ, যাহার চারি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত...প্রাণ ধারণ কবিতো পাবেন” (উপবে ৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

‘আনন্দ, তোমার শ্রদ্ধা আছে?’

‘দেব, আছে।’

‘আনন্দ, তাহা হইলে ইহা তোমাবই দৃষ্কৃতি, তোমাবই অপবাধ যে ভগবান স্পর্শ ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পর্শ উক্তি কবিলেও তুমি বদ্বিতে সক্ষম হইলে না’ ভগবানের নিকট প্রার্থনা কবিলে না :

“বহু জনের হিতার্থ...কল্পস্থায়ী হউন।” (উপবে ৪ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

‘আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা কবিতো, তাহা হইলে দ্বিতীষবাব তথাগত তোমার অনুবোধ প্রত্যাখ্যান কবিতো পারিতেন, কিন্তু তৃতীষবাব অনুবোধ বক্ষা কবিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমাবই দৃষ্কৃতি, তোমাবই অপবাধ।’

৪১। আনন্দ, আমি একসময় বাজগৃহে গৃধকুট পর্বতে অবস্থান কবিতোছিলাম। ঐ স্থানেও, আনন্দ, আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম : “বাজগৃহ বমণীয় স্থান, গৃধকুট পর্বত বমণীয় স্থান। আনন্দ, যাহার চারি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত - প্রাণ ধারণ কবিতো পাবেন।” (উপবে ৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আনন্দ, তথাগত স্পর্শ ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পর্শ উক্তি কবিলেও তুমি বদ্বিতে সক্ষম হইলে না। তথাগতের নিকট প্রার্থনা কবিলে না : “বহুজনের হিতার্থ

“কল্প-স্থায়ী হউন।” (উপবে ৪ পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) । আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তথাগত তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ বক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দক্ষুতি, তোমারই অপবাধ ।’

৪২। ‘আনন্দ, এক সময় আমি বাজগৃহের নিগ্ৰোধাবামে, ঐ স্থানেই চোব-প্রপাতে, ঐ স্থানেই সপ্তপর্ণী গৃহাষ বেভাব-পাম্বৰ্, ঐ স্থানেই কাল শিলায় ইসিগিলি পাম্বৰ্, ঐ স্থানেই শীতবনে সম্পসোন্ডক গৃহাষ, ঐ স্থানেই তপোদাবামে, ঐ স্থানেই বেলুবনে কলন্দক নিবাপে, ঐ স্থানেই জীবকের আশ্রবনে, ঐ স্থানেই মন্দকুচ্ছিব মৃগদাবে, অবস্থান করিতেছিলাম ।’

৪৩। ‘আনন্দ, ঐ স্থানেও আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম : “বমণীষ বাজগৃহ, বমণীষ গৃধকুট, পম্বৰ্ত, গোতম নিগ্ৰোধ, চোব প্রপাত, সপ্তপর্ণী গৃহাষ বেভাব পাম্বৰ্, কালশিলায় ইসিগিলি পাম্বৰ্, শীতবনে সম্পসোন্ডক গৃহা, তপোদাবাম, বেলুবনে কলন্দক নিবাপ, জীবকের আশ্রবন, মন্দকুচ্ছিব মৃগদাব ।’

৪৪। “আনন্দ, যাঁহার ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত প্রাণ ধারণ করিতে পাবেন।” (উপবে ৩ পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) । ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ, তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না, তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না : “বহুজনের হিতার্থ...কল্প-স্থায়ী হউন।” (উপবে ৪ পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) । আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তথাগত তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ বক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দক্ষুতি, তোমারই অপবাধ ।’

৪৫। ‘আনন্দ, এক সময় আমি বৈশালির উদেন চৈত্রে অবস্থান করিতেছিলাম : ঐ স্থানেও আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম : “আনন্দ, বৈশালি বমণীষ স্থান, বমণীষ উদেন চৈত্রে। আনন্দ, যাঁহার ঋদ্ধি পাদ বিকশিত... প্রাণ ধারণ করিতে পাবেন।” (উপবে ৩ পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) তথাগত স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ, তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না, তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না : “বহুজনের হিতার্থ...কল্প-স্থায়ী হউন।” (উপবে ৪ পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) । আনন্দ, (যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তিনি তোমার অনুরোধ

প্রত্যাখ্যান-কবিতা পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুবোধ বন্ধা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দৃষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।’

৪৬। ‘আনন্দ, এক সময় আমি বৈশালির গোতমক চৈতে—এ স্থানেই সম্ভবক চৈতে—এ স্থানেই বহুপদন্ত চৈতে—এ স্থানেই সাবন্দদ চৈতে অবস্থান করিতেছিলাম।

৪৭। ‘আনন্দ, অদ্য চাপাল চৈতে আমি তোমাকে কহিষ্যছিঃ “আনন্দ, বৈশালি রমণীয় স্থান চাপাল চৈতে!- (উপবে ২ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত... ..প্রাণ ধারণ কবিতা পাবেন।” (উপবে ৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তথাগত স্পষ্ট ঈঙ্গিত সহ এই-রূপ সন্দেহ উত্তীর্ণ করিলেও, আনন্দ, তুমি উহা বদ্বিত্তে সক্ষম হইলে না তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে নাঃ “বহুজনের হিতার্থ... ..কল্পস্থায়ী হউন!” (উপবে ৪ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতা, তাহা হইলে দুইবার তিনি তোমার অনুবোধ প্রত্যাখ্যান করিতা পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুবোধ বন্ধা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দৃষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।’

৪৮। ‘আনন্দ, আমি কি তোমাকে পূর্বে বলি নাই যে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুই স্বভাব এই যে আমাদের তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ কবিতা হইবে? তবে, আনন্দ, কি প্রকারে আমার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, যখন জাত এবং গঠিত বস্তুমাত্রেরই মধ্যে বিনাশের স্বাভাবিক প্রযোজনীয়তা বিদ্যমান? তবে আমার এই দেহ যে ধ্বংস হইবে না তাহা কি প্রকারে সম্ভব? এরূপ অবস্থা অসম্ভব। আনন্দ, এই মবজীবন তথাগত কর্তৃক পবিত্র, দুবে নিষ্কিপ্ত, বজ্জিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। তথাগত নিশ্চিত রূপে কহিয়াছেনঃ “অচিবে তথাগতের পবিনির্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পবিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।” তথাগত জীবিত হেতু যে ঐ বাক্যের প্রতীতি সংহা করিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

‘আনন্দ, এস, আমরা মহাবনে কুটাগাবশালায় গমন করি।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৪৯। অনন্তর ভগবান আয়ুস্মান আনন্দের সহিত মহাবনে কুটাগাবশালায় গমন পূর্বক আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ

‘আনন্দ, ষাও, বৈশালিব নিকটবর্তী স্থানে যে সকল ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে উপস্থানশালায় একত্রিত কব ।’

‘তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ বৈশালিব নিকটস্থ ভিক্ষুগণকে উপস্থানশালায় একত্রিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনাস্তে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন :

‘দেব, ভিক্ষুসম্বৎসর একত্রিত হইয়াছে, এক্ষণে ভগবানের য়েবদুপ ইচ্ছা ।’

৫০। তখন ভগবান উপস্থানশালায় গমন পদ্ব্যক নিম্নিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

‘যে জ্ঞানলব্ধ সত্য আমি প্রচার করিয়াছি, জগতেব প্রতি কবুণা পববশ হইয়া, সৰ্ব্ব প্রাণীৰ হিত ও উপকাৰেব জন্য, উহা সম্পূৰ্ণৰূপে আযত্ত করিয়া কার্য্য পবিত্র কব, উহাকে ধ্যানেব বিষয়ীভূত কব, দেশ দেশান্তরে উহাব বিস্তৃতি সাধন কব, যাহাতে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মচৰ্য্য দীৰ্ঘকাল স্থায়ী ও সমস্তে বৰ্দ্ধিত হয়, যাহাতে উহা অসংখ্য প্রাণীৰ মঙ্গল ও কল্যাণে নিযোজিত হয় ।

‘মৎ প্রচারিত জ্ঞানলব্ধ সত্য কি কি ? উহা এই সকল—

চারি স্মৃতি প্রস্থান , চারি সম্যক প্রধান ; চারি ঋদ্ধিপাদ :

পঞ্চ ইন্দ্রিয় ; পঞ্চ বল ; সপ্ত বোধ্যজ্ঞ , আৰ্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ ।

ঐ সকল জ্ঞানলব্ধ সত্য আমি প্রচার করিয়াছি । উহাদিগকে সম্পূৰ্ণ-রূপে আযত্ত করিয়া নিযোজিত হয় ।’ (পদ্ব্যক ন্যায)

৫১। অতঃপব ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

‘ভিক্ষুগণ । তোমাদিগকে কহিতেছি, “সংযোগ মাত্রই বিপ্রযোগান্ত । অপ্রমত্ত হইয়া মদুস্তিব পথ পবিস্কৃত কব । অচিবে তথাগতেব পবিনিৰ্ব্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসেব অবসানে তথাগত পবিনিৰ্ব্বাণে প্রবেশ করিবেন ।”

ভগবান এইবদুপ কহিলেন । সুগত শাস্তা পদনবায কহিলেন :

‘আমি পবিপক্ক বয়সে উপনীত , আমাব অবশিষ্ট আযদ্ব অল্প ; আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব , আমাব আশ্রয়স্থান প্রস্তুত ; ভিক্ষুগণ । অপ্রমত্ত, স্মৃতিমান ও সুশীল হও , সুসমাহিত-সংকল্প হইয়া স্বচিন্তেব পবিবৰ্দ্ধণ কব , যিনি এই ধৰ্ম্মবিনয়ে অপ্রমত্ত হইয়া বিহাব করিবেন, তিনি জাতি-সংসার পবিহাব পদ্ব্যক দুঃখেব বিনাশ সাধন করিবেন ।’

। তৃতীয় ভাগবাব সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায়

৪। ১। ভগবান পদ্ব্যহ্নে পবিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাণ্ডু চাঁদ্র হস্তে বৈশালিতে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে ভ্রমণ পদ্ব্যক আহাবান্তে প্রত্যাবর্তন কালে নাগভঙ্গীতে বৈশালিব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্যান আনন্দকে করিলেন :

‘আনন্দ ! ইহাই তথাগতের সর্বশেষ বৈশালি দর্শন হইবে, এস আমবা ভণ্ডগ্রামে গমন করি।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ভণ্ডগ্রামে গমন করিলেন এবং গ্রামেই বাস গ্রহণ করিলেন।

২। ঐ স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

‘ভিক্ষুগণ ! চারি সত্যের সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার এবং তোমাদিগের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইয়াছে। ঐ চারি সত্য কি কি ? ভিক্ষুগণ, আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার এবং তোমাদিগের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইয়াছে। ঐ আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি সম্যক রূপে জ্ঞাত ও উপলব্ধ হইলে ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়, পুনর্জন্মের মূল বিনষ্ট হয়, তখন আব জন্মান্তর নাই।’

৩। ভগবান এইরূপ করিলেন। পবে সুগত শাস্তা পুনবায় করিলেন :

‘অনুত্তর শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি যশস্বী গোতম কতৃক উপলব্ধ। স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ উহা ভিক্ষুদিগের নিকট প্রচার করিয়াছেন। দঃখান্তকাবী, চক্ষুজ্ঞান শাস্তা শাস্ত।’

৪। ভণ্ডগ্রামে অবস্থান কালেও ভগবান ভিক্ষুগণকে বিস্তৃতরূপে ধর্মোপদেশ দিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীল পবিভাবিত সমাধি মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকাবী, সমাধি পবিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকাবী ; প্রজ্ঞা পবিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আশ্রবসমূহ হইতে—যথা কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি আস্রব এবং অবিদ্যাস্রব হইতে বিমুক্ত হয়।

৫। ভগবান ভণ্ডগ্রামে ষথেষ্টা অবস্থান করিয়া আশ্চর্যান আনন্দকে করিলেন :

‘আনন্দ, এস, আমবা হস্তীগ্রামে...অম্বগ্রামে জম্বুগ্রামে ভোগ নগরে গমন করিব ।’

৬। ‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেব সহিত ভোগ নগরে গমন করিলেন ।

৭। ভগবান ভোগ নগরে আনন্দ চৈত্রে বাস গ্রহণ করিলেন । ঐ স্থানে তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

‘ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে চারি মহাপ্রদেশ^১ শিক্ষা দিব । শ্রবণ কব, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কব, আমি কহিতেছি ।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ভগবান কহিলেন :

৮। ‘ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পাবেন : “আমি স্বয়ং ভগবানের মূখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহাব মূখ হইতে গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্ত্রাব শাসন ।” ঐ ভিক্ষুর বাক্যেব অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না । অভিনন্দন না করিবা, অগ্রাহ্য না করিবা ঐসকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বদ্বিষা সূত্র সমূহেব পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়েব সহিত উহাদেব তুলনা করিবে । এইরূপ করিবার পব যদি সূত্র ও বিনয়েব সহিত উহাদেব সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা কখনই ভগবানের বচন নহে, ভিক্ষুই ভ্রান্ত ।” অতএব, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে । যদি সূত্র ও বিনয়েব সহিত উহাদেব সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, ভিক্ষু সত্যই কহিয়াছেন ।” ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম মহাপ্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে ।’

৯। ‘ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পাবেন : “অগুরু আবাসে থেব এবং প্রধান সহ সঙ্ঘ অবস্থান করিতেছেন । আমি সাক্ষাত সঙ্ঘেব মূখ হইতে শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্ত্রাব শাসন ।” ঐ ভিক্ষুর বাক্যেব অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না । অভিনন্দন না করিবা, অগ্রাহ্য না করিবা ঐসকল পদব্যঞ্জন উত্তমরূপে বদ্বিষা সূত্র সমূহেব পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়েব সহিত উহাদেব তুলনা করিবে । এইরূপ করিবার পব যদি সূত্র ও বিনয়েব সহিত উহাদেব সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা কখনই ভগবানের

বচন নহে, সৃষ্টিই ভ্রান্ত ।” অতএব, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে । যদি সূত্র ও বিনয়সহ সন্থিত উহাদেব সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, সন্থিত সত্যই কহিয়াছেন ।” ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে ।

১০ । “ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পারেন : “অমুক আবাসে বহু সংখ্যক থেব ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা বহুশ্রুত, বুদ্ধশাসন-পারদর্শী, ধর্ম-ধব, বিনয়-ধব, মাতৃকা-ধব । আমি ঐ সকল থেবগণের মূখ হইতে শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তাব শাসন ।” এই ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না । অভিনন্দন না করিয়া, অগ্রাহ্য না করিয়া ঐ সকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বদ্বিষা সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়সহ সন্থিত উহাদেব তুলনা করিবে । এইরূপ করিবার পব যদি সূত্র ও বিনয়সহ সন্থিত উহাদেব সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা কখনই ভগবানের বচন নহে, থেবগণ ভ্রান্ত ।” সূত্রবাং, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে । যদি সূত্র ও বিনয়সহ সন্থিত উহাদেব সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, থেবগণ সত্যই কহিয়াছেন ।” ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে ।

১১ । “ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পারেন : “অমুক আবাসে এক থেব ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তিনি বহুশ্রুত, বুদ্ধশাসন পারদর্শী, ধর্ম-ধব, বিনয়-ধব, মাতৃকা-ধব । আমি সেই থেব ভিক্ষুর মূখ হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তাব শাসন ।” ভিক্ষুগণ, ঐ ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না । অভিনন্দন ও অগ্রাহ্য না করিয়া ঐ সকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বদ্বিষা সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়সহ সন্থিত উহাদেব তুলনা করিবে । এইরূপ করিবার পব যদি সূত্র ও বিনয়সহ সন্থিত উহাদেব সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা কখনই ভগবানের বচন নহে, ভিক্ষুই ভ্রান্ত ।” সূত্রবাং, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে । যদি সূত্র ও বিনয়সহ সন্থিত উহাদেব সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, থেব সত্যই কহিয়াছেন ।” ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে ।

‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই চাৰি মহা-প্ৰদেশ ।’

১২। ঐ স্থানেও ভোগনগৰে আনন্দ চৈত্বে অবস্থান কৰিবাব কালে ভগবান বিস্তৃতৰূপে ভিক্ষুগণকে ধৰ্ম্মোপদেশ দিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্ৰজ্ঞা, শীলপৰিভাষিত সমাধি মহাফলোৎপাদক, মহোপকাৰী, সমাধি-পৰিভাষিত প্ৰজ্ঞা মহাফলোৎপাদক, মহোপকাৰী, প্ৰজ্ঞা পৰিভাষিত চিত্ত সম্যকৰূপে আসন্ন সমুদ্র হইতে—যথা কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যাস্রব হইতে মুক্ত হয় ।

১৩। অতঃপৰ ভগবান ভোগনগৰে যতদিন ইচ্ছা অবস্থান কৰিষা আয়ুজ্ঞান আনন্দকে কহিলেন :

‘এস, আনন্দ, আমবা পাবায গমন কৰি ।’

‘দেব, তথাস্তু,’ বলিষা আনন্দ সন্মতি জ্ঞাপন কৰিলেন ।

তৎপৰে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেৰ সহিত পাবায গমন কৰিলেন । ঐ স্থানে তিনি কৰ্ম্মকাৰ চুন্দেৰ আশ্রবনে অবস্থান কৰিতে লাগিলেন ।

১৪। কৰ্ম্মকাৰ পুত্ৰ চুন্দ শ্রবন কৰিল : ‘ভগবান পাবাতে উপনীত হইষা আমাব আশ্রবনে অবস্থান কৰিতেছেন ।’ তখন কৰ্ম্মকাৰ পুত্ৰ চুন্দ ভগবানেৰ নিকট উপস্থিত হইষা তাহাকে অভিবাদনান্তে এক প্ৰান্তে উপবিষ্ট হইলে ভগবান তাহাকে ধৰ্ম্মালোচনাৰ দ্বাৰা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হৰ্ষান্বিত কৰিলেন ।

১৫। তৎপৰে কৰ্ম্মকাৰ পুত্ৰ চুন্দ ভগবান কৰ্ত্তৃক ধৰ্ম্মালোচনাৰ দ্বাৰা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হৰ্ষান্বিত হইষা ভগবানকে কহিল : ‘ভগবান অনুগ্রহপূৰ্ব্বক আগামীকল্য ভিক্ষুসঙ্ঘেৰ সহিত আমাব গৃহে আহাব গ্রহণ কৰিবেন ।’ ভগবান মোন দ্বাৰা সন্মতি জ্ঞাপন কৰিলেন ।

১৬। অনন্তৰ কৰ্ম্মকাৰ পুত্ৰ চুন্দ ভগবানেৰ সন্মতি অবগত হইষা আসন হইতে উত্থান পূৰ্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্ৰদক্ষিণ কৰিষা প্ৰস্থান কৰিল ।

১৭। কৰ্ম্মকাৰ পুত্ৰ চুন্দ বাগ্ৰিৰ অবসানে স্বকীয় আবাসে বহুবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্ৰভূত পৰিমাণে শূকৰকন্দ-পাকেৰ সহিত প্ৰস্তুত কৰাইষা ভগবানেৰ নিকট সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিল : ‘দেব, সমৰ হইষাছে, আহাব প্ৰস্তুত ।’

১৮। তখন ভগবান পূৰ্ব্বাৰ্থে পৰিচ্ছদ পৰিহিত হইষা পাত্ৰ ও চীৰৰ

হস্তে ভিক্ষুসঙ্ঘেব সহিত কৰ্ম্মকাৰ পুত্ৰ চুন্দেৰ বাসস্থানে গমন পূৰ্ব্বক নিৰ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কৰিষা চুন্দকে কহিলেন : ‘তুমি যে শূকবকন্দ-পাক প্রস্তুত কৰিয়াছে, তাহা আমাকে পৰিবেশন কৰ, অপৰ খাদ্য ও ভোজ্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে পৰিবেশন কৰ।’ -

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া চুন্দ ভগবানকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া শূকবকন্দ-পাক ভগবানকে পৰিবেশন কৰিল এবং অপৰাপৰ খাদ্য ও ভোজ্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে পৰিবেশন কৰিল।

১৯। তৎপৰে ভগবান চুন্দকে কহিলেন :

‘চুন্দ, অবশিষ্ট শূকবকন্দ-পাক মূৰ্ত্তিকাব নিম্নে প্ৰোথিত কৰ। দেবলোক সহ পৃথিবীতে, মাৰলোকে, ব্ৰহ্মলোকে, শ্ৰমণ-ব্ৰাহ্মণ অথবা দেব-মনুষ্যেৰ মध्ये তথাগত ব্যতীত আমি এমন কাহাকেও দেখিতেছি না যে উহা আহাব কৰিষা জীৰ্ণ কৰিতে পাবে।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া চুন্দ অবশিষ্ট শূকবকন্দ-পাক মূৰ্ত্তিকাব নিম্নে প্ৰোথিত কৰিয়া ভগবানেৰ নিকট উপস্থিত হইষা তাহাকে অভিবাদনাস্তে একপ্ৰান্তে উপবিষ্ট হইল। তখন ভগবান তাহাকে ধৰ্ম্মলোচনা দ্বাৰা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হৰ্ষান্বিত কৰিষা আসন হইতে উত্থান পূৰ্ব্বক প্ৰস্থান কৰিলেন।

২০। কৰ্ম্মকাৰ চুন্দ কৰ্ত্তৃক প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ কৰিষা ভগবান বজ্জামাশয বৃপ ভীষণ বোগে আক্ৰান্ত হইলেন, মাৰাত্মক তীব্ৰ যাতনা তাহাকে ক্লিষ্ট কৰিল। কিন্তু তিনি স্মৃতি ও সম্প্ৰজ্ঞান সহকাৰে নীরবে উহা সহ্য কৰিলেন।

তদনন্তৰ ভগবান আবুজ্জান আনন্দকে কহিলেন : ‘আনন্দ, চল, আমরা কুশিনাবায় গমন-কৰি।’ ‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ সন্মতি জ্ঞাপন কৰিলেন।

‘আমি এইবৃপ শূনিয়াছি—কৰ্ম্মকাৰ চুন্দেৰ আহাব গ্রহণ কৰিয়া ভগবান ভীষণ মাৰাত্মক বোগে আক্ৰান্ত হইলেন। শূকবকন্দ-পাক ভোজন কৰিয়া শাস্ত্যৰ পৰল ব্যাধি উৎপন্ন হইল ; - বিবেচনাস্তে ভগবান কহিলেন ‘আমি কুশিনাবা নগৰে গমন কৰিতেছি।’

২১। ভগবান পথেৰ পাৰ্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে গমন কৰিষা আবুজ্জান আনন্দকে কাতবতাব সহিত কহিলেন : ‘আনন্দ, আমাৰ অঙ্গবস্ত্ৰ চাৰি পাট

কবিষা বিস্তৃত কব, আনন্দ, আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম লাভার্থী।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক আনন্দ ভগবানের নিমিত্ত চতুর্গুণ কবিষা অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত-কবিলেন।

২২। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন পূর্বক পূজ্যপাদ আনন্দকে সম্বোধন কবিষা কহিলেন : ‘আনন্দ, পানীয় সংগ্রহ কব, আমি পিপাসিত, পানেচ্ছ।’

ভগবান এইরূপ কহিলে আনন্দ তাঁহাকে কহিলেন :

‘দেব, এই মাত্র পঞ্চশত শকট এই স্থান দিয়া গমন কবিষাছে, চক্ৰচ্ছিন্ন জন প্রবিষ্টি, আলোড়িত, আবিল হইয়া বহিতেছে। অদূরে ককুথা নদী—স্বচ্ছ প্রীতিকব, শীতল, শুল্ল, সুপ্রতীর্থ, বয়ণীয়। এই স্থানে ভগবান পানীয় গ্রহণ কবিবন, গাত্রও শীতল কবিবেন।’

২৩। দ্বিতীয়বার ভগবান আনন্দকে কহিলেন : ‘আনন্দ, পানীয় সংগ্রহ কব, আমি পিপাসিত, পানেচ্ছ।’

দ্বিতীয়বার আনন্দ ভগবানকে পূর্বের ন্যায উত্তব দিলেন [দেব, এইমাত্র পঞ্চশত শীতল কবিবেন]।

২৪। তৃতীয়বার ভগবান আনন্দকে পূর্বের ন্যায অনুবোধ কবিলেন।

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ ভগবানের নিকট অঙ্গীকৃত হইয়া পাত্র হস্তে উপবোধ নদীতে গমন কবিলেন। তখন শকট চক্ৰালোড়িত কন্দমাস্ত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, আনন্দ তৎসম্মিকটে আগমন কবিলে, স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও সর্ব-প্রকাব মালিন্য বর্জিত হইয়া বহিতে লাগিল।

২৫। অতঃপব আয়ুজ্ঞান আনন্দের মনে এই চিন্তাব উদয হইল : ‘আশ্চর্য, অদ্ভুত, তথাগতের পবাক্রম ও শক্তি। চক্ৰচ্ছিন্ন, স্বেপাদক, আলোড়িত, আবিল এই স্রোতস্বিনী আমার আগমন মাত্র স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অনাবিল হইয়া বহিতেছে।’ পাত্রে পানীয় সংগ্রহ কবিষা আনন্দ ভগবানের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন :

‘দেব, আশ্চর্য, অদ্ভুত, তথাগতের পবাক্রম ও শক্তি। দেব এই মাত্র সেই নদী চক্ৰচ্ছিন্ন, প্রবিষ্টি, আলোড়িত আবিল হইয়া বহিতেছিল, কিন্তু আমার ঐ স্থানে গমন মাত্র স্রোতস্বিনী স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অনাবিল হইয়া বহিতেছে ! ভগবান পানীয় গ্রহণ কবদন, সঙ্গত পানীয় গ্রহণ কবদন।’

তখন ভগবান পানীয় গ্রহণ কবিলেন।

২৬। ঐ সময় আলাব কালামেব শিষ্য মল্লপুত্র পুরুষ কুশিনাবা হইতে রাজপথ ধরিয়া পাবায় গমন করিতেছিল।

পুরুষ ভগবানকে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইল। পবে সে ভগবানকে কহিল :

‘দেব, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। যাঁহাবা প্ররাজিত তাঁহাদেব জীবন সত্যই শান্তি-ময় !

২৭। ‘দেব, পূর্বে এক সময় আলাব কালাম রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে, পথ হইতে সবিধা দিবাবিহাবেব নিমিত্ত নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় পঞ্চ শত শকট একে একে তাঁহার নিকট দিয়া গমন করিল। তখন এক পুরুষ সেই শকট-সাথের পশ্চাত হইতে আগমন করিয়া আলাব কালামেব নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল :

‘দেব, পাঁচশত শকটকে যাইতে দেখিয়াছেন কি-?’

“আমি দেখি নাই।”

“উহাদেব শব্দ শুনিয়াছেন কি ?”

“আমি শুনি নাই।”

“আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন ?”

“আমি নিদ্রিত ছিলাম না।”

“আপনাব কি সংজ্ঞা ছিল ?”

“ছিল।”

‘দেব, আপনি সংজ্ঞা-সম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও পাঁচশত শকটেব একে একে নিকট দিয়া গমন দর্শন কবেন নাই, উহাদেব শব্দও শ্রবণ কবেন নাই, অথচ আপনাব অঙ্গবস্ত্র পর্যন্ত বজ্রকীর্ণ হইয়াছে।’

‘তাহা সত্য।’

‘দেব, তখন সেই পুরুষেব মনে এই চিন্তাব উদয় হইল : “আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। যাঁহাবা প্ররাজিত তাঁহাদেব জীবন সত্যই শান্তিময়। যেহেতু মানুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও পাঁচশত শকটেব একে একে নিকট দিয়া গমন দর্শনও কবে নাই, তাহাদেব শব্দও শ্রবণ কবে নাই।” আলাব কালামেব প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সে প্রস্থান করিল।’

২৮। ‘পুরুষ, তুমি কি মনে কব ? কোনটি অধিকতর দুষ্কর অথবা

দুর্ভাব—মানুষের পক্ষে সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগ্রিত হইয়াও পাঁচশত শকট একে একে নিকট দিয়া গমন করিলেও 'উহা দেখিতেও না পাওয়া' এবং উহাব শব্দও শুনিতে না পাওয়া, অথবা সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগ্রিত হইয়াও বাবি বর্ষণে, মেঘ গজ্জনে, বিদ্যুতের স্ফূরণে, অশনি পাতে দেখিতে না পাওয়া এবং উহাব শব্দও শুনিতে না পাওয়া ?

২৯। 'দেব, ঐ সকল শকট—পাঁচশত অথবা ছয়, সাত, আট, নয়, দশ শত—শত শত এবং সহস্র সহস্র শকট—কি করিবে ? কিন্তু মানুষের পক্ষে সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগ্রিত হইয়াও বাবিবর্ষণে, মেঘ গজ্জনে, বিদ্যুতের স্ফূরণে, অশনি পাতে দেখিতে না পাওয়া এবং উহাব শব্দও শুনিতে না পাওয়া—ইহাই অধিকতর দুঃকর এবং দুর্ভাব।

৩০। 'পুরুষ, এক সময় আমি আত্মায় ভূষাগাবে অবস্থান করিতে-ছিলাম। ঐ সময় বাবিবর্ষণে, মেঘ গজ্জনে, বিদ্যুতের স্ফূরণে, অশনি পাতে দুই কৃষক ভ্রাতা এবং চারিটি বলিবন্দ হত হইয়াছিল। তখন আত্মা হইতে মহা জনতা নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃষক ভ্রাতাঘর এবং চারি বলিবন্দ যে স্থানে হত হইয়াছিল ঐ স্থানে গমন করিল।

৩১। 'পুরুষ, ঐ সময় আমি ভূষাগাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহাব দ্বারদেশে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছিলাম। পুরুষ, মহা জনতা হইতে জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদন পূর্বক এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। তখন আমি তাহাকে কহিলাম :

৩২। "আবুস, এই বৃহৎ জনতাব কারণ কি ?"

"দেব, এই মাত্র বৃষ্টিপাতে, মেঘ গজ্জনে, বিদ্যুতের স্ফূরণে, অশনি পাতে দুই কৃষক ভ্রাতা এবং চারি বলিবন্দ হত হইয়াছে। এই জন্যই এই বৃহৎ জনতাব সন্নিপাত হইয়াছে। কিন্তু, দেব, আপনি কোথায় ছিলেন ?"

"আমি এই স্থানেই ছিলাম।"

"কিন্তু, দেব, আপনি উহা দেখিয়াছেন কি ?"

"আমি দেখি নাই।"

"শব্দ শুনিয়াছেন কি ?"

"আমি শব্দ শুনি নাই।"

"দেব, তবে কি আপনি নির্দ্রিত ছিলেন ?"

“আমি নিদ্রিত ছিলাম না।”

“আপনার সংজ্ঞা ছিল কি?”

“ছিল।”

“তাহা হইলে, দেব, আপনি সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগ্রিত হইয়াও বৃষ্টিপাত, মেঘগজ্জ্বলন, বিদ্যুতের স্ফূরণ এবং অশনিপাত দেখিতেও পান নাই এবং উহার শব্দও শুনিতে পান নাই।”

“তাহা সত্য।”

৩৩। শূক্ৰস, তখন সেই পুরুষের মনে এই চিন্তার উদয় হইল : ‘আশ্চর্য্য, অদ্ভুত !’ ষাঁহারা প্ররাজিত তাঁহাদের জীবন শান্তিময় ! যেহেতু মানুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগ্রিত থাকিয়াও বৃষ্টিপাত, মেঘগজ্জ্বলন, বিদ্যুতের স্ফূরণ, অশনিপাত দেখিতেও পায় না এবং উহার শব্দও শুনিতে পায় না।’ সে আমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ব্বক আমাকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ কবিয়া প্রস্থান করিল।

৩৪। ভগবানের এই উক্তি পব মল্লপুত্র শূক্ৰস তাঁহাকে কহিল :

‘দেব, আমার কাল্যানে প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা তুষের ন্যায় বাতাসে উড়াইয়া দিতেছি, খবল্লোত নদীতে ভাসাইয়া দিতেছি। অতি উত্তম, দেব, অতি উত্তম ! যেব্দপ উৎপাতিতের পূনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুজ্ঞানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইব্দপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত কবিয়াছেন। আমি ভগবানের, ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। ভগবান আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকব্দে গ্রহণ কবুন।’

৩৫। অতঃপব শূক্ৰস জনৈক পুরুষকে কহিল : ‘স্বর্ণবর্ণ-বস্ত্র নির্ম্মিত পরিধানোপযোগী মূর্ট দুইটি পরিচ্ছদ আমাকে আনিয়া দাও।’

‘তথাস্তু দেব’ বলিয়া পুরুষটি আদেশানুযায়ী বস্ত্র লইয়া আসিল।

তখন মল্লপুত্র শূক্ৰস পরিচ্ছদ দুইটি ভগবানকে উপহার দিয়া কহিল : ‘দেব, বস্ত্র দুইখানি ভগবান কৃপা কবিয়া আমার নিকট হইতে গ্রহণ কবুন।’

‘তাহা হইলে, শূক্ৰস, একখানি দ্বাৰা আমাকে আচ্ছাদিত কর, অপৰখানি দ্বাৰা আনন্দকে।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া শূক্ৰস একখানি দ্বাৰা ভগবানকে এবং অপরখানি দ্বাৰা আয়ুজ্ঞান আনন্দকে আচ্ছাদিত করিল।

৩৬। অনন্তৰ ভগবান মল্লপুত্ৰ পুৰুষকে ধৰ্ম্মালোচনা দ্বাৰা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত উত্তেজিত এবং হৰ্ষান্বিত কৰিলেন। তখন পুৰুষ ভগবান কৰ্ত্তৃক ধৰ্ম্মালোচনা দ্বাৰা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হৰ্ষান্বিত হইয়া আসন হইতে উত্থান পুৰুষক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্ৰদক্ষিণ পুৰুষক প্ৰস্থান কৰিল।

৩৭। পুৰুষ প্ৰস্থান কৰিবাব অল্পকাল পৰে আয়ুজ্ঞান আনন্দ পুৰুষোক্ত পৰিচ্ছদ দুইটি ভগবানেৰ দেহে স্থাপিত কৰিলেন। ভগবানেৰ দেহে স্থাপিত পৰিচ্ছদ হ্ৰতোজ্জল্য ৰূপে প্ৰতীষমান হইল।

তখন আয়ুজ্ঞান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন : ‘দেব, আশ্চৰ্য্য। অদ্ভুত। ভগবানেৰ দেহ-বৰ্ণ, কতই পৰিশুদ্ধ, কতই পৰ্য্যবদাত। এই স্বৰ্ণবৰ্ণ, মৃণ্ট, পৰিধানোপযোগী বস্ত্ৰ ভগবানেৰ দেহে স্থাপিত কৰিলাম, অমনি উহা নিঃপ্ৰভ প্ৰতীষমান হইল।’

‘আনন্দ, ইহা সত্য। আনন্দ, দুইটি সময়ে তথাগতেৰ দেব-বৰ্ণ অতীব পৰিশুদ্ধ, পৰ্য্যবদাত হয়। কোন্, কোন্ সময়ে? আনন্দ, যে বাগ্নিতে তথাগত চৰম দিব্য দৃষ্টি লাভ কৰেন সেই বাগ্নে, এবং যে বাগ্নিতে তাঁহাৰ চৰম অন্তৰ্দ্ধান হয়—সে অন্তৰ্দ্ধানে তাঁহাৰ পাৰ্থিব জীৱনেৰ আৰ কিছুই অৰ্বাণ্ট থাকে না—সেই বাগ্নে। আনন্দ, এই দুইটি সময়ে তথাগতেগ দেহবৰ্ণ অতীব পৰিশুদ্ধ ও পৰ্য্যবদাত হয়।’

৩৮। ‘আনন্দ, অদ্য বাগ্নিৰ পশ্চিম ধামে কুশিনাৰায মল্লগণেৰ উপবৰ্ত্তন নামক শালবনে যুগ্ম শালতৰুৰ অন্তৰে তথাগতেৰ পৰিনিৰ্ব্বাণ হইবে। আনন্দ, চল, আমবা ককুথা-নদীতে গমন কৰি।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আয়ুজ্ঞান আনন্দ সন্মতি জ্ঞাপন কৰিলেন।

পুৰুষ আহুত স্বৰ্ণবৰ্ণ মৃণ্ট বসনে

আচ্ছাদিত হইয়া শান্তা হেমবৰ্ণ

হইয়া শোভা পাইলেন।

৩৯। অদনন্তৰ ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেৰ সহিত ককুথা নদীতে গমন কৰিলেন। নদীতে অবগাহন ও স্নান কৰিয়া পানাস্তে উত্তৰণ পুৰুষক ভগবান আশ্ববনে গমন কৰিলেন এবং আয়ুজ্ঞান চুন্দককে সম্বোধন কৰিয়া কহিলেন :

‘চুন্দক, অঙ্গবস্ত্ৰ চতুৰ্দ্দণ কৰিয়া বিস্তৃত কৰ, আমি ক্লাস্ত ও শয্যনেচ্ছু।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আরুজ্ঞান চুন্দক চতুর্গুণ করিয়া অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত করিলেন ।

৪০ । তখন ভগবান স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া উত্থান-সংজ্ঞা মনস্থ করিয়া পাদোপরি পাদ রক্ষাপদ্বর্ষক দক্ষিণ পার্শ্বোপরি সিংহশয্যা আশ্রয় করিলেন । আরুজ্ঞান চুন্দক সেই স্থানেই ভগবানের সম্মুখে উপবেশন করিলেন ।

৪১ । জগতে অতুলনীয় শাস্তা তথাগত বুদ্ধ স্বচ্ছ, মনোবম,
নির্ম্মল সলিলা ককুথা নদীতে গমন পদ্বর্ষক ক্লান্ত
দেহে অবগাহন করিলেন । শাস্তা স্নান ও পানান্তে
ভিক্ষুগণ পবিবেষ্টিত হইয়া উত্তরণ করিলেন ।
শাস্তা, ধর্ম প্রবক্তা, ভগবান মহর্ষি আশ্রুকুঞ্জে
উপনীত হইয়া ভিক্ষু চুন্দককে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, ‘চতুর্গুণ করিয়া অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত কর,
আমি শয়ন করিব ।’ ভবিতাত্মা হইতে
প্রেরণাপ্রাপ্ত চুন্দ তৎক্ষণাৎ চতুর্গুণ করিয়া
বস্ত্র বিস্তৃত করিলেন । ক্লান্ত দেহে শাস্তা-শয়ন
করিলেন, চুন্দও সেইস্থানে তাঁহার সম্মুখে
উপবেশন করিলেন ।

৪২ । তখন ভগবান আরুজ্ঞান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন :

‘আনন্দ, কেহ কস্মকাল পুত্র চুন্দকে এইরূপ করিয়া তাহার হৃদয়ে
অনুতাপ আনয়ন করিতে পারে—“চুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ
আহার গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তোমার অমঙ্গলকর,
হানিকর ।” আনন্দ, চুন্দেব অনুশোচনা এইরূপে দূর করিতে হইবে :

‘“চুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ অন্ন গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ
করিয়াছেন, তাহা তোমার মঙ্গলকর এবং লাভজনক । আমি স্বয়ং ভগবানের
মুখ হইতে এইরূপ শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি : “এই দুই প্রকার আহারদান
সমফলপ্রদায়ী ; সমবিপাকাস্ত এবং অপবাপর দান অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদায়ী
ও উপকারক । ঐ দুই প্রকার কি কি ? বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কালে তথাগত যে
আহার গ্রহণ করেন তাহা এবং তাঁহার অন্তর্ধান কালে—যে চবম অন্তর্দানে
তাঁহার পার্থিব জীবনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—তিনি যে আহার গ্রহণ

কবেন তাহা, এই দুই দান সমফলপ্রদায়ী, সমবিপাকাস্ত্ৰ এবং অপবাপৰ দান
অপেক্ষা অধিকতৰ ফলপ্রদায়ী ও উপকাৰক। কৰ্মকাৰ চুন্দেব কৃত কৰ্ম
দীৰ্ঘ জীবন, উচ্চ জন্ম, সৌভাগ্য, সুখশ, স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি এবং বৃহৎ ক্ষমতায়
পৰ্য্যবসিত হইবে।”

‘আনন্দ, কৰ্মকাৰ পুত্ৰ চুন্দেব অনুশোচনা এইৰূপে শান্ত কৰিতে
হইবে।’

৪৩। অতঃপৰ ভগবান তৎকালীন পৰিস্থিতি বিদিত হইয়া সেই ক্ষণে
এই উদান ব্যস্ত কৰিলেন :

দানকাৰীৰ পুণ্য বৰ্দ্ধিত হব, সংস্কাৰ-
কাৰীৰ হৃদয়ে দ্বেষেৰ উৎপত্তি হব
না, সজ্জন পাপ পৰিহাৰ কবেন,
বাগ-দ্বেষ-মোহেৰ ক্ষয় হেতু তিনি
নিবৃত্ত।

। চতুৰ্থ ভাগৱাৰ সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

৫। ১। অনন্তর ভগবান আয়ুজ্ঞান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন :
'আনন্দ, চল আমবা হিবণ্যবতী নদীৰ অপবপাশ্বস্থিত কুশিনাবাব উপবর্তন
মল্লদিগেব শালবনে গমন করি ।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ।

তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘেব সহিত উক্ত শালবনে গগন পদ্বর্ক
আয়ুজ্ঞান আনন্দকে করিলেন :

'আনন্দ, যদুগ্ম শালতব্দ মধ্যবর্তী স্থানে উত্তর দিকে মন্তক বক্ষা করিয়া
আমাব শয্যা প্রস্তুত কর । আনন্দ, আমি ক্লান্ত ও শয়নেচ্ছ ।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন পদ্বর্ক যদুগ্ম শালতব্দ মধ্যবর্তী
স্থানে আনন্দ উত্তর-শীর্ষ শয্যা প্রস্তুত করিলেন । তখন ভগবান স্মৃতি ও
সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া পাদোপরি পাদ বক্ষাপদ্বর্ক দক্ষিণ পাদোপরি
সিংহশয্যা আশ্রয় করিলেন ।

২। ঐ সময় যদুগ্ম শালতব্দ মুকুলিত হইয়া অকালে পদ্পে শোভিত
হইয়াছিল । পদ্প সকল তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত তাঁহাব দেহোপরি পতিত
ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল । অন্তবীক্ষ হইতে দিব্য
মন্দাব পদ্পসমূহ তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত তাঁহাব দেহোপরি পতিত ও
বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল । অন্তবীক্ষ হইতে দিব্য চন্দন চূর্ণ
পতিত হইল, উহাবাও তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও
বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল । অন্তবীক্ষ হইতে তথাগতেব
পূজাব নিমিত্ত দিব্য তুষাধনি হইতে লাগিল । তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত
অন্তবীক্ষে দিব্য সঙ্গীত গীত হইল ।

৩। তখন ভগবান আনন্দকে করিলেন :

'আনন্দ, অকাল পদ্প শোভিত যদুগ্ম শালতব্দ হইতে পদ্পসকল
তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত তাঁহাব দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে
আচ্ছাদিত করিয়াছে । অন্তবীক্ষ হইতে দিব্য মন্দাব পদ্প সমূহ তথাগতেব
পূজাব নিমিত্ত তাঁহাব দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত
করিয়াছে । অন্তবীক্ষ হইতে দিব্য চন্দনচূর্ণ তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত

তাঁহাব দেহোপৰি পতিত ও বিষ্কপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত কৰিষাছে ।
অন্তৰীক্ষ হইতে তথাগতের পূজাব নিমিত্ত দিব্য তুষ্য ধান শ্রুত হইতেছে ।
তথাগতের পূজাব নিমিত্ত অন্তৰীক্ষে দিব্য সঙ্গীত গীত হইতেছে ।’

‘আনন্দ, কেবল মণ্ড এইৰূপ ঘটনা দ্বাৰা তথাগতকে ষথার্থৰূপে সন্মান,
শ্রদ্ধা ও পূজা কৰা হয় না । যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, ধৰ্ম্মনিষ্ঠ নব বা নাবী,
উপদেশাবলী অনুসারে বৃহত্তৰ ও ক্ষুদ্রতৰ কৰ্ত্তব্য সমূহকে অবিবত পালন
কবেন, তাঁহাবাই ষথার্থৰূপে তথাগতকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সন্মান কবেন, তাঁহাবাই
তথাগতকে সৰ্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত অৰ্ঘ্য দান কবেন । অতএব, আনন্দ, অবিচ্ছিন্ন
ভাবে বৃহত্তৰ ও ক্ষুদ্রতৰ কৰ্ত্তব্য পালনে বত হও, উপদেশাবলীৰ অনুশৰণ
কৰ, এইৰূপ কৰিলে তোমৰা বুদ্ধের সন্মান কৰিবে ।’

৪। ঐ সময় আশুজ্ঞান উপবাণ ভগবানের সন্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া
তাঁহাকে ব্যজনে বত ছিলেন । ভগবান উপবাণের প্রতি বিবক্তি প্রকাশ
কৰিয়া কহিলেন : ‘ভিক্ষু, স্থানান্তৰে গমন কৰ, আমাৰ সন্মুখে দণ্ডায়মান
হইও না ।’

তখন আনন্দের মনে এইৰূপ হইল : ‘আশুজ্ঞান উপবাণ বহুদিন
হইতে ভগবানের সমীপে অবস্থান কৰিষা পাম্বৰ্চবৰূপে ভগবানের সেবা
কৰিষাছেন, অথচ অন্তিমকালে ভগবান উপবাণের প্রতি বিবক্তি হইয়া তাঁহাকে
কহিলেন, “ভিক্ষু, স্থানান্তৰে গমন কৰ, আমাৰ সন্মুখে দণ্ডায়মান হইও না ।
উপবাণের প্রতি ভগবানের এইৰূপ বিবক্তিব কি হেতু, কি প্রত্যয় ?’

৫। অনন্তৰ আনন্দ ভগবানকে কহিলেন :

‘দেব, আশুজ্ঞান উপবাণ বহু দিন হইতে ভগবানের সমীপে অবস্থান
কৰিষা পাম্বৰ্চব বৰূপে ভগবানের সেবা কৰিষাছেন, অথচ অন্তিম কালে
ভগবান উপবাণের প্রতি বিবক্তি হইয়া কহিলেন :

“ভিক্ষু, স্থানান্তৰে গমন কৰ, আমাৰ সন্মুখে দণ্ডায়মান হইও না ।”
দেব, ইহাৰ কি হেতু, কি প্রত্যয় ?

‘আনন্দ, দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা তথাগতের দৰ্শনार्থ
সন্নিপতিত হইষাছেন । আনন্দ, কুশিনাবাব উপবৰ্ত্তন মল্লদিগের শালবনের
চতুর্দিকস্থ দ্বাদশ যোজন ব্যাপী ভূমিৰ মধ্যে কেশাগ্র পৰিমিত এমন স্থানও
নাই যেখানে মহেশাখ্য দেবতাগণের আগমন হয় নাই । আনন্দ, দেবতাগণ
অসন্তোষ প্রকাশ কৰিতেছেন : “তথাগতের দৰ্শনार्থ আমাৰা দূৰ হইতে

আসিয়াছি। যাঁহাবা তথাগত, অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ, কদাচিৎ পৃথিবীতে তাঁহাদের উৎপত্তি হয়; অদ্য বাহির পশ্চিম ধামে তথাগতেব পবিনির্বাণ হইবে, তথাপি এই মহেশাখ্য ভিক্ষু ভগবানের সম্মুখে স্থিত হইয়া তাঁহার দর্শন বোধ করিতেছেন, আমবা অস্তিম কালে তথাগতের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।” আনন্দ, দেবতাগণ এইরূপে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।’

৬। ‘ভগবান কি প্রকার দেবতাব কথা মনে করিতেছেন?’

‘আনন্দ, আকাশে পৃথিবী-সংজ্ঞী দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা আলদলাষিত কেশে ক্রন্দন করিতেছেন, প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, সান্টাঙ্গে পতিত ও অবলুষ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন: “অতি শীঘ্র ভগবান পবিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন, অতি শীঘ্র সুগত পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নিৰ্বাপিত হইবে।”

‘আনন্দ, পৃথিবীতে দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা পৃথিবীসংজ্ঞী, তাঁহারা আলদলাষিত কেশ এবং প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, তাঁহারা সান্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুষ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন: “অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, অতি শীঘ্র জগতেব আলোক নিৰ্বাপিত হইবে।” যে সকল দেবতা বীতবাগ ও স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত, তাঁহারা “স্বসংস্কার অনিত্য, ইহাব অন্যথা কি প্রকারে সম্ভব?” চিন্তা করিয়া শান্ত বহিয়াছেন।’

৭। ‘দেব, পূর্বে বর্ষাবাসান্তে চতুর্দিকস্থ ভিক্ষুগণ তথাগতেব দর্শনার্থ আগমন করিতেন, আমবা ঐ সকল মাননীয় ভিক্ষুগণেব দর্শন পাইতাম, তাঁহাদেব পূজা করিবার অবসর পাইতাম। ভগবানের অবর্তমানে, আমবা ঐ সকল ভিক্ষুেব দর্শনও পাইব না, তাঁহাদেব পূজা করিবারও অবসর পাইব না।’

৮। ‘আনন্দ, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণেব জন্য চারিটি দর্শনীয় সংবেগোৎপাদক স্থান আছে। ঐ চারিটি কি কি?’

‘“এই স্থানে তথাগত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,” এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণেব পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

‘“এই স্থানে তথাগত অনুরক্তেব সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন,” এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণেব পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

‘“এইস্থানে তথাগত কন্তর্ক অনন্তব ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছিল,” এই স্থান প্রদ্ধাবান কুলপদ্রুগণেব পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

‘“এইস্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ, নিস্বাণ ধাতুতে পবিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন,” এইস্থান প্রদ্ধাবান কুলপদ্রুগণেব পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

‘আনন্দ, এই চাৰিটি স্থান প্রদ্ধাবান কুলপদ্রুগণেব পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক। আনন্দ, প্রদ্ধাসম্পন্ন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ আসিবেন, তাঁহাবা কহিবেন “এইস্থানে তথাগত জন্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন,” অথবা “এইস্থানে তথাগত সম্যক সম্বোধি লাভ কবিয়াছিলেন,” অথবা “এইস্থানে তথাগত কন্তর্ক অনন্তব ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছিল” অথবা “এই স্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ নিস্বাণ ধাতুতে পবিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন।”

‘আনন্দ, তীর্থ ভ্রমণ কালে যাঁহাবা প্রসন্ন চিত্তে দেহত্যাগ কবিবেন, তাঁহাবা সকলেই মরণান্তে দেহেব বিনাশে সুখময় স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন।’

৯। ‘দেব, নাবীগণেব প্রতি আমবা কিব্দুপ আচরণ কবিব?’

‘তাহাদেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিও না।’

‘যদি তাহাবা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইলে কিব্দুপ আচরণ কর্তব্য?’

‘তাহাদেব সহিত বাক্যালাপ কবিও না।’

‘বাক্যালাপ অপবিহার্য হইলে কিব্দুপ আচরণ কর্তব্য?’

‘স্মৃতি উপস্থাপিত কবিতে হইবে।’

১০। তথাগতেব দেহ সম্বন্ধে আমাদেব কর্তব্য কি?’

‘আনন্দ, তোমবা তথাগতেব শবীর পূজায় ব্যাপৃত হইও না, সদর্থে প্রযুক্ত হও, সদর্থেব অনুসরণ কব, সদর্থে অপ্রযুক্ত হও, দৃঢ়সংকল্প হও। আনন্দ, ক্রটিব, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগেব মধ্যে পণ্ডিতগণ আছেন, তাঁহারা তথাগতে অতি প্রসন্নচিত্ত, তাঁহাবা তথাগতেব শবীর পূজা কবিবেন।

১১। ‘কিন্তু, দেব, তথাগতেব শবীরেব সম্বন্ধে কি কর্তব্য?’

‘আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর শবীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতেব শবীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্তব্য।’

‘দেব, চক্রবর্তী রাজাব শবীর সম্বন্ধে কিব্দুপ কৃত হয়?’

‘আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর দেহ নতুন বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, পবে বিহত

“ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, তিনি জানেন : “ইহাই তথাগতকে দর্শনार्থ ভিক্ষুদিগেব যাইবাব সময়, ইহা ভিক্ষুগণদিগেব, ইহা উপাসকদিগেব, ইহা উপাসিকাগণেব, ইহা বাজাব, ইহা অমাত্যগণেব, ইহা তীর্থযগণেব, ইহা তীর্থয-শ্রাবকগণেব যাইবাব সময়।”

১৬। “ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে। কি কি?”

‘যদি ভিক্ষু পবিষদ আনন্দের দর্শনार्থ গমন কবেন, দর্শন মাগ্রেই পবিষদ আনন্দিত হন, যদি সেইস্থানে আনন্দ ধর্ম্মালোচনা কবেন তাহা হইলেও পবিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিবত হইলে ভিক্ষু পবিষদ তৃপ্তিলাভ কবেন না।’

“ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুগণী পবিষদ...উপাসক পবিষদ...উপাসিকা পবিষদ আনন্দের দর্শনार्থ গমন কবেন, দর্শন মাগ্রেই পবিষদ আনন্দিত হন, যদি সে স্থানে আনন্দ ধর্ম্মালোচনা কবেন, তাহা হইলেও পবিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিবত হইলে পবিষদ তৃপ্তিলাভ কবেন না।’

“ভিক্ষুগণ, বাজচক্রবর্তী চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে।’

‘ভিক্ষুগণ, যদি ক্ষত্রিয় পবিষদ...ব্রাহ্মণ পবিষদ - গৃহপতি পবিষদ...শ্রমণ পবিষদ বাজচক্রবর্তী দর্শনार्থ গমন কবেন, দর্শন মাগ্রেই পবিষদ আনন্দিত হন, যদি সেইস্থানে বাজচক্রবর্তী বাক্যালাপ কবেন, তাহা হইলেও পবিষদ আনন্দিত হন, তিনি বাক্যালাপে বিবত হইলে পবিষদ তৃপ্তি লাভ কবেন না।’

‘এইবুপই, ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে।’ যদি ভিক্ষু পবিষদ...ভিক্ষুগণী পবিষদ - উপাসক পবিষদ...উপাসিকা পবিষদ আনন্দের দর্শনार्থ গমন কবেন, দর্শন মাগ্রেই পবিষদ আনন্দিত হন, যদি আনন্দ সেইস্থানে ধর্ম্মালোপ কবেন তাহা হইলেও পবিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিবত হইলে পবিষদ তৃপ্তি লাভ কবেন না।’

“ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে।’

১৭। এইবুপ উক্ত হইলে আযুজ্জান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন :

‘দেব, এই ক্ষুদ্র, পবিত্র, শাখানগবে যেন ভগবান পবিনিবৃত্ত না হন। অন্যান্য মহানগর সমূহ বিদ্যমান, যথা—চম্পা, বাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাক্যেত, কোশাম্বি, বাবানসী। এই সকলের যে কোন স্থানে ভগবানের পবিনিব্ধি

‘“এইস্থানে তথাগত কৰ্ত্তৃক অনন্তব ধৰ্ম্মচক্ৰ প্রবর্তিত হইয়াছিল,” এই স্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দৰ্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

‘“এইস্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ, নিম্বাণ ধাতুতে পৰিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন,” এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দৰ্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

‘আনন্দ, এই চারিটি স্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দৰ্শনীয়, সংবেগোৎপাদক। আনন্দ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ আসিবেন, তাঁহারা কহিবেন “এইস্থানে তথাগত জন্ম গ্রহণ কৰিয়াছিলেন,” অথবা “এইস্থানে তথাগত সম্যক সম্বোধি লাভ কৰিয়াছিলেন, অথবা “এইস্থানে তথাগত কৰ্ত্তৃক অনন্তব ধৰ্ম্মচক্ৰ প্রবর্তিত হইয়াছিল” অথবা “এই স্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ নিম্বাণ ধাতুতে পৰিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন।”

‘আনন্দ, তীর্থ ভ্রমণ কালে যাঁহারা প্রসন্ন চিত্তে দেহত্যাগ কৰিবেন, তাঁহারা সকলেই মরণান্তে দেহের বিনাশে সুখময় স্বৰ্গলোকে উৎপন্ন হইবেন।’

৯। ‘দেব, নাৰীগণের প্রতি আমবা কিব্দুপ আচরণ কৰিব?’

‘তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কৰিও না।’

‘যদি তাহারা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইলে কিব্দুপ আচরণ কৰ্তব্য?’

‘তাহাদের সহিত বাক্যালাপ কৰিও না।’

‘বাক্যালাপ অপৰিহার্য হইলে কিব্দুপ আচরণ কৰ্তব্য?’

‘স্মৃতি উপস্থাপিত কৰিতে হইবে।’

১০। তথাগতের দেহ সম্বন্ধে আমাদের কৰ্তব্য কি?’

‘আনন্দ, তোমবা তথাগতের শবীর পূজায় ব্যাপৃত হইও না, সদৰ্থে প্রযুক্ত হও, সদৰ্থেব অনুসরণ কব, সদৰ্থে অপ্রমত্ত হও, দৃঢ়সংকল্প হও। আনন্দ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণ আছেন, তাঁহারা তথাগতে অতি প্রসন্নচিত্ত, তাঁহারা তথাগতের শবীর পূজা কৰিবেন।

১১। ‘কিন্তু, দেব, তথাগতের শবীরের সম্বন্ধে কি কৰ্তব্য?’

‘আনন্দ, রাজচক্রবর্তী শবীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতের শবীর সম্বন্ধেও তাহাই কৰ্তব্য।’

‘দেব, চক্রবর্তী রাজার শবীর সম্বন্ধে কিব্দুপ কৃত হয়?’

‘আনন্দ, রাজচক্রবর্তী দেহ নতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, পরে বিহত

‘ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, তিনি জানেন : “ইহাই তথাগতকে দর্শনार्थ ভিক্ষুদিগের যাইবাব সময়, ইহা ভিক্ষুগণদিগেব, ইহা উপাসকদিগের, ইহা উপাসিকাগণের, ইহা রাজাব, ইহা অমাত্যগণেব, ইহা তীর্থযগণেব, ইহা তীর্থয-শ্রাবকগণেব যাইবাব সময়।”

১৬। ‘ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে। কি কি?’

‘যদি ভিক্ষু পবিষদ আনন্দের দর্শনार्थ গমন কবেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি সেইস্থানে আনন্দ ধর্ম্মালোচনা করেন তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিবত হইলে ভিক্ষু পবিষদ তৃপ্তিলাভ করেন না।’

‘ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুগণী পবিষদ... উপাসক পরিষদ..... উপাসিকা পরিষদ আনন্দের দর্শনार्थ গমন কবেন, দর্শন মাত্রেই পবিষদ আনন্দিত হন, যদি সে স্থানে আনন্দ ধর্ম্মালোচনা কবেন, তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিবত হইলে পরিষদ তৃপ্তিলাভ কবেন না।’

‘ভিক্ষুগণ, বাজচক্রবর্তীর চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে।’

‘ভিক্ষুগণ, যদি ক্ষত্রিয় পবিষদ... ব্রাহ্মণ পরিষদ - গৃহপতি পবিষদ... শ্রমণ পরিষদ বাজচক্রবর্তীর দর্শনार्थ গমন কবেন, দর্শন মাত্রেই পবিষদ আনন্দিত হন, যদি সেইস্থানে বাজচক্রবর্তী বাক্যালাপ কবেন, তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, তিনি বাক্যালাপে বিবত হইলে পবিষদ তৃপ্তি লাভ কবেন না।’

‘এইবুপই, ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে। যদি ভিক্ষু পবিষদ... ভিক্ষুগণী পবিষদ - উপাসক পবিষদ... উপাসিকা পবিষদ আনন্দের দর্শনार्थ গমন কবেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি আনন্দ সেইস্থানে ধর্ম্মালোপ কবেন তাহা হইলেও পবিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিবত হইলে পবিষদ তৃপ্তি লাভ কবেন না।’

‘ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে।’

১৭। এইবুপ উক্ত হইলে আযুজ্জান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন :

‘দেব, এই ক্ষুদ্র, পবিত্র, শাখানগবে যেন ভগবান পবিনিবৃত্ত না হন। অন্যান্য মহানগর সমূহ বিদ্যমান, যথা—চম্পা, বাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কোশাম্বি, বাবানসী। এই সকলের যে কোন স্থানে ভগবানের পবিনিব্ধি

হউক, এই সকল স্থানেব বহু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহাশালগণ তথাগতে অভিপ্ৰসন্ন, তাঁহাবা তথাগতেব শবীব পূজা কৰিবেন ।’

‘আনন্দ, ইহা ক্ষুদ্র, পবিত্ৰ, শাখানগৰ, এব্দুপ কথা বলিও না ।’

১৮ । ‘আনন্দ, পূৰ্ব্বকালে মহাসদৰ্শন নামে বাজা ছিলেন । তিনি বাজচক্ৰবৰ্ত্তী, ধাৰ্ম্মিক, ধৰ্ম্মবাজ, চতুৰন্তবিজেতা, প্রজাবৰ্গেব নিবাপত্তাপ্ৰাপ্ত, সপ্তবত্ত সমন্বিত ছিলেন । আনন্দ, এই কুশিনাবা কুশাবতী নামে বাজা মহাসদৰ্শনেব বাজধানী ছিল, উহা পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দৈৰ্ঘ্য দ্বাদশ যোজন পৰিমিত ছিল, উত্তৰ ও দক্ষিণ দিকে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল ।

‘আনন্দ, কুশাবতী বাজধানী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল । আনন্দ, য়েব্দুপ দেবতাদিগেব অলকনন্দা নামক বাজধানী—সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ, সেইব্দুপ - বাজধানী কুশাবতী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল ।’

‘আনন্দ, বাজধানী কুশাবতী দিবাবান্তি অবিপ্রান্ত দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত,—যথা হস্তীশব্দ, বথশব্দ, ভেবীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, কবতাল শব্দ, খঞ্জনী শব্দ, “আহাব কব, পান কব, চৰ্বণ কব” ইত্যাদি দশবিধ, শব্দে ধ্বনিত হইত ।

১৯ । ‘আনন্দ, যাও, কুশিনাবাষ প্রবেশ পূৰ্ব্বক তত্ত্ব মল্লগণেব নিকট ঘোষণা কৰ : “বাশিষ্ঠগণ, আজ বাত্ৰিৰ পশ্চিম যামে তথাগতেব পৰিনিৰ্ব্বাণ হইবে । বাশিষ্ঠগণ, নিৰ্গত হও । নিৰ্গত হও । পবে অনৃতাপ কৰিয়া বলিও না—“আমাদিগেব আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতেব পৰিনিৰ্ব্বাণ হইল, আমবা অস্তিম কালে তথাগতেব দৰ্শন লাভ কৰিলাম না ।”

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন ও পৰিচ্ছদ পৰিধান পূৰ্ব্বক পাত্ৰ চীৰব হস্তে একাকী কুশিনাবাষ প্রবেশ কৰিলেন ।

২০ । ঐ সময় কুশিনাবাব মল্লগণ কোন কাৰ্ষ্যাপলক্ষে মন্ত্ৰণাসভাষ সমবেত হইয়াছিল । আষুজ্ঞান আনন্দ তাহাদেব মন্ত্ৰণাসভাষ উপস্থিত হইয়া মল্লগণেব নিকট ঘোষণা কৰিলেন :

‘বাশিষ্ঠগণ, অদ্য বাত্ৰিৰ পশ্চিম যামে তথাগতেব পৰিনিৰ্ব্বাণ হইবে । বাশিষ্ঠগণ, নিৰ্গত হও, নিৰ্গত হও । পবে অনৃতাপ কৰিয়া বলিও না, “আমাদিগেব আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতেব পৰিনিৰ্ব্বাণ হইল, আমবা অস্তিম-কালে তথাগতেব দৰ্শন লাভ কৰিলাম না ।” ’

গোশাল, অজিত-কেশকম্বলী, পকুধ-কচ্চাযন, সঞ্জয় বেলট্ঠিপদ্র, নিগণ্ঠ নাথ-পদ্র—তাঁহাবা কি স্ব স্ব মতানুসারী হইয়া পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন অথবা করেন নাই ? অথবা কেহ কেহ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ করেন নাই ?

‘সুভদ্র, ক্ষান্ত হও, এরূপ প্রশ্নেব প্রযোজন নাই। আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ দিব, শ্রবণ কর, মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া সুভদ্র সম্মত হইলেন। তখন ভগবান কহিলেন :

২৭। ‘সুভদ্র, যে ধর্ম-বিনয়ে আর্ষ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গেব অস্তিত্ব নাই, সে ধর্ম-বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীৰ শ্রমণও নাই ;* সুভদ্র, যে ধর্ম-বিনয়ে আর্ষ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গেব অস্তিত্ব আছে, সে ধর্ম বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অথবা চতুর্থ শ্রেণীৰ শ্রমণও আছে। সুভদ্র, এই ধর্ম-বিনয়ে আর্ষ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গেব অস্তিত্ব আছে, সুভদ্র, ইহাতেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীৰ শ্রমণ বিদ্যমান। অন্যান্য ধর্মমত সমূহ শ্রমণশূন্য, সুভদ্র এই ধর্ম ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন যাপন করিতে পাবেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগত অবহত শূন্য হইবে না।

‘সুভদ্র, একোনিবিংশ বৎসব বয়সে কুশলেব অন্তেষণে আমি প্ররজিত হইয়াছিলাম।

সুভদ্র, আমার প্ররাজ্যা গ্রহণেব সময় হইতে আজ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বৎসবেব অধিক হইয়াছে, ঐ সময় ব্যাপিয়া আমি ন্যায়-ধর্মের প্রদেশ-বর্তী হইয়াছি।

এই ধর্মের বাহিবে শ্রমণ নাই।—

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কোন শ্রেণীই শ্রমণ নাই। অপবাপব ধর্মমত শ্রমণশূন্য ; সুভদ্র, এই ধর্ম ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন যাপন করিতে পাবেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগত অবহতশূন্য হইবে না।’

২৭। এইরূপ কথিত হইলে পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানকে কহিলেন :
‘উত্তম, দেব। উত্তম। যে রূপ উৎপাতিতেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লঙ্কাযিত প্রকাশিত হয়, পথভ্রান্ত পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুস্মানেব দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকাবে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপই ভগবান অনেক প্রকাবে ধর্ম প্রকাশিত

* এইস্থানে শ্রোতাপন্ন, সঙ্কদাগামী, অনাগামী এবং অবহত এই চারি শ্রেণীৰ শ্রমণ উক্ত হইয়াছে।

হউক, এই সকল স্থানের বহু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহাশালগণ তথাগতে অভিপ্ৰসন্ন, তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন ।’

‘আনন্দ, ইহা ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত, শাখানগর, এব্দুপ কথা বলিও না ।’

১৮। ‘আনন্দ, পূর্বকালে মহাসুদর্শন নামে রাজা ছিলেন । তিনি রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুর্ভুজবিজেতা, প্রজাবর্গের নিবাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তবহু সমন্বিত ছিলেন । আনন্দ, এই কুশিনাবা কুশাবতী নামে রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী ছিল, উহা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন পরিমিত ছিল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল ।

‘আনন্দ, কুশাবতী রাজধানী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল । আনন্দ, যেব্দুপ দেবতাদিগের অলকনন্দা নামক রাজধানী—সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, ষষ্কাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ, সেইব্দুপ রাজধানী কুশাবতী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল ।’

‘আনন্দ, রাজধানী কুশাবতী দিবাবাত্রি অবিপ্রাস্ত দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত,—যথা হস্তীশব্দ, বথশব্দ, ভেবীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, কবতাল শব্দ, খঞ্জনী শব্দ, “আহাব কর, পান কর, চর্চণ কর” ইত্যাদি দশবিধ, শব্দে ধ্বনিত হইত ।

১৯। ‘আনন্দ, যাও, কুশিনাবাষ প্রবেশ পূর্বক তদন্ত মল্লগণের নিকট ঘোষণা কর : “বাশিষ্ঠগণ, আজ বাত্রি পশ্চিম যামে তথাগতের পবিনির্বাণ হইবে । বাশিষ্ঠগণ, নির্গত হও । নির্গত হও । পবে অনুতাপ করিয়া বলিও না—“আমাদিগের আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের পবিনির্বাণ হইল, আমবা অন্তিম কালে তথাগতের দর্শন লাভ করিলাম না ।”

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন ও পরিচ্ছদ পবিধান পূর্বক পাত্র চীবর হস্তে একাকী কুশিনাবাষ প্রবেশ করিলেন ।

২০। ঐ সময় কুশিনাবাষ মল্লগণ কোন কার্য্যাপলক্ষে মন্ত্রণাসভায় সমবেত হইয়াছিল । আযজ্ঞান আনন্দ তাহাদের মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইয়া মল্লগণের নিকট ঘোষণা করিলেন :

‘বাশিষ্ঠগণ, অদ্য বাত্রি পশ্চিম যামে তথাগতের পবিনির্বাণ হইবে । বাশিষ্ঠগণ, নির্গত হও, নির্গত হও । পবে অনুতাপ করিয়া বলিও না, “আমাদিগের আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের পবিনির্বাণ হইল, আমবা অন্তিম-কালে তথাগতের দর্শন লাভ করিলাম না ।” ’

গোশাল, অজিত-কেশকম্বলী, পকুধ-কচ্চাঘন, সঞ্জষ বেলট্ঠিপদ্র, নিগণ্ঠ নাথ-পদ্র—তাঁহারা কি স্ব স্ব মতানুসারী হইয়া পদ্র্গ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন অথবা কবেন নাই ? অথবা কেহ কেহ কবিয়াছেন এবং কেহ কেহ কবেন নাই ?

‘সুভদ্র, ক্ষান্ত হও, এব্দপ প্রশ্নেব প্রযোজন নাই। আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ দিব, শ্রবণ কর, মনঃসংযোগ কব, আমি কহিতেছি।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া সুভদ্র সন্মত হইলেন। তখন ভগবান কহিলেন :

২৭। ‘সুভদ্র, যে ধর্ম-বিনয়ে আৰ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব নাই, সে ধর্ম-বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও নাই ;* সুভদ্র, যে ধর্ম-বিনয়ে আৰ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে, সে ধর্ম বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও আছে। সুভদ্র, এই ধর্ম-বিনয়ে আৰ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে, সুভদ্র, ইহাতেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ বিদ্যমান। অন্যান্য ধর্মমত সমূহ শ্রমণশূন্য, সুভদ্র এই ধর্ম ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন যাপন করিতে পাবেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগত অরহত শূন্য হইবে না।

সুভদ্র, একোনিবিংশ বৎসর বয়সে কুশলের অন্বেষণে আমি প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

সুভদ্র, আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণেব সমষ হইতে আজ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বৎসবেব অধিক হইয়াছে, ঐ সময় ব্যাপিয়া আমি ন্যায়-ধর্মের প্রদেশ-বর্তী হইয়াছি।

এই ধর্মের বাহিবে শ্রমণ নাই।—

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কোন শ্রেণীবই শ্রমণ নাই। অপরাপব ধর্মমত শ্রমণশূন্য ; সুভদ্র, এই ধর্ম ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন যাপন করিতে পাবেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগত অরহতশূন্য হইবে না।’

২৭। এইব্দপ কথিত হইলে পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানকে কহিলেন :
‘উত্তম, দেব ! উত্তম ! যেব্দপ উৎপাতিতেব পদনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুপ্তাধিত প্রকাশিত হয়, পথভ্রান্ত পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুস্মানেব দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইব্দপই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত

* এইস্থানে শ্রোতাপন্ন, সঙ্কদাগামী, অনাগামী এবং অরহত এই চারি শ্রেণীর শ্রমণ উক্ত হইয়াছে।

কবিষাছেন। দেব, আমি ভগবানের, ধর্ম ও ভিক্ষু সঙ্ঘের শরণ লইতেছি।
আমি ভগবানের নিকট প্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী।’

‘সুভদ্র, পদ্বর্ষে অন্য মতাবলম্বী হইয়া যদি কেহ এই ধর্ম-বিনয়ে প্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী হয়, তাহাকে চারি মাস শিক্ষার্থীরূপে অতিবাহিত করিতে হয়, পবে আবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাহাকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন। তথাপি এই বিষয়ে আমি মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাত আছি।’

২৯। ‘দেব, পদ্বর্ষের অন্য মতাবলম্বীগণ এই ধর্ম-বিনয়ে প্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী হইলে যদি তাহাদিগকে চারি মাস পরিবাস করিতে হয় এবং পবে আবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন, তাহা হইলে আমি চারি বৎসর পরিবাসের নিমিত্ত প্রস্তুত আছি, চারি বৎসরের অন্তে আবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করুন।’

তখন ভগবান আযুজ্জান আনন্দকে কহিলেন : ‘তাহা হইলে, আনন্দ, সুভদ্রকে প্রজ্যা দাও।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আযুজ্জান আনন্দ সন্মত হইলেন।

৩০। অতঃপর পবিত্রাজক সুভদ্র আযুজ্জান আনন্দকে কহিলেন :

‘আনন্দ, আপনাদের লাভ অসামান্য, সৌভাগ্য মহৎ, এই ধর্ম-বিনয়ে স্বয়ং বুদ্ধের হস্ত হইতে সম্বুদ্ধ শিষ্যের বারি আপনাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে।’

পবিত্রাজক সুভদ্র ভগবানের নিকট হইতে প্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন এবং একাকী, নিষ্কর্জনবত, অপ্রমত্ত, উৎসাহী, প্রহিতা হইয়া অচিবে কুলপুত্রগণ যাহা লাভ করিবার জন্য সম্যকরূপে গৃহত্যাগ পদ্বর্ষক গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় করেন, সেই অনন্তর ব্রহ্মচর্য-সিদ্ধি এই জগতেই স্বয়ং উপলব্ধি এবং সাক্ষাতকার করিয়া উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন : ‘জাতি ধর্মস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, কর্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে, পুনর্জন্ম আব নাই’ এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

আযুজ্জান সুভদ্র অবহতাদিগের অন্যতব হইলেন।

তিনিই ভগবানের সর্বশেষ সাক্ষাত-শ্রাবক হইলেন।

। হিবণ্যবীতিষ-ভাগবার সমাপ্ত।

‘দেব, অনন্দবৃদ্ধ ! ভগবান পবিনিবৃত্ত !’

‘সৌম্য আনন্দ ! ভগবান পবিনিবৃত্ত নহেন, তিনি সংজ্ঞা-বেদ্যিত-নিবোধ সমাপত্তি লাভ করিয়াছেন ।’

৯ । অনন্তর ভগবান সংজ্ঞা-বেদ্যিত-নিবোধ সমাপত্তি হইতে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আশ্রয়, উহা হইতে অকিঞ্চন আশ্রয়, উহা হইতে বিজ্ঞান-অনন্ত-আশ্রয়, উহা হইতে আকাশ-অনন্ত-আশ্রয়, উহা হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলেন, উহা হইতে তৃতীয় ধ্যান, উহা হইতে দ্বিতীয় ধ্যান, উহা হইতে প্রথম ধ্যানে উপনীত হইলেন । প্রথম ধ্যান হইতে দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান হইতে তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলেন । সেই মূহুৰ্ত্তেই ভগবানের পবিনিবৃত্তি হইল ।

১০ । ভগবান পবিনিবৃত্ত হইলে সেই মূহুৰ্ত্তেই ভীষণ লোমহর্ষক প্রবল ভূমিকম্প হইল, বজ্রপাত হইল ।

সেই মূহুৰ্ত্তেই ব্রহ্মা সহস্রপতি এই গাথা কহিলেন :—

‘জগতের সর্বপ্রাণীই দেহত্যাগ করিবে,
যেব্দপ জগতেব এতাদৃশ অপ্ৰতিম
শাস্তা বলসম্পন্ন তথাগত সম্বুদ্ধ
পবিনিবৃত্ত হইয়াছেন ।’

তৎক্ষণেই দেবেন্দ্র শরু এই গাথা কহিলেন :

‘সংস্কার সমূহ অনিত্য তাহাবা
উৎপত্তি ও বিনাশশীল ; উৎপন্ন
হইয়া তাহাবা ধ্বংসে পর্য্যবসিত
হব, তাহাদেব উপশমই সুখ ।’

তৎক্ষণেই আরুজ্ঞান অনন্দবৃদ্ধ এই গাথাগদ্যলি কহিলেন :

‘যখন শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত নিষ্কম্প
মূর্খান প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন
স্থিতিচিন্ত তথাগতেব আশ্বাস-
প্রশ্বাস ছিল না । তিনি অবিচলিত
চিত্তে বে-না সহ্য করিয়াছিলেন,
দীপেব নিব্বাণেব ত্যায় তাঁহাব
চিত্তেব বিমূর্ত্তি হইয়াছিল ।’

কৰিষাছেন। দেব, আমি ভগবানেৰ, ধৰ্ম্ম ও ভিক্ষু সঙ্ঘেৰ শৰণ লইতোছি।
আমি ভগবানেৰ নিকট প্ৰৰজ্যা ও উপসম্পদাৰ প্ৰাৰ্থী।’

‘সুভদ্র, পদ্বৰ্ষে’ অন্য মতাবলম্বী হইয়া যদি কেহ এই ধৰ্ম্ম-বিনয়ে প্ৰৰজ্যা ও উপসম্পদাৰ প্ৰাৰ্থী হয়, তাহাকে চাৰি মাস শিক্ষাৰ্থীৰূপে অতিবাহিত কৰিতে হয়, পৰে আবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষু হইবাব নিমিত্ত প্ৰৰজ্যা ও উপসম্পদা দান কৰেন। তথাপি এই বিষয়ে আমি মনুষ্যেৰ মध्ये পাৰ্থক্য জ্ঞাত আছি।’

২৯। ‘দেব, পদ্বৰ্ষে’ৰ অন্য মতাবলম্বীগণ এই ধৰ্ম্ম-বিনয়ে প্ৰৰজ্যা ও উপসম্পদাৰ প্ৰাৰ্থী হইলে যদি তাঁহাদিগকে চাৰি মাস পৰিবাস কৰিতে হয় এবং পৰে আবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে ভিক্ষু হইবাব নিমিত্ত প্ৰৰজ্যা ও উপসম্পদা দান কৰেন, তাহা হইলে আমি চাৰি বৎসৰ পৰিবাসেৰ নিমিত্ত প্ৰস্তুত আছি, চাৰি বৎসৰেৰ অন্তে আবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে ভিক্ষু-হইবাব নিমিত্ত প্ৰৰজ্যা ও উপসম্পদা দান কৰুন।’

তখন ভগবান আযুজ্জান আনন্দকে কহিলেন : ‘তাহা হইলে, আনন্দ, সুভদ্ৰকে প্ৰৰজ্যা দাও।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিষা আযুজ্জান আনন্দ সন্মত হইলেন।

৩০। অতঃপৰ পৰিৱাজক সুভদ্র আযুজ্জান আনন্দকে কহিলেন :

‘আনন্দ, আপনাদেৰ লাভ অসামান্য, সৌভাগ্য মহৎ, এই ধৰ্ম্ম-বিনয়ে স্বয়ং বুদ্ধেৰ হস্ত হইতে সঙ্ঘভুক্ত শিষ্যত্বেৰ বাৰি আপনাদেৰ উপৰ বৰ্ষিত হইষাছে।’

পৰিৱাজক সুভদ্র ভগবানেৰ নিকট হইতে প্ৰৰজ্যা ও উপসম্পদা লাভ কৰিলেন এবং একাকী, নিৰ্জৰ্ণবত, অপ্ৰমত্ত, উৎসাহী, প্ৰহিতাত্ম হইয়া অচিৰে কুলপুত্ৰগণ যাহা লাভ কৰিবাব জন্য সম্যকৰূপে গৃহত্যাগ পদ্বৰ্ষক গৃহহীন প্ৰৰজ্যা আশ্ৰয় কৰেন, সেই অনন্তৰ ব্ৰহ্মচৰ্য্য-সিদ্ধি এই জগতেই স্বয়ং উপলব্ধ এবং সাক্ষাতকাৰ কৰিষা উহাতে প্ৰতিষ্ঠিত হইলেন : ‘জাতি ধৰ্ম্ম হইষাছে, ব্ৰহ্মচৰ্য্য উদ্ঘাপিত হইষাছে, কৰ্ত্তব্য সম্পাদিত হইষাছে, পুনৰ্জন্ম আব নাই’ এইৰূপ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলেন।

আযুজ্জান সুভদ্র অবহতদিগেৰ অন্যতৰ হইলেন।

তিনিই ভগবানেৰ সৰ্ব্বশেষ সাক্ষাত-শ্ৰাবক হইলেন।

। হিবণ্যবতিষ-ভাণবাব সমাপ্ত।

‘দেব, অনুরুদ্ধ ! ভগবান পরিনিবৃত্ত !’

‘সৌম্য আনন্দ ! ভগবান পরিনিবৃত্ত নহেন, তিনি সংজ্ঞা-বেদাযিত-নিবোধ-সমাপত্তি লাভ করিয়াছেন ।’

৯। অনন্তর ভগবান সংজ্ঞা-বেদাযিত-নিবোধ সমাপত্তি হইতে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন, উহা হইতে অকিঞ্চন আযতন, উহা হইতে বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন, উহা হইতে আকাশ-অনন্ত-আযতন, উহা হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলেন, উহা হইতে তৃতীয় ধ্যান, উহা হইতে দ্বিতীয় ধ্যান, উহা হইতে প্রথম ধ্যানে উপনীত হইলেন । প্রথম ধ্যান হইতে দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান হইতে তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলেন । সেই মহন্তেই ভগবানের পরিনিবৃত্তি হইল ।

১০। ভগবান পরিনিবৃত্ত হইলে সেই মহন্তেই ভীষণ লোমহর্ষক প্রবল ভূমিকম্প হইল, বজ্রপাত হইল ।

সেই মহন্তেই ব্রহ্মা সহস্রপতি এই গাথা করিলেন :—

‘জগতেব সম্ব-প্রাণীই দেহত্যাগ করিবে,
যেরূপ জগতের এতাদৃশ অপ্ৰতিম
শাস্তা বলসম্পন্ন তথাগত সম্বুদ্ধ
পরিনিবৃত্ত হইয়াছেন ।’

তৎকালেই দেবেন্দ্র শক্ৰ এই গাথা করিলেন :

‘সংস্কার সমূহ অনিত্য তাহারা
উৎপত্তি ও বিনাশশীল ; উৎপন্ন
হইয়া তাহারা ধ্বংসে পর্য্যবসিত
হয়, তাহাদের উপশমই সুখ ।’

তৎকালেই আশ্বজ্ঞান অনুরুদ্ধ এই গাথাগুলি করিলেন :

‘যখন শাস্তিতে প্রতিষ্ঠিত নিকম্প
মুনি প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন
স্থিতিচিন্ত তথাগতেব আশ্বাস-
প্রশ্বাস ছিল না । তিনি অবিচলিত
চিন্তে বেন্না সহ্য করিয়াছিলেন,
দীপের নিশ্বাণের ত্যায় তাঁহাব
চিন্তেব বিমর্দিত হইয়াছিল ।’

তৎক্ষণেই আশ্চর্যান আনন্দ এই গাথা কহিলেন :

‘সর্বসৌন্দর্য্যাবিব সম্বন্ধেব
পৰিনিস্ৰাণে মহাভয় ও বোমহর্ষ
অনুভূত হইল ।’

ভগবান পৰিনিস্ৰাণে প্রবেশ কবিলে যে সকল ভিক্ষু বাগমুগ্ধ ছিলেন না, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহু প্রসারিত কবিলে ক্রন্দন কবিলে লাগিলেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলুপ্ত হইলেন : ‘অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পৰিনিস্ৰাণ হইয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতেব আলোক অন্তর্হিত হইয়াছে ।’

যে সকল ভিক্ষু বীতবাগ ছিলেন তাহাবা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে ‘সংস্কার সমূহ অনিত্য, কিবদুপে ইহাব অন্যথা হইবে !’ চিন্তা কবিলে সহ্য কবিলেন ।

১১। অনন্তব আশ্চর্যান অনবদ্বন্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন কবিলেন :

‘বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও, শোক কবিও না, বিলাপ কবিও না । ভগবান কি পুর্বেই বলেন নাই যে, আমাদেব অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুবই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ কবিলে হইবে ? তাহা হইলে ইহা কি প্রকাবে সম্ভব যে, যাহা জাত, ভূত গঠিত এবং ক্ষয়ধর্ম্মসম্পন্ন তাহাব বিনাশ হইবে না ? ইহা অসম্ভব । দেবগণ বিবস্ত হইতেছেন ।’

‘কিন্তু, ভগ্নে, আশ্চর্যান অনবদ্বন্ধ কোন প্রকাব দেবগণেব কথা মনে কবিতেছেন ?’

‘আনন্দ, আকাশে পৃথিবীসংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাহাবা আলুলাষিত কেশে ক্রন্দন কবিতেছেন, প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন কবিতেছেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলুপ্ত হইয়া “অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পৰিনিস্ৰাণে প্রবেশ কবিয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতেব আলোক নিস্ৰাণিত হইয়াছে” কহিয়া বিলাপ কবিতেছেন ।

‘আনন্দ, পৃথিবীতে পৃথিবী-সংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাহাবা আলুলাষিত কেশ, প্রসারিত বাহু এবং সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলুপ্ত হইয়া “অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পৰিনিস্ৰাণে প্রবেশ কবিয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতেব আলোক নিস্ৰাণিত হইয়াছে” কহিয়া ক্রন্দন কবিতেছেন ।’

লইয়া গিয়া পূৰ্বদ্বাৰ দিয়া নিষ্কান্ত হইয়া পূৰ্বদিকেস্থিত মল্লদিগের মুকুট-
বন্ধন নামক চৈত্বে বন্ধা কৰিলেন।

১৭। অতঃপৰ কুশিনাৰাব মল্লগণ আশুজ্ঞান আনন্দকে কহিল : ‘পূজ্য
আনন্দ। তথাগতেৰ দেহ সম্বন্ধে আমাদেৰ কি কৰ্তব্য?’

‘বাশিষ্ঠগণ, বাজচক্ৰবৰ্তীৰ শৰীৰ সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতেৰ শৰীৰ
সম্বন্ধেও তাহাই কৰ্তব্য।’

‘প্রভু আনন্দ, চক্ৰবৰ্তী বাজাব শৰীৰ সম্বন্ধে কিব্দুপ কৃত হয়?’

‘বাশিষ্ঠগণ, বাজচক্ৰবৰ্তীৰ দেহ নূতনবস্ত্ৰে আচ্ছাদিত হয়, পৰে বিহত
কাপাস দ্বাৰা এবং তৎপৰে নূতন বস্ত্ৰ দ্বাৰা আচ্ছাদিত হয়। এইবদুপে
পাঁচশত বস্ত্ৰ খণ্ড দ্বাৰা বাজচক্ৰবৰ্তীৰ দেহ আচ্ছাদিত কৰিষা লৌহনিৰ্মিত
তৈল দ্ৰোণীতে নিক্ষেপ পূৰ্বক ঐবদুপ অপৰ দ্ৰোণা দ্বাৰা উহা আবৃত কৰিষা
সৰ্বপ্ৰকাৰ সুগন্ধ কাষ্ঠে নিৰ্মিত চিতাষ বাজচক্ৰবৰ্তীৰ দেহ দাহ কৰা হয়।
চতুৰ্মহাপথে বাজচক্ৰবৰ্তীৰ স্তূপ নিৰ্মিত হয়। বাশিষ্ঠগণ, বাজচক্ৰবৰ্তীৰ
শৰীৰ সম্বন্ধে এইবদুপ উপায় অবলম্বিত হয়।

‘বাশিষ্ঠগণ, বাজচক্ৰবৰ্তীৰ শৰীৰ সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতেৰ শৰীৰ
সম্বন্ধেও তাহাই কৰ্তব্য। চতুৰ্মহাপথে তথাগতেৰ স্তূপ নিৰ্মাণ কৰিতে
হইবে। যাহাবা উহাতে মালা, গন্ধ অথবা বজ্জনোপকৰণ স্থাপন কৰিবে,
উহাকে অভিবাদন কৰিবে, অথবা উহাতে প্ৰসন্নচিত্ত হইবে, তাহাদেৰ উহা
দীৰ্ঘকাল হিত ও সুখ বিধায়ক হইবে।’

১৮। তদনন্তৰ মল্লগণ ভূত্যগণকে আদেশ কৰিল :

‘মল্লদিগেৰ নিকট হইতে বিহত কাপাস সংগ্ৰহ কৰ।’

তৎপৰে মল্লগণ ভগবানেৰ দেহ নূতন বস্ত্ৰ দ্বাৰা আচ্ছাদিত কৰিল,
পৰে বিহত কাপাস দ্বাৰা এবং তৎপৰে নূতন বস্ত্ৰ দ্বাৰা আচ্ছাদিত
কৰিল। এইবদুপে পাঁচশত বস্ত্ৰ খণ্ড দ্বাৰা ভগবানেৰ দেহ আচ্ছাদিত কৰিষা
লৌহ নিৰ্মিত তৈল দ্ৰোণীতে নিক্ষেপ পূৰ্বক ঐবদুপ অপৰ দ্ৰোণীৰ
দ্বাৰা উহা আবৃত কৰিষা সৰ্বপ্ৰকাৰ সুগন্ধ কাষ্ঠে নিৰ্মিত চিতাষ
স্থাপিত কৰিল।

১৯। ঐ সময় আশুজ্ঞান মহাকাশ্যপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ
ভিক্ষুসম্ভেব সহিত পাবা হইতে কুশিনাবাৰ পথে চলিবার কালে মার্গ হইতে
অপসৃত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন।

তৎক্ষণেই আষড়্জ্ঞান আনন্দ এই গাথা কহিলেন :

‘সৰ্বসৌন্দৰ্য্যাকিব সম্বন্ধেব
পৰিনিৰ্বাণে মহাভয় ও বোমহৰ্ষ
অনুভূত হইল ।’

ভগবান পৰিনিৰ্বাণে প্ৰবেশ কৰিলে যে সকল ভিক্ষু বাগমুত্ত ছিলেন না, তাহাদেব মধ্যে কেহ কেহ বাহু প্ৰসাৰিত কৰিয়া ক্ৰন্দন কৰিতে লাগিলেন, সাণ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলম্বিত হইলেন : ‘অতি শীঘ্ৰ ভগবান সূগত পৰিনিৰ্বৃত হইষাছেন, অতি শীঘ্ৰ জগতেব আলোক অন্তৰ্হিত হইষাছে ।’

যে সকল ভিক্ষু বীতবাগ ছিলেন তাহাবা স্মৃতি ও সম্প্ৰজ্ঞান সহকাৰে ‘সংস্কাৰ সমূহ অনিত্য, কিবুপে ইহাব অনাথা হইবে ।’ চিন্তা কৰিয়া সহ্য কৰিলেন ।

১১। অনন্তব আষড়্জ্ঞান অনবুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন কৰিলেন :

‘বন্ধুগণ, ক্ৰান্ত হও, শোক কৰিও না, বিলাপ কৰিও না । ভগবান কি পূৰ্বেই বলেন নাই যে, আমাদেব অত্যন্ত প্ৰিয় সকল বস্তুবই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইষা তাহাদিগকে ত্যাগ কৰিতে হইবে ? তাহা হইলে ইহা কি প্ৰকাৰে সম্ভব যে, যাহা জাত, ভূত গঠিত এবং ক্ষয়ধৰ্ম্মসম্পন্ন তাহাব বিনাশ হইবে না ? ইহা অসম্ভব । দেবগণ বিবস্ত হইতেছেন ।’

‘কিন্তু, ভগ্নে, আষড়্জ্ঞান অনবুদ্ধ কোন প্ৰকাৰ দেবগণেব কথা মনে কৰিতেছেন ?’

‘আনন্দ, আকাশে পৃথিবীসংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাহাবা আলুলাষিত কেশে ক্ৰন্দন কৰিতেছেন, প্ৰসাৰিত বাহু হইষা ক্ৰন্দন কৰিতেছেন, সাণ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলম্বিত হইষা “অতি শীঘ্ৰ ভগবান সূগত পৰিনিৰ্বাণে প্ৰবেশ কৰিষাছেন, অতি শীঘ্ৰ জগতেব আলোক নিৰ্বাপিত হইষাছে” কহিষা বিলাপ কৰিতেছেন ।’

‘আনন্দ, পৃথিবীতে পৃথিবী-সংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাহাবা আলুলাষিত কেশ, প্ৰসাৰিত বাহু এবং সাণ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলম্বিত হইষা “অতি শীঘ্ৰ ভগবান সূগত পৰিনিৰ্বাণে প্ৰবেশ কৰিষাছেন, অতি শীঘ্ৰ জগতেব আলোক নিৰ্বাপিত হইষাছে” কহিষা ক্ৰন্দন কৰিতেছেন ।’

লইয়া গিষা পদ্বর্ষদ্বার দিয়া নিষ্কান্ত হইয়া পদ্বর্ষদিকেস্থিত মল্লদিগেব মৃকুট-বন্ধন নামক চৈতেয় রক্ষা করিবলেন।

১৭। অতঃপব কুশিনাবাব মল্লগণ আরুদ্ভান আনন্দকে কহিল : ‘পূজ্য আনন্দ ! তথাগতেব দেহ সম্বন্ধে আমাদের কি কর্তব্য ?’

‘বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তী’ব শবীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতেব শবীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্তব্য।’

‘প্রভু আনন্দ, চক্রবর্তী’ বাজাব শবীর সম্বন্ধে কিব্দুপ কৃত হয় ?’

‘বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তী’ব দেহ নূতনবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, পবে বিহত কাপাসি দ্বাৰা এবং তৎপবে নূতন বস্ত্র দ্বাৰা আচ্ছাদিত হয়। এইব্দুপে পাঁচশত বস্ত্র খণ্ড দ্বাৰা রাজচক্রবর্তী’ব দেহ আচ্ছাদিত করিষা লৌহনির্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপ পদ্বর্ষক ঐব্দুপ অপব দ্রোণা দ্বাৰা উহা আবৃত করিষা সর্বপ্রকাৰ সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্মিত চিতায় রাজচক্রবর্তী’ব দেহ দাহ করা হয়। চতুর্মহাপথে রাজচক্রবর্তী’ব স্তূপ নির্মিত হয়। বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তী’ব শবীর সম্বন্ধে এইব্দুপ উপায় অবলম্বিত হয়।

‘বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তী’ব শবীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতেব শবীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্তব্য। চতুর্মহাপথে তথাগতেব স্তূপ নির্মাণ করিতে হইবে। যাহাবা উহাতে মালা, গন্ধ অথবা বজ্রনোপকবণ স্থাপন করিবে, উহাকে অভিষাদন করিবে, অথবা উহাতে প্রসন্নচিত্ত হইবে, তাহাদের উহা দীর্ঘকাল হিত ও সুখ বিধায়ক হইবে।’

১৮। তদনন্তব মল্লগণ ভূত্যগণকে আদেশ করিল :

‘মল্লদিগেব নিকট হইতে বিহত কাপাসি সংগ্রহ কর।’

তৎপবে মল্লগণ ভগবানেব দেহ নূতন বস্ত্র দ্বাৰা আচ্ছাদিত করিল, পবে বিহত কাপাসি দ্বাৰা এবং তৎপবে নূতন বস্ত্র দ্বাৰা আচ্ছাদিত করিল। এইব্দুপে পাঁচশত বস্ত্র খণ্ড দ্বাৰা ভগবানেব দেহ আচ্ছাদিত করিষা লৌহ নির্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপ পদ্বর্ষক ঐব্দুপ অপব দ্রোণী’ দ্বাৰা উহা আবৃত করিষা সর্বপ্রকাৰ সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্মিত চিতায় স্থাপিত করিল।

১৯। ঐ সময়, আরুদ্ভান মহাকাশ্যপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেব সহিত পাবা হইতে কুশিনাবাব পথে চলিবাব কালে মার্গ হইতে অপসৃত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন।

ঐ সময়েই জনৈক আজীবক কুশিনাবা হইতে মন্দাব পদ্প সংগ্রহ করিয়া পাবাভিমুখী পথে চলিতেছিলেন।

আযুজ্ঞান মহাকাশ্যপ দূর হইতে আজীবককে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন : ‘আযুজ্ঞান, আপনি অবশ্যই আমাদের শাস্ত্রকে জানেন ?’

‘জানি। অদ্য সপ্তাহ হইল শ্রমণ গৌতম পবিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই কাবণেই এই মন্দাব পদ্প আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।’

ভিক্ষুদিগের মধ্যে ষাঁহাবা বাগমুগ্ধ ছিলেন না, তাঁহাদের কেহ কেহ বাহু প্রসারিত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; ‘অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পবিনির্বৃত্ত হইয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক অস্থিহীত হইয়াছে’ কহিয়া সান্ধীগে ভূমিতে পতিত ও অবলুপ্ত হইলেন।

ষাঁহাবা বীতবাগ ছিলেন তাঁহাবা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকায়ে ‘সংস্কার সমূহ অনিত্য, কিরূপে ইহাব অন্যথা হইবে ?’ চিন্তা করিয়া সহ্য করিলেন।

২০। ঐ সময়ে বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত সুভদ্র নামক জনৈক ভিক্ষু ঐ পবিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে কহিলেন :

‘আযুজ্ঞানগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। সেই মহাপ্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া আমবা বক্ষা পাইয়াছি। “ইহা তোমাদের উপযুক্ত, ইহা অনুপযুক্ত” এইরূপ বাক্যের দ্বারা আমবা নিপীড়িত হইতে ছিলাম, এক্ষণে আমবা যাহা ইচ্ছা তাহা করিব, যাহা ইচ্ছা নষ তাহা করিব না।’

তখন আযুজ্ঞান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুদিগকে কহিলেন : ভ্রাতৃগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। ভগবান কি পদ্ব্যেই কহেন নাই যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুবই স্বভাব এই যে আমাদের তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে ? তবে ইহা কি প্রকারে সম্ভব যে যাহা যাত, ভূত, গঠিত এবং ক্ষয়ধর্মসম্পন্ন তাহার বিনাশ হইবে না ? ইহা অসম্ভব।’

২১। ঐ সময়ে চাবিজন মল্লপ্রধান স্নাত ও নববস্ত্র পরিহিত হইয়া ভগবানের চিতাব অগ্নি সংযোগ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না।

তখন কুশিনাবাব মল্লগণ আযুজ্ঞান অনুবুদ্ধকে কহিল :

‘পুজ্য অনুবুদ্ধ, চাবিজন মল্ল-প্রধান স্নাত ও নববস্ত্র পরিহিত হইয়া

ভগবানের চিতায় অগ্নিসংযোগ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না।
ইহাব কি হেতু, কি প্রত্যয় ?’

‘বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদিগের অভিপ্রায় অন্যরূপ।’

‘দেব, দেবতাগণের অভিপ্রায় কিরূপ ?’

‘বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদিগের অভিপ্রায় এইরূপ : “আয়ুজ্ঞান মহাকাশ্যপ
পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাবা হইতে কুশিনাবাব পথে
চলিতেছেন, যতক্ষণ তিনি ভগবানের পাদে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বন্দনা না
করিতেছেন ততক্ষণ চিতা জ্বলিবে না।” ’

‘দেব, দেবতাগণের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক।’

২২। অনন্তর আয়ুজ্ঞান মহাকাশ্যপ কুশিনাবাব মুকুটবন্ধন নামক মল্ল-
গণের চৈত্রে, যেখানে ভগবানের চিতা রক্ষিত ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া
একাত্ম চীবরাবৃত এবং অঞ্জলি প্রণত করিয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক
ভগবানের পাদে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন।

সেই সকল পঞ্চশত ভিক্ষুও একই প্রকারে ভগবানের পাদ বন্দনা
করিলেন।

আয়ুজ্ঞান মহাকাশ্যপ এবং পঞ্চশত ভিক্ষু বন্দনাসমাপ্ত হইলে চিতা স্বয়ং
জ্বলিয়া উঠিল।

২৩। ভগবানের দেহ দগ্ধীভূত হইলেও ছবি (বহিস্কক), চর্ম্ম, মাংস,
স্নায়ু অথবা লসীকা হইতে ক্ষাব অথবা মসিৰ উৎপত্তি দৃষ্ট হইল না, মাত্র
অস্থি অবশিষ্ট রহিল।

যেব্দপ জ্বলন্ত ঘৃত অথবা তৈলের ক্ষাব অথবা মসি দৃষ্ট হয় না, সেই
ব্দপই ভগবানের দেহ দগ্ধীভূত হইলেও উহার ছবি, চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু,
লসীকা হইতে ক্ষাব অথবা মসিৰ উৎপত্তি দৃষ্ট হইল না। অস্থি মাত্র অবশিষ্ট
রহিল। পাঁচশত বস্ত্র খণ্ডের দুই খানি মাত্র দগ্ধ হইল—অন্তস্তলীন এবং
সর্ব্ববহিস্থ।

ভগবানের দেহ দগ্ধ হইলে অন্তরীক্ষ হইতে জলধাবা পতিত হইয়া
ভগবানের চিতা নিষ্পাপিত করিল, উদকশালা হইতেও জলধাবা উৎখিত হইয়া
ভগবানের চিতা নিষ্পাপিত করিল। কুশিনাবাব মল্লগণও সর্ব্বপ্রকার স্দগন্ধি
বারিসেকে ভগবানের চিতা নিষ্পাপিত করিল।

অদনন্তর কুশিনাবাব মল্লগণ ভগবানের অস্থি সমুদ্র সপ্তাহ মন্ত্রণাশালায়

শক্তি-পিঞ্জৰ এবং ধনুপ্রাকাৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত কৰিষা নৃত্য, গীত, বাদ্য, মালা-গন্ধাদি দ্বাৰা ঐ সকলেৰ সৎকাৰ, সেৱা, সন্মান ও পূজা কৰিল।

২৪। মগধৰাজ অজাতশত্ৰু 'বৈদেহী-পুত্ৰ শ্ৰবণ কৰিলেন যে ভগবান কুশিনাৰায পৰিনিৰ্ব্বাণে প্ৰবেশ কৰিষাছেন।

তখন তিনি কুশিনাৰায মল্লগণেৰ নিকট দূত প্ৰেৰণ কৰিষা তাহাদিগকে জানাইলেন : 'ভগবানও ক্ষত্ৰিয়, আমিও ক্ষত্ৰিয়, আমিও ভগবানেৰ অস্থিৰ অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমিও ভগবানেৰ অস্থি সমূহেৰ উপৰ স্তূপ নিৰ্ম্মাণ কৰিব এবং মহা-উৎসবেৰ অনুষ্ঠান কৰিব।'

বৈশালিৰ লিচ্ছবিগণ শ্ৰবণ কৰিল : 'ভগবান কুশিনাৰায পৰিনিৰ্ব্বাণে প্ৰাপ্ত হইষাছেন।' তখন তাঁহাৰা কুশিনাৰায মল্লগণেৰ নিকট দূত প্ৰেৰণ কৰিষা তাহাদিগকে জানাইলেন : 'ভগবানও ক্ষত্ৰিয়, আমবাও ক্ষত্ৰিয়, আমবাও ভগবানেৰ অস্থিৰ অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমবাও ভগবানেৰ অস্থি সমূহেৰ উপৰ স্তূপ নিৰ্ম্মাণ কৰিব এবং মহা-উৎসবেৰ অনুষ্ঠান কৰিব।'

কপিলাবস্তুৰ শাক্যগণ শ্ৰবণ কৰিলেন : 'ভগবান কুশিনাৰায পৰিনিৰ্ব্বাণে প্ৰবেশ কৰিষাছেন।' ইহা শ্ৰবণ কৰিষা শাক্যগণ কুশিনাৰায মল্লদিগেৰ নিকট দূত প্ৰেৰণ কৰিষা তাহাদিগকে জানাইলেন : 'ভগবান আমাদেৰ জাতি-শ্ৰেষ্ঠ। আমবাও ভগবানেৰ অস্থিৰ অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমবাও ভগবানেৰ অস্থি সমূহেৰ উপৰ স্তূপ নিৰ্ম্মাণ কৰিব এবং মহা-উৎসবেৰ অনুষ্ঠান কৰিব।'

অল্লকম্পেৰ বুলিগণ শ্ৰবণ কৰিল : 'ভগবান কুশিনাৰায পৰিনিৰ্ব্বৃত্ত হইষাছেন।' তৎপ্ৰবণে বুলিগণ কুশিনাৰায মল্লদিগেৰ নিকট দূত প্ৰেৰণ কৰিষা জানাইল : 'ভগবানও ক্ষত্ৰিয়, আমবাও ক্ষত্ৰিয়, আমবাও ভগবানেৰ অস্থিৰ অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমবাও ভগবানেৰ অস্থি সমূহেৰ উপৰ স্তূপ নিৰ্ম্মাণ কৰিব এবং মহা-উৎসবেৰ অনুষ্ঠান কৰিব।'

বামগ্ৰামেৰ কোলিষগণ শ্ৰবণ কৰিল, 'ভগবান কুশিনাৰায পৰিনিৰ্ব্বৃত্ত হইষাছেন। তৎপ্ৰবণে তাঁহাৰা কুশিনাৰায মল্লদিগেৰ নিকট দূত প্ৰেৰণ কৰিষা জানাইলেন : 'ভগবানও ক্ষত্ৰিয়, আমবাও ক্ষত্ৰিয়, আমবাও ভগবানেৰ অস্থিৰ অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমবাও ভগবানেৰ অস্থি সমূহেৰ উপৰ স্তূপ নিৰ্ম্মাণ কৰিব এবং মহা-উৎসবেৰ অনুষ্ঠান কৰিব।'

ব্ৰাহ্মণ বেঠদীপক শ্ৰবণ কৰিলেন : 'ভগবান কুশিনাৰায পৰিনিৰ্ব্বৃত্ত হইষাছেন।' ইহা শ্ৰবণে তিনি কুশিনাৰায মল্লদিগেৰ নিকট দূত প্ৰেৰণ

করিয়া জানাইলেন : ‘ভগবান ক্ষত্রিয়, আমি ব্রাহ্মণ । আমিও ভগবানের অস্থি অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমিও ভগবানের অস্থি উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ করিব এবং মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব ।’

পাষাণ মল্লগণ শ্রবণ করিল : ‘ভগবান কুশিনাবাষ পরিনিবৃত্ত হইয়াছেন ।’ ইহা শ্রবণান্তে তাঁহারা কুশিনাবাষ মল্লগণের নিকট দ্রুত প্রবেশ করিয়া জানাইলেন : ‘ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয় । আমরাও ভগবানের অস্থি অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থি উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ করিব এবং মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব ।’

২৫ । এইরূপ উক্ত হইলে কুশিনাবাষ মল্লগণ সমবেত জন মণ্ডলীকে কহিলেন :

‘ভগবান আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে পরিনিবৃত্ত হইয়াছেন । আমরা ভগবানের অস্থি অংশ দিব না ।’

তৎপরে ব্রাহ্মণ দ্রোণ সেই জন-মণ্ডলীকে কহিলেন :

মহোদধগণ ! আমার একটি বাক্য শ্রবণ করুন ।

আমাদিগের বন্ধু ক্ষান্তিবাদী ছিলেন । পদব্রুণ শ্রেষ্ঠের

অস্থি বিভাগে কলহ অবাঞ্ছনীয় । আমরা সকলে

একত্রে সমগ্রভাবে প্রীতিপূর্ণচিত্তে আর্টীট ভাগ করিব,

দিকে দিকে স্তূপ সমূহ বিস্তৃত হউক, মনুষ্য জাতি

চক্ষুস্মানের প্রতি প্রদ্বায়িত হউক ।’

‘ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে তুমিই ভগবানের অস্থি আর্টীট সমান ভাগে উত্তম-রূপে বিভক্ত কর ।’

‘তথাস্তু’ বলিয়া ব্রাহ্মণ দ্রোণ সম্মত হইয়া ভগবানের অস্থিসমূহ আর্টীট সমান ভাগে উত্তমরূপে বিভক্ত করিয়া উপস্থিত জন মণ্ডলীকে কহিলেন :

‘মহোদধগণ, এই কুস্তিটি আমার দান করুন, আমি এই কুস্তির উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ করিব এবং মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব ।’

জনগণ ব্রাহ্মণকে কুস্তি দান করিল ।

২৬ । পিপ্লফল বনের মোৰিষগণ শ্রবণ করিল ।

‘ভগবান কুশিনাবাষ পরিনিবৃত্ত হইয়াছেন ।’ তৎশ্রবণে তাঁহারা কুশিনারার মল্লগণের নিকট দ্রুত প্রবেশ করিয়া জানাইলেন : ‘ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয় । আমরাও ভগবানের অস্থি অংশ পাইবার উপযুক্ত,

‘আমবাও ভগবানের অস্থি সমুদ্রের উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ করিব এবং মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব।’

‘ভগবানের অস্থি অংশ আব নাই, সমস্তই বিতৰিত হইয়াছে। এইস্থানের অঙ্গাব গ্রহণ কব।’ তাহাবা অঙ্গাব লইল।

২৭। তদনন্তর মগধবাজ অজাত শত্রু বাজগৃহে ভগবানের অস্থি উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ পূৰ্ব্বক মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

বৈশালিব লিচ্ছবিগণ বৈশালিতে ভগবানের অস্থি উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ ও মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

কপিলবস্তুব শাক্যগণ কপিলবস্তু নগরে ভগবানের অস্থি উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ ও মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

অল্লকম্পেব বুলিগণ অল্লকম্পে ভগবানের অস্থি উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ ও মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

বামগ্রামেব কোলিয়গণ বামগ্রামে ভগবানের অস্থি উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ ও মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

ব্রাহ্মণ বেঠদীপ বেঠদীপে ভগবানের অস্থি উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ ও মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

পাবাব মল্লগণ পাবায় ভগবানের অস্থি উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ ও মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

কুশিনাবাব মল্লগণ কুশিনাবায় ভগবানের অস্থি উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ ও মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

ব্রাহ্মণ দ্রোণ কুস্তেব উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ ও মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

পিপ্ফল বনের মোবিষগণ পিপ্ফলবনে অঙ্গাব সমুদ্রের উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ ও মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

এইরূপে অস্থি সমুদ্রের উপর আটটি স্তূপ, কুস্তের উপর নবম এবং অঙ্গাব সমুদ্রের উপর দশম স্তূপ নিৰ্ম্মিত হইল।

পূৰ্ব্বকালে ইহাই ছিল।

২৮। [অষ্টদ্রোণ পরিমিত চন্দ্রম্মানের অস্থি, সপ্ত দ্রোণ জম্বুদ্বীপে পূজিত।

এক দ্রোণ বাম গ্রামে নাগবাজগণ কর্তৃক পূজিত।

- একটি দন্ত ত্রিদিবে পূজিত, একটি গন্ধার নগবে ।

কলিঙ্গ বাজাব বাজ্যে একটি এবং নাগবাজগণ কর্তৃক আরও একটি পূজিত ।

উহারই তেজে এই মহী বসুন্ধবা যাগ শ্রেষ্ঠে অলঙ্কৃত ।

এইরূপে চক্ষুস্মানেব অস্থি পূজাহ'গণ কর্তৃক সম্যক রূপে পূজিত ।

এইরূপেই ইহা দেবেন্দ্র-নাগেন্দ্র-নবেন্দ্রগণ কর্তৃক এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত—

কৃতাজ্জলি হইয়া উহাব বন্দনা কব, শত শত কল্পে বুদ্ধের দর্শন দর্শিত] ।

। মহাপার্বিনিব্বাণ সূত্রান্ত সমাপ্ত ।

১৭। (মহাসুদসূসন) মহাসুদর্শন সূত্রান্ত

১। ১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিযাছি। একসময় ভগবান কুশিনাবার উপবর্ত্তন নামক মল্লদিগেব শালবনে ষ্ণ্মশালতব্দেব মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তাঁহাব পৰিনির্বাণেব সময়।

২। ঐ সময় আনন্দ ভগবানেব নিকট উপস্থিত হইযা তাঁহাকে অভিবাদন পূৰ্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পৰে তিনি ভগবানকে করিলেন :

‘দেব, এই ক্ষুদ্র, পবিত্যক্ত, শাখানগবে যেন ভগবান পৰিনিবৃত্ত না হন। অন্যান্য মহানগব সমূহ বিদ্যমান, যথা—চম্পা, বাজগৃহ, শ্রাবস্তী সাক্তেত, কৌশাম্বী, বাবাগসী। এই সকলেব যে কোন স্থানে ভগবানেব পৰিনির্বাণ হউক, এই সকল স্থানেব বহু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহাশালগণ তথাগতে অভিপ্রসন্ন, তাঁহাবা তথাগতেব শরীর পূজা করিবেন।’

৩। ‘আনন্দ, ইহা ক্ষুদ্র, পবিত্যক্ত শাখানগব, এরূপ কথা বলিও না। আনন্দ, পূৰ্ব্বকালে মহাসুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। তিনি মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত, চতুৰ্ভুজোক্তা, প্রজাবর্গেব নিবাপত্তা-প্রাপ্ত ছিলেন। আনন্দ, এই কুশিনাবা কুশাবতী নামে রাজা মহাসুদর্শনেব রাজধানী ছিল। উহা পশ্চিম ও পূৰ্ব্ব-দিকে দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন পৰিমিত ছিল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল। আনন্দ, কুশাবতী রাজধানী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ, ষেবূপ দেবতাদিগেব অলকনন্দা নামক রাজধানী—সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ, সুভিক্ষ, সেইরূপ রাজধানী কুশাবতী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ রাজধানী কুশাবতী দিবাবাহি অবিশ্রান্ত দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত, —হস্তীশব্দ, বথশব্দ, ভেবীশব্দ, মূদঙ্গ শব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, কবতাল শব্দ, খঞ্জনী শব্দ, “আহাব কব, পান কব, চৰ্চণ কব” ইত্যাদি দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত।’

৪। ‘আনন্দ, রাজধানী কুশাবতী সপ্ত প্রকাব দ্বাবা পৰিবেষ্টিত ছিল। একটি প্রকাব সুবর্ণময়, একটি বজ্রতময়, একটি বৈদূৰ্য্যমণিময়, একটি

স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময় (পদ্মবাগমণি), একটি মবকতময়, একটি সস্বৰ্ণময় ।’

৫। ‘আনন্দ, বাজধানী কুশাবতী প্রবেশ দ্বাবগর্ভি চারি বর্ণ বিশিষ্ট ছিল। একটি দ্বাব সুবর্ণময়, একটি বজ্রতময়, একটি বৈদূষ্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়। প্রত্যেক দ্বারে সাতটি স্তম্ভ স্থাপিত, উহাদের উচ্চতা একটি মানুষের উচ্চতার ত্রিগুণ অথবা চতুর্গুণ। একটি স্তম্ভ সুবর্ণময়, একটি বৈদূষ্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময়, একটি মবকতময়, একটি সস্বৰ্ণময় ।’

৬। ‘আনন্দ, বাজধানী কুশাবতী সাতটি তালপংক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। একটি সুবর্ণময় তালপংক্তি, একটি বজ্রতময়, একটি বৈদূষ্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময়, একটি মবকতময়, একটি সস্বৰ্ণমণিময়। সুবর্ণময় তালের সুবর্ণময় স্কন্ধ এবং বজ্রতময় পত্র ও ফল; বজ্রতময় তালের বজ্রতময় স্কন্ধ এবং সুবর্ণময় পত্র ও ফল; বৈদূষ্যমণিময় তালের বৈদূষ্যমণিময় স্কন্ধ এবং স্ফটিকময় পত্র ও ফল; স্ফটিকময় তালের স্ফটিকময় স্কন্ধ এবং বৈদূষ্যমণিময় পত্র ও ফল; লোহিতকময় তালের লোহিতকময় স্কন্ধ এবং মবকতময় পত্র ও ফল; মবকতময় তালের মবকতময় স্কন্ধ এবং লোহিতকময় পত্র ও ফল, সস্বৰ্ণমণিময় তালের সস্বৰ্ণমণিময় স্কন্ধ এবং সস্বৰ্ণমণিময় পত্র ও ফল। আনন্দ, বাতকম্পিত ঐ সকল তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তবঞ্জক, কমনীয় এবং মন্থকর। আনন্দ, স্ববলযুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তুষ্য তালনিপদগণ কর্তৃক বাদিত হইলে উহা শব্দ যেরূপ মধুর, চিত্তবঞ্জক, কমনীয় এবং মন্থকর হয়, সেইরূপই ঐ সকল বাতকম্পিত তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তবঞ্জক, কমনীয় এবং মন্থকর। আনন্দ, ঐ সময়ে বাজধানী কুশাবতী দ্যুতাসক্ত, পানোন্মত্ত, পানাসক্তগণ বাতকম্পিত সেই তালশ্রেণীর শব্দের সহিত নৃত্য করিত।

৭। ‘আনন্দ, বাজা মহাসদর্শন সপ্ত বহু এবং চারি ঋদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। সাত বহু কি কি?’

‘আনন্দ, বাজা মহাসদর্শন পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে স্নানান্তে উপোসথ ব্রত পালনে বত হইয়া প্রাসাদের উপবিতলে গমন করিলে তাহার সম্মুখে সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত সর্বাঙ্গের পরিপূর্ণ দিব্য চক্রবত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। উহা দেখিয়া বাজা মহাসদর্শন চিন্তা করিলেন : ‘আমি এইরূপ শরীরাচ্ছি :

‘যে মদুৰ্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় বাজা পদ্বৰ্গিমাৰ উপোসথ দিবসে স্নানান্তে উপোসথ ব্ৰত পালনে বত হইয়া প্রাসাদেৰ উপৰিতলে গমন কৰিলে তাঁহাৰ সম্মুখে সহস্ৰ অব, নেমি ও নাভিষদ্বন্দ্ব সৰ্ব্বাকাব পৰিপদ্বৰ্গ দিব্য চক্ৰবত্ত প্রাদুৰ্ভূত হয়, তিনি বাজা চক্ৰবত্তী হন।’ আমি কি বাজা চক্ৰবত্তী হইব ?’

৮। ‘আনন্দ, তখন বাজা মহাসদৃশৰ্শন আসন হইতে উত্থান কৰিয়া একাংস উত্তবাসঙ্গে আবৃত কৰিয়া বাম হস্তে ভূঙ্গাব গ্রহণ পদ্বৰ্গক দক্ষিণ হস্তে চক্ৰবত্তেৰ উপৰ বাৰি সিঙন কৰিতে কৰিতে কহিলেন : হে চক্ৰবত্ত ! আপনি প্রবৰ্ত্তিত এবং জষযদ্বন্দ্ব হউন।’ আনন্দ, তখন সেই চক্ৰবত্ত পদ্বৰ্গদিকে ধাবিত হইল, বাজা মহাসদৃশৰ্শনও চতুৰ্ভঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহাবে উহাৰ পশ্চাদন-সবণ কৰিলেন। আনন্দ, যে স্থানে চক্ৰবত্ত স্থিত হইল, ঐ স্থানে বাজা মহাসদৃশৰ্শন চতুৰ্ভঙ্গিনী সেনা সহ বাস গ্রহণ কৰিলেন।

৯। ‘আনন্দ, পদ্বৰ্গদিকস্থ প্রতিদ্বন্দ্বী বাজগণ বাজা মহাসদৃশৰ্শনেৰ নিকট আসিয়া তাঁহাকে কহিল :

‘“আসদন, মহাবাজ ! স্বাগত, মহাবাজ ! মহাবাজ ! সকলই আপনাব, মহাবাজ ! আপনিই শাসন কবদন।”’

‘বাজা মহাসদৃশৰ্শন কহিলেন। “প্রাণীহত্যা কৰিবে না। অদন্তেৰ গ্রহণ কৰিবে না। ব্যভিচাব কৰিবে না। মিথ্যা কৰিবে না। মদ্যপান কৰিবে না। পৰিমিত বদুপে ভোজন কব।”

‘আনন্দ, পদ্বৰ্গদিকেৰ বিপক্ষ বাজগণ বাজা মহাসদৃশৰ্শনেৰ অধীনতা স্বীকাৰ কৰিলেন।’

১০। অনন্তব, আনন্দ, চক্ৰবত্ত পদ্বৰ্গ সমুদ্রে অবগাহনাতে উত্তবণ পদ্বৰ্গক দক্ষিণগামী হইল। দক্ষিণ সমুদ্রে অবগাহন পদ্বৰ্গক উত্তবণ কৰিয়া পশ্চিমগামী হইল..... পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহনাতে উত্তবণ পদ্বৰ্গক উত্তবগামী হইল, পশ্চাতে চতুৰ্ভঙ্গিনী সেনাসহ বাজা মহাসদৃশৰ্শন। আনন্দ, যে স্থানে চক্ৰবত্ত স্থিত হইল, তথাষ বাজা মহাসদৃশৰ্শন চতুৰ্ভঙ্গিনী সেনা সহ বাস গ্রহণ কৰিলেন।

‘আনন্দ, উত্তব দিকেৰ বিপক্ষ বাজগণ বাজা মহাসদৃশৰ্শনেৰ নিকট আসিয়া কহিল :

‘“মহাবাজ ! আসদন, স্বাগত ! সকলই আপনাব, আপনিই শাসন কবদন।”’

‘বাজা মহাসদর্শন এইরূপ কহিলেন : “প্রাণীহত্যা করিবে না। অদন্তেব গ্রহণ করিবে না। ব্যভিচার করিবে না। মিথ্যা করিবে না। মদ্যপান করিবে না। পবিত্রিত বৃপে ভোজন কর।”

‘আনন্দ, উক্তব দিকের বিপক্ষ বাজগণ রাজা মহাসদর্শনের অধীনতা স্বীকার করিলেন।’

১১। ‘আনন্দ, অতঃপর সেই চক্রবত্ত সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া কুশাবতী বাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্বক প্রাসাদদ্বারে ন্যায্যধিকবণের সম্মুখে অক্ষভগ্নেব ন্যায্য গতিহীন হইয়া, বাজা মহাসদর্শনের প্রাসাদ শোভিত করিল।’

‘আনন্দ, বাজা মহাসদর্শনের সম্মুখে এইরূপ চক্রবত্তেব আবির্ভাব হইয়াছিল।’

১২। ‘পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা সদর্শনের নিকট হস্তী-বত্তেব আবির্ভাব হইল—সর্বশ্বেত, সপ্তপ্রতিষ্ঠ, ঋদ্ধিমান, আকাশে গমনক্ষম উপোসথ নামক নাগবাজ। উহা দেখিয়া বাজা মহাসদর্শনের চিত্ত প্রসন্ন হইল : “এই হস্তী যদি শিক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে উহাতে আবোহণ মঙ্গলপ্রদ হইবে।” তখন আনন্দ, সেই হস্তী-বত্ত দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত বিনীত জাতি সম্পন্ন হস্তীব ন্যায্য শিক্ষা গ্রহণ করিল। আনন্দ, পূর্বকালে বাজা মহাসদর্শন সেই হস্তী-বত্ত পবীক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বাঙ্কে উহাতে আবৃত হইয়া সসাগরা পৃথিবী পবিত্রমণ পূর্বক কুশাবতী বাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতর্বাশ সম্পন্ন করিলেন। আনন্দ, বাজা মহাসদর্শনের নিকট এইরূপ হস্তী-বত্তেব আবির্ভাব হইয়াছিল।’

১৩। ‘পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শনের নিকট অশ্ববত্তেব আবির্ভাব হইল—সর্বশ্বেত, কাকশীর্ষ, কৃষ্ণকেশব, ঋদ্ধিমান, আকাশগামী বলাহক নামক অশ্ববাজ। উহা দেখিয়া বাজা মহাসদর্শনের চিত্ত প্রসন্ন হইল : “এই অশ্ব যদি শিক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে উহাতে আবোহণ মঙ্গলপ্রসূ হইবে।” তখন, আনন্দ সেই অশ্ববত্ত দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত বিনীত জাতি সম্পন্ন অশ্বেব ন্যায্য শিক্ষা গ্রহণ করিল। আনন্দ, পূর্বকালে বাজা মহাসদর্শন সেই অশ্ববত্ত পবীক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বাঙ্কে উহাতে আবৃত হইয়া সসাগরা পৃথিবী পবিত্রমণ পূর্বক কুশাবতী বাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতর্বাশ সম্পন্ন করিলেন। আনন্দ, বাজা মহাসদর্শনের নিকট এইরূপ অশ্ববত্তেব আবির্ভাব হইয়াছিল।’

১৪। ‘পুনশ্চ, আনন্দ বাজা মহাসদর্শনের নিকট মণিরতনের আবির্ভাব হইল। উহা বৈদ্যমণি—শুদ্ধ, উচ্চশ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সর্কিত, স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম, সর্বাধিবসম্পন্ন। আনন্দ, সেই মণিবস্তুর আভা চতুর্দিকে যোজন পরিমিত স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। আনন্দ, পূর্বকালে বাজা মহাসদর্শন সেই মণিবস্তুর পর্বীক্ষা করিবাব জন্য চতুর্দিকিনী সেনা সম্বিজিত করিয়া মণিবস্তুর ধ্বজাগ্রে আবোপণ পূর্বক বাগ্নিব গাঢ় অন্ধকাবে বহির্গত হইলেন। আনন্দ, চতুর্দিকস্থ গ্রামের অধিবাসীগণ মণি নিঃসৃত আলোক হেতু “বাগ্নি প্রভাত হইয়াছে” মনে করিয়া আপনাপন কর্মে নিমুক্ত হইল। আনন্দ, বাজা মহাসদর্শনের নিকট এইরূপ মণিবস্তুর আবির্ভাব হইয়াছিল।’

১৫। পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা মহাসদর্শনের নিকট স্ত্রীবস্তুর আবির্ভাব হইল—অভিব্যূপা, ঐ দর্শনীয়, মনোহরা, পবন বর্ণসৌন্দর্যশালিনী, নাতিদীর্ঘা, নাতিহুম্বা, নাতিকৃশা, নাতিস্থলা, নাতিকৃষ্ণা, নাতিশুদ্ধা, মনুষ্যাতীত-বিশিষ্ট বর্ণসম্পন্ন, অপ্রাপ্ত-দিব্য-বর্ণা। আনন্দ, সেই স্ত্রীবস্তুর কাষসংস্পর্শ কাপাসি অথবা কাপাসিতুল্য ন্যায্য। আনন্দ, সেই স্ত্রীবস্তুর গাত্র শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল। আনন্দ, সেই স্ত্রীবস্তুর দেহ হইতে চন্দনগন্ধ এবং মৃদু হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। আনন্দ, সেই স্ত্রীবস্তুর বাজা মহাসদর্শনের পূর্বেই শয্যাভ্যাগ করিতেন এবং তাঁহার পবে শয়ন করিতেন, তিনি বাজার আজ্ঞাপালন ও মনোবঞ্জনের নিমিত্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন, তিনি প্রিষবাদিনী ছিলেন। আনন্দ, সেই স্ত্রীবস্তুর বাজা মহাসদর্শনের প্রতি মনেও অবিশ্বাসিনী হইতেন না, কাষদ্বারা কিরূপে হইবেন? আনন্দ, বাজা মহাসদর্শনের নিকট এইরূপ স্ত্রীবস্তুর আবির্ভাব হইয়াছিল।

১৬। ‘পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা মহাসদর্শনের নিকট গৃহপতি বস্তুর আবির্ভাব হইল। তিনি কর্মবিপাকজ দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ছিলেন। ঐ দিব্যচক্ষু দ্বারা তিনি স্বামীসম্পন্ন অথবা স্বামীহীন নিধি দেখিতে পাইতেন। তিনি বাজা মহাসদর্শনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন : “দেব, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আপনার ধনবৃদ্ধির জন্য যাহা কবণীয় তাহা আমি করিব।”

‘আনন্দ পূর্বকালে বাজা মহাসদর্শন সেই গৃহপতি বস্তুর পর্বীক্ষা করিবাব নিমিত্ত নৌকায আবোহণ করিয়া উহা গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে স্রোতে ভাসাইয়া গৃহপতি বস্তুর কহিলেন :

‘ “গৃহপতি, আমার সুবর্ণমুদ্রার প্রয়োজন।”

‘ “মহারাজ, তাহা হইলে নৌকা তীরসংলগ্ন হউক ।”

‘ “এইস্থানেই আমার স্বেৰ্ণমুদ্রাব প্রযোজন ।”

‘আনন্দ, তখন গৃহপতি-বহু উভয় হস্তে জল স্পর্শ করিয়া স্বেৰ্ণমুদ্রা-
স্পর্শ কুন্ত উদ্ধাব করিয়া রাজা মহাসদর্শনকে কহিলেন : “মহাবাজ ইহা
কি পর্যাাপ্ত ? ইহাতে কি আপন্যার প্রয়োজন সাধিত হইবে ?”

‘বাজা মহাসদর্শন কহিলেন : “গৃহপতি, ইহা পর্যাাপ্ত, ইহাতে আমার
প্রয়োজন সাধিত হইবে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ।”

‘আনন্দ, বাজা মহাসদর্শনের নিকট এইরূপ গৃহপতিবহুর আবির্ভাব
হইয়াছিল ।’

১৭। ‘পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা মহাসদর্শনের নিকট পবিণায়ক বহুর
আবির্ভাব হইল—তিনি পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী, বাজা মহাসদর্শনকে-গ্রহণ-
যোগ্য বিষয় গ্রহণ করাইতে, ত্যজ্য বিষয় ত্যাগ করাইতে, প্রতিষ্ঠাব যোগ্য
বিষয় প্রতিষ্ঠিত করাইতে সমর্থ ।’

‘তিনি বাজা মহাসদর্শনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন : “দেব, আপনি
উৎকর্ষিত হইবেন না, আমি অনুশাসন করিব ।”

‘আনন্দ, রাজা মহাসদর্শনের নিকট এইরূপ পবিণায়ক বহুর আবির্ভাব
হইয়াছিল ।’

‘আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন এই সম্ভব সম্ভবিত ছিলেন ।’

১৮। ‘পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা মহাসদর্শন চারি ঋক্সিম্পন্ন ছিলেন ।
কি কি ? আনন্দ, বাজা মহাসদর্শন অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা বহুলাংশে
অভিযুপ, দর্শনীয়, মনোহর, পবন বর্ণসৌন্দর্যশালী ছিলেন । আনন্দ ইহাই
রাজা মহাসদর্শনের প্রথম ঋক্স ।’

১৯। ‘পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা মহাসদর্শন দীর্ঘায়ু ছিলেন, তাহার
স্থিতিকাল অন্যান্য মনুষ্যের অপেক্ষা বহুলাংশে দীর্ঘ ছিল । আনন্দ, ইহাই
তাঁহার দ্বিতীয় ঋক্স ।’

২০। ‘পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা মহাসদর্শন অপরাপব মনুষ্য অপেক্ষা
নীবাগ ও দৈহিক ক্লেমমুক্ত ছিলেন, নাতিশীতোষ্ণ পবিপাক শক্তিম্পন্ন
ছিলেন । আনন্দ, ইহাই বাজাব তৃতীয় ঋক্স ।’

২১। ‘পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের প্রিয়
ও মনোজ্ঞ ছিলেন । যেব্দপ পিতা পুত্রগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হন, সেইব্দপ,

আনন্দ, বাজা মহাসুদৰ্শন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণেৰ প্ৰিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও বাজাব প্ৰিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। যেন্দুপ, আনন্দ, পুত্ৰ-গণ পিতাৰ প্ৰিয় ও মনোজ্ঞ হ'ব, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও বাজাব প্ৰিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। আনন্দ, পূৰ্ব্বকালে বাজা মহাসুদৰ্শন চতুৰ্ভুজিনী সেনা সহ উদ্যান ভূমিতে গমন কৰিছিল। তখন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ বাজাব নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন : “দেব মন্দ মন্দ গমন কৰুন, যাহাতে আমবা অপেক্ষাকৃত দীৰ্ঘকাল আপনাব দৰ্শনলাভ কৰিতে পাৰি।” বাজাও সান্নিধ্য কহিলেন : “সাবিধি, ধীবে ধীবে বথ চালনা কৰ, যাহাতে আমি ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণকে অপেক্ষাকৃত দীৰ্ঘকাল দেখিতে পাই।” আনন্দ, ইহাই বাজা মহাসুদৰ্শনেৰ চতুৰ্থ ঋদ্ধি।’

‘আনন্দ, বাজা মহাসুদৰ্শন এই চাৰি ঋদ্ধি সমন্বিত ছিলেন।’

২২। ‘অন্তৰ, আনন্দ, বাজা মহাসুদৰ্শন চিন্তা কৰিলেন : “আমি এই তাল কুঞ্জৰ মध्ये প্ৰতি শত ধনু অন্তৰ পুস্কৰিণী খনন কৰাইব।”

‘আনন্দ, বাজা মহাসুদৰ্শন সেই তালকুঞ্জে প্ৰতি শত ধনু অন্তৰ পুস্কৰিণী সমূহ খনন কৰাইলেন। ঐ সকল পুস্কৰিণী চাৰি প্ৰকাৰ ইষ্টকেৰ গ্ৰন্থন বিশিষ্ট ছিল—সুবৰ্ণময়, বৌপ্যময়, বৈদূৰ্য্যময় এবং স্ফটিকময়, এই চাৰি প্ৰকাৰ। আনন্দ, ঐ সকল পুস্কৰিণীৰ চাৰি প্ৰকাৰেৰ চাৰিটি কৰিয়া সোপান ছিল—একটি সোপান সুবৰ্ণময়, একটি বৌপ্যময়, একটি বৈদূৰ্য্যময় এবং একটি স্ফটিকময়। সুবৰ্ণময় সোপানেৰ সুবৰ্ণময় স্তম্ভ, বজ্জতময় সূচী ও উষ্ণীষ, বৌপ্যময় সোপানেৰ বৌপ্যময় স্তম্ভ, সুবৰ্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ, বৈদূৰ্য্যময় সোপানেৰ বৈদূৰ্য্যময় স্তম্ভ, স্ফটিকময় সূচী ও উষ্ণীষ, স্ফটিকময় সোপানেৰ স্ফটিকময় স্তম্ভ, বৈদূৰ্য্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল। আনন্দ, ঐ পুস্কৰিণী সমূহ দুইটি বেদিকা দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত ছিল, একটি বেদিকা সুবৰ্ণময়, একটি বজ্জতময়; সুবৰ্ণময় বেদিকাৰ সুবৰ্ণময় স্তম্ভ, বজ্জতময় সূচী এবং উষ্ণীষ ছিল; বজ্জতময় বেদিকাৰ বজ্জতময় স্তম্ভ, সুবৰ্ণময় সূচী এবং উষ্ণীষ ছিল।’

২৩। ‘অন্তৰ আনন্দ, বাজা মহাসুদৰ্শন চিন্তা কৰিলেন : “আমি এই সকল পুস্কৰিণীতে বৰ্ষস্থায়ী সৰ্বজনদুৰ্ভোগ উৎপল, পদ্ম, কুমুদ, পুণ্ডৰীক সমূহ বোপণ কৰিব।” আনন্দ, বাজা মহাসুদৰ্শন ঐ সকল পুস্কৰিণীতে বৰ্ষস্থায়ী সৰ্বজনদুৰ্ভোগ উৎপল, পদ্ম, কুমুদ এবং পুণ্ডৰীক বোপণ কৰিলেন।’

‘তদনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন এইরূপ চিন্তা করিলেন : “আমি এই সকল পুস্করিণীর তীবে স্নাপক পুস্কর নিযুক্ত করিলেন, তাহা আগতাগত জনগণকে স্নান করাইবে।’

‘তৎপরে, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন চিন্তা করিলেন : “আমি এই সকল পুস্করিণীর তীবে দানের প্রতিষ্ঠা করিব—অন্নার্থীকে অন্ন, পানার্থীকে পান, বস্ত্রার্থীকে বস্ত্র, যানার্থীকে যান, শয়নার্থীকে শয়ন, স্ত্রী-অর্থীকে স্ত্রী, হিবগ্যাথীকে হিবগ্য, সুবর্ণার্থীকে সুবর্ণ দানের নিমিত্ত।” আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন সেই সকল পুস্করিণীর তীবে দানের প্রতিষ্ঠা করিলেন—অন্নার্থীকে অন্ন, পানার্থীকে পান, বস্ত্রার্থীকে বস্ত্র, যানার্থীকে যান, শয়নার্থীকে শয়ন, স্ত্রী-অর্থীকে স্ত্রী, হিবগ্যাথীকে হিবগ্য, সুবর্ণার্থীকে সুবর্ণ দানের নিমিত্ত।’

২৪। ‘আনন্দ, তখন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ প্রভূত ধন সম্পত্তি সহ রাজা মহাসদর্শনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন : ‘দেব, এই সকল প্রভূত ধন সম্পত্তি আপনাবই জন্য আহুত, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।’

“ক্ষান্ত হউন, আমাবও ন্যায্য সঙ্গত বলিবূপে সংগৃহীত প্রভূত ধন সম্পত্তি আছে। আপনাবা যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা আপনাদেবই ভোগ্য হউক, আমাব নিকট হইতে আবও গ্রহণ করুন।”

‘তাঁহারা রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া এক প্রান্তে গমন করিয়া চিন্তা করিলেন : “এই সকল ধন সম্পত্তি পুনরায় স্বগৃহে লইয়া যাওয়া আমাদের উচিত নয়। অতএব, আমবা রাজা মহাসদর্শনের নিমিত্ত বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিব।”

‘তাঁহারা রাজা মহাসদর্শনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন : “দেব আপনাব জন্য গৃহনিৰ্ম্মাণ করিব।”

‘তখন, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।’

২৫। ‘অনন্তর, আনন্দ, দেববাজ ইন্দ্র স্বচিন্তে রাজা মহাসদর্শনের চিন্তা বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া দেবপুত্র বিশ্বকর্মাকে কহিলেন : “সৌম্য বিশ্বকর্মা, রাজা মহাসদর্শনের নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রাসাদ নামক বাসভবন নিৰ্ম্মাণ কর।”

‘আনন্দ, দেবপুত্র বিশ্বকর্মা ‘তথাস্তু’ বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দান পুস্করক য়েবূপ বলবান পুস্কর সজ্জ্বলিত বাহু প্রসারিত করেন, অথবা প্রসারিত বাহু সজ্জ্বলিত করেন, সেইবূপ গ্রামসিংহ দেবলোক হইতে অন্তর্হিত

হইয়া বাজা মহাসুদৰ্শনেৰ সম্মুখে আবিৰ্ভূত হইলেন । পবে, আনন্দ, তিনি বাজা মহাসুদৰ্শনকে কহিলেন : “দেব, আপনাৰ নিমিত্ত ধৰ্ম্ম নামক প্ৰাসাদ নিৰ্ম্মাণ কৰিব ।”

‘আনন্দ, বাজা মৌনদ্বাৰা সম্মতি জ্ঞাপন কৰিলেন । তৎপবে দেবপুত্ৰ বিশ্ব-কৰ্ম্মা বাজাৰ নিমিত্ত ধৰ্ম্ম প্ৰাসাদ নামক বাসভবন নিৰ্ম্মাণ কৰিলেন ।’

২৬ । ‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম প্ৰাসাদ পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দৈৰ্ঘ্যে যোজন পৰিমাণ হইল, উত্তৰ ও দক্ষিণ দিকে বিস্তাবে অৰ্দ্ধ যোজন পৰিমাণ হইল ।’

‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম প্ৰাসাদেৰ ত্ৰিপদবৃষোচ্চ ভিত্তি চতুৰ্ভুজ ইষ্টকে নিৰ্ম্মিত হইল—সুবৰ্ণময়, বজ্ৰতময়, বৈদূৰ্য্যময় এবং স্ফটিকময় ।’

‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম প্ৰাসাদেৰ চতুৰ্ভুজৰ চতুৰ্ভুজীতি সহস্ৰ স্তম্ভ ছিল—সুবৰ্ণময়, বজ্ৰতময়, বৈদূৰ্য্যময় এবং স্ফটিকময় ।’

‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম প্ৰাসাদ চতুৰ্ভুজ বিশিষ্ট আসনে সম্বিজিত ছিল—সুবৰ্ণময় বজ্ৰতময়, বৈদূৰ্য্যময় এবং স্ফটিকময় ।’

‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম প্ৰাসাদেৰ চতুৰ্ভুজীতি সংখ্যক চতুৰ্ভুজ সোপান ছিল—সুবৰ্ণময়, বজ্ৰতময়, বৈদূৰ্য্যময় এবং স্ফটিকময় । সুবৰ্ণময় সোপানেৰ সুবৰ্ণময় স্তম্ভ, বজ্ৰতময় সূচী ও উষ্ণীষ, বজ্ৰতময় সোপানেৰ বজ্ৰতময় স্তম্ভ, সুবৰ্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ, বৈদূৰ্য্যময় সোপানেৰ বৈদূৰ্য্যময় স্তম্ভ, স্ফটিকময় সূচী ও উষ্ণীষ, স্ফটিকময় সোপানেৰ স্ফটিকময় স্তম্ভ, বৈদূৰ্য্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল ।’

‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম প্ৰাসাদে চতুৰ্ভুজীতি সহস্ৰ কুটাগাব ছিল, উহাবা চতুৰ্ভুজ—সুবৰ্ণময়, বোঁপ্যময়, বৈদূৰ্য্যময় এবং স্ফটিকময় । সুবৰ্ণময় কুটাগাবে বজ্ৰতময় পালঙ্ক স্থাপিত ছিল, বজ্ৰতময় কুটাগাবে সুবৰ্ণময় পালঙ্ক, বৈদূৰ্য্যময় কুটাগাবে গজদন্ত নিৰ্ম্মিত পালঙ্ক, স্ফটিকময় কুটাগাবে সাবময় পালঙ্ক স্থাপিত ছিল । সুবৰ্ণময় কুটাগাবেৰ দ্বাৰে বোঁপ্যময় তাল বৃক্ষ ছিল, উহাব বোঁপ্যময় স্কন্ধ, সুবৰ্ণময় পত্ৰ ও ফল ; বজ্ৰতময় কুটাগাবেৰ দ্বাৰে সুবৰ্ণময় তালবৃক্ষ, উহাব সুবৰ্ণময় স্কন্ধ, বজ্ৰতময় পত্ৰ ও ফল, বৈদূৰ্য্যময় কুটাগাবেৰ দ্বাৰে স্ফটিকময় তালবৃক্ষ, উহাব স্ফটিকময় স্কন্ধ, বৈদূৰ্য্যময় পত্ৰ ও ফল, স্ফটিকময় কুটাগাবেৰ দ্বাৰে বৈদূৰ্য্যময় তালবৃক্ষ, উহাব বৈদূৰ্য্যময় স্কন্ধ, স্ফটিকময় পত্ৰ ও ফল ।’

২৭। ‘অনন্তব, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন এইব্দপ চিন্তা করিলেন : “আমি বৃহত্তম কট্টাগাবেব দ্বাবে দিবাভাগে বিশ্রামেব জন্য সম্বসদ্বর্ণময় তালবন নিৰ্ম্মাণ করিব।”

‘আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন বৃহত্তম কট্টাগাবেব দ্বাবে দিবা বিহাবেব নিৰ্ম্মিত সম্বসদ্বর্ণময় তালবন নিৰ্ম্মাণ করিলেন।’

২৮। ‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম প্রাসাদ দুইটি বেদিকা দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত ছিল, একটি সদ্বর্ণময়, একটি বজ্রতময় ; সদ্বর্ণময় বেদিকাৰ সদ্বর্ণময় স্তম্ভ, বজ্রতময় সদৃচী ও উষ্ণীষ ছিল, বজ্রতময় বেদিকাৰ বজ্রতময় স্তম্ভ, সদ্বর্ণময় সদৃচী ও উষ্ণীষ ছিল।’

২৯। ‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম প্রাসাদ দুইটি কিঙ্কণীজালে পৰিবেষ্টিত ছিল, একটি জাল সদ্বর্ণময়, অপর বোঁপ্যময়, সদ্বর্ণজালেব বোঁপ্যকিঙ্কণী এবং বোঁপ্যজালেব সদ্বর্ণকিঙ্কণী ছিল। আনন্দ, বাতালোড়িত ঐ কিঙ্কণী জাল হইতে মধুব, চিত্তবজ্রক, কমণীষ, মদুন্ধকৰ শব্দ নিৰ্গত হইত। আনন্দ, স্ববলযযুক্ত পণ্ডাঙ্গিক তুষ্য তাল নিপদুৰ্গগণ কন্তুক বাদিত হইলে উহাব শব্দ য়েব্দপ মধুব চিত্তবজ্রক, কমণীষ এবং মদুন্ধকৰ হয়, সেইব্দপই, আনন্দ, ঐ সকল কিঙ্কণী জাল বাতালোড়িত হইলে উহা হইতে মধুব, চিত্তবজ্রক, কমণীষ, মদুন্ধকৰ শব্দ নিৰ্গত হইত। আনন্দ, ঐ সময়ে রাজধানী কুশাবতীৰ দ্যুতাসত্ত, পানোন্মত্ত, পানাসত্তগণ বাতকম্পিত সেই কিঙ্কণী জালেব শব্দের সহিত নৃত্য করিত।’

৩০। ‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম প্রাসাদেব নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য সমাপ্ত হইলে উহাব দিকে দৃষ্টিপাত কৰা দঃসাধ্য হইল, উহা চক্ষু অন্ধকৰ হইল। আনন্দ, য়েব্দপ বৰ্ষাব শেষ মাসে শাবদ সময়ে নিৰ্ম্মল মেঘনিৰ্ম্মল আকাশে উদীয়মান আদিত্য দূৰ্নিৰীক্ষ্য হয়, অন্ধকৰ হয়, এইব্দপই, আনন্দ, ধৰ্ম্মপ্রাসাদ দুদর্শ ও অন্ধকৰ হইল।’

৩১। ‘অনন্তব, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন চিন্তা করিলেন : “আমি ধৰ্ম্ম প্রাসাদেব সম্মুখে ধৰ্ম্মনামক পদুস্কবিণী খনন কৰাইব।”

‘আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন ধৰ্ম্ম প্রাসাদেব সম্মুখে ধৰ্ম্ম নামক পদুস্কবিণী খনন কৰাইলেন।

‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম পদুস্কবিণী পূৰ্বে ও পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে যোজন পৰিমিত ছিল, উত্তৰ ও দক্ষিণে অর্দ্ধ যোজন বিস্তার সম্পন্ন ছিল।’

‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম পদুস্কবিণী চতুৰ্দ্ভিধ ইষ্টকেব গ্রন্থন বিশিষ্ট ছিল, একপ্রকাৰ সুবৰ্ণময়, একপ্রকাৰ বোঁপ্যময়, একপ্রকাৰ বৈদুৰ্য্যময়, একপ্রকাৰ ফটিৰ্ণময় ।’

‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম পদুস্কবিণী চতুৰ্দ্ভিধে চতুৰ্ভিংশতি সোপান ছিল, এক সুবৰ্ণময়, এক বোঁপ্যময়, এক বৈদুৰ্য্যময়, এক ফটিৰ্ণময় । সুবৰ্ণময় সোপানেৰ সুবৰ্ণময় স্তম্ভ এবং বোঁপ্যময় সুচী ও উষ্ণীষ ছিল, বোঁপ্যময় সোপানেৰ বোঁপ্যময় স্তম্ভ এবং সুবৰ্ণময় সুচী ও উষ্ণীষ ছিল, বৈদুৰ্য্যময় সোপানেৰ বৈদুৰ্য্যময় স্তম্ভ এবং ফটিৰ্ণময় সুচী ও উষ্ণীষ ছিল, ফটিৰ্ণময় সোপানেৰ ফটিৰ্ণময় স্তম্ভ এবং বৈদুৰ্য্যময় সুচী ও উষ্ণীষ ছিল ।’

‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম পদুস্কবিণী দুইটি বেদিকা দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত ছিল, একটি বেদিকা সুবৰ্ণময়, একটি বোঁপ্যময় । সুবৰ্ণময় বেদিকাৰ সুবৰ্ণময় স্তম্ভ এবং বোঁপ্যময় সুচী ও উষ্ণীষ ছিল; বোঁপ্যময় বেদিকাৰ বোঁপ্যময় স্তম্ভ এবং সুবৰ্ণময় সুচী ও উষ্ণীষ ছিল ।’

৩২। ‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম পদুস্কবিণী সাতটি তালপংক্তি দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত ছিল, একটি সুবৰ্ণময়, একটি বোঁপ্যময়, একটি বৈদুৰ্য্যময়, একটি ফটিৰ্ণময়, একটি লোহিতকময়, একটি মবকতময়, একটি সম্বৰ্ণময় । সুবৰ্ণময় তালেৰ সুবৰ্ণময় স্কন্ধ এবং বোঁপ্যময় পত্ৰ ও ফল ছিল । বোঁপ্যময় তালেৰ বোঁপ্যময় স্কন্ধ এবং সুবৰ্ণময় পত্ৰ ও ফল, বৈদুৰ্য্যময় তালেৰ বৈদুৰ্য্যময় স্কন্ধ এবং ফটিৰ্ণময় পত্ৰ ও ফল, ফটিৰ্ণময় তালেৰ ফটিৰ্ণময় স্কন্ধ এবং বৈদুৰ্য্যময় পত্ৰ ও ফল, লোহিতকময় তালেৰ লোহিতকময় স্কন্ধ এবং মবকতময় পত্ৰ ও ফল, মবকতময় তালেৰ মবকতময় স্কন্ধ এবং লোহিতকময় পত্ৰ ও ফল, সম্বৰ্ণময় তালেৰ সম্বৰ্ণময় স্কন্ধ এবং সম্বৰ্ণময় পত্ৰ ও ফল ছিল । আনন্দ, বাতকম্পিত ঐ সকল তালপংক্তিৰ শব্দ মধুৰ, চিত্তবঞ্জক, কমনীয় এবং মন্থকৰ ছিল । আনন্দ, স্ববলয়যুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তুৰ্য্য তাল-নিপদগগন কৰ্ত্তৃক বাদিত হইলে উহাৰ শব্দ যেনে মধুৰ, চিত্তবঞ্জক, কমনীয় এবং মন্থকৰ হয়, সেইবদপই বাতকম্পিত ঐ সকল তালপংক্তিৰ শব্দ মধুৰ, চিত্তবঞ্জক, কমনীয় এবং মন্থকৰ ছিল । আনন্দ, ঐ সময় বাজধানী কুশাবতীৰ দ্যুতাসক্ত, পানোন্মত, পানাসক্তগগ বাতকম্পিত সেই তালপংক্তিৰ শব্দেৰ সহিত নৃত্য কৰিত ।’

৩৩। ‘আনন্দ, ধৰ্ম্ম প্রাসাদেৰ নিৰ্ম্মাণকাৰ্য্য এবং ধৰ্ম্ম পদুস্কবিণীৰ খনন কাৰ্য্য সম্পন্ন হইলে বাজা মহাসদৃশন ঐ সময়েৰ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণেৰ মধ্যে যাঁহাবা সম্মানিত ছিলেন তাঁহাদেৰ সম্বৰ্ণকামনা পূৰ্ণ কৰিয়া ধৰ্ম্ম প্রাসাদে আবোহণ কৰিলেন ।’

। প্রথম ভাগবাব সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। ১। ‘অতঃপব, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন চিন্তা করিলেন : “আমি যে এক্ষণে এতাদৃশ মহাপরাক্রমশালী ও মহানুভাব হইয়াছি, ইহা কোন্ কস্মের ফল, কোন্ কস্মের বিপাক ?”

‘তখন, আনন্দ, রাজা সদর্শনের মনে এই চিন্তাব উদয় হইল : “আমি যে এক্ষণে এতাদৃশ পরাক্রমশালী ও মহানুভাব হইয়াছি, ইহা তিন কস্মের ফল, তিন কস্মের বিপাক,—দান, দম এবং সংযম ।”

২। ‘অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন মহাব্যহ কুটাগারে গমন পূর্বক দ্বাবদেশে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার মন হইতে উদান নির্গত হইল : “কাম-বিতর্ক ! নিবৃত্ত হও, ব্যাপাদ-বিতর্ক ! নিবৃত্ত হও, বিহিংসা-বিতর্ক ! নিবৃত্ত হও । কাম-বিতর্ক আব নষ ! ব্যাপাদ-বিতর্ক আব নষ । বিহিংসা-বিতর্ক আব নষ !”

৩। ‘অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন মহাব্যহ কুটাগারে প্রবেশ পূর্বক সুবর্ণময় পালঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন এবং কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সর্বিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন । বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিন্তেব একীভাব আনয়নকারী অবিতর্ক বিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন । প্রীতিতেও বৈবাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার পূর্বক তিনি কাষে সুখ অনুভব করিলেন—যে সুখ সম্বন্ধে আশ্চর্য্যগণ কহিয়া থাকেন “উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী,” এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন । তিনি সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যেব অন্তগমনে না-দুঃখ না-সুখ বৃপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পবিশুদ্ধ চিন্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিলেন ।’

৪। ‘অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসদর্শন মহাব্যহ কুটাগার হইতে নিষ্কান্ত হইয়া সুবর্ণময় কুটাগারে প্রবেশপূর্বক বজ্রতমর পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া মৈত্রী সহগত চিন্তে একাদিক, দুইদিক—এইরূপে যথাক্রমে চারিদিক

ব্যাপ্ত কবিষা বিহাব কবিলেন। তিনি উৰ্দ্ধ, অধঃ, সৰ্বলোক সৰ্বদিক নিবৰ্ছিহ্ন মৈত্ৰীসহগত চিত্তেব দ্বাবা—বিপদল, মহংগত, অপ্রমেষ অবৈব এবং অহিংসা দ্বাবা ক্ষুদ্রবিত কবিষা বিহাব কবিলেন। কবদ্যাসহগত চিত্তেব দ্বাবা ...মুদিতাসহগত চিত্তেব দ্বাবা. উপেক্ষাসহগত চিত্তেব দ্বাবা এক, দুই— যথাক্রমে চাবিদিক ক্ষুদ্রবিত কবিষা বিহাব কবিলেন।’

৫। ‘আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শনেব বাজধানী কুশাবতী প্রমুখ চতুবশীতি সহস্র নগব ছিল।’

‘ধর্ম্য প্রাসাদ প্রমুখ চতুবশীতি সহস্র প্রাসাদ ছিল।’

‘মহাবদ্যহ কট্টাগাব প্রমুখ চতুবশীতি সহস্র কট্টাগাব ছিল।’

‘চতুবশীতি সহস্র পালঙ্ক ছিল—কদলীমৃগ প্রত্যস্তবণসম্পন্ন গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ শোভিত এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট।’

‘উপোসথ নাগবাজা প্রমুখ চতুবশীতি সহস্র হস্তী ছিল—সুবর্ণলঙ্কাব শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।’

‘বলাহক অশ্ববাজপ্রমুখ চতুবশীতি সহস্র অশ্ব ছিল—সুবর্ণলঙ্কাব শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।’

‘বৈজয়ন্ত বথ প্রমুখ চতুবশীতি সহস্র বথ ছিল—সিংহ চর্ম্ম পবিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পবিবৃত, স্বীপি চর্ম্ম পবিবৃত, পাণ্ডু-কম্বল পবিবৃত, সুবর্ণলঙ্কাব শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।’

‘মণিবত্তপ্রমুখ চতুবশীতি সহস্র মণি ছিল।’

‘সুভদ্রা দেবীপ্রমুখ চতুবশীতি সহস্র স্ত্রী ছিল।’

‘গৃহপতি বত্তপ্রমুখ চতুবশীতি সহস্র গৃহপতি ছিল।’

‘পবিনাষক বত্তপ্রমুখ চতুবশীতি ক্ষুদ্র বাজা ছিল।’

‘দুর্কুল বন্ধন এবং কংসভান্ড সহ চতুবশীতি সহস্র ধেনু ছিল।’

‘চতুবশীতি সহস্র কোটি সুক্ষ ক্ষৌম, কাপাস, কোশেব এবং কম্বল নির্মিত পবিধেব বস্ত্র ছিল।’

‘চতুবশীতি সহস্র স্থালিপাক ছিল, উহাতে সাযংকালে ও প্রাতে অন্ত পবিবেশিত হইত।’

৬। ‘আনন্দ, ঐ সময় বাজা মহাসুদর্শনেব চতুবশীতি সহস্র হস্তী সাযাহে ও প্রাতে তাঁহাব সেবায় আসিত। বাজা চিন্তা কবিলেন : “এই

সকল চতুর্দশীতি সহস্র হস্তী সন্ধ্যায় ও প্রাতে আমার সেবাষ আগমন কবে। এখন হইতে প্রতি শত বৎসরের অবসানে দ্বি-চত্বাবিংশ সহস্র হস্তী এক একবার আমার সেবাষ আগমন কবুক।”

‘অনন্তব, আনন্দ, রাজা পবিণাষক রত্নকে কহিলেন : “সৌম্য পবিণাষক বত্ৰ। এই সকল চতুর্দশীতি সহস্র হস্তী সাযাহে ও প্রাতে আমার সেবাষ আগমন কবে, এখন হইতে প্রতি শত বৎসরের অবসানে দ্বিচত্বাবিংশ সহস্র হস্তী এক একবার আমার সেবায় আগমন কবুক।”

‘আনন্দ, পবিণাষক বত্ৰ “দেব, তথাস্তু” কহিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপব, আনন্দ, পববন্তীকালে প্রতি শত বর্ষের অবসানে দ্বিচত্বাবিংশ সহস্র হস্তী এক এক একবার মহাসদর্শনের সেবায় আসিতে লাগিল।’

৭। ‘তদনন্তব, আনন্দ, বহু শত বহু সহস্র, বহু শত সহস্র বৎসরের অবসানে সুভদ্রা দেবীর মনে এইবদূপ চিন্তাব উদয় হইল : “আমি বহুদিন বাজা মহাসদর্শনের দর্শন লাভ কবি নাই, অতএব আমি তাহার দর্শনের নিমিত্ত গমন কবিব।”

‘তখন, আনন্দ, সুভদ্রা দেবী অন্তঃপদ্যাবিনীগণকে কহিলেন : “তোমরা স্নান কবিয়া পীতবস্ত্র পরিধান কব, আমি বহুকাল বাজা মহাসদর্শনকে দেখি নাই, আমবা বাজা মহাসদর্শনের দর্শনার্থে গমন কবিব।”

“আর্য্য, তথাস্তু” বলিয়া অন্তঃপদ্যাবিনীগণ সুভদ্রা দেবীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া স্নান সমাপনান্তে পীতবস্ত্র পরিধান পদ্বর্ক সুভদ্রা দেবীর নিকট গমন কবিল।’

‘তখন, আনন্দ, সুভদ্রা দেবী পবিণাষক রত্নকে কহিলেন : “সৌম্য পবিণাষক বত্ৰ। চতুর্দশিনী সেনা সজ্জিত কব। আমবা বাজা মহাসদর্শনকে বহু দিন দেখি নাই, তাহাকে দেখিবাব জন্য গমন কবিব।”

‘আনন্দ, “দেবি, তথাস্তু” বলিয়া পবিণাষক রত্ন সুভদ্রা দেবীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া চতুর্দশিনী সেনা সজ্জিত কবিয়া সুভদ্রা দেবীর নিকট সংবাদ প্রেবণ কবিলেন : “দেবি, চতুর্দশিনী সেনা প্রস্তুত, এখন দেবীর ইচ্ছা।”

৮। ‘তখন, আনন্দ, সুভদ্রা দেবী চতুর্দশিনী সেনা সহ পদ্যাবিনীগণেব সহিত ধর্ম্য প্রাসাদে গমন কবিলেন, এবং প্রাসাদে আবোহণ পদ্বর্ক মহাবাহু কট্টাগাবে গমন কবিয়া উহার দ্বাববাহু অবলম্বন কবিয়া দণ্ডাধগান হইলেন।’

‘অনন্তব, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন চিন্তা কবিলেন : “বৃহৎ জনতাৰ শব্দ, ইহাৰ অৰ্থ কি ?” তৎপবে তিনি মহাবাহু কট্টাগাব হইতে নিষ্কান্ত হইয়া সুভদ্রা দেবীকে দ্বাবাহু অবলম্বন কৰিয়া দণ্ডায়মান দেখিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন : “দেবি, এই স্থানেই অবস্থান কব, প্ৰবেশ কৰিও না।”

৯। ‘অতঃপৰ, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন জনৈক কৰ্মচাৰীকে কহিলেন : “তুমি মহাবাহু কট্টাগাব হইতে সুবৰ্ণময় পালঙ্ক বাহিব কৰিয়া সৰ্বসুবৰ্ণময় তালবনে স্থাপন কব।”

‘আনন্দ, কৰ্মচাৰী দেব, তথাস্ত্ৰ বলিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দান পূৰ্বক মহাবাহু কট্টাগাব হইতে সুবৰ্ণময় পালঙ্ক বহিষ্কৃত কৰিয়া সৰ্বসুবৰ্ণময় তালবনে স্থাপন কবিলেন।’

‘তৎপবে, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন পাদোপৰি পাদ স্থাপন পূৰ্বক স্মৃতি ও সম্প্ৰজ্ঞান সমন্বিত হইয়া দক্ষিণ পাশ্ব আশ্ৰয় কৰিয়া সিংহ-শয্যাৰ শয়ন কবিলেন।’

১০। আনন্দ, তখন সুভদ্রা দেবী চিন্তা কবিলেন : “বাজা মহাসুদর্শনেৰ অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গাদি শান্ত। ছবিবৰ্ণ পৰিশুদ্ধ ও পৰ্য্যবদাত। বাজা মহাসুদর্শনেৰ যেন মৃত্যু না হয়।”

‘তিনি বাজা মহাসুদর্শনকে কহিলেন : “দেব, বাজধানী কুশাবতী প্ৰমুখ আপনাৰ চতুৰশীতি সহস্ৰ নগৰ, উহাতে প্ৰবৃদ্ধি উৎপাদন কবুন, জীৱনেৰ কামনা কবুন।”

“ধৰ্মপ্ৰাসাদ প্ৰমুখ আপনাৰ চতুৰশীতি প্ৰাসাদ, উহাতে প্ৰবৃদ্ধি উৎপাদন কবুন, জীৱনেৰ কামনা কবুন।”

“মহাবাহু কট্টাগাব প্ৰমুখ আপনাৰ চতুৰশীতি সহস্ৰ কট্টাগাব উহাতে প্ৰবৃদ্ধি উৎপাদন কবুন, জীৱনেৰ কামনা কবুন।

“আপনাৰ চতুৰশীতি সহস্ৰ পালঙ্ক—সুবৰ্ণময়, বৌপ্যময়, দন্তময়, সাবময়, কদলীমৃগ প্ৰত্যস্তবৰ্ণ সম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্থিত, চন্দ্ৰাতপ শোভিত, এবং উভয় পাশ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট। দেব, উহাতে প্ৰবৃদ্ধি উৎপাদন কবুন, জীৱনেৰ কামনা কবুন।

“উপোসথ নাগবাজ প্ৰমুখ আপনাৰ চতুৰশীতি সহস্ৰ হস্তী—সুবৰ্ণালঙ্কাৰ শোভিত, সুবৰ্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে প্ৰবৃদ্ধি উৎপাদন কবুন, জীৱনেৰ কামনা কবুন।”

“দেব, বলাহক অশ্ববাজ প্রমুখ আপনাব চতুরশীতি, সহস্র অশ্ব—সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত ; দেব, উহাতে প্রবৃ্ত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন ।”

“বৈজয়ন্ত বথ প্রমুখ আপনাব চতুরশীতি সহস্র বথ—সিংহচর্মপরিবৃত্ত, ব্যাঘ্রচর্মপরিবৃত্ত, হ্রীপিচর্মপরিবৃত্ত, পাণ্ডু-কম্বলপরিবৃত্ত, সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত , দেব, উহাতে প্রবৃ্ত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন ।”

“মণিবত্ত্ব প্রমুখ আপনাব চতুরশীতি সহস্র মণি , দেব, উহাতে প্রবৃ্ত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন ।”

“স্রীবত্ত্ব প্রমুখ আপনাব চতুরশীতি সহস্র স্রী , উহাতে প্রবৃ্ত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন ।”

“গৃহপতিবত্ত্ব প্রমুখ আপনাব চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি ; উহাতে প্রবৃ্ত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন ।”

“পরিণায়করত্ত্ব প্রমুখ আপনাব চতুরশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা , উহাতে প্রবৃ্ত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন ।”

“দেব, আপনাব দুকুল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ড সহ চতুরশীতি সহস্র ধেনু ; উহাতে প্রবৃ্ত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন ।”

“দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র কোটি স্কন্ধ ক্ষৌম, কাপাস, কোশেষ এবং কম্বল নির্মিত্ত পরিবেশ বস্ত্র ; উহাতে প্রবৃ্ত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন ।”

“দেব, সায়ংকালে ও প্রাতে আহাব পরিবেশনের জন্য আপনাব চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক ; উহাতে প্রবৃ্ত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন ।”

১১। ‘আনন্দ, এইরূপ উক্ত হইলে রাজা মহাসদর্শন - সদ্ভদ্রা দেবীকে কহিলেন : “দেবি, তুমি দীর্ঘকাল আমাব সহিত ইন্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ আচরণ করিয়াছ, অথচ আমাব অস্তিম্ কালে তুমি যে আচরণ করিতেছ তাহা অনিষ্ট, অ-কান্ত, অমনোজ্ঞ ।”

“দেব, তবে আমি কিরূপ আচরণ করিব ?”

“দেবি, তুমি বল : দেব ! যাহা কিছু আমাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ তৎসমুদয় হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে

হইবে । দেব, আপনি কামনাযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন না । কামনাযুক্ত মৃত্যু দঃখময়, কামনাযুক্ত হইয়া যে প্রাণত্যাগ করে, সে নিন্দিত হয় ।’

“দেব, কুশাবতী রাজধানী প্রমুখ আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র নগর, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, ধর্মপ্রাসাদ প্রমুখ আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র প্রাসাদ, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, মহাবাহু কট্টাগাব প্রমুখ আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র কট্টাগাব ; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র পালঙ্ক—সুবর্ণময়, বোপ্যময়, দন্তময়, সাবময়, কদলীমৃগপ্রত্যাস্তবণ সম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্থিত, চন্দ্রাতপ-শোভিত এবং উভয় পার্শ্ব লোহিত উপাধান বিশিষ্ট । দেব, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, উপোসথ নাগবাজ প্রমুখ আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র হস্তী—সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত ; দেব, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, বলাহক অশ্ববাজ প্রমুখ আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র অশ্ব—সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত ; দেব, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, বৈজয়ন্ত বথ প্রমুখ আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র বথ—সিংহচর্ম পবিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পবিবৃত, হীপিচর্ম পবিবৃত, পাণ্ডুকম্বল পবিবৃত, সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত, দেব, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, মণিবত্ত প্রমুখ আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র মণি ; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, সুভদ্রাদেবী প্রমুখ আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র স্ত্রী, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, গৃহপতি-বহু প্রমুখ আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র গৃহপতি ; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, পবিণায়ক-বহু প্রমুখ আপনাব চতুবর্শীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা ; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।”

“দেব, দ্রাকুল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ডসহ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র ধেনু ;
উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না ।’

“দেব আপনার চতুর্দশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কাপাস, কোশেয
এবং কম্বল-নির্মিত পবিধের বস্ত্র ; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের
কামনা করিবেন না ।’

“দেব, সাংকালে ও প্রাতে আহাব পরিবেশনের জন্য আপনার চতুর্দ-
শীতি সহস্র স্থালিপাক ; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা
করিবেন না ।’

১২। ‘আনন্দ, এইরূপ উক্ত হইলে সুভদ্রা দেবী বোদন ও অশ্রুমোচন
করিলেন । অতঃপর, আনন্দ, সুভদ্রা দেবী অশ্রু মুছিয়া বাজা মহাসুদর্শনকে
কহিলেন : ‘সম্বর্ধি প্রিষ ও মনোজ্ঞ হইতে বিভিন্নতা, বিচ্ছেদ ও পার্থক্য
হয় । দেব, আপনি কামনাযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিবেন না । কামনাযুক্ত
মৃত্যু দুঃখময়, কামনাযুক্ত হইয়া যে প্রাণত্যাগ কবে সে নির্দিত হয় ।’

“দেব, কুশাবতী বাজধানী প্রমুখ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র নগব...

“দেব, ধর্মপ্রাসাদ প্রমুখ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র প্রসাদ .

“দেব, মহাবাহু কট্টাগাব প্রমুখ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র কট্টাগাব .

“দেব, আপনার চতুর্দশীতি সহস্র পালঙ্ক...

“দেব, উপোসথ নাগবাজ প্রমুখ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র হস্তী...

“দেব, বলাহক অশ্বরাজ প্রমুখ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র অশ্ব .

“দেব, বৈজয়ন্ত বথ প্রমুখ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র বথ...

“দেব, মণিবত্ত প্রমুখ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র মণি...

“দেব, সুভদ্রা দেবী প্রমুখ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র স্ত্রী...

“দেব, গৃহপতি রত্ন প্রমুখ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র গৃহপতি .

“দেব, পরিণামক-বত্ত প্রমুখ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র ক্ষুদ্র বাজা .

“দেব, দ্রাকুল এবং কংসভাণ্ড সহ আপনার চতুর্দশীতি সহস্র ধেনু...

“দেব, আপনার চতুর্দশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম...

“দেব, সাংকালে ও প্রাতে আহাব পরিবেশনের জন্য আপনার চতুর্দ-
শীতি সহস্র স্থালিপাক ; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা
করিবেন না ।’

১৩। ‘আনন্দ, তৎপরে বাজা মহাসুদর্শন অনতিবিলম্বে প্রাণত্যাগ

কবিলেন। আনন্দ, যেব্দপ উত্তম আহাবাস্তে গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র তন্দ্রাভিভূত হইয়া থাকেন, বাজা মহাসদর্শনের অন্তিমকালের বেদনাও সেই-ব্দপ হইয়াছিল। আনন্দ, বাজা মহাসদর্শন মৃত্যুব পব সুখময় ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন। আনন্দ, বাজা মহাসদর্শন চতুবর্শীতি সহস্র বৎসব বাজকুমারের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, চতুবর্শীতি সহস্র বৎসর ঔপবাজ্য করিয়াছিলেন, চতুবর্শীতি সহস্র বৎসব বাজস্থ করিয়াছিলেন, চতুবর্শীতি সহস্র বৎসব গৃহী হইয়া ধর্মপ্রাসাদে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি চারি ব্রহ্মবিহারের ভাবনা করিয়া যবণাস্তে দেহের বিনাশে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।’

১৪। ‘আনন্দ, তোমার মনে হইতে পারে, “অপর কেহ ঐ সময়ে বাজা মহাসদর্শন ছিলেন, কিন্তু, আনন্দ, তাহা নথ। আমি ঐ সময়ে বাজা মহাসদর্শন ছিলাম।’

‘বাজধানী কুশাবতী প্রমুখ চতুবর্শীতি সহস্র নগর আমাবই ছিল ;

‘ধর্মপ্রাসাদ প্রমুখ চতুবর্শীতি সহস্র প্রাসাদ আমাবই ছিল ,

‘মহাবাহু কট্টাগার প্রমুখ চতুবর্শীতি সহস্র কট্টাগার আমাবই ছিল ;

‘ঐ সকল চতুবর্শীতি সহস্র পালঙ্ক—সুবর্ণময়, বৌপ্যময়, দস্তময়, সাবময়, কদলীমৃগ-প্রত্যাস্তবণসম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্থিত, চন্দ্রাতপ শোভিত, এবং উভয় পার্শ্ব লোহিত উপাধান বিশিষ্ট—আমাবই ছিল।’

‘উপোসথ নামক নাগবাজ প্রমুখ চতুবর্শীতি সহস্র হস্তী—সুবর্ণালঙ্কারে শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত—আমাবই ছিল ,

‘বলাহক নামক অশ্ববাজ প্রমুখ চতুবর্শীতি সহস্র অশ্ব—সুবর্ণালঙ্কারে শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত—আমাবই ছিল ,

‘বৈজয়ন্ত নামক বথ প্রমুখ চতুবর্শীতি সহস্র বথ—সিংহচর্ম পবিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পবিবৃত, ঘ্রীপি-চর্ম পবিবৃত, পাণ্ডুকম্বল পবিবৃত, সুবর্ণালঙ্কারে শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত—আমাবই ছিল ;

‘মণিবত্ত প্রমুখ চতুবর্শীতি সহস্র বত্ত আমাবই ছিল ,

‘সুভদ্রা দেবী প্রমুখ চতুবর্শীতি সহস্র স্ত্রী আমাবই ছিল ,

‘গৃহপতি-বত্ত প্রমুখ চতুবর্শীতি সহস্র গৃহপতি আমাবই ছিল ;

‘পরিণামক বত্ত প্রমুখ চতুবর্শীতি সহস্র ক্ষুদ্র বাজা আমাবই ছিল ;

‘দকুল-বন্ধন ও কংসভাণ্ডসহ চতুবর্শীতি সহস্র ধেনু আমাবই ছিল ;

‘চতুবর্শীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কাপাস, কোঁশেষ এবং কম্বল
নির্মিত পবিষেয বস্ত্র—আমাবই ছিল ,

‘সাযংকালে ও প্রাতে আহাব পবিবেশনের জন্য চতুবর্শীতি সহস্র স্থালি-
পাক—আমাবই ছিল ,

১৫। ‘আনন্দ, ঐ সকল চতুবর্শীতি সহস্র নগবেব মধ্যে একটি ছিল
যেখানে আমি বাস করিতাম, উহা বাজধানী কুশাবতী ।’

‘চতুবর্শীতি সহস্র প্রাসাদের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি বাস
করিতাম, উহা ধর্ম প্রাসাদ ।’

‘চতুবর্শীতি সহস্র কুটাগাবেব মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি বাস
করিতাম, উহা মহাব্যহ কুটাগাব ।’

‘চতুবর্শীতি সহস্র পালঙ্কের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি উপবেশন
করিতাম, উহা সুবর্ণময়, বজ্রতময়, দন্তময় অথবা সারময় ।

‘চতুবর্শীতি সহস্র নাগেব মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আবোহণ
করিতাম, উহা উপোসথ নাগবাজ ।’

‘চতুবর্শীতি সহস্র অশ্বেব মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আবোহণ
করিতাম, উহা বলাহক অশ্ববাজ ।’

‘চতুবর্শীতি সহস্র বথেব মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আবোহণ
করিতাম, উহা বৈজযন্ত বথ ।’

‘চতুবর্শীতি সহস্র স্ত্রীেব মধ্যে একজন ছিল যে ঐ সময় আমার সেবায় বত
থাকিত—কণ্ঠিয়ানী অথবা বেলামিকানী ।’

‘ঐ সকল চতুবর্শীতি সহস্র কোটি বস্ত্রেব মধ্যে একটি ছিল—সূক্ষ্ম
ক্ষৌম, কাপাস, কোঁশেষ অথবা কম্বল- নির্মিত—যাহা আমি পরিধান
করিতাম ।’

‘চতুবর্শীতি সহস্র স্থালিপাকের মধ্যে একটি ছিল যাহা হইতে আমি নালি
পরিমিত উৎকৃষ্ট অন্ন অন্বদ্যপ ব্যঞ্জনসহ গ্রহণ করিতাম ।’

১৬। ‘আনন্দ, দেখ, ঐ সকল বস্তু, অতীত, নিবৃদ্ধ, বিপরিণত । এই-
রূপই, আনন্দ, সর্বসংস্কার অনিত্য, এতই, আনন্দ, সর্বসংস্কার অধ্ব, এতই,
আনন্দ, সর্বসংস্কার অবিশ্বাস্য । অতএব, আনন্দ, সর্বসংস্কারে
বিরাগোৎপাদনই উচিত, উহা হইতে বিবিক্ত ও বিমুক্ত হওয়াই উচিত ।’

১৭। ‘আনন্দ, আমি স্মরণ করিতেছি যে, এইস্থানে আমি ছয়বার দেহ

নিষ্কেপ করিয়াছিলাম। যখন আমি এই স্থানে ধর্মপবায়ণ বাজচক্রবর্তী, ধর্মবাজ, চতুর্ভুজবিজ্ঞেতা, জনপদেব নির্বাপিত্তা প্রাপ্ত, সপ্তবত্ত সমন্বিত বাস করিয়াছিলাম, সেই সময়েই আমার সপ্তম দেহ নিষ্কেপ হইয়াছিল। আনন্দ, দেবলোক সহ পৃথিবীতে, মাব লোকে, ব্রহ্মলোকে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যেব মধ্যে আমি এমন কোন স্থানই দেখিতেছি না যেখানে আমি অষ্টমবার দেহ নিষ্কেপ করিব।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন। সঙ্গত শান্তা পুনরাব কহিলেন :

সংস্কার সমূহ অনিত্য, তাহাবা উৎপত্তি

ও ধ্বংসশীল, উৎপন্ন হইয়া তাহাবা

নিবদ্ধ হয়, তাহাদেব উপশমই সূখ।,

। মহাসুদর্শন সূত্রান্ত সমাপ্ত।

১৮। জনবসন্ত সূত্রান্ত

আমি এব্দপ শ্রবণ করিযাছি।

১। এক সময় ভগবান নাদিকে ইষ্টক নিম্নিত ভবনে অবস্থান করিতে-
ছিলেন। ঐ সময় ভগবান চতুর্দিকস্থ জনপদসমূহে—কাশী ও কোশলে,
বঙ্গী ও মল্ল, চেতি ও বংসে, কুব্জ ও পণ্ডালে, মৎস্য ও সুবসেনে—বৃদ্ধ ভক্ত-
গণের মধ্যে যাঁহারা মৃত তাঁহাদের পুনরুৎপত্তি সম্বন্ধে উক্তি করিতেনঃ
“অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন, অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন।
নাদিকেব পঞ্চাশাধিক বৃদ্ধভক্ত পবলোকগতগণ পণ্ড অববভাগীয সংযোজনের
ক্ষয়হেতু উপপাতিক হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তাঁহারা পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন,
ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই। নাদিকেব নবতিব অধিক বৃদ্ধভক্ত
পবলোকগতগণ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু বাগ-দ্বৈষ-মোহেব অবসানে স্কৃদা-
গামী হইয়াছেন, তাঁহারা আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দ্বংসেব অন্ত
করবেন। নাদিকেব পঞ্চাশতাধিক বৃদ্ধভক্ত পবলোকগতগণ ত্রিবিধ সংযোজনের
ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুত নাই, এবং
সম্বোধি তাঁহাদের নিশ্চিত নির্যাত।”

২। নাদিকেব বৃদ্ধ ভক্তগণ উহা শুনিল এবং ভগবান তাহাদের জিজ্ঞাসিত
প্রশ্নসমূহেব সমাধান করিলে তাহারা হৃষ্ট, প্রমুদিত প্রীতি ও সৌমিনস্যজাত
হইল।

৩। ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত আশ্চর্যান আনন্দের কর্ণগোচর হইল।

৪। তখন তিনি চিন্তা করিলেনঃ ‘মগধেবও বহু অভিজ্ঞ বৃদ্ধভক্ত দেহ-
ত্যাগ করিয়াছেন, লোকে মনে করিতে পাবে অঙ্গ ও মগধ পরলোকগত বৃদ্ধভক্ত
শূন্য। তাঁহারাও বৃদ্ধ, ধর্ম ও সম্বৈ শ্রদ্ধাবান ছিল, পবিপূর্ণ শীলাচার
সম্পন্ন ছিল। ভগবান তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই ব্যক্ত করেন নাই, তাহাদের
সম্বন্ধেও ভগবানের ঘোষণা অতীব বাঞ্ছনীয়, উহাতে বহুজন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া
সুগতি প্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ, মগধবাজ সৈন্য বিশ্বিসাব ধার্মিক, ধর্মবাজ,
ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণেব, নগর ও জনপদবাসীগণেব হিতসাধক ছিলেন। জন-
সাধারণও ঘোষণা করিতেছে, “সেই ধার্মিক ধর্মবাজ আমাদিগেব এত সুখের
বিধান করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন! সেই ধার্মিক ধর্মবাজেব বাজ্য

আমরা কত সুখে বাস করিয়াছি।” তিনিও বুদ্ধ ধর্ম ও সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান ছিলেন, পবিত্র শীলাচাৰ সম্পন্ন ছিলেন। জনগণ ইহাও ঘোষণা করিয়াছে : মৃত্যুকাল পর্যন্ত মগধরাজ সেনিষ বিম্বিসার ভগবানের যশ কীর্তন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।” তাঁহাব মৃত্যু পবেও ভগবান তাঁহাব সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই, তাঁহাব সম্বন্ধেও ভগবানের ঘোষণা অতীব বাঞ্ছনীয়, উহাতে বহু জন শ্রদ্ধালাভ পূর্বক সুগতি প্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ, ভগবান মগধে সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যখন মগধে ভগবানের সম্বোধি লাভ হইয়াছে, তখন কি নিমিত্ত ভগবান সেই স্থানের মৃত বুদ্ধভক্তগণের সম্বন্ধে কোন ঘোষণা করিবেন না? উহাতে মগধের বুদ্ধভক্তগণ হৃদয়ে আঘাত পাইবেন। সে ক্ষেত্রে কেন ভগবান কোন ঘোষণা করিবেন না?’

৫। ৬। আশ্চর্যান আনন্দ একাকী নিঃসর্জনে মগধের বুদ্ধ ভক্তগণের সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রত্যুষে গাত্রোখান পূর্বক ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপবে তিনি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ভগবানের নিকট বিবৃত করিলেন। বিবৃতি সমাপনান্তে তিনি আসন হইতে উত্থান এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৭। অনন্তর ভগবান আশ্চর্যান আনন্দের প্রস্থানের অল্পকাল পবে পূর্বাঙ্গে পবিচ্ছদ পবিহিত হইয়া পাত ও চীববসহ নাদিকে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিলেন? ঐ স্থানে ভ্রমণান্তে আহাব সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্বক পাদ প্রক্ষালন করিয়া ইষ্টকাবাসে প্রবেশ করিলেন। তৎপবে তিনি মগধের বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া এবং তদুপরি একাগ্রচিন্তা হইয়া স্থাপিত আসনে উপবেশন করিলেন। “তাহাদের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি নির্ণয় করিব,” তিনি এইরূপ সংকল্প করিলেন। ভগবান মগধের বুদ্ধভক্তগণের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি দর্শন করিলেন। তৎপবে ভগবান সাযাহ সময়ে ধ্যান সমাপনান্তে ইষ্টকাবাস হইতে নিষ্কান্ত হইয়া বিহাব ছায়ায় স্থাপিত আসনে উপবেশন করিলেন।

৮। অতঃপবে আনন্দ ভগবানের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপবে তিনি ভগবানকে কহিলেন : ‘ভগবান শান্তরূপে প্রতীক্ষমান হইতেছেন, ইন্দ্রিয় সমূহের প্রসন্নতা হেতু

ভগবানের মূখবর্ণ দীপ্ত। নিঃসন্দেহ অদ্য ভগবান শাস্তিতে বিরাজ করিয়াছেন।’

৯। ‘আনন্দ, যখন তুমি আমার সম্মুখীন হইয়া মগধের বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে কহিয়া প্রশ্ন করিলে, তখনই আমি নাদিকে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া আহাবাস্তে প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক পাদ প্রক্ষালন করিয়া ইষ্টাকারাসে প্রবেশ করিলাম। পবে মগধের বুদ্ধ ভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া এবং তদুপরি একাগ্রচিত্ত হইয়া আসন গ্রহণাস্তে সংকল্প করিলাম : “তাহাদের ভবিষ্যত, মরণাস্তে তাহাদের গতি ও নিষতি নির্ণয় করিব।” আনন্দ, আমি মগধের বুদ্ধভক্তগণের ভবিষ্যত, মরণাস্তে তাহাদের গতি ও নিষতি দর্শন করিলাম। আনন্দ, তখন এক অদৃশ্য দেবতাব ঘোষণা শ্রবণ করিলাম : “ভগবন! আমি জনবসভ, সুগত। আমি জনবসভ।” আনন্দ, জনবসভ নামধেয় কাহাবও কথা তুমি ইতিপূর্ব্ব শুনিয়াছ কি?’

‘দেব, জনবসভ নামক কাহাবও কথা আমি ইতিপূর্ব্ব শুনি নাই। অধিকন্তু “জনবসভ” নাম শ্রবণে আমার বোমাণ্ড হইতেছে। আমার মনে হয যাহাব নাম জনবসভ সে কখনও নিম্ন শ্রেণীর দেবতা হইবে না।’

১০। ‘আনন্দ, ঐ ঘোষণাব পব কাস্তিময় বর্ণবিশিষ্ট সেই যক্ষ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তখন সে দ্বিতীয়বার ঘোষণা করিল : “ভগবান! আমি বিম্বিসার, সুগত। আমি বিম্বিসার। দেব, মহাবাজ বৈশ্রবণের সহিত ইহাই আমার সপ্তম মিলন। মনুষ্য লোকে বাজাবপে চ্যুত হইবার পব আমি দেবলোকে রাজাবরূপ জন্মিয়াছি।

এইস্থান হইতে সাত এবং ঐস্থান হইতে সাত,

এই চতুর্দশ পূর্ব্বজন্ম আমি স্মরণ করিতে পারি।

“দেব, দূর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমার নিষতি এবং ঐ নিষতি দীর্ঘকাল আমার জ্ঞাত, আমি সৰূদাগামী হইবার আশা পোষণ করিতেছি।”

‘আশ্চর্য, অদ্ভুত, আয়ুজ্ঞান জনবসভ যক্ষের এই উক্তি। “দেব, দূর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমার নিষতি এবং ঐ নিষতি দীর্ঘকাল আমার জ্ঞাত” তিনি ইহাও বলিয়াছেন এবং আবও বলিয়াছেন, “আমি সৰূদাগামী হইবার আশা পোষণ করিতেছি।” আয়ুজ্ঞান জনবসভ যক্ষ কিরূপে জানিলেন যে তিনি এই মহান্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন?’

১১। “হে ভগবান। হে সুগত! একমাত্র আপনাবই শাসনের আনুকূল্যে।

দেব, যে মনুষ্যে আমি ভগবানে একাগ্রচিত্ত এবং অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলাম, সেই সময় হইতেই আমি জানিয়াছিলাম দুর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমার নিষতি এবং দীর্ঘকাল ঐ নিষতি আমার জ্ঞাত ছিল, এক্ষণে আমি সৰ্বদাগামী হইবার আশা পোষণ করিতেছি। দেব এক্ষণে মহাবাজ বৈশ্রবণ কর্তৃক কোন কার্যোপলক্ষে মহাবাজ বিবৃটকের নিকট প্রেরিত হইয়াছি, পশ্চিমধ্যে দেখিলাম ভগবান ইষ্টকাবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক মগধেব বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তায় ব্যাপৃত এবং তদুপরি একাগ্রচিত্ত হইয়া উপবিষ্টঃ তাহাদের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিষতি নির্ণয় করিব।” দেব, আশ্চর্য্য নয়, যখন মহাবাজ বৈশ্রবণ তাঁহার সভাকে সম্বোধন করিতেছিলেন, তখন স্বয়ং মহাবাজেব মুখ হইতে আমি শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি “ঐ সকল ভক্তগণেব মরণান্তে কি গতি এবং কি নিষতি।” তখন আমি চিন্তা করিলাম, ‘ভগবানকেও দর্শন করিব এবং এই বিষয়ও ভগবানের নিকট নিবেদন করিব।’ দেব, ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত আমার আসিবার এই দুই কারণ।

১২। দেব, পূর্ব্ব, বহু পূর্ব্ব বর্ষবাসেব প্রাবল্ডে উপোসথ দিবসে পূর্ণিমাৰ ব্যগ্নিতে সৰ্ব্ব গ্রামসিংহ দেবতা সূক্ষ্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের বৃহৎদিব্য পবিষদ চারি মহাবাজ সহ চতুর্দিকে সমাসীন ছিল। পূর্ব্বদিকে দেবগণ পবিবেষ্টিত মহাবাজ ধূতবাণ্ট পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ দিকে দেবগণ পবিবেষ্টিত মহাবাজ বিবৃটক উত্তরাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। পশ্চিমদিকে দেবগণ পবিবেষ্টিত মহাবাজ বিবৃপাক্ষ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। উত্তরদিকে দেবগণ পবিবেষ্টিত মহাবাজ বৈশ্রবণ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দেব, যখন সৰ্ব্ব গ্রামসিংহ দেবতা সূক্ষ্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহাদের বৃহৎ দিব্য পবিষদ চারি মহাবাজ সহ চতুর্দিকে সমাসীন হইত, তখন তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিবার বিধি এই-বুপই ছিল। পশ্চাতে আমাদের আসন হইত। দেব, যে সকল দেবতা ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সম্প্রতি গ্রামসিংহ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা বর্গে ও যশে অপবাপব দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। দেব, উহাতে গ্রামসিংহ দেবগণ “দেবগণেব সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুখগণেব সংখ্যা হ্রাস হইতেছে” করিয়া হ্রষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমিনস্য-যুক্ত হইলেন।

১৩। দেব, তখন দেববাজ ইন্দ্র গ্রাস্ত্রিংগ দেবগণকে প্রসন্ন দেখিয়া এই সকল গাথায স্বকীষ অনুমোদন প্রকাশ করিলেন :

ইন্দ্র সহ গ্রাস্ত্রিংগ দেবগণ তথাগত এবং ধর্ম্মেব
সুধর্ম্মতাব পূজাবত হইয়া প্রমুদিত হইয়াছেন ।
সুগত শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া এই স্থানে
উৎপন্ন সৌন্দর্য্যশালী যশস্বী নূতন দেবগণ বর্ণ,
আয়ু ও যশে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন,
তাহারা ভূরিপ্রজ্ঞের শ্রাবক এবং প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত ;
ইহা দেখিয়া ইন্দ্রসহ গ্রাস্ত্রিংগ দেবগণ তথাগত
এবং ধর্ম্মেব সুধর্ম্মতাব পূজারত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন ।

দেব, উহাতে গ্রাস্ত্রিংগ দেবগণ অধিকতর হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতিসৌমিনস্য-
যুক্ত হইলেন : “দেবগণেব সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুদূরগণেব সংখ্যা
হ্রাস হইতেছে ।”

১৪। অতঃপব দেব যে অর্থে গ্রাস্ত্রিংগ দেবগণ সুধর্ম্মা সভাষ উপবিষ্ট
এবং একত্রিত হইয়াছিলেন, ঐ সম্বন্ধে তাহাবা চাবি মহারাজকে আমন্ত্রণ
করিলেন এবং তাহাদিগকে অনুশাসন প্রদান করিলেন, চাবি মহাবাজ তখন
স্ব স্ব আসনে দণ্ডায়মান ছিলেন ।

আমন্ত্রিত রাজগণ অনুশাসন গ্রহণপূর্ব্বক বিপ্রসন্নচিত্তে
স্ব স্ব আসনে দণ্ডায়মান বহিলেন ।

১৫। অনন্তর, দেব, দেবগণেব দেবানুভাব অতিক্রমকারী বিপুল
আলোক উত্তর দিক হইতে উৎখিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দিক
উদ্ভাসিত করিল । অতঃপব, দেব, দেববাজ শত্রু গ্রাস্ত্রিংগ দেবগণকে সম্বোধন
করিলেন : “হে দেবগণ ! যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, আলোক উৎখিত
হইয়া দীপ্তিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে, তখন ব্রহ্মাব আবির্ভাব হইবে,
আলোকেব উৎপত্তি, দীপ্তিব প্রাদুর্ভাব—এই সকল ব্রহ্মাব আবির্ভাবেব পূর্ব্ব
নিমিত্ত ।

যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রহ্মাব আবির্ভাব হইবে ;
বিপুল মহান দীপ্তি—ইহা ব্রহ্মাব আবির্ভাবেব পূর্ব্বলক্ষণ ।

১৬। দেব, তখন গ্রাস্তিংশ দেবগণ “এই দীপ্তিব পবিগতি অবধাবণ এবং দর্শন কবিষা গমন কবিব” এইব্দপ স্থিব কবিষা আপন আপন আসনে উপবেশন কবিলেন।

চারি মহাবাজও উক্ত প্রকাব সংকল্প কবিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইহা শুনিয়া গ্রাস্তিংশ দেবগণ সকলে একত্রে মনঃস্থ কবিলেন : এই দীপ্তিব পবিগতি অবধাবণ ও দর্শন কবিষা গমন কবিব।”

১৭। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার গ্রাস্তিংশ দেবগণেব সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন তখন তিনি স্থূলদেহে আত্মপ্রকাশ কবেন। দেব, যাহ্য ব্রহ্মাব প্রকৃত ব্দপ তাহা গ্রাস্তিংশ দেবগণেব দর্শনেব বহির্ভূত। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার গ্রাস্তিংশ দেবগণেব সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন তিনি বর্ণ ও যশে অন্যান্য দেবগণকে অতিক্রম কবেন। দেব, যেব্দপ সুবর্ণবিগ্রহ মনুষ্যবিগ্রহকে প্রভাষ পবাজিত কবে, সেইব্দপ যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার গ্রাস্তিংশ দেবগণেব সম্মুখে প্রকাশিত হন, তখন তিনি অন্যান্য দেবগণকে বর্ণে ও যশে অতিক্রম কবেন। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার গ্রাস্তিংশ দেবগণেব সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন দেবসভার কেহই তাহাকে অভিবাদন কবে না, আসন হইতে উত্থানও কবে না, আসন গ্রহণ কবিতে নিমন্ত্ৰণও কবে না। সকলেই নীবে কৃতাজ্জলিপদে পৰ্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট থাকেন, ‘ব্রহ্মা সনৎকুমার ইচ্ছামত যে কোন দেবতাব পালঙ্কে উপবেশন কবিবেন।’ দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার যে দেবতাব পালঙ্কে উপবেশন কবেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমিনস্য অনুভব কবেন দেব, নবাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় বাজা যেব্দপ বিপুল আনন্দ ও সৌমিনস্য অনুভব কবেন, সেইব্দপ যে দেবতাব পালঙ্কে ব্রহ্মা সনৎকুমার উপবেশন কবেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমিনস্য অনুভব কবেন।

১৮। দেব, তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার স্থূল আত্মভাব নিৰ্ম্মাণ কবিষা কুমার পঞ্চাশিথেব ন্যাষ হইয়া গ্রাস্তিংশ দেবগণেব নিকট আবির্ভূত হইলেন। তিনি শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তবীক্ষে পৰ্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন কবিলেন। দেব, যেব্দপ বলবান পুৰুষ উত্তম প্রত্যাস্তবণাচ্ছাদিত পালঙ্কে অথবা সমতল ভূমি-ভাগে উপবেশন কবে, সেইব্দপই, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তবীক্ষে পৰ্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন পদ্বৰ্ক গ্রাস্তিংশ দেবগণেব চিত্তেব প্রসন্নতা জ্ঞাত হইয়া এই সকল গাথা দ্বাৰা স্বকীয় অনুমোদন প্রকাশ কবিলেন :

‘ইন্দ্রসহ গ্রাস্ত্রিংশ দেবগণ……পূজাবত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন ।’ [উপরে ১৩ পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য]।

১৯। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলেন। দেব, এইরূপ
ভাষণকালে ব্রহ্মা সনৎকুমারের স্বব অষ্টাঙ্গসমন্বিত হইয়াছিল,—সুস্পষ্ট,
সুবোধ্য, সুমিষ্ট, শ্রবণীয়, অব্যাহত, অবিচ্ছিন্ন, গম্ভীর, এবং প্রতিধ্বননক্ষম
হইয়াছিল। যেহেতু, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বকীয় স্ববে দেবসভাকেই
সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার নিষোধ পবিষদেব বাহিবে গমন
কবে নাই। দেব, যাহার স্বব এইরূপ অষ্টাঙ্গসমন্বিত হয় তিনি ব্রহ্মস্বব
কথিত হন।

২০। তৎপবে, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার তেত্রিশটি আশ্রয়ভাব নিৰ্ম্মাণ করিয়া
গ্রাস্ত্রিংশ দেবগণের প্রত্যেকেব পালঙ্কে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিয়া
দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

‘গ্রাস্ত্রিংশ দেবগণ ! আপনাদের অভিমত কি ? ভগবান জগতেব প্রতি
দযাপববশ হইয়া দেব-মনুষ্যেব অর্থ, হিত ও সুখেব নিমিত্ত, বহু জনেব হিত
ও সুখ সাধনার্থ সৰ্ব্বতোভাবে নিযুক্ত। যাহাবাই বদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের
শরণাগত হইয়া শীলপালনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তাহাবা দেহেব ধন্যসে
মবগাস্তে কেহ কেহ পবানিৰ্ম্মিত-বশবর্তী দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ
কেহ নিৰ্ম্মাণবর্তি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ তুষিত দেবলোকে…
..কেহ কেহ যাম দেবলোকে… ..কেহ কেহ গ্রাস্ত্রিংশ দেবলোকে…
কেহ কেহ… ..চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। যাহাবা
সৰ্ব্বাপেক্ষা হীনদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাবা গন্ধৰ্বলোকে উৎপন্ন
হইয়াছেন।’

২১। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলেন। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার
এইরূপ কহিলে দেবগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন, ‘যিনি আমার পালঙ্কে
উপবিষ্ট তিনিই কহিয়াছেন।’

একজন কথা কহিলে সৰ্ব্বমুত্তিই এইরূপ করিলেন,

একজন মৌন বহিলে সকলেই এইরূপ বহিলেন।

ইন্দ্রসহ গ্রাস্ত্রিংশ দেবগণ মনে করিলেন ‘যিনি আমার

পালঙ্কে, মাত্র তিনিই কহিতেছেন।’

২২। দেব, তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার একপ্রাস্তে আগমন পূর্বক

দেববাজ শক্ৰেব পালঙেক উপবিষ্ট হইয়া গ্রাযস্টিংশ দেবগণকে সম্বোধন কবিলেন :

‘গ্রাযস্টিংশ দেবগণ ! আপনাবা কি মনে কবেন ? ভগবান সৰ্ব্ববিৎ, সৰ্ব্বদর্শী, অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কতৃক ঋদ্ধিব বৃদ্ধি, উৎকর্ষ এবং অনর্শীলনেব উদ্দেশ্যে চাৰি ঋদ্ধি-পাদ কতই সৰ্ব্বাঙ্গসম্পন্নবুপে প্রকাশিত হইয়াছে। চাৰি ঋদ্ধি-পাদ কি কি ? ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কাৰ সমন্বিত ঋদ্ধি-পাদেব ভাবনা কবেন, বীৰ্য-সমাধি.....চিত্ত-সমাধি মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কাৰ সমন্বিত ঋদ্ধি-পাদেব ভাবনা কবেন। ভগবান সৰ্ব্ববিৎ, সৰ্ব্বদর্শী, অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কতৃক ঋদ্ধিব বৃদ্ধি, উৎকর্ষ এবং অনর্শীলনেব উদ্দেশ্যে এই চাৰি পাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অতীত কালে বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাবা সকলেই এই চাৰি ঋদ্ধি-পাদেব বিকাশ এবং অনর্শীলন হেতুই উহা লাভ কবিয়াছেন। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ভবিষ্যতে বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাবাও এই চাৰি ঋদ্ধি-পাদেব বিকাশ সাধন এবং অনর্শীলন কৰিয়াই উহা লাভ কবিবেন। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এক্ষণে বহুবিধ ঋদ্ধি লাভে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাবাও এই চাৰি ঋদ্ধি-পাদেব ভাবনা ও অনর্শীলন কৰিয়াই উহা লাভ কবিয়াছেন। গ্রাযস্টিংশ দেবগণ ! আমাবও ঐবুপ ঋদ্ধিবল আপনাবা দেখিতেছেন ?

‘ব্রহ্মা, আমবা দেখিতেছি।’

‘দেবগণ ! আমিও এই চাৰি ঋদ্ধি-পাদেব ভাবনা ও অনর্শীলন হেতু ঐবুপ মহানুভাব এবং গৌৰব প্রাপ্ত হইয়াছি।

২৩। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমাব ঐবুপ কহিয়া গ্রাযস্টিংশ দেবগণকে সম্বোধন কবিলেন :

‘গ্রাযস্টিংশ দেবগণ ! ভগবান সৰ্ব্ববিৎ, সৰ্ব্বদর্শী, অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কতৃক সূখ প্রাপ্তিব নিমিত্ত যে ত্ৰিবিধ পথ সূনির্গীত হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে আপনাবা কি মনে কবেন ? ত্ৰিবিধ পথ কি কি ?

‘দেবগণ ! কেহ কাম এবং অকুশলধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বিহাব কবেন। তিনি পববর্তী কালে আৰ্য্যধর্ম্ম শ্রবণ কবেন, উহাতে মনঃসংযোগ কবেন, পূর্ণবুপে ধর্ম্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ কবেন। তিনি আৰ্য্যধর্ম্ম শ্রবণ কবিয়া, উহাতে উত্তমবুপে মনঃসংযোগ কবিয়া, পূর্ণবুপে ধর্ম্মানুযায়ী জীবনে

প্রবেশ কবিয়া, কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে বিবিষ্ট হইয়া অবস্থান কবেন। এইরূপে তাঁহার সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনর্বার সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। যেদূপ প্রীতি হইতে প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, সেইদূপ যিনি কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিবিষ্ট হন, তাঁহার সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনর্বার সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। ইহাই ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখপ্ৰাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত প্রথম পথ। -

২৪। ‘পুনশ্চ, দেবগণ, কাহারও স্থূল কাষ-সংস্কার, বাক্-সংস্কার, চিত্ত-সংস্কার শীতিভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি পরবর্তীকালে আৰ্য্য-ধর্ম শ্রবণ কবেন, উহাতে মনঃসংযোগ কবেন, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ কবেন। আৰ্য্যধর্ম শ্রবণ কবিয়া, উহাতে উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কবিয়া, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ কবিয়া তাঁহার স্থান কাষ-সংস্কার, বাক্-সংস্কার এবং চিত্ত-সংস্কার শীতিভূত হয়। এইরূপে তাঁহার সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনর্বার সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। যেদূপ প্রীতি হইতে প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, সেইদূপই স্থূল কাষ-সংস্কার, বাক্-সংস্কার এবং চিত্ত-সংস্কার শীতিভূত হইলে সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনর্বার সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। ইহাই ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত দ্বিতীয় পথ।

২৫। ‘পুনশ্চ, দেবগণ, কেহ ‘ইহা কুশল’, ‘ইহা অকুশল’, ‘ইহা সাবদ্য’, ‘ইহা অনবদ্য’, ‘ইহা সেবিতব্য’, ‘ইহা অসেবিতব্য’, ‘ইহা হীন’, ‘ইহা প্রণীত’, ‘ইহা কৃষ্ণ-শুদ্ধ-মিশ্রিত’—ইহা, যথার্থরূপে জানেন না। তিনি পরবর্তীকালে আৰ্য্যধর্ম শ্রবণ কবেন, উহাতে মনঃসংযোগ কবেন, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ কবেন। এইরূপ কবিয়া তিনি ‘ইহা কুশল, ইহা অকুশল’, ‘ইহা সাবদ্য, ইহা অনবদ্য’, ‘ইহা সেবিতব্য, ইহা অসেবিতব্য’, ‘ইহা হীন, ইহা প্রণীত’, ‘ইহা কৃষ্ণ-শুদ্ধ-মিশ্রিত’,—ইহা যথার্থরূপে জ্ঞাত হন। এইরূপ জানিয়া ও দেখিয়া তাঁহার অবিদ্যা দূরীভূত হয়, বিদ্যার উৎপত্তি হয়। অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া বিদ্যার উৎপত্তি হইলে তাঁহার সুখ-প্ৰাপ্তি হয়, এবং উহা হইতে পুনর্বার সৌমনস্য প্রাপ্তি হয়। ইহাই ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ-প্ৰাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত তৃতীয় পথ।

‘দেবগণ, এই সকলই ভগবান, সৰ্ববিৎ, সৰ্বদৰ্শী, অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক সদ্ধ-প্ৰাপ্তিব নিমিত্ত নিৰ্ণীত ত্ৰিবিধ পথ ।’

২৬। দেব, এইব্দে কহিয়া ব্ৰহ্মা সনৎকুমাৰ গ্ৰাযস্ৰিংশ দেবগণকে সম্বোধন কৰিলেন :

‘গ্ৰাযস্ৰিংশ দেবগণ । ভগবান সৰ্ববিৎ, সৰ্বদৰ্শী, অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক কুশল প্ৰাপ্তিব নিমিত্ত যে চাৰি স্মৃতি-প্ৰস্থান সন্নিহিত হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে আপনাবা কি মনে কবেন ? চাৰি স্মৃতি প্ৰস্থান কি কি ? ভিক্ষু উৎসাহ ও সম্প্ৰজ্ঞান সমন্বিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, পাৰ্থিব বস্তু জনিত অভিধ্যা ও দোষ্মনস্য দমন কৰিয়া, অধ্যাত্ম-নিবিষ্ট ও কাযে কাযানুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন । এইব্দে বিহাবেৰ ফলে তাঁহাব চিত্ত সম্যকব্দে সমাধি প্ৰাপ্ত ও সন্নিম্নল হয় । চিত্ত সম্যকব্দে সমাধি প্ৰাপ্ত ও সন্নিম্নল হইলে তিনি আত্মবহিৰ্ভূত পব-কাষে পূৰ্ণ জ্ঞানলব্ধ হন । তিনি উৎসাহ ও সম্প্ৰজ্ঞান সমন্বিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, পাৰ্থিব বস্তু জনিত অভিধ্যা ও দোষ্মনস্য দমন কৰিয়া, অধ্যাত্ম-নিবিষ্ট ও বেদনাষ বেদনানুপশ্যী হইয়া... চিত্তে চিত্তানুপশ্যী ধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন । ঐ ব্দে বিহাবেৰ ফলে তাঁহাব চিত্ত সম্যকব্দে সমাধিপ্ৰাপ্ত সন্নিম্নল হয় । চিত্ত সম্যকব্দে সমাধিপ্ৰাপ্ত ও সন্নিম্নল হইলে তিনি আত্মবহিৰ্ভূত পববেদনা, পবচিত্ত ও পবধৰ্ম্মে পূৰ্ণ জ্ঞান লব্ধ হন ।

‘দেবগণ । ভগবান সৰ্ববিৎ, সৰ্বদৰ্শী, অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক কুশল প্ৰাপ্তিব নিমিত্ত এই চাৰি স্মৃতি প্ৰস্থান নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে ।’

২৭। দেব । ব্ৰহ্মা সনৎকুমাৰ এইব্দে কহিয়া গ্ৰাযস্ৰিংশ দেবগণকে সম্বোধন কৰিলেন :

‘গ্ৰাযস্ৰিংশ দেবগণ । ভগবান সৰ্ববিৎ, সৰ্বদৰ্শী, অবহৎ, সম্যক-সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক সম্যক-সমাধিব ভাবনা ও পূৰ্ণতাৰ জন্য যে সপ্ত সমাধি-পৰিষ্কাৰ নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে আপনাবা কি মনে কবেন ? ঐ সকল কি কি ? সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কৰ্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যাঘাম, সম্যক স্মৃতি । এই সপ্ত অঙ্গের দ্বাৰা চিত্তেৰ যে একাগ্ৰতা সম্পাদিত হয়, উহাই উপনিশ্ৰয এবং পৰিষ্কাৰ সহ আৰ্য্য সম্যক-সমাধি বৰ্ণিত হয় । সম্যক সংকল্প দ্বাৰা সম্যক দৃষ্টি বৰ্দ্ধিত হয়, সম্যক বাক্ দ্বাৰা সম্যক সংকল্প বৰ্দ্ধিত হয়, সম্যক কৰ্ম্মান্ত কৰ্ত্তৃক সম্যক বাক্ বৰ্দ্ধিত হয়,

সম্যক আজীব কৰ্ত্ত্বক সম্যক কৰ্ম্মান্তি বৰ্দ্ধিত হয়, সম্যক ব্যায়াম কৰ্ত্ত্বক সম্যক আজীব বৰ্দ্ধিত হয়, সম্যক স্মৃতি কৰ্ত্ত্বক সম্যক ব্যায়াম বৰ্দ্ধিত হয়, সম্যক সমাধি কৰ্ত্ত্বক সম্যক স্মৃতি বৰ্দ্ধিত হয়, সম্যক জ্ঞান কৰ্ত্ত্বক সম্যক সমাধি বৰ্দ্ধিত হয়, সম্যক বিমুক্তি কৰ্ত্ত্বক সম্যক জ্ঞান বৰ্দ্ধিত হয় ।

‘দেবগণ ! যদি কোন সম্যক বাক্যেব কথনকাবী কহেন : “ভগবান কৰ্ত্ত্বক স্বাখ্যাত ধৰ্ম্ম সাংদর্শিতক, অকালিক, সৰ্ব্বজগতকে সাদবে আহবান-কাবী, মুক্তি প্রদায়ী, বিজ্ঞগণ কৰ্ত্ত্বক স্ব স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য ; নিস্বাণেব দ্বাব উদঘাটিত হইয়াছে ।” তাহা হইলে তাঁহাব বাক্য সত্যই হইবে । কারণ ভগবান কৰ্ত্ত্বক ঘোষিত ধৰ্ম্ম সত্যই উক্ত প্রকাব এবং নিস্বাণেব দ্বাব উদঘাটিত হইয়াছে !

‘দেবগণ ! যাঁহারা বুদ্ধে, ধৰ্ম্মে ও সম্ভে অচল শ্রদ্ধা সম্পন্ন, আৰ্য্য কান্ত-শীল সমন্বিত , এবং চতুৰ্ব্বিংশতি-শত সহস্রাধিক ধৰ্ম্মবিনীত দেবতা—মগধেব মৃত বুদ্ধ ভক্তগণ—সকলেই ত্রিবিধ সংযোজনেব ক্ষয়হেতু স্নোতাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদেব আর দঃখময় পুনর্জন্মেব সম্ভাবনা নাই, সম্বোধি তাঁহাদেব নিশ্চিত নিয়তি । এই স্থানে সকৃদাগামীও আছেন,

অপরাপব পুণ্যবান প্রাণীও আছেন,

কিন্তু আমি তাঁহাদেব সংখ্যা গণনা কবণে

অক্ষম, কাবণ আমাব গণনা ভ্রান্ত

হইতে পাবে ।

২৮ । দেব ! ব্রহ্মা সনৎকুমাব এইরূপ কহিলেন । তিনি এইরূপ কহিলে মহাবাজ বৈশ্রবণেব চিত্তে বিতর্কেব উদয় হইল : ‘আশ্চর্য্য, অদ্ভুত যে এরূপ মহান শান্তাব আবির্ভাব হইয়াছে, এরূপ মহান ধৰ্ম্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ।’

দেব । ব্রহ্মা সনৎকুমাব স্বচিন্তে বৈশ্রবণ মহারাজেব চিন্ত-বিতর্ক অবগত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন :

‘মহাবাজ বৈশ্রবণ ! আপনি কি মনে কবেন ? অতীত কালেও এরূপ মহান শান্তাব আবির্ভাব হইয়াছে, এইরূপ মহান ধৰ্ম্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । ভবিষ্যতেও এইরূপ মহান শান্তার আবির্ভাব হইবে, এইরূপ মহান ধৰ্ম্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইবে ।’

২৯ । ব্রহ্মা সনৎকুমার , চার্ব্বাঙ্গি দেবগণকে এইরূপ কহিলেন । ব্রহ্মা

সনৎকুমার কৰ্ত্তৃক চাৰ্যসিংহ দেবগণকে কথিত বাক্য মহাবাজ বৈশ্রবণ স্বৰূপে
তাঁহাব মূখ হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ কৰিয়া স্বকীয় পৰিষদকে উহা জ্ঞাপন
কৰিলেন। বৈশ্রবণ মহাবাজ যখন তাঁহাৰ পৰিষদকে উহা জ্ঞাপন কৰিতে-
ছিলেন তখন জনবসন্ত যক্ষ তাঁহাব মূখ হইতে উহা শ্রবণ ও গ্রহণ কৰিয়া
ভগবানকে উহা জ্ঞাপন কৰিলেন। ভগবান জনবসন্ত যক্ষের মূখ হইতে উহা
শ্রবণ ও গ্রহণ কৰিয়া এবং স্বৰূপে উহা অভিজ্ঞাত হইয়া আয়ত্মান আনন্দেব
নিকট উহা জ্ঞাপন কৰিলেন। আয়ত্মান আনন্দ ভগবানের মূখ হইতে উহা
শ্রবণ ও গ্রহণ কৰিয়া ভিক্ষুগণকে, ভিক্ষুণীগণকে, উপাসক ও উপাসিকাগণকে
উহা জ্ঞাপন কৰিলেন। এইৰূপে এই ব্রহ্মচৰ্য্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত,
বহুজনাদৃত, বিশাল হইয়া মনুষ্যেব মধ্যে প্রকাশিত হইল।

। জনবসন্ত সন্তোষ সমাপ্ত।

১৯। মহাগোবিন্দ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিষ্যছি।

১। এক সময় ভগবান বাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতে-
ছিলেন। ঐ সময় পবন সৌন্দর্য্যশালী গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখ বাগ্রিব অবসানে
সমগ্র গৃধ্রকূট পর্বত আলোকিত করিষা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন
এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিষা একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপবে তিনি
ভগবানকে কহিলেন :

‘বেদ। গ্রাস্ত্রিংশ দেবগণেব মূখ হইতে আমি যাহা শ্রবণ ও গ্রহণ
করিষ্যছি তাহা ভগবানেব নিকট নিবেদন করিব।’

ভগবান কহিলেন, ‘পঞ্চশিখ, তুমি নিবেদন কব।’

২। দেব, পূর্বে বহু পূর্বে পঞ্চদশীৰ উপোসথ দিবসে প্রবাবণা উৎসবে
পূর্ণিমা বাগ্রিতে গ্রাস্ত্রিংশ দেবগণ সকলে একত্রিত হইয়া সুধম্মা সভায়
উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাদেব বহু দিব্য পরিষদ চারি মহাবাজসহ চতুর্দিকে
সমাসীন ছিল। পূর্বেদিকে দেবগণ পবিবেষ্টিত মহাবাজ ধৃতবাণ্ট
পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ দিকে দেবগণ পবিবেষ্টিত
মহারাজ বিবৃঢ়ক...প্রীতি সৌমনস্য যুক্ত হইলেন। (জনবসভ সূত্রান্ত, ১২ সং
পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৩। দেব তখন দেববাজ ইন্দ্র... অনুমোদন প্রকাশ করিলেন : (জনবসভ
সূত্রান্ত, ১৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ইন্দ্রসহ গ্রাস্ত্রিংশ দেবগণ... . . .

. প্রমুদিত

হইয়াছেন। (জনবসভ সূত্রান্ত, ১৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

দেব, উহাতে গ্রাস্ত্রিংশ দেবগণ অধিকতর হ্রষ্ট - হ্রাস হইতেছে।” (জনবসভ
সূত্রান্ত, ১৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

৪। দেব, তখন দেববাজ শত্রু গ্রাস্ত্রিংশ দেবগণেব চিত্তের সন্তুষ্টি জ্ঞাত
হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিলেন :

“দেবগণ ! আপনাবা সেই ভগবানেব যথার্থ আর্টটি গুণ শ্রবণ করিতে
ইচ্ছা করেন ?”

“দেব, আমবা উহা শ্রবণ কৰিতে ইচ্ছা কৰি” তখন দেববাজ শক্ৰ
গ্ৰাষস্মিংশ দেবগণেৰ নিকট ভগবানেৰ আৰ্টিট যথার্থ গুণ ঘোষণা
কৰিলেন।”

৫। “গ্ৰাষস্মিংশ দেবগণ। আপনাবা কি মনে কবেন? ভগবান
জগতেৰ প্ৰতি অনুকম্পা পববশ হইয়া দেবতা ও মনুষ্যেৰ হিত ও মঙ্গল
সাধনে, বহু জনেৰ সুখ ও স্বচ্ছন্দ্য বিধানে কতই নিবত। এব্দপ গুণ-
সম্পন্ন শাস্তা—একমাত্ৰ ভগবান ব্যতীত—অতীতেৰ দিকে দৃষ্টিপাত কৰিলেও
দেখা যায় না, বৰ্ত্তমানেও না।”

৬। “ভগবানেৰ ধৰ্ম্ম স্বাখ্যাত, সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সৰ্ব্বজগতকে
সাদৰে আহ্বানকাৰী, মূৰ্ত্তি প্ৰদাষী, বিজ্ঞগণকৰ্ত্তৃক স্ব স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য।
এব্দপ মূৰ্ত্তিপ্ৰদাষী উপদেষ্টা, এব্দপ গুণসম্পন্ন শাস্তা—একমাত্ৰ ভগবান
ব্যতীত—অতীতেৰ দিকে দৃষ্টিপাত কৰিলেও দেখা যায় না, বৰ্ত্তমানেও
নাই।”

৭। “ইহা কুশল, ইহা অকুশল’—ইহা ভগবান কৰ্ত্তৃক উত্তমব্দপে
প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে। ইহা নিন্দনীয়, ইহা অনিন্দ্য—ইহা অনুসৰণেৰ যোগ্য
ইহা যোগ্য নহে, ইহা হীন, ইহা প্ৰণীত, ইহা সমাংশবুদ্ধ অমঙ্গল ও
মঙ্গলেৰ মিশ্ৰণ—ভগবান ইহা উত্তমব্দপে প্ৰদৰ্শন কৰিষাছেন। বস্তু সমূহেৰ
গুণেৰ এতাদৃশ প্ৰকাশক শাস্তা—একমাত্ৰ ভগবান ব্যতীত—অতীতেৰ দিকে
দৃষ্টিপাত কৰিলেও দেখা যায় না, বৰ্ত্তমানেও নাই।”

৮। “ভগবান শ্ৰাবকদিগেৰ নিকট নিৰ্ব্বাণগামী মাৰ্গ উত্তমব্দপে প্ৰকাশ
কৰিষাছেন, ঐ মাৰ্গ ও নিৰ্ব্বাণ সহগামী। যেব্দপ গঙ্গাজল ও যমুনাজল
একত্ৰে প্ৰবাহিত হইয়া এক হইয়া যায়, সেইব্দপই ভগবান কৰ্ত্তৃক শ্ৰাবকগণেৰ
নিকট প্ৰকাশিত নিৰ্ব্বাণগামী মাৰ্গ, নিৰ্ব্বাণ এবং উহাৰ মাৰ্গ সহগামী।
নিৰ্ব্বাণগামী মাৰ্গেৰ এব্দপ প্ৰকাশক শাস্তা—একমাত্ৰ ভগবান ব্যতীত—
অতীতেৰ দিকে দৃষ্টিপাত কৰিলেও দেখা যায় না, বৰ্ত্তমানেও নাই।”

৯। “ভগবান সহায় সম্পন্ন, মাৰ্গে ভ্ৰাম্যমান শিক্ষাৰ্থী এবং উদযাপিত
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ক্ৰীণাল্লব উভয়ই তাঁহাৰ সহচৰ। ভগবান তাঁহাদেৰ সহিত বিচ্ছিন্ন
না হইয়া একত্ৰবাসে আনন্দলাভ কৰিষা অবস্থান কবেন। এব্দপ সহবাসা-
নন্দবত শাস্তা—একমাত্ৰ ভগবান ব্যতীত—অতীতেৰ দিকে দৃষ্টিপাত কৰিলেও
দেখা যায় না, বৰ্ত্তমানেও নাই।”

১০। “ভগবানের’ লাভ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার ষণ এতই বিস্তৃত যে, মনে হয়, ক্রিয়গণের সকলেই তাঁহার অনুবাগী, মদহীন হইয়া ভগবান আহার গ্রহণ কবেন। এব্দপ বিগত মদ হইয়া আহার গ্রহণশীল শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।”

১১। “ভগবান বাক্যানুৰূপ কন্মের কারক, কন্মানুৰূপ বাক্যের কথন-কারী, এব্দপ ষথাবাদী তথাকারী, ষথাকাবী তথাবাদী, ধন্মানুধন্ম প্রতিপন্ন শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।

১২। “ভগবান বিচিকিৎসোসত্তীর্ণ, নিঃশঙ্ক, আদি-ব্রহ্মচর্যের উদ্‌ঘাপন-রূপ সংকল্পে সিদ্ধি প্রাপ্ত। এব্দপ গুণসম্পন্ন শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।”

দেব! দেবরাজ শত্রু হারিস্থিংশ দেবগণের নিকট ভগবানের এই আর্টটি ষথার্থ গুণ ঘোষণা করিলেন। দেবগণ ভগবানের আর্টটি ষথার্থ গুণের এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া অধিকতর আনন্দিত প্রমুদিত, প্রীতি ও সৌমিনস্যবুজ্জ হইলেন।

১৩। দেব! তৎপরে কোন কোন দেবতা এইরূপ কহিলেন :—

“অহো দেবগণ! যদি চারিজন সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্মোপদেশ দিতেন। তাহা হইলে উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে করুণাব উৎস হইত, দেব-মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।”

কোন কোন দেবতা এইরূপ কহিলেন :

‘দেবগণ! চারি সম্যক সম্বুদ্ধের ত কথাই নাই, যদি তিন জন সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্মোপদেশ দিতেন, তাহা হইলে উহা বহু জনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে করুণাব উৎস হইত, দেব-মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।’

কোন কোন দেবতা এইরূপ কহিলেন :—

“দেবগণ! তিন জন সম্যক সম্বুদ্ধের ত কথাই নাই। যদি দুই জন সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্মোপদেশ

দিতেন ; তাহা হইলে উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে কৰুণাব উৎস হইত, দেব মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত ।”

১৪। দেব ! এইরূপ উক্ত হইলে দেববাজ শব্দে ত্র্যম্বকং দেবগণকে এইরূপ কহিলেন :—

“দেবগণ ! একই লোকধাতুতে যে দুই জন অর্হৎ সম্যক সম্বন্ধে একই সময়ে আবির্ভূত হইবেন, তাহা অসম্ভব, এরূপ পৰিস্থিতির অবকাশ নাই । ইহা সম্ভব নহে । দেবগণ ! ভগবান নীবাগ, স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী হইয়া অবস্থান করুন ! উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইবে, জগতের পক্ষে কৰুণাব উৎস হইবে, দেব-মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইবে ।”

অতঃপর, দেব, যে বিষয়ের নিমিত্ত ত্র্যম্বকং দেবগণ সূক্ষ্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ঐ বিষয়ে চিন্তা ও মন্ত্রণা করিয়া ঐ সম্পর্কে যাহা কথিত ও উপদিষ্ট হইল, চারি মহাবাজ, স্বীয় স্বীয় আসনে স্থিত হইয়া—স্থানান্তরে গমন না করিয়া—উহা গ্রহণ করিলেন ।

কথিত বাক্য ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজগণ

প্রসন্ন চিত্তে স্বীয় স্বীয় আসনে দণ্ডায়মান বহিলেন ।

১৫। অনন্তর, দেব, উত্তর দিকে বিশাল আলোক উৎপন্ন হইল, দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রমকারী দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইল । তখন দেববাজ শব্দে ত্র্যম্বকং দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

“দেবগণ ! যখন নিমিত্ত সমূহ দৃষ্ট হইতেছে, আলোক উৎপন্ন হইয়াছে, দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে । আলোকেব উৎপত্তি, দীপ্তিব প্রাদুর্ভাব ব্রহ্মার আবির্ভাবের পূর্বনিমিত্ত ।

যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব

হইবে, বিপুল মহান দীপ্তি ব্রহ্মার আবির্ভাবের লক্ষণ ।

দেব ! তখন ত্র্যম্বকং দেবগণ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন : “এই দীপ্তিব পবির্গতি জ্ঞাত হইব, উহা হইতে প্রসূত ফল দর্শন করিয়া যাইব ।” চারি মহাবাজও আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইয়া উক্ত বৃপ সংকল্প করিলেন । ইহা শ্রবণ করিয়া ত্র্যম্বকং দেবগণ সকলেই সম্মত হইয়া অনুরূপ সংকল্প গ্রহণ করিলেন ।”

১৬। দেব ! যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্র্যম্বকং দেবগণের নিকট আবির্ভূত

হন, তখন তিনি তদুদ্দেশ্যে নিৰ্ম্মিত স্থূল দেহে আত্মপ্রকাশ কবেন। যাহা ব্রহ্মাৰ স্বাভাবিক রূপ তাহা ত্র্যম্বকং দেবগণেৰ চক্ষুপথেৰ অতীতি। যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্র্যম্বকং দেবগণেৰ নিকট আত্ম প্রকাশ কবেন তখন তিনি অন্যান্য দেবগণকে বর্গে ও যশে অতিক্রম কবেন। দেব! যেব্দপ সূৰ্য্য বিগ্রহ মনুষ্য দেহকে ঔজ্জ্বল্যে পরাভূত কৰে, সেই ব্দপেই ত্র্যম্বকং দেবগণেৰ নিকট আবির্ভূত হইবাব কালে ব্রহ্মা সনৎকুমার অন্যান্য দেবগণকে বর্গে ও যশে অতিক্রম কবেন। যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্র্যম্বকং দেবগণেৰ সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন দেবসভাৰ কেহই তাঁহাকে অভিবাদন কৰে না, আসন গ্রহণ কৰিতে নিমন্ত্ৰণও কৰে না। সকলেই নীৰবে কৃতাজ্জলিপদে পৰ্য্যটকাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট থাকেন, ব্রহ্মা সনৎকুমার ইচ্ছামত যে কোন দেবতাৰ পালঙ্কে উপবেশন কৰিবেন। ব্রহ্মা সনৎকুমার যে দেবতাৰ পালঙ্কে উপবেশন কবেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব কবেন। দেব! নবাভিষিক্ত ক্ষত্ৰিষ বাজা যেব্দপ বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব কবেন, সেইব্দপ যে দেবতাৰ পালঙ্কে ব্রহ্মা সনৎকুমার উপবেশন কৰেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব কবেন।

১৭। দেব। অতঃপৰ ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্র্যম্বকং দেবগণেৰ চিন্তেৰ প্রসন্নতা জ্ঞাত হইয়া অদৃশ্য থাকিয়া এই সকল গাথাৰ দ্বাৰা অনুমোদন কৰিলেন :

ইন্দ্রসহ ত্র্যম্বকং দেবগণ . . .

..... প্রমুদিত হইষাছেন।

[৩ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য]

১৮। দেব। ব্রহ্মা সনৎকুমার এইব্দপ কহিলেন। এইব্দপ ভাষণকালে তাঁহাৰ স্বৰ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত হইষাছিল,—সূক্ষ্মপট, সূৰ্য্যোদয়, সূৰ্য্যমিষ্ট, শ্রবণীষ, অব্যাহত, অবিষ্কিপ্ত, গম্ভীৰ এবং প্রতিধ্বননক্ষম হইষাছিল। যেহেতু ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বকীয় স্বৰে দেবসভাকেই সম্বোধন কৰিষাছিলেন, সেই হেতু তাঁহাৰ নিষোধ পৰিষদেৰ বাহিৰে গমন কৰে নাই। যাঁহাৰ স্বৰ এইব্দপ অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত হয়, তিনি ব্রহ্মস্বৰ কথিত হন।

১৯। দেব। অতঃপৰ ত্র্যম্বকং দেবগণ ব্রহ্মা সনৎকুমাকে এইব্দপ কহিলেন :

“হে ব্রহ্মা, সাধু। আমবা ইহা উত্তমব্দপে বিচাৰ কৰিষা আনন্দিত

হইয়াছি, দেববাজ ইন্দ্রও ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাও চিন্তা করিয়া আমবা আনন্দিত হইয়াছি।”

দেব। তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার দেববাজ ইন্দ্রকে এইরূপ কহিলেন :

“দেববাজ, সাধু। আমবাও ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ শ্রবণ করিব।”

“মহারহ্মা। তথাস্তু” বলিয়া দেববাজ শক্ৰ ব্রহ্মা সনৎকুমারের নিকট ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ বর্ণনা করিলেন।

২০—২৭। “মহারহ্মা কি মনে কবেন ?” [এইরূপ কহিয়া শক্ৰ পুনর্বার ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণের বর্ণনা করিলেন—পদচ্ছেদ সং ২১—২৭]’ ব্রহ্মা সনৎকুমার ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্যযুক্ত হইলেন।

২৮। দেব। তৎপরে ব্রহ্মা সনৎকুমার স্থূল আত্মভাব নিষ্কাশন করিয়া কুমার পৃষ্ঠাশিখের ন্যায় হইয়া শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্য্যাবৃত্ত হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক গ্রাস্ত্রিংগ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন। যেবূপ বলবান পুরুষ উত্তম প্রত্যস্তব্যাছাদিত পালকে অথবা সমতল ভূমি-ভাগে উপবেশন করে, সেইবূপই, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্য্যাবৃত্ত হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক গ্রাস্ত্রিংগ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :—

২৯। গ্রাস্ত্রিংগ দেবগণ কি মনে কবেন ? ভগবান কত কাল ধরিয়া মহাপ্রজ্ঞা সম্পন্ন হইয়াছেন ?

অতীতে দিসম্পতি নামে রাজা ছিলেন। রাজা দিসম্পতির গোবিন্দ নামক ব্রাহ্মণ পুত্রোহিত ছিল। রাজা দিসম্পতির বেণু নামে পুত্র ছিল, ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জ্যোতিপাল নামক পুত্র ছিল। রাজকুমার বেণু, তবুগ জ্যোতিপাল এবং অন্য ছয় জন ক্ষত্রিয় পুত্র—এই আট জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কালক্রমে ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যু হইল। ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে রাজা দিসম্পতি বিলাপ পবায়ণ হইলেন :—

‘যে সময়ে আমবা ব্রাহ্মণ গোবিন্দের হস্তে সমস্ত কৰ্ত্তব্য সম্পূর্ণ করিয়া ভোগসুখ নিবত ছিলাম, ঐ সময়েই ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যু হইল।’

তখন বাজপুত্র বেণু রাজা দিসম্পাতিকে কহিলেন :—

‘দেব ! ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যুর জন্য আপনি অত্যধিক বিলাপ করিবেন না ! ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জ্যোতিপাল নামক পুত্র আছে, ঐ পুত্র পিতা অপেক্ষাও অধিকতর পণ্ডিত ও অর্থদর্শী । যে সকল কৰ্ম্ম তাহার পিতার হস্তে ন্যস্ত ছিল, ঐ সকল জ্যোতিপালের উপর সমর্পিত হউক ।’

‘কুমার ! তুমি কি তাহাই উচিত মনে কর ?’

‘আমি সেইরূপই মনে করি ।’

৩০ । অতঃপর বাজা দিসম্পতি জনৈক কৰ্ম্মচারীকে কহিলেন :—

‘তুমি ব্রাহ্মণ জ্যোতিপালের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বল : ব্রাহ্মণ জ্যোতিপালের মঙ্গল হউক, বাজা দিসম্পতি ব্রাহ্মণ জ্যোতিপালকে আহ্বান করিতেছেন, রাজা ব্রাহ্মণ জ্যোতিপালের দর্শনকামী ।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া কৰ্ম্মচারী জ্যোতিপালের নিকট গমন করিয়া তাহাকে উক্ত সংবাদ শ্রাবণ করিল ।

জ্যোতিপাল সম্মত হইয়া বাজা দিসম্পতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত শিষ্টাচার সম্বন্ধে বাক্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন । তখন বাজা জ্যোতিপালকে কহিলেন :—

‘জ্যোতিপাল আমাদের অনুশাসক হউন । তিনি যেন ঐ কার্য্য করিতে অসম্মত না হন । তাহার পৈতৃক স্থানে তাহাকে স্থাপিত করিব, তাহাকে গোবিন্দের পদে অভিষিক্ত করিব ।’

জ্যোতিপাল সম্মত হইলেন ।

৩১ । অতঃপর বাজা দিসম্পতি জ্যোতিপালকে গোবিন্দের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে পৈতৃক স্থানে স্থাপিত করিলেন । অভিষিক্ত ও পৈতৃক স্থানে স্থাপিত হইয়া জ্যোতিপাল যে সকল বিষয় পিতার অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ঐ সকলের অনুশাসন করিতে লাগিলেন ; যাহা পিতার অনুশাসনের বহির্ভূত ছিল, তাহার অনুশাসন করিলেন না । যে সকল কৰ্ম্ম তাহার পিতা সম্পাদন করিতেন, তিনিও ঐ সকল কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন, যাহা তাহার পিতা করিতেন না, তিনিও উহা করিতে ক্ষান্ত হইলেন । মনুষ্যগণ কহিতে লাগিল :

‘এই ব্রাহ্মণ গোবিন্দ, মহা-গোবিন্দ ।’ এইরূপে জ্যোতিপালের মহা-গোবিন্দ নামের উৎপত্তি হইল ।

৩২। অনন্তব মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ পদ্ব্যস্তি ছয় জন ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন পদ্ব্যস্তি তঁহাদিগকে কহিলেন :—

‘বাজা দিসম্পতি জীর্ণ, বৃদ্ধ, আয়ুষ্কালের পূর্ণতা উপনীত। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? বাজা দিসম্পতির মৃত্যু হইলে কৰ্ত্তৃপক্ষগণ বাজপুত্র বেগুকেই তঁহাব স্থলে সম্ভবতঃ অভিষিক্ত করিবেন। ক্ষত্রিয়গণ, আপনাবা বাজপুত্র বেগুর নিকট গমন পদ্ব্যস্তি এইরূপ নিবেদন করুন : “আমবা কুমারের প্রিয়, মনোজ্ঞ ও অপ্রতীকুল মিত্র, যাহাতে কুমারের সুখ তাহাতে আমাদের সুখ, যাহাতে কুমারের দুঃখ তাহাতে আমাদের দুঃখ। বাজা দিসম্পতি জীর্ণ, বৃদ্ধ, আয়ুষ্কালের পূর্ণতা উপনীত। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? বাজা দিসম্পতির মৃত্যু হইলে কৰ্ত্তৃপক্ষগণ সম্ভবতঃ বাজকুমার বেগুকেই বাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। যদি কুমার বাজ্য লাভ করেন, তাহা হইলে আমবাও যেন উহার অংশ প্রাপ্ত হই।”’

৩৩। ক্ষত্রিয়গণ সম্মত হইয়া মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের সমীপে গমন পদ্ব্যস্তি পদ্ব্যস্তি রূপে তঁহাব নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন।

‘আমাব বাজ্যে যদি তোমবা সমৃদ্ধ না হইবে, তবে আব কে হইবে? যদি আমি বাজ্য লাভ করি, তোমবা তাহার অংশ পাইবে।’

৩৪। সময়ক্রমে বাজা দিসম্পতির মৃত্যু হইল। কৰ্ত্তৃপক্ষগণ বাজপুত্র বেগুকে বাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বেগু সম্বর্বিধ ভোগসুখে লিপ্ত হইলেন। তদনন্তব মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ পদ্ব্যস্তি ছয় ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন পদ্ব্যস্তি তঁহাদিগকে কহিলেন :—

‘ভদ্রগণ, বাজা দিসম্পতি লোকান্তরিত, বাজ্যে অভিষিক্ত বেগু সম্বর্বিধ ভোগসুখে লিপ্ত। কে জানে? ভোগানন্দের উৎপাদনা আছে। আপনাবা বাজা বেগুর নিকট গমন পদ্ব্যস্তি তঁহাকে বলুন : “বাজা দিসম্পতি মৃত, বেগু বাজ্যে অভিষিক্ত, দেব স্বীয় অঙ্গীকার শ্রবণ করেন?”

ক্ষত্রিয়গণ মহাগোবিন্দের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাজা বেগুর নিকট গমন পদ্ব্যস্তি তঁহাকে কহিলেন :—

‘দেব, বাজা দিসম্পতি মৃত, আপনি বাজ্যে অভিষিক্ত, আপনাব পদ্ব্যস্তি অঙ্গীকার শ্রবণ করুন?’

‘আমি স্মরণ করি। উত্তরে আষত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী* সমান সাত ভাগে বিভক্ত করিতে কে সমর্থ ?

‘একমাত্র মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে উহা করিতে পারে ?’

৩৫। অতঃপর রাজা বেন্দু একজন পুরুষকে আদেশ করিলেন :—

‘তুমি মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে বল : “রাজা বেন্দু আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।” ’

“দেব, তথাস্তু” বলিয়া সেই পুরুষটি মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্বক উক্ত বার্তা তাঁহাকে প্রদান করিল।

মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ রাজা বেন্দুর নিকট গমন পূর্বক তাঁহার সহিত যথাবীতি বাক্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা বেন্দু তাঁহাকে কহিলেন :

‘গোবিন্দ, উত্তরে আষত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী সাত সমান ভাগে বিভক্ত কব।’

‘তথাস্তু’ কহিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ উত্তরে আষত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী সাত সমান ভাগে বিভক্ত করিলেন, প্রত্যেক ভাগ শকটমুখাকৃতি সম্পন্ন হইল।

৩৬। ঐ বিভাগে রাজা বেন্দুর জনপদ মধ্যস্থলে অবস্থিত হইল।

কলিঙ্গদিগের দন্তপদ, অস্ফকগণের পোতন,

অবন্তীগণের মহিস্‌সতী ; সোবীবগণের বোবুক,

বিদেহদিগের মিথিলা, অঙ্গে চম্পা,

কাশীর বাবাণসী, এইসকল মহাগোবিন্দ কৃত

ঐ ছয়জন ক্ষত্রিয় আপন আপন লাভে আনন্দিত ও পবিপূর্ণসংকল্প হইলেন : ‘যাহা আমাদের ইচ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, অভিপ্রেত এবং প্রার্থিত ছিল, তাহা আমরা লাভ করিয়াছি।’

সন্তভু, ব্রহ্মদন্ত, বেস্‌সভু, ভবত,

বেন্দু এবং দুই ধৃতবাস্ত্র—এই

সাতজন রাজা ঐ সময ছিলেন।

। প্রথম ভাগবাব সমাপ্ত।

৩৭। অনন্তর সেই ছয় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দেব নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন :

‘ব্রাহ্মণ গোবিন্দ য়েব্দপ বাজা বেণ্দুব প্রিষ, আদৃত এবং অপ্রতিক্ষুল সহাষ, আমাদিগেবও ঐব্দপ সহাষ। গোবিন্দ আমাদের অনুশাসন করুন, উহাতে অস্বীকৃত হইবেন না।’

ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সম্মত হইলেন। তিনি ঐ সাত জন মূর্খার্থিষিষ্ট ক্ষত্রিয় বাজাব অনুশাসন কার্য্য করিতে লাগিলেন, সাতজন ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাত শত স্নাতককে মন্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

৩৮। পরবর্ত্তী সময়ে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দেব এইব্দপ খ্যাতি ঘোষিত হইল : ‘ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দর্শন কবেন, ব্রহ্মাব সহিত বিশ্রামলাপ কবেন, তাঁহাব সহিত মন্ত্রণা কবেন।’ তখন ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ চিন্তা করিলেন : ‘আমি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দর্শন করি, তাঁহাব সহিত বাক্যলাপ ও মন্ত্রণা করি, এইব্দপ প্রীতিকর খ্যাতি আমার সম্বন্ধে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আমি কিন্তু ব্রহ্মাকে দর্শন করি না, তাঁহাব সহিত বাক্যলাপ ও মন্ত্রণাও করি না। কিন্তু আমি বয়োবৃদ্ধ সম্মানার্থ ব্রাহ্মণ আচার্য্য প্রাচার্য্যগণকে কহিতে শূন্যিযাছি :

“যিনি বর্ষাব চারি মাস ধ্যানানুযুক্ত থাকেন, কব্দুগাব ধ্যানের অনুশীলন কবেন, তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন কবেন এবং তাঁহাব সহিত বাক্যলাপ ও মন্ত্রণা কবেন।” অতএব আমি বর্ষাব চারি মাস, ধ্যানবত হইয়া কব্দুগাব ধ্যানের অনুশীলন করিব।’

৩৯। অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ বাজা বেণ্দুব নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইব্দপ কহিলেন : ‘আমাব সম্বন্ধে প্রীতিকর খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে যে, আমি ব্রহ্মাকে দর্শন করি, ব্রহ্মাব সহিত বিশ্রামলাপ এবং মন্ত্রণা করি। কিন্তু আমি ব্রহ্মাকে দর্শন করি না, তাঁহাব সহিত বাক্যলাপ ও মন্ত্রণাও করি না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ সম্মানার্থ ব্রাহ্মণ আচার্য্য প্রাচার্য্যগণকে কহিতে শূন্যিযাছি যে, যিনি বর্ষাব চারি মাস ধ্যানবত হইয়া কব্দুগাব ধ্যানের অনুশীলন কবেন, তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন কবেন, তাঁহাব সহিত বাক্যলাপ ও মন্ত্রণা কবেন। আমি বর্ষাব চারিমাস ধ্যানবত হইয়া কব্দুগাব ধ্যানের অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করি। একমাত্র আমার খাদ্যবাহক ভিন্ন অপব কেহ আমার নিকট আসিতে পারিবে না।’

‘গোবিন্দ, তোমার যাহা ইচ্ছা ।’

৪০। অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ ছয়জন ক্ষত্রিয়ের নিকট গিষা রাজা বেণুদেব নিকট যাহা কাঁহিয়াছিলেন তাহাই কাঁহিলেন এবং তাঁহাদের নিকটও বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

৪১। পরে মহাগোবিন্দ সাতজন ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাত শত স্নাতকেব নিকট গমন করিয়া আপনাব সম্বন্ধে ঘোষিত প্রতীতির খ্যাতিব কথা এবং ব্রহ্মার সহিত দর্শন, বাক্যালাপ ও মন্ত্রণার উপায় বিবৃত করিলেন । এই সমস্ত বিবৃত হইলে তিনি কাঁহিলেন : ‘আপনাবা যাহা শিক্ষা এবং হৃদয়স্থ করিয়াছেন, উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করুন এবং পরস্পরকে মন্ত্রশিক্ষা দিন । আমি বর্ষাব চারি মাস ধ্যানবত হইয়া কবুণাব ধ্যানের অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করি । একমাত্র আমার খাদ্যবাহক ভিন্ন অপব কেহ আমার নিকট আসিতে পারিবে না ।’

‘আপনাব যাহা ইচ্ছা ।’

৪২। অতঃপর মহাগোবিন্দ তাঁহার সমমর্ষ্যাদা-সম্পন্ন চত্বাবিংশ পত্নীব নিকট গমন পূর্বেক তাঁহাদিগকে পূর্বেক জনবব এবং নিষ্কর্জনে ধ্যাননিবিষ্ট হইবাব নিমিত্ত আপনাব সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন । তাঁহাবাও তাঁহাদের সম্মতি প্রকাশ করিলেন ।

৪৩। তৎপরে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ নগরের পূর্বেদিকে নূতন বিশ্রামাগাব নিৰ্ম্মাণ কবাইয়া বর্ষাব চারিমাস ধ্যানবত হইয়া কবুণাব ধ্যানের অনুশীলন করিলেন, একমাত্র খাদ্যবাহক ভিন্ন অপব কেহ তাঁহাব নিকট গমন করিতে পারিল না । চারিমাস অতীত হইবাব পর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দেব চিত্ত-চাঞ্চল্য ও মানসিক উদ্বেগ হইল : ‘আমি বৃদ্ধ সম্মানাহ ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্য-গণকে কাঁহিতে শুনিয়াছি যে, যিনি বর্ষাব চারিমাস ধ্যানবত হইয়া কবুণাব ধ্যানের অনুশীলন কবেন, তিনি ব্রহ্মার দর্শন লাভ কবেন এবং তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা কবেন । কিন্তু আমি ব্রহ্মাকে দেখিলাম না, এবং তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ অথবা মন্ত্রণা করিলাম না ।’

৪৪। তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বচিন্তে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণেব চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া য়েবদূপ বলবান পদব্দব সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত কবে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত কবে, সেইবদূপ ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণেব সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন । ঐ অদৃষ্টপূর্বে বদূপ দেখিয়া

মহাগোবিন্দ ভীত, স্তম্ভিত ও লোমহর্ষযুক্ত হইলেন । তিনি সভাষে, সোদ্বোধে
ও রোমাঞ্চকলেববে ব্রহ্মা সনৎকুমারকে গাথায সম্বোধন করিলেন :

‘দেব । সুন্দর, যশস্বী, শ্রীমান আপনি কে ?

আমরা জানিনা, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি

কি প্রকারে আপনাকে জানিব ?’

‘ব্রহ্মলোকে আমি সনৎকুমার নামে—

জ্ঞাত, সম্বদেবতার নিকট আমি

পরিচিত, গোবিন্দ । তুমিও আমাকে

সেই রূপেই জানিবে ।’

‘ব্রহ্মার নিমিত্ত আসন, জল, পাদ্য,

মধু-পক্ ইত্যাদি প্রস্তুত,

আপনাকে অর্ঘ্য

গ্রহণে অনুরোধ করিতেছি, উহা

গ্রহণ করুন ।’

‘গোবিন্দ, তোমার দত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছি ।

ঐহিক মঙ্গল এবং পারলৌকিক সুখের

জন্য তুমি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে

পার, আমি অনুমতি দিতেছি ।’

৪৫ । অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ চিন্তা করিলেন : ‘আমি ব্রহ্মা সনৎ-
কুমারের অনুমতি প্রাপ্ত । আমি তাহার নিকট কি প্রার্থনা করিব ? ঐহিক
অথবা পারলৌকিক মঙ্গল ?’

তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেন : ‘এই জগতে যাহা কাম্য তাহা আমার
সুবিদিত । অপবেও আমাকে ইহ জগতের কাম্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে ।
অতএব আমি তাহার নিকট পারলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করিব ।’

এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে গাথায
সম্বোধন করিলেন :

‘আমি সংশয়পূর্ণ হইয়া সংশয়োত্তীর্ণ

ব্রহ্মা সনৎকুমারকে অপবেব জ্ঞাতব্য

বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি,—কি প্রকার

অবস্থায় স্থিত হইয়া এবং কিরূপ

‘শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্য মৃত্যুহীন
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়?’

‘হে ব্রাহ্মণ । মনুষ্যালোকে মমত্বেব
বজ্জর্জন, একাগ্রচিত্তে কব্ধগাব ধ্যানে
বতি, সম্বৎসরকাল অপবিত্রতা এবং
মৈথুন হইতে বিরতি,—এইবদুপ
অবস্থাষ স্থিত হইয়া এবং এইবদুপ
শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্য মৃত্যুহীন
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ।’

৪৬ । ‘মমত্বেব বজ্জর্জন সম্বন্ধে দেব যাহা কহিলেন আমি তাহা
বুঝিয়াছি । কেহ অল্প কিংবা মহৎ ভোগ পবিত্র্যাগ করিয়া, স্বল্প অথবা
বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্বক
কাষাষ বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রজয়া আশ্রয় কবেন ।
ইহাকেই আমি দেব কথিত মমত্বেব বজ্জর্জনবদুপ গ্রহণ করি ।

‘একাগ্রতা সম্বন্ধে দেব যাহা ব্যক্তকরিয়াছেন আমি তাহা বুঝিয়াছি । কেহ
নিজ্জর্জন বাসস্থান আশ্রয় কবেন, অবণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দব, গিবি-গুহা,
শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান, পলাল পুঞ্জ আশ্রয় কবেন । ইহাকেই আমি
দেবকথিত একাগ্র অবস্থা বদুপে গ্রহণ করি ।

‘দেব কথিত কব্ধগাব ধ্যানে রতি—ইহাও আমি বুঝিয়াছি । কেহ কব্ধগা-
সংগত চিত্তে একদিক হইতে আবৃত্ত করিয়া যথাক্রমে দুই, তিন, চারিদিক
ক্ষুদ্রিত করিয়া বিহার কবেন । এইরূপে তিনি উদ্ধে, অধোদিকে, সম্বর্দিকে,
সম্বর্গ, সম্বব্যাপী কব্ধগাসংগতচিত্তে বিপুল, মহংগত, অপ্রমেয অবৈব এবং
মৈত্রী দ্বারা সম্বর্জগতকে ক্ষুদ্রিত করিয়া বিহার কবেন । ইহাকেই আমি
দেবকথিত কব্ধগাব ধ্যানে রতিরূপে গ্রহণ করি ।

‘অপবিত্রতা সম্বন্ধে দেব যাহা কহিলেন, আমি তাহা বুঝিলাম না ।’

‘হে ব্রাহ্মা । মনুষ্যালোকে অপবিত্রতা
কি কি ? ইহা আমার অজ্ঞাত । হে
ধীব ব্যক্ত কব । কিসেব দ্বাৰা আচ্ছন্ন
হইয়া কুবকর্মা মনুষ্য নিবনগামী
হয় ? ব্রহ্মলোকেব দ্বাৰ তাহাব
নিকট বুদ্ধ হয় ?’

‘ক্ৰোধ, ম্ৰ্ষাবাদ, প্রবণতা, বিশ্বাসঘাতকতা,
কুপণতা, অভিমান, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, বিচিকিৎসা,
পবপীড়ন, লোভ, দ্বেষ, মদ, মোহ—এই
সকলে যুক্ত অপবিত্র মনুষ্য নিবসগামী
হয়, ব্রহ্মলোকেব দ্বাব তাহাদেব
নিকট বৃদ্ধ হয় ।’

‘দেব কথিত অপবিত্রতা সম্বন্ধে আমি যাহা ভাবিলাম তাহাতে ঐ সকল
অপবিত্রতা গৃহবাসীৰ পক্ষে দূৰীভূত কৰা দূঃসাধ্য, আমি গৃহত্যাগ কৰিয়া
প্রজ্ঞা গ্রহণ কৰিব ।’

‘গোবিন্দ, তোমাৰ য়েব্দপ অভিন্নুচি ।’

৪৭। অনন্তৰ ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ বাজা বেণুৰ নিকট গমন পূৰ্ব্বক
তাঁহাকে কহিলেন : আপনাৰ বাজ্যেব অনশাসনেব নিমিত্ত আপনি অন্য
পূৰ্বোহিতেব অন্বেষণ কব্দন । আমি প্রজ্ঞা গ্রহণ কৰিতে ইচ্ছা কৰি । ব্রহ্মা
অপবিত্রতা সমূহ সম্বন্ধে যে উক্তি কৰিষাছেন, তাহা হইতে আমি বৃদ্ধিৰাছি
যে ঐ সকল অপবিত্রতা গৃহবাসীৰ পক্ষে দূৰীভূত কৰা দূঃসাধ্য । আমি গৃহ-
ত্যাগ কৰিয়া প্রজ্ঞা আশ্রয় কৰিব ।’

‘ভূমিপতি বাজা বেণু । আপনাকে কহিতেছি
—বাজ্যেব অনশাসনেব চিন্তা আপনিই
কব্দন, পৌৰোহিত্য কৰিতে আব আমাৰ
বৃদ্ধি নাই ।’

‘যদি আপনাৰ ভোগ পৰ্যাপ্ত
না হয়, আমি উহা পূৰ্ণ কৰিব,
যদি কেহ আপনাৰ অনিষ্ট সাধন
কৰে, আমি উহাৰ নিবাবণ কৰিব—

আমি ভূমিপতি ও সেনাপতি—
আপনি পিতা আমি পুত্র, গোবিন্দ ।
আমাদিগকে পবিত্যাগ কৰিবেন না ।’

‘আমাৰ ভোগেব অভাব নাই,
আমাকে কেহ হিংসাও কৰে না,
আমি অমনুষ্য-বাক্য শ্রবণ কৰিষাছি,
তজ্জন্য গৃহবাসে আমাৰ বতি নাই ।’

‘কি প্রকাৰ অমনুষ্য ? উহা আপনাকে

কি কহিয়াছে যাহা শুনিয়া আপনি

আপনাব গৃহ এবং আমাদেব

সকলকে পবিত্যাগ কৰিতেছেন ?’

‘উপবসথেব পূৰ্বে’ আমি যজ্ঞকবনেচ্ছ

হইয়াছিলাম, আমাব অগ্নি প্রজ্জ্বলিত

ও কুশ তৃণ বিক্ষিপ্ত ছিল। ঐ সময়

ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মা সনৎকুমার

আমাব নিকট আবির্ভূত হইলেন। তিনি

আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেব উত্তৰ দিলেন।

- - উহা শুনিয়া গৃহে আমাব বতি হইতেছে না।’

‘গোবিন্দ আপনি যাহা কহিলেন তাহা আমি বিশ্বাস কৰি, অপাৰ্থিব বাক্য শ্রবণ কৰিয়া আপনি কি প্রকাৰে উহাব অন্যথা কৰিবেন ? আমবা আপনাব অনুগামী হইব, শাস্ত হউন। বৈদূৰ্য্যমণি য়েব্দপ স্বচ্ছ, বিমল, শূদ্র হয, সেইব্দপ আমবা শূদ্র হইবা গোবিন্দেব অনুশাসন দ্বাৰা চালিত হইব।’

‘যদি, গোবিন্দ, আপনি গৃহত্যাগ কৰিয়া গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় কবেন, আমিও উহাই কৰিব, তৎপৰে আপনাব যে গতি আমাদেবও সেই গতি।’

৪৮। তৎপৰে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ পূৰ্ব্বোক্ত ছয় ক্ষত্ৰিযেব নিকট গমন পূৰ্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন : ‘আপনাবা একগণে আপনাদেব বাজ্যেব অনুশাসনেব নিমিত্ত অন্য পূৰ্বোহিতেব অনুসন্ধান কৰুন। আমি গৃহত্যাগ কৰিয়া প্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বদ্বিষাছি যে, গৃহবাসীৰ পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতাৰ দূৰীকৰণ সহজসাধ্য নয, আমি গৃহত্যাগ পূৰ্ব্বক প্রজ্যা আশ্রয় কৰিব।’

তখন ক্ষত্ৰিযগণ একপ্রাস্তে গমন পূৰ্ব্বক একত্রে চিন্তা কৰিলেন : ‘এই সকল ব্রাহ্মণ ধনলব্ধ, অতএব আমবা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে ধনলোভ প্রদৰ্শন কৰিব।’

তাঁহাবা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দেব নিকট উপস্থিত হইবা কহিলেন : ‘এই সকল সাতটি রাজ্যে প্রভূত ধনসম্পত্তি বিদ্যমান, উহা হইতে আপনাব যত ইচ্ছা গ্রহণ কৰুন।’

‘ক্ষান্ত হউন । আমাবও প্রভূত সম্পত্তি আছে, উহা আপনাদেবই কল্যাণে লব্ধ, ঐ সমস্ত বজ্জর্ন করিয়া আমি প্ররজ্যা গ্রহণ করিব ।’

৪৯। তখন ঐ ছয় জন ক্ষত্রিয় একপ্রান্তে গমন পদ্বর্ক একত্রে চিন্তা করিলেন : ‘এই সকল ব্রাহ্মণ স্ত্রী-লব্ধ, অতএব আমবা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে স্ত্রী-লোভ প্রদর্শন করিব ।’

তাঁহাবা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দেব নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন : ‘এই সমস্ত বাজ্যে বহুসংখ্যক নাবী বিদ্যমান । উহাদেব মধ্যে আপনাব যত ইচ্ছা লইতে পারেন ।’

‘ক্ষান্ত হউন । আমাব চত্বাবিংশ সমমধ্যাদা-সম্পন্ন ভাষ্যা আছে । উহাদেব সকলকেই পবিত্যাগ করিয়া আমি প্ররজ্যা গ্রহণ করিব । ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শ্রুনিয়া আমি বদ্বিখাছি যে, গৃহবাসীৰ পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতাৰ দূৰীকরণ সহজসাধ্য নয, আমি প্ররজ্যা গ্রহণ করিব ।’

৫০। ‘যদি গোবিন্দ গৃহত্যাগ পদ্বর্ক প্ররজ্যা অবলম্বন কবেন, আমবাও তাহাই করিব, তৎপবে আপনাব যে গতি, আমাদেবও সেই গতি হইবে ।’

‘যদি সাংসারিক সেবিত কাম বজ্জর্ন করিতে ইচ্ছা কব, তাহা হইলে উদ্যোগ সম্পন্ন ও দূঢ় হও, ক্ষান্তিবল-সমাহিত হও, ইহা ঋজু মার্গ, অনন্তব মার্গ, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিব নিমিত্ত সাধুজন-বক্ষিত সন্ধর্ম ।’

৫১। ‘তাহা হইলে গোবিন্দ সাত বৎসব অপেক্ষা কবুন, সাত বৎসব অতীত হইলে আমবাও প্ররজ্যা গ্রহণ করিব, তৎপবে আপনাব যে গতি আমাদেবও সেই গতি হইবে ।’

‘সাত বৎসব অতি দীর্ঘকাল আমি সাত বৎসব আপনাদেব জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না । জীবনেব স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে ? মৃত্যু অবশ্যভাবী, প্রজ্ঞা দ্বাবা প্রবন্ধ হইতে হইবে, কদলকর্ম করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, যাহা জাত তাহাব মৃত্যু হইতে মর্দন্তি নাই । ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শ্রুনিয়া আমি বদ্বিখাছি যে, গৃহবাসীৰ পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতাৰ দূৰীকরণ সহজ সাধ্য নয, আমি প্ররজ্যা গ্রহণ করিব ।’

৫২। তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ ছয় বৎসব অপেক্ষা কবুন...পাঁচ বৎসব অপেক্ষা কবুন ..চারি বৎসব অপেক্ষা কবুন . তিন বৎসব . দুই বৎসব

...এক বৎসর অপেক্ষা করুন। এক বৎসর অবসানে আমবাও প্ররজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনাব যে গতি আমাদেরও সেই গতি হইবে।’

৫৩। ‘এক বৎসর অতি দীর্ঘ কাল। আমি আপনাদের জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী...প্ররজ্যা গ্রহণ করিব।’ (পদচ্ছেদ সংখ্যা ৫১ দ্রষ্টব্য)।

‘তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ সাত মাস অপেক্ষা করুন। সাত মাস অতীত হইলে আমবাও প্ররজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনাব যে গতি আমাদেরও সেই গতি হইবে। -

৫৪। ‘সাতমাস অতি দীর্ঘ কাল। আমি সাত মাস আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে প্ররজ্যা গ্রহণ করিব।’ (পদ্ব্যর্থ ন্যায)।

‘তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ ছয়মাস · পাঁচমাস...চারি মাস...তিন মাস ...দুই মাস · এক মাস অর্দ্ধ মাস অপেক্ষা করুন। অর্দ্ধ মাস অতীত হইলে আমবাও প্ররজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনাব যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।’

- ৫৫। ‘অর্দ্ধমাস অতি দীর্ঘ কাল। আমি অর্দ্ধমাস আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে প্ররজ্যা গ্রহণ করিব।’ (পদ্ব্যর্থ ন্যায)। -

‘তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ সপ্তাহ অপেক্ষা করুন, ঐ সময়ে মধ্যে আমবা পুত্র-ভ্রাতৃগণকে রাজ্য শাসন সম্বন্ধে উপদেশ দিব। সপ্তাহ হইলে আমবাও প্ররজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনাব যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।’

‘সপ্তাহ দীর্ঘ কাল নহে, আমি আপনাদিগের জন্য সপ্তাহ অপেক্ষা করিব।’

- ৫৬। অনন্তর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ পদ্ব্যর্থ সাত ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাত শত স্নাতকের নিকট গমন পদ্ব্যর্থ তাহাদিগকে এইরূপ কহিলেন :

‘আপনাদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য আপনাবা এক্ষণে অন্য আচার্যের অনুরোধ কবুন। আমি গৃহত্যাগ পদ্ব্যর্থ প্ররজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা অপরিব্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমি

বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীরা পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজ সাধ্য নয়, আমি প্ররজ্যা গ্রহণ করিব ।’

‘আপনি প্ররজ্যা গ্রহণ করিবেন না । প্ররজ্যায় স্বপ্ন ক্ষমতা, স্বপ্ন লাভ ; ব্রাহ্মণস্বৈ প্রভূত ক্ষমতা এবং প্রভূত লাভ ।’

‘আপনারা এইব্দ কহিবেন না : “প্ররজ্যায় স্বপ্ন ক্ষমতা, স্বপ্ন লাভ ; ব্রাহ্মণস্বৈ প্রভূত ক্ষমতা এবং প্রভূত লাভ ।” আমা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতালালী অথবা অধিকতর লাভবান কে আছে ? আমি এক্ষণে বাজগণের বাজা, ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মা এবং গৃহপতিগণের দেবতা, এই সমস্ত পবিত্র্যগ করিয়া আমি প্ররজ্যা গ্রহণ করিব । ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ‘গ্রহণ করিব ।’ (পূর্বে ন্যায) ।

‘যদি পূজ্য গোবিন্দ প্ররজ্যা গ্রহণ করেন, আমবাও তাহাই করিব, তখন আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে ।’

৫৭ । অতঃপব ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সমমর্যাদা-সম্পন্ন চত্বাবিংশ ভাষ্যাব নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন : ‘নারীগণ ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব জ্ঞাতিকুলে গমন করিতে পাবেন, অথবা অন্য পতির অন্বেষণ করিতে পাবেন, আমি প্ররজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি । ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন...গ্রহণ করিব ।’ (পূর্বে ন্যায) ।

‘আপনিই আমাদের বান্ধিত জ্ঞাতি, আপনিই আমাদের বান্ধিত ভর্তা । যদি পূজ্য গোবিন্দ প্ররজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমবাও তাহাই করিব, তৎপবে আপনার যে গতি, আমাদেরও সে গতি হইবে ।’

৫৮ । তদনন্তর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সপ্তাহ অতীত হইলে কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া প্ররজ্যা গ্রহণ করিলেন । তিনি এইব্দ করিলে সপ্ত মূর্ত্ত্যুভিষিক্ত ক্ষত্রিয়, সপ্ত ব্রাহ্মণ মহাশাল, সপ্ত শত স্নাতক, চত্বাবিংশ সম-মর্যাদা সম্পন্ন ভাষ্য, অনেক সহস্র ক্ষত্রিয়, অনেক সহস্র ব্রাহ্মণ, অনেক সহস্র গৃহপতি, অস্তঃপূর্ববাসিনী বহু সংখ্যক নারী কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের সহিত প্ররজ্যা গ্রহণ করিলেন । সেই পবিত্র পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ গ্রাম, নগর, বাজধানী সমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ যে গ্রাম অথবা নগরে গমন করিলেন, তথায় বাজার রাজা হইলেন, ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মা হইলেন, গৃহপতিগণের দেবতা হইলেন । ঐ সময়ে কেহ

সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কৰ্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যাযাম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। পণ্ডশিখ, এই ব্রহ্মচর্য্য একান্ত নিবেদ, বিবাগ, নিবোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নিম্বাণেব অনুকুল।

৬২। ‘পণ্ডশিখ, আমাব যে সকল শ্রাবক শাসনেব সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ কৰিষাছেন তাঁহাবা তুম্বাব ক্ষয় হেতু অনাস্রব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া, উপলব্ধি কৰিষা, প্রাপ্ত হইয়া বিহাব কবেন। যাঁহাবা শাসনে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ কবেন নাই তাঁহাদেব কেহ কেহ পণ্ড অববভাগীষ সংযোজনেব ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক থাকেন, এবং উহা হইতে অচ্যুত হইয়া ঐ অবস্থাতেই নিম্বাণ প্রাপ্ত হন, কেহ কেহ ত্রিবিধ সংযোজনেব ক্ষয় হেতু বাগ-দ্বেষ-মোহেব ক্ষীণতা প্রাপ্তিব ফলে সৰুদাগামী হইয়া থাকেন, একবার মাত্র এই পৃথিবীতে আগমন কৰিষা দ্রুত হইতে মৃত্ত হন, কেহ কেহ ত্রিবিধ সংযোজনেব ক্ষয় হেতু স্রোতাপন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহাবা সম্বৰ্ণবিধ দ্রুগীতি হইতে মৃত্ত এবং সম্বোধি তাঁহাদেব নিষতি। এই বদপে, পণ্ডশিখ, এই সকল কুল পদ্যেব প্ররজ্যা বৃথা অথবা নিষ্ফল হয় নাই, উহা সফল ও সার্থক হইয়াছে।’

ভগবান এইবদপ কহিলেন। গম্ধৰ্বপুত্র পণ্ডশিখ আনন্দিত হইয়া ভগবানেব বাক্যেব অভিনন্দন এবং অনুমোদন কৰিষা ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূৰ্ব্বক ঐ স্থানেই অন্তৰ্হিত হইলেন।

। মহাগোবিন্দ সূত্রান্ত সমাপ্ত।

২০। মহাসময় সূত্রান্ত

১। আমি এইৰূপ শ্রবণ কৰিরাছি—একসময় ভগবান শাক্যদিগেৰ দেশে কপিলাবস্ত্ৰ নগৰে মহাবনে অহংপ্রাপ্ত পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেৰ সহিত অবস্থান কৰিতেছিলে। ঐ স্থানে দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘেৰ দৰ্শনলাভার্থ সমাগত হইয়াছিলে।

২। তখন শূদ্ধাবাস দেবলোকেৰ চাৰিজন দেবতাৰ মনে এই চিন্তাৰ উদয় হইল :

‘ভগবান শাক্যদিগেৰ দেশে কপিলাবস্ত্ৰ নগৰে মহাবনে অহংপ্রাপ্ত পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেৰ সহিত অবস্থান কৰিতেছেন। ঐস্থানে দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘেৰ দৰ্শনলাভার্থ সমাগত’ হইয়াছেন। অতএব আমবাও ভগবানেৰ নিকট গমনপূৰ্বক তাঁহাৰ সমীপে প্রত্যেকে এক একটি গাথা উচ্চারণ কৰিব।’

৩। অতঃপৰ ঐ দেবগণ ষেৰূপ বলবান পুৰুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসাবিত কৰে, অথবা প্রসাবিত বাহু সঙ্কুচিত কৰে, সেইৰূপ শূদ্ধাবাস দেবলোকে অন্তৰ্হিত হইয়া ভগবানেৰ সম্মুখে আবিৰ্ভূত হইলেন। অনন্তৰ ঐ সকল দেবতা ভগবানকে অভিবাদন পূৰ্বক এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পৰে একজন দেবতা ভগবানেৰ সমীপে এই গাথা কহিলেন :—

‘প্রবনে মহা সন্মিলন হইয়াছে, দেবগণ সমাগত হইয়াছেন,
অপবাজিত সঙ্ঘেৰ দৰ্শনার্থ আমবা আগমন কৰিরাছি।’

অতঃপৰ অপৰ এক দেবতা ভগবানেৰ সমীপে এই গাথা কহিলেন :—

‘ঐ স্থানে ভিক্ষুগণ চিন্তেৰ একাগ্ৰতা ও ধ্যানতা সম্পাদন
কৰিরাছেন, বস্মিগ্রাহক সাৰথিৰ ন্যায পণ্ডিতগণ ইন্দ্ৰিয়
সমূহকে বন্ধা কৰেন।’

তখন অপৰ এক দেবতা ভগবানেৰ সমীপে এই গাথা কহিলেন :—

‘বাগ-দ্বেষ-মোহাদি চিত্ত-গ্লানি ও পবিষ ছিন্ন কৰিষা,
ইন্দুকীলেব* উৎখাত সাধন কৰিষা, শাস্তিচিহ্নগণ শুদ্ধ, বিমল,
চক্ষুজ্ঞান হইয়া সদাস্ত শিশুনাগেৰ ন্যাষ বিচৰণ কৰেন ।’

পৰে অপৰ এক দেবতা ভগবানেৰ সমীপে এই গাথা কহিলেন :—

‘যাঁহাবা বুদ্ধেৰ শৰণাগত হইয়াছেন, তাঁহাদেৰ দুৰ্গতি নাই,
মনুষ্যদেহ ত্যাগ কৰিষা তাঁহাবা দেবলোকে উৎপন্ন হইবেন ।’

৪। তৎপৰে ভগবান ভিক্ষুসম্মখে কহিলেন :—

‘ভিক্ষুগণ, দশ লোক-ধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা তথাগত এবং
ভিক্ষুসম্মখে দৰ্শনার্থ সমাগত হইয়াছেন । ভিক্ষুগণ, অতীতকালে যাঁহাব
অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ সকল ভগবানকেও দেখিবাব নিমিত্ত
সমসংখ্যক দেবতাৰ সন্মিলন হইয়াছিল, যেনপ আমাব দৰ্শনার্থ এক্ষণে
দেবগণ সমাগত হইয়াছেন । যাঁহাবা ভবিষ্যতে অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন,
ঐ সকল ভগবানকেও দেখিবাব নিমিত্ত সমসংখ্যক দেবতাৰ সন্মিলন হইবে,
যেনপ আমাব দৰ্শনার্থ এক্ষণে দেবগণ সমাগত হইয়াছেন । ভিক্ষুগণ, আমি
দেবদেহধাবীগণেৰ নাম প্রকাশ কৰিব, কীৰ্ত্তন কৰিব, শিক্ষা দিব । শ্রবণ
কৰ, উত্তমৰূপে মনঃসংযোগ কৰ, আমি কহিতেছি ।’

‘তথাস্তু, বলিয়া ভিক্ষুগণ সন্মত হইলেন ।

ভগবান কহিলেন :—

৫। ‘পৃথিবীৰ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং পৰ্ব্বতকন্দৰ্বে
যে সকল সংঘমী এবং সমাহিত দেবগণ অবস্থান
কৰিতেছেন, আমি তাঁহাদেৰ বিষয় কহিতেছি ।

সিংহসম দৃঢ়তা সম্পন্ন, ভষহীন, বোমাণ্ঠহীন,
পৰিচিহ্নসম্পন্ন, শুদ্ধ, প্রসন্ন, নিৰ্ম্মল, শাসনবত
পঞ্চতাধিক শ্রাবকগণকে কপিলবস্ত্ৰৰ বনে
দেখিষা বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সম্বোধন কৰিলেন :

* লোভ, দ্বেষ, ও মোহ ।

“দেবদেহধারীগণ অগ্রসব হইতেছেন, ভিক্ষুগণ,
তাহাদিগকে দর্শন কর।” ভিক্ষুগণ বুদ্ধের
বচন শ্রবন করিয়া দেখিবাব নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ
প্রয়াস করিলেন।

৬। তাহাদিগেব দেবদর্শনের জ্ঞান উৎপন্ন হইল।
কেহ কেহ শত, কেহ কেহ সহস্র, কেহ কেহ
সপ্ততি সহস্র, কেহ কেহ শত সহস্র দেবগণের
দর্শন লাভ করিলেন। কেহ কেহ দেখিলেন
সর্বদিক অসংখ্য দেবগণে পূর্ণ। তখন চক্ষুজ্ঞান
শাস্ত্রা ঐ সমস্ত বিশেষরূপে জানিয়া ও বুঝিয়া
শাসনরত শ্রাবকগণকে সম্বোধন করিলেন :
“ভিক্ষুগণ, দেবগণ সমাগত, তাহাদের বিষয়
জ্ঞানলাভ কর, আমি ক্রমানুসারে দেবগণের
বর্ণনা করিতেছি।’

৭। কপিলাবস্তুর সপ্ত-সহস্র ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী ভূম্য দেবতা আনন্দিত চিত্তে
অবগ্যদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

হিমালয়ের নানাবর্ণবিশিষ্ট ছয় সহস্র ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবতা আনন্দিতচিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

সাতাগিবি সর্বত্রেব নানাবর্ণবিশিষ্ট ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী তিন সহস্র দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

এইরূপে ষোড়শ সহস্র নানাবর্ণবিশিষ্ট, ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

৪। নানাবৰ্ণবিশিষ্ট, ঋদ্ধিমান, দ্যুতিমান, বৰ্ণবান,
যশস্বী বেস্‌সমিত্তেব পঞ্চশত দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

বাজগৃহেব বেপুল্ল পৰ্বতবাসী কুন্তীব, যিনি
শতসহস্রাধিক যক্ষ কন্তুক পূজিত, তিনিও
বনদেশেব ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

৯। পূৰ্ব্বদিক বাজা ধৃতবাস্তেব শাসনে, সেই যশস্বী
মহাবাজ গন্ধৰ্বগণেব অধিপতি, তাঁহাব ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহাবা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বৰ্ণবান, যশস্বী, তাঁহাবা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

দক্ষিণ দিক বাজা বিবুড়েব শাসনে, সেই যশস্বী
মহাবাজ কুম্ভাঙ্গণেব অধিপতি, তাঁহাব ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহাবা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বৰ্ণবান, যশস্বী, তাঁহাবা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

পশ্চিমদিক বাজা বিবুপক্ষেব শাসনে, সেই যশস্বী
মহাবাজ নাগদিগেব অধিপতি, তাঁহাব ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহাবা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বৰ্ণবান, যশস্বী, তাঁহাবা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

উত্তরদিক বাজা কুবেবেব শাসনে, সেই যশস্বী
মহাবাজ যক্ষদিগেব অধিপতি। তাঁহাব ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহাবা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বৰ্ণবান, যশস্বী; তাঁহাবা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

পদ্বর্দিকে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পশ্চিমে
বিবদপক্ষ, উত্তরে কুবের,—এই চারি মহাবাজ
কপিলবস্ত্র বনের চতুর্দিকে জাজ্বল্যমান হইয়া
বিবাজ করিতেছিলেন ।

১০ । তাহাদের মাযাবী, বণ্ডক, শঠ দাসগণ আগত,
তাহাদের নাম—মায়া, কুটে'ড, বেটে'ড, বিটে',
বিটে'চ্চ, চন্দন, কামসেট'ঠ, কিন্ন'ঘ'ড, নিঘ'ড,
পণাদ, ওপমএ'এ এবং দেবসারথী মাতলি,
চিত্তসেন, গন্ধর্ষ' নলবাজা, জনেষভ,
পঞ্চশিখ এবং তিস্ববদকন্যা সূর্য'বচ্'সা আগত হইয়াছেন ।
ইহাদের সহিত অন্যান্য বাজা এবং গন্ধর্ষ'গণও আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগত হইয়াছেন ।

১১ । নভোবাসী ও বৈশালীবাসী নাগগণ তচ্ছক-
দিগেব সহিত আগত ; কম্বল, অস্'সতব,
এবং জ্ঞাতিবর্গ সহ প্রয়াগবাসীগণও আগত ,
যশস্বী যমু'নাবাসী এবং ধৃতবাষ্ট্র নামক নাগগণ আগত ;
মহানাগ এবাবনও বনদেশে সন্মিলনীতে
আগত হইয়াছেন । যে সকল দিব্য বিশুদ্ধ চক্ষু
দ্বিজপক্ষী বল প্রযোগে নাগবাজগণকে হরণ কবে,
আকাশ হইতে তাহারা বনপ্রদেশে উপনীত,
তাহাদের নাম চিত্র এবং সুপর্ণ । ঐ সময় নাগরাজগণ
বুদ্ধ কতৃ'ক সুপর্ণ ভীতি হইতে মুগ্ধ হইয়াছিল ।
পবম্পরের সহিত মৃদুবাক্যের আলাপনে নাগ ও
সুপর্ণগণ বুদ্ধের শরণাগত ।

১২ । বজ্রপাণি কতৃ'ক পরাজিত সমুদ্রে শাস্তিত
বাসবেব ঋক্ষিমান ও যশস্বী ভ্রাতৃগণ,
ভয়ঙ্করাকৃতি কালকঞ্জ অসু'বগণ, দানবেঘসগণ,

নম্ৰাচি সহ বেপাৰ্চিতি, স্ৰুচিতি, এবং পহাবদ,
বেবোচ নামধাবী বলিব শতপুত্ৰ, বলশালী
সৈন্য সজ্জিত কবিষা বাহুভদ্রেব নিকট গমন
পদ্বৰ্ক কহিল : 'আপনাব মঙ্গল হউক,
বনদেশে ভিক্ষুগণেব সন্মিলনী হইতেছে ।'

১৩ । অপ, ক্ষিতি, তেজ এবং বায়ু দেবগণ আসিষাছেন,
বৰণ ও বাবণ দেবগণ, সোম, যশ, মৈত্ৰী ও কবুণাব
মুত্তিবদুপ যশস্বী দেবগণ আগত হইষাছেন ।
এই দশবিধদেহধাবী নানাবৰ্ণী ঋদ্ধিমান,
দু্যতিমান, বৰ্ণবান, যশস্বী দেবগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগমন কবিষাছেন ।

১৪ । বিষ্ণু ও সহস্রি দেবগণ, অসম দেবগণ, ষমদ্বষ,
এবং চন্দ্রকে পুৰ্বোভাগে বক্ষা কবিষা
চন্দ্রলোকস্থ দেবগণ সমাগত হইষাছেন ,
সূৰ্য্যকে পুৰ্বোভাগে বক্ষা কবিষা সূৰ্য্যালোকেব
দেবগণ আগত , নক্ষত্ৰগণকে পুৰ্বোভাগে বক্ষা কবিষা
মন্দবলাহকগণ আগত ; বসুদেবগণেব শ্ৰেষ্ঠ
বাসব শত্ৰু পুৰন্দব আগত ।
এই দশ দশবিধদেহধাবী নানাবৰ্ণী ঋদ্ধিমান,
দু্যতিমান, বৰ্ণবান, যশস্বী দেবগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগত হইষাছেন ।

১৫ । অগ্নিশিখাব ন্যায উজ্জ্বল সহভু দেবগণ আসিষাছেন ,
উমা পুৰুপাভ অবিট্ঠক ও বোজগণ, ববুণ,
সহধৰ্ম্ম, অচুত, অনেজক, সুলেযা, বৃচিব এবং
বাসবনৈসি দেবগণ আগমন কবিষাছেন ।
এই দশ দশবিধদেহধাবী নানাবৰ্ণী ঋদ্ধিমান,
দু্যতিমান, বৰ্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগত হইষাছেন ।

- ১৬। সমান, মহা-সমান, মানুষ, মানুষোত্তম,
 ক্রীড়া প্রদোষিক, মন-প্রদোষিক দেবগণ,
 হরি দেবগণ, লোহিত-বাসধাবী দেবগণ,
 এবং যশস্বী পাবগা ও মহাপাবগা দেবগণ
 সমাগত।
 এই দশ দশবিধদেহধাবী, নানাবর্ণী, ঋদ্ধিমান,
 দ্যুতিমান, বর্ণবাণ যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
 বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।
- ১৭। স্কন্ধ, কব্ধম্হ, অব্ধগ, বেঘনস দেবগণ,
 ওদাতিগহ্য প্রমুখ বিচক্ষণ দেবগণ,
 যশস্বী সদামন্ত, হাবগজ, মিস্‌সক দেবগণ,
 দিগন্ত প্লাবনকাবী সবজ্জগজ্জন পজ্জন্ন আগমন করিয়াছেন।
 এই দশ দশবিধ দেহ-ধাবী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
 দ্যুতিমান, বর্ণবাণ, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
 বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।
- ১৮। যশস্বী খেমিষ, তুষিত, যাম, কট্ঠক দেবগণ,
 লম্বিতক, লামসেট্ঠ জ্যোতি এবং আসব
 দেবগণ, নিম্মাণবতি এবং পবিনিম্মিত
 দেবগণ আগত।
 এই দশ দশবিধ দেহধাবী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
 দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
 বনদেশে ভিক্ষু সন্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।
- ১৯। এই নানাবর্ণী ষষ্ঠী সংখ্যক দেবতা নামান্বযে
 অন্যান্য প্রতিরূপ দেবগণ সহ আগমন
 করিয়াছেন। 'জন্ম-জয়ী, অখিল,
 প্লাবনোত্তীর্ণ, অনাপ্রব, ওষ-তাবণ,
 তমোনাশী চন্দ্রের ন্যায় নাগকে দেখিব।'

- ২০। সনৎকুমার সহ ঋক্ৰিমানের পুত্রবধূ সন্তান
এবং পবমন্ত এবং তিস্ স বন সন্মিলনীতে
আসিযাছেন। সহস্র ব্রহ্মলোকাধিপতি
মহারক্ষা বিবাজ কবিতেছেন, তিনি
যশস্বী, ভীষণাকাব, দ্যুতিমানবদে
পদনবদেপম। তাঁহাব অধীনস্থ দশ
সংখ্যক দেবতা—প্রত্যেকে এক এক
ব্রহ্ম লোকেব শাসক—আসিযাছেন,
তাঁহাদিগেব মধ্যে পারিষদ পবিবেষ্টিত হারিত
আগমন কবিযাছেন।
- ২১। ইন্দ্র ও ব্রহ্মাসহ সৰ্বদেবেব আগমন
হইলে মাৰ-সেনা অগ্রসব হইল,—
মাৰেব ধৃষ্টতা অবলোকন কব।
'এস, ধৃত কব, বন্দী কব, সকলে
বাগবদ্ধ হউক, চতুর্দিক হইতে বেণ্টন
কব, কাহাকেও মর্ন্তি দিও না।'
এইবদে মহাযোদ্ধা হস্ত দ্বাবা ভূমি-
তল আঘাত পুৰ্ব্বক ভৈবব নাদ কবিযা
কৃষ্ণ-সেনা দল প্রেবণ কবিল। সে বজ্র
ধ্বনি ও বিদ্যুৎ-যুক্ত বর্ষণকাবী মেঘেব ন্যায
ক্রোধ প্রকাশ কবিল, কিন্তু নিবদপাষ হইযা
প্রত্যাবর্তন কবিল।
- ২২। অন্তর্দৃষ্টিব দ্বাবা ঐ সমুদয় জ্ঞাত এবং নাক্য
কথনেচ্ছ হইযা শাস্তা শাসনবত শ্রাবকগণকে
সম্বোধন কবিলেন : ভিক্ষুগণ, সাবধান।
মাৰ-সেনা আগত।' তাঁহাবা বুদ্ধেব বাক্য শ্রবণ
কবিযা সচেতন হইলেন। মাৰ-সেনা বীতবাগগণ
কর্তৃক বিতাড়িত হইল, তাঁহা দেব একটি বোমও
কম্পিত হইল না। যশস্বী, সংগ্রামজবী, ভযাতীত,
প্রসিক্তিপ্রাপ্ত শ্রাবকগণেব সকলেই সৰ্বপ্রাণীব
সহিত আনন্দিত হইলেন ?

। মহাসময় সন্তান্ত সমাপ্ত।

২১। সৰু-পঞ্চম সূত্রান্ত

[শৰু-পঞ্চম সূত্রান্ত]

১। ১ আমি এইব্দপ শ্রবণ কৰিযাছি।

একসময় ভগবান মগধ দেশে বাজগৃহেৰ পদ্বৰ্দ্ধিকে অম্বসন্ডা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামেৰ উত্তৰে বৌদিষক পৰ্ব্বতে ইন্দসাল গদ্বাহতে অবস্থান কৰিতেছিলেন। ঐ সময়ে দেববাজ শৰু (সৰু) ভগবানেৰ দৰ্শনে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

তখন দেববাজ শৰুেৰ মনে এই চিন্তাব উদয় হইল : ‘ভগবান অহং সম্যক সম্বুদ্ধ এক্ষণে কোথায় অবস্থান কৰিতেছেন?’ দেববাজ শৰু দেখিলেন যে, ভগবান মগধদেশে বাজগৃহেৰ পদ্বৰ্দ্ধিকে অম্বসন্ডা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামেৰ উত্তৰে বৌদিষক পৰ্ব্বতে ইন্দসাল গদ্বাহতে অবস্থান কৰিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি ত্র্যস্তিংশ দেবগণকে সম্বোধন কৰিলেন :

‘দেবগণ। ভগবান মগধদেশে বাজগৃহেৰ পদ্বৰ্দ্ধিকে অম্বসন্ড নামক ব্রাহ্মণ গ্রামেৰ উত্তৰে বৌদিষক পৰ্ব্বতে ইন্দসাল গদ্বাহতে অবস্থান কৰিতেছেন। যদি আমবা সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধেৰ দৰ্শনাত্মক গমন কৰি, তাহা হইলে কিব্দপ হয়?’

‘উত্তম প্রস্তাব’ কহিয়া ত্র্যস্তিংশ দেবগণ দেববাজ শৰুেৰ নিকট সম্মতি জ্ঞাপন কৰিলেন।

২। তখন দেববাজ শৰু গন্ধৰ্ব্বপুত্র পণ্ডশিখকে সম্বোধন পদ্বৰ্দ্ধক তাঁহাৰ নিকটও পদ্বৰ্দ্ধক প্রস্তাব কৰিলেন, এবং পণ্ডশিখও পদ্বৰ্দ্ধক প্রকাৰে প্রস্তাবেৰ অনুমোদন কৰিযা বেলদ্ব-পণ্ড বীণা হস্তে দেববাজ শৰুেৰ অনুগামী হইলেন।

অনন্তৰ দেববাজ শৰু ত্র্যস্তিংশ দেবগণ কৰ্তৃক পৰিবৃত্ত হইয়া গন্ধৰ্ব্বপুত্র পণ্ডশিখসহ য়েব্দপ বলবান পদ্বৰ্দ্ধক সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত কৰে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত কৰে, সেইব্দপ ত্র্যস্তিংশ দেবলোকে অন্তৰ্হিত হইয়া মগধদেশে বাজগৃহেৰ পদ্বৰ্দ্ধিকে অম্বসন্ডা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামেৰ উত্তৰে বৌদিষক পৰ্ব্বতে প্রকাশিত হইলেন।

৩। ঐ সময় বৌদিষক পৰ্ব্বত এবং অম্বসন্ডা ব্রাহ্মণ গ্রাম দেবতাদিগেৰ

দেবানুভাব হেতু অতীৰ জ্যোতিষ্ময় হইল । এমন কি চতুর্দিকে গ্রামসমূহেব অধিবাসীগণ এইব্দপ কহিতে লাগিল :

‘অদ্য বেদিষক পৰ্বত আদীপ্ত, বেদিষক পৰ্বত অগ্নিময়, বেদিষক পৰ্বত প্রজ্জ্বলিত । কি নিমিত্ত অদ্য বেদিষক পৰ্বত এবং অম্বসন্ডা স্বাক্ষণ গ্রাম জ্যোতিষ্ময় হইল ?’ এইব্দপ কহিয়া তাহাবা উদ্বিগ্ন ও বোমাণ্ডিত হইল ।

৪ । তৎপবে দেববাজ শক্ৰ গন্ধৰ্বপুত্র পণ্ডশিখকে সম্বোধন কবিলেন :

‘প্রিয় পণ্ডশিখ, যাঁহাবা তথাগত তাঁহাদেব নিকট মৎসদৃশেব পক্ষে উপস্থিত হওযা সদুসাধ্য নহে, তাঁহাবা অনুক্ষণ ধ্যান ও নিঃসর্জনবত, যদি তুমি প্রথমে ভগবানকে প্রসন্ন কবিতে পাব, তাহা হইলে তিনি প্রসন্ন হইবাব পব আমবা ভগবান অবহৃত সম্যক সম্বুদ্ধেব দর্শনার্থ গমন কবিতে পারি ।’

‘উত্তম, আপনি সাফল্য লাভ কবুন’, ইহা কহিয়া গন্ধৰ্বপুত্র পণ্ডশিখ দেববাজ শক্ৰেব প্রস্তাবে সন্মত হইযা বীণা হস্তে ইন্দ্রসাল গৃহাব গমন কবিলেন । তথায উপস্থিত হইযা ‘এইস্থানে আমি ভগবান হইতে অতিদূৰেও হইব না, অতি নিকটেও হইব না, তিনি আমাব স্বব শ্রুতিতে পাইবেন,’ এইব্দপ চিন্তা কবিয়া তিনি একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন । পবে তিনি বীণা বাদন এবং তৎসঙ্গে বুদ্ধ, ধর্ম, অবহৃত এবং ভোগসম্বন্ধীয় এই গাথা গুলিও উচ্চারণ কবিতে লাগিলেন :

৫ । ‘ভদ্রে সূর্য্যবচ্চসে । আমি তোমাব পিতা তিস্বব্দেব
নন্দনা কবিতোঁছি, যিনি, হে কল্যাণি । তোমাব—
আমাব আনন্দদায়িনী—জন্মদাতা । বায়ু যেব্দপ
ঘর্ম্মাক্তেব নিকট মধুব, পানীষ পিপাসিতেব
নিকট মধুব, ধর্ম্ম অবহতেব নিকট মধুব, সেইব্দপ
জ্যোতিষ্ময়ি । তুমি আমাব প্রিয় । যেব্দপ বোগাক্তেব
ভৈষজ্য, ক্ষুধাতুবেব আহাব, সেইব্দপ তুমি প্রেমবারি
সিঞ্জে আমাব বাসনাগ্নি নিব্বাপিত কব । পদ্মবেণুযুক্ত
শীতল-সলিল-পুষ্পবিণীৰ মধ্যে ধর্ম্মসম্পত্ত নাগেব ন্যায
আমি তোমাব বক্ষঃস্থল মধ্যে লীন হইব ।
আমি অঙ্কুশাতীত নাগেব ন্যায তোত্র-তোমব জঘী,
তোমাব সৌন্দর্য্যে উন্মত্ত হইযা আমাব অসংযত

চিন্তা গৎকৃত কৰ্মেৰ কাৰণ নিৰ্ণয়ে অক্ষম ।
 আমাৰ পথভ্ৰষ্টাচিত্ত তোমাতেই বন্দ, বন্ধগ্ৰাসী গৎসেব
 ন্যায আমি আপনাকে গ্ৰস্ত কৰিতে অক্ষম । সুন্দৰি !
 ভদ্রে । মন্দলোচনে ! আমাকে আলিঙ্গন কৰ ;
 কল্যাণি । আমাকে আলিঙ্গন কৰ, ইহাই আমাৰ
 প্রার্থনা । কুণ্ঠিতকেশি । আমাৰ অপপৰিণিত
 বাসনা এক্ষণে, অবহতগণকে প্রদত্ত দক্ষিণাৰ ন্যায,
 বহুল পৰিমাণে বৰ্দ্ধিত হইবাছে । অবহংগণেৰ
 সেবাৰ আমি যে প্ৰণ্যসঞ্চয় কৰিবাছি, ঐ প্ৰণ্যফল,
 সম্বাদি-কল্যাণি ! যেন তোমাৰ সহিত একত্রে
 প্রাপ্ত হই । এই পৃথিবীমণ্ডলে আমি যে প্ৰণ্য
 সঞ্চয় কৰিবাছি, ঐ প্ৰণ্যফল, সম্বাদিকল্যাণি ।
 যেন তোমাৰ সহিত একত্রে প্রাপ্ত হই । ধ্যানলীন,
 বিজ্ঞ, স্মৃতিসংগ্ৰস্ত, অমৃতগবেষী শাক্যপুত্র মূৰ্খিব
 ন্যায, সূৰ্য্যবৰ্চসে । আমি তোমাৰ অন্বেষী ।
 মূৰ্খিৰেব উপ উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ
 কৰেন, সেইব্দপ কল্যাণি । আমি তোমাৰ
 সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ কৰিব ।
 ত্রাযস্তিংশ দেবাধিপতি শক্ৰ যদি আমাকে বৰ দান
 কৰেন, তাহা হইলে, ভদ্রে । আমি তোমাকেই
 প্রার্থনা কৰিব, আমাৰ প্ৰেম এতই গভীৰ ।
 সুমেধে । সদ্য ফুল্ল সালসম তোমাৰ পিতাকে
 বন্দনাসহ নমস্কাৰ কৰিতেছি—যে পিতাৰ এতাদৃশী
 সন্তান ।’

৬ । পণ্ডশিখৰ গীত শেষ হইলে ভগবান তাঁহাকে কহিলেন :

‘পণ্ডশিখ । তোমাৰ তন্ত্ৰীৰ স্বৰ গীতস্বৰেৰ সহিত এবং গীতস্বৰ
 তন্ত্ৰীস্বৰেৰ সহিত মিলিয়া যাইতেছে, তন্ত্ৰীৰ স্বৰ গীতস্বৰকে অতিক্ৰম
 কৰিতেছে না, গীতস্বৰও তন্ত্ৰীস্বৰকে অতিক্ৰম কৰিতেছে না । পণ্ডশিখ,
 বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম, অবহত এবং কামসম্বন্ধীৰ এই গাথাসমূহ তুমি কোন সময়ে
 রচনা কৰিবাছ ?’

‘ভস্বে, ভগবান প্রথম সম্বন্ধ হইবার কালে এক দিন উব্বেলাষ নেবজবা নদীৰ তীৰে অজপাল নামক ন্যাগ্ৰোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান কৰিতেছিলেন। ভস্বে, ঐ সময় আমি তিস্বব্দ নামক গন্ধৰ্ব্বরাজের কন্যা ভদ্রা সূৰ্য্যবৰ্চসাব প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই ভগিনী অপৰেৰ প্রতি আসক্ত ছিলেন, তিনি সাবথী মাতালিৰ পুত্র শিখণ্ডীৰ প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন। যেহেতু আমি কোন উপায়েই সেই ভগিনীকে পাইলাম না, সেই হেতু আমি বেলপুণ্ড বীণা হস্তে গন্ধৰ্ব্ববাজ তিস্বব্দৰ বাসস্থানে গিয়া বীণাৰ বাজকাৰেৰ সহিত এই গাথাগদ্যলি গাইলাম :—

৭। ‘ভদ্রে সূৰ্য্যবৰ্চসে। আমি ...
এতাদৃশী সন্তান।’ (উপবে
৫ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

‘ভস্বে, তৎপৰে ভদ্রা সূৰ্য্যবৰ্চসা আমাকে কহিলেন :

“ভদ্র। আমি সেই ভগবানেৰ প্রত্যক্ষ দৰ্শন লাভ কৰি নাই, তথাপি চাৰ্যসিদ্ধিংশ দেবগণেৰ সূক্ষ্মা সভাষ নৃত্যপ্রদৰ্শনার্থ গমনকালে ভগবানেৰ বিষয় শ্রবণ কৰিয়াছি। তুমি যখন ভগবানেৰ ষশোকীৰ্ত্তন কৰিলে, তখন আজ আমাদেৰ মিলন হউক।”

‘উহাই সেই’ ভগিনীৰ সহিত আমাৰ মিলন, তাহাৰ পৰ আৰ কখনও আমবা মিলিত হই নাই।’

৮। অতঃপৰ দেববাজ শক্ৰ এইব্দপ চিন্তা কৰিলেন :

‘গন্ধৰ্ব্বপুত্র পণ্ডশিখ এবং ভগবান উভয়ে মিত্ৰভাবে বাক্যালাপ কৰিতেছেন।’

তখন দেবেন্দ্র শক্ৰ পণ্ডশিখকে সন্বোধন কৰিলেন :

‘প্রিয় পণ্ডশিখ, তুমি আমাৰ পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদন পূৰ্ব্বক তাঁহাৰ নিকট এইব্দপ নিবেদন কব : ভস্বে, দেবেন্দ্র শক্ৰ অমাত্য এবং পৰিজনবৰ্গসহ নত মন্তকে ভগবানেৰ চৰণবন্দনা কৰিতেছেন।’

‘উত্তম’ কহিয়া পণ্ডশিখ শক্ৰেৰ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূৰ্ব্বক কহিলেন :

‘ভস্বে, দেবেন্দ্র শক্ৰ অমাত্য এবং পৰিজনবৰ্গসহ নতগন্তকে ভগবানেৰ চৰণ বন্দনা কৰিতেছেন।’

‘পঞ্চশিখ, দেববাজ শত্রু অমাত্য এবং পবিজন বর্গসহ সুখী হউন, দেব, মনুষ্য, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতি সম্বৎ প্রাণী সুখকামী ।’

যাঁহারা তথাগত তাঁহারা মহাশক্তিশালীগণকে এইরূপে আশীর্বাদ করেন । আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া দেববাজ শত্রু ভগবানের ইন্দ্রসাল গৃহায় প্রবেশ পূর্বক ভগবানকে ‘অভিবাদন’ করিয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, স্ত্রীসন্ত্রীণ দেবগণ এবং গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখও সেইরূপই করিলেন ।

৯ । ঐ সময় ইন্দ্রসাল গৃহাব যে সকল স্থান বিষম ছিল সেই সকল স্থান সমতল হইল, সংকীর্ণ স্থানসমূহ বিস্তৃত হইল, অন্ধকার গৃহাঘ আলোক প্রকাশিত হইল, দেবগণের দেবানুভাবই ইহা কবণ । তখন ভগবান দেববাজ শত্রুকে কহিলেন ,

‘ইহা আশ্চর্য, অদ্ভুত যে আশ্চর্যমান কৌশিক বহু কার্যে, বহু কবণীষে ব্যাপ্ত হইয়াও এইস্থানে আগমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন !’

‘ভস্বে, আমি বহু দিন হইতে ভগবানের দর্শনার্থ আগমন করিতে অভিলাষী ছিলাম, কিন্তু স্ত্রীসন্ত্রীণ দেবগণের কোন না কোন কার্যে ব্যাপ্ত হইয়া আমি ভগবানের দর্শনার্থ আগমন করিতে পারি নাই । ভস্বে, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে সললাগাবে অবস্থান করিতেছিলেন । তখন আমি ভগবানের দর্শনার্থ শ্রাবস্তী নগরে গমন করিয়াছিলাম ।

১০ । ‘ভস্বে, ঐ সময় ভগবান সমাধিস্থ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এবং বৈশ্রবণের পবিচারিকা ভূজাতি কৃতাজ্জলিপটে ভগবানকে নমস্কার করিতে বত ছিল । তখন, ভস্বে, আমি ভূজাতিকে এইরূপ কহিয়াছিলাম :

“ভগিনি, তুমি আমার পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক নিবেদন কর যে, দেববাজ শত্রু অমাত্য ও পবিজনবর্গ সহকায়ে নতমস্তকে ভগবানের চরণ বন্দনা করিতেছেন ।”

‘আমি এইরূপ কহিলে ভূজাতি কহিলেন :

“দেব, ভগবানের দর্শনার্থ এখন সময় নহ, তিনি এখন সমাধিস্থ ।”

“তাহা হইলে, ভগিনি, ভগবান সমাধি হইতে উত্থিত হইলে আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক আমার উক্ত অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে কহিবে ।” ভস্বে, সেই ভগিনী কি আমার পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদন করিয়াছিলেন ? তাঁহার বাক্য কি ভগবানের শ্রবণে আছে ?

‘দেবেন্দ্র, তিনি আমাকে অভিবাদন করিয়াছিলেন । তাঁহার বাক্য আমার

স্বৰূপে আছে। অধিকন্তু আয়ুজ্ঞানেব বথচক্ৰেব শব্দে আমাব ধ্যানভঙ্গ হইয়াছিল।’

১১। ভক্তে, যে সকল দেবতা আমাব পদ্বৰ্ষে ত্ৰযস্ৰিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, আমি তাঁহাদেব মূখে শ্ৰবণ কৰিয়া বদ্বিষাছি যে, “যখন অবহত, সম্যক সম্বুদ্ধ তথাগতগণ জগতে আবিৰ্ভূত হন, তখন দেবগণেব সংখ্যা বৃদ্ধি-প্ৰাপ্ত হয় এবং অসদ্বগণেব সংখ্যা হ্ৰাস প্ৰাপ্ত হয়।” ভক্তে, আমিও ইহা স্বয়ং প্ৰত্যক্ষ কৰিয়াছি যে, যেহেতু অবহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, তথাগত জগতে আবিৰ্ভূত হইয়াছেন, সেই হেতু দেবগণেব সংখ্যা বৃদ্ধিত হইয়াছে এবং অসদ্বগণেব সংখ্যা হ্ৰাসপ্ৰাপ্ত হইয়াছে। ভক্তে, এই কপিলবস্তু নগৰেই গোপিকা নাম্নী এক শাক্য কন্যা ছিলেন। তিনি বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সঙ্ঘে শ্ৰদ্ধাবতী এবং শীলসমন্বিতা ছিলেন। তিনি নাবীসভল চিত্ত বজ্জৰ্ন কৰিয়া পদ্বৰ্ষ-চিত্তেব ভাবনা পদ্বৰ্ষক মৰণান্তে সদুগতি সম্পন্ন ও স্বৰ্গে উৎপন্ন হইয়া ত্ৰযস্ৰিংশ দেবগণেব সহবাস লাভ কৰিয়া আমাদিগেব পুত্ৰ স্থানীয় হইয়াছেন। ঐ স্থানেও তিনি ‘গোপক দেবপুত্ৰ’ বদ্বপে অভিহিত হইয়াছেন। ভক্তে, অপৰ তিন জন ভিক্ষুও ভগবানেব শাসনে ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰিয়া হীন গন্ধৰ্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহাবা পশ্চেন্দ্ৰিষ সম্পৰ্কিত ভোগে বত হইয়া আমাদিগেব সেবা ও পৰিচৰ্যা কৰিতে আসিয়া থাকেন। এইবদ্বপে আমাদেব সেবা ও পৰিচৰ্য্য আগতকালে তাঁহাবা গোপক দেবপুত্ৰ কত্বক্ৰ তিবস্কৃত হইয়াছিলেন :

“ভদ্রগণ, আপনাদেব মূখ কোন দিকে ছিল যে আপনাবা ভগবানেব ধৰ্ম্ম শ্ৰবণ কৰেন নাই? আমি নাবী হইয়াও বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সঙ্ঘে শ্ৰদ্ধাবতী হইয়া, শীলপালনকাৰিনী হইয়া নাবীসভল চিত্ত বজ্জৰ্ন কৰিয়া পদ্বৰ্ষ-চিত্তেব ভাবনা পদ্বৰ্ষক মৰণান্তে সদুগতি সম্পন্ন ঐ স্বৰ্গে উৎপন্ন হইয়া ত্ৰযস্ৰিংশ দেবগণেব সহবাস লাভ কৰিয়া দেবেন্দু শক্ৰেব পুত্ৰস্থানীয় হইয়াছি। এই স্থানেও আমি ‘গোপক দেবপুত্ৰ’ বদ্বপে অভিহিত হইয়াছি। আপনাবা ভগবানেব শাসনে ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰিয়াও হীন গন্ধৰ্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমাব সহধৰ্ম্মীগণ যে হীন গন্ধৰ্ব দেহ ধাবণ কৰিয়াছেন, এ দৃশ্য সত্যই অশোভন।” ভক্তে, গোপক কত্বক্ৰ তিবস্কৃত দেবগণেব দুইজন সেই জন্মেই স্মৃতি লাভ পদ্বৰ্ষক ব্ৰহ্ম পদ্বোহিত দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। কিন্তু এক জন দেব ইন্দ্ৰিষ সম্পৰ্কিত ভোগে বত হইয়া বহিলেন।’

১২। 'আমি চক্ষুজ্ঞানেব উপাসিকা ছিলাম, আমাব
নাম ছিল গোপিকা,

বুদ্ধ ও ধর্ম শ্রদ্ধাবতী হইয়া আমি প্রসন্নচিত্তে সন্ধ্যেব
সেবানিবতা ছিলাম।

সেই বৃন্দেবই ধর্মবলে আমি শক্বেব মহানুভাব পুত্র
হইয়াছি,

মহাতেজস্বী হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছি, এইস্থানে
আমি গোপক নামে অভিহিত।

অতঃপৰ দেখিলাম আমাব পুৰ্বপৰিচিত ভিক্ষুগণ
গন্ধৰ্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।

পুৰ্ব মনুষ্যজন্মে অন্নপান এবং পাদপৰিচৰ্য্যাদ্বাবা
আমবা স্বকীয় নিবাসে যাহাব সেবা কৰিষাছিলাম,
ইহাবা সেই গৌতমেব শ্রাবক।

ইহাদেব মূখ কোন্ দিকে ছিল যে ইহাবা বৃন্দেব
ধর্ম শ্রবণ কবেন নাই?

সৰ্বদর্শী কতৃক প্রত্যক্ষীভূত এবং সুপ্রচাৰিত ধর্ম
প্রত্যেককে স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম কৰিতে হইবে।

আমি আপনাদেব সেবাবতা হইয়া আৰ্যগণেব
সুভাষিত বাক্য শ্রবণ কৰিষা

শক্বেব মহানুভাব পুত্র হইয়াছি, মহাতেজস্বী হইয়া
স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছি।

কিন্তু আপনাবা শ্রেষ্ঠেব পূজা কৰিষা, অনন্তর
ব্রহ্মচৰ্য্যেব পালন কৰিষা,

হীন কাৰ প্রাপ্ত হইষাছেন, অযোগ্য আপনাদেব
এই উৎপত্তি।

সহধর্মী হীনদেহ ধাবণ অপ্রীতিকৰ দৃশ্য,
আপনাবা গন্ধৰ্বলোকে উৎপন্ন হইষা

দেবগণেব পৰিচৰ্য্যাবত

আমি পুৰ্ব গৃহবাসী হইলেও আমাব বর্তমান
বৈশিষ্ট্য অবলোকন কবুন,

পূৰ্বে স্ত্রী হইয়াও আজ আমি দেবপুৰুষ,
দিব্যকামভোগী ।

গৌতম শ্রাবক গোপক কতৃক তিবক্ষুত হইয়া
তাঁহাদের চিত্ত উৰ্বেলিত হইব :

“এইস্থান ত্যাগ কবিত্তে হইবে, বীৰ্য্যবান হইতে হইবে,
আমাদের যেন আব অপবেব দাসত্ব
কবিত্তে না হয় ।”

গৌতমশাসন অনুস্মরণ পূৰ্ব্বক তাঁহাদের দুই জন
উদ্যোগ সম্পন্ন হইলেন ।

এই স্থানেই চিত্তেব বিশুদ্ধি সাধন পূৰ্ব্বক তাঁহারা
ভোগেব বিপত্তি দর্শন কবিলেন ।

তাঁহারা কামসংযোজনবন্ধন বৃপ দূৰ্বতিক্রম্য যাবেব
বন্ধনসমূহ, বন্ধনী ও বজ্র ভেদকাৰী নাগেব ন্যায,
ছিন্ন কবিষা চৰ্ম্মস্ত্রংশ দেবগণকে অতিক্রম কবিলেন ।

ইন্দ্র এবং প্রজাপতি সহ সৰ্বদেবগণ সূৰ্য্যমা সভাষ
উপবিষ্ট ছিলেন ।

বৈবাগ্য বিশুদ্ধ বীৰ্য্য উপবিষ্ট দেবগণকে অতিক্রম
কবিলেন ।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেবগণমধ্যে দেবাধিপতি
বাসব উদ্ভিন্ন হইলেন :

“হীনদেহধাবী এই দুইজন চৰ্ম্মস্ত্রংশ দেবগণকে
অতিক্রম কবিষাছে ।”

ইন্দ্রেব বাক্য শ্রবণ কবিষা গোপক বাসবকে
সম্বোধন কবিলেন :

‘হে ইন্দ্র । মনুষ্যলোকে কামবিজয়ী
শাক্যমুনি নামে জ্ঞাত বৃদ্ধ বিদ্যমান,

এই দুইজন তাঁহাবই পুত্র, তাঁহারা স্মৃতিচ্যুত
হইয়াছিলেন, আমাবই কাৰণে তাঁহারা
পুনৰায় স্মৃতিলাভ কবিষাছেন ।

তাঁহাদেব তিনজনের একজন এখনও গন্ধৰ্বদেহ ।

ধাবণ কবিয়া এইস্থানে বাস করিতেছেন,
দুইজন সম্বোধিপথানুসাবী ও শাস্তেন্দ্রিয় হইয়া
দেবগণকেও উপেক্ষা কবেন ।

এবং ধৰ্ম্মোপদেশে কোন শিষ্যেব কোন প্রকাৰ
সংশয় থাকে না ।

প্ৰাবনোত্তৰ্গ ছিন্ন-সংশয় বিজয়ী জনেন্দ্র বুদ্ধকে
নমস্কাৰ ।”

তাঁহাবা এইস্থানেই ধৰ্ম্মেব জ্ঞান লাভ কবিয়া
শ্রেষ্ঠ স্থান প্ৰাপ্ত হইয়াছেন এবং দুইজনেই
ব্রহ্মপদবোহিত ব্ৰূপে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছেন ।
দেব, আমবাও সেই ধৰ্ম্মেবই প্ৰাপ্তিব জন্য আশিষাছি,
ভগবানেব অনুমতি প্ৰাপ্ত হইলে প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা কবিব ।

১৩ । তখন ভগবান চিন্তা কবিলেন : ‘শক্ৰ বহুদিন হইতে শূদ্ধিসম্পন্ন
তিনি আমাকে যে প্ৰশ্নই কবিবেন, তাহা সার্থকই হইবে নিবৰ্থক হইবে না
জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তাঁহাকে যে উত্তর দিব তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বুদ্ধিতে
পাবিবেন ।’

অনন্তৰ ভগবান দেববাজ শক্ৰকে গাথায় সম্বোধন কবিলেন :—

‘হে বাসব । তোমাব যাহা ইচ্ছা আমাকে প্ৰশ্ন কব,
আমি সকল প্ৰশ্নেবই উত্তৰ দিব ।’

। প্ৰথম ভাগবাব সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। ১। অনুরূপিত প্রাপ্ত হইয়া দেববাজ শক্ৰ ভগবানকে এইৰূপ প্রথম প্রশ্ন কবিলেন :

‘ভগবান্ । দেব, মনুষ্য, অসুৰ, নাগ, গন্ধৰ্ব্বগণ এবং অপবাপব প্রাণীগণ বৈবহীন, দণ্ডহীন, শত্রুতাহীন, হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন হইবাব ইচ্ছা কবিয়াও কোন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঐ সকল দোষযুক্ত হইয়া বাস কবে ?’

দেবেন্দ্র শক্ৰ ভগবানকে এই প্রথম প্রশ্ন কবিলেন । ভগবান তাহাব প্রশ্নেব উত্তৰ দিলেন :

‘হে দেবেন্দ্র । দেব, মনুষ্য, অসুৰ, নাগ, গন্ধৰ্ব্ব এবং অপবাপব প্রাণীগণ ঈৰ্ষ্যা ও মাৎসৰ্য্য বৃপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া বৈবহীন, দণ্ডহীন, শত্রুতাহীন, হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন হইবাব ইচ্ছা কবিয়াও ঐ সকল দোষযুক্ত হইয়া বাস কবে ।’

ভগবান দেববাজ শক্ৰেব প্রশ্নেব এইৰূপ উত্তৰ দিলেন । আনন্দিত হইয়া শক্ৰ ভগবানেব বাক্যেব অভিনন্দন ও অনুরূমোদন কবিলেন : ‘হে ভগবন, ইহা সত্য, হে সঙ্গত । ইহা সত্য । প্রশ্নেব ভগবান প্রদত্ত উত্তৰ শ্রবণ কবিয়া আমাব সংশয় ও বিচিকিৎসা দূৰ হইয়াছে ।’

২। এইৰূপে দেববাজ শক্ৰ ভগবানেব বাক্যেব অভিনন্দন এবং অনুরূমোদন কবিয়া পুনৰায় ভগবানকে প্রশ্ন কবিলেন :

‘দেব । ঈৰ্ষ্যা ও মাৎসৰ্য্যেব কাৰণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কি ? কিসেব বৰ্ত্তমানে ঈৰ্ষ্যা ও মাৎসৰ্য্য হয় ? কিসেব অবৰ্ত্তমানে ঈৰ্ষ্যা ও মাৎসৰ্য্য হয় না ?’

‘হে দেবেন্দ্র । প্রিয়-অপ্রিয় ঈৰ্ষ্যা ও মাৎসৰ্য্যেব কাৰণ, সমুদয়, উৎপত্তি ও মূল । প্রিয়-অপ্রিয় বৰ্ত্তমানে ঈৰ্ষ্যা ও মাৎসৰ্য্য হয়, প্রিয়-অপ্রিয় অবৰ্ত্তমানে ঈৰ্ষ্যা ও মাৎসৰ্য্য হয় না ।’

‘দেব । প্রিয়-অপ্রিয়েব কাৰণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কি ? কিসেব বৰ্ত্তমানে প্রিয়-অপ্রিয়েব উদ্ভব হয় ? কিসেব অবৰ্ত্তমানে প্রিয়-অপ্রিয়েব উদ্ভব হয় না ?’

‘হে দেবেন্দ্র । তুমি প্রিয়-অপ্রিয়েব কাৰণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল ।

তৃষ্ণা বর্তমানে প্রিয়-অপ্রিয়ের উদ্ভব হয়, তৃষ্ণা অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না ।’

‘দেব ! তৃষ্ণার কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কি ? কিসেব বর্তমানে তৃষ্ণাব উদ্ভব হয় ? কিসেব অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না ?’

‘হে দেবেন্দ্র ! বিতর্ক তৃষ্ণাব কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল । বিতর্ক বর্তমানে তৃষ্ণাব উদ্ভব হয়, বিতর্ক অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না ।’

‘দেব ! বিতর্কেব কাবণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কি ? কিসেব বর্তমানে বিতর্কের উদ্ভব হয় ? কিসেব অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না ?’

‘হে দেবেন্দ্র ! অলীক দর্শন বদ্বপ চিত্ত-গ্লানি বিতর্কেব কাবণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল । ঐ চিত্ত-গ্লানি বর্তমানে বিতর্কেব উদ্ভব হয়, উহা অবর্তমানে বিতর্কেব উদ্ভব হয় না ।’

৩। ‘দেব ! কোন্ পথ অবলম্বন কবিয়া ভিক্ষু অলীক দর্শনবদ্বপ, চিত্ত-গ্লানিব নিবোধ প্রদায়ী মার্গে আবদ্ধ হন ?’

‘হে দেবেন্দ্র ! সৌমনস্য দুই প্রকাব—সেবিতব্য ও অসেবিতব্য । দৌর্ম্মনস্যও দুই প্রকাব—সেবিতব্য ও অসেবিতব্য । উপেক্ষাও দুই প্রকাব—সেবিতব্য ও অসেবিকব্য ।

‘হে দেবেন্দ্র ! সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে সৌমনস্য দুই প্রকার কথিত হইয়াছে । কি কাবণে ? যখন জানিবে কোন সৌমনস্য হইতে অকুশল ধর্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐবদ্বপ সৌমনস্য সেবিতব্য নহে । যখন জানিবে কোন সৌমনস্য হইতে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বর্দ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐবদ্বপ সৌমনস্য সেবিতব্য । এবং যে সৌমনস্য সবিতর্ক এবং সবিচাব, এবং যাহা অবিতর্ক এবং অবিচাব, এই উভয়েব মধ্যে দ্বিতীযোক্ত সৌমনস্য শ্রেষ্ঠতব ।

‘হে দেবেন্দ্র ! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে সৌমনস্য দুই প্রকাব, তাহা এই কাবণে ।

‘হে দেবেন্দ্র ! দৌর্ম্মনস্যও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে । কি কাবণে ? যখন জানিবে কোন দৌর্ম্মনস্য হইতে অকুশলধর্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐবদ্বপ দৌর্ম্মনস্য সেবিতব্য নহে । যখন জানিবে কোন দৌর্ম্মনস্য হইতে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐব্দপ দৌশ্মনস্য সেবিতব্য। এবং যে দৌশ্মনস্য সবিতর্ক সবিচাব, এবং যাহা অবিতর্ক অবিচাব, এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীযোক্ত দৌশ্মনস্য শ্রেষ্ঠতব।

‘হে দেবেন্দ্র ! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দৌশ্মনস্য দ্বিবিধ, তাহা এই কাৰণে।

‘হে দেবেন্দ্র ! সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে উপেক্ষাও দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কাৰণে ? যখন জানিবে কোন উপেক্ষা হইতে অকুশল ধর্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐব্দপ উপেক্ষা সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে কোন উপেক্ষা হইকে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐব্দপ উপেক্ষা সেবিতব্য। এবং যে উপেক্ষা সবিতর্ক সবিচাব, এবং যাহা অবিতর্ক অবিচাব, এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীযোক্ত উপেক্ষা শ্রেষ্ঠতব।

‘হে দেবেন্দ্র ! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে উপেক্ষা দ্বিবিধ, তাহা এই কাৰণে।

‘হে দেবেন্দ্র ! এই প্রকার আচরণ সম্পন্ন ভিক্ষু অলীক দর্শনব্দপ চিন্তা-জালনিব নিবোধ প্রদায়ী মার্গে আবদ্ধ হন।’

দেবেন্দ্র শত্রু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ভগবান এইব্দপ উত্তর দিলেন। আনন্দিত হইয়া দেববাজ শত্রু ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন : ‘হে ভগবান, ইহা সত্য। হে সুগত, ইহা সত্য। প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।’

৪। এইব্দপে দেববাজ শত্রু ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া ভগবানকে পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন :

‘দেব ! কি প্রকারে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-সংযম সম্পন্ন হন ?’

‘হে দেবেন্দ্র ! কাষ সম্পর্কিত এবং বাক্ সম্পর্কিত আচরণ এবং পরোক্ষণাও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকার।

‘হে দেবেন্দ্র ! সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে কাষসম্পর্কিত আচরণ দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কাৰণে ? যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশল ধর্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐব্দপ আচরণ সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐব্দপ আচরণ সেবিতব্য।

‘হে দেবেন্দ্র ! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে কায-সম্পর্কিত আচরণ দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে ।

‘হে দেবেন্দ্র বাক্-সম্পর্কিত আচরণও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে । কি কারণে ? যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশল ধর্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ আচরণ সেবিতব্য নহে । যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ আচরণ সেবিতব্য ।

‘হে দেবেন্দ্র ! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে বাক্-সম্পর্কিত আচরণ দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে ।

‘হে দেবেন্দ্র ! পর্যেষণাও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে । কি কারণে ? যখন জানিবে পর্যেষণা বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ পর্যেষণা সেবিতব্য নহে । যখন জানিবে পর্যেষণা বিশেষ হইতে, অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ পর্যেষণা সেবিতব্য ।

‘হে দেবেন্দ্র ! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে পর্যেষণা দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে ।

‘হে দেবেন্দ্র ! এইরূপ আচরণ সম্পন্ন ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-সংঘম সম্পন্ন হন ।’

ভগবান দেববাজ শব্দের প্রশ্নেব এইরূপ উত্তর দিলেন । আনন্দিত হইয়া শব্দ ভগবানের বাক্যেব অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন :

‘হে ভগবান ! ইহা সত্য ; হে সুগত ! ইহা সত্য । প্রশ্নেব ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে ।’

৫ । এইরূপে দেববাজ শব্দ ভগবানের বাক্যেব অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া ভগবানকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন :

‘দেব ! কি প্রকারে ভিক্ষু ইন্দ্রিয়-সংঘম সম্পন্ন হন ?’ -

‘হে দেবেন্দ্র ! চক্ষু-বিজ্ঞেয় বস্তুও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকার । শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দও দুই প্রকার । ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহবা-বিজ্ঞেয় বস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ, মন-বিজ্ঞেয় ধর্ম—এই সকলই সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকার ।’

এইরূপ কথিত হইলে দেবেন্দ্র শব্দ ভগবানকে কহিলেন :

‘দেব ! ভগবান কন্তর্ক সংক্ষেপে যাহা কথিত হইল, আমি তাহাব বিস্তৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়াছি । চক্ষু-বিজ্ঞেয় যে বদ্পেব অনুসরণে অকুশল ধর্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সে বদ্প সেবিতব্য নহে ; চক্ষু-বিজ্ঞেয় যে বদ্পেব অনুসরণে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশল ধর্ম বর্দ্ধিত হয়, সেই বদ্প সেবিতব্য । ইন্দ্রিয়ানুভূত যে সকল বস্তু হইতে অকুশল ধর্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত ঐ সকল সেবিতব্য নহে , যে সকল বস্তু হইতে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বর্দ্ধিত হয়, ঐ সকল সেবিতব্য । ভগবান সংক্ষেপে যাহা কহিয়াছেন তাহাব বিস্তৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়া প্রশ্নেব ভগবান কন্তর্ক মীমাংসিত অর্থ শ্রবণ কবিষা আমাব সংশয় দূব হইষাছে ।’

৬ । এইবদ্পে দেববাজ শক্ৰ ভগবানেব বাক্যেব অভিনন্দন ও অনুমোদন পদ্বর্ক ভগবানকে পুনবায প্রশ্ন কবিলেন :

‘দেব । সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই কি একই মতবাদী, একই শীলসমন্বিত, একই প্রত্যয বিশিষ্ট, একই লক্ষ্যানুসাবী ?’

‘হে দেবেন্দ্র । তাহা নয ।’

‘দেব । কেন নয ?’

‘হে দেবেন্দ্র । পৃথিবীৰ মনুষ্যাগণ একাধিক এবং নানাবিধ প্রকৃতিসম্পন্ন । সেই কাৰণে যে ব্যক্তি যে প্রকৃতি বিশিষ্ট সে সেই প্রকৃতিকেই দৃঢ়তাৰ সহিত আশ্রয কবিষা তাহাতেই লগ্ন হইষা স্থিৰ কৰে : “ইহাই সত্য, আৰ সকল মিথ্যা ।” এই নিমিত্ত সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ একই মতবাদী, একই শীলসমন্বিত একই প্রত্যয বিশিষ্ট, একই লক্ষ্যানুসাবী নহে ।’

‘দেব । সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই কি চৰম নিষ্ঠাবান, চৰম মনুজিলম্ব, চৰম ব্রহ্মচাবী, চৰম পূৰ্ণতা প্রাপ্ত ?’

‘হে দেবেন্দ্র । তাহা নয ।’

‘দেব । কেন নয ?’

‘হে দেবেন্দ্র । যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ তৃষ্ণাক্ষয হেতু বিমুক্ত তাহাবাই চৰম নিষ্ঠাবান, চৰম মনুজিলম্ব, চৰম ব্রহ্মচাবী, চৰম পূৰ্ণতা প্রাপ্ত । সেইজন্য সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই চৰম নিষ্ঠাবান, চৰম মনুজিলম্ব, চৰম ব্রহ্মচাবী, চৰম পূৰ্ণতা প্রাপ্ত নহে ।’

এইবদ্পে ভগবান দেবেন্দ্র শক্ৰেব প্রশ্নেব উত্তৰ দিলেন । দেবেন্দ্র শক্ৰ আনন্দিত হইষা ভগবদ্বাক্যেব অভিনন্দন ও অনুমোদন কবিলেন : ‘হে

ভগবান, ইহা সত্য ; হে সঙ্গত, ইহা সত্য । প্রশ্নেব ভগবান কত্বক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিষা আমার সংশয় দূর হইয়াছে ।’

৭ । এইরূপে দেবরাজ ঈশ্বর ভগবানের বাক্যেব অনুমোদন ও অভিনন্দন করিষা ভগবানকে এইরূপ করিলেন :

দেব । তৃষ্ণা বোগ, গন্ড, শল্য ; তৃষ্ণাই পদব্দকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই কারণে পদব্দ কখনও উচ্চাবস্থায় কখনও হীনাবস্থায় নীত হয় । দেব, অন্যান্য শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাহাবা ভগবানের অনুবর্তী নহে, তাহাদের যে সকল প্রশ্ন করিবাব সুযোগ মাত্র আমি লাভ করি নাই, ভগবান দীর্ঘকাল সংশয়াভিভূত আমার নিকট সেই সকল প্রশ্নেব মীমাংসা করিষাছেন, আমার বিচিকিৎসা এবং সংশয় বৃদ্ধ শল্য ভগবান কত্বক উৎপাটিত হইয়াছে ।’

‘হে দেবেন্দ্র । এই সকল প্রশ্ন তুমি অপব শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিষাছ কি ?’

‘দেব । জিজ্ঞাসা করিষাছি ।’

‘হে দেবেন্দ্র । যদি তোমাব পক্ষে ক্লেশজনক না হয়, তাহা হইলে তাহাবা কি উত্তর দিষাছেন প্রকাশ কব ।’

‘হে দেব । যে স্থানে ভগবান অথবা তৎসদৃশগণ উপবিষ্ট সে স্থানে ইহা আমার পক্ষে ক্লেশজনক নহে ।’

‘তাহা হইলে, হে দেবেন্দ্র । প্রকাশ কব ।’

‘দেব । যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকে আমি নির্জন অবগ্যবাসী বলিষা মনে করি, তাহাদের নিকট গমন করিষা আমি এই সকল প্রশ্ন করিষাছিলাম, জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাবা প্রশ্নেব উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই, অসমর্থ হইয়া তাহাবা আমাকেই প্রতিপ্রশ্ন করিষাছিলেন : ‘আযুজ্জানের নাম কি ?’ আমি উত্তর করিষাছিলাম : “মহাশয়, আমি দেবেন্দ্র শত্রু ।” তাহাবা পুনবায় আমাকেই জিজ্ঞাসা করিষাছিলেন : “আযুজ্জান দেবেন্দ্র ! কোন্ কর্মেব ফলে আপনি এই পদ প্রাপ্ত হইষাছেন ?” আমি ধর্ম্ম য়েব্দপ শ্রবণ করিষাছি এবং আযত্ত করিষাছি তাহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ দিষাছিলাম । তাহাবা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া করিষাছিলেন : “আমরা দেবেন্দ্র শত্রুকে দেখিলাম, তিনি আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেব উত্তর দিষাছেন ।” তাহাবা আমাবই শ্রাবক হইষাছিলেন, আমি তাহাদের শ্রাবক হই নাই, আমি ভগবানের শ্রাবক, স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত-ধর্ম্ম, নিশ্চিতরূপে সম্বোধিপবায়ণ ।’

‘হে দেবেন্দ্র ! তুমি ইতিপূর্বে কখনও এব্দপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য অনুভব কৰিষাছ কি ?’

‘দেব ! কৰিষাছি ।’

‘কিব্দপে তুমি এইব্দপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য ইতিপূর্বে অনুভব কৰিষাছ ?’

‘দেব ? অতীতে দেবাসুৰ সংগ্রাম হইয়াছিল । ঐ সংগ্রামে দেবগণ জয়লাভ কৰিষাছিলেন, অসুৰগণেৰ পৰাজয় হইয়াছিল । সংগ্রামে জয়লাভ কৰিবাব পৰ আমাৰ মনে এই চিন্তাব উদয় হইয়াছিল : “দেবভোগ্য অমৃত এবং অসুৰভোগ্য অমৃত উভয় অমৃতই দেবগণ পান কৰিবেন ।” কিন্তু, দেব, দণ্ড ও শস্ত্ৰ প্ৰয়োগ দ্বাৰা লব্ধ আমাৰ এই সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভ নিৰ্বোদ, বিবাগ, নিবোধ, শাস্তি, অভিভ্ৰা, সম্বোধি এবং নিষ্বাণেৰ অনুকুল নহে । কিন্তু, ভগবানেৰ নিকট হইতে ধৰ্ম্ম শ্ৰবণ কৰিষা আমাৰ যে সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভ হইয়াছে—যাহা দণ্ড ও শস্ত্ৰ দ্বাৰা অৰ্জিত নহ—সেই সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য একান্তব্দপে নিৰ্বোদ, বিবাগ, নিবোধ, শাস্তি, অভিভ্ৰা, সম্বোধি এবং নিষ্বাণেৰ অনুকুল ।’

৮। ‘হে দেবেন্দ্র ! কিব্দপ অনুভূতিৰ দ্বাৰা তুমি এই প্ৰকাৰ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইষাছ ?’

‘দেব ! ছয় প্ৰকাৰ অনুভূতিৰ দ্বাৰা আমি এই প্ৰকাৰ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইষাছি :

‘দেবব্দপে এইস্থানেই স্থিতিকালে আমি পুনৰায়

আব্দলব্ধ*—দেব, এইব্দপ অবগত হউন ।

‘দেব ! ইহাই প্ৰথম অনুভূতি যাহাব দ্বাৰা আমি উক্তব্দপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইষাছি ।

‘দেব-কাষ হইতে চ্যুত হইষা অ-মনুষ্য জীবন

পৰিত্যাগ কৰিষা আমি স্বীয় ইচ্ছানুব্দপ গৰ্ভে

প্ৰবেশ কৰিব ।

‘দেব ! ইহাই দ্বিতীয় অনুভূতি যাহাব দ্বাৰা আমি উক্তব্দপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইষাছি ।

*[সংস্কৃত অন্তৰ্গত কৰ্ম্মেৰ বিপাকবশতঃ]

‘আমার প্রশ্নসমূহ মীমাংসিত ; আমি শাসনে
বত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক স্মৃতি ও
সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া আৰ্য্যমার্গেব অনুসরণ
করিব ।

‘দেব । ইহাই তৃতীয় অনুভূতি যাহাব দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও
সৌমিনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি ।

‘আৰ্য্যমার্গে ভ্রমণ করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইলে
আমি জ্ঞাতা হইয়া বিহাব করিব, উহাই চব্বম
পরিণতি ।

‘দেব । ইহাই চতুর্থ অনুভূতি যাহাব দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও
সৌমিনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি ।

‘মনুষ্য দেহ হইতে চ্যুত হইয়া, মনুষ্য জীবন
পবিত্যাগ করিয়া আমি উত্তম দেবলোকে
দেবরূপে উৎপন্ন হইব ।

‘দেব । ইহাই পঞ্চম অনুভূতি যাহাব দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও
সৌমিনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি ।

‘ঐ সকল অকর্নিষ্ঠ দেবগণ অপবাপর দেবতা
হইতে শ্রেষ্ঠ , যখন আমার অস্তিম জন্ম হইবে,
তখন ঐ দেবলোকেই আমার বাসস্থান হইবে ।

‘দেব ! ইহাই ষষ্ঠ অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও
সৌমিনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি ।

৯ । সংশয় বিহবলচিত্তে তথাগতেব অন্বেষণে দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়াছি-
আমাব সংকল্প পূর্ণ হয় নাই ।

যে সকল ভ্রমণকে নিজ্জর্নবাসী মনে করিয়াছিলাম,
তাঁহাবা সম্বুদ্ধ এইরূপ স্থিতি করিয়া আমি
তাঁহাদের উপাসনায যাইতাম ।

“কিসে সিদ্ধিলাভ হয় ? কিসেই বা ব্যর্থতা হয় ?”

ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাবা মার্গ অথবা
প্রতিপদা কোন বিষয়েই আমাকে শিক্ষাদানে
সমর্থ হন নাই ।

যখন তাঁহাৰা জানিতে পাইতেন আমি দেববাজ শক্ৰ,
তখন তাঁহাৰা আমাকেই জিজ্ঞাসা কৰিতেন
কিব্দূপ কৰ্ম্মেৰ ফলে আমি এইব্দূপ অবস্থা প্ৰাপ্ত
হইযাছি ।
আমি তাঁহাদিগকে য়েব্দূপ আমি শ্ৰবণ কৰিযাছি এবং
য়েব্দূপ সকলেই শ্ৰবণ কৰিতে পাৰে,
সেইব্দূপ ধৰ্ম্মেৰ উপদেশ দান কৰিতাম ।
তাঁহাৰা আনন্দিত হইয়া কহিতেন, “আমবা বাসবের
দৰ্শন লাভ কৰিলাম ।”
কিন্তু সংশয়-তাবণ বুদ্ধকে দেখিযা, সম্বুদ্ধের
পূজা কৰিযা আজ আমি নিভৰ্স ।
তুষাব্দূপ শল্যেৰ উৎপাটক অতুলনীয় মহাবীৰ
আদিত্যবন্ধু-বুদ্ধকে বন্দনা কৰিতেছি । ভগবন্ ।
দেবগণ সহ য়ে নমস্কাৰ ব্ৰহ্মাকে কৰিতাম,
আজ হইতে সেই নমস্কাৰ আপনাকে কৰিব ।
আপনিই সম্বুদ্ধ, আপনিই সৰ্ব্বোত্তম শান্তা, দেবগণসহ
সৰ্ব্বলোকে আপনাব ন্যায প্ৰবুদ্ধ নাই ।’

১০। অতঃপৰ দেবেন্দ্ৰ শক্ৰ গন্ধৰ্ব পুত্ৰ পণ্ডশিখকে সম্বোধন
কৰিলেন :

‘প্ৰিয় পণ্ডশিখ । ভগবানকে প্ৰথমে প্ৰসন্ন কৰিযা তুমি আমাব বহু উপকাৰ
কৰিযাছ । তুমি ভগবানকে প্ৰথমে প্ৰসন্ন কৰিবাব পৰ আমবা ভগবান অহং
সম্যক সম্বুদ্ধেৰ দৰ্শনাত্ম গমনে সক্ষম হইযাছিলাম । তোমাকে তোমাব
পৈতৃক স্থানে বক্ষা কৰিব, তুমি গন্ধৰ্ববাজ হইবে, তোমাব প্ৰাৰ্থিত ভদ্ৰা
সুৰ্য্যবৰ্চসাকে তোমাৰ দান কৰিতেছি ।’

অনন্তৰ দেববাজ শক্ৰ হস্ত দ্বাবা ভূমি স্পৰ্শ কৰিযা বাবগ্ৰথ উচ্চৈঃস্ববে
ভাবোচ্ছ্বাস প্ৰকাশ কৰিলেন :

‘ভগবান অহং সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কাৰ ।
ভগবান অহং সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কাৰ ।
ভগবান অহং সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কাৰ ।’

এই উচ্ছ্বাস ব্যতীত হইবার কালে দেববাজ শব্দের বিবক্ত বীভৎস ধর্মচন্দ্র উৎপন্ন হইল : 'উৎপত্তিশীল সর্ববস্তুরই বিনাশশীল।' অপরাপর অশীতি সহস্র লেবগণেও এইরূপই হইল। এইরূপ দেববাজ শব্দ কতৃক তাঁহার দ্বারিত প্রশ্ন সমুদয় সিদ্ধাসিত হইলে ভগবান ঐ সকলের উত্তর দিলেন। এই কারণে এই প্রস্তোতবের নাম 'সহ-পণ্ডিত' (শব্দ-প্রশ্ন) হইয়াছে।

। সহ-পণ্ডিত সন্তোষ সমাপ্ত।

২২। মহাস্মৃতিপট্ঠান সূত্রান্ত

[মহাস্মৃতি গ্রন্থান সূত্রান্ত]

আমি এইব্দপ শ্রবণ করিযাছি।

১। এক সময়ে ভগবান কুব্জবাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। কম্বাসধম্ম নামে কুব্জদেশে একটি নগর আছে। সেইস্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন—“ভিক্ষুগণ।” ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন “ভণ্ডে!” তখন ভগবান কহিলেনঃ

ভিক্ষুগণ। সত্ত্বগুণেব বিশুদ্ধিব নিমিত্ত, শোক ও বিলাপেব বিনাশেব জন্য, দঃখ ও দৌঃখনিস্য দঃব করিযাব জন্য, সত্য প্রাপ্তি ও নিঃস্বাণেব সাক্ষাতকাবেব নিমিত্ত চারি স্মৃতি গ্রন্থান একমাত্র মার্গ।

ঐ চারিটি কি কি? ভিক্ষুগণ? এই শাসনে ভিক্ষু কাষে কাযানুপশ্যী হইযা, উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইযা লোকসমুলভ অভিধ্যা দৌঃখনিস্য বিদঃবিত করিযা বিহার কবেন—বেদনায বেদনানুপশ্যী হইযা উদ্দীপনা বিদঃবিত করিযা বিহার কবেন—চিন্তে চিন্তানুপশ্যী হইযা উদ্দীপনা বিদঃবিত করিযা বিহার কবেন—ধম্মে ধম্মানুপশ্যী হইযা উদ্দীপনা...বিদঃবিত করিযা বিহার কবেন।

২। কিব্দপে ভিক্ষু কাষে কাযানুপশ্যী হইযা বিহার কবেন?

ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু অবণ্য, বৃক্ষমূল অথবা শূন্যাগাবে গমন করিযা পর্য্যাবদ্ধ হইযা দেহকে ঋজুভাবে বন্ধা করিযা পবিত্রস্থে স্মৃতি উপস্থাপিত করিযা উপবেশন কবেন। তিনি স্মৃতিসম্পন্ন হইযা শ্বাস ত্যাগ কবেন, স্মৃতিসম্পন্ন হইযা উহা গ্রহণ কবেন। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবিলে ‘দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছি’ ইহা জানেন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ কবিলে ‘দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি’ ইহা জানেন। হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ কবিলে ‘হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করিতেছি’ ইহা জানেন, হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ কবিলে ‘হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করিতেছি’ ইহা জানেন। ‘সর্বদেহেব অনঃভূতি সম্পন্ন হইযা শ্বাস ত্যাগ করিতেছি’ এইব্দপ অভ্যাস কবেন। সর্বদেহেব অনঃভূতি সম্পন্ন হইযা শ্বাস গ্রহণ করিতেছি’ এইব্দপ অভ্যাস কবেন। ‘কাষ-সংস্কাবকে প্রশুদ্ধ করিযা শ্বাস

ত্যাগ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস কবেন ; 'কায়-সংস্কারকে প্রশস্ত করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন ।

ভিক্ষুগণ ! যেখানে কোন দক্ষ ভ্রমকার অথবা তাহার শিক্ষার্থী দীর্ঘ (সূত্র) আকর্ষণ করিলে 'দীর্ঘ আকর্ষণ করিতেছি' ইহা জানে ; অথবা হ্রস্ব আকর্ষণ করিলে 'হ্রস্ব আকর্ষণ করিতেছি' ইহা জানে, সেইরূপই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকালে.. 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছি...প্রশস্ত করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস কবেন ।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে কাষে কাষানুপশ্যী হইয়া বিহার কবেন, বাহিবে কাষে কাষানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে কাষে কাষানুপশ্যী হইয়া বিহার কবেন ; কাষে উৎপত্তি ধম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার কবেন ; অথবা কাষে বিনাশ ধম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন ; অথবা কাষে উৎপত্তি ও বিনাশ ধম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার কবেন ; অথবা 'কায় বিদ্যমান' তাহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য ; তিনি অনিশ্চিত হইয়া অবস্থান কবেন, জগতেব কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন কবেন না । ভিক্ষুগণ ! এইরূপেই ভিক্ষু কাষে কাষানুপশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন ।

৩। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গমনকালে "গমন করিতেছি" ইহা উত্তমরূপে জানেন : দণ্ডায়মান থাকিলে 'দণ্ডায়মান বহিষাছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন, "উপবিষ্ট থাকিলে 'উপবিষ্ট আছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন ; শায়িত থাকিলে 'শয়ন করিয়া আছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন । এইরূপে যখন তাহার দেহ যেখানে অবস্থিত হয় তখন তিনি তাহা সেইরূপেই দেখেন ।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে, অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কাষে কাষানুপশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন ; কাষে উৎপত্তিধম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার কবেন, উৎপত্তি ও বিনাশধম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার কবেন ; 'কায় বিদ্যমান' তাহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য ; তিনি অনিশ্চিত হইয়া অবস্থান কবেন, জগতেব কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন কবেন না । ভিক্ষুগণ ! এইরূপেই ভিক্ষু কাষে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন ।

৪। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু গমনে প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞানানু-শীলনকারী হন ; অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কেচনে, প্রসাবণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-

চীৰব ধাৰণে, আহাৰে, পানে, খাদনে, আশ্বাদনে, শবীবৃত্ত্য সম্পাদনে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগৰণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাৱে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন কৰেন।

এইবদেপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিৰে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিৰে কাষে কাষানুপাশ্যী হইয়া অবস্থান কৰেন ; কাষে উৎপত্তিধৰ্ম্মানুপাশ্যী হইয়া বিহাব কৰেন, বিনাশধৰ্ম্মানুপাশ্যী হইয়া বিহাব কৰেন, উৎপত্তি ও বিনাশধৰ্ম্মানুপাশ্যী হইয়া বিহাব কৰেন, 'কাষ বিদ্যমান' তাহাব এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতিৰ জন্য, তিনি অনিশ্চিত হইয়া অবস্থান কৰেন, জগতেব কোন বস্তুতেই আসক্তিব উৎপাদন কৰেন না। এই বদেপেই, ভিক্ষুগণ।

ভিক্ষু কাষে কাষানুপাশ্যী হইয়া অবস্থান কৰেন।

৫। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু পদতল হইতে উৰ্দ্ধে এবং কেশাগ্র হইতে নিম্নে স্বকপৰিবেষ্টিত নানাপ্ৰকাৰ অশূচিপদাৰ্ণ এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ কৰেন : 'এই দেহ কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মূত্রাশয়, স্থাপিণ্ড, যকৃৎ, ক্লেম (পিত্তকোষ), প্লীহা, ফুস্ফুস, অন্ত্ৰ, ক্ষুদ্রান্ত্ৰ, উদব, পূৰ্বীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পদ্য, বস্তু, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, লাল্য, নাসামল, লসিকা ও মূত্র আছে।'

যেবদেপ, ভিক্ষুগণ ! শালি, বৃহি, মৃগ, মাষ, তিল, তণ্ডুলাদি নানাবিধ শস্যপদাৰ্ণ দ্বিমুখ বিশিষ্ট গোণী অনাবৃত্ত কৰিয়া চক্ষুৰ্জ্ঞান পূৰ্ব্বৰ প্রত্যবেক্ষণ কৰেন : 'ইহা শালি, ইহা বৃহি, ইহা মৃগ, ইহা মাষ, ইহা তিল, ইহা তণ্ডুল' —সেইবদেপেই ভিক্ষু পদতল হইতে উৰ্দ্ধে এবং কেশাগ্র হইতে নিম্নে স্বকপৰিবেষ্টিত নানাপ্ৰকাৰ অশূচিপদাৰ্ণ এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ কৰেন : 'এই দেহে কেশ মূত্র আছে।'

এইবদেপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিৰে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিৰে কাষে কাষানুপাশ্যী হইয়া অবস্থান কৰেন।

৬। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু এই দেহ যেবদেপেই স্থাপিত হউক, যেবদেপেই অবস্থিত হউক, উহাকে উহাব মূল তত্ত্বানুসারে প্রত্যবেক্ষণ কৰেন : 'এই দেহে ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং বায়ু ধাতু আছে।'

যেবদেপ, ভিক্ষুগণ ! দক্ষ গো-ঘাতক অথবা তাহাব সহকাৰী গাভী বধ কৰিয়া উহা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত কৰিয়া চতুৰ্দ্ধাপথে উপবিষ্ট থাকে, সেইবদেপেই ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু এই দেহ যেবদেপেই স্থাপিত হউক, যেবদেপেই

অবাস্তিত হউক, উহাকে উহাব মূল তত্ত্বানুসারে প্রত্যবেক্ষণ কবেন : ‘এই দেহে ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং বায়ু ধাতু আছে ।’

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে...কাষে কাষানুপাশ্যী হইয়া অবস্থান করেন ।

৭। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু শ্মশানে পবিত্র্যুক্ত একদিনের মৃত, দুই দিনের অথবা তিন দিনের মৃত, স্ফীত, বিনীল, পুষ্পপূর্ণ দেহ দেখেন, তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা কবেন : ‘এই দেহও ঐরূপ ধর্মাবিশিষ্ট, ঐরূপ পবিগাম সম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত ।’

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে...কাষে কাষানুপাশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন ।

৮। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পবিত্র্যুক্ত দেহকে কাক, কুলাল, গৃধ্র, কুর্কর, শৃগাল প্রভৃতি বিবিধ প্রাণী ভক্ষণ করিতেছে, তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা কবেন : ‘এই দেহও ঐরূপ ধর্মাবিশিষ্ট, ঐরূপ পবিগাম সম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত ।’

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে...কাষে কাষানুপাশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন ।

৯। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পবিত্র্যুক্ত দেহ অস্থি-শৃঙ্খল, বক্তমাংসযুক্ত স্নায়ুবদ্ধ...অস্থিশৃঙ্খল মাংসহীন রক্তমাক্ত স্নায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খল বক্তমাংসহীন স্নায়ুসম্বদ্ধ...চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অস্থিপুঞ্জ, একস্থানে হস্তাস্থি, একস্থানে পাদাস্থি, একস্থানে জঘা-অস্থি, একস্থানে উরু-অস্থি, একস্থানে কটি-অস্থি, একস্থানে পৃষ্ঠাস্থি, একস্থানে শীর্ষকটাহ ; তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা কবেন : ‘এই দেহও ঐরূপ ধর্মাবিশিষ্ট, ঐরূপ পবিগাম সম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত ।’

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে...কাষে কাষানুপাশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন ।

১০। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পবিত্র্যুক্ত দেহ, উহা শ্বেত শঙ্খবর্ণনিভ...উহাব বর্ষাধিকের পুঞ্জীভূত গলিত চূর্ণীকৃত অস্থিপুঞ্জ ; তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা কবেন : ‘এই দেহও ঐরূপ ধর্মাবিশিষ্ট, ঐরূপ পবিগাম সম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত ।’

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে কাষে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১১। ভিক্ষুগণ। কি প্রকারে ভিক্ষু বেদনাষ বেদনানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন ?

ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু সুখবেদনা অনুভব কালে 'সুখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, দুঃখবেদনা অনুভব কালে 'দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব কালে 'অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, সামিষ (পার্থিব) সুখ-বেদনা অনুভব কালে 'সামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছি, ইহা জানেন, নিবামিষ সুখবেদনা অনুভব কালে 'নিবামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, সামিষ দুঃখবেদনা অনুভব কালে 'সামিষ দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, নিবামিষ দুঃখবেদনা অনুভব কালে 'নিবামিষ দুঃখ-বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন সামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব কালে 'সামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, নিবামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব কালে 'নিবামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে বেদনাষ বেদনানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, বেদনাষ উৎপত্তি ধম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব করেন, বিনাশধম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ ধম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব করেন, 'বেদনা বিদ্যমান,' তাহাব এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতিব জন্য, তিনি অনিশ্চিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতেব কোন বস্তুতেই আসক্তিব উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু বেদনাষ বেদনানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১২। ভিক্ষুগণ। কিরূপে ভিক্ষু চিন্তে চিন্তানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন ?

ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু চিন্তা সবাগ হইলে উহা সবাগ তাহা অবগত হন, অথবা চিন্তা বিবাগ হইলে উহা বিবাগ তাহা অবগত হন, অথবা চিন্তা দ্বৈষদ্ব্যক্ত হইলে উহা দ্বৈষদ্ব্যক্ত তাহা অবগত হন, দ্বৈষহীন হইলে উহা দ্বৈষহীন তাহা অবগত হন, মোহদ্ব্যক্ত হইলে উহা মোহদ্ব্যক্ত তাহা অবগত হন, মোহমুক্ত হইলে উহা মোহমুক্ত তাহা অবগত হন, একাগ্র হইলে উহা একাগ্র তাহা

অবগত হন, বিক্ষিপ্ত হইলে উহা বিক্ষিপ্ত তাহা অবগত হন, উন্নত (মহদগত) হইলে উহা উন্নত তাহা অবগত হন, অনন্নত হইলে উহা অনন্নত তাহা অবগত হন, আদর্শের নিম্নে অবস্থিত হইলে উহা ঐ অবস্থাসম্পন্ন তাহা অবগত হন, আদর্শে উপনীত হইলে উহা আদর্শ তাহা অবগত হন, সমাহিত হইলে উহা সমাহিত তাহা অবগত হন, অসমাহিত হইলে উহা অসমাহিত তাহা অবগত হন, বিমুক্ত হইলে উহা বিমুক্ত তাহা অবগত হন, অবিমুক্ত হইলে উহা অবিমুক্ত তাহা অবগত হন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে চিন্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, চিন্তে উৎপত্তি ধ্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশধ্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশধ্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; ‘চিত্ত বিদ্যমান’ তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্চিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চিন্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১৩। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু ধ্মে ধ্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন?

ভিক্ষু পঞ্চ নীববণ সম্বন্ধে ধ্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

তিনি অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ বর্ত্তমান থাকিলে, ‘অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ বিদ্যমান’ ইহা অবগত হন, অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ বর্ত্তমান না থাকিলে, ‘অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ নাই’ ইহা অবগত হন, যেভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেভাবে উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেভাবে প্রহীন কামচ্ছন্দের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্মে ব্যাপাদ বর্ত্তমান থাকিলে, ‘অধ্যাত্মে ব্যাপাদ বিদ্যমান’ ইহা অবগত হন, অধ্যাত্মে ব্যাপাদ বর্ত্তমান না থাকিলে, ‘অধ্যাত্মে ব্যাপাদ নাই’ ইহা অবগত হন। যেভাবে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেভাবে উৎপন্ন ব্যাপাদ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেভাবে প্রহীন ব্যাপাদের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ বর্ত্তমান থাকিলে, অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ বিদ্যমান’ ইহা অবগত হন, অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ বর্ত্তমান না থাকিলে, ‘অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ

নাই' ইহা অবগত হন, যেদূপে অন্তঃপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেদূপে উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেদূপে প্রহীন স্ত্যানমিদ্ধেব ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন ।

তিনি অধ্যাত্মে ঔদ্ধত্য-কুতৃত্য বর্তমান থাকিলে অধ্যাত্ম ঔদ্ধত্য কুতৃত্য বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেদূপে উহাব উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, উৎপন্ন হইলে যেদূপে উহা প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, প্রহীন হইবাব পৰ ভবিষ্যতে যেদূপে উহাব উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন ।

অধ্যাত্মে বিচিকিৎসা বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেদূপে উহাব উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, উৎপন্ন হইলে যেদূপে উহা প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, প্রহীন হইবাব পৰ ভবিষ্যতে যেদূপে উহাব উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন ।

এইদূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে ধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মান্দু-পশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন, ধৰ্ম্মে উৎপত্তি ধৰ্ম্মান্দুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন, বিনাশধৰ্ম্মান্দুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন, উৎপত্তি ও বিনাশধৰ্ম্মান্দুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন ; 'ধৰ্ম্মসমূহ বিদ্যমান' তাহাব এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতিব জন্য , তিনি অনিশ্চিত হইয়া অবস্থান কবেন, জগতেব কোন বস্তুতেই আসক্তিব উৎপাদন কবেন না । এইদূপেই ভিক্ষুগণ । ভিক্ষু পণ্ড নীববণ সম্বন্ধে ধৰ্ম্মান্দুপশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন ।

১৪ । পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ । ভিক্ষু পণ্ড উপাদান স্কন্ধ সম্পর্কে ধৰ্ম্মান্দু-পশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন ।

কিবদূপে ?

তিনি জানিতে পান 'ইহা বদূপ, ইহা বদূপেব উৎপত্তি, ইহা বদূপেব নিবোধ (ধবংস)—ইহা বেদনা, ইহা বেদনাব উৎপত্তি, ইহা বেদনাব নিবোধ—ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞাব উৎপত্তি, ইহা সংজ্ঞাব নিবোধ—ইহা সংস্কাৰ, ইহা সংস্কাৰেব উৎপত্তি, ইহা সংস্কাৰেব নিবোধ—ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানেব উৎপত্তি, ইহা বিজ্ঞানেব নিবোধ ।

এইদূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে ধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মান্দু-পশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন, ধৰ্ম্মে উৎপত্তি ধৰ্ম্মান্দুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন,

বিনাশধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন, উৎপত্তি ও বিনাশধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন, ‘ধৰ্ম্মসমূহ বিদ্যমান’ তাঁহাব এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতিৰ জন্য, তিনি অনিশ্চিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতেৰ কোন বস্তুতেই আসক্তিব উৎপাদন কবেন না। এইবুদেই, ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু পণ্ড উপাদান স্কন্ধ সম্বন্ধে ধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন।

১৫। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু ছয় আধ্যাত্মিক ও ছয় বাহিৰ আযতন সম্পৰ্কে ধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন।

কিবুদে ?

ভিক্ষু চক্ষু কি তাহা জানেন, বদ্বপ কি তাহা জানেন, উভয়েৰ কাৰণে যে সংযোজনেৰ উৎপত্তি হয় তাহাও জানেন, য়েবুদে অনুৎপন্ন সংযোগেৰ উৎপত্তি হয় তাহা জানেন, য়েবুদে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীন হয় তাহা জানেন, য়েবুদে প্রহীন সংযোজনেৰ ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা জানেন শ্রোত এবং শব্দ ঘ্রাণ এবং গন্ধ জিহবা এবং বস কাষ এবং স্পৰ্শ মন এবং ধৰ্ম্ম কি তাহা জানেন, উভয়েৰ কাৰণে যে সংযোজনেৰ উৎপত্তি হয় তাহাও জানেন, য়েবুদে অনুৎপন্ন সংযোজনেৰ উৎপত্তি হয় তাহা জানেন, য়েবুদে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীন হয় তাহা জানেন, য়েবুদে প্রহীন সংযোজনেৰ ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা জানেন।

এইবুদে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিৰে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিৰে ধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন, ধৰ্ম্মে উৎপত্তিধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন, বিনাশধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন, উৎপত্তি ও বিনাশধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন, ‘ধৰ্ম্মসমূহ বিদ্যমান’ তাঁহাব এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান প্রতিস্মৃতিৰ জন্য ; তিনি অনিশ্চিত হইয়া অবস্থান কবেন, জগতেৰ কোন বস্তুতেই আসক্তিব উৎপাদন কবেন না। এইবুদেই, ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু ছয় আধ্যাত্মিক ও ছয় বাহিৰ আযতন সম্পৰ্কে ধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন।

১৬। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ ভিক্ষু সপ্ত বোধাত্মকে ধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন।

কিবুদে ?

অধ্যাত্মে স্মৃতি সম্বোধাত্মক বৰ্ত্তমান থাকিলে তিনি ‘উহা বৰ্ত্তমান’ ইহা অবগত হন। উহা বৰ্ত্তমান না থাকিলে ‘উহা নাই’ ইহা অবগত হন, যে-

বদ্পে উহাব উৎপত্তি হয তাহা অবগত হন, যেবদ্পে ভাবনাব দ্বাবা উহাব পৰিপূৰ্ণতা সাধিত হয তাহাও জানেন ।

অধ্যাত্মে ধৰ্ম্মবিচয সম্বোধ্যঙ্গ থাকিলে ইত্যাদি...

অধ্যাত্মে বীৰ্য্য সম্বোধ্যঙ্গ বৰ্ত্তমান থাকিলে...ইত্যাদি...

অধ্যাত্মে প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ বৰ্ত্তমান থাকিলে...ইত্যাদি...

• অধ্যাত্মে প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ বৰ্ত্তমান থাকিলে...ইত্যাদি...

• অধ্যাত্মে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ বৰ্ত্তমান থাকিলে...ইত্যাদি...

অধ্যাত্মে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ বৰ্ত্তমান থাকিলে 'উহা বৰ্ত্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বৰ্ত্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেবদ্পে অনূপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তি হয তাহা অবগত হন, যেবদ্পে উহাব পৰিপূৰ্ণতা সাধিত হয তাহাও জানেন ।

এইবদ্পে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে ধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মানু-
পশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন, ধৰ্ম্মে উৎপত্তি ধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন,
বিনাশধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহাব কবেন, উৎপত্তি ও বিনাশধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া
বিহাব কবেন, 'ধৰ্ম্মসমূহ বৰ্ত্তমান' তাহাব এই স্মৃতি উপন্ন হয কেবল
মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতিৰ জন্য ; তিনি অনিশ্চিত হইয়া অবস্থান কবেন, জগতেব
কোন বস্তুতেই আসক্তিব উপাদান কবেন না । এইবদ্পেই ভিক্ষুগণ । ভিক্ষু
সপ্ত বোধ্যঙ্গ সম্পর্কে ধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন ।

১৭। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ । ভিক্ষু চাৰি আৰ্য্যসত্য ধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মানুপশ্যী
হইয়া অবস্থান কবেন ।

কিবদ্পে ?

ভিক্ষু 'ইহা দঃখ' যথার্থবদ্পে অবগত হন, 'ইহা দঃখেব উৎপত্তি'
যথার্থবদ্পে অবগত হন, 'ইহা দঃখেব নিবোধ' যথার্থবদ্পে অবগত হন, 'ইহা
দঃখ নিবোধেব মার্গ' যথার্থবদ্পে অবগত হন ।

১৮। ভিক্ষুগণ । দঃখ আৰ্য্যসত্য কি ?

জাতি দঃখ, জবা দঃখ, ব্যাধি দঃখ, মবণ দঃখ, শোক বিলাপ দঃখ,
দৌৰ্দ্দৰ্শন্য, উপাযাস দঃখ, ইচ্ছিতেব অপ্ৰাপ্তি দঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান
স্কন্ধ দঃখ ।

ভিক্ষুগণ । জাতি কি ? ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীৰ ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম,
উৎপত্তি, আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, স্কন্ধসমূহেব প্রকাশ, আযতন লাভ, ভিক্ষুগণ
ইহাই জাতি কথিত হয ।

ভিক্ষুগণ! জরা কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থী ভিন্ন ভিন্ন দেহে জবা, জীর্ণতা, দস্তহীনতা, কেশের শূন্যতা, ত্বকের কুণ্ঠন, আয়ুষ্কীর্তা, ইন্দ্রিয় সমূহের বিকৃতি; ভিক্ষুগণ! ইহাই জবা কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! মরণ কি? প্রাণীগণের আপন আপন যোনি হইতে চ্যুতি, চ্যবন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালক্রিয়া, স্কন্ধ সমূহের ভেদ কলেবরের নিক্ষেপ; ভিক্ষুগণ! ইহাই মরণ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! শোক কি? ভিক্ষুগণ! বিভিন্ন ব্যসনাপন্ন বিভিন্ন দঃখধর্মস্পৃষ্টের শোক, শোচনা, মর্মপীড়া, প্রিষবিষগোল্লভূত চিত্তসন্তাপ ও বিহবলতা; ভিক্ষুগণ! ইহাই শোক কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! বিলাপ কি? বিবিধ ব্যসনাপন্ন বিবিধ দঃখধর্মস্পৃষ্টের আ-দেব, পবিদেব, আবেদনা, পবিদেবনা, আদেবিতত্ত্ব, পরিদেবিতত্ত্ব; ভিক্ষুগণ! ইহাই বিলাপ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! দঃখ কি? দৈহিক ক্লেশ, দৈহিক বেদনা, অ-সাত অনন্ডব রূপ কাষসংস্পর্শজ বেদনা; ভিক্ষুগণ! ইহাই দঃখ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! দৌর্ম্মনস্য কি? মানসিক ক্লেশ, মানসিক বেদনা, অ-সাত অনন্ডবরূপ চিত্তসংস্পর্শজ বেদনা, ভিক্ষুগণ! ইহাই দৌর্ম্মনস্য কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! উপায়াস কি? বিভিন্ন ব্যসনাপন্ন বিভিন্ন দঃখধর্মস্পৃষ্টের ক্লান্তি, শবীর দৌর্ম্বল্য, অশান্তি, অনৈর্ঘ্য; ভিক্ষুগণ! ইহাই উপায়াস কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! ইচ্ছিতেব অপ্ৰাপ্তি দঃখ কি? ভিক্ষুগণ! জাতিধর্মসম্পন্ন প্রাণীগণের এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়: ‘হায়! যদি আমবা জাতিধর্মসম্পন্ন না হইতাম, যদি আমবা জাতি হইতে মুক্ত হইতাম!’ কিন্তু মাত্র ইচ্ছাতেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। ইহাই ইচ্ছিতেব অপ্ৰাপ্তি দঃখ। জবা, ব্যাধি, মরণ, শোক-বিলাপ-দঃখ-দৌর্ম্মনস্য-উপায়াস ধর্মসম্পন্ন প্রাণীগণের এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়: ‘যদি আমবা জবা, ব্যাধি, মরণ, শোক-বিলাপ-দঃখ-দৌর্ম্মনস্য-উপায়াস ধর্মসম্পন্ন না হইতাম, যদি আমবা ঐ সকল হইতে মুক্ত হইতাম!’ কিন্তু মাত্র ইচ্ছাতেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। ইহাও ইচ্ছিতেব অপ্ৰাপ্তি দঃখ।

ভিক্ষুগণ! ‘সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দঃখ, ইহা কি? যথা রূপ-

উপাদান স্কন্ধ, বেদনা-উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদান স্কন্ধ, ভিক্ষুগণ। ইহাই 'সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ' দৃষ্ট। ভিক্ষুগণ। ইহাই দৃষ্ট আৰ্য্যসত্য কথিত হয়।

১৯। ভিক্ষুগণ। দৃষ্টত্ব উৎপত্তি আৰ্য্যসত্য কি ?

ইহা সেই তৃষ্ণা, যাহা জীবগণকে পুনর্জন্মেব অভিমুখে চালিত কবে, যাহা ভোগানন্দবাগযুক্ত, যাহা স্থান হইতে স্থানান্তরে কামপ্রবৃত্তির চবিতার্থতা অনুভব কবে, যথা কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা।

ভিক্ষুগণ। সেই তৃষ্ণা কোথায় উৎপন্ন হয়, কোথায় স্থিত হয় ? জগতে যাহা প্রিয়, যাহা আনন্দপ্রদ, সেই তৃষ্ণা তাহাতেই উৎপন্ন হয় তাহাতেই স্থিত হয়।

জগতে কোন্ বস্তু প্রিয়, কোন্ বস্তু আনন্দপ্রদ ? জগতে চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন প্রিয়, ইহাবা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

জগতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম প্রিয়, ইহাবা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

জগতে চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান প্রিয়, ইহাবা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ জগতে প্রিয়, ইহাবা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা, কাযসংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়, ইহাবা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপসংজ্ঞা, শব্দসংজ্ঞা, গন্ধসংজ্ঞা, রসসংজ্ঞা, স্পর্শসংজ্ঞা, ধর্মসংজ্ঞা জগতে প্রিয়, ইহাবা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-সংগেতনা, শব্দ-সংগেতনা, গন্ধ-সংগেতনা, রস-সংগেতনা, স্পর্শ-সংগেতনা, ধর্ম-সংগেতনা জগতে প্রিয়, ইহাবা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা ধর্মতৃষ্ণা জগতে প্রিয়, ইহাবা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

বৃপবিতর্ক, শব্দবিতর্ক, গন্ধবিতর্ক, রসবিতর্ক, স্পর্শবিতর্ক, ধর্মবিতর্ক জগতে প্রিয়, ইহাবা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

বৃপবিচার, শব্দবিচার, গন্ধবিচার, রসবিচার, স্পর্শবিচার, ধর্মবিচার জগতে প্রিয়, ইহাবা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।
ভিক্ষুগণ! ইহাই দৃঃখেব উৎপত্তি আর্ষ্যসত্য।

২০। ভিক্ষুগণ! দৃঃখেব নিবোধ আর্ষ্যসত্য কি?

উহা সেই তৃষ্ণা সম্পূর্ণ বৈবাগ্য, তৃষ্ণার সম্পূর্ণ নিবোধ, ত্যাগ, বজ্জর্ন উহা হইতে মুক্তি, উহাতে অপ্রবৃত্তি।

ভিক্ষুগণ! সেই তৃষ্ণা কোথায় পবিত্যক্ত হয়, কোথায় নিবৃদ্ধ হয়? জগতে যাহা প্রিয়, যাহা আনন্দপ্রদ তাহাতেই উহা পবিত্যক্ত হয়, তাহাতেই নিবৃদ্ধ হয়।

জগতে প্রিয় এবং আনন্দপ্রদ কি? জগতে চক্ষু প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এইস্থানেই তৃষ্ণা পবিত্যক্ত, এইস্থানেই নিবৃদ্ধ হয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কাষ, মন জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পবিত্যক্ত হয়, এই সকল স্থানেই নিবৃদ্ধ হয়।

বৃপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ধর্ম জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পবিত্যক্ত হয়, এই সকল স্থানেই নিবৃদ্ধ হয়।

চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কাষ-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পবিত্যক্ত হয়, এই সকল স্থানেই নিবৃদ্ধ হয়।

চক্ষু-সংস্পর্শ...মনোসংস্পর্শ জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা পবিত্যক্ত হয়, ইহাতেই নিবৃদ্ধ হয়।

চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা...মনোসংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এইস্থানেই তৃষ্ণা পবিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিবৃদ্ধ হয়।

বৃপ-সংজ্ঞা...ধর্ম-সংজ্ঞা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পবিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিবৃদ্ধ হয়।

বৃপ-সংগেতনা...ধর্ম-সংগেতনা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পবিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিবৃদ্ধ হয়।

বদ্প-তৃষ্ণা...ধর্ম-তৃষ্ণা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিবদ্ধ হয়।

বদ্পবিতর্ক · শব্দবিতর্ক গন্ধবিতর্ক...বসবিতর্ক...স্পর্শবিতর্ক ধর্ম-বিতর্ক জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিবদ্ধ হয়।

বদ্প-বিচার...শব্দ-বিচার...গন্ধ-বিচার বস-বিচার...স্পর্শ-বিচার...ধর্ম-বিচার জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিবদ্ধ হয়।

২১। ভিক্ষুগণ। দ্বঃখনিবোধেব মার্গ আৰ্য্য সত্য কি ?

ইহা আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কৰ্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যাযাগ, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ। সম্যক দৃষ্টি কি ?

ভিক্ষুগণ। ইহা দ্বঃখেব জ্ঞান, দ্বঃখেব উৎপত্তিব জ্ঞান, দ্বঃখেব নিবোধেব জ্ঞান, এবং দ্বঃখেব নিবোধেব মার্গেব জ্ঞান, ভিক্ষুগণ। ইহাই সম্যক দৃষ্টি।

ভিক্ষুগণ। সম্যক সংকল্প কি ?

ইহা নৈষ্কাম্য-সংকল্প, অ-ব্যাপাদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প, ইহাই, ভিক্ষুগণ। সম্যক সংকল্প।

ভিক্ষুগণ। সম্যক বাক্ কি ?

মিথ্যাভাষণ হইতে বিবর্তি, পিশুন বাক্য হইতে বিবর্তি, প্ৰবদ্য বাক্য হইতে বিবর্তি, তুচ্ছপ্রলাপ হইতে বিবর্তি, ভিক্ষুগণ। ইহাই সম্যক বাক্।

ভিক্ষুগণ। সম্যক কৰ্ম্মান্ত কি ?

প্রাণী হত্যা হইতে বিবর্তি, অদত্তেব গ্রহণ হইতে বিবর্তি, ব্যভিচার হইতে বিবর্তি, ভিক্ষুগণ। ইহাই সম্যক কৰ্ম্মান্ত।

ভিক্ষুগণ। সম্যক আজীব কি ?

ভিক্ষুগণ। আৰ্য্য প্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিহার পূর্বক সম্যক জীবিকা দ্বাৰা জীবন যাপন কবেন, ভিক্ষুগণ। ইহাই সম্যক আজীব।

ভিক্ষুগণ। সম্যক ব্যাযাগ কি ?

ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু অন্তঃপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম সমূহেব উৎপত্তি

নিবারণের জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যম সম্পন্ন হন, বীৰ্য্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্ৰীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। উৎপন্ন পাপ অকুশল ধৰ্ম্ম সমূহের দূৰীকরণের জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যম সম্পন্ন হন, বীৰ্য্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্ৰীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। অনুৎপন্ন কুশল ধৰ্ম্ম সমূহের উৎপত্তির নিমিত্ত সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যম সম্পন্ন হন, বীৰ্য্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্ৰীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। উৎপন্ন কুশলধৰ্ম্ম সমূহের স্থিতির নিমিত্ত, বন্ধাব নিমিত্ত, বৃদ্ধির নিমিত্ত, বিপুলতার নিমিত্ত, ভাবনাব পূর্ণতার নিমিত্ত সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যম সম্পন্ন হন, বীৰ্য্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্ৰীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। ভিক্ষুগণ ! ইহাই সম্যক ব্যায়াম।

ভিক্ষুগণ ! সম্যক স্মৃতি কি ?

ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু কাষে কায়ানুপশ্যাৎ ইহীয়া, উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া, লোক সুলভ অভিধ্যা দৌৰ্দ্দৰ্শস্য বিদূষিত করিয়া বিহাব করেন, বেদনাব...চিন্তে—ধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মানুপশ্যাৎ ইহীয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা ও দৌৰ্দ্দৰ্শস্য বিদূষিত করিয়া বিহাব করেন। ভিক্ষুগণ ! ইহাই সম্যক স্মৃতি।

ভিক্ষুগণ ! সম্যক সমাধি কি ?

ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু কাম হইতে বিবিড় হইয়া, অকুশল ধৰ্ম্ম হইতে বিবিড় হইয়া, সৰ্বিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহাব করেন। বিতর্কবিচাৰের উপশমে তিনি অধ্যাত্মসম্প্রাদাৎ, চিন্তের একীভাব আনন্দনকাবী, অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজ, প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহাব করেন। তিনি প্রীতিতেও বৈবাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষা সম্পন্ন স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত ইহীয়া বিহাব করেন ; তিনি কাষে সুখ অনুভব করেন—যে সুখ সম্বন্ধে আৰ্য্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহাবী—এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিবাজ করেন। ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া, পদ্বেষ্টী সৌমিনস্য-দৌৰ্দ্দৰ্শস্যের তিবোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বাৰা পরিশুদ্ধ চিন্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহাব করেন। ভিক্ষুগণ ! ইহাই সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ । ইহাই দৃঃখ নিবোধের মার্গ আৰ্য্যসত্য ।

এইরূপে ভিক্ষু অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান কবেন, ধর্ম্মে 'উৎপত্তিধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার কবেন, বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার কবেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার কবেন, 'ধর্ম্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহাব এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য, তিনি অনিশ্চিত হইয়া অবস্থান কবেন, জগতেব কোন বস্তুতেই আসক্তিব উৎপাদন কবেন না । ভিক্ষুগণ । এইরূপেই ভিক্ষু চারি আৰ্য্যসত্যে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার কবেন ।

২২ । ভিক্ষুগণ । যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান এইরূপ সপ্তবর্ষ-কাল ভাবনা করিবেন, তাঁহাব দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য : এই জগতেই অবহু লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা । ভিক্ষুগণ । সপ্তবর্ষেব প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান ছয় বৎসব, কাল এইরূপে ভাবনা করিবেন, অথবা পাঁচ বৎসব, অথবা চারি বৎসব, অথবা তিন বৎসব, অথবা দুই বৎসব, অথবা এক বৎসব, এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহাব দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য : এই জগতেই অবহু লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা । ভিক্ষুগণ । এক বৎসবেব প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান সাত মাস, অথবা ছয় মাস, অথবা পাঁচ মাস, অথবা চারি মাস, অথবা তিন মাস, অথবা দুই মাস, অথবা একমাস, অথবা অর্দ্ধমাস এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহাব দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য : এই জগতেই অবহু লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা । ভিক্ষুগণ । অর্দ্ধমাসেব প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান এক সপ্তাহ এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহাব দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য : এই জগতেই অবহু লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা । এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে, 'ভিক্ষুগণ । সত্ত্বগণেব বিশুদ্ধিব নিমিত্ত, শোক ও বিলাপেব জন্য, দৃঃখ ও দৌর্ম্মনস্য দূর করিবাব জন্য, সত্য প্রাপ্তি ও নিব্বাণেব সাক্ষাতকাবের নিমিত্ত চারি স্মৃতি-প্রস্থান একমাত্র মার্গ ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন । আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যেব আনন্দন করিলেন ।

মহাসতিপট্ঠান সূত্রান্ত সমাপ্ত ।

২৩। পায়াসি সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময়ে আয়ুজ্জান কুমার-কস্‌সপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত কোশলদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তত্রত্য সেতব্যা নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেতব্যার উত্তরে স্থিত সিংসপ বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বাজন্য পায়াসি রাজভোগ্য বাজদায, ব্রহ্মদেয়-রূপে কোশলবাজ পসেনদি কর্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ, তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন সেতব্যাতে বাস করিতেছিলেন।

২। ঐ সময় বাজন্য পায়াসির এইরূপ পাপদুর্গিট উপপন্ন হইয়াছিল : পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, স্নেহ ও কুকর্মেব ফল নাই। সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ শুনিলেন : ‘গৌতমের শ্রাবক ভ্রমণ কুমার-কস্‌সপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সেতব্যায় উপনীত হইয়া উহার উত্তরস্থ সিংসপ বনে অবস্থান করিতেছেন। সেই পূজনীয় কুমার কস্‌সপের সম্বন্ধে একরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : “তিনি পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, সুবক্তা, সুপ্রতিভ, সম্মানার্থ এবং অবহত। তথারূপ অবহতের দর্শন কল্যাণজনক।” অনন্তর সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সেতব্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু দলে বিভক্ত হইয়া উত্তর দিকে সিংসপ বনাভিমুখে গমন করিলেন।

৩। ঐ সময় বাজন্য পায়াসী দিবা বিশ্রামের নিমিত্ত প্রাসাদোপরি গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সেতব্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু দলে বিভক্ত হইয়া উত্তরে সিংসপা বনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। উহা দেখিয়া তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন :

‘মন্ত্রী। ব্যোমের ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ কি নিমিত্ত এইরূপে সিংসপা বনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন? উত্তরে মন্ত্রী তাহাকে সমস্ত কহিলেন। তখন তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন, ‘তুমি সেতব্যার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে বল : “বাজন্য পায়াসী এইরূপ কহিয়াছেন : আপনাবা অপেক্ষা কবদন, বাজন্য পায়াসি ভ্রমণ কুমার-কস্‌সপকে দর্শন

কবিবাব নিমিত্ত আসিবেন।” শ্রমণ কুমার কস্‌সপ সেতব্যাব অস্ত্র ও অনাভিষ্ট ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণকে পদ্বৰ্গ হইতেই উপদেশ দিতেছেন : “পবলোকেব অস্তিত্ব আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সদ্‌কৃতি ও দদ্‌কৃতিব ফল আছে।” কিন্তু, মন্ত্ৰি। পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সদ্‌কৃতি ও দদ্‌কৃতিব ফল নাই।’

‘তথাস্তু’ বলিয়া মন্ত্ৰী বাজন্য পাষাসিব আজ্ঞা পালন করিলেন।

৪। তদনন্তর বাজন্য পাষাসি সেতব্যাব ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ পবিবৃত্ত হইয়া সিংসপা বনে আয়ুজ্ঞান কুমার কস্‌সপের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পদ্বৰ্গক প্রীত্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। সেতব্যাব ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও কেহ কেহ তাঁহাকে অভিবাদনপদ্বৰ্গক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ তাঁহাব সহিত প্রীত্যালাপপদ্বৰ্গক ঐবদপে উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ তাঁহাব দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া পদ্বৰ্গক্ৰমে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ নামগোত্র প্রকাশ পদ্বৰ্গক উক্তবিধবদপে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ মৌনীয় হইয়া একান্তে বসিলেন।

৫। আসন গ্রহণান্তে বাজন্য পাষাসি আয়ুজ্ঞান কুমার কস্‌সপকে কহিলেন :

‘হে কস্‌সপ। আমি এইবদপ মত এইবদপ দৃষ্টি পোষণ করি : পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সদ্‌কৃতি ও দদ্‌কৃতিব ফল নাই।’

‘হে বাজন্য। এবদপ মত ও দৃষ্টিসম্পন্ন কাহাকেও আমি দেখি নাই, এবদপ কাহাবও কথা শ্রুনিও নাই। কিবদপে ইহা বলা সম্ভব ; পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সদ্‌কৃতি ও দদ্‌কৃতিব ফল নাই? বাজন্য। এ বিষয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানবদপ উত্তর দিন। বাজন্য! আপনি কি মনে কবেন? এই যে চন্দ্র ও সূর্য—ইহাবা কি ইহলোকে অথবা পবলোকে? ইহাবা দেব অথবা মনুষ্য?’

‘হে কস্‌সপ। চন্দ্র ও সূর্য পবলোকে, ইহলোকে নহে, তাহাবা দেব, মনুষ্য নহে।’

‘হে বাজন্য। ইহা হইতেই আপনাব সিদ্ধান্ত কবা উচিত : পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সদ্‌কৃতি ও দদ্‌কৃতিব ফল আছে।’

৬। ‘প্রক্লেষ কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আগাব এই মত : পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সদ্‌কৃতি ও দদ্‌কৃতিব ফল নাই।’

‘হে রাজপুত্র ! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহাব বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই ?’

‘হে কস্‌সপ ! প্রমাণ আছে ।’

‘রাজপুত্র ! কিরূপ প্রমাণ ?’

‘শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ ! আমার মিত্র ও অমাত্যগণ ছিলেন, বস্ত্রের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যাহাবা প্রাণ বধ করিতেন, অদন্তের গ্রহণ করিতেন, ব্যভিচার করিতেন, যাহাবা মিথ্যাভাষী ছিলেন, যাহাবা পিশুন ও পবুষ বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তুচ্ছ প্রলাপে বত হইতেন, যাহাবা লোভযুক্ত, যাহাবা দ্বেষযুক্ত চিত্ত ও মিথ্যাদর্শিসম্পন্ন ছিলেন । কোন সময়ে তাহাবা বোগগ্রস্ত হইয়া দাবুণ দংশন প্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিযাছি যে তাহাদের আবোগ্য লাভের আশা নাই তখন আমি তাহাদের নিকট গিয়া এইরূপ কহিযাছি : “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহাবা এইরূপ মত ও এইরূপ দর্শিসম্পন্ন :—যাহাবা প্রাণবধ করে, অদন্তের গ্রহণ করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কহে, পিশুন ও পবুষবাক্য উচ্চারণ করে, তুচ্ছ প্রলাপে বত হয়, যাহাবা লোভযুক্ত, দ্বেষযুক্ত-চিত্ত ও মিথ্যাদর্শিসম্পন্ন, তাহাবা দেহের বিনাশে মৃত্যুর পব অপায়-দুর্গতি বিনিপাত সম্পন্ন নিবয়ে উৎপন্ন হয় । আপনাবা প্রাণবধ করিযাছেন, অদন্তের গ্রহণ করিযাছেন, ব্যভিচার করিযাছেন, মিথ্যা কহিযাছেন, পিশুন ও পবুষ-বাক্য উচ্চারণ করিযাছেন, লোভান্বিত হইয়াছেন, দ্বেষদুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদর্শি সম্পন্ন হইয়াছেন । যদি আপনাদের ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের বাক্য সত্য হয়, আপনাবা মৃত্যুর পব দেহের বিনাশে অপায় দুর্গতি-বিনিপাত সম্পন্ন নিবয়ে উৎপন্ন হইবেন । মৃত্যুর পব দেহের বিনাশে যদি আপনাব ঐরূপ দশাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে আমার নিকট আসিযা কহিবেন : পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে । “আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনাবা বিশ্বাসাহ, আপনাবা যাহা স্বয়ং দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব ।” যদিও তাহাবা আমার অনুরোধ বক্ষা করিতে সম্মত হইযাছিলেন, তথাপি তাহাবা আসিযা আমাকে কিছু কহেন নাই, কোন দত্তও প্রেবণ করেন নাই । এই প্রমাণের দ্বাবা আমি বর্দ্ধিতে পারি পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই ।’

৭ । ‘তাহা হইলে, হে রাজপুত্র, আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিতে পাবেন । রাজপুত্র ! আপনি কি মনে

কবেন? মনে কবন আপনাব কর্মচাবীগণ কোন কুক্রিয়াসত্ত্ব চোবকে ধৃত কবিয়া লইয়া আসিয়া কহিল : “দেব । এই পদবুষ কুক্রিয়াসত্ত্ব চোব, আপনি ইচ্ছানুদ্বাপ ইহাব দণ্ড বিধান কবন ।” আপনি তাহাদিগকে কহিলেন : “এবদুপ ক্ষেত্রে ইহাব বাহুদ্বষ দৃঢ় বজ্র দ্বাবা পশ্চান্দিকে উত্তমবদুপে বাঁধিয়া, শিব মর্দুডত কবিয়া, উচ্চ ঢক্কা নিনাদসহ বথ্যা হইতে বথ্যান্তবে, সিংঘাটক হইতে সিংঘাটকে লইয়া গিয়া দক্ষিণ দিকেব দ্বাব দিয়া নিস্তান্ত হইয়া নগবেব দক্ষিণে বধ্য ভূমিতে ইহাব শিবচ্ছেদন কব ।” তাঁহাবা ‘তথাস্তু’ বলিয়া আপনাব আদেশ পালনে বত হইয়া তাহাকে বধ্যভূমিতে উপবেশন কবাইল । সেই পদবুষটি কি ঘাতকগণেব নিকট এইবদুপ অনন্মতি প্রাপ্ত হইবে : “ঘাতক মহাশয়গণ । অমুক গ্রামে অথবা নিগমে আমাব বন্ধু-বান্ধব ও বস্ত্বেব সম্পর্ক বিশিষ্ট জ্ঞাতিগণ আছে, আমি তাহাদিগকে দেখা দিয়া না আসা পর্যন্ত আপনাবা অপেক্ষা কবন ?” পদবুষটি এইবদুপ কহিতে কহিতেই কি ঘাতক-গণ উহাব শিবচ্ছেদ কবিবে না ?

‘পূজ্য কস্‌সপ । সে এবদুপ অনন্মতি পাইবে না, এবং ঘাতকগণ তাহাব শিবচ্ছেদ কবিবে ।’

‘হে বাজপুত্র । সেই চোব মনুষ্য হইয়াও যদি মনুষ্য-ভূত ঘাতকগণেব নিকট এবদুপ অনন্মতি লাভ না কবে, তাহা হইলে কিবদুপে আপনাব পুণ্ড্র-বদুপ মিত্র ও অমাত্যগণ, বস্ত্বেব সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ মবগান্তে দেহেব বিনাশে দুর্গতিসম্পন্ন নিবয়ে উৎপন্ন হইয়া নবক-পালগণেব নিকট এইবদুপ অনন্মতি প্রাপ্ত হইবে : “ঘাতক মহাশয়গণ । আমবা বাজন্য পাষাসিব নিকট গিয়া পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল আছে এই কথা তাঁহাব নিকট জ্ঞাপন কবিয়া না আসা পর্যন্ত আপনাবা অপেক্ষা কবন ?” ’

৮ । ‘শ্রদ্ধেয কস্‌সপ যাহাই বলন, এ বিষয়ে আমাব এই মত : পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল নাই ।’

‘হে বাজপুত্র । এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহাব বলে আপনি কহিতেছেন উহাদেব অস্তিত্ব নাই ?’

‘হে কস্‌সপ । প্রমাণ আছে ।’

‘হে বাজপুত্র । কি বদুপ প্রমাণ ?’

‘শ্রদ্ধেয কস্‌সপ । আমাব মিত্র ও অমাত্যগণ ছিলেন, বস্ত্বেব সম্পর্কযুক্ত

জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যাঁহাবা প্রাণবধ করিতেন না, অদন্তের গ্রহণ করিতেন না, ব্যাভিচার করিতেন না, যাঁহাবা মিথ্যাভাষী ছিলেন না, যাঁহাবা পিশুন ও পবুদ্বাক্য উচ্চারণ করিতেন না, তুচ্ছ প্রলাপে রত হইতেন না, যাঁহারা লোভ-যুক্ত ছিলেন না, যাঁহাবা দ্বেষদৃষ্ট-চিন্তা ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন না। কোন সময়ে তাঁহাবা বোগগ্রস্ত হইয়া দাবুণ দঃখপ্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিযাছি যে তাঁহাদের আবোগ্য লাভের আশা নাই তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ কহিযাছি : “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা এইরূপ মত ও এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন :—যাহাবা প্রাণবধ করে না, অদন্তের গ্রহণ করে না, ব্যাভিচার করে না, মিথ্যা কহে না, পিশুন ও পবুদ্বাক্য উচ্চারণ করে না, তুচ্ছ প্রলাপে রত হয় না, যাহাবা লোভযুক্ত নহে, দ্বেষ-দৃষ্ট-চিন্তা ও মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন নহে, তাহাবা মৃত্যুর পব দেহের বিনাশে সুদৃগতি-সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। আপনাবা প্রাণবধ করেন নাই, অদন্তের গ্রহণ করেন নাই, ব্যাভিচার করেন নাই, মিথ্যা কহেন নাই, পিশুন ও পবুদ্বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, লোভানুযুক্ত হন নাই, দ্বেষ-দৃষ্ট-চিন্তা ও মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন হন নাই। যদি আপনাদের ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য হয়, আপনাবা মৃত্যুর পব দেহের বিনাশে সুদৃগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন। মৃত্যুর পব দেহের বিনাশে যদি আপনাবা ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমার নিকট আসিয়া কহিবেন : পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনাবা বিশ্বাসাহ, আপনাবা যাহা শ্রবণ দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।” যদিও তাঁহাবা আমার অনুরোধ বক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাবা আসিয়া আমাকে কিছু কহেন নাই, কোন দ্রুতও প্রেরণ করেন নাই। এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝিতে পারি পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।’

৯। ‘তাহা হইলে, হে রাজপুত্র ! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পাবেন। হে রাজপুত্র, কোন পবুদ্ব মলকুপে আশীষ নিমগ্ন। আপনি কস্মচাবীগণকে আদেশ করিলেন : “তোমরা পবুদ্বটিকে মলকুপ হইতে উদ্ধার কর।” তাহাবা “তথাস্তু” বলিয়া পবুদ্বটিকে মলকুপ হইতে উদ্ধার করিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন : “এক্ষণে বংশপৈষিকাদ্বারা ঐ ব্যক্তির দেহ মার্জিত

কবিষা উহা হইতে মল দূৰীভূত কব ।” তাহাবা “তথাস্তু” কহিষা আপনাব আদেশ পালন কবিল । আপনি তাহাদিগকে কহিলেন : “এক্কেণে পাণ্ডুমূৰ্ত্তিকা দ্বাবা ঐ ব্যক্তিব দেহ তিনবাব মন্দিৰিত কব ।” তাহাবা আপনাব আদেশ পালন কবিল । আপনি তাহাদিগকে কহিলেন : “এক্কেণে পদ্বৰ্ষটিকে সূক্ষ্ম চূর্ণ সহযোগে উজ্জমব্দপে তিনবাব স্নাত কব ।” তাহাবা আপনাব আদেশ পালন কবিল । আপনি তাহাদিগকে কহিলেন : “এক্কেণে ঐ ব্যক্তিব কেশ ও শ্যশ্রুব বিন্যাস সাধন কব ।” তাহাবা আপনাব আদেশ পালন কবিল । আপনি তাহাদিগকে কহিলেন : “এক্কেণে পদ্বৰ্ষটিকে মহাঘৰ্ মাল্য, বিলেপন ও বস্ত্ৰাদি দ্বাবা ভূষিত কব ।” তাহাবা আপনাব আদেশ পালন কবিল । আপনি তাহাদিগকে কহিলেন : “এক্কেণে পদ্বৰ্ষটিকে প্রাসাদে লইষা গিষা পৰ্ণেন্দ্রিষ ভোগ্য দ্রব্যাদিব দ্বাবা উহাব সেবা কব ।” তাহাবা আপনাব আদেশ পালন কবিল । বাজপদ্ব । আপনি কি মনে কবেন ? সেই সূস্নাত, সূবিলিপ্ত, সূবিন্যস্ত কেশ-শ্যশ্রু, মাল্যাভরণভূষিত, শূদ্ৰবস্ত্ৰ পৰিহিত, প্রাসাদস্থিত, পৰ্ণেন্দ্রিষ-ভোগ্যদ্রব্যাদিব দ্বাবা পৰিবেষ্টিত ও সেবিত পদ্বৰ্ষটি কি পদনবায সেই মলকূপে নিমগ্ন হইতে চাহিবে ?”

‘মাননীষ কস্ সপ । সে চাহিবে না ।’

‘কি কাৰণে ?’

‘মাননীষ কস্ সপ । মলকূপ অশুচি এবং অশুচিব্দপে জ্ঞাত, দূৰ্গন্ধময, ঘৃণিত, বিপ্রকৰ্ষক এবং ঐব্দপে জ্ঞাত ।’ ‘হে বাজপদ্ব । এইব্দপেই মনুষ্যগণ দেবগণেৰ নিকট অশুচি এবং অশুচিব্দপে জ্ঞাত, দূৰ্গন্ধময, ঘৃণিত, বিপ্রকৰ্ষক এবং ঐব্দপে জ্ঞাত । হে বাজন্য, শত যোজন দূৰ হইতে মনুষ্যগণ দেবগণ কতৃক অনুভূত হয় । ঐ সকল মিত্র ও অমাত্যগণ, বক্তেব সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতীগণ যাঁহাবা প্রাণবধে বিবত হইষা, অদন্তেব গ্রহণে বিবত হইষা, ব্যভিচাবে বিবত হইষা মৃষাবাদ হইতে বিবত হইষা, পিশুদন ও পদ্বৰ্ষবাক্য হইতে বিবত হইষা, তুচ্ছ প্রলাপে বিবত হইষা, লোভহীন অব্যাপন্ন চিন্ত ও সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন হইষা মৃত্যুৰ পৰ, দেহেব বিনাশে সূৰ্গতি সম্পন্ন স্বৰ্গলোকে উৎপন্ন হইষাছেন, তাঁহাবা কি আশিষা কহিবেন : “পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সূৰ্গতি ও দূৰ্জ্জতিব ফল আছে ?” হে বাজপদ্ব । এই যুদ্ব্তিব দ্বাবাও আপনাব গ্রহণ কবা উচিত যে, পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সূৰ্গতি ও দূৰ্জ্জতিব ফল আছে ।’

১০। শ্রদ্ধেয় কস্সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, স্ফুৰ্ত্তি ও দ্ৰুষ্টিত্ব ফল নাই ?’

‘হে রাজপুত্র ! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কতিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।’

‘হে কস্সপ ! প্রমাণ আছে।’

‘রাজন্য ! কিরূপ প্রমাণ ?’

‘শ্রদ্ধেয় কস্সপ ! আমার মিত্র ও অমাত্যগণ এবং বস্ত্রের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতি-গণ ছিলেন, যাঁহারা প্রাণবধ, অদন্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং সূৰ্য্য-সেবধ-মদ্য পানরূপ প্রমাদে বিরত ছিলেন। কোন সময়ে তাঁহারা বোগগ্রস্ত হইয়া দাবুণ দঃখপ্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিয়াছি যে তাঁহাদের আৰোগ্য লাভের আশা নাই, তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ কহিয়াছি : “কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মত ও এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন—যাহারা প্রাণবধ, অদন্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং সূৰ্য্য-মদ্যপান রূপ প্রমাদে বিরত, তাহারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সূৰ্গতি সম্পন্ন স্বৰ্গলোকে উৎপন্ন হইয়া ত্র্যম্বকদেবগণের সাহচর্য লাভ কবে। আপনারা ঐ সকল কন্মের বিবর্ত। যদি আপনাদের ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য হয়, আপনারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সূৰ্গতিসম্পন্ন স্বৰ্গলোকে উৎপন্ন হইয়া ত্র্যম্বকদেবগণের সাহচর্য লাভ করিবেন। যদি মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে আপনাদের উক্তরূপ সূৰ্গতি লাভ হয়, আপনারা আসিয়া আমাকে কহিবেন—পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, স্ফুৰ্ত্তি ও দ্ৰুষ্টিত্ব ফল আছে। আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনারা বিশ্বাসাহ, আপনারা যাহা স্বপ্ন দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।” যদিও তাঁহারা আমার অনুবোধ বন্ধা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমাকে কিছু কহেন নাই, কোন দ্রুতও প্রেরণ করেন নাই। এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, স্ফুৰ্ত্তি ও দ্ৰুষ্টিত্ব ফল নাই।”

১১। ‘তাহা হইলে, হে রাজপুত্র ! আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিতে পাবেন। হে রাজন্য ! যাহা মানুষ্যের এক-শত বৎসর, ত্র্যম্বকদেবগণের তাহা এক বাহি ও একদিন। ঐরূপ ত্রিশতি দিব্য-বাহিতে এক মাস, ঐরূপ মাসের দ্বাদশ মাসে বৎসর, ঐরূপ বৎসরের

দিব্য সহস্র বৎসব ত্র্যস্টিংশ দেবগণের আয়ুঃপ্রমাণ । আপনাব যে সকল-মিত্র ও অমাত্যগণ, বস্তুেব সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ, প্রাণাতিপাত, অদন্তেব গ্রহণ, ব্যাভিচার, মৃষাবাদ এবং সুবাপান হইতে বিবত ছিলেন, তাঁহাবা মৃত্যুব পব দেহেব বিনাশে সুর্গাতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে ত্র্যস্টিংশ দেবগণেব সন্নিধানে পুনর্জন্ম লাভ কবিয়াছেন । যদি তাঁহাদেব মনে হয় : “আমবা দুই অথবা তিন বারি-দিবা দিব্য পণ্ডেন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে লিপ্ত ও লীন হইয়া বিহাব কবিয়া লই, পবে আমবা বাজন্য পাষাসিব নিকট গিয়া জ্ঞাপন কবিব : পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল আছে,” তাঁহাবা কি আসিয়া কহিবেন : পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল আছে ?’

‘অব্যাহত নহে । তাহাব বহুপদ্বৈই আমাদেব মবিয়া যাইবাব কথা । কিন্তু পূজ্য কস্‌সপকে কে কহিল : ত্র্যস্টিংশ-দেবলোক আছে” অথবা “ত্র্যস্টিংশ দেবগণ এইবদুপ দীঘায়ুঃ ?” আমবা কস্‌সপেব ঐবদুপ কথাষ বিশ্বাস স্থাপন কবি না ।’

‘হে বাজন্য । যেবদুপ জাত্যম্ব পদ্বদুশ কৃষ্ণ ও শব্দ পদার্থ, নীল পীত লোহিত মঞ্জিষ্ঠ বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ দেখিতে পাষ না, সম ও বিষম দেখিতে পাষ না, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য দেখিতে পাষ না । সে যদি এইবদুপ কহে : “কৃষ্ণ ও শব্দ পদার্থ নাই, কেহ উহা দেখিতে পাষ না , নীল, পীত, লোহিত, মঞ্জিষ্ঠ-বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ নাই, কেহ ঐ সকল দেখিতে পাষ না , সম ও বিষম নাই, নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য নাই, কেহ ঐ সকল দেখিতে পাষ না , আমি উহা জানিনা ও দেখিতে পাইনা, অতএব উহাব অস্তিত্ব নাই ।” বাজন্য । পদ্বদুশটি ঐবদুপ কহিলে কি তাহাব বাক্য যথার্থ হইবে ।’

‘হে কস্‌সপ । তাহা হইবে না । আপনি যে সকল পদার্থেব উল্লেখ কবিয়াছেন, তাহাদেব অস্তিত্ব আছে, এবং তাহাদেব দর্শকও আছে । “আমি উহা জানি না ও দেখি না, অতএব উহাব অস্তিত্ব নাই” এবদুপ কহিলে উহা যথার্থ উক্তি হইবে না ।’

‘হে বাজন্য । সেইবদুপই আপনি জাত্যম্বেব ন্যায প্রতীষমান হইতেছেন, যেহেতু আপনি কহিতেছেন : পূজ্য কস্‌সপকে কে কহিল : ‘ত্র্যস্টিংশ দেবলোক আছে’ অথবা ‘ত্র্যস্টিংশ দেবগণ এইবদুপ দীঘায়ুঃ ?’ আমবা কস্‌সপেব ঐবদুপ কথাষ বিশ্বাস স্থাপন কবি না ।’

‘হে বাজন্য ! আপনি যেরূপ মনে কবিতেছেন সেরূপ মাংসচক্ষুদ্বারা পবলোকেব দর্শন সম্ভব নহ। হে বাজন্য ! যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ অবগ্যে শব্দহীন সুদূর বনপ্রস্থে বাস কবেন, তাঁহারা তথায় অপ্রনত, উৎসাহসম্পন্ন ও দৃঢ়সংকল্প হইয়া দিব্যচক্ষু লাভ কবেন, তাঁহারা অমানুষী বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষুদ্বারা ইহলোক, পবলোক এবং ঔপপাতিক সত্ত্ব দর্শন কবেন। হে বাজন্য ! এইরূপেই পবলোক দর্শন কবিতে হয়, আপনি যেরূপ মনে কবিতেছেন সেরূপ মাংসচক্ষুদ্বারা নহে। হে বাজন্য ! এই যুক্তিব দ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পবলোক আছে ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে,, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল আছে।’

১২। ‘শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল নাই।’

‘হে বাজপদ্র ! এমন কোন প্রমাণ আছে কি (পদচ্ছেদ সং ১০ দ্রষ্টব্য)।’

‘হে কস্‌সপ ! প্রমাণ আছে।’

‘বাজন্য ! কিরূপ প্রমাণ ?’

‘হে কস্‌সপ ! আমি দেখিতে পাই, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ আছেন যাহারা শীলসম্পন্ন, সদৃগ্‌দুর্গান্ধিত, জীবনধাবণার্থী, যবণবিমুখ, সুখকামী এবং দঃখপরিহারী, তখন, হে কস্‌সপ ! আমার মনে এইরূপ চিন্তাব উদয় হয় : যদি এই সকল শ্রদ্ধেয় শীলসম্পন্ন, সদৃগ্‌দুর্গান্ধিত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ এইরূপ জ্ঞাত হইয়া থাকেন : “আমরা যবণেব পব শ্রেয়ঃ লাভ কবিব,” তাহা হইলে তাঁহারা বিষপান কবিবেন, অথবা ম্বদেহে অস্ত্রাঘাত কবিবেন, অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করিবেন, অথবা উত্তুঙ্গ স্থল হইতে পতিত হইবেন। যেহেতু ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যবণেব পব শ্রেয়ঃ লাভ কবিবেন এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, সেই হেতু তাঁহারা যবণবিমুখ, সুখকামী এবং দঃখপরিহারী। এই প্রমাণেব দ্বারাও আমি বদ্বিধিতে পারি পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল নাই।’

১৩। ‘তাহা হইলে, হে বাজপদ্র ! একটি উপমা দিওঁছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিস্তৃত ব্যক্তি কথিত বাক্যেব অর্থ জানিতে পাবেন। হে বাজন্য ! অতীতকালে জনৈক ব্রাহ্মণেব দুই পত্নী ছিল, এক পত্নী দশ অথবা দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র, অপবা আসন্ন প্রসবা গর্ভিণী, এই সময়ে ব্রাহ্মণেব মৃত্যু হইল। তদনন্তর ব্রাহ্মণেব পুত্র মাতার সপত্নীকে কহিল :

“ভবতি । ধন, ধান্য- বজত অথবা স্বর্ণ যাহা কিছু আছে সকলই আমাব । ইহাতে আপনাব কিছুই নাই, আমাব পিতাব উত্তবাধিকাব আমাষ অপৰ্ণ কব্দন ।” এইব্দপ উক্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকুমাবকে কহিল : “বৎস, আমাব প্রসবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কব । যদি পুত্র সন্তান হয়, তাহাবও এক অংশ হইবে, যদি কন্যা হয় সে তোমাব পৰিচাৰিকা হইবে ।”

দ্বিতীযবাব ব্রাহ্মণ কুমার বিমাতাকে কহিল : “ভবতি ! ধন, ধান্য... অপৰ্ণ কব্দন ।” দ্বিতীযবাব ব্রাহ্মণী কুমাবকে কহিল : “বৎস, আমাব... হইবে ।”

‘তৃতীযবাব ব্রাহ্মণ কুমাব বিমাতাকে পদ্ব্যস্তব্দপ কহিলে ব্রাহ্মণী গৰ্ভে পুত্র অথবা কন্যা আছে তাহা জানিবাব নিমিত্ত অস্ত্র গ্রহণপদ্ব্যৰ্ক কক্ষাভ্যন্তবে প্রবেশ কৰিষা স্বীয় গৰ্ভ বিদীৰ্ণ কৰিল । এইব্দপে সেই মূঢ়া জ্ঞানহীনা নাবী অনবহিত হইষা দাষাদ্যেব অন্বেষণে স্বীয় জীবন, গৰ্ভ ও ধন সমস্তই নষ্ট কৰিল । এইব্দপেই, হে বাজন্য, আপনি অনবহিত হইষা পবলোকেব অন্বেষণে স্বীয় নিষ্কৰ্ণিতা ও জ্ঞানহীনতাৰ জন্য বিনষ্ট হইবেন । হে বাজন্য ! শীলবান, ধাৰ্ম্মিক, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাহা অপরিপক্ক তাহাব পৰিপক্কতা সাধনেব প্রযাসী হন না, তাঁহাবা জ্ঞানী এবং পৰিপাকেব প্রতীক্ষায থাকেন । শীলবান, ধাৰ্ম্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণেব জীবনেব প্রযোজন আছে । ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণেব আয়ু যতই দীৰ্ঘ হয় ততই উহা অধিকতব ব্দপে পুণ্য-প্রসূ হয়, বহু জনেব হিত ও সুখসাধক হয়, সৰ্ব্বজগতেব এবং একাধাবে দেব ও গনুয্যেব মঙ্গল, হিত ও সুখে পর্য্যবসিত হয় । হে বাজন্য ! এই যুক্তিব দ্বাবাও আপনাব গ্রহণ কবা উচিত যে, পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সূক্ষ্মতি ও দূক্ষ্মতিব ফল আছে ।’

১৪ । ‘শ্রদ্ধেয কস্ সপ যাহাই বলদন, এবিষয়ে আমাব এই গত পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সূক্ষ্মতি ও দূক্ষ্মতিব ফল নাই ।’

‘হে বাজপুত্র । এমন কোন প্রমাণ আছে কি ...’ [পদচ্ছেদ সং ১০ দ্রষ্টব্য] ।

‘হে কস্ সপ ! প্রমাণ আছে ।’

‘বাজন্য, কিব্দপ প্রমাণ ?’

‘হে কস্ সপ । গনে কব্দন আমাব পদ্ব্যষণ চোব ধৃত কৰিষা আগাব সম্মুখে উপস্থিত কৰিল এবং কহিল : “দেব । এই ব্যক্তি চোব, পাপকাৰী,

আপনার যেব্দপ ইচ্ছা ইহার দণ্ডবিধান করুন।” আমি তাহাদিগকে কহিলাম : “ইহাকে জীবিতাবস্থায় কটাহে নিক্ষেপ পদ্বর্ক কটাহেব মৃথ বন্ধ করিয়া উহা আর্দ্র চর্ম্ম আবৃত করণান্তর আর্দ্র মৃত্তিকার অবলোপন পদ্বর্ক উদ্‌ঘাতনোপরি বক্ষা করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।” তাহারা আমার আদেশ পালন করিল। যখন আমরা জানিলাম যে, মানুষটি মৃত, তখন রুটাহটি নামাইয়া বন্ধন মোচন পদ্বর্ক উহার মৃথ বিববিত করিয়া উহা হইতে মানুষটির আত্মা নিষ্কান্ত হইয়া কিনা দেখিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে নিবীক্ষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু উহার আত্মাকে বহির্গত হইতে দেখিলাম না। এই প্রমাণেব দ্বাৰাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দৎকৃতির ফল নাই।”

১৫। ‘তাহা হইলে, হে বাজন্য! আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুব্দপ উত্তর দিতে পারেন। বাজন্য! আপনি কি মধ্যাহ্নে নিদ্রাকাল স্বপ্নে বমণীয় আবাস, বন, ভূমি এবং পদ্বর্কবিগ্নী দেখেন নাই?’

‘শ্রদ্ধেয কস্‌সপ। আমি দেখিয়াছি।’

‘ঐ সময়ে কি অতি তব্ধ শিশুস্বভাবসম্পন্ন কুমারীগণ আপনার সেবায় বৃত থাকে?’

‘হে কস্‌সপ তাহা সত্য।’

‘তাহাবা কি আপনার আত্মাকে প্রবেশ করিতে অথবা নিষ্কান্ত হইতে দেখে?’

‘তাহাবা দেখে না।’

‘হে বাজন্য, তাহারা জীবন্ত হইয়াও আপনার জীবিতাবস্থায় আপনার আত্মাকে প্রবেশ করিতে অথবা নিষ্কান্ত হইতে দেখে না। আপনি মৃত হইলে কি তাহাবা আপনার আত্মার প্রবেশ অথবা বহির্গমন দেখিতে পাইবে? এই ষ্ঠিত্ত্বাবাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সৎকৃতি ও দৎকৃতির ফল আছে।’

১৬। ‘শ্রদ্ধেয কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দৎকৃতি ও দৎকৃতির ফল নাই।’

‘হে বাজপদ্র। এমন কোন প্রমাণ, আছে কি...’ [পদচ্ছেদ সং ১০ দ্রষ্টব্য]

‘হে কস্‌সপ । প্রমাণ আছে ।’

‘বাজন্য, কিব্দুপ প্রমাণ ?’

‘হে কস্‌সপ মনে কব্দুন আমাব পদ্বুগণ চোব ধৃত কবিষা আমাব সম্মুখে উপস্থিত কবিল এবং কহিল : “দেব, এই ব্যক্তি চোব, পাপকাবী, আপনাব যেব্দুপ ইচ্ছা ইহাব দণ্ড বিধান কব্দুন ।” আমি তাহাদিগকে কহিলাম : “তোমবা তুলাদণ্ডেব সাহায্যে জীবিতাবস্থায এই পদ্বুষেব দেহভাব পবীক্ষা পদ্বৰ্ক ধনুগদুগেব দ্বাবা তাহাব শ্বাসবোধ ও তাহাকে হত্যা কবিষা পদনবাব তুলাদণ্ডে তাহাব ভাব পবীক্ষা কব ।” তাহাবা আমাব আদেশ পালন কবিল । জীবিতাবস্থায মানুষটি লঘুতব, মৃদুতব এবং অধিকতব সন্মুখি ছিল । মৃতাবস্থায সে গদ্বুতব, পদ্বৰ্ণাপেক্ষা অনম্য এবং দুৰ্ব্বহ হইল । এই প্রমাণেব দ্বাবাও আমি বদ্বিভিতে পাৰি পবলোক নাই, উপপাতিক সত্ত্ব নাই, সদ্‌কৃতি ও দদ্বকৃতিব ফল নাই ।’

১৭ । ‘তাহা হইলে, হে বাজপদ্ব । একটি উপমা দিতোছি । উপমা-দ্বাবাও কোন কোন বিজ্ঞব্যক্তি কথিত বাক্যেব অর্থ জানিতে পাবেন । হে বাজপদ্ব । মনে কব্দুন কেহ তুলাদণ্ডে সন্মুখিদিব ব্যাপিষা উত্তাপিত, আদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, জ্বলন্ত আভাষদ্বস্ত লোহ গোলকেব ভাব নিৰ্ণয় কবিল, পবে ঐ গোলক শীতল ও নিস্বাপিত হইলে তুলাদণ্ডে উহাব ভাব পবীক্ষা কবিল । গোলকটি কোন সময লঘুতব, মৃদুতব এবং অধিকতব নমনীয় হইবে ? আদীপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত, অবস্থায অথবা শীতল ও নিস্বাপিত অবস্থায ?’

‘প্রক্বেষ কস্‌সপ, গোলকটি যখন তেজ ও বায়ু সহগত, আদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত ও আভাষদ্বস্ত, তখনই লঘুতব, মৃদুতব এবং অধিকতব নমনীয় হইবে । গোলকটি যখন তেজ ও বায়ু সহগত নহে, যখন উহা শীতল ও নিস্বাপিত তখনই উহা গদ্বুতব, পদ্বৰ্ণাপেক্ষা অনম্য এবং দুৰ্ব্বহ হইবে ।’

‘বাজপদ্ব । এইব্দুপেই যখন এই দেহ আয়দ্বুস্ত, তেজদ্বুস্ত ও বিজ্ঞানদ্বুস্ত থাকে, তখন লঘুতব, মৃদুতব এবং অধিকতব নমনীয় থাকে । কিন্তু যখন উহা আয়দ্বু, তেজ ও বিজ্ঞানদ্বুস্ত নহে তখন উহা গদ্বুতব, পদ্বৰ্ণাপেক্ষা অনম্য এবং দুৰ্ব্বহ হইবে । এই প্রমাণেব দ্বাবাও আপনাব গ্রহণ কবা উচিত যে, পবলোক আছে, উপপাতিক সত্ত্ব আছে, সদ্‌কৃতি ও দদ্বকৃতিব ফল আছে ।’

১৮ । ‘প্রক্বেষ কস্‌সপ যাহাই বলদ্বন, এ বিষয়ে আমাব এইমত : পবলোক নাই, উপপাতিক সত্ত্ব নাই, সদ্‌কৃতি ও দদ্বকৃতিব ফল নাই ।’

‘হে বাজপুত্র ! এমন কোন প্রমাণ আছে কি...’ [পদচ্ছেদ সং ১০ দ্রষ্টব্য]

‘হে কস্‌সপ, প্রমাণ আছে ।’

‘রাজন্য, কিব্দপ প্রমাণ ?’

‘হে কস্‌সপ ! মনে কব্দন আমাব পদ্বদগণ চোর ধৃত কবিয়া আমাব সম্মুখে উপস্থিত কবিল এবং কহিল : “দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনাব য়েব্দপ ইচ্ছা ইহাব দণ্ড বিধান কব্দন ।” আমি তাহাদিগকে কহিলাম : “ইহাব শল্ক, চক্ষু, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন কবিয়া ইহাকে বধ কব ।” তাহাবা আমাব আদেশ পালন করিল । যখন চোর অন্ধমৃত হইল তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম : “ইহাকে উদ্ধমুখী হইয়া শায়িত কর, যাহাতে আমবা উহার আত্মাব বহির্গমন দেখিতে পাই ।” তাহাবা সেইরূপই কবিল, কিন্তু আমবা তাহার আত্মাব বহির্গমন দেখিলাম না । আমি তাহাদিগকে কহিলাম : “উহাকে অধোমুখী হইয়া শায়িত কব... পাম্বেপাবি শায়িত কব...অপব পাম্বেব উপব স্থাপিত কব...উর্ক করিয়া স্থাপিত কব...অধোশিব কবিয়া স্থাপিত কব...হস্তাবা প্রহাব কব মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপে আঘাত কব দণ্ডাঘাত কব . অস্ত্রাঘাত কব . পাম্বে হইতে পাম্বেন্তবে সর্ষপ্রকাবে সঞ্জালিত কব, যাহাতে আমরা তাহাব আত্মাব বহির্গমন দেখিতে পাই ।” তাহাবা সেইরূপই কবিল, কিন্তু আমবা তাহাব আত্মাব বহির্গমন দেখিলাম না । তাহাব সেই চক্ষুই আছে, বদপাদিও বহিষাছে, কিন্তু ঐ চক্ষু রূপাদি দর্শন কবে না , তাহাব শ্রোত্র বিদ্যমান শব্দও বিদ্যমান, তথাপি সে শ্রবণ কবে না ; তাহাব নাসিকা বহিষাছে, গন্ধও বহিষাছে, কিন্তু সে ঘ্রাণ অনুভব কবে না ; তাহাব জিহবা বহিষাছে, বসও বহিষাছে, কিন্তু সে বস আম্বাদন কবে না ; তাহাব কায় বহিষাছে, স্পর্শও বহিষাছে, কিন্তু স্পর্শ নাই । এই প্রমাণেব দ্বাবাও আমি বুদ্ধিতে পাবি পবলোক নাই, উপপাতিক সত্ত্ব নাই, সদ্ধৃতি দৃষ্টিব ফল নাই ।’

১৯ । ‘তাহা হইলে, হে বাজপুত্র । একটি উপমা দিতেছি । উপমা দ্বাবাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যেব অর্থ জানিতে পাবেন । হে বাজন্য ! পূর্বকালে জনৈক শঙ্খনিবাদক শঙ্খ হস্তে সীমান্ত জনপদে গমন কবিয়াছিল । সে এক গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামাভ্যন্তবে দণ্ডায়মান হইয়া তিনবাব শঙ্খধ্বনি কবিয়া শঙ্খ ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন

কবিল। তখন জনপদবাসী মনুষ্যগণ চিন্তা কবিল : “এই বমণীষ, কমনীয়, মধুব, মনোহব, মৃৎখকব শব্দ কিসেব ?” তাহাবা একত্রিত হইয়া শঙ্খনি-
নাদকে জিজ্ঞাসা কবিল। সে উত্তব কবিল, “এই শব্দ—এই বমণীষ কমনীয়
মধুব মনোহব মৃৎখকব শব্দ—মনুষ্যগণ যাহাকে শঙ্খ কহে সেই শঙ্খেব।”
তাহাবা শঙ্খটিকে উর্দ্ধমুখ কবিষা স্থাপিত কবিষা কহিল, “হে শঙ্খ, বাজ
বাজ।” কিন্তু শঙ্খ শব্দ কবিল না। তাহাবা শঙ্খকে অধোমুখ কবিষা
স্থাপন কবিষা পার্শ্বোপরি শাষিত কবিষা...অপব পার্শ্বোপরি উপব স্থাপিত
কবিষা...উর্দ্ধ কবিষা স্থাপিত কবিষা...অধোশিৰ কবিষা স্থাপিত কবিষা
হস্ত দ্বাবা প্রহাব কবিষা...মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপে আঘাত কবিষা দণ্ডাঘাত কবিষা

অস্ত্রাঘাত কবিষা=পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তবে সর্বপ্রকাৰে সঞ্জালিত কবিষা
কহিল, “হে শঙ্খ, বাজ, বাজ।” কিন্তু শঙ্খ শব্দ কবিল না। ‘হে বাজপদ্র।
তখন সেই শঙ্খনিনাদক এইবুপ চিন্তা কবিল : “এই সকল সীমান্তবাসী
মনুষ্যগণ কি নিষোধি। তাহাবা কেন এইবুপ অবিবেচকেব ন্যায শঙ্খ-
শব্দেব সম্বধান কবিতেছে ?” সে তাহাদেব সম্মুখেই শঙ্খটি গ্রহণ কবিষা তিন
বাব উহা বাজাইষা শঙ্খসহ প্রস্থান কবিল। হে বাজন্য। তখন সীমান্ত-
বাসীগণ এইবুপ চিন্তা কবিল : “শঙ্খ যখন মনুষ্য, ব্যাঘাম এবং বায়ু
সহগত হয়, তখনই উহা শব্দ কবে। কিন্তু যখন ঐ শঙ্খ মনুষ্য, ব্যাঘাম
এবং বায়ুসহগত না হয়, তখন উহা শব্দ কবে না।” হে বাজন্য। এইবুপেই
এই দেহ যখন আয়ু, উষ্ণা এবং বিজ্ঞানসহগত হয়, তখনই উহা গমনাগমন
কবে, দণ্ডাঘমান হয়, উপবেশন কবে, শযন কবে, চঞ্চুদ্বাবা বৃপ দর্শন কবে,
গ্রোহ দ্বাবা শব্দ শ্রবণ কবে, নাসিকা দ্বাবা গন্ধ আঘ্রাণ কবে, জিহ্বাদ্বাবা বস
আস্বাদন কবে, কায দ্বাবা প্রণ্টব্য স্পর্শ কবে, মন দ্বাবা ধর্ম অবগত হয়।
কিন্তু যখন উহা উক্ত তিন বস্তুব সহিত যুক্ত না হয়, তখন উহা ঐ সকল
ক্রিয়াব কোনটিই সম্পাদন কবিতে পাবে না। এই প্রমাণেব দ্বাবাও, হে
বাজন্য। আপনাব গ্রহণ কবা উচিত যে পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব
আছে, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল আছে।’

২০। ‘শ্রদ্ধেয কসংসপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমাব এই মত :
পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল নাই।’

‘হে বাজপদ্র। এমন কোন প্রমাণ আছে কি ?’ [পদচ্ছেদ সং ১০
দৃষ্টব্য]

‘হে কস্‌সপ, প্রমাণ আছে।’

‘হে রাজন্য, কিব্দুপ প্রমাণ?’

‘হে কস্‌সপ। মনে করুন আমার পদ্বুষগণ চোব ধৃত কবিষা আমাব সন্মুখে উপস্থিত কবিল এবং কহিল : “দেব, এই ব্যক্তি চোব, পাপকাবী, আপনি ষেব্দুপ ইচ্ছা ইহার দণ্ডবিধান কবুন।” আমি তাহাদিগকে কহিলাম : ইহাব শব্দক উন্মোচন কব, যাহাতে আমরা উহার আত্মাকে দেখিতে পাই।” তাহারা আমাব আদেশ পালন করিল, কিন্তু আমরা তাহাব আত্মাকে দেখিলাম না। আমি তাহাদিগকে কহিলাম : “এখন ইহাব চক্ষু উন্মোচন কব :...মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন কব, যাহাতে আমরা তাহাব আত্মা দেখিতে পাই।” তাহাবা আমাব আদেশ পালন কবিল, কিন্তু আমরা তাহাব আত্মা দেখিলাম না। এই প্রমাণেব দ্বাবাও আমি বুদ্ধিতে পারি পবলোক নাই, উপপাতিক তত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দুষ্টকৃতির ফল নাই।’

২১। ‘তাহা হইলে, হে রাজপুত্র। একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যেব অর্থ জানিতে পাবেন। হে রাজপুত্র! পদ্বর্ষকালে এক অগ্নিপূজক জটিল অবণ্য প্রদেশে পর্ণকুটিরে বাস কবিত। ঐ সময় বণিকগণেব এক সার্থ এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তবে গমন করিতেছিল। ঐ সার্থ অগ্নিপূজক জটিলেব আগ্রমেব নিকটে এক বাগি বাস করিষা চলিষা গেল।

রাজন্য, তখন সেই অগ্নিপূজক জটিল চিন্তা করিল : “আমি সার্থ শিববে গমন কবিব, সেখানে কিঞ্চিৎ প্রযোজনীয় দ্রব্য লাভ কবা সম্ভব হইবে।” অতঃপর জটিল প্রত্যাষে উত্থান করিষা সার্থ শিববে গমন কবিল এবং তথায় দেখিল একটি ললিত শিশু পবিত্র্যন্ত অবস্থায় উক্তান হইয়া শযন কবিষা আছে। ইহা দেখিষা সে চিন্তা কবিল : “আমি যদি কোন মনুষ্যকে আমার সন্মুখে মবিষা যাইতে দিই, তাহা হইলে উহা আমাব পক্ষে অশোভন হইবে। আমি এই শিশুকে আগ্রমে লইয়া গিয়া সযত্নে ইহাব পোষণ ও পালনেব বিধান কবিব।” এইবুদে সেই জটিল শিশুটিকে আগ্রমে লইয়া গিয়া সযত্নে তাহাকে পুষ্ণ ও প্রতিপালিত করিল। শিশুটি যখন দশ অথবা দ্বাদশ বর্ষে পদাপর্ণ কবিল, তখন জটিলেব কোন কার্যোপলক্ষে জনপদে যাইবার প্রযোজন হইল। তখন সে শিশুটিকে এইবুদে কহিল : “বৎস! আমি জনপদে যাইতে ইচ্ছা কবি, তুমি অগ্নিব পরিচর্যা কবিবে, অগ্নি নিব্বাপিত হইতে দিবে না। যদি

অগ্নি নিষ্পাপিত হয়, তাহা হইলে এই কুঠাব, এই সকল কাষ্ঠ, এই অবণি রহিল, অগ্নি উৎপাদন পদ্বৰ্ক উহাৰ পৰিচৰ্যা কৰিবে।” জটিল বালকটিকে এইব্দপ নিৰ্দেশ দিয়া জনপদে গমন কৰিল। বালকেব ক্ৰীড়াবত অবস্থায় অগ্নি নিষ্পাপিত হইল। তখন বালক চিন্তা কৰিল : “পিতা আমাকে কহিষাছেন, বৎস, অগ্নিব পৰিচৰ্যা কৰিবে, অগ্নি নিষ্পাপিত হইতে দিবে না। যদি অগ্নি নিষ্পাপিত হয়, তাহা হইলে এই কুঠাব, এই সকল কাষ্ঠ, এই অবণি বহিল, অগ্নি উৎপাদন পদ্বৰ্ক উহাৰ পৰিচৰ্যা কৰিবে। অতএব আমি অগ্নি উৎপাদন পদ্বৰ্ক উহাৰ পৰিচৰ্যা কৰিব।” তৎপৰে বালকটি কুঠাব দ্বাৰা অবণি বিদীৰ্ণ কৰিতে লাগিল, সে মনে কৰিষাছিল ‘এইব্দপেই আমি অগ্নি লাভ কৰিব।’ কিন্তু সে সফল হইল না। অবণিকে দহই, তিন চাৰি, পাঁচ, দশ, শতভাগে বিদীৰ্ণ কৰিল, খণ্ড খণ্ড কৰিল, পৰে ঐ সকল উদখলে চূৰ্ণ কৰিষা বায়ুতে উডাইল, সে মনে কৰিষাছিল, ‘আমি এইব্দপেই অগ্নি লাভ কৰিব।’ কিন্তু অগ্নিব উৎপত্তি হইল না। তদনন্তৰ জটিল জনপদে কৰ্ম সম্পাদনাস্তে আশ্রমে প্রত্যাবৰ্ত্তন পদ্বৰ্ক বালককে জিজ্ঞাসা কৰিল : “বৎস। অগ্নি নিষ্পাপিত হয় নাই ত ?”

“পিতা, যখন আমি ক্ৰীড়াবত ছিলাম, তখন অগ্নি নিষ্পাপিত হইষাছিল। তখন আপনি আমাকে যে নিৰ্দেশ দিষাছিলেন উহা স্মৰণ কৰিষা আমি নিৰ্দেশানুসাবে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কৰিতে যত্নবান হইষাছিলাম। আমি কুঠাব দ্বাৰা অবণি শতধা বিদীৰ্ণ কৰিষা, খণ্ডিত বিখণ্ডিত কৰিষা উদখলে চূৰ্ণ কৰিষা বায়ুতে উডাইষাছিলাম, আমি মনে কৰিষাছিলাম, ‘এইব্দপেই অগ্নি উৎপন্ন হইবে।’ কিন্তু আমি সফল হই নাই।” তখন সেই জটিল মনে এই চিন্তাব উদয় হইল : “এই বালক কি নিষ্পোধ ও জ্ঞানহীন। কেন সে এইব্দপ মূঢ়েব ন্যায অগ্নিব অনুসন্ধান কৰিবে ?” জটিল বালকেব সন্মুখেই অবণি লইষা অগ্নি উৎপাদন পদ্বৰ্ক বালককে কহিল : “বৎস। এইব্দপেই অগ্নি উৎপাদন কৰিতে হয়, তোমাৰ ন্যায নিষ্পোধ জ্ঞানহীন য়েব্দপে অগ্নিব অন্বেষণ কৰে সেব্দপে নহে।” হে বাজপুত্র। এইব্দপেই আপনি নিষ্পোধ জ্ঞানহীনেব ন্যায পৰলোকেব অন্বেষণ কৰিতেছেন। হে বাজন্য। এই পাপদৃষ্টি পৰিত্যাগ কৰুন। উহা যেন দীৰ্ঘকাল আপনাৰ দুঃখ ও দুৰ্দৰ্শাব কাৰণ না হয়।’

২২। ‘শ্রদ্ধেয কস্ সপ। আপনি এইব্দপ কহিলেও ঐ পাপদৃষ্টি বজ্জৰ্ণ কৰা আমাৰ পক্ষে সম্ভব নয। কোশলবাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক বাজগণও

জানেন : “রাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টি-সম্পন্ন : পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল নাই।” হে কস্‌সপ ! যদিআমি এই পাপদৃষ্টি বিসম্ভর্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে : “কি নিষেধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি ! যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।” আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এই মত পোষণ করিব।’

২৩। তাহা হইলে, রাজন্য, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বাৰাও কোন কোন বিজ্ঞপদ্বশ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পাবেন। হে রাজন্য ! অতীতে সহস্র শকটসমন্বিত এক বিবট সার্থ পূর্বে জনপদ হইতে পশ্চিম জনপদে গমন করিয়াছিল। সার্থ যে যে স্থান দিয়া গমন করিতেছিল সেই সেই স্থানের তৃণ, কাষ্ঠ, উদক, শাকাদি উন্মিষ্ট সমস্ত নিঃশেষিত হইতেছিল। সেই সার্থের দুইজন নায়ক ছিল, প্রত্যেকেই পাঁচশত শকটের পরিচালক। সেই দুই জনের মনে এই চিন্তা উদয় হইল :

“সহস্র শকট সমন্বিত এই বিবট সার্থ। আমরা যে যে স্থান দিয়া গমন করিতেছি, সেই সেই স্থানের তৃণ, কাষ্ঠ, উদক, শাকাদি উন্মিষ্ট সমস্ত নিঃশেষিত হইতেছে। অতএব আমরা এই সার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিব, এক এক ভাগে পাঁচ শত শকট থাকিবে।”

‘তাহাবা সেই সার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিল, এক এক ভাগে পাঁচশত শকট রহিল। একজন নায়ক বহু তৃণ, কাষ্ঠ, ও উদক সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিল। দুই তিন দিন ভ্রমণের পর নায়ক এক কৃষ্ণবর্ণ, লোহিতাক্ষ, তৃণসম্বিজত, কুমুদমালী, আদ্রবস্ত্র, আদ্রকেশ, পদ্বশকে কন্দর্মমক্ষিতচক্রে গন্দভরথে আবোহণ করিয়া বিপবীত দিক হইতে আসিতে দেখিল। উহা দেখিয়া নায়ক জিজ্ঞাসা করিল : “আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?”

‘ “অমুক জনপদ হইতে।”

‘ “কোথায় বাইবেন ?”

‘ “অমুক জনপদে ?”

‘ “সম্মুখে কাস্তাবে কি মহামেষ উখিত হইয়াছে ?”

‘ “ইহা সত্য, সম্মুখস্থ কাস্তারে মহামেষ উখিত হইয়াছে, পথসমূহ জলসিক্ত, বহু তৃণ, কাষ্ঠ ও জল আছে। আপনাবা পদবাতন, তৃণ, কাষ্ঠ ও জল পবিত্যাগ করিয়া লঘুভাব শকটের সহিত শীঘ্র শীঘ্র গমন করুন, বাহন-গর্দলিকে ক্রান্ত হইতে দিবেন না।”

‘তখন সেই সার্থ বাহ শকট চালকগণকে পদ্ব্যস্ত পদ্ব্যস্ত কথিত সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া আদেশ করিল : “পদ্ব্যস্ত তৃণ, কাষ্ঠ, - উদকাদি পবিত্যাগ পদ্ব্যস্ত শকটের সহিত অগ্রসব হও ।”

‘“তথাস্তু” করিয়া চালকগণ নাযকের আদেশ পালন করিল । তাহারা তাহাদের প্রথম শিবির স্থাপনের স্থানে তৃণ, কাষ্ঠ, জল কিছুই পাইল না ; দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম স্থানেও কিছুই পাইল না, সকলেই দুর্গতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইল । সার্থে যত মনুষ্য ও পশু ছিল সকলকেই সেই অ-মনুষ্য যক্ষ ভক্ষণ করিল, কেবল মাত্র তাহাদের অস্থি অবশিষ্ট রাখিল ।

‘অপর নাযক যখন জানিল যে পদ্ব্যস্ত সার্থ বহুদূর চলিয়া গিয়াছে তখন সে প্রভূত তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় লইয়া শকটসহ যাত্রা করিল । দুই দিন চলিবার পর এই সার্থের নাযকও পদ্ব্যস্তের ন্যায় এক কৃষ্ণবর্ণ লোহিতাক্ষ পদ্ব্যস্তকে দেখিয়া তাহার সহিত পদ্ব্যস্ত প্রকারে বাক্যালাপ করিল এবং পদ্ব্যস্তটিও তাহাকে পদ্ব্যস্তের ন্যায় আপন দ্রব্যসম্ভার পবিত্যাগ করিতে করিল ।

‘অতঃপর সার্থবাহ শকট চালকগণকে করিল :

‘এই পদ্ব্যস্তটি করিতেছে সম্মুখে মহামেঘ উখিত হইয়াছে, পথসমূহ জলসিক্ত, বহু তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় বহিয়াছে । সে আমাদের পদ্ব্যস্ত তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় পবিত্যাগ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতে করিতেছে, যাহাতে বাহনাদি ক্লান্ত না হয় । কিন্তু পদ্ব্যস্তটি আমাদের মিত্রও নয়, বস্তুর সম্পর্ক-যুক্ত জ্ঞাতিও নয় । কিরূপে আমরা ইহার কথা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিব ? পদ্ব্যস্ত তৃণ, কাষ্ঠ, পানীয় পবিত্যাগ করা হইবে না, সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার সহ অগ্রসব হও, আমরা পদ্ব্যস্ত কিছুই পবিত্যাগ করিব না ।”

‘“তথাস্তু” করিয়া চালকগণ পদ্ব্যস্তিত দ্রব্যসম্ভারের সহিত অগ্রসব হইল । তাহারা ক্রমান্বয়ে সাতটি শিবির স্থাপনের স্থানে তৃণ, কাষ্ঠ, পানীয় কিছুই পাইল না । পরন্তু তাহারা পদ্ব্যস্তের সার্থকে বিনষ্ট অবস্থায় দেখিল । তাহারা ঐ সার্থের মনুষ্য ও পশু সমূহের বান্ধস কতক ভক্ষিত দেহের অস্থি সমূহ দর্শন করিল ।

‘তখন সেই সার্থবাহ শকট চালকগণকে করিল :

‘ইহা সেই পদ্ব্যস্তগামী সার্থ যাহা তাহার নিষেধ নাযক কতক চালিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে । এক্ষণে আমাদের সহিত যে অব্যবহার্য পানীয় আছে তাহা পবিত্যাগ করিয়া ঐ সার্থের উত্তম পানীয় গ্রহণ কর ।” “তথাস্তু”

কহিয়া চালকগণ নায়কের আদেশ পালন পদ্বর্ক নিবাপদে কাস্তাব অতিক্রম করিল, যেহেতু তাহারা বুদ্ধিমান নায়কের দ্বারা পবিচালিত হইয়াছিল। এইবদেই, হে বাজপদ্র ! আপনি নিষেধ জ্ঞানহীনের ন্যায় পবলোকের অন্বেষণ কবিয়া পদ্ব্যস্তি সার্থবাহের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। যাহাআ আপনার বাক্য শ্রবণ ও বিশ্বাসযোগ্য মনে কবিবে তাহাআও পদ্ব্যস্তি শকট চালকগণের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। হে বাজপদ্র ! এই পাপদৃষ্টি পবিত্যাগ কবুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দর্শার কাবণ না হয়।

২৪। ‘শ্রদ্ধেব কস্‌সপ ! আপনি এইবদে কহিলেও ঐ পাপদৃষ্টি বর্জ্জন কবা আমার পক্ষে সম্ভব নহ। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন : বাজন্য পায়াসি এইবদে মত, এইবদে দৃষ্টিসম্পন্ন : পবলোক নাই, উপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৃষ্টি ও দৃষ্টিব ফল নাই।’ হে কস্‌স ! যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে : “কি নিষেধ ও জ্ঞানহীন বাজন্য পায়াসি। যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ কবিয়াছিলেন।” আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাবুদ্ধি হইয়াও এইমত পোষণ কবিব।

২৫। ‘তাহা হইলে, হে বাজপদ্র ! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বাআও কোন কোন বিজ্ঞ পদ্বদ্ব কথিত বাক্যের অর্থ বদ্বিতে পাবেন। বাজন্য পদ্বর্কালে এক শূকর পালক স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন কবিয়াছিল। তথাষ সে দেখিল প্রভূত শূকর মল বিক্ষিপ্ত বহিষাছে। উহা দেখিয়া তাহাব মনে হইল : ‘বহু শূকর মল বিক্ষিপ্ত বহিষাছে, উহা আমার শূকরের খাদ্য হইবে। আমি উহা এই স্থান হইতে লইয়া যাইব।’ সে বহিষ্বাস প্রসাবিত কবিয়া প্রভূত শূকর মল সংগ্রহ পদ্বর্ক পদ্বলিন্দাবদ্ধ কবিয়া মস্তকে স্থাপন পদ্বর্ক চলিল। পথিমধ্যে অকালে মহামেষের বর্ষণ হইল। সে মস্তক হইতে প্রবাহিত বিন্দু বিন্দু মলে নখাগ্র পর্যন্ত মক্ষিত হইয়া মলভার লইয়া চলিতেছিল। তাহাব এইবদে অবস্থা দেখিয়া মনুষ্যগণ তাহাকে কহিল : “তুমি কি উন্মত্ত, জ্ঞান শূন্য ? কি নিমিত্ত বিন্দু বিন্দু মলের প্রবাহে নখাগ্র পর্যন্ত মক্ষিত হইয়া মলভার বহিতেছ ?” “তোমবাই উন্মত্ত ও জ্ঞানশূন্য। ইহা আমার শূকরের খাদ্য।” বাজন্য, এইবদে আপনিও মলবাহীবদে প্রতীক্সমান হইতেছেন। হে বাজপদ্র, এই পাপদৃষ্টি পবিত্যাগ কবুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দর্শার কারণ না হয়।’

২৬। ‘শ্রদ্ধেয় কস্সপ। আপনি এইরূপ কহিলেও ঐ পাপদর্শি বস্জর্ন কবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোশলবাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক বাজগণও জানেন : “বাজন্য পাষাসি এইরূপ মত, এইরূপ দর্শিসম্পন্ন : পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল নাই।” হে কস্সপ। যদি আমি এই পাপদর্শি বস্জর্ন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে : “কি নিষোধ ও জ্ঞানহীন বাজন্য পাষাসি। যাহা গ্রহণেব অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।” আমি ক্রোধ, ঘেব ও ঈর্ষায়ুক্ত হইয়াও এই মত পোষণ করিব।’

২৭। ‘তাহা হইলে, বাজন্য। একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বাৰাও কোন কোন বিস্তৃত পদার্থ কথিত বাক্যের অর্থ বঝিতে পাবেন। হে বাজন্য। পূর্বকালে দুইজন অক্ষধূর্ত দ্যুতক্রীড়া করিতেছিল। উহাদের মধ্যে একজন প্রতিকূল অক্ষ দেখিলেই উহা গ্রাস করিতেছিল। দ্বিতীয় ক্রীড়ক উহা দেখিয়া তাহাকে কহিল : “মিত্র। তুমি একান্ত জয়লাভ করিতেছ, অক্ষ আমায় দাও, আমি উহাতে পূজা করিয়া লই।” “উত্তম” কহিয়া সে অক্ষগর্দল প্রদান করিল। তখন ঐ ক্রীড়ক অক্ষগর্দলকে বিষ-মাক্ত করিয়া অপবকে কহিল : “মিত্র। এস, অক্ষ ক্রীড়া করি।” অপব সম্মত হইলে দ্বিতীয়বার ক্রীড়া হইল, এইবারও পূর্বোক্ত দ্যুতকব প্রতিকূল অক্ষ দেখিলেই উহা গ্রাস করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ক্রীড়ক উহা দেখিয়া তাহাকে কহিল :

“পদার্থ বঝিতেছে না যে সে দাবুণ জালা
লিপ্ত অক্ষ গ্রাস করিতেছে, বে পাপ ধূর্ত।
গ্রাস কব, ইহাব তিস্ত ফল ভোগ করিতে
হইবে।”

‘এইরূপেই, বাজন্য। আপনি অক্ষধূর্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই পাপদর্শি পবিত্যাগ করুন। ইহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দর্শাব কাবণ না হয়।’

২৮। ‘শ্রদ্ধেয় কস্সপ। আপনি এইরূপ কহিলেও ঐ পাপ দর্শি বস্জর্ন কবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোশলবাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক বাজগণও জানেন : “বাজন্য পাষাসি এইরূপ মত, এইরূপ দর্শিসম্পন্ন, পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল নাই।” হে কস্সপ। যদি আমি এই পাপ দর্শি বস্জর্ন দিই, তাহা হইলে লোকে

বলিবে : “কি নিষেধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পার্যাসি ! যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন ।” আমি ক্রোধ, ঘৃণা ও ঈর্ষান্বিত হইয়াও এই মত পোষণ করিব ।’

২৯ । ‘তাহা হইলে, রাজন্য । একটি উপমা দিতেছি । উপমা দ্বাৰাও কোন কোন বিজ্ঞ পুৰুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পাবেন । হে রাজন্য ! পূৰ্ব্বকালে কোন জনপদের অধিবাসীগণ স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে আশ্রয় করিয়াছিল । ঐ সময় এক ব্যক্তি তাহাব সহচরকে কহিল : ‘মিত্র ! চল, সেই জনপদে যাই, ঐ স্থানে কিঞ্চিৎ ধনলাভ সম্ভব হইবে ।’ অপব ব্যক্তি সম্মত হইলে তাহাবা সেই জনপদেব কোন গ্রামপথে উপনীত হইয়া দেখিল বহু শণ পবিত্যক্ত বহিয়াছে । উহা দেখিয়া এক অপবকে কহিল : ‘মিত্র ! বহু শণ পবিত্যক্ত বহিয়াছে, আমবা প্রত্যেকে একটি শণভার বন্ধন করিয়া লইয়া যাই ।’ অপব সম্মত হইলে উভয়েই শণভার বন্ধন করিল ।

‘তাহাবা উভয়ে শণভার লইয়া অপব এক গ্রামপথে উপনীত হইল । তথায় তাহাবা দেখিল প্রভূত শণসূত্র পবিত্যক্ত বহিয়াছে । উহা দেখিয়া এক অপবকে কহিল : ‘মিত্র ! যে জন্য আমাদের শণের প্রযোজন সেই শণসূত্র প্রভূত পবিমাণে পবিত্যক্ত রহিয়াছে, আমবা উভয়েই শণভার পবিত্যাগ করিয়া শণসূত্রভার লইয়া যাইব ।’ “মিত্র ! আমি দূর হইতে এই দৃঢ়বদে বন্ধ শণভার বহন করিয়া আনিয়াছি, আমাব পক্ষে ইহাই পর্যাাপ্ত । তুমি ইচ্ছানুসারে করিতে পার ।” ইহা শুনিয়া পূৰ্ব্বোক্ত ব্যক্তি শণভার পরিত্যাগ করিয়া শণসূত্রভার লইল ।

‘তাহাবা অপব এক গ্রামপথে উপনীত হইল । তাহাবা তথায় দেখিল প্রভূত শণবস্ত্র পবিত্যক্ত বহিয়াছে । উহা দেখিয়া এক অপবকে কহিল : ‘মিত্র ! যে জন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রযোজন, সেই শণবস্ত্র প্রভূত পবিমাণে পবিত্যক্ত বহিয়াছে । তুমি তোমাব শণভার পবিত্যাগ কব, আমি শণসূত্রভার পবিত্যাগ করিব, উভয়ে শণবস্ত্রভার লইয়া যাইব ।’ “মিত্র ! আমি দূর হইতে এই দৃঢ়বদে বন্ধ শণভার বহন করিয়া আনিয়াছি, ইহাই আমাব পক্ষে পর্যাাপ্ত, তুমি ইচ্ছানুসারে করিতে পার ।” ইহা শুনিয়া পূৰ্ব্বোক্ত ব্যক্তি শণসূত্রভার পবিত্যাগ করিয়া শণবস্ত্রভার লইল ।

‘তাহাবা অপব এক গ্রামপথে উপনীত হইল । তাহাবা তথায় দেখিল প্রভূত ক্ষৌম পবিত্যক্ত বহিয়াছে । উহা দেখিয়া : প্রভূত ক্ষৌমসূত্র পবিত্যক্ত

বহিষাছে। উহা দেখিয়া প্রভূত ক্ষৌমবস্ত্র পবিত্যক্ত বহিষাছে। উহা দেখিয়া
 প্রভূত কাপাসি পবিত্যক্ত বহিষাছে। উহা দেখিয়া... প্রভূত কাপাসিসূত্র
 পবিত্যক্ত বহিষাছে। উহা দেখিয়া... প্রভূত কাপাসি বস্ত্র পবিত্যক্ত বহিষাছে।
 উহা দেখিয়া... প্রভূত লৌহ পবিত্যক্ত বহিষাছে। উহা দেখিয়া... প্রভূত তাম্র
 পবিত্যক্ত বহিষাছে। উহা দেখিয়া... প্রভূত রূপ পবিত্যক্ত বহিষাছে। উহা
 দেখিয়া... প্রভূত সীসক পবিত্যক্ত বহিষাছে। উহা দেখিয়া... প্রভূত বৌপ্য
 পবিত্যক্ত বহিষাছে। উহা দেখিয়া প্রভূত সূবর্ণ পবিত্যক্ত বহিষাছে।
 উহা দেখিয়া এক অপবকে কহিলঃ “যেজন্য আমাদের শণ, শণসূত্র,
 শণবস্ত্র, ক্ষৌম, ক্ষৌমসূত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, কাপাসি, কাপাসি সূত্র, কাপাসি বস্ত্র,
 লৌহ, তাম্র, রূপ, সীসক অথবা বৌপ্যের প্রয়োজন, সেই সূবর্ণ প্রভূত
 পৰিমাণে পবিত্যক্ত বহিষাছে। তুমি শণভাব পবিত্য্যগ কব, আমি বৌপ্য-
 ভাব পবিত্য্যগ কবিব,” উভয়ে সূবর্ণভাব লইয়া গমন কবিব।” “মহা।
 আমি দূব হইতে এই দৃঢ়বদ্ধ শণভাব বহন কবিয়া আনিয়াছি, আমার পক্ষে
 ইহাই পর্য্যাপ্ত, তুমি ইচ্ছানুসৰ কবিতে পাব। ইহা শুনিয়া পুৰুষোত্তম ব্যক্তি
 বৌপ্যভাব পবিত্য্যগ পূৰ্ব্বক সূবর্ণভাব লইল।

‘তাহাবা স্বগ্ৰামে উপনীত হইল। তথায শণভাববাহী পুৰুষকে তাহাব
 মাতা পিতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কেহই অভিনন্দিত কবিল না, এবং তন্নি-
 মিত্ত সে সুখ ও সৌমনস্য লাভ কবিল না। কিন্তু স্বর্ণভাববাহী পুৰুষ
 তাহাব মাতা পিতা, স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব কতৃক অভিনন্দিত হইল, এবং
 তন্নিমিত্ত সে সুখ ও সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

‘হে বাজন্য। আপনি শণভাববাহীৰ ন্যায় প্রতীক্ষমান হইতেছেন। এই
 পাপ দৃষ্টি পবিত্য্যগ কবুন। উহা যেন দীৰ্ঘকাল আপনাব দঃখ ও দুঃদৰ্শাব
 কাষণ না হয়।’

৩০। ‘শ্রদ্ধেয় কস্‌সপেৰ প্রথম উপমা দ্বাবাই আমি তাঁহাব প্রতি প্রীত
 ও প্রসন্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি এই বিচিত্র প্রশ্নোত্তৰ শ্রবণে অভিলাষী
 হইয়া তাঁহাব বিবুদ্ধবাদী হইয়াছিলাম। হে কস্‌সপ। উত্তম, উত্তম। যেরূপ
 উৎপাত্তিভেব পুনপ্রতিষ্ঠা হয়, লুপ্তাযিত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদৰ্শিত
 হয়, চক্ষুজ্ঞানেব দৰ্শনেব নিমিত্ত অন্ধকাৰে তৈলদীপ ধৃত হয়,—সেইবদুপই
 শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ অনেক প্রকাৰে ধৰ্ম্ম প্রকাশ কবিয়াছেন। হে কস্‌সপ। আমি
 ভগবান গৌতমেব শরণ লইতেছি, ধৰ্ম্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘেব শরণ লইতেছি। অদ্য

হইতে দেহে যতদিন প্রাণ আছে ততদিন শ্রদ্ধেয় কস্মসপ আমাকে শবগাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। হে কস্মসপ ! আমি মহাযজ্ঞেব অনুর্ত্তান করিতে ইচ্ছা করি। পূজ্য কস্মসপ দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে উপদেশ দান করুন।’

৩১। ‘হে রাজন্য ! যে প্রকার যজ্ঞে গো বধ হয়, অজ-মেষ-কুঙ্কট-শুকর বধ করা হয়, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণ নাশ হয়, এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্, মিথ্যা কস্মাস্তি, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাঘাম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয়, হে রাজন্য ! ঐব্দপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে না, মহোপকারী হয় না, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয় না, উহাব ফল দূর্বপ্রসাবী হয় না। হে রাজন্য, মনে করুন কোন কৃষক বীজ ও লাঙ্গল লইয়া বনে প্রবেশ করিল। সে তথায় অকর্ষিত, নিকৃষ্ট, অনুর্ত্তাপাটিত-স্থানবহুল ক্ষেত্রে ভগ্ন, জীর্ণ, বাতাতপাহত, বিকৃত, বোপণেব অনুর্ত্তপযুক্ত বীজ বপন করিল, সময়ে সময়ে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টিও পড়িল না। ঐ সকল বীজ কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অঙ্কুৰিত, ও পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে ? অথবা উহা হইতে কি কৃষক পর্য্যাপ্ত ফল লাভ করিবে ?’

‘শ্রদ্ধেয় কস্মসপ। অবশ্যই নহে।’

‘ঐব্দপেই, হে রাজন্য ! যে প্রকার যজ্ঞে গো বধ হয়, অজ-মেষ-কুঙ্কট-শুকর বধ করা হয়, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণ নাশ হয়, এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্, মিথ্যা কস্মাস্তি, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাঘাম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয়, ঐব্দপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে না, মহোপকারী হয় না, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয় না, উহাব ফল দূর্বপ্রসাবী হয় না। হে রাজন্য। যে প্রকার যজ্ঞে গো-বধ হয় না, অজ-মেষ-কুঙ্কট-শুকর বধ করা হয় না, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণনাশ হয় না এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্, মিথ্যা কস্মাস্তি, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাঘাম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয় না, ঐব্দপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে, মহোপকারী হয়, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয়, উহাব ফল দূর্ব প্রসাবী হয়। মনে করুন কোন কৃষক বীজ ও লাঙ্গল লইয়া বনে প্রবেশ করিল। সে তথায় সুকর্ষিত, উৎকৃষ্ট, উৎপাটিত-স্থান ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ, নবীন, বাতাতপ-অনাহত, অবিকৃত, বোপণানুরূপ বীজ বপন করিল। ঐ সকল বীজ কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অঙ্কুৰিত ও পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে ? অথবা উহা হইতে কি কৃষক পর্য্যাপ্ত ফল লাভ করিবে ?’

‘কবিবে ।’

‘হে বাজপুত্র । এইরূপেই যে প্রকার যজ্ঞে গো বধ হয় না, অজ-মেষ-কুরুট-শুকব বধ করা হয় না, বিবিধ প্রকার প্রাণী প্রাণ নাশ হয় না এবং প্রতিগ্রাহকগণ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কৰ্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়, হে বাজপুত্র । ঐরূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে, মহোপকাৰী হয়, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয়, উহার ফল দূর প্রসাৰী হয় ।’

৩২। অতপব বাজন্য পাষাণি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণেব নিমিত্ত, দীন-দুঃখী-নিবাস্ত্রাভিক্ষুকগণেব নিমিত্ত দানেব প্রতিষ্ঠা কবিলেন । সেই দানে বিডঙ্গ-সহ কণাজক ভোজনরূপে প্রদত্ত হইল, স্থূল, অমসৃণ বস্ত্রাদি বিতৰিত হইল । ঐ দানে উত্তব নামক ব্রাহ্মণ যুবক তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত ছিলেন । তিনি দান সমাপনাতে এই রূপে মনোভাব প্রকাশ কবিলেন :

‘এই দানোপলক্ষে আমার সহিত বাজন্য পাষাণিব যে সমাগম হইল, তাহা এই জগতেবই জন্য, পবজগতেব জন্য নহে ।’ উত্তবেব এই মন্তব্য বাজন্য পাষাণিব কণে প্রবেশ কবিল । তখন তিনি উত্তবকে আহবান কবিয়া কহিলেন ‘তুমি কি সত্যই এইরূপ কহিবাছ : এই দানোপলক্ষে আমার সহিত বাজন্য পাষাণিব যে সমাগম হইল, তাহা এই জগতেবই জন্য, পবজগতেব জন্য নহে ?’

‘সত্যই কহিবাছি ।’

‘কেন এরূপ কহিবাছ : বৎস উত্তব । আমরা কি পুণ্যার্থী এবং দানেব ফলাকাঙ্ক্ষী নহি ?’

‘আপনাব দানে বিডঙ্গ-সহ কণাজক ভোজনরূপে প্রদত্ত হইবাছে, যাহা আপনি পাদ দ্বাবাও স্পর্শ কবিবেন না—ভোজনেব ত কথাই নাই, স্থূল, অমসৃণ বস্ত্রাদি বিতৰিত হইবাছে, যাহা আপনি পাদ দ্বাবাও স্পর্শ কবিবেন না—পবিধানেব ত কথাই নাই । আপনি আমাদের প্রিষ, প্রীতিপদ । যাহা প্রিষ ও প্রীতিপদ তাহাব সহিত কি প্রকাৰে আমবা অপ্ৰিষ ও অপ্ৰীতিকবেব যোজনা কবিব ?’

‘তাহা হইলে, বৎস উত্তব । যেবূপ ভোজন আমি গ্রহণ কবি এবং যেবূপ বস্ত্রাদি আমি পবিধান কবি, তুমি সেইবূপ ভোজন ও বস্ত্রাদি বিতৰণ কব ।’

এইরূপে বাজন্য পাষাণি সসম্মানে দান না দিবা, স্বহস্তে না দিবা, সখ্যা-

স্তুঃকরণে না দিয়া, অপবিত্র দান দিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্মহাবাজিক দেবলোকে শূন্য সেবাসিক বিমানে উৎপন্ন হইলেন। যিনি তাঁহাব দানে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ যুবক উত্তর সসম্মানে, স্বহস্তে সর্বাঙ্গিকবণে অনপবিত্র দান বিতরণ করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন হইয়া ত্রাশ্চিন্ত্রংগ দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন।

৩৩। ঐ সময়ে আযুজ্ঞান গবম্পতি প্রাশঃ দিব্যবিহাবেব নিমিত্ত শূন্য সেবাসিক বিমানে গমন করিতেন। দেবপুত্র পায়াসি আযুজ্ঞান গবম্পতিব * নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপদ্বর্ষক একপ্রান্তে দণ্ডাঘমান হইলেন। তখন আযুজ্ঞান গবম্পতি দেবপুত্র পায়াসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন : ‘সৌম্য। আপনি কে?’

‘দেব, আমি বাজন্য পায়াসি।’

‘আপনি কি এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না—পবলোক নাই, উপপাতিক সত্ত্ব নাই, সৎকৃতি ও দৎকৃতিব ফল নাই?’

‘দেব, আমি এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্নই ছিলাম। কিন্তু আমি আৰ্য্যকুমার কস্‌সপ কত্ত্বক ঐ পাপদৃষ্টি হইতে মুক্ত হইয়াছি।’

‘আপনার দানে যিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেই তবুণ ব্রাহ্মণ উত্তর কোথাব উৎপন্ন হইয়াছেন?’

‘তিনি সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্বাঙ্গিকবণে অনপবিত্র দান বিতরণ করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন হইয়া ত্রাশ্চিন্ত্রংগ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু আমি সসম্মানে দান না দিয়া, স্বহস্তে না দিয়া, সর্বাঙ্গিকবণে না দিয়া, অপবিত্র দান দিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্মহাবাজিক দেবলোকে শূন্য সেবাসিক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব, শ্রদ্ধেয় গবম্পতি! আপনি মনুষ্যলোকে গমন করিয়া এইরূপ ঘোষণা করুন : “সৎকার পদ্বর্ষক দান কর, স্বহস্তে দান কর, সর্বাঙ্গিকবণে দান কর, অনপবিত্র দান কর। বাজন্য পায়াসি সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্বাঙ্গিকবণে দান না করিয়া, অনপবিত্র দান করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্মহাবাজিক দেবলোকে শূন্য

* ইনি বাবাণসীব বণিক ছিলেন এবং বুদ্ধ কত্ত্বক সজ্জ্য গৃহীত হইয়াছিলেন। প্রবাদানুসারে, ইহলোকে স্থিতিকালেই তিনি ধ্যানের নিমিত্ত অধস্তন স্বর্গে গমন করিতেন।

সেবাসক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাব দানেব তত্ত্বাবধায়ক তব্ধগ উক্তব সসম্মানে, স্বহস্তে, সম্বাস্তঃকৰণে অনপবিদ্ধ দান কৰিয়া মৰণাস্তে দেহেব বিনাশে স্ৰুগতিসম্পন্ন হইয়া চাৰ্যস্ৰিংগ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।”

৩৪। তদনন্তৰ আয়ুজ্ঞান গবম্পতি মনুষ্যলোকে আগমন কৰিয়া ঐসমন্ত সংবাদ প্রচার কৰিলেন।

। পাৰ্বাসি সূত্ৰান্ত সমাপ্ত।

মহাবৰ্গ

। দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

দীঘ নিকায়

তৃতীয় খণ্ড

[গাটিক বর্গ]

দীঘ নিকায়

২৪। পাটিক সূত্রান্ত। - -

আমি এইৰূপ শ্রবণ কৰিষ্যামি।

১। ১। এক সময় ভগবান মল্লদিগেব দেশে অবস্থান কৰিতেছিলেন। অনূপিষ নামক মল্লদিগেব নগৰ। ভগবান পদ্বাহেব বৈশাখপদ্বাহক পাত্ৰ ও চীৰব হস্তে অনূপিষ নগৰে পিন্ডাৰ্থ প্রবেশ কৰিলেন। তখন তাঁহাৰ মনে হইল : ‘ভিক্ষার্থ অনূপিষতে ভ্রমণেব জন্য এখনও অতিপ্রাক্, অতএব ভগ্গব-গোস্ত পৰিব্রাজকেব আবামে তাঁহাৰ নিকট গমন কৰিব।’ এইৰূপ চিন্তা কৰিষা ভগবান ভগ্গবগোস্ত পৰিব্রাজকেব আবামে পৰিব্রাজকেব নিকট গমন কৰিলেন।

২। তখন পৰিব্রাজক ভগ্গব-গোস্ত ভগবানকে কহিলেন :

‘ভন্তে। ভগবান আগমন কব্দন, স্বাগত, ভগবান। বহুদিন ভগবানেব এই স্থানে আগমন হয় নাই। ভগবান উপবেশন কব্দন, এই আসন প্রস্তুত।’

ভগবান নিৰ্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কৰিলেন। পৰিব্রাজক ভগ্গব-গোস্তও অন্যতব অনূচ্ আসন গ্রহণপদ্বাহক এক প্রান্তে উপবেশন কৰিলেন।

পৰে তিনি ভগবানকে কহিলেন :

‘ভন্তে, কিছুদিন পদ্বাহ লিচ্ছবি-পুত্র সন্নিবৃত্ত আমাৰ নিকট উপস্থিত হইয়া কহিষাছিলেন : “ভগ্গব। আমি এক্ষণে ভগবানকে প্রত্যাখ্যান কৰিষামি। আমি আব এখন ভগবানেব অনুসৰণ কৰি না।” ভন্তে, লিচ্ছবি-পুত্র সন্নিবৃত্ত যাহা কহিষাছেন তাহা কি সত্য ?’

‘ভগ্গব। তিনি যাহা কহিষাছেন তাহা সত্য।’

৩। ভগ্গব। কিছুকাল পদ্বাহ লিচ্ছবি-পুত্র সন্নিবৃত্ত আমাৰ নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপদ্বাহক একপ্রান্তে উপবেশন কৰিষা আমাকে কহিষাছিলেন : ‘আমি এক্ষণে ভগবানকে প্রত্যাখ্যান কৰি, আমি এখন আব ভগবানেব অনুসৰণ কৰিব না।’

ভগ্গব । 'এইরূপ উক্ত হইলে আমি তাঁহাকে কহিলাম : সন্নক্ষত, আমি কি এব্দপ কহিয়াছি—সন্নক্ষত, তুমি এস, আমার অনুসরণ কব ?'

'ভন্তে, তাহা নহে ।'

'তুমি কি আমাকে এরূপ কহিয়াছ—ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব ?'

'ভন্তে, তাহা নহে ।'

'তাহা হইলে, সন্নক্ষত, আমিও তোমাকে এব্দপ কহি নাই—সন্নক্ষত, এস, আমার অনুসরণ কব ; তুমিও আমাকে কহ নাই—ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব । হে নিষেধ । এব্দপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ ? মূঢ় । এই স্থানে তোমার ভ্রম দেখ ।'

৪ । 'ভন্তে, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবেন না ।'

'সন্নক্ষত, আমি কি তোমাকে এইরূপ কহিয়াছি—সন্নক্ষত, এস, আমার অনুসরণ কব, আমি তোমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব ?'

'ভন্তে, তাহা নহে ।'

'তুমি কি আমাকে এব্দপ কহিয়াছ—ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন ?'

'ভন্তে, তাহা নহে ।'

'এইরূপে, সন্নক্ষত, আমিও তোমাকে কহি নাই—সন্নক্ষত, এস, আমার অনুসরণ কব, আমি তোমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব, তুমিও আমাকে কহ নাই—ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন । হে নিষেধ । এব্দপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ ? সন্নক্ষত, তুমি কি মনে কব ? আমি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করি বা না করি, যে নিমিত্ত আমি ধর্মোপদেশ দিয়াছি তাহা পালনকারীর দৃঃখ সম্যকরূপে অপনোদন কবে ?

'আপনি ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করুন বা না করুন, যে নিমিত্ত আপনি ধর্মোপদেশ দিয়াছেন, তাহা পালনকারীর দৃঃখ সম্যকরূপে অপনোদন কবে ।'

'তাহা হইলে, সন্নক্ষত, অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কি করিবে ? মূঢ় । এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখ ।'

৫ । 'ভগবান আমার নিকট পূর্বাতত্ত্বের বর্ণনা কবেন না ।'

১ মূলের 'অগ্গণ্ণ' শব্দ প্রাচীন টীকা 'জগত্ত্ব উৎপত্তি' রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

‘সদনক্ষত্ৰ, আমি কি তোমাকে এব্দপ কহিয়াছি—এস, সদনক্ষত্ৰ, আমার অনুসৰণ কৰ, আমি তোমাব নিকট প্ৰবাত্তেব বৰ্ণনা কৰিব ?’

‘ভন্তে, তাহা নহে ।’

‘তুমি কি আমাকে এব্দপ কহিয়াছ—আমি ভগবানেব অনুসৰণ কৰিব, ভগবান আমার নিকট প্ৰবাত্তেব বৰ্ণনা কৰিবেন ?’

‘ভন্তে, তাহা নহে ।’

‘এব্দপ হইলে, সদনক্ষত্ৰ, আমিও তোমাকে কহি নাই—সদনক্ষত্ৰ, এস, আমার অনুসৰণ কৰ, আমি তোমাব নিকট প্ৰবাত্তেব বৰ্ণনা কৰিব । তুমিও আমাকে কহ নাই—আমি ভগবানেব অনুসৰণ কৰিব, ভগবান আমার নিকট প্ৰবাত্তেব বৰ্ণনা কৰিবেন । হে নিষেধি । এব্দপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিতেছ ? সদনক্ষত্ৰ, তুমি কি মনে কৰ ? আমি তোমাব নিকট প্ৰবাত্তেব বৰ্ণনা কৰি বা না কৰি, যে নিমিত্ত আমি ধৰ্ম্মোপদেশ দিয়াছি তাহা পালনকাৰীৰ দ্ৰুত সম্যকৰূপে অপনোদন কৰে ?’

‘আপনি আমার নিকট প্ৰবাত্তেব বৰ্ণনা কৰুন বা না কৰুন, যে নিমিত্ত আপনি ধৰ্ম্মোপদেশ দিয়াছেন তাহা পালনকাৰীৰ দ্ৰুত সম্যকৰূপে অপনোদন কৰে ।’

‘তাহা হইলে, সদনক্ষত্ৰ, প্ৰবাত্তেব বৰ্ণনা কি কৰিবে ? মূঢ় ! এইস্থানে তোমাব ক্ৰম দেখ ।’

৬ । ‘সদনক্ষত্ৰ, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্ৰকাৰে আমার প্ৰশংসা কীৰ্ত্তন কৰিয়াছ—ইনিই ভগবান, অবহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচৰণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্যপ্ৰবুদ্ধসাবিথ, দেবমন্দুষ্যেব শান্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত । এইবূপে, সদনক্ষত্ৰ, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্ৰকাৰে আমার প্ৰশংসা কীৰ্ত্তন কৰিয়াছ ।’

‘সদনক্ষত্ৰ, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্ৰকাৰে ধৰ্ম্মেব প্ৰশংসা কীৰ্ত্তন কৰিয়াছ—ধৰ্ম্ম ভগবান কৰ্ত্তৃক স্বাখ্যাত, উহা সাংদৃষ্টিক, অবিলম্বে ফলপ্ৰসূ, সৰ্ব-জগতকে আহবানকাৰী, নিৰ্বাণ প্ৰদায়ী, বিজ্ঞগণ কৰ্ত্তৃক স্ব স্ব অন্তৰে জ্ঞাতব্য । এইবূপে, সদনক্ষত্ৰ, তুমি অনেক প্ৰকাৰে বজ্জীগ্রামে ধৰ্ম্মেব প্ৰশংসা কীৰ্ত্তন কৰিয়াছ ।’

‘সদনক্ষত্ৰ, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্ৰকাৰে সৎঘেব প্ৰশংসা কীৰ্ত্তন কৰিয়াছ—চাৰি প্ৰবুদ্ধ-যুগ অষ্ট প্ৰবুদ্ধ সম্বলিত ভগবানেব প্ৰাৰক সৎঘ

সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায-প্রতিপন্ন, সামীচি-প্রতিপন্ন, তাঁহাবা : দান, অতিথেষতা, দক্ষিণা ও অঞ্জলিকরণেব যোগ্য, তাঁহাবা জগতের অনন্তব পদ্য-ক্ষেত্র । এইবদেপে, সন্নক্সত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকাৰে সঙ্ঘেব, প্রশংসা কীৰ্ত্তন কৰিষাছ । -

‘সন্নক্সত্ত, আমি কহিতোঁছি তোমাব সম্বন্ধে জনগণ ঘোষণা কৰিবে—
লিচ্ছবি-পুত্র সন্নক্সত্ত শ্রমণ গৌতমেব শাসনে ব্রহ্মচৰ্য্য পালনে অসমর্থ হইয়া
হীনার্থেৰ সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন ।’

‘ভগ্গব ! আমি এইবদেপ কহিলে লিচ্ছবি-পুত্র সন্নক্সত্ত এই ধৰ্ম্ম-বিনয়
পৰিত্যাগ পদ্বৰ্ক অপায় নিবৰ্ষোন্মুখ হইয়া প্রস্থান কৰিলেন ।

৭ । ভগ্গব ! এক সময় আমি বুম্দিগেব দেশে অবস্থান কৰিতেছিলাম ।
তথায় উত্তরকা নামক বুম্দিগেব নগৰ । ভগ্গব ! আমি পদ্বৰ্হেব বেষ
ধাবণ পদ্বৰ্ক পাণ্ড ও চীবব হস্তে পশ্চাচ্ছন্ন লিচ্ছবি-পুত্র সন্নক্সত্তেব সহিত
উত্তবকায় ভিক্ষার্থ প্রবেশ কৰিষাছিলাম । ঐ সময়ে অচেল কোবক্ষত্তিয় কুৰু
ব্রত অবলম্বন পদ্বৰ্ক চতুৰ্কুণ্ডক’ হইয়া ভূমিতে নিষ্কিপ্ত ভক্ষ্য মূখ দ্বাবা
গ্রহণ পদ্বৰ্ক ভোজন কৰিতেন ।

‘ভগ্গব ! লিচ্ছবি-পুত্র সন্নক্সত্ত দেখিলেন অচেল, কুৰুৱব্রতী, কোবক্ষ-
ত্তিয় চতুৰ্কুণ্ডক হইয়া ভূমিতে নিষ্কিপ্ত ভক্ষ্য মূখ দ্বাবা গ্রহণ পদ্বৰ্ক ভোজন
কৰিতেছেন । উহা দেখিযা তাঁহাব মনে হইল : ‘অবহত, শ্রমণ চতুৰ্কুণ্ডক
হইয়া ভূমিতে নিষ্কিপ্ত ভক্ষ্য মূখ দ্বাবা গ্রহণ পদ্বৰ্ক ভোজন কৰিতেছেন,
ইনি সন্মানেব যোগ্য ।’

ভগ্গব ! তখন আমি স্বচিহ্নে সন্নক্সত্তেব চিন্তা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে
কহিলাম :

‘মূঢ় ! তুমি আপনাকে শাক্যপুত্রীষ বদেপে স্বীকাৰ কৰ ?’

‘ভগবান কেন আমাকে এইবদেপ কহিলেন,—মূঢ় ! তুমি আপনাকে শাক্য-
পুত্রীষ বদেপে স্বীকাৰ কৰ ?’

‘সন্নক্সত্ত ! এই নগ্ন কুৰুৱব্রতী চতুৰ্কুণ্ডক কোবক্ষত্তিয়কে ভূমিতে নিষ্কিপ্ত
ভক্ষ্য মূখ দ্বাবা গ্রহণ পদ্বৰ্ক ভোজন কৰিতে দেখিযা তুমি কি মনে কৰ নাই
—অবহত শ্রমণ চতুৰ্কুণ্ডক হইয়া ভূমিতে নিষ্কিপ্ত ভক্ষ্য মূখ দ্বাবা গ্রহণ
পদ্বৰ্ক ভোজন কৰিতেছেন, ইনি সন্মানেব যোগ্য ?’

‘ভন্তে, তাহা সত্য। আপনি কি অপবেব অবহত্বে ঈশ্বা অন্ভব কৰিতেছেন?’

‘মূঢ়। আমি অপবেব অবহত্বে ঈশ্বা অন্ভব কৰিতেছি না। কিন্তু তোমাবই পাপ-দৃষ্টি উৎপন্ন হইযাছে, উহা পবিত্যাগ কব, উহা যেন দীৰ্ঘ-কাল তোমাব অমঙ্গল ও দুঃখেব কাৰণ না হয়। সুনক্ষত্ৰ, যে নগ্ন কোবক্ষ-স্ত্রিযকে তুমি সন্মানেব যোগ্য অবহত শ্রমণ মনে কৰিতেছ, তিনি সপ্তম দিবসে অলসক বোগাক্ৰান্ত হইযা মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং কালকঞ্জ নামক সৰ্ব-নিকৃষ্ট অসুৰদিগেব মধ্যে উৎপন্ন হইবেন, মৃত্যুব পৰ তিনি বীৰণগুৰ্জ্জাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইবেন। সুনক্ষত্ৰ, যদি ইচ্ছা হয় তুমি অচেল কোবক্ষ-স্ত্রিযেব নিকট গমন কৰিযা জিজ্ঞাসা কৰিতে পাব—সৌম্য কোবক্ষস্ত্রিয়! আপনাব গতি অবগত আছেন? সুনক্ষত্ৰ, ইহা সম্ভব যে নগ্ন কোবক্ষস্ত্রিয তোমাকে কহিবেন—সৌম্য সুনক্ষত্ৰ। আমি নিজেব গতি জানি, কালকঞ্জ নামক সৰ্বনিকৃষ্ট অসুৰদিগেব মধ্যে আমি উৎপন্ন হইব।’

৮। ভগ্গব। তৎপবে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ৰ অচেল কোবক্ষস্ত্রিযেব নিকট গমন পদ্বৰ্ক তাঁহাকে কহিল : ‘সৌম্য কোবক্ষস্ত্রিয়। শ্রমণ গৌতম কহিযাছেন অচেল কোবক্ষস্ত্রিয সপ্তম দিবসে অলসক বোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং কালকঞ্জ নামক সৰ্বনিকৃষ্ট অসুৰদিগেব মধ্যে উৎপন্ন হইবেন, মৃত্যুব পৰ তিনি বীৰণগুৰ্জ্জাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইবেন। সৌম্য কোবক্ষ-স্ত্রিয়, আপনি পৰ্য্যাপ্ত পৰিমাণে আহাব ও পান কবুন, যাহাতে শ্রমণ গৌতমেব বাক্য মিথ্যা হয়।’

‘অনন্তব, ভগ্গব। সুনক্ষত্ৰ এক দুই দিন কৰিযা সাত দিবাবাৰি গণনা কৰিল, সে তথাগতেব প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কৰিল না। অতঃপৰ সপ্তম দিবসে অচেলক কোবক্ষস্ত্রিয অলসক বোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইযা কালকঞ্জ নামক সৰ্বনিকৃষ্ট অসুৰদিগেব মধ্যে উৎপন্ন হইল, মৃত্যুব পৰ সে বীৰণ-গুৰ্জ্জাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইল।

৯। ভগ্গব! সুনক্ষত্ৰ শুনিলেন—অচেল কোবক্ষস্ত্রিয অলসক বোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইযা বীৰণগুৰ্জ্জাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইযাছেন। তখন, ভগ্গব। লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ৰ বীৰণগুৰ্জ্জাবৃত শ্মশানে কোবক্ষস্ত্রিযেব নিকট গমন পদ্বৰ্ক তাঁহাকে তিনবাব পাণিধাবা প্রহাব কৰিযা কহিলেন—‘সৌম্য কোবক্ষস্ত্রিয়। আপনাব কি গতি জানেন?’ অতঃপৰ, ভগ্গব! অচেল

কোবক্ষিত্ত্ব হস্তি দ্বারা পৃষ্ঠদেশ মর্দীয়া উত্থান করিল এবং কহিল—‘সৌম্য সুনন্দ ! আমি স্বীয় গতি জানি। কালকঞ্জ নামক সম্বর্নিকৃষ্ট অসুন্দর-দিগেব মধ্যে আমি উৎপন্ন হইয়াছি।’ ইহা কহিয়াই সে উত্থান হইয়া পতিত হইল।

১০। অনন্তর, ভগ্গব ! লিচ্ছবি-পুত্র সুনন্দ আমাব নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাৎসল্যে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন; পরে আমি তাহাকে কহিলাম :

‘সুনন্দ ! তুমি কি মনে কর ? অচেল কোবক্ষিত্ত্বের সম্বন্ধে আমি যাহা কহিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে, অথবা তাহাব অন্যথা হইয়াছে ?’

‘ভগবান যাহা কহিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে, তাহাব অন্যথা হয় নাই।’

‘সুনন্দ ! তুমি কি মনে কর ? এরূপ হইলে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে অথবা না ?’

‘ভগ্গে ! এরূপ অবস্থায় অবশ্যই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, হয় নাই তাহা নহ।’

‘মূঢ় ! আমি এরূপ অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলেও তুমি কহিয়াছ—ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবেন না। নিষেধ ! এই-স্থানে তোমাব ভ্রম দেখ।’

‘ভগ্গব ! আমি এইরূপ কহিলে লিচ্ছবি-পুত্র সুনন্দ এই ধর্ম-বিনয় পবিত্র্যগ পূর্বক অপার-নিরমোন্মুখ হইয়া প্রশ্ন করিলেন।

১১। ভগ্গব ! এক সময়ে আমি বৈশালিব মহাবনে-কট্টাগাশালায় অবস্থান করিতেছিলাম। ঐ সময়ে অচেল কন্দরমস্কর বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপুল লাভ ও যশ সম্ভবিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি সপ্তবিধ ব্রত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—‘যাবজ্জীবন অচেলক বহিব, বস্ত্র পরিধান করিব না : যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী বহিব, মৈথুন ধর্মের সেবা করিব না : যাবজ্জীবন সূত্র ও মাংসে জীবন ধারণ করিব, পল্লাস মিষ্টান্নাদি ভোজন করিব না : বৈশালিব পূর্বদিকস্থ উদেন চৈত্য অতিক্রম করিব না : বৈশালিব দক্ষিণস্থ গোভগ্ন চৈত্য অতিক্রম করিব না : বৈশালিব পশ্চিম সন্তম্ব নামক চৈত্য অতিক্রম করিব না : বৈশালিব উত্তরস্থ বহুপুত্র নামক চৈত্য অতিক্রম

কবিব না ।’ তিনি এই সপ্তবিধ ব্রত সমাধান হেতু বজ্জীগ্রামে বিপুল লাভ ও যশ অর্জন করিয়াছিলেন ।

১২। অতঃপর, ভগ্গব । লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্র অচেল কন্দবমসুকেব নিকট গমন পুর্ষক তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল । প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া অচেল কন্দবমসুক উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রতি ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিবাক্তি প্রকাশ করিল । তখন সুনক্ষত্র চিন্তা করিল—‘সাধু, অবহত, শ্রমণের বিবাক্তি উৎপাদন করিয়াছি, ইহা যেন দীর্ঘ কাল আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কাবণ না হয় ।’

১৩। ভগ্গব । তদনন্তর সুনক্ষত্র আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনাস্তে একপ্রাস্তে উপবিষ্ট হইলে আমি তাহাকে কহিলাম :

‘মূঢ় । তুমি আপনাকে শাক্যপুত্রীষ রূপে স্বীকার কর ?’

‘ভগবান কেন এব্দুপ কহিতেছেন ?’

‘সুনক্ষত্র । তুমি অচেল কন্দবমসুকেব নিকট গমন করিয়া তাহাকে প্রশ্ন কর নাই ? সে তোমার প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিবাক্তি প্রকাশ করিয়াছিল । তুমি এইব্দুপ চিন্তা করিয়াছিলে—সাধু, অবহত, শ্রমণের বিবাক্তি উৎপাদন করিয়াছি, ইহা যেন দীর্ঘকাল আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কাবণ না হয় ।’

‘ভগ্নে, তাহা সত্য । আপনি কি অপবেব অবহত্রে ঈর্ষ্যা অনুভব করিতেছেন ?’

‘মূঢ় । আমি অপবেব অবহত্রে ঈর্ষ্যা অনুভব করিতেছি না । কিন্তু তোমাবই পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা পরিত্যাগ কর, উহা যেন দীর্ঘকাল তোমাব অমঙ্গল ও দুঃখের কাবণ না হয় । সুনক্ষত্র, যে অচেল কন্দবমসুককে তুমি সাধু, অবহত, শ্রমণ মনে করিতেছ, তিনি অচিরে বস্ত্রপরিহিত হইয়া নাবীগণ সহ বিচরণ করিবেন এবং সুপক্ক অন্নাদি ভোজনে বত হইয়া বৈশালীব সর্ষ চৈত্যা অতিক্রম করিয়া যশোহীন হইয়া দেহত্যাগ করিবেন ।

অনন্তর, ভগ্গব । অচেল কন্দবমসুক অচিরে বস্ত্র ধারণ করিয়া নাবীগণ সহ বিচরণ এবং সুপক্ক অন্নাদি ভোজনে বত হইয়া বৈশালীব সর্ষ চৈত্যা অতিক্রম পুর্ষক যশোহীন হইয়া দেহ ত্যাগ করিবেন ।

১৪। লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্র শ্রবণ করিলেন অচেল কন্দবমসুক বস্ত্র হরণ করিয়া নাবীগণসহ বিচরণ এবং সুপক্ক অন্নাদি ভোজনে বত হইয়া

বৈশালীব সৰ্ব চৈত্ৰ্য অতিক্রম পদ্বৰ্ক যশোহীন হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন । ভগ্গব । তখন সন্নক্কন্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনাতে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলে আমি তাহাকে কহিলাম :

‘সন্নক্কন্ত, তুমি কি মনে কব ? অচেল কন্দবমসুকেব সম্বন্ধে আমি যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, সেইব্দপই হইয়াছে, অথবা তাহাব অন্যথা হইয়াছে ?

‘ঐ সম্বন্ধে ভগবান যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেইব্দপই হইয়াছে, তাহাব অন্যথা হয় নাই ।’

‘সন্নক্কন্ত ! তুমি কি মনে কব ? এব্দপ ক্ষেত্রে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, অথবা না ?’

‘ভন্তে । অবশ্যই এ ক্ষেত্রে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যে হয় নাই তাহা নষ ।

মূঢ় । আমি এব্দপ অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলেও তুমি কহিয়াছ —ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবেন না । নিষ্বেধি ! এই স্থানে তোমাব ভ্রম দেখ ।’

ভগ্গব ! আমি এইব্দপ কহিলে লিচ্ছবিপদ্র সন্নক্কন্ত এই ধর্মবিনয় পবিত্যাগ পদ্বৰ্ক অপাষ-নিরযোম্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন ।

১৫ । ভগ্গব । এক সময় আমি বৈশালিতেই মহাবনে কুটীগারশালায় অবস্থান করিতেছিলাম । ঐ সময়ে অচেল পাটক-পদ্র বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপদ্র লাভ ও যশ সমান্বিত হইয়া বাস করিতেছিলেন । তিনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইব্দপ কহিতেছিলেন :

‘শ্রমণ গোতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী, জ্ঞানবাদীব উচিত জ্ঞানবাদীব সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবা । শ্রমণ গোতম অর্দ্ধপথ আগমন কব্দন, আমিও অর্দ্ধপথ গমন করিব । আমবা উভয়েই ঐস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব । শ্রমণ গোতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব । তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব । তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব । এইরূপে শ্রমণ গোতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব ।’

১৬ । ভগ্গব ! অনন্তর সন্নক্কন্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনাতে একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া আমাকে এইব্দপ কহিল :

‘ভস্বে । অচেল পাটিক-পদন্ত বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপুল লাভ ও যশ সম্ভবিত হইয়া বাস করিতেছেন । তিনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইরূপ কহিতেছেন—শ্রমণ গোতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী, ... দ্বিগুণ করিব ।’ (উপবে ১৫ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) ।

ভগবৎ, এইরূপ কথিত হইলে আমি সুনক্ষত্রকে কহিলাম :

‘সুনক্ষত্র, অচেল পাটিক-পদন্ত যে ঐ রূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পবিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নহ । যদি সে মনে কবে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পবিহার না করিয়া শ্রমণ গোতমের সম্মুখীন হইব—তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে ।’

১৭ । ‘ভস্বে । ভগবান এরূপ কহিবেন না, সঙ্গত এরূপ কহিবেন না ।’

‘সুনক্ষত্র, তুমি কেন এরূপ কহিতেছ ?’

‘ভস্বে, ভগবান দৃঢ়রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—অচেল পাটিক-পদন্ত যে ঐরূপ বাক্য ..মস্তক বিদীর্ণ হইবে । (উপবে ১৬ সং পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) । ভস্বে, অচেল পাটিক-পদন্ত বিবৃপবেশে’ ভগবানের সম্মুখীন হইলে ভগবানের বাক্য মিথ্যা হইবে ।’

১৮ । ‘সুনক্ষত্র, তথাগত এরূপ বাক্য কহিতে পাবেন নাহা মিথ্যা হইবে ?’

‘ভস্বে, ভগবান কি স্বাচিন্তে অচেল পাটিক-পদন্তের চিত্ত পবিজ্ঞাত হইয়াছেন—অচেল পাটিক-পদন্ত যে ঐরূপ চিত্ত .. মস্তক বিদীর্ণ হইবে ? অথবা দেবতাগণ আপনাকে ইহা কহিয়াছেন ?’

‘সুনক্ষত্র, আমি স্বাচিন্তেও পাটিক-পদন্তের চিত্ত বিদিত হইয়া উহা কহিয়াছি, এবং দেবতাগণও আমাকে ঐরূপ কহিয়াছেন । লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি অজিতও সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়া গ্রাস্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন । তিনিও আমার নিকট আগমন পূর্বক কহিয়াছেন : ‘ভস্বে, অচেল পাটিক-পদন্ত নির্লজ্জ, মিথ্যাবাদী, সে আমার সম্বন্ধেও বজ্জীগ্রামে ঘোষণা করিয়াছে—লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি অজিত মহা নিবসে উৎপন্ন হইয়াছেন । ভস্বে, আমি কিন্তু মহা-নিবসে উৎপন্ন হই নাই, গ্রাস্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন

হইয়াছি, অচেল পাটিক পদ্বত্ত নিলজ ও মিথ্যাবাদী, সে যে ঐব্দপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া ভগবানের সম্মুখীন হইবে তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে—আমি...মস্তক বিদীর্ণ হইবে।’ এইব্দপে, সুনক্ষত্ৰ, আমি স্বচিন্তেও পাটিক-পদ্বত্তেব চিত্ত বিদিত হইয়া উহা কহিয়াছি, এবং দেবতাগণও আমাকে ঐব্দপ কহিয়াছেন।

‘সুনক্ষত্ৰ আমি বৈশালিতে ভিক্ষার্থে ভ্রমণ কবিয়া আহাবান্তে প্রত্যাবর্তন-কালে দিবাবিহাবেব নিমিত্ত পাটিক-পদ্বত্তেব আবামে গমন কবিব। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাকে কহিও।’

১৯। ভগ্গব ! তদনন্তর আমি পদ্বত্তেব বেশ ধারণ পদ্বর্ক পাণ্ড ও চীবব হন্তে বৈশালিতে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিলাম। ভিক্ষাচাবাবসানে আহাবান্তে প্রত্যাবর্তনকালে দিবাবিহাবেব নিমিত্ত অচেল পাটিক-পদ্বত্তেব আবামে গমন কবিলাম। ভগ্গব, তখন লিচ্ছবি-পদ্বত্ত সুনক্ষত্ৰ স্ববিতে বৈশালি প্রবেশ-পদ্বর্ক খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণের নিকট গমন কবিয়া তাঁহা-দিগকে কহিল :

‘ভগবান বৈশালিতে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কবিয়া আহাবান্তে প্রত্যাবর্তনকালে অচেল পাটিক-পদ্বত্তেব আবামে দিবাবিহাবার্থ গমন কবিয়াছেন। আপনাবা অগ্রসব হউন, সাধু শ্রমণগণের অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইবে।’

ভগ্গব, তখন ঐ সকল লিচ্ছবিগণ চিন্তা করিলেন : ‘সাধু শ্রমণগণের অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইবে, আমবা যাই।’

সুনক্ষত্ৰ প্রথিতনামা ব্রাহ্মণ মহাশাল, গৃহপতিগণ এবং নানা তীর্থীয় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণেব নিকট গমন পদ্বর্ক পদ্বত্তিব্দপ ঘোষণা করিল।

ভগ্গব, তখন ঐ সকল খ্যাতনামা নানাতীর্থীয় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অলৌকিক ঋদ্ধিবলেব প্রদর্শনীতে গমন কবিতে মনস্থ কবিলেন।

ভগ্গব, এইব্দপে খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ মহাশাল ও গৃহপতিগণ এবং নানাতীর্থীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অচেল পাটিক-পদ্বত্তেব আবামে গমন কবিলেন। সেই পবিষদে শতাধিক সহস্রাধিকেব সমাগম হইয়াছিল।

২০। ভগ্গব ! অচেল পাটিক-পদ্বত্ত শ্রবণ কবিল যে প্রথিত নামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ ও নানাতীর্থীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছেন, শ্রমণ গৌতমও তাহাব আবামে দিবাবিহাবার্থ উপবিষ্ট। ইহা শ্রবণ কবিয়া সে ভীত, নিস্পন্দ ও বোমাণ্ডিত হইল এবং এইব্দপ অবস্থায় সে তিড়ুখান্দ নামক পবিব্রাজকাবামে গমন কবিল।

ভগ্গব ! সেই পবিত্র শ্রবণ কবিল যে অচেল পাটিক-পদ্ম ভীত, উদ্ভিন্ন, বোমাণ্ডিত হইয়া তিডুক্‌খান্দ পবিত্রাজকাবামে গমন নিবত । তখন পবিত্র জনৈক পদ্ব্যকে কহিল :

হে পদ্ব্য ! তিডুক্‌খান্দ পবিত্রাজকাবামে অচেল পাটিক-পদ্মের নিকট গমন পদ্ব্যক তাহাকে কহ—সৌম্য পাটিক-পদ্ম । অগ্রসব হউন, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ, নানাতীর্থীয় শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিব্যবিহাবার্থ আয়ুজ্ঞানের আবামে উপবিষ্ট । সৌম্য পাটিক-পদ্ম ! আপনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইব্দপ ঘোষণা কবিষাছেন : “শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী । জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবা । দ্বিগুণ কবিব ।” (উপবে ১৫ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । সৌম্য পাটিক-পদ্ম ! আপনি অন্ধপথ আগমন কবুন, সর্বপ্রথমেই শ্রমণ গৌতম আপনার আবামে আসিয়া দিব্যবিহাবার্থ উপবিষ্ট আছেন ।’

২১। ভগ্গব ! ‘তথাস্তু’ কহিয়া সেই পদ্ব্য সম্মত হইয়া তিডুক্‌খান্দ পবিত্রাজকাবামে অচেল পাটিক-পদ্মের নিকট গমন পদ্ব্যক তাহাকে কহিল :

‘সৌম্য পাটিক-পদ্ম । অগ্রসব হউন, খ্যাতনামা... উপবিষ্ট আছেন ।’

ভগ্গব । এইব্দপ কথিত হইল অচেল পাটিক-পদ্ম ‘আমি আসিতেছি, আমি আসিতেছি’ এইব্দপ কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া বহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না । তখন সেই পদ্ব্য পাটিক-পদ্মকে কহিল :

‘সৌম্য পাটিক-পদ্ম । আপনার কি হইয়াছে ? আপনার দেহ-লোম কি আসনে লগ্ন হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে ? “আসিতেছি, আসিতেছি” কহিয়া ঐ স্থানেই গতিহীন হইয়া বহিষাছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না ।’

ভগ্গব । এইব্দপ উক্ত হইলে পাটিক-পদ্ম ‘আসিতেছি, আসিতেছি’ কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া বহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না ।

২২। ভগ্গব ! যখন সেই পদ্ব্য বদ্বিল যে পাটিক-পদ্ম পবাজিত হইয়াছে, ‘আসিতেছি, আসিতেছি’ কহিয়া ঐ স্থানেই গতিহীন হইয়া বহিয়াছে,

আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না, তখন সে পবিষদে প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক কহিল :

‘অচেল পার্টিক-পদ্বত্ত পবাজিত, “আসিতোছি, আসিতোছি” করিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না ।’

ভগ্গব ! এইব্দপ উক্ত হইলে আমি সেই পবিষদকে কহিলাম :

‘অচেল পার্টিক-পদ্বত্ত যে এইব্দপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পবিহার না করিয়া আগার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয় । যদি সে মনে কবে মস্তক বিদীর্ণ হইবে ।’ (১৬ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

। প্রথম ভাগবাব সমাপ্ত ।

২। ১। অতঃপব, ভগ্গব ! এক লিচ্ছবি মহাগাত্র আদন হইতে উত্থান করিয়া পবিষদকে কহিলেন :

‘আপনাবা ক্ষণকাল অপেক্ষা কব্দন, আমি যাইতোছি, ইহা সম্ভব যে আমি অচেল পার্টিক-পদ্বত্তকে এই পবিষদে আনিতে সমর্থ হইব ।’

তখন ভগ্গব ! সেই লিচ্ছবি মহাগাত্র তি’ডুক্খান্দ পবিরাজকাবামে অচেল পার্টিক-পদ্বত্তের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন :

‘সৌম্য পার্টিক-পদ্বত্ত ! অগ্রসব হউন, উহাই আপনাব শ্রেয়ঃ, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ এবং নানাতীর্থিয শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহাবার্থ আপনাব আবামে উপবিষ্ট । বৈশালিব পবিষদে আপনি ঘোষণা করিয়াছেন—“শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী - দ্বিগুণ করিব ।” সৌম্য পার্টিক-পদ্বত্ত ! আপনি অর্দ্ধপথ আগমন কব্দন, সর্ব্বপ্রথমেই শ্রমণ গৌতম আপনাব আবামে আসিয়া দিবাবিহাবার্থ উপবিষ্ট আছেন । তিনি পবিষদে ঘোষণা করিয়াছেন :

‘অচেল পার্টিক-পদ্বত্ত যে এইব্দপ বাক্য মস্তক বিদীর্ণ হইবে ।’ সেইজন্য পার্টিক-পদ্বত্ত, অগ্রসর হউন, এইব্দপ করিলে আপনাব জয় এবং শ্রমণ গৌতমের পরাজয়ের বিধান করিব ।’

২। ভগ্গব। এইব্দপ উক্ত হইলে অচেল পাটিক-পদ্বন্ত 'আসিতোছি, আসিতোছি' কবিষা সেইস্থানেই গতিহীন হইয়া বহিল, আসন হইতেও উত্থান কবিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই লিচ্ছবি মহামাত্র অচেল পাটিক-পদ্বন্তকে কহিলেন :

সৌম্য পাটিক-পদ্বন্ত ! আপনাব কি হইয়াছে ? আপনাব দেহলোম কি আসনে বদ্ধ হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে ? "আসিতোছি, আসিতোছি" কবিষা ঐস্থানেই গতিহীন হইয়া বহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।'

ভগ্গব। এইব্দপ উক্ত হইলেও পাটিক-পদ্বন্ত 'আসিতোছি, আসিতোছি' কবিষা সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া বহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।'

৩। ভগ্গব। যখন সেই লিচ্ছবি মহামাত্র বদ্বিষতে পারিলেন যে অচেল পাটিক-পদ্বন্ত পবাজিত, 'আসিতোছি, আসিতোছি' কবিষা একই স্থানে গতিহীন হইয়া বহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে পারিতেছে না, তখন তিনি আসিষা পবিষদে ঘোষণা কবিলেন :

'অচেল পাটিক-পদ্বন্ত পবাজিত, "আসিতোছি, আসিতোছি" কবিষা সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া বহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।'

এইব্দপ কথিত হইলে, ভগ্গব। আমি সেই পবিষদকে কহিলাম : 'অচেল পাটিক-পদ্বন্ত যে ঐব্দপ বাক্য মন্তক বিদীর্ণ হইবে। আযদ্জ্ঞান লিচ্ছবিগণ যদি মনে কবেন, 'আমবা অচেল পাটিক-পদ্বন্তকে ববগ্ধাবা বন্ধন কবিষা গো-যদুগেব সাহায্যে টানিয়া আনিব,' তাহা হইলে ববগ্ধ অথবা পাটিক-পদ্বন্ত ছিন্ন হইবে। অচেল পাটিক-পদ্বন্ত যে ঐব্দপ বাক্য মন্তক বিদীর্ণ হইবে।'

৪। ভগ্গব। তখন দাব্দপান্তিকের শিষ্য জালিষ আসন হইতে উঠিয়া পবিষদকে কহিল :

'আপনাবা ক্ষণকাল অপেক্ষা কবুন, আমি যাইতোছি, ইহা সম্ভব যে আমি অচেল পাটিক-পদ্বন্তকে এই পবিষদে আনিতে সমর্থ হইব।'

তখন জালিষ তিডক্খান্দ পবিব্রাজকাবামে অচেল পাটিক-পদ্বন্তের নিকট গমন পদ্বন্তক তাহাকে কহিল :

‘সৌম্য পাটিক-পদ্ম অগ্নসব হউন...উপবিষ্ট আছেন। শ্রমণ গৌতম পবিষদে ঘোষণা কৰিয়াছেন : “অচেল পাটিক-পদ্ম যে ঐব্দপ বাক্য...মন্তক বিদীৰ্ণ হইবে। আযুজ্ঞান লিচ্ছবিগণ যদি মনে করেন... মন্তক বিদীৰ্ণ হইবে।” পাটিক-পদ্ম। আপনি অগ্নসব হউন, এইব্দপ কবিলে আপনাব জয় এবং শ্রমণ গৌতমেব পরাজয়েব বিধান কৰিব।’

৫। এইব্দপ উক্ত হইলে অচেল পাটিক-পদ্ম, ‘আমি আসিতেছি, আসিতেছি’ কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না। তখন দাব্দপত্তিকেব শিষ্য জালিয় অচেল পাটিক-পদ্মকে কহিল :

‘সৌম্য পাটিক-পদ্ম। আপনাব কি হইয়াছে? আপনাব দেহলোম কি আসনে বদ্ধ হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে? “আসিতেছি, আসিতেছি” কহিয়া ঐ স্থানেই গতিহীন হইয়া বহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।’

ভগ্গব। এইব্দপ উক্ত হইলেও অচেল পাটিক-পদ্ম ‘আসিতেছি, আসিতেছি’ কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া বহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।

৬। ভগ্গব! যখন দাব্দপত্তিকেব শিষ্য জালিয় বদ্বিলেন অচেল পাটিক-পদ্ম পবাজিত, ‘আসিতেছি, আসিতেছি’ কহিয়া একই স্থানে গতিহীন অবস্থায় বহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না, তখন তিনি পাটিক-পদ্মকে কহিলেন :

‘সৌম্য পাটিক-পদ্ম। পদ্বৰ্দ্ধকালে এক সময় ম্গরাজ সিংহেব মনে হইয়াছিল : ‘আমি কোন বনষণ্ডে বাসস্থান কৰিব, সায়াহ্ন সময়ে বাসস্থান হইতে নিষ্কান্ত হইয়া বিজুন্তণ পদ্বৰ্দ্ধক চতুৰ্দ্দিক অবলোকনান্তে বাবগ্ৰয সিংহনাদ কহিয়া গোচবার্থে অগ্নসব হইব; উত্তম উত্তম ম্গ বধ কহিয়া ম্দ্দ মাংস ভক্ষণ পদ্বৰ্দ্ধক বাসস্থানে প্রবেশ কৰিব।’

‘তদনন্তব সেই ম্গরাজ অন্যতব বনষণ্ডে বাসস্থান কৰিয়া সায়াহ্ন সময়ে তথা হইতে নিষ্কান্ত হইয়া বিজুন্তণ পদ্বৰ্দ্ধক চতুৰ্দ্দিক অবলোকনান্তে বাবগ্ৰয সিংহনাদ কহিয়া গোচবার্থে অগ্নসব হইল। সে উত্তম উত্তম ম্গ বধ কহিয়া ম্দ্দ মাংস ভক্ষণপদ্বৰ্দ্ধক বাসস্থানে প্রবেশ কৰিল।

৭। ‘সৌম্য পাটিক-পদ্ম। সেই ম্গরাজ সিংহেব ভুজ্জাবশিষ্টে বৰ্দ্ধিত

এক বৃদ্ধ শৃগাল গর্ষিত ও বলশালী হইয়াছিল। সেই শৃগাল চিন্তা করিল : “আমিই বা কে, মৃগবাজ সিংহই বা কে ? আমিও কোন বনষণ্ডে বাসস্থান করিয়া সাযাহু সময়ে তথা হইতে নিষ্কান্ত হইয়া বিজৃম্বণ পদ্বর্ক চতুর্দিক অবলোকনান্তে বাব্রয সিংহনাদ করিয়া গোচবার্থে অগ্রসব হইব ; উত্তম উত্তম মৃগ বধ করিয়া মৃদু মাংস ভক্ষণ পদ্বর্ক বাসস্থানে প্রবেশ করিব।”

অতঃপর সেই বৃদ্ধ শৃগাল অন্যতব বনষণ্ডে বাসস্থান করিয়া সাযাহু সময়ে তথা হইতে নিষ্কান্ত হইয়া বিজৃম্বণ পদ্বর্ক চতুর্দিক অবলোকনান্তে “বাব্রয সিংহনাদ করিব” এইব্দপ মনস্থ করিয়া শৃগালের ধনি করিল। কোথায শৃগালের বব, আব কোথায সিংহনাদ।

‘সৌম্য পাটিক-পদ্ব্ত। সেইব্দপই তুমি স্দগতেব দানে জীবন ধাবণ করিয়া স্দগতেব ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অবহত সম্যক-সম্বদ্বকে আসাদ্য মনে করিয়াছ—কোথায হীন পাটিক-পদ্ব্ত, আব কোথাযই বা তথাগত অবহত সম্যক সম্বদ্বকে আসাদন ?

৮। ভগ্গব। যখন দাব্দপত্তিকেব শিষ্য জালিষ এই উপমা দ্বাবাও অচেল পাটিক-পদ্ব্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে কহিল :

‘আপনাকে সিংহ জ্ঞান করিয়া শৃগাল মনে

করিল “আমি মৃগবাজ”

কিন্তু সে শৃগালের বব করিল, “কোথায,

হীন শৃগাল, আব কোথায সিংহনাদ ?”

‘সৌম্য পাটিক-পদ্ব্ত। সেইব্দপই তুমি স্দগতেব দানে জীবনধাবণ করিয়া স্দগতেব ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অবহত সম্যক সম্বদ্বকে আসাদ্য মনে করিয়াছ—কোথায নগণ্য পাটিক-পদ্ব্ত, আব কোথাযই বা তথাগত সম্যক সম্বদ্বকে আসাদন ?’

৯। ভগ্গব। যখন জালিষ এই উপমাদ্বাবাও পাটিক-পদ্ব্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে কহিল :

‘উচ্ছিষ্ট ভোজনে আপনাকে অন্য জীব মনে করিয়া,

স্বব্দপ না দেখিয়া, শৃগাল আপনাকে ‘ব্যাপ্ত’ মনে করিয়াছিল,

তথাপি সে শৃগালের বব করিল, “কোথায

নগণ্য শৃগাল, কোথাযই বা সিংহনাদ ?”

‘সৌম্য পাটিক-পদ্বত ! সেইব্দপই তুমি সদৃগতেব ভুস্তাবশিষ্ট ভোজন করিষা...সম্বন্ধের আসাদন ?’

১০। ভগ্গব ! যখন জালিষ এই উপমা দ্বাবাও পাটিক-পদ্বতকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে কহিল :

‘ভেক, ক্ষেত্র-মদ্যিক এবং শ্মশানে নিক্সিপ্ত

মৃতদেহাদি ভক্ষণ করিষা,

শূন্য অথবা মহাবনে বর্জিত শৃগাল মনে কবিল

“আমি মৃগবাজ,”

তথাপি সে শৃগালেরই বব কবিল, “কোথায়

নগণ্য শৃগাল, কোথায় বা সিংহনাদ ?”

‘সৌম্য পাটিক-পদ্বত ! সেইব্দপই তুমি সদৃগতেব ভুস্তাবশিষ্ট ভোজন করিষা...সম্বন্ধের আসাদন ?’

১১। ভগ্গব ! যখন জালিয় এই উপমাদ্বাবাও পাটিক পদ্বতকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে আসিষা পবিষদে ঘোষণা কবিল : ‘অচেল পাটিক-পদ্বত পবাজিত, “আসিতেছি, আসিতেছি” করিষা সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া বহিষাছে আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না ।’

১২। ভগ্গব ! এইব্দপ উক্ত হইলে আমি পরিষদকে কহিলাম : ‘অচেল পাটিক-পদ্বত যে ঐব্দপ বাক্য...মস্তক বিদীর্ণ হইবে । আয়ুজ্ঞান লিচ্ছবিগণ যদি মনে কবেন . . .পাটিক-পদ্বত ছিন্ন হইবে । অচেল পাটিক-পদ্বত যে ঐব্দপ বাক্য...মস্তক বিদীর্ণ হইবে ।’

১৩। অতঃপর, ভগ্গব ! আমি সেই পবিষদকে ধর্ম্মকথাদ্বাবা উপদিষ্ট, জ্ঞানদীপ্ত, উত্তেজিত, অন্দ্রপ্রাণিত কবিলাম, এবং এইব্দপে উহাকে মহাবন্ধন হইতে মদ্বস্ত করিষা, চতুবশীতি সহস্র প্রাণীকে অতি দূর্গম স্থান হইতে উদ্ধাব করিষা ধ্যানযোগে তেজোময় হইয়া আকাশে সপ্ততাল উচ্চে উঠিয়া , সপ্ততাল পবিমিত অর্দ্ধি নির্ম্মাণ ও প্রজ্জ্বলিত করিষা, সুবাস বিকীর্ণ করিষা মহাবনে কদুটাগারশালায় পদনবারিভূত হইলাম । অনন্তব, ভগ্গব ! সদ্বনক্ষত আমাব নিকট আসিষা আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রাস্ত উপবেশন কবিলে আমি তাহাকে কহিলাম :

সেদ্বনক্ষত ! তুমি কি মনে কব ? পাটিক-পদ্বত সম্বন্ধে আমি তোমাকে ঘাহা কহিয়াছিলাম, সেইব্দপই হইয়াছে অথবা তাহার অন্যথা হইয়াছে ?’

‘ভগবান যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে, তাহাব অন্যথা হয় নাই।’

‘সুনক্ষত্ৰ ! তুমি কি মনে কব ? এব্দপ হইলে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, অথবা না ?’

‘ভণ্ডে ! এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, হয় নাই তাহা নহে।’

‘মূঢ় ! আমি তোমাকে এইব্দপ ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলেও তুমি কহিয়াছ : “ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন না।” মূঢ় ! এইস্থানে তোমাব ভ্রম দেখ।’

ভগ্গব ! আমি এইব্দপ কহিলে সুনক্ষত্ৰ এই ধর্মবিনয় পবিত্যাগ পদ্বর্ক অপায়-নিবষোন্মুখ হইয়া প্রস্থান করিল।

১৪। ভগ্গব ! বস্তুসমূহেব প্রাবল্য আমি অবগত আছি, শব্দ তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ঐ জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বাবা অস্পষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মূর্ত্তি অনুভব করি, যে অনুভূতিব নিমিত্ত তথাগত দ্বংখে নিপতিত হন না। ভগ্গব ! কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা তাঁহাদেব শিক্ষানুসাবে ঘোষণা করেন যে বস্তুসমূহেব প্রাবল্য ঈশব অথবা ব্রহ্মাব লীলা। আমি তাঁহাদেব নিকট গমন করিয়া কহি : ‘সত্যই কি আপনাবা ঘোষণা করেন যে আপনাদেব শিক্ষানুসাবে বস্তুসমূহেব প্রাবল্য ঈশব, অথবা ব্রহ্মাব লীলা ? এইব্দপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাবা কহেন—‘ইহা সত্য।’ আমি তাঁহাদিগকে কহি : “আপনাবা কিব্দপে নিদ্ধাবণ করেন যে, বস্তু সমূহেব প্রাবল্য ঈশব অথবা ব্রহ্মাব লীলা ?’ আমি এইব্দপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাবা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করি :

১৫। ‘বন্ধুগণ, এমন সময়’ আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবাব পব এই জগত লয় প্রাপ্ত হয়। এইব্দপ সময়ে জীবগণ বহুল পবিমাণে আভাস্বব জগতে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাহাবা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদেব ভক্ষ্য স্বব্দপ হয়, তাহাবা স্বয়ংপ্রভ, অন্তবীক্ষচব এবং শব্দস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পৰ এই জগতেব বিবর্তন হয়। ঐ সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান প্রাদুর্ভূত হয়। কোন সত্ত্ব আয়ুষ্কর কিম্বা পদ্যক্ষয়ের নিমিত্ত আভাস্বব জগত হইতে চ্যুত হইয়া শূন্য ব্রহ্মবিমানে পুনৰায় উৎপন্ন হয়। সে তথ্য মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাব ভক্ষ্য হয়, সে স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শূভস্থায়ী হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করে। দীর্ঘকাল তথ্য একাকী বাস করিয়া তাহাব মনে অসন্তুষ্টি ও ভয়ের উৎপত্তি হয়; “হা, যদি অপৰ জীবগণও এইস্থানে আগমন করিত।” ঐ সময়েই অন্য জীবগণও আয়ুষ্কর কিম্বা পদ্যক্ষয় বশতঃ, আভাস্বব লোক হইতে চ্যুত হইয়া তাহাব সঙ্গীৰূপে ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হয়। তাহাবাও তথ্য মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদেব ভক্ষ্য হয়, তাহাবা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শূভস্থায়ী হইয়া সদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

১৬। ‘বন্ধুগণ, তদন্তর প্রথমোৎপন্ন সত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিলেনঃ “আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নিৰ্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। এই জীবগণ আমা কর্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? পদ্বর্ষ আমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলামঃ “অহো, অন্য জীবগণও এইস্থানে আগমন করুক। আমার এই প্রার্থনায় এই সকল সত্ত্ব এখানে আগমন করিয়াছে।” পশ্চাদুৎপন্ন সত্ত্বগণও এইরূপ চিন্তা করেঃ “ইনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নিৰ্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। আমরা এই ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? আমরা ইহাকেই প্রথমোৎপন্ন জীবরূপে দেখিয়াছি, আমরা ইহাব পশ্চাতে উৎপন্ন।”

১৭। ‘বন্ধুগণ, অতঃপৰ যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য্য ও পবাক্রমশালী। যাহাবা পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহাবা অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু, অল্প সৌন্দর্য্য ও পবাক্রমশালী। তৎপৰে, বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। এই লোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস-পবিত্যাগ করিয়া অনাগাবিষ্ত অবলম্বন করেন। তৎপৰে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তাব দ্বাবা এব্দুপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন যে, এব্দুপ সমাধিব অবস্থায় তিনি উক্ত পদ্বর্ষনিবাস স্মরণ করেন, কিন্তু তৎপদ্বর্ষবর্তী

জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ কহেন : “সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অবিভূ, অনবিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নিম্নাতি, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা—যাঁহা কর্তৃক আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম, তিনি অনন্ত-কাল ঐরূপে অবস্থান করিবেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অপায়ক, পরিবর্তনশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি।” বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তু সমূহের প্রাবল্য-রূপে কথিত ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার লীলা।

তদন্তবে তাঁহারা কহেন : “সৌম্য গোতম, আপনি যাহা কহিতেছেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছি।” ভগ্নগব, বস্তু সমূহের প্রাবল্য আমি অবগত আছি তথাগত দ্বন্দ্বের নিপতিত হন না।

১৮। ভগ্নগব, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে বস্তু সমূহের প্রাবল্য হাস্য ক্রীড়া-বতি। আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : ‘সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তু সমূহের প্রাবল্য হাস্য ক্রীড়া-বতি?’ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কহেন—‘ইহা সত্য।’ আমি তাঁহাদিগকে কহি : ‘আপনারা কিরূপে নিষ্কাষণ করেন যে, বস্তু সমূহের প্রাবল্য হাস্য-ক্রীড়া-বতি? আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতি-প্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করি :

‘বন্ধুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের নাম ক্রীড়া প্রদোষিক। তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া হাস্য-ক্রীড়া-বতি-ধর্ম সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন। ঐ কাবণে তাঁহাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয়, এবং ঐ মোহের কাবণে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পবিত্র্যাগ পদ্বর্ক অনাগাবীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পদ্বোক্তি জন্ম অনুসরণ করেন কিন্তু তৎপদ্বর্ক জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ কহেন : ‘যে সকল দেবতা ক্রীড়া-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-বতি-ধর্ম সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন না। উহার ফলে তাঁহাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয় না, এবং ঐ অমোহের ফলে তাঁহারা

সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন না ; তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, অবিপরিণাম, ধর্ম, তাঁহারা অনন্তকাল ঐস্থানেই অবস্থান করিবেন । কিন্তু আমবা ক্রীড়া-প্রদোষিক হইয়া দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম সম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিয়াছিলাম, তাহাব ফলে আমাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হইয়াছিল, ঐ মোহেব ফলে আমবা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অস্পাষ, পরিবর্তন-শীলরূপে ইহলোকে আগমন করিয়াছি ।” বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসাবে বস্তু সমূহেব প্রাবল্ল্য রূপে ঘোষিত হাস্য-ক্রীড়া-বতি ।’

অদন্তবে তাঁহারা কহেন : ‘সৌম্য গোতম, আপনি যাহা কহিতেছেন, আমবাও তাহাই শুনিয়াছি ।’ ভগ্গব, বস্তু সমূহেব প্রাবল্ল্য আমি অবগত আছি...তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না ।

১৯ । ভগ্গব, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষানুসাবে ঘোষণা করেন যে, বস্তু সমূহেব প্রাবল্ল্য মনোপ্রদোষ । আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : ‘সত্যই কি আপনাবা ঘোষণা করেন যে, আপনাদের শিক্ষানুসাবে বস্তু সমূহেব প্রাবল্ল্য মনোপ্রদোষ ?’ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কহেন—‘ইহা সত্য ।’ আমি তাঁহাদিগকে কহি : ‘আপনাবা কিরূপে নিদ্ধাবণ করেন যে, বস্তু সমূহেব প্রাবল্ল্য মনোপ্রদোষ ?’ আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন । তখন আমি উত্তর করি :

‘বন্ধুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন, তাঁহাদের নাম মন-প্রদোষিক’ । দীর্ঘকাল পবস্পব পবস্পবেব প্রতি অসুখাপবরণ হইয়া তাঁহাদের চিত্ত পবস্পবেব প্রতি প্রদুষ্ট হয় । এইরূপ প্রদুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয় । ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন । বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন । ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পবিত্যাগ পদ্বর্ষক অনাগারিত্ত্ব অবলম্বন করেন । তৎপবে তিনি উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া... এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধিব অবস্থায় তিনি পদ্বর্ষান্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপদ্বর্ষজন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন । তিনি এইরূপ কহেন : “যে সকল

১ । ১ম খণ্ড ২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।

২ । ১ম খণ্ড—২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।

দেবতা মনোপ্রদোষিক নহেন, তাঁহাবা দীৰ্ঘকাল পবস্পৰ পবস্পৰেৰে প্ৰতি অসুখাপবৰ্শ হন না। ফলে তাহাদেৰ চিত্ত পবস্পৰেৰে প্ৰতি প্ৰদুষ্ট হন না, তাঁহাদেৰ দেহ ও মন ক্লান্ত হয় না। তাঁহাবা ঐ দেহ হইতে চ্যুত হয় না। তাঁহাবা নিত্য, ধ্ৰুব, শাস্বত, অবিপৰিণাম-ধৰ্ম্ম হইয়া অনন্তকাল ঐস্থানে অবস্থান কৰেন। কিন্তু আমবা মন-প্ৰদোষিক হইয়া পবস্পৰ পবস্পৰেৰে প্ৰতি অসুখাপবৰ্শ হইয়াছিলাম, আমাদেৰ চিত্ত পবস্পৰেৰে প্ৰতি প্ৰদুষ্ট হইয়াছিল, আমাদেৰ দেহ ও মন ক্লান্ত হইয়াছিল। আমবা ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্ৰুব, অস্পাষদ্ ও মৃত্যু পৰাষণ হইয়া ইহলোকে আগমন কৰিষাছি।” বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদেৰ শিক্ষানুসাৰে বস্তুসমূহেৰে প্ৰাবল্ল বদপে ঘোষিত মনোপ্ৰদোষ।’

তদন্তবে তাঁহাবা কহেন : “সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা কহিতেছেন, আমবাও তাহাই শুনিষাছি।” ভগ্গব, বস্তুসমূহেৰে প্ৰাবল্ল আমি অবগত আছি তথাগত দৃষ্থে নিৰ্ণীত হন না।

২০। ভগ্গব, কোন কোন শ্ৰমণ ও ব্ৰাহ্মণ আছেন যাঁহাবা তাঁহাদেৰ শিক্ষানুসাৰে ঘোষণা কৰেন যে, বস্তু সমূহেৰে প্ৰাবল্ল অধীত্য-সমুৎপন্ন^১। আমি তাঁহাদেৰ নিকট গমন কৰিষা কহি : ‘সত্যই কি আপনাবা ঘোষণা কৰেন যে আপনাদেৰ শিক্ষানুসাৰে বস্তু সমূহেৰে প্ৰাবল্ল অধীত্য-সমুৎপন্ন ? এইবদপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাবা কহেন—‘ইহা সত্য।’ আমি তাঁহাদিগকে কহি : ‘আপনাবা কিবদপে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰেন যে, বস্তুসমূহেৰে প্ৰাবল্ল অধীত্য-সমুৎপন্ন ?’ আমি এইবদপ জিজ্ঞাসা কৰিলে তাঁহাবা উত্তৰ দিতে সমৰ্থ না হইয়া আমাকে প্ৰতিপ্ৰশ্ন কৰেন। তখন আমি উত্তৰ কৰি :

‘বন্ধুগণ, অসংজ্ঞ-সত্ত্ব^২ নামক কোন কোন দেবতা আছেন, সংজ্ঞা উৎপন্ন হইলেই ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ দেহ হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন কৰেন ; তৎপৰে তিনি গৃহবাস ত্যাগ কৰিষা অনাগাবীষ অবলম্বন কৰেন। পৰে তিনি উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া এবদপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হন যে এবদপ সমাধিৰ অবস্থায় তিনি সংজ্ঞাৰ উৎপত্তি অনুস্মৰণ কৰেন, কিন্তু তৎপদুৰ্ব্বাস্থ্য স্মৰণে অক্ষম হন।

১। অকাৰণোদ্ভূত। ১ম খণ্ড—৩৩ পৃঃ দ্ৰষ্টব্য

২। ১ম খণ্ড—৩৩ পৃঃ দ্ৰষ্টব্য।

তিনি কহেন—“আত্মা ও জগত অকাষণ সমুদ্র । কি কারণে ? আমি পূর্বে ছিলাম না, কিন্তু পূর্বে না থাকিয়াও এক্ষণে সমুদ্রে পবিণত হইয়াছি ।” বন্ধুগণ, ইহাই আপনারা আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তু সমূহের অধীত্য-সমুৎপন্ন প্রাবল্যরূপে ঘোষণা করেন ।’

তদন্তে তাহা কহেন : ‘সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা কহিতেছেন আমিও তাহাই শুনিয়াছি ।’ ভগ্গব, বস্তু সমূহের প্রাবল্য আমি অবগত আছি । তথাগত দৃষ্টে নিপতিত হন না ।

২১ । ভগ্গব, আমি এইরূপ মত প্রকাশ করিলে, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ—যাহা অসৎ ও তুচ্ছ—আমার সম্বন্ধে অন্যায়রূপে মিথ্যা অভিযোগ করেন : ‘শ্রমণ গৌতম ও ভিক্ষুগণ ভ্রান্ত । শ্রমণ গৌতম কহেন :—যে সময়ে শূভ বিমোক্ষের প্রাপ্তি হয়, তখন সর্ববস্তু অশূভরূপে প্রতীক্ষমান হয় ।’ কিন্তু ভগ্গব, আমি এরূপ কহি না । আমি এইরূপ কহি :—‘যে সময়ে শূভ বিমোক্ষের প্রাপ্তি হয়, তখন ‘শূভ !’ এই জ্ঞানই হয় ।’

‘ভস্তু, যাহা ভগবান এবং ভিক্ষুগণকে ভ্রান্ত মনে কবে, তাহাই ভ্রান্ত, আমি ভগবানের প্রতি এতই প্রসন্ন হইয়াছি যে আমার বিশ্বাস ভগবান আমাকে এরূপ ধর্মোপদেশ দিতে পাবেন যাহা দ্বারা আমি শূভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করিতে পারি ।’

ভগ্গব, তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন বৃচিসম্পন্ন, ভিন্ন আয়োগানুসারী, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষা গ্রহণকারী ; এইজন্য শূভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার কবা তোমার পক্ষে সুকঠিন । তবে, ভগ্গব, আমার প্রতি তোমার যে প্রসাদ উহাই তুমি উত্তমরূপে বক্ষা কর ।’

‘ভস্তু, আমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্নবৃচিসম্পন্ন, ভিন্ন আয়োগানুসারী, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষাগ্রহণকারী—এইজন্য যদি শূভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার কবা আমার পক্ষে দুষ্কর হয়, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি আমার যে প্রসাদ, উহাই আমি উত্তমরূপে বক্ষা করিব ।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন । ভগ্গবগোক্ত পবিত্রাজক স্রষ্টা চিত্তে ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন করিলেন ।

। পার্টিক সূত্রান্ত সমাপ্ত ।

২৫। উদ্ভাসিক-সীহনাদ সূত্রান্ত।

আমি এইব্দ প শ্রবণ কৰিযাছি।

১। এক সময় ভগবান বাজগৃহে গন্ধকূট পৰ্বতে অবস্থান কৰিতে-
ছিলেন। ঐ সময় পৰিব্রাজক নিগ্ৰোধ তিন সহস্র পৰিব্রাজক সমন্বিত বৃহৎ
পৰিষদেব সহিত উদ্ভাসিকাব পৰিব্রাজকাবামে বাস কৰিতেছিলেন। অনন্তৰ
সন্ধান নামক গৃহপতি ভগবানেৰ দৰ্শনেৰ নিমিত্ত সূৰ্য্যোদয়ে বাজগৃহ হইতে
নিষ্কান্ত হইযাছিলেন। তিনি চিন্তা কৰিলেন : “ভগবানেৰ দৰ্শনেৰ নিমিত্ত
এখনও সময় হয় নাই, তিনি ধ্যানস্থ, মনোভাবনাৰ নিষ্পত্তি ভিক্ষুদিগেবও
দৰ্শনেৰ সময় এখন নহ। তাঁহাবা নিৰ্জৰ্ণে ধ্যানস্থ ; অতএব আমি উদ্ভাস-
কাব পৰিব্রাজকাবামে পৰিব্রাজক নিগ্ৰোধেৰ নিকট গমন কৰিব।” অতঃপৰ
তিনি উক্ত পৰিব্রাজকেৰ নিকট গমন কৰিলেন।

২। ঐ সময় নিগ্ৰোধ পৰিব্রাজক বৃহৎ পৰিষদেব সহিত উপবিষ্ট
ছিলেন, পৰিষদ উচ্চশব্দ মহাশব্দেব সহিত তুমুল কোলাহলে নানা প্ৰকাৰ
হীন আলাপে বত ছিলেন—যথা বাজ-কথা, চোৰ-কথা, মহামাত্ৰ কথা, সেনা-
সম্বন্ধীয় কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্ৰ-কথা, শয্য-
কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, ধান-কথা, গ্ৰাম-কথা, নিগম-কথা,
নগৰ-কথা, জনপদ-কথা, নাবী-কথা, পদবৃষ-কথা, বীৰ-কথা, পথ-কথা,
কুস্তস্থান-কথা, পদ্বপদবৃষ-কথা, নিবৰ্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্ৰেৰ উৎপত্তি
সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা।’

৩। পৰিব্রাজক নিগ্ৰোধ দূৰ হইতে গৃহপতি সন্ধানকে আসিতে দেখিয়া
স্বীয় পৰিষদকে শৃঙ্খলা বক্ষা কৰিতে কহিলেন :

‘মাননীষগণ, আপনাবা নীৰব হউন, শব্দ কৰিবেন না। শ্রমণ গৌতমেব
শ্রাবক গৃহপতি সন্ধান আসিতেছেন। শ্রমণ গৌতমেব যে সকল শব্দ বস্ত্ৰ
পৰিহিত গৃহী শ্রাবক বাজগৃহে বাস কৰেন, ইনি তাঁহাদেব অন্যতৰ গৃহপতি
সন্ধান। এই সকল আয়ুজ্ঞান নীৰবতা প্ৰিয়, নীৰবতাৰ শিক্ষিত, নীৰবতাৰ

প্রশংসাবাদী। পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এই স্থানকে আগমনের যোগ্য মনে করেন।’

এইরূপ উক্ত হইলে পবিত্ররাজকগণ নীরব হইলেন।

৪। অনন্তর গৃহপতি সন্ধান নিগোধ পবিত্ররাজকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পবে তিনি নিগোধকে কহিলেন :

‘এই সকল অন্য তীর্থীর পরিব্রাজকগণ একত্র মিলিত হইয়া উচ্চশব্দ মহা-শব্দের সহিত তুমুল কোলাহলে নানা প্রকার হীন আলাপে রত হন—যথা রাজকথা...অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা। এই সকল পরিব্রাজকগণ এক প্রকাষে, কিন্তু ভগবান অন্য প্রকাষের, তিনি অরণ্যে দূর বন প্রস্থে বাস করেন, যে স্থানে শব্দ নাই, নিষেধ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্য-সমাগম রহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত।’

৫। এইরূপ উক্ত হইলে পবিত্ররাজক নিগোধ গৃহপতি সন্ধানকে কহিলেন :

‘দেখ, গৃহপতি, তুমি জান কি, কাহাব সহিত শ্রমণ গোঁতম কথা কহেন? কাহাব সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হন? কাহার সহিত আলোচনাষ তাঁহার প্রজ্ঞা বিকাশ প্রাপ্ত হয়? নিজ্জর্নবাস হেতু শ্রমণ গোঁতমের প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়াছে, তিনি পবিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা করেন। যেদূপ সীমাবদ্ধ স্থানে বিচরণশীল দৃষ্টিহীন গাভী নিভূতের ভজনা কবে, সেই রূপই নিজ্জর্ন বাস হেতু শ্রমণ গোঁতমের প্রজ্ঞা প্রনষ্ট, তিনি পবিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন,...সেবা করেন। দেখ, গৃহপতি, যদি শ্রমণ গোঁতম এই পরিষদে আগমন করেন, তাহা হইলে মাত্র এক প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাকে নিখাক্ করিব, শূন্য কুণ্ডের ন্যায় তাঁহাকে আবর্তিত করিব।’

৬। ভগবান তাঁহার বিশুদ্ধ, অমানুষিক দিব্য শ্রবণ শক্তির দ্বারা নিগোধ পবিত্ররাজকের সহিত গৃহপতি সন্ধানের এই কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। তখন ভগবান গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণ পূর্বক সমাগধা পূর্বাধিবর্গী তীর্থে ময়ূব-নিবাসে গমন করিয়া তথায় উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবানকে এইরূপে বিচরণ করিতে দেখিয়া পরিব্রাজক নিগোধ তাঁহার পরিষদকে শৃঙ্খলা বন্ধা করিতে কহিলেন : ‘আয়ুজ্জানগণ নীরব

হউন, শব্দ^৩ কবিবেন না। শ্রমণ গোতম সন্মাগধাব তীবে ময়ূব-নিবাপে উন্মদুস্ত স্থানে বিচরণ কবিতেছেন। সেই আয়ুজ্ঞান নীববতা প্রিষ, নীববতাব প্রশংসাবাদী, পবিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এইস্থান আগমনেব যোগ্য মনে কবেন। যদি, তিনি এই স্থানে আগমন কবেন, তাহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিব—যে ধম্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত কবেন, সেই ধম্ম কি? কি সেই ধম্ম যাহাতে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি-ব্রহ্মচর্যেব মূলতত্ত্ব স্বীকাব কবেন?’ এইব্দপ কথিত হইলে পবিব্রাজক-গণ নীবব হইলেন।

৭। তদনন্তব ভগবান নিগ্রোধ পবিব্রাজকেব নিকট গমন কবিলে নিগ্রোধ ভগবানকে কহিলেন : ‘ভন্তে, ভগবানেব আগমন হউক। স্বাগত ভগবান! বহুদিন পবে ভগবান কৃপা কবিয়া এইস্থানে আসিয়াছেন, ভগবান উপবেশন কবুন, এই আসন প্রস্তুত।’

ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিলেন। পবিব্রাজক নিগ্রোধও এক নীচ আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন। অতঃপব ভগবান নিগ্রোধকে কহিলেন :

‘নিগ্রোধ, এইস্থানে কি কথাষ নিষদুস্ত ছিলে? তোমাদেব কি আলোচনাই বা বাধা প্রাপ্ত হইল?’

ভগবান এইব্দপ কহিলে পবিব্রাজক নিগ্রোধ ভগবানকে কহিলেন :

‘ভন্তে, আমবা দেখিলাম ভগবান সন্মাগধাব তীবে ময়ূব-নিবাপে উন্মদুস্ত স্থানে বিচরণ কবিতেছেন, উহা দেখিযা আমবা কহিলাম : যদি শ্রবণ গোতম এই পবিষদে আগমন কবেন, তাহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিব—“যে ধম্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত কবেন, সেই ধম্ম কি? কি সেই ধম্ম যাহাতে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি ব্রহ্মচর্যেব মূল তত্ত্ব স্বীকাব কবেন?” আমাদেব এই আলোচনাব অসমাপ্ত অবস্থাষ ভগবানেব আগমন হইল।’

‘নিগ্রোধ, যে ধম্মে আমি শ্রাবকগণকে শিক্ষিত কবি, যে ধম্মে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্ত চিত্তে আদি ব্রহ্মচর্যেব মূল তত্ত্ব স্বীকাব কবেন, তাহা বদ্বিতে পাবা তোমাব পক্ষে কঠিন, কাবণ তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রূচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্যেব শিক্ষা গ্রহণকাবী। নিগ্রোধ, তুমি ববং আমাকে কৃচ্ছ্র-সাধন সম্পর্কে

তোমার নিজের মত বিষয়ক প্রশ্ন কর—কি করিলে কচ্ছ-সাধন সফল হয়, কি করিলে হয় না ?

এইরূপ উক্ত হইলে পবিত্রাজকগণ তন্মূল কোলাহলের সহিত উচ্চশব্দে মহাশব্দ করিল, ‘আশ্চর্য্য’। অদ্ভুত ! শ্রমণ গোতমেব মহাশক্তি ও মহান্দ্র-ভাবতা, তিনি স্বীয় মত দ্ববে বাখিয়া পর্ব্বাদের আলোচনা আহ্বান করিতেছেন।’

৮। তখন নিগ্রোধ অন্যান্য পবিত্রাজকগণকে নীচ হইতে আদেশ করিয়া ভগবানকে কহিলেন :

‘আমরা কচ্ছ-সাধন রূপ তপেব সমর্থনকারী, উহাকেই সাবস্তু বলিয়া মনে করি, আমরা উহাতেই লীন হইয়া বিহার করি। কি করিলে কচ্ছ-সাধন সফল হয়, কি করিলে হয় না ?’

নিগ্রোধ, তপস্বী* নগ্ন হইয়া বিহার করে, মূস্তাচাব ও হস্তাবলেহক হয়, ভিক্ষা গ্রহণার্থ আহ্বানের কিম্বা অপেক্ষা করিবাব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান করে, আপনাব জন্য আনীত অথবা প্রস্তুতকৃত খাদ্য এবং নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে, কুস্তী অথবা কলোপী মুখ হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করে না, প্রবেশ দ্বাবে, উদখল, ইন্দ্রন অথবা মূসলাভ্যন্তবে স্থাপিত ভিক্ষা ত্যাগ করে, ভোজন নিবত দুই জনেব কিম্বা গর্ভিনী, কিম্বা স্তন্যদানবতা স্ত্রী, কিম্বা পুরুষসহবাস-বতা স্ত্রী ভিক্ষা ত্যাগ করে, অভিক্ষালম্ব সংগৃহীত ভোজ্য অস্বীকার করে, দলবদ্ধি মক্ষিকা সঙ্কুল স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণে বিবত হয়, মৎস্য, মাংস, সুবা মেবষ, তুষোদকেব গ্রহণে বিবত হয় ; মাত্র এক গৃহ হইতে এক গ্রাস, দুই গৃহ হইতে দুই গ্রাস, সাত গৃহ সাত গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করে , মাত্র এক অথবা দুই অথবা শত ভিক্ষাম্বে জীবন যাপন করে , দিনান্তে একবার, অথবা দুই দিবসে একবার, অথবা সাত দিবসে একবার ভোজন করে,—এইরূপে নিষম-বদ্ধ হইয়া ক্রমে অর্দ্ধমাসান্তে একবার ভোজন করে , মাত্র শাক অথবা শ্যামাক, অপক্ক তন্ডুল, চর্ম্মখণ্ড, শৈবাল, কণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন করে ; শাণ বস্ত্র, মশান বস্ত্র শবদেহেব পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্র, পাংশুকুল, তিবিতক বক্কল, মৃগচর্ম্ম মৃগ-চর্ম্মনির্ম্মিত পবিচ্ছদ, কুশচীব, বক্কল-চীর, ফলক-চীব, কেশ-কম্বল, বালি-

কম্বল, উল্লুক-পক্ষ নিষ্পিত বস্ত্র পরিধান কবে, সে কেশ ও শ্মশ্রু উৎপাটন কবে এবং উহাতে আসক্ত হয়, আসন পবিত্যাগ করিয়া দণ্ডাধম্যান ভাবে অবস্থান কবে, উৎকৃষ্ট হইয়া অবস্থান কবে এবং ঐ অবস্থায় বীৰ্য্যাবল্লেব অনুশীলন কবে, কণ্টকধাবী হয় এবং কণ্টক-শয্যা বচনা কবে, ফলক-শয্যা ও ভূমি-শয্যা আশ্রয় কবে, এক পার্শ্বে শায়িত হইয়া নিদ্রা যায়, দেহকে ধূলি ও মলাচ্ছাদিত কবে, উন্মত্ত স্থানে শয়ন কবে, সকল প্রকার আসনই নিষিদ্ধাচারে গ্রহণ কবে, বিকট আহাব গ্রহণ কবে, এবং ঐ প্রকার আহাবে আসক্ত হয়, শীতল জল পান বর্জন কবে এবং ঐ অভ্যাসে আসক্ত হয়, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ে মধ্য তিনবার জলে অবতরণ কবে। নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কব? এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন সফল হয় অথবা বিফল হয়?’

‘অবশ্যই, ভগ্নে, এরূপ কৃচ্ছ্র সাধন সফল হয়, বিফল হয় না।’

‘নিগ্রোধ, আমি কহি এ প্রকার পরিপূর্ণ কৃচ্ছ্র সাধনেও অনেক প্রকার উপক্লেণ বর্তমান।’

৯। ‘ভগ্নে, ভগবান কিরূপে কহিতেছেন যে, এই প্রকার পরিপূর্ণ কৃচ্ছ্র সাধনেও অনেক প্রকার উপক্লেণ বর্তমান?’

‘নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন, তিনি উহাতেই সন্তুষ্ট ও পরিপূর্ণ-সংকল্প হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেণ।’

‘পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। তিনি ঐ তপহেতু আত্মপ্রশংসা ও পবিত্রানিতে রত হন। ইহাও তপস্বীর উপক্লেণ।’

‘পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। তিনি ঐ তপ হেতু ক্ষীণ হন, জ্ঞানশূন্য হন, প্রমাদে পতিত হনঃ ইহাও তপস্বীর উপক্লেণ।’

১০। পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সংকাব ও যশ অর্জন কবেন। ঐ লাভ, সংকাব ও যশ অর্জন করিয়া তিনি সন্তুষ্ট ও পরিপূর্ণ-সংকল্প হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেণ।

‘পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ সংকাব ও যশ অর্জন কবেন। ঐ লাভ, সংকাব ও যশ অর্জন করিয়া তিনি আত্ম-প্রশংসা ও পবিত্রানিতে রত হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেণ।’

‘পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সংকাব ও যশ অর্জন কবেন। ঐ লাভ, সংকাব ও যশ অর্জন করিয়া

তিনি ক্ষীণ হন, জ্ঞানহীন হন, প্রমাদে পতিত হন। নিগ্ৰোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্ৰেণ।

‘পুনশ্চ, নিগ্ৰোধ, তপস্বী তপ কবেন। আহাৰ্য্য দ্রব্য তৎকর্তৃক দ্বিধাকৃত হয—“ইহা আমার উপযোগী, ইহা নহে।” যে ভোজ্যবস্তু তাঁহার অনুপযোগী তাহার প্রতি আকাংখা বাঞ্ছা তিনি উহা বর্জন কবেন, যাহা তাঁহার উপযোগী তাহাতে গ্রথিত, মর্চ্ছিত ও লগ্ন হইয়া, উহাতে যে বিপদ নিহিত তাহা না দেখিয়া, উহা কুফল চিন্তা না করিয়া, উহা আহাৰ কবেন। নিগ্ৰোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্ৰেণ।

‘পুনশ্চ, নিগ্ৰোধ, তপস্বী লাভ, সৎকাৰ এবং যশস্তৃষ্ণা হেতু তপ কবেন—“বাজগণ, বাজমহামাত্রগণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি এবং তীর্থযগণ আমার সৎকাৰ করিবেন।” নিগ্ৰোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্ৰেণ।

১১। ‘পুনশ্চ, নিগ্ৰোধ, তপস্বী কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণের নিন্দা কবেনঃ “কেন এই পুণ্ড্র প্রাচুর্য্যভোগী হইয়া বজ্রকঠিন দন্তেব সাহায্যে সম্বিধ বস্তু ভক্ষণ কবে—যথা মূলবীজ, স্কন্ধ-বীজ, গ্রন্থি-বীজ এবং পঞ্চমতঃ বীজ-বীজ? তথাপি সে শ্রমণ কথিত হয।” নিগ্ৰোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্ৰেণ।

‘পুনশ্চ, নিগ্ৰোধ, তপস্বী দেখেন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলে সৎকাৰ, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং পূজা পাইতেছেন। উহা দেখিয়া তাঁহার মনে হয—“গৃহস্থগণ এই প্রাচুর্য্যভোগীকে, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা কবে, তাহার সৎকাৰ কবে, কিন্তু আমি কৃচ্ছ্র-জীবী তপস্বী হইলেও গৃহস্থকুলে সৎকাৰ, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাই না।” এইরূপে তিনি গৃহস্থগণের প্রতি ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যপব্যয়ন হন। নিগ্ৰোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্ৰেণ।

‘পুনশ্চ, নিগ্ৰোধ, তপস্বী সাধাবণেব গমনাগমন স্থানে আসন গ্রহণ কবেন। নিগ্ৰোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্ৰেণ।

‘পুনশ্চ, নিগ্ৰোধ, তপস্বী ভিক্ষার্থ গৃহস্থকুলে গমন করিবার সময় এবদপ-ভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমণ কবেন যাহাতে ব্যক্ত হয—“ইহা আমার তপ, ইহা আমার তপ।” নিগ্ৰোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্ৰেণ।

‘পুনশ্চ, নিগ্ৰোধ, তপস্বী গোপনে কোন কর্ম কবেন। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয “আপনি কি ইহাৰ অনুমোদন কবেন?” তাহা হইলে অনুমোদন না করিয়াও তিনি কহেন “অনুমোদন করি,” অনুমোদন করিয়াও

কহেন “অনুমোদন কবি না।” এইবূপে জ্ঞানতঃ মিথ্যা কথিত হয়।
নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীৰ উপক্ৰেশ।

১২। ‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তথাগত অথবা তদীয় শ্রাবকেব ধৰ্ম্ম-
দেশনা বিশুদ্ধ এবং আদৰ্শীয় হইলেও উহাৰ গুণ গ্রহণ কবেন না। ইহাও,
নিগ্রোধ, তপস্বীৰ উপক্ৰেশ।

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ক্রোধ ও দ্বেষেব বশবর্তী হন। নিগ্রোধ, ইহাও
তপস্বীৰ উপক্ৰেশ।

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কপটাচাবী, অসুশাপববশ, ঈৰ্ষ্যা ও মাৎসৰ্য্য-
পৰাষণ, শঠ, মায়াবী, নিৰ্ম্মম, অহংকাবী, পাপেচ্ছাসম্পন্ন ও পাপেচ্ছাব বশী-
ভূত, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, উচ্ছেদ-দৃষ্টিসম্পন্ন, সংসাবাসক্ত, স্বেবী, ত্যাগে
অনিচ্ছ হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীৰ উপক্ৰেশ।

নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কব? এই সকল কৃচ্ছ সাধন উপক্ৰেশ
নহে?

‘ভস্তু, অবশ্যই এই সকল কৃচ্ছ-উপক্ৰেশ। ভস্তু, ইহা সম্ভব যে তপস্বীৰ
মধ্যে উক্ত সৰ্ব্বপ্রকাৰ উপক্ৰেশ বিদ্যমান, একটি দুইটিব ত কথাই নাই।’

১৩। ‘নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। তিনি উহাতে সন্তুষ্ট হন না,
পৰিপূৰ্ণ-সংকল্প হন না। এইবূপে ঐ অবস্থায় তিনি পৰিশুদ্ধ হন।

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। তিনি ঐ তপ হেতু আত্মপ্রশংসা
ও পৰম্পলানিতে বত হন না। এইবূপে ঐ অবস্থায় তিনি পৰিশুদ্ধ হন।

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। তিনি ঐ তপ হেতু স্ফীত হন
না, জ্ঞানশূন্য হন না, প্রমাদে পতিত হন না। এইবূপে ঐ অবস্থায় তিনি
পৰিশুদ্ধ হন।

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ,
সংকাব ও যশ অৰ্জ্জন কবেন। ঐ লাভ, সংকাব ও যশ অৰ্জ্জন কৰিয়া
তিনি সন্তুষ্ট হন না, পৰিপূৰ্ণ-সংকল্প হন না। এইবূপে ঐ অবস্থায় তিনি
পৰিশুদ্ধ হন।

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সংকাব
ও যশ অৰ্জ্জন কবেন। ঐ লাভ, সংকাব ও যশ অৰ্জ্জন কৰিয়া তিনি আত্ম-
প্রশংসা ও পৰম্পলানিতে বত হন না। এইবূপে ঐ অবস্থায় তিনি পৰিশুদ্ধ
হন।

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন । ঐ তপহেতু তিনি লাভ, সংকাৰ ও যশ অৰ্জন কবেন । ঐ লাভ, সংকাৰ ও যশ অৰ্জন কৰিয়া তিনি ক্ষীণ হন না, জ্ঞানশূন্য হন না, প্রমাদে পতিত হন না । এইৰূপে ঐ অবস্থায় তিনি পৰিশুদ্ধ হন ।

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন । আহাৰ্য্য দ্রব্য “ইহা আমাৰ উপযোগী, ইহা নহে” এইৰূপে তৎকর্তৃক দ্বিধাকৃত হয না । যে ভোজ্যবস্তু তাঁহাৰ অনূপযোগী তাহাৰ প্রতি আকাংক্ষাহীন হইয়া তিনি উহা বর্জন কবেন, যাহা তাঁহাৰ উপযোগী তাহাতে গ্রথিত, মর্দুচ্ছিত ও লগ্ন না হইয়া, উহাতে যে বিপদ নিহিত তাহা দেখিয়া, উহাৰ কুফল চিন্তা কৰিয়া উহা আহাৰ কবেন । এইৰূপে ঐ অবস্থায় তিনি পৰিশুদ্ধ হন ।

পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন । তিনি “ৰাজগণ, মহামাত্রগণ, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ গৃহপতি এবং তীর্থীয়াগণ আমাৰ সংকাৰ কৰিবেন” এইৰূপ লাভ, সংকাৰ ও যশতৃষ্ণা হেতু তপ কবেন না । এইৰূপে ঐ অবস্থায় তিনি পৰিশুদ্ধ হন ।

১৪ । ‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণকে এইৰূপ কহিয়া নিন্দা কবেন না : “কেন এই পদব্দ প্রাচুর্য্যভোগী হইয়া বজ্রকঠিন দন্তেৰ সাহায্যে সৰ্ববিধ বস্তু ভক্ষণ কৰে—যথা মূলবীজ, স্কন্ধবীজ, গ্রন্থিবীজ এবং পঞ্চমতঃ বীজ বীজ ? তথাপি সে শ্রমণ কথিত হয় ।” এইৰূপে ঐ অবস্থায় তিনি পৰিশুদ্ধ হন ।

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী দেখেন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলে সংকাৰ, শ্রদ্ধা, সন্মান এবং পূজা পাইতেছেন । উহা দেখিয়া তাঁহাৰ এব্দপ মনে হয না—“গৃহস্থগণ এই প্রাচুর্য্যভোগীকে শ্রদ্ধা, সন্মান ও পূজা কৰে, তাহাৰ সংকাৰ কৰে, কিন্তু আমি কৃচ্ছ্রজীবী তপস্বী হইলেও গৃহস্থকুলে সংকাৰ, শ্রদ্ধা, সন্মান ও পূজা পাই না ।” এইৰূপে তিনি গৃহস্থগণেৰ প্রতি ঈৰ্ষ্যা ও মাৎসৰ্য্যপৰাষণ হন না । এইৰূপে ঐ অবস্থায় তিনি পৰিশুদ্ধ হন ।

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী সাধাৰণেৰ গমনাগমন স্থানে আসন গ্রহণ কবেন না । এইৰূপে ঐ অবস্থায় তিনি পৰিশুদ্ধ হন ।’

‘পদনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ভিক্ষার্থ গৃহস্থকুলে গমন কৰিবাব সময় এব্দপ ভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া গমন কবেন না যাহাতে ব্যক্ত হয—“ইহা আমাৰ তপ, ইহা আমাৰ তপ ।” এইৰূপে ঐ অবস্থায় তিনি পৰিশুদ্ধ হন ।

‘পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী গোপনে কোন কৰ্ম কবেন না। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় “আপনি কি ইহাব অনুমোদন কবেন?” তাহা হইলে অনুমোদন না করিলে তিনি কহেন “অনুমোদন করি না,” অনুমোদন করিলে কহেন, “অনুমোদন করি।” এইরূপে জ্ঞানতঃ মিথ্যা কথিত হয় না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পবিশুদ্ধ হন।

১৫। ‘পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তথাগত অথবা তদীয় শ্রাবকেব বিশুদ্ধ এবং আদরণীয় ধর্মদেশনাব গুণ গ্রহণ কবেন। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পবিশুদ্ধ হন।

‘পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ক্রোধ ও দ্বেষেব বশবর্তী হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পবিশুদ্ধ হন।

‘পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কপটাচারী, অসদ্ব্যাপবশ, ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য-পব্যণ, শঠ, মায়াবী, নিস্কর্ম, অহংকাবী, পাপেচ্ছাসম্পন্ন ও পাপেচ্ছাব বশীভূত, মিথ্যাদর্শিসম্পন্ন, উচ্ছেদদর্শিসম্পন্ন, সংসাবাসক্ত, স্বেবী হন না, তিনি ত্যাগশীল হন। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পবিশুদ্ধ হন।

‘নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কব? এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পবিশুদ্ধ অথবা অপবিশুদ্ধ হয়?’

‘ভক্তে, অবশ্যই এব্দপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পবিশুদ্ধ হয় অপবিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবশ্বে উপনীত হয়।

‘নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবশ্বে উপনীত হয় না; ইহা বহিবাবরণ মাত্র।

১৬। ‘ভক্তে, কিরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবশ্বে উপনীত হয়? ভগবান আমাব কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবশ্বে উপনীত করিলে আমি অনু-গৃহীত হইব।’

‘নিগ্রোধ, তপস্বী চতুর্বিধ সংযম দ্বাবা স্দবক্ষিত হন। কি প্রকাবে তিনি এইরূপ স্দবক্ষিত হন? নিগ্রোধ, তপস্বী প্রাণনাশ কবেন না, প্রাণনাশেব কাবণ হন না, উহাব অনুমোদন কবেন না, অদন্তেব গ্রহণ কবেন না, অদন্ত গ্রহণেব কাবণ হন না, উহাব অনুমোদনও কবেন না, মিথ্যা কহেন না, মিথ্যা কথনেব কাবণ হন না, উহাব অনুমোদনও কবেন না; তিনি ইন্দ্রিয় পবিত্তি জনিত স্দখেব অন্বেষণ কবেন না, ঐ অন্বেষণেব কাবণ হন না, উহাব অনুমোদনও কবেন না। নিগ্রোধ, তপস্বী এইরূপে চতুর্বিধ সংযম দ্বাবা

সুদ্বাক্ষিত হন। নিগ্ৰোধ, যেহেতু তপস্বী চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুদ্বাক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যার হেতু। সেই হেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিয়গামী হন না। তিনি বিবিধ শয়নাসনের ভজনা করেন; অবণ্য, বৃক্ষমূল, পশ্বতি-কন্দর, গিবিগুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তুপেব ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়া আহাৰ্য্যে তিনি পর্য্যাবদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে বন্ধা করিয়া, পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট হন। তিনি লোকে অভিধ্যাব পবিহার করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহার করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পবিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে বিহার করেন; সর্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা পববশ হইয়া, ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পবিহার করিয়া বিগত স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহার করেন; আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔন্মত্য-কৌকৃত্য পবিহার করিয়া অনুন্মত হইয়া বিহার করেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইয়া ঔন্মত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসার পবিহার করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহার করেন, কুশলধর্ম সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ করেন।*

১৭। তিনি চিত্তে এই পঞ্চ নীবরণ পবিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্ৰেশের বলক্ষয় করিবাব নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি দিক স্ফুর্জিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে উর্দ্ধ, অধ, তির্য্যক্, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগত মৈত্রীসহগত চিত্তে বিপদল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুর্জিত করিয়া বিহার করেন। কব্ধা-সহগত চিত্তে...মুদিতাসহগত চিত্তে - উপেক্ষা-সহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি দিক স্ফুর্জিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে উর্দ্ধ, অধ, তির্য্যক্, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগত উপেক্ষা-সহগত চিত্তে বিপদল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুর্জিত করিয়া বিহার করেন। নিগ্ৰোধ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্র সাধন পবিশুদ্ধ হয় অথবা অপবিশুদ্ধ হয়?

* ১ম খণ্ড—৭৮ পৃঃ দেখ।

‘ভন্তে, অবশ্যই এব্দপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পৰিশুদ্ধ হয়, অপৰিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবত্বে উপনীত হয় ।’

‘নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবত্বে উপনীত হয় না, ইহা ত্বক্ মাত্র স্পর্শ করে ।’

১৮। ‘ভন্তে, কিব্দপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবত্বে উপনীত হয় ? ভগবান আমার কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবত্বে উপনীত করিলে আমি অনর্গহীত হইব ।’

‘নিগ্রোধ, তপস্বী-চতুর্বিধ সংঘব দ্বাৰা সুবক্ষিত হন । কি প্রকাৰে তিনি এব্দপে সুবক্ষিত হন ?...নিগ্রোধ, তপস্বী এইব্দপে চতুর্বিধ সংঘম দ্বাৰা সুবক্ষিত হন । যেহেতু তপস্বী চতুর্বিধ সংঘম দ্বাৰা সুবক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যা হয়, সেই হেতু তিনি ক্রমোন্নতিৰ দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না । তিনি বিবিধ শয়নাসনের ভিজনা কবেন...তিনি চিত্তেব এই পণ্ড নীবরণ পৰিহাৰ কৰিয়া প্রজ্ঞাব দ্বাৰা চিত্তেব উপক্ৰেশেব বলক্ষয় কৰিবাব নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে...ক্ষুদ্ৰিত কৰিয়া বিহাৰ কবেন । তিনি অনেকবিধ পদ্বৰ্জন্ম স্মরণ কবেন, * যথা—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চাৰি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্ৰিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প—“অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহাব ছিল, আমি এই প্রকাৰ সুখ-দুঃখ অনুভব কৰিয়া-ছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্যন্ত ছিল । সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম । সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহাব ছিল, এই প্রকাৰ সুখ দুঃখ অনুভব কৰিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্যন্ত ছিল । সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি ।” এইব্দপ বহু পদ্বৰ্জন্ম এবং ঐ সকলেৰ পূৰ্ণ বিবরণ স্মরণ কবেন ।

‘নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কব ? এব্দপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পৰিশুদ্ধ অথবা অপৰিশুদ্ধ হয় ?

‘ভন্তে, অবশ্যই এব্দপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পৰিশুদ্ধ হয়, অপৰিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবত্বে উপনীত হয় ।’

* ১ম খণ্ড—৮৮ পৃঃ দেখ ।

‘নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয় না। ইহা ফলগত মাত্র স্পর্শ করে।

১৯৭. ‘ভিক্ষু, কিরূপে হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়? ভগবান আমাব কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত করিলে, আমি অনুগৃহীত হইব।’

‘নিগ্রোধ, তপস্বী চতুর্বিধ সংযম দ্বারা স্ফুর্তিত হন। কি প্রকারে তিনি ঐরূপে স্ফুর্তিত হন?—নিগ্রোধ, তপস্বী ঐরূপে চতুর্বিধ সংযম দ্বারা স্ফুর্তিত হন। যেহেতু তপস্বী চতুর্বিধ সংযম দ্বারা স্ফুর্তিত হন এবং উহাই তাঁহাব তপস্যা হয়, সেই হেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না। তিনি বিবিধ শয়নাসনের ভজনা করেন...তিনি চিত্তেব এই পঞ্চ নীবরণ পবিহাব করিয়া প্রজ্ঞাব দ্বারা চিত্তেব উপক্লেবেব বলক্ষয় করিবাব নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে উপেক্ষা সহগত, চিত্তে বিপদল, মহান, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুর্তিত করিয়া বিহাব কবেন। তিনি অনেকবিধ পদ্বর্ণনিবাস...স্মরণ কবেন,—যথা এক জন্ম, দুই জন্ম... ঐরূপ বহু পদ্বর্ণনিবাস এবং ঐ সকলের পদ্বর্ণ বিবরণ স্মরণ কবেন। তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন কবেন*, কস্মিন্দ্রাঘাণী, গতিপ্রাপ্ত-সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ ও দূর্বর্ণ-বিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন :—

‘ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কাষিক, বাচসিক ও মানসিক দুর্বাচারসম্পন্ন, আর্ষ্য-গণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টিসমন্বিত, মিথ্যা দৃষ্টি হইতে উন্মূত কস্মপ্রাপ্ত। মবণাস্তে দেহেব বিনাশে উহাবা অপাষ-দুর্গতি-বিনিপাত ি রয়ে উৎপন্ন হইযাছে। কিন্তু এই এই সত্ত্ব কাষিক, বাচসিক ও মানসিক সদাচারণ সম্পন্ন, তাঁহাবা আর্ষ্যগণের অপবাদ হইতে বিরত, সম্যক দৃষ্টিসমন্বিত, সম্যক দৃষ্টি হইতে উন্মূত কস্মপ্রাপ্ত, মবণাস্তে দেহেব বিনাশে উহাবা সুগতি প্রাপ্ত হইযা স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইযাছেন।’ ঐরূপে তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্য চক্ষুদ্বারা...জানিতে পাবেন।

‘নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কব?—ঐরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পবিশুদ্ধ অথবা অপবিশুদ্ধ হয়?

‘ভস্বে, অবশ্যই এইব্দপ হইলে কৃচ্ছ-সাধন পৰিশুদ্ধ হয়, অপৰিশুদ্ধ হয়না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবস্বে উপনীত হয়।’

‘নিগ্ৰোধ, এইব্দপে কৃচ্ছ-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবস্বে উপনীত হয়। এবং তুমি যে আমাকে কহিয়াছিলে “যে ধৰ্ম্ম ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত কবেন, সেই ধৰ্ম্ম কি? কি সেই ধৰ্ম্ম যাহাতে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি ব্রহ্মচৰ্য্যে মূলতত্ত্ব স্বীকার কবেন?” তদন্তবে আমি কহি ইহাই সেই মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ধৰ্ম্ম যাহাতে আমি আমার শ্রাবকগণকে শিক্ষিত কবি, যাহাতে শিক্ষিত হইয়া আমার শ্রাবকগণ বিশ্বস্ত চিত্তে আদি ব্রহ্মচৰ্য্যে মূল-তত্ত্ব স্বীকার কবেন।’

এইব্দপ উক্ত হইলে সেই পৰিব্রাজকগণ তন্মূল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহা-শব্দ কবল : ‘এ ক্ষেত্রে আমবা আচার্য্যসহ পবাজিত, আমবা ইহাপেক্ষা মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই জানি না।’

২০। যখন গৃহপতি সন্ধান জানিলেন—“নিশ্চয়ই এক্ষণে এই সকল অন্য তীর্থীষ পৰিব্রাজকগণ ভগবানের বাক্য শুনিতো আগ্রহান্বিত হইয়াছে, উহাতে কণপাত কবিতোছে, অবহত্বাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে,” তখন তিনি পৰিব্রাজক নিগ্ৰোধকে এইব্দপ কহিলেন :

‘ভস্বে নিগ্ৰোধ, আপনি আমাকে কহিয়াছিলেন, “দেখ গৃহপতি, * তুমি জান কি কাহাব সহিত শ্রমণ গৌতম কথা কহেন? কাহাব সহিত কথোপ-কথনে নিযুক্ত হন? কাহাব সহিত আলোচনায তাঁহাব প্রজ্ঞা বিকাশ প্রাপ্ত হয়? নিষ্কৰ্ণবাস হেতু শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়াছে, তিনি পৰিষদ হইতে দূৰে অবস্থান কবেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা কবেন। য়েব্দপ সীমাবদ্ধস্থানে বিচরণশীল দৃষ্টিহীন গাভী নিভূতবে ভজনা কবে, সেইব্দপই নিষ্কৰ্ণবাস হেতু শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা প্রণষ্ট, তিনি পৰিষদ হইতে দূৰে অবস্থান কবেন, সেবা কবেন। দেখ, গৃহপতি, যদি শ্রমণ গৌতম এই পৰিষদে আগমন কবেন, তাহা হইলে মাত্র এক প্রশ্নদ্বাবা তাঁহাকে নিৰ্ব্বাক কবিব, শূন্য কুণ্ডেব ন্যায তাঁহাকে আবর্তিত কবিব।” ভস্বে, ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ এইস্থানে উপস্থিত, তিনি যে পৰিষদ হইতে দূৰে অবস্থান কবেন তাহা প্রমাণ কবুন, তাঁহাকে সীমাবদ্ধ স্থানে বিচরণশীল

* ৫ সং পদচ্ছেদ দেখ।

গাভীৰূপে প্রতিপন্ন করুন, মাত্র এক প্রশ্নদ্বারা তাঁহাকে নির্ধাক কবুন, তুচ্ছ কুস্তেব ন্যায় তাঁহাকে আবর্তিত কবুন ।’

এইরূপ উক্ত হইলে পবিত্রাজক নিগ্রোধ তুষীভূত, বিমূঢ়, বিষন্ন, অধোমুখ, শোচনানুতপ্ত, অপ্ৰতিভ হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন ।

২১ । অনন্তর, ভগবান নিগ্রোধের ঐরূপ অবস্থা অনুভব করিয়া তাঁহাকে কহিলেন :

‘নিগ্রোধ, সত্যই তুমি এইরূপ বাক্য কহিয়াছিলে ?’

‘ভগ্নে, সত্যই আমি ঐরূপ কহিয়াছিলাম, আমি এতই নিষেধ, এতই মূঢ়, এতই অজ্ঞান ।’

‘নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কব ? পবিত্রাজকদিগের মধ্যে সম্মানাহ বৃদ্ধ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণকে তুমি কি ইহা কহিতে শূন্যিযাছ—“অতীতে যে সকল অবহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন, ঐ সকল ভগবান পরস্পরের সহিত সাক্ষাত এবং একত্র মিলনের কালে তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিয়া নানা প্রকার হীন আলাপে রত হইতেন,—যথা বাজকথা...অস্তিত্ব ও ন্যস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা, যেৰূপ তুমি এক্ষণে আচার্য্যসহ হইতেছ ?” অথবা তাঁহাবা কি এইরূপ কহিয়াছেন—“ঐ সকল ভগবান অরণ্যে দূৰ বনপ্রস্থে বাস করিতেন, যে স্থানে শব্দ নাই, নিষেধ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্যসমাগমবাহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত”—যেৰূপ আমি এক্ষণে কবিতোছি ?’

‘ভগ্নে, পবিত্রাজকদিগের মধ্যে সম্মানাহ বৃদ্ধ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণকে আমি এইরূপ কহিতে শূন্যিয়াছি : “অতীতে যে সকল অবহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন, ঐ সকল ভগবান পরস্পরের সহিত সাক্ষাত এবং একত্র মিলনের কালে তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিয়া নানা প্রকার হীন আলাপে রত হইতেন না, যথা বাজকথা... অস্তিত্ব ও ন্যস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা, যেৰূপ আমি এক্ষণে আচার্য্যসহ হইতোছি । ঐ সকল ভগবান অরণ্যে দূৰ বনপ্রস্থে বাস করিতেন । যে স্থানে শব্দ নাই, নিষেধ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্যসমাগমবাহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত”,-যেৰূপ ভগবান এক্ষণে কবিতোছেন ।’

‘নিগ্রোধ, তুমি বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ও বুদ্ধ, তোমাব কি মনে হয় নাই যে “বুদ্ধ ভগবান বোধেব নিমিত্ত ধর্মের উপদেশ দিতেছেন, দান্ত ভগবান দম নার্থ

ধৰ্মোপদেশ দিতেছেন, শাস্ত ভগবান শাস্তিৰ নিমিত্ত, ধৰ্মোপদেশ দিতেছেন, তীৰ্ণ ভগবান তবণেৰ নিমিত্ত ধৰ্মোপদেশ দিতেছেন, পৰিনিবৃত্ত ভগবান পৰিনিবৃত্তিৰ জন্ম ধৰ্মোপদেশ দিতেছেন ?”

২২। এইব্দপ উক্ত হইলে পৰিব্রাজক নিগ্ৰোধ ভগবানকে কহিলেন :

‘আমি বিষম ভ্ৰমে পতিত হইয়াছিলাম, আমি নিষ্বেধ, মূঢ়, অজ্ঞান, তজ্জন্যই ভগবানকে ঐব্দপ কহিয়াছিলাম। ভক্তে, ভগবান আমাৰ অপবাধ ক্ষমা কবুন, যাহাতে আমি ভবিষ্যতে আপনাকে সংযত কৰিতে পাৰি।’

‘সত্যই, নিগ্ৰোধ, তুমি বিষম ভ্ৰমে পতিত হইয়াছিলে, তুমি নিষ্বেধ, মূঢ়, অজ্ঞান, তজ্জন্যই ভগবানেৰ সম্বন্ধে ঐব্দপ কহিয়াছিলে ; যেহেতু, নিগ্ৰোধ, তুমি চ্যুতিকৈ চ্যুতিব্দপে দেখিযা উহাৰ যথোপযুক্ত প্ৰতিকাৰ কৰিযাছ, সেই হেতু তোমাকে ক্ষমা কৰিতেছি। নিগ্ৰোধ, যে চ্যুতিকৈ চ্যুতিব্দপে দেখিযা উহাৰ যথোপযুক্ত প্ৰতিবিধান কৰে, সে ভবিষ্যতে সংযত হয়, এই উৎকৰ্ষ আৰ্য্যবিনয়-সুলভ। নিগ্ৰোধ, আমাৰ বক্তব্য এই : “কোন বিজ্ঞ, অশঠ, অমায়াবী, সবল প্ৰকৃতিসম্পন্ন প্ৰবুদ্ধ আমাৰ নিকট আসিলে আমি তাঁহাকে শিক্ষা দিব, ধৰ্ম্মৰ উপদেশ দিব। যদি তিনি শিক্ষানুসাৰে আচৰণ কৰেন, তাহা হইলে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্ৰগণ যে সম্পদ লাভেৰ জন্ম গ্ৰহ পৰিত্যাগ কৰিযা গৃহহীন প্ৰব্ৰজ্যাৰ আশ্ৰয় কৰেন সেই অনন্তৰ ব্ৰহ্মচৰ্য্য স্বৰূপ জ্ঞাত হইযা ও উপলব্ধি কৰিযা এই জীবনেই সাত বৎসবেৰ মধ্যে উহাৰ পূৰ্ণতা সাধন কৰিবেন। নিগ্ৰোধ, সাত বৎসবেৰ প্ৰয়োজন নাই। ঐব্দপ প্ৰবুদ্ধ শিক্ষানুসাৰে আচৰণ কৰিলে এই জীবনেই ছয় বৎসবেৰ মধ্যে পাঁচ বৎসবেৰ মধ্যে চাৰি বৎসব, তিন বৎসব, দুই বৎসব, এক বৎসব, সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস, চাৰি মাস, তিন মাস, দুই মাস, এক মাস, অথবা অৰ্দ্ধ মাসেৰ মধ্যে উক্ত প্ৰকাৰ ব্ৰহ্মচৰ্য্যৰ পূৰ্ণতা সাধন কৰিবেন। নিগ্ৰোধ, অৰ্দ্ধ মাসেৰও প্ৰয়োজন নাই। শিক্ষানুসাৰে আচৰণ কৰিলে ঐব্দপ প্ৰবুদ্ধ এক সপ্তাহেৰ মধ্যে উক্ত প্ৰকাৰ ব্ৰহ্মচৰ্য্যৰ পূৰ্ণতা সাধন কৰিবেন।

২৩। “নিগ্ৰোধ, তোমাৰ মনে এইব্দপ হইতে পাবে,—“শিষ্য সংগ্ৰহেৰ জন্ম শ্রমণ গৌতম এইব্দপ কহিতেছেন,” কিন্তু, নিগ্ৰোধ, এব্দপ মনে কৰিও না, যিনি তোমাৰ আচাৰ্য্য তিনিই তোমাৰ আচাৰ্য্য হইযা থাকুন। নিগ্ৰোধ, তোমাৰ মনে এইব্দপ হইতে পাবে—“আমাৰ অনুসৃত বিধি হইতে আমাকে চ্যুত কৰিযাৰ অভিপ্ৰায়ে শ্রমণ গৌতম এইব্দপ কহিতেছেন,” কিন্তু, নিগ্ৰোধ,

এব্দপ মনে কবিও না, তোমার যে বিধি সেই বিধিই বান্ধিত হউক। তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে,—“আমার জীবিকা হইতে আমাকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইব্দপ কহিতেছেন,” কিন্তু, নিগ্রোধ, এব্দপ মনে কবিও না, তোমার যে জীবিকা তুমি তাহাই অবলম্বন করিয়া থাক, নিগ্রোধ, তোমার মনে এইব্দপ হইতে পারে,—“যাহা আমাদিগের পক্ষে অকুশল ধর্ম এবং যাহা আমবা আচার্য্যসহ অকুশল রূপে গ্রহণ করি, ঐ সকলে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইব্দপ কহিতেছেন,” কিন্তু, নিগ্রোধ, এব্দপ মনে কবিও না, যাহা তোমাদের পক্ষে অকুশল ধর্ম এবং যাহা তোমবা আচার্য্যসহ অকুশলরূপে গ্রহণ কর, ঐসকল এব্দপেই গৃহীত হউক। নিগ্রোধ, তোমার মনে হইতে পারে,—“যাহা আমাদিগের পক্ষে কুশলধর্ম এবং যাহা আমবা আচার্য্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ করি, ঐ সকল হইতে আমাদিগকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম, এইরূপ কহিতেছেন,” কিন্তু, নিগ্রোধ, এব্দপ মনে কবিও না, যাহা তোমাদের পক্ষে কুশলধর্ম এবং যাহা তোমবা আচার্য্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ কর, ঐ সকলই এব্দপেই গৃহীত হউক। এইব্দপে, নিগ্রোধ, আমি শিষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, অথবা বিধিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা জীবিকা হইতে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা যাহা তোমাদের পক্ষে অকুশলধর্ম এবং যাহা তোমবা আচার্য্যসহ অকুশলরূপে গ্রহণ কর ঐ সকলে তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা যাহা তোমাদের পক্ষে কুশল ধর্ম এবং যাহা তোমবা আচার্য্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ কর, ঐ সকল হইতে তোমাদিগকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে এব্দপ কহি নাই। নিগ্রোধ, অকুশল ধর্মের অস্তিত্ব আছে যাহা নষ্ট না হইলে সংক্লেষের কাষণ হয়, পুনর্জন্মের কাষণ হয়, যাহা দঃখ-মিশ্রিত, দঃখপ্রসূ হয় এবং যাহা ভবিষ্যতে জাতি জবা-মরণে পর্য্যবসিত হয়, যাহার দূরীকরণার্থে আমি ধর্মোপদেশ দিই, যে উপদেশ পালনে তোমাদের ক্লেশোৎপাদক ধর্ম সমূহ-ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, শুদ্ধি-প্রদায়ী ধর্মসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; তোমবা প্রজ্ঞার পূর্ণতা ও বিপুলতা এই জীবনেই স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া উহার পূর্ণতা-সাধন করিবে।’

২৪। এইব্দপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ তুষীভূত, বিমূঢ়, বিষন্ন অধো-মুখ, শোচনীয়তপ্ত, অপ্রতিভ হইয়া মাবাভিভূত চিত্তের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন।

তখন ভগবান চিন্তা করিলেন : ‘এই সকল মূঢ়দিগেব সকলেই মাব কৰ্ত্ত্বক অধিকৃত, তাহাদেব এক জনেবও মনে হইতেছে না—“চল, আমবা উচ্চজ্ঞান লাভার্থে শ্রমণ গৌতমেব শাসনে ব্রহ্মচৰ্য্য পালন কবিব, এক সপ্তাহ কাল ত কিছুই নয় ?”

অনন্তব ভগবান উদম্ববিবাব পৰিগ্ৰাজকাবাম্বে সিংহনাদ কবিয়া আকাশে উথিত হইয়া গৃধকূট পৰ্বতে আবিৰ্ভূত হইলেন । সেইক্ষণেই গৃহপতি সম্ভান বাজগৃহে প্রবেশ কবিলেন ।

। উদম্ববিবিক-সিংহনাদ সূত্ৰান্ত সমাপ্ত ।

২৬। চক্রবর্তী-সীহনাদ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিযাছি।

১। এক সময় ভগবান মগধদেশে মাতুলা নামক স্থানে অবস্থান করিতে-
ছিলেন। ঐ স্থানে ভগবান ‘ভিক্ষুগণ!’ কহিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন
করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন ‘দেব!’, ভগবান কহিলেন :

‘ভিক্ষুগণ, আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কব, ধর্ম-
দ্বীপ, ধর্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর।

‘ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া
বিহার কবেন? ধর্ম-দ্বীপ, ধর্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কবেন?

‘ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দোষ্মনস্য পরিহার করিযা কাষে
কাশান্দুপশ্যী * হইয়া, বীৰ্য্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান
কবেন বেদনায...চিত্তে . ধর্মো ধর্ম্যান্দুপশ্যী হইয়া, বীৰ্য্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও
স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান কবেন। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপে আত্মদ্বীপ-
আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কবেন, ধর্ম-দ্বীপ, ধর্ম-শরণ, অনন্য-
শরণ হইয়া বিহার কবেন।

‘ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক গোচরভূমিতে বিচরণ কব’। ভিক্ষুগণ, স্বকীয়
পৈতৃক গোচর ভূমিতে বিচরণ করিলে মাব সুযোগ পাইবে না, অবলম্বন
পাইবে না। ভিক্ষুগণ, কুশলধর্ম গ্রহণ হেতু এই প্রকার পদ্য বর্জিত
হয়।’

২। ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে দৃঢ়নেমি নামে চক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মবাজ,
চতুর্ভুজবিজ্ঞেতা, জনপদেব নিবাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তবত্সমন্বিত রাজা ছিলেন।
তাঁহার এই সকল সপ্তবত্স ছিল, যথা চক্রবত্স, হস্তীবত্স, অশ্ববত্স, মণিবত্স, স্ত্রীবত্স,
গৃহপতি-বত্স, পরিণায়ক-বত্স। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র ছিল—সাহসী,

* ২য় খণ্ড—মহাসতিপট্টান সূত্রান্ত দেখ।

১ যাহা ভিক্ষুর পৈত্রিক গোচর ভূমি নহে তাহা পঞ্চ কাম গুণ। সকুণগুণি
জাতক [জাতক—২ খণ্ড—৫৮ পৃ:] দ্রষ্টব্য।

বীৰোপম, শত্রুসেনামর্দন । তিনি সসাগবা পৃথিবী বিনা দণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় কবিষা বাস কবিতেন ।

৩। ভিক্ষুগণ, সেই বাজা দৃঢ়নেমি, বহুবংশব, বহুশত বংশব, বহু সহস্র বংশব অতীত হইলে জনৈক পুরুষকে সম্বোধন কবিলেন :

‘হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্রবত্ত পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে ।’

‘ভিক্ষুগণ, তখন সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিল “দেব, তথাস্তু ।” ’

‘ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহু বংশব, বহুশত বংশব, বহু সহস্র বংশব অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্রবত্ত পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে । উহা দেখিয়া বাজা দৃঢ়নেমির নিকট গমনপূর্বক তাহাকে কহিল :

‘দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্রবত্ত পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে ?’

তখন, ভিক্ষুগণ, বাজা দৃঢ়নেমি জ্যেষ্ঠ বাজকুমারকে সম্বোধন কবিষা কহিলেন :

‘বৎস কুমার, আমার দিব্য চক্রবত্ত পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে । আমি শূন্যনিষাছি—“যে বাজচক্রবর্তী দিব্য চক্রবত্ত পশ্চাদ্বর্তী হয়, স্থানচ্যুত হয়, তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ কবেন না । সর্বপ্রকার পার্থিব সুখ আমি ভোগ কবিষা লইয়াছি, এখন দিব্য সুখ অন্বেষণ কবিবার সময় হইয়াছে । এস, বৎস, এই আসন্ন পৃথিবীর ভার গ্রহণ কর । আমি কেশ-শ্মশ্রু মোচন কবিষা কাষাষ বস্ত্র পরিধান পূর্বক গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় কবিব ।’

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, বাজা দৃঢ়নেমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশ শ্মশ্রু মোচন কবিষা কাষাষ বস্ত্র পরিধান পূর্বক গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া প্রজ্যা আশ্রয় কবিলেন । ভিক্ষুগণ, বাজারি প্রজ্যা গ্রহণেব সপ্ত দিবস অস্ত্রে দিব্য চক্রবত্ত অন্তর্হিত হইল ।

৪। তখন জনৈক পুরুষ মূর্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে কহিল :

‘দেব, জানেন কি দিব্য চক্রবত্ত অন্তর্হিত হইয়াছে ?’

ভিক্ষুগণ, তখন সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্রিয় দিব্য চক্রবত্তের অন্তর্হানের নিমিত্ত নিবানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব কবিলেন । তিনি বাজারি নিকট গমন পূর্বক তাহাকে কহিলেন :

‘দেব, জানেন কি দিব্য চক্ৰবৰ্ত্ত অস্তিত্ব হইয়াছে ?’

এইৰূপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, বাজৰ্ষি মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্ৰিয়কে কহিলেন :

‘বৎস, দিব্য চক্ৰবৰ্ত্তেব অস্তিত্বান্বে নিমিত্ত তুমি নিবানন্দ হইও না; বিষণ্ণ হইও না । বৎস, দিব্য চক্ৰবৰ্ত্ত তোমাব পৈতৃক দাযাদ্য নহে । বৎস, তুমি আৰ্য চক্ৰবৰ্ত্তী-ব্রতে অবস্থান কব । ইহা সম্ভব যে, আৰ্য চক্ৰবৰ্ত্তী-ব্রতে স্থিত হইয়া পঞ্চদশীৰ উপোসথ দিবসে স্নাতশীৰ্ষ ও উপোসথ পালনে বত হইয়া তুমি যখন প্রাসাদোপৰি অবস্থান কৰিবে, তখন সহস্র অব, নেমি ও নাভি সমন্বিত সৰ্ব্বাকাব-পৰিপূৰ্ণ দিব্য চক্ৰবৰ্ত্তেব আবিৰ্ভাব হইবে ।’

৫ । ‘দেব, এই চক্ৰবৰ্ত্তী-ব্রত কি ?’

‘বৎস, উহা এই যে, তুমি ধৰ্ম্ম আশ্রয় কৰিয়া, ধৰ্ম্মেৰ সৎকাৰ সম্মান, পূজা কৰিয়া, ধৰ্ম্মেৰ শ্রদ্ধাবান হইয়া, ধৰ্ম্মধৰ্ম্মজ, ধৰ্ম্মকেতু, ধৰ্ম্মবশবৰ্ত্তী হইয়া স্বজনবৰ্গেৰ, সেনাবাহিনীৰ, ক্ষত্ৰিয়গণেৰ, সামন্তবাজগণেৰ, ব্রাহ্মণগৃহপতিগণেৰ, গ্রাম-জনপদসমূহেৰ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মৃগ-পক্ষীদিগেৰ ধৰ্ম্মনিৰূপে বক্ষাববণগূপ্তিৰ বিধান কব । তোমাব বাজ্যে, বৎস, যেন অধৰ্ম্ম কৃত না হয় । তোমাব বাজ্যে যাহাৰা ধনহীন তাহাদিগকে ধন দান কৰিবে । বৎস, তোমাব বাজ্যে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা মদ-প্ৰমাদ বিবহিত, ক্ষান্তি ও সংযমে নিবিষ্ট, কেবল আত্মদমন, আত্মশবন ও আত্মনিৰ্বাপণে ব্রত তাঁহাদেৰ নিকট সময়ে সময়ে গমন কৰিয়া জিজ্ঞাসা কৰিবে—“ভগ্নে, কুশল কি ? অকুশলই বা কি ? কি নিন্দনীয়, কি অনিন্দ্য ? কি সেবনীয়, কি অসেবনীয় ? কি কৰিলে ভবিষ্যতে আমাব অমঙ্গল ও দুঃখেৰ কাৰণ হইবে, কি কৰিলে ভবিষ্যতে আমাব মঙ্গল ও সুখেৰ কাৰণ হইবে ?” তাঁহাদেৰ কথা শুনিয়া যাহা অকুশল তাহা বৰ্জ্জন কৰিবে, যাহা কুশল তাহা গ্ৰহণ কৰিয়া তাহাতে স্থিত হইবে । বৎস, ইহাই সেই আৰ্য-চক্ৰবৰ্ত্তী-ব্রত ।’

‘দেব, তথাস্তু’ কহিয়া মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্ৰিয় বাজৰ্ষিকে সম্মতি জ্ঞাপন কৰিয়া আৰ্য চক্ৰবৰ্ত্তী-ব্রতে ব্রতী হইলেন । ঐ ব্রতে ব্রতী হইয়া যখন তিনি পঞ্চদশীৰ উপোসথ দিবসে স্নাতশীৰ্ষ ও উপোসথ পালনে বত হইয়া প্রাসাদোপৰি অবস্থান কৰিতেছিলেন, তখন সহস্র অব, নেমি ও নাভিসমন্বিত সৰ্ব্বাকাব-পৰিপূৰ্ণ দিব্য-চক্ৰবৰ্ত্তেব আবিৰ্ভাব হইল । উহা দেখিয়া-রাজা চিন্তা কৰিলেন : ‘আমি এইৰূপ শূন্যনিষ্ঠা — “মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্ৰিয় যখন পঞ্চ-

দশীৰ উপোসথ দিবসে স্নাতশীৰ্ষ ও উপোসথ পালনে বত হইয়া প্রাসাদো-
পৰি অবস্থান কৰেন, তখন যদি সহস্র অব, নেমি ও নাভিসমন্বিত সম্বীকাৰ
পৰিপূৰ্ণ দিব্য চক্ৰবৰ্ত্তেৰ আবিৰ্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই বাজা চক্ৰবৰ্ত্তী হন।”
‘আমি চক্ৰবৰ্ত্তী বাজা হইব।’

৬। ‘তখন, ভিক্ষুগণ, মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষণিক আসন হইতে উত্থান
কৰিয়া এক স্কন্ধ উত্তবাসঙ্গ দ্বাৰা আবৃত কৰিয়া বামহস্তে ভূঙ্গাব গ্রহণপূৰ্বক
দক্ষিণ হস্তে চক্ৰবৰ্ত্তেৰ উপৰ জলসেচন কৰিতে কৰিতে কহিলেন :

‘হে চক্ৰবৰ্ত্ত, প্রবৃত্ত হও, জয়লাভ কব।’ তখন, ভিক্ষুগণ, চক্ৰবৰ্ত্ত পূৰ্ব-
দিকে অগ্রসব হইল, চতুৰ্ভুজিনী সেনা-সহ বাজা চক্ৰবৰ্ত্তী পশ্চাদ্ভুজসংগ কৰিতে
লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ৰবৰ্ত্ত প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে বাজা
চক্ৰবৰ্ত্তী চতুৰ্ভুজিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ কৰিলেন। পূৰ্ব সীমান্তেৰ
প্রতিযোগী বাজগণ বাজা চক্ৰবৰ্ত্তীৰ নিকট আগমন কৰিয়া কহিলেন।

‘মহাবাজ, আগমন কবুন, স্বাগত। সমস্তই আপনাব, আপনি শাসন
কবুন।’

বাজা চক্ৰবৰ্ত্তী কহিলেন : ‘প্রাণনাশ কৰিও না। অদত্তেৰ গ্রহণ কৰিও
ব্যভিচাৰ কৰিও না। মিথ্যা কৰিও না। মদ্যপান কৰিও না। পাবমিতভোজী
হইবে।

ভিক্ষুগণ, পূৰ্বসীমান্তেৰ প্রতিবাজগণ বাজা চক্ৰবৰ্ত্তীৰ বশ্যতা স্বীকাৰ
কৰিলেন।

৭। অনন্তৰ, ভিক্ষুগণ, সেই চক্ৰবৰ্ত্ত পূৰ্ব সমুদ্রে প্রবেশ-পূৰ্বক
পুনৰাৰ উহা হইতে বহিৰ্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসব হইল। দক্ষিণ
সীমান্তেৰ প্রতিবাজগণ বাজাৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিলেন। তদনন্তৰ সেই
চক্ৰবৰ্ত্ত দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশপূৰ্বক পুনৰাৰ উহা হইতে বহিৰ্গত হইয়া
পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসব হইল। পশ্চিম সীমান্তেৰ প্রতিবাজগণ বাজাৰ বশ্যতা
স্বীকাৰ কৰিলেন। এইৰূপে, ভিক্ষুগণ, চক্ৰবৰ্ত্ত পশ্চিম সমুদ্রে প্রবেশপূৰ্বক
পুনৰাৰ উহা হইতে উৰ্দ্ধিত হইয়া উত্তৰাভিমুখে অগ্রসব হইল। উত্তৰ
সীমান্তেৰ প্রতিবাজগণ বাজাৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিলেন।

অতঃপৰ, ভিক্ষুগণ, চক্ৰবৰ্ত্ত সমুদ্র পৰ্য্যন্ত পৃথিবী জয় কৰিয়া বাজ-
ধানীতে প্রত্যাগমনপূৰ্বক বাজচক্ৰবৰ্ত্তীৰ অন্তঃপূৰ্বদ্বাৰে ন্যায্যধিকৰণেৰ সমুদ্রে
বাজচক্ৰবৰ্ত্তীৰ অন্তঃপূৰ্ব শোভান্বিত কৰিয়া অক্ষাহতেৰ ন্যায্য স্থিত হইল।

৮। ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় বাজা চক্রবর্তী...তৃতীয়...চতুর্থ...পঞ্চম...ষষ্ঠ...সপ্তম বাজা চক্রবর্তী বহুবৎসব, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইবার পব জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেন :

‘হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্রবত্ত পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থান চ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।’

ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিল, ‘দেব, তথাস্তু।’

ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহুবৎসর, বহুশত বৎসব, বহু সহস্র বৎসব অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্রবত্ত পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া বাজা চক্রবর্তী নিকট গমনপূর্বক তাহাকে কহিল :

‘দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্রবত্ত পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে।’

তখন, ভিক্ষুগণ, বাজা চক্রবর্তী জ্যেষ্ঠ বাজকুমারকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন :

‘বৎস, কুমার, ...প্রজ্যা-আশ্রয় কবিব।’ (উপরে পদচ্ছেদ সং ৩ দৃষ্টব্য)

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, বাজা চক্রবর্তী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশ-শ্মশ্রু মোচন কবিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান-পূর্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় কবিলেন। ভিক্ষুগণ, বাজার্ষি প্রজ্যা গ্রহণেব সপ্ত-দিবস অস্তে দিব্য চক্রবত্ত অন্তর্হিত হইল।

৯। তখন, ভিক্ষুগণ, জনৈক পুরুষ মূর্খাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে কহিল :

‘দেব, জানেন কি দিব্য চক্রবত্ত অন্তর্হিত হইয়াছে?’

ভিক্ষুগণ, উহা শুনিয়া বাজা নিবানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব কবিলেন, কিন্তু তিনি বাজার্ষির নিকট গমন কবিয়া আৰ্য চক্রবর্তী-রূতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি স্বমতেব বশবর্তী হইয়া জনপদ শাসন কবিতে লাগিলেন। ঐ প্রকাব শাসনের জন্য প্রজাগণ পূর্বে আৰ্য চক্রবর্তী-রূত পালনকাবী রাজগণের সময়ে যেরূপ সমৃদ্ধিলাভ কবিয়াছিল, সেরূপ সমৃদ্ধি লাভ কবিল না।

তখন, ভিক্ষুগণ, অমাত্য ও পারিষদবর্গ. গণক-মহামাত্রগণ, প্রহরী ও দৌবারিকগণ, মন্ত্রজীবীগণ একত্রিত হইয়া মূর্খাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন পূর্বক কহিল :

‘দেব, আপনি স্বমতেব বশবর্তী হইয়া জনপদ শাসন কবিবাব নিমিত্ত প্রজাগণ পুৰুষে আৰ্য চক্ৰবৰ্তী-বৃত পালনকাৰী বাজগণেব সময়ে য়েবুপ সমৃদ্ধিলাভ কৰিযাছিল, সেবুপ সমৃদ্ধিলাভ কৰিতেছে না। দেব, আপনাব বাজ্যে অমাত্য-পারিষদবৰ্গ, গণক-মহামাত্ৰগণ, প্ৰহৰী ও দৌবাৰিকগণ, মন্ত্ৰ-জীবীগণ বিদ্যমান আছে, তাহাবা এবং অপৰে আৰ্য চক্ৰবৰ্তী-বৃত অবগত আছে, আপনি আমাদিগকে আৰ্য চক্ৰবৰ্তী-বৃত সম্বন্ধে প্ৰশ্ন কবুন, আমবা উহা বিবৃত কৰিব।’

১০। তখন, ভিক্ষুগণ, বাজা অমাত্য ইত্যাদি সকলকে একত্ৰিত কৰিযা তাহাদিগকে আৰ্য চক্ৰবৰ্তী-বৃত সম্বন্ধে প্ৰশ্ন কৰিলেন। ঐবুপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাবা আৰ্য চক্ৰবৰ্তী প্ৰশ্ন বাজাব নিকট বিবৃত কৰিলেন। উহা শুনিয়া রাজা ধৰ্ম্মানুমোদিত বক্ষাববণগুপ্তিব বিধান কৰিলেন, ধনহীনকে ধনদান কৰিলেন না, উহাব ফলে বিপুল দাবিদ্র্যেব আবিৰ্ভাব হইল। দাবিদ্র্যেব বিস্তৃতিব নিমিত্ত জনৈক পুৰুষ পৰেব দ্রব্য যাহা অদত্ত তাহা গ্ৰহণ কৰিল, যাহা চৌৰ্য কথিত হয় তাহাই কৰিল। তাহাকে ধৃত কৰিযা বাজাৰ নিকট উপস্থিত কৰা হইল—‘দেব, এই পুৰুষ পৰেব দ্রব্য—যাহা অদত্ত তাহা গ্ৰহণ কৰিযাছে, যাহা চৌৰ্য কথিত হয় তাহাই কৰিযাছে।’

ঐবুপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজা সেই পুৰুষকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন :

‘হে পুৰুষ, তুমি কি সত্যই পৰেব দ্রব্য—যাহা অদত্ত তাহা গ্ৰহণ কৰিযাছ—যাহা চৌৰ্য কথিত হয় তাহাই কৰিযাছ?’

‘দেব, ইহা সত্য।’

‘কি কাৰণে?’

‘দেব, আমাব জীবনোপায় নাই।’

তখন, ভিক্ষুগণ, বাজা সেই পুৰুষকে ধনদান কৰিলেন—‘হে পুৰুষ, এই ধনেব দ্বাবা আপনাব জীবিকা-নিৰ্বাহ কব, মাতাপিতাব পোষণ কব, স্ত্ৰী পুত্ৰেব পোষণ কব, ইহা কৰ্ম্মান্তে প্ৰয়োগ কব, প্ৰমণ ব্ৰাহ্মণগণেব নিমিত্ত আধ্যাত্মিক মঙ্গলপ্ৰদ দক্ষিণাব প্ৰতিষ্ঠা কব, যাহা সৌভাগ্য ও সুখাবহ হইবে, স্বৰ্গসংবৰ্তনিক হইবে।’

ভিক্ষুগণ, সেই পুৰুষ ‘দেব, তথাস্তু’ কহিযা বাজাব নিকট প্ৰতিশ্ৰুতি দান কৰিল।

১১। ভিক্ষুগণ, অপর একব্যক্তিও পুৰুষোক্তরূপে চৌৰ্য্যপবাধে ধৃত হইয়া

রাজসম্মুখে আনীত হইলে রাজা তাহাকে পদ্ব্যৰ্থ ন্যায় প্রশ্ন করিয়া ও ধনদান করিয়া পদ্ব্যৰ্থরূপ উপদেশ দিলেন।

১২। ভিক্ষুগণ, প্রজাগণ শুনিল : ‘যাহারা পরদ্রব্য—যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ কবে, যাহা চৌর্য্য কথিত হয়, তাহাই করে, রাজা তাহাদিগকে ধনদান করিতেছেন।’ ইহা শুনিয়া তাহারা চিন্তা করিল—‘আমরাও অদত্তের গ্রহণ-পদ্ব্যৰ্থক যাহা চৌর্য্য কথিত হয় তাহাই করিব।’

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, জনৈক পদ্ব্যৰ্থ তাহাই করিয়া ধৃত হইয়া রাজসম্মুখে আনীত হইলে রাজা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অপবোধ স্বীকার করিল এবং কহিল জীবনোপাধের অভাবে সে ঐ কৰ্ম্ম করিয়াছে।

ভিক্ষুগণ, তখন রাজা চিন্তা করিলেন : ‘যাহারা পবেষ দ্রব্য অপহরণ করিবে, আমি যদি তাহাদিগকে ধনদান করি, তাহা হইলে এই চৌর্য্য বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। অতএব এই পদ্ব্যৰ্থের প্রতি আমি আদর্শ দণ্ডের বিধান করিব, উহার মূলোচ্ছেদ করিব, উহার শিরশ্ছেদ করিব।’

অতঃপর, ভিক্ষুগণ রাজা কৰ্ম্মচারীগণকে আদেশ দিলেন :

‘এই পদ্ব্যৰ্থের বাহুদ্বয় পশ্চাদ্ধিককে কঠিন রজ্জ্ব দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া উহার মস্তক মণ্ডন পদ্ব্যৰ্থক খবনিনাদী প্রণবের সহিত উহাকে বথ্যা হইতে বথ্যাস্তরে, শৃঙ্গাটক হইতে শৃঙ্গাটকাস্তরে ভ্রমণ করাইয়া দক্ষিণ দ্বার দিয়া নিষ্কান্ত হইয়া, নগরের দক্ষিণদিকে উহার প্রতি আদর্শ দণ্ডের প্রয়োগ কব, উহার মূলোচ্ছেদ কর, উহার শিরশ্ছেদ কর।’

হে ভিক্ষুগণ, ‘তথাস্তু’ কহিয়া কৰ্ম্মচারীগণ রাজাদেশ পালন করিল।

১৩। ভিক্ষুগণ, প্রজাগণ শ্রবণ করিল যে যাহারা পবস্বাপহরণ কবে রাজা তাহাদের প্রতি আদর্শ দণ্ডের বিধান করিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতেছেন। উহা শুনিয়া তাহারা চিন্তা করিল : ‘আমরাও তীক্ষ্ণ শস্ত্রাদি নিৰ্ম্মাণ কবাইয়া যাহাদের দ্রব্য অপহরণ করিব তাহাদের প্রতি কঠিনতম দণ্ডের প্রয়োগ করিব, তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিব, তাহাদের শিরশ্ছেদ করিব।’

তাহারা তীক্ষ্ণ শস্ত্রাদি নিৰ্ম্মাণ কবাইয়া গ্রাম, নিগম ও নগর লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল, দস্যুবৃত্তিতে বত হইল। তাহারা যাহাদের দ্রব্য অপহরণ করিল, শিরশ্ছেদন পদ্ব্যৰ্থক তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিল।

১৪। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে, ব্যাপকরূপে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, দারিদ্র্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে চৌর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল,

চৌষ্যেব বৃদ্ধিব সহিত প্রাণাতিপাত বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইল, প্রাণাতিপাতেব বৃদ্ধিব সহিত মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলে মনুষ্যগণেব আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল, আয়ু ও বর্ণ হ্রাসপ্ৰাপ্ত হইলে অশীতি সহস্র বর্ষ আয়ু সম্পন্ন মনুষ্যেব সন্তান সন্ততিগণ চত্বাবিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইল ।

ভিক্ষুগণ, চত্বাবিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণেব মধ্যে একজন পদ্বদ্য অদন্ত পবদ্রব্য গ্রহণ পদ্বর্ষক চৌষ্যাপিবাদ কবিল । ধৃত হইয়া সে বাজ সম্প্রথে আনীত হইলে বাজা কন্তুর্ক অপবাধেব সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া অপবাধ স্বীকাব কবিল না, স্বেচ্ছায় মিথ্যা কহিল ।

১৫। এইব্দপে, ভিক্ষুগণ, দ্বিবিদ্রকে ধনদানেব অভাবে চত্বাবিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণেব সন্তান সন্ততিগণ বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইল ।

ভিক্ষুগণ, বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণেব মধ্যে একজন পদ্বদ্য অদন্ত পবদ্রব্য গ্রহণ পদ্বর্ষক চৌষ্যাপিবাদ কবিল । অপব একজন পদ্বদ্য ক্রুবতা প্রণোদিত হইয়া তাহাব বিবদ্রকে বাজাব নিকট সংবাদ দিল ।

১৬। এইব্দপে, ভিক্ষুগণ, দ্বিবিদ্রকে ধনদানেব অভাবে ব্যাপকব্দপে পৈশুন্যেব আবির্ভাব হইল, উহাব ফলে মনুষ্যগণেব আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল এবং বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণেব সন্তান সন্ততিগণ দশ সহস্র বৎসব আয়ুসম্পন্ন হইল ।

ভিক্ষুগণ, দশ সহস্র বৎসব আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণেব কেহ কেহ সুব্দপ এবং কেহ কেহ কুব্দপ হইল, যাহাবা কুব্দপ হইল তাহাবা সুব্দপেব প্রতি লক্ষ্য হইয়া পবদাব গমন কবিল ।

১৭। এইব্দপে, ভিক্ষুগণ, দ্বিবিদ্রকে ধনদানেব অভাবে ব্যাপকব্দপে দাবিদ্ৰ্যেব আবির্ভাব হইল, উহাব ফলে চৌষ্য বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত হইল ব্যাপকব্দপে ব্যভিচাবেব আবির্ভাব হইল, উহাব ফলে মনুষ্যগণেব আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইয়া দশ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণেব সন্তান সন্ততিগণ পাঁচ-সহস্র বর্ষ আয়ুর্বাশিষ্ট হইল ।

ভিক্ষুগণ, শেষোক্ত মনুষ্যগণেব মধ্যে ব্যাপকব্দপে দুইটি অসন্ধম্বেব আবির্ভাব হইল—কর্কশ বাক্য এবং তুচ্ছ প্রলাপ । উহাব ফলে ঐ সকল মনুষ্যেব আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল । তখন পাঁচ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্নগণেব

সন্তান সন্ততিগণ কেহ কেহ দ্বি-অর্দ্ধ সহস্র বৎসব, কেহ কেহ দুই সহস্র বর্ষ আয়ুর্বিশিষ্ট হইল।

ভিক্ষুগণ, দ্বি-অর্দ্ধ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্নের মধ্যে লোভ ও বিদ্বেষ ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। উহার ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তন্মতে তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ এক সহস্র বৎসব আয়ুষ্ক হইল।

ভিক্ষুগণ, সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টি ব্যাপক-রূপে আবির্ভূত হইল। উহার ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ পাঁচশত বৎসর আয়ুষ্ক হইল।

ভিক্ষুগণ, শেষোক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে ত্রিবিধ ধর্ম ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল—অধর্ম-রাগ (অবৈধ যৌন সংসর্গ), বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম (অসংযত লালসা)। উহার ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ কেহ কেহ দ্বি-অর্দ্ধ শত বৎসর, কেহ কেহ দুইশত বৎসর আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, দ্বি-অর্দ্ধশত বৎসর আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে মাতাপিতাব প্রতি ভক্তিহীনতা এবং শ্রমণ-স্নান ও কুলপ্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপক-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

১৮। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, ধনহীনকে ধনদানের অভাবে বিপুল দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে ব্যাপকভাবে চৌর্ষ্যেব আবির্ভাব হইল, উহার ফলে অত্যাচারেব প্রাবল্য হইল, উহার ফলে প্রাণনাশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল, উহার ফলে মিথ্যা বাক্য, উহার ফলে পিশুন বাক্য, উহার ফলে ব্যভিচার, উহার ফলে ককর্শ বাক্য ও তুচ্ছ প্রলাপ ; উহার ফলে লোভ ও বিদ্বেষ, উহার ফলে মিথ্যা দৃষ্টি, উহার ফলে অধর্ম-রাগ, বিষম লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম, উহার ফলে মাতাপিতাব-প্রতি ভক্তিহীনতা এবং শ্রমণ-স্নান ও কুলপ্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। ইহার ফলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল এবং দ্বি-অর্দ্ধশত বর্ষ আয়ু সম্পন্নগণের সন্তান সন্ততিগণ শতবর্ষ আয়ুষ্ক হইল।

১৯। ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসিবে যখন এইসকল মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ দশবর্ষ আয়ু সম্পন্ন হইবে। ভিক্ষুগণ, দশবৎসব আয়ুসম্পন্ন ঐ সকল মনুষ্যের কুমাবীগণ পাঁচবৎসব বয়সে বিবাহযোগ্য হইবে। ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু, ফাণিত এবং লবণ—এই সকল

রসেব স্বাদ লুপ্ত হইবে। কোবদ্বক^১ উহাদের শ্রেষ্ঠ ভোজন হইবে। য়েব্দপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে মাংস-মিশ্রিত শালিঅন্ন শ্রেষ্ঠ ভোজন, সেইব্দপ কোবদ্বক ঐ সকল মনুষ্যেব শ্রেষ্ঠ ভোজন হইবে। ঐ সকল মনুষ্যগণেব মধ্যে দশ কুশল-কর্ম্ম-পথ সম্পূর্ণব্দপে অন্তর্হিত হইবে, দশ অকুশল-কর্ম্ম-পথ অতিশয় প্রবল হইবে। উহাদের মধ্যে ‘কুশল’ নামক কোন শব্দ থাকিবে না। কুশলেব কাবক কি প্রকারে থাকিবে? উহাদের মধ্যে যাহাবা মাতাপিতাব প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণেব প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবে, তাহাবাই পূজ্য ও প্রশংসাহ^২ হইবে। য়েব্দপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে যাহাবা মাতাপিতাব প্রতি ভক্তিমান, এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণেব প্রতি শ্রদ্ধাবান তাহাবাই পূজ্য ও প্রশংসাহ^২ হয়, সেইব্দপই উহাদের মধ্যে যাহাবা মাতাপিতাব প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণেব প্রতি শ্রদ্ধাহীন তাহাবাই পূজ্য ও প্রশংসাহ^২ হইবে।

২০। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্যগণেব মধ্যে মাতা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী, আচার্য্য-ভাষ্য্য অথবা গুরুপত্নী^৩ব জ্ঞান থাকিবে না, ছাগ-মেষ, কুঙ্কুব-শুকব, শৃগাল-কুঙ্কুবেব ন্যায় সব একাকার হইয়া যাইবে। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্য পবস্পবেব প্রতি তীর ক্রোধ, বিদ্বেষ, মন-প্রদোষ এবং হনন-চিন্তা পোষণ করিবে—মাতাবও পুত্রেব প্রতি, পুত্রেবও মাতাব প্রতি, পিতাব পুত্রের প্রতি, পুত্রের পিতাব প্রতি, ভ্রাতাব ভ্রাতাব প্রতি, ভ্রাতাব ভগিনী^৪ব প্রতি, ভগিনী^৪ব ভ্রাতাব প্রতি উক্তব্দপ মনোভাবেব উৎপত্তি হইবে। মৃগ দেখিয়া মৃগয়াসক্তেব মনে য়েব্দপ ভাবেব উদয় হয়, ঐ সকল মনুষ্যও পবস্পবেব প্রতি ঐব্দপ ভাবাপন্ন হইবে।

২১। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্যেব মধ্যে সপ্তাহব্যাপী শস্ত্রাস্তবকল্পেব^৫ আবির্ভাব হইবে, তাহাবা পবস্পবকে পশুর ন্যায় জ্ঞান করিবে, তাহাদের হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রেব প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহাবা ঐ অস্ত্রেব দ্বাৰা—‘ইহা পশু, ইহা পশু’, কহিয়া পবস্পবেব প্রাণ সংহাব করিবে। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল প্রাণীগণেব মধ্যে কাহাবও কাহাবও মনে এইব্দপ হইবে—‘আমরাও কাহাবও অনিষ্ট করিব না, অপবেও যেন আমাদের অনিষ্ট না কবে, আমরা তৃণ অথবা

১ ধাত্ত বিশেষ।

২ অন্তবকল্প—দুই কল্পেব মধ্যবর্তী-কল্প।

বনগহনে, অথবা বৃক্ষ-গহনে, অথবা নদীবেষ্টিত দুর্গম স্থানে অথবা বিষম পর্ষতে প্রবেশ করিয়া বনমূলফলাহাবী হইয়া জীবন যাপন করিব ।’ তাহারা ঐরূপ স্থানসমূহে গমনপদ্বর্ষক ইচ্ছানুসারে জীবন যাপন করিবে । তাহারা সপ্তাহ অতীত হইলে ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন-পদ্বর্ষক সভাক্ষেত্রে মিলিত হইয়া একে অপরকে আশ্বাস দিয়া গাহিবে—‘কি আনন্দ ! হে মনুষ্য, তুমি এখনও জীবিত !’ ভিক্ষুগণ, তখন মনুষ্যগণ এইরূপ চিন্তা করিবে—‘অকুশল কন্মের প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের ঘোর জ্ঞাতিকর হইয়াছে, অতএব আমরা কুশলকন্মের প্রবৃত্ত হইব । কি কুশলকন্ম করিব ? আমরা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, এই কুশলকন্মের আমরা স্থিত হইব ।’ তাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইবে, এই কুশল কন্মের স্থিত হইবে । কুশলকন্মের প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । এইরূপে দশবর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ বিংশতি বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে ।

২২ । তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্য চিন্তা করিবে,—‘কুশল কন্মের প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের আয়ু ও বর্ণ উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আমরা অধিকমাত্রায় কুশলকন্ম করিব । আমরা অদন্তের গ্রহণ হইতে বিরত হইব, ব্যাভিচার হইতে বিরত হইব, মদ্যবাদ হইতে বিরত হইব, পিশুন বাক্য হইতে বিরত হইব, ককর্শ বাক্য হইতে বিরত হইব, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত হইব, লোভ পৰিহার করিব, বিদ্বেষ পরিহার করিব, মিথ্যা-দৃষ্টি পৰিহার করিব, অধর্ম-বাগ বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্মরূপ ত্রিবিধ ধর্ম পৰিহার করিব ; অতএব আমরা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইব, এই কুশল ধর্মের স্থিত হইব ।’

তাহারা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইবে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে, এই কুশলধর্মের স্থিত হইবে । কুশলধর্মের প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । উহা ফলে বিংশতিবর্ষ আয়ুসম্পন্নগণের পুত্রগণ চত্বারিংশৎবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত হইবে । চত্বারিংশৎ বৎসর আয়ুপ্রাপ্তগণের পুত্রগণ অশীতিবর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে ; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু একশত ষড়্টি বৎসর হইবে ; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু তিনশত বিশবৎসর হইবে, তাহাদের পুত্রগণ ছষশত চল্লিশ বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে ; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু দুইসহস্র বৎসর হইবে ; তাহাদের পুত্র-

গণেব আয়ু চাবিসহস্র বৎসব হইবে ; তাহাদেব পুত্রগণেব আয়ু আট সহস্র বৎসব হইবে ; তাহাদেব পুত্রগণেব আয়ু বিংশতিসহস্র বৎসব হইবে ; তাহাদেব পুত্রগণেব আয়ু চল্লিশ সহস্র বৎসব হইবে ; তাহাদেব পুত্রগণেব আয়ু অশীতি সহস্র বৎসব হইবে ।

২৩। ভিক্ষুগণ, অশীতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণেব কুমাবীগণ পঞ্চাশতবর্ষ বয়সে বিবাহযোগ্য হইবে। ঐ সকল মনুষ্যেব মধ্যে ত্রিবিধ বোগেব আবির্ভাব হইবে—ইচ্ছা, ক্ষুধা ও জ্বা। ঐ সময় জম্বুদ্বীপ সমৃদ্ধ ও স্ফীত হইবে। গ্রাম, নগর ও রাজধানীসমূহ এত ঘনসন্নিবিষ্ট হইবে যে, কুরুটগণ একস্থান হইতে অন্যস্থানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। জম্বুদ্বীপ নলবন এবং শববনেব ন্যায নিবস্তব মনুষ্যাকীর্ণ হইয়া অবীচিব ন্যায প্রতীক্ষমান হইবে। ঐ সময় বাবানসী কেতুমতী নামে রাজধানী হইবে, উহা সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষু হইবে। ঐ সময় জম্বুদ্বীপে রাজধানী কেতুমতী প্রমুখ চুবাশী সহস্র নগর থাকিবে।

২৪। ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে রাজধানী কেতুমতী নগরে শঙ্খ নামে রাজাব আবির্ভাব হইবে, তিনি চক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মবাজ, চতুর্ভুজ বিজ্ঞতা, জনপদেব নিবাপত্তাপ্রাপ্ত এবং সপ্তবহু সমন্বিত হইবেন, তাঁহাব এইসকল সপ্তবহু হইবে, যথা—চক্রবহু, হস্তীবহু, অশ্ববহু, মণিবহু, স্ত্রীবহু, গৃহপতিবহু, এবং পবিণায়ক বহু। তাঁহাব সহস্রাধিক পুত্র হইবে—সকলেই সাহসী, বীৰোপম, শত্রুসেনামর্দন, তিনি সসাগবা পৃথিবী বিনা দণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে, মাত্র ধর্মের দ্বাৰা, জয় কবিষা বাস করিবেন।

২৫। ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে জগতে মৈত্রেয় নামে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনন্তব দম্য-পদুষ-সাবথী, দেব-মনুষ্যেব শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানেব আবির্ভাব হইবে, সেব্দপ আমি এক্ষণে অর্হৎ ভগবানব্দপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছি। তিনি ইহলোক, দেবলোক, মাবলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষান্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বাৰা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিবেন, সেব্দপ আমি এক্ষণে ইহলোক...অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিতেছি। তিনি যে ধর্মের প্রাবস্ত কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদ-পূর্ণ, সম্বাদীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যাহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য সেই ধর্মের

উপদেশ দান করিবেন, যেহেতু আমি এক্ষণে করিতেছি। তিনি অনেক সহস্র ভিক্ষু সমন্বিত সঙ্ঘের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন, যেহেতু আমি এক্ষণে হইয়াছি।

২৬। অতঃপর, ভিক্ষুগণ রাজা শঙ্খ পদ্বর্ষে রাজা মহাপনাদ কঙ্করক নির্মিত প্রাসাদকে পুনর্বাষ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাতে বাস করিবেন। পরে তিনি উহা শ্রমণ-রাক্ষণ, দুর্গত পথচাবী, দ্বিবিদ্র যাচকগণকে দান করিয়া অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান মৈত্রেয়ের নিকট কেশ-শ্মশ্রু-মোচন পদ্বর্ষক কাষাঘ বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় করিবেন। এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি নিজ্জর্নবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়-সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রজ্যাব আশ্রয় করেন, সেই অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জগতেই উহাব পূর্ণতা সাধন করিবেন।

২৭। ভিক্ষুগণ, আত্ম-দ্বীপ হইয়া আত্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া বিহার কর; ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া বিহার কর। কিন্তু কিরূপে ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ হইয়া আত্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া, ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করেন? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য পরিহার করিয়া কাষে কাষানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন, বেদনায চিন্তে... ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া, ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করেন।

২৮। ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক বিষয়ে গোচরার্থ ভ্রমণ কর; ঐরূপ করিলে তোমাদের আরু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তোমাদের সুখ, ভোগ ও বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব আশু কি? ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন, বীৰ্য্য-সমাধি... চিন্ত-সমাধি... মীমংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধি-পাদের অনুশীলন করিয়া এবং ঐ সকলে অনুযুক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে কল্পকাল

অথবা কল্পাবশেষকাল জীবিত থাকিতে পাবেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুব আশু।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব বর্ণ কি? ভিক্ষু শীলবান হন, তিনি প্রাতিমোক্ষ নিষমিত হইয়া, অন্তঃসত্ত্ব বজ্জ'নীষে ভয়দর্শী হইয়া বিহাব কবেন, শিক্ষাপদ-সমূহ গ্রহণপদ্বর্ক উহাতে শিক্ষিত হন। ইহাই ভিক্ষুব বর্ণ।

ভিক্ষুব সূত্র কি? ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্বিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহাব কবেন, বিতর্ক বিচারেব উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তেব একীভাব আনয়নকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান...তৃতীয় ধ্যান...চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহাব কবেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুব সূত্র।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব ভোগ কি? ভিক্ষু মৈত্রীসহগত চিত্তে এক, দুই, তিন এইরূপে চতুর্দিক পবিস্কুবিভ কবিয়া বিহাব কবেন। তিনি উদ্বেগ, অধোদিকে, তীর্থ্যকদিকে সর্বত্র সর্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপদল, মহান, অপ্রমেয়, বৈবহীন, দোহহীন চিত্তদ্বারা পবিস্কুবিভ কবিয়া বিহাব কবেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুব ভোগ।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব বল কি? ভিক্ষু আশ্রবসমূহেব ক্ষয় হেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত কবিয়া বিহাব কবেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুব বল।

ভিক্ষুগণ, মাবেব বলেব ন্যায্য দুন্দর্মনীয় বল আমি দেখিতে পাই না, কিন্তু কুশল ধর্মের গ্রহণ হেতু এই পদ্য বর্দ্ধিত হয়।

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবাক্যেব অভিনন্দন করিলেন।

। চক্ৰবর্ত্তি সীহনাদ সূত্রান্ত সমাপ্ত।

১ উপবে ১ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। -ভিক্ষু - কাষে কাষানুপশ্চী হইয়া ইত্যাদি।

২৭। অগ্গঞ্‌ঞ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময়ে ভগবান শ্রাবস্তী নগরে পুর্ষাবাম নামক গিগাব মাতাব^১ প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে বাসেট্ঠ^২ এবং ভাবদ্বাজ^৩ ভিক্ষু-রত গ্রহণাভিলাষী হইয়া ভিক্ষুদিগের সহিত পবিবাস করিতেছিলেন। তখন এতদিন ভগবান সাযাহু সময়ে ধ্যান হইতে উঠিত হইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ পুর্ষক সৌধচ্ছায়ায় উন্মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

২। ভগবানকে এরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, বাসেট্ঠ ভাবদ্বাজকে কহিলেন :

‘ভাবদ্বাজ ! ভগবান সাযাহুে ধ্যান সমাপ্ত করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ পুর্ষক সৌধচ্ছায়ায় উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছেন। এস, আমরা ভগবানের নিকট গমন করি। আমরা ভগবানের নিকট ধর্মকথা শ্রুতিবাব সন্যোগ লাভ করিব।’

‘সৌম্য, উত্তম’ কহিয়া ভাবদ্বাজ বাসেট্ঠকে সম্মতি জানাইলে উভয়ে ভগবানের নিকট গমন পুর্ষক ভ্রমণ নিবৃত্ত ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন।

৩। তখন ভগবান বাসেট্ঠকে কহিলেন :

‘বাসেট্ঠ, তোমরা ব্রাহ্মণ জাতীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুল পবিত্যাগ-পুর্ষক গৃহহীন প্রজয়া আশ্রয় করিয়াছ। ব্রাহ্মণগণ কি তোমাদিগকে তিরস্কার কবেন না, তোমাদিগের নিন্দা কবেন না ?’

‘ভগ্নে, ব্রাহ্মণগণ আমাদের প্রতি আপনাদের স্বভাবানুযায়ী তিরস্কার এবং নিন্দার প্রয়োগ কবেন, বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য না করিয়া পরিপূর্ণরূপেই প্রয়োগ করেন।’

‘বাসেট্ঠ, ব্রাহ্মণগণ কিবদপভাবে উহা করেন ?’

১ ইহার নাম বিশাখা। তিনি ঐ প্রাসাদ সজ্জের নিমিত্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন। ২ দীঘ নিকার ১ম খণ্ডের তেবিজ্ঞ সূত্রে এই দুই জনের উল্লেখ আছে। সূতনিপাতের বাসেট্ঠ সূত্রেও ইহারা উল্লিখিত হইয়াছেন।

‘ভক্তে, ব্রাহ্মগণ এইরূপ কহেন : “ব্রাহ্মগণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অন্য বর্ণ হীন, ব্রাহ্মগণই শূদ্রবর্ণ, অন্য কৃষ্ণবর্ণ ; ব্রাহ্মগণই শূদ্র হন, অব্রাহ্মণেবা হয় না ; ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মাণ্ড ঔবস মধুজাত পুত্র, ব্রাহ্মজ, ব্রাহ্ম-নির্মিত, ব্রাহ্ম-দাষাদ । আব আপনি শ্রেষ্ঠ বর্ণ পবিত্যাগপূর্বক মন্ডিডত-মস্তক, শ্রমণ-নামধারী ইভ্য, কৃষ্ণ, ব্রাহ্মাণ্ড পাদদেশ হইতে উদ্ভূত সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া হীন হইয়া গিয়াছেন । আপনাব এইরূপ আচরণ অনর্চিত, অনুপযুক্ত ।” ভক্তে, এইরূপে ব্রাহ্মগণ আমাদের প্রতি আপনাদের স্বভাবানুযায়ী তিবস্কাব এবং নিন্দাব প্রয়োগ কবেন, বিদ্মাত্তও কার্পণ্য না করিয়া পবিত্ররূপেই প্রয়োগ কবেন ।’

৪। ‘বাসেট্ট, ব্রাহ্মগণ পূর্বকথা বিস্মৃত হইয়াই তোমাদিগকে কহেন : “ব্রাহ্মগণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্ম-দাষাদ ।” বাসেট্ট, ইহা দৃষ্ট হয যে ব্রাহ্মগণেব ব্রাহ্মণীগণ ঋতুমতীও হন, গর্ভিণীও হন, প্রসবও কবেন, সন্তানকে স্তন্যদানও কবেন, এইসকল ব্রাহ্মণেবা ‘যোনিজ হইয়াও কহিয়া থাকেন : “ব্রাহ্মগণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ...ব্রাহ্মদাষাদ ।” ঐ সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মাণ্ড অপবাদ কবেন, মিথ্যাও কহেন এবং বহু অপদ্রব্য প্রসব কবেন ।

৫। ‘বাসেট্ট, এই চারি বর্ণ—ক্ৰিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র । বাসেট্ট, ক্ৰিয়ের মধ্যেও জীবহিংসাকাৰী আছে, অদন্তেব গ্রহণকাৰী আছে, ব্যভিচাৰী আছে, মিথ্যাবাদী আছে, পিশুনবাদী আছে, পবদুষভাষী আছে, তুচ্ছ প্রলাপবত আছে, লোভী, দ্বেষ-পবায়ণ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন আছে । এইরূপে, বাসেট্ট যে সকল ধর্ম অকুশল এবং অকুশলরূপে জ্ঞাত, নিন্দনীয় এবং ঐরূপে জ্ঞাত, অসেবিতব্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, যাহা অনার্য্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, পাপ এবং পাপপ্রসূ পণ্ডিত নিন্দিত, ঐ সকল ধর্ম ক্ৰিয়ের মধ্যেও দৃষ্ট হয । বাসেট্ট ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রেব মধ্যেও জীবহিংসাকাৰী আছে...মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন আছে । এইরূপে বাসেট্ট, যে সকল ধর্ম অকুশল...পণ্ডিত নিন্দিত, ঐ সকল ধর্ম ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রেব মধ্যেও আছে ।

৬। ‘বাসেট্ট, ক্ৰিয়ের মধ্যেও এমন কেহ আছেন যিনি জীবহিংসা হইতে বিবত, অদন্তেব গ্রহণ হইতে বিবত, ব্যভিচাৰ হইতে বিবত, মৃষাবাদ হইতে বিবত, পিশুন বাদ হইতে বিবত, পবদুষভাষ হইতে বিবত, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিবত, লোভ হইতে বিবত, দ্বেষ-মুগ্ধ এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন । এইরূপে বাসেট্ট, যে সকল ধর্ম কুশল এবং কুশলরূপে জ্ঞাত, অনিন্দ্য এবং ঐরূপে

জ্ঞাত, সেবিতব্য এবং ঐবদপে জ্ঞাত, আৰ্য্য এবং ঐবদপে জ্ঞাত, পুণ্য এবং পুণ্যপ্রসু পণ্ডিত-প্রশংসিত, ঐ সকল ধর্ম্ম ক্ষত্রিষেব মধ্যেও দৃষ্ট হয় । বাসেট্ট, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রেব মধ্যেও এমন কেহ আছেন যিনি জীবহিংসা হইতে বিবত ...সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন । এইবদপে, বাসেট্ট, যে সকল ধর্ম্ম কুশল...পণ্ডিত-প্রশংসিত, ঐ সকল ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রেব মধ্যেও দৃষ্ট হয় ।

৭ । 'বাসেট্ট, পণ্ডিত-নিন্দিত এবং পণ্ডিত-প্রশংসিত অকুশল এবং কুশল এই উভয় ধর্ম্মই, ঐ চারিবিধের মধ্যে বিদ্যমান, এস্থলে ব্রাহ্মণগণের বাক্য—ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রহ্ম-দাযাদ—পণ্ডিতগণ অনুমোদন করেন না । কি কারণে ? এই চতুর্বিধের মধ্যে তিনি ভিক্ষু, অহিংস, ক্ষীণান্নব, উদ্-যাপিত-ব্রহ্মচর্য্য, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, পবমার্থ-প্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যকজ্ঞান-বিগ্নমুক্ত, তিনি উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথিত হন, এবং ধর্ম্মানুসাবেই ঐবদপ কথিত হন, অধর্ম্মানুসারে নহে । বাসেট্ট, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পবলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ।

৮ । 'বাসেট্ট, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পবলোকে যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেও জ্ঞাতব্য—

'বাসেট্ট, কোশলবাজ প্রসেনজিৎ জানেন : "অতুলনীয় শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত ।" কিন্তু, বাসেট্ট, শাক্যগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতেব অধীনস্থ । বাসেট্ট, শাক্যগণ কোশলবাজ প্রসেনজিতেব নিকট প্রণতি কবেন, তাঁহাকে অভিবাদন কবেন, তাঁহার সম্মুখে প্রত্যুত্থান কবেন, কৃতাজলি হন এবং তাঁহাকে ষথাবদপ সম্মান প্রদর্শন কবেন । এইবদপে, বাসেট্ট, শাক্যগণ কোশলবাজ প্রসেনজিতেব প্রতি ষেরূপ আচরণ কবেন, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথাগতেব প্রতি সেইবদপ আচরণ কবেন । তিনি চিন্তা কবেন : "শ্রমণ গৌতম কি সজ্ঞাত নহেন ? আমি দুজ্ঞাত, শ্রমণ গৌতম বলবান, আমি দুর্বল, শ্রমণ গৌতম বদ্বপবান, আমি বদ্বপহীন, শ্রমণ গৌতম শক্তিমান, আমি শক্তিহীন ।" কোশলরাজ প্রসেনজিৎ যখন তথাগতেব নিকট প্রণতি করেন, তাঁহাকে অভিবাদন কবেন, তাঁহাব সম্মুখে প্রত্যুত্থান কবেন, কৃতাজলি হন এবং তাঁহাকে ষথাবদপ সম্মান প্রদর্শন কবেন, তখন উক্ত ধর্ম্মেবই সৎকার, সম্মান, শ্রদ্ধা, পূজা, এবং অর্চনা কবেন । বাসেট্ট, মনুষ্যগণের মধ্যে ইহলোকে এবং পবলোকে যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে জ্ঞাতব্য ।

৯। 'বাসেট্ট, তোমবা নানা জাতি নানা নাম নানা গোট বিশিষ্ট, নানা-কুল হইতে গৃহত্যাগ কবিয়া তোমবা গৃহহীন প্রজ্যা আশ্রয় কবিয়াছ। যদি তোমবা জিজ্ঞাসিত হও "তোমবা কে?" তাহা হইলে "আমবা শাক্য-পুত্রীয় শ্রমণ" এইব্দ উপ দিবে। বাসেট্ট, তথাগতেব প্রতি যাহাব শ্রদ্ধা নিবিষ্ট, মূলজাত, প্রতিষ্ঠিত, দৃঢ় এবং যে শ্রদ্ধা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দেব-মাব-ব্রহ্মা অথবা পৃথিবীতে অপব কাহাবও কর্তৃক বিচলিত হয় না তিনি ষথার্থব্দেপে এইব্দ উপ দিষ্ট কবিতে পাবেনঃ "আমি ভগবানেব ঔবস মূখ-জাত পুত্র, ধর্ম-জ, ধর্ম-নির্মিত, ধর্ম-দামাদ।" কি কাবণে? বাসেট্ট, যেহেতু "ধর্ম-কাষ" "ব্রহ্ম-কাষ" "ধর্ম-ভূত" "ব্রহ্ম-ভূত" এই সকল তথাগতেবই অধিবচন।

১০। 'বাসেট্ট, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক, কিম্বা কা'লই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবাব পব এই জগত লয় প্রাপ্ত হয়। এইব্দ সময়ে জীবগণ বহুল পবিমাণে আভাস্বব জগতে পুনর্জন্ম লাভ কবে। তাহাবা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদেব ভক্ষ্যস্বব্দেপ হয়, তাহাবা স্বয়ং-প্রভ, অন্তবীক্ষচব এবং শূভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান কবে। বাসেট্ট, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কা'লই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবাব পব এই জগতেব বিবর্তন হয়। ঐ বিবর্তন কালে সত্ত্বগণ বহুল পবিমাণে আভাস্বব-কাষ হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আবির্ভূত হয়। তাহাবা মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদেব ভক্ষ্যস্বব্দেপ হয়, তাহাবা স্বয়ং-প্রভ, অন্তবীক্ষচব এবং শূভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান কবে।

১১। 'বাসেট্ট, তখন সমস্ত পৃথিবী জলময় ও অন্ধকাব হয়, তমিস্র অন্ধকাবক হয়। চন্দ্র-সূর্যেব আবির্ভাব হয় না, নক্ষত্র-তাবকাদিব প্রকাশ হয় না, বাহি-দিবা নাই, মাসার্ক অথবা মাস নাই, ঋতু এবং সংবৎসব নাই, স্ত্রীও নাই পুংসবও নাই। সত্ত্বগণ সত্ত্বব্দেপেই গণিত হয়। বাসেট্ট, এইব্দেপে দীর্ঘকাল অতীত হইবাব পব এমন সময় আসিল যখন ঐ সকল সত্ত্বগণেব নিকট জলোপবি বসসংযুক্ত পৃথিবী বিস্তৃত হইল। যেব্দেপ উত্তপ্ত দ্রুণ শীতলীভূত হইবাব কালে উহাব উপব শব বিস্তৃত হয়, সেইব্দেপ পৃথিবী আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-বসসম্পন্ন হইল, উত্তমব্দেপে সম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীত যেব্দেপ হয়, সেইব্দেপ বর্ণসম্পন্ন হইল; বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুব ন্যায় আশ্বাদসম্পন্ন হইল।

১২। ‘অনন্তব, বাসেট্ট, কোন লোভ-প্রকৃতি’ সম্পন্ন প্রাণী “দেখ, ইহা কি হইতে পাবে?” কহিয়া অঙ্গুলিব সাহায্যে বস-সংযুক্ত মৃত্তিকা আস্বাদ করিল, উহার ফলে সে রসার্ভিভূত হইল এবং তাহার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। অন্য প্রাণীগণও উক্ত সত্ত্বের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বস-মৃত্তিকা অঙ্গুলিব দ্বারা আস্বাদ করিল। তাহাবাও বসার্ভিভূত হইয়া তৃষ্ণাব দ্বারা আক্রান্ত হইল। তদনন্তব, বাসেট্ট, ঐ সকল সত্ত্ব হস্তদ্বারা বসমৃত্তিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা আহাব করিতে আবশ্য করিল। উহার ফলে ঐ সকল সত্ত্বের স্বয়ংপ্রভা অন্তর্হিত হইল। স্বয়ংপ্রভাব অন্তর্হানের সহিত চন্দ্র-সূর্য্যের আবির্ভাব হইল। চন্দ্রসূর্য্যের আবির্ভাবের সহিত নক্ষত্রসমূহ ও তাবকাগণের আবির্ভাব হইল, বায়ু ও দিনের প্রকাশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাসার্ক, মাস, ঋতু ও সম্বৎসরের প্রকাশ হইল। বাসেট্ট, জগতের পুনর্বাণ এইরূপ বিবর্তন হইল।

১৩। ‘তৎপরে, বাসেট্ট, ঐ সকল সত্ত্ব রসমৃত্তিকা উপভোগ করিয়া মৃত্তিকা-ভোজী হইয়া উহাতে পদুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পৰিমাণে তাহাবা এইরূপে পদুষ্ট হইল সেই পৰিমাণে তাহাদের দেহ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোন সত্ত্ব সুন্দর হইল, কোন সত্ত্ব কুব্দপ। এস্থলে যাহাবা সুন্দর হইল তাহাবা কুব্দপগণকে অবজ্ঞা করিল—“আমবা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুন্দর, ইহাবা আমাদিগের অপেক্ষা কুব্দপ।” ঐ সকল গর্ষিত এবং অহমিকাসম্পন্ন প্রাণীগণের বর্ণাভিমান হেতু বস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। বস-পৃথিবীর অন্তর্হানের পর তাহারা একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল—“হায় বস। হায় বস!” বর্তমানেও মনুষ্যগণ কোন স্বাদ বস লাভ করিয়া এইরূপ কহিয়া থাকে—“অহো বস, অহো বস!” তাহাবা পূর্বাণ আদিম বাক্যেই অনুসরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।

১৪। ‘অতঃপর, বাসেট্ট, ঐ সকল সত্ত্বগণের নিকট হইতে রস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইলে ভূমি-পর্পটের আবির্ভাব হইল, যেব্দপ অহিচ্ছত্রের উৎপত্তি হয় সেইব্দপেই উহা আবির্ভূত হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও বসসম্পন্ন হইল। উহা সুসম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইল ;

বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুব ন্যায আশ্বাদ বিশিষ্ট হইল। তখন ঐ সকল সত্ত্ব ভূমি-পপট আহাব কবিত্তে আবস্ত কবিল। তাহাবা উহা উপভোগ কবিষা উহাব ভোজনে নিবত হইষা, উহাতে পদুট হইষা সদীর্ঘকাল অবস্থান কবিল। যে পবিমাণে তাহাবা এইব্দপ পদুট হইল সেই পবিমাণে তাহাদেব দেহ অধিকতব কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদেব বর্ণেও অধিকতবব্দপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোন সত্ত্ব সদ্ব্দপ হইল, কোন সত্ত্ব কুব্দপ। এস্থলে ষাহাবা সদ্ব্দপ হইল তাহাবা কুব্দপগণকে অবজ্ঞা কবিল—“আমবা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সদ্ব্দপ, ইহাবা আমাদিগেব অপেক্ষা কুব্দপ।” ঐ সকল গর্ষিত এবং অহমিকা-সম্পন্ন প্রাণীগণেব বর্ণাভিমান হেতু ভূমি-পপট অন্তহিত হইল। তৎপবে বদালতাব^১ উৎপত্তি হইল। ষেব্দপ কলম্বদকাব^২ উৎপত্তি হয় সেইব্দপেই উহা আবির্ভূত হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও বসসম্পন্ন হইল। উহা সদুসম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীতেব ন্যায বর্ণবিশিষ্ট হইল, বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুব ন্যায আশ্বাদ বিশিষ্ট হইল।

১৫। ‘তখন, বাসেট্ট, ঐ সত্ত্বগণ বদালতা আহাব কবিত্তে আবস্ত কবিল। তাহাবা উহা উপভোগ কবিষা, উহাব ভোজনে নিবত হইষা, উহাতে পদুট হইষা সদীর্ঘকাল অবস্থান কবিল। যে পবিমাণে তাহাবা এইব্দপে পদুট হইল সেই পবিমাণে তাহাদেব দেহ অধিকতব কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদেব বর্ণেও অধিকতব ব্দপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোন সত্ত্ব সদ্ব্দপ হইল, কোন সত্ত্ব কুব্দপ। এস্থলে ষাহাবা সদ্ব্দপ হইল তাহাবা কুব্দপগণকে অবজ্ঞা কবিল—‘আমবা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সদ্ব্দপ, ইহাবা আমাদিগেব অপেক্ষা কুব্দপ।’ ঐ সকল গর্ষিত এবং অহমিকাসম্পন্ন প্রাণীগণেব বর্ণাভিমান হেতু বদালতা অন্তহিত হইল। বদালতাব অন্তর্কানেব পব তাহাবা একগ্ৰিত হইষা বিলাপ কবিল—“আমাদেব বদালতা। হায, আমাদেব বদালতা নাই।” বর্তমানেও মনুষ্যগণ কোন প্রকাব দুঃখ-দৌর্মর্নস্য দ্বাবা স্পৃষ্ট হইষা এইব্দপ কহিষা থাকে—“আমাদেব ষাহা ছিল তাহা হাবাইষাছি। তাহাবা পূবান আদিম বাক্যেবই অনুসবণ কবে, কিন্তু উহাব অর্থ অবগত নয।

১ মধুব আশ্বাদ সম্পন্ন লতা বিশেষ। ২ সম্ভবতঃ শাক্যে উঁটা অথবা কলী-শাক।

১৬। ‘অতঃপৰ, বাসেট্ঠ, ঐ সকল সত্ত্বগণেৰ নিকট হইতে বদালতা অন্তৰ্হিত হইলে বনহীন ক্ষেত্ৰ হইতে সালি’ উৎগত হইল। উহা কণ-হীন, তুষ-হীন, স্বেগন্ধ তণ্ডুল। সান্ধ্যভোজনেৰ নিমিত্ত সাযংকালে উহা যে স্থান হইতে সংগৃহীত হইত সেই স্থানে উহা প্ৰাতে পুনৰায় উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায় দৃষ্ট হইত। প্ৰাতঃবাণেশেৰ নিমিত্ত প্ৰাতে উহা যেস্থান হইতে সংগৃহীত হইত, সেইস্থানে উহা সন্ধ্যায় পুনৰায় উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায় দৃষ্ট হইত। উৎপাদনেৰ স্থান দৃষ্ট হইত না। তৎপৰে, বাসেট্ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব সালি উপভোগ কৰিষা, উহাৰ ভোজনে নিবত হইষা, উহাতে পুৰুষ হইষা সন্ধ্যাকাল অবস্থান কৰিল। যে পৰিমাণে তাহাবা এইৰূপে পুৰুষ হইল সেই পৰিমাণে তাহাদেৰ দেহ অধিকতৰ কঠিনত্ব প্ৰাপ্ত হইল এবং তাহাদেৰ বৰ্ণেও অধিকতৰৰূপে বৈচিত্ৰ্য প্ৰকাশিত হইল। স্ত্ৰী-জাতীৰ^১ জীৱগণেৰ স্ত্ৰী-লিঙ্গেৰ বিকাশ হইল, পুৰুষ-জাতীৰগণেৰ পুৰুষ লিঙ্গ প্ৰাদুৰ্ভূত হইল। স্ত্ৰীগণ অত্যধিকৰূপে পুৰুষগণেৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিতে লাগিল, পুৰুষগণ স্ত্ৰীদিগেৰ প্ৰতি ঐৰূপই কৰিল। পৰস্পৰেৰ প্ৰতি অত্যধিকৰূপে দৃষ্টিপাত কৰিবাব ফলে তাহাদেৰ বাগেৰ উৎপত্তি হইল, দেহে প্ৰদাহ প্ৰবেশ কৰিল। ঐ প্ৰদাহ হেতু তাহাবা মৈথুন ধৰ্ম্মেৰ সেৱা কৰিল। বাসেট্ঠ, মৈথুন-নিবত সত্ত্বগণকে দেখিষা কেহ কেহ ধূলি নিক্ষেপ কৰিল, কেহ ভস্ম, কেহ বা গোমৰ্ষ নিক্ষেপ কৰিল—“দুব হও। সত্ত্ব সত্ত্বেৰ প্ৰতি কেন এইৰূপ আচৰণ কৰিবে?” বৰ্ত্তমানেও কোন কোন স্থানে নববিবাহিতা বধূকে লইয়া ঘাইবাৰ সময় কেহ কেহ ধূলি নিক্ষেপ কৰে, কেহ ভস্ম, কেহ বা গোমৰ্ষ নিক্ষেপ কৰে। তাহাবা পুৰাণ আদিম প্ৰথাবই অনুসৰণ কৰে, কিন্তু উহাৰ অৰ্থ অবগত নহ।

১৭। ‘বাসেট্ঠ, ঐ সময় যাহা অধৰ্ম্ম বিৰোচিত হইত এক্ষণে তাহা ধৰ্ম্ম বিৰোচিত হয। ঐ সময়ে যে সকল সত্ত্ব মৈথুন ধৰ্ম্মেৰ সেৱা কৰিত তাহাবা এক মাস, এমন কি দুই মাস পৰ্য্যন্ত গ্ৰামে অথবা নগৰে প্ৰবেশ কৰিতে পাইত না। যেহেতু, বাসেট্ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব ঐ সময়ে অসদ্ধৰ্ম্ম অত্যধিকৰূপে অধঃপতিত হইষাছিল, সেই হেতু তাহাবা ঐ অধৰ্ম্ম গোপন কৰিবাব জন্য গৃহ নিৰ্ম্মাণ কৰিতে আবশ্য কৰিল। অতঃপৰ, বাসেট্ঠ, কোন এক অলস

প্রকৃতি সত্ত্ব চিন্তা কবিল : “সাযাহে সাযমাশেব নিমিত্ত প্রাতে প্রাতবাসেব নিমিত্ত সালি সংগ্রহ কবিয়া কি আমি বিনষ্ট হইব ? অতএব আমি সাযমাশ এবং প্রাতবাসেব জন্য সালি একবাবেই সংগ্রহ কবিব ।” অনন্তব, বাসেট্ট, সেই সত্ত্ব সায-প্রাতবাসেব নিমিত্ত একবাবেই সালি সংগ্রহ কবিল । তখন অন্য এক সত্ত্ব পদ্বোক্তেব নিকট গমন কবিয়া তাহাকে কহিল : “এস, সত্ত্ব, সালি আহবণে যাই ।” “হে সত্ত্ব, প্রযোজন নাই, সায-প্রাতবাসেব সালি আমি একবাবেই সংগ্রহ কবিয়াছি ।” অনন্তব, বাসেট্ট, সেই সত্ত্ব অপবেব দৃষ্টান্ত অনুসরণ কবিয়া দুই দিনেব জন্য সালি একবাবেই সংগ্রহ কবিল এবং কহিল, “ইহাই উত্তম ।” তখন এক সত্ত্ব তাহাব নিকট গমনপদ্বর্ক কহিল : “এস, সত্ত্ব, সালি আহবণে যাই ।” “হে সত্ত্ব, প্রযোজন নাই, আমি দুই দিনেব সালি একবাবেই সংগ্রহ কবিয়াছি ।” তৎপবে সেই সত্ত্ব অপবেব দৃষ্টান্ত অনুসরণ কবিয়া চাৰি দিনেব জন্য সালি একবাবেই সংগ্রহ কবিল এবং কহিল, “ইহাই উত্তম ।” অতঃপব অপব এক সত্ত্ব তাহাব নিকট গমন কবিয়া কহিল : “এস, সত্ত্ব, সালি আহবণে যাই ।” “হে সত্ত্ব, প্রযোজন নাই, আমি একবাবেই চাৰি দিনেব সালি সংগ্রহ কবিয়াছি ।” তখন সেই সত্ত্ব অপবেব দৃষ্টান্ত অনুসরণ কবিয়া আট দিনেব জন্য সালি একবাবেই সংগ্রহ কবিল এবং কহিল, “ইহাই উত্তম ।” বাসেট্ট, যখন হইতে ঐ সকল সত্ত্ব সঞ্চিত সালি আহাব কৰিতে আৰম্ভ কবিল তখন হইতেই ত’ডুল কণবন্ধও হইল, তুষবন্ধও হইল, যেন্তান হইতে উহা উৎপাটিত হইয়াছিল সেইস্থানে উহা পদনবায উৎপন্ন হইল না এবং উৎপাটন-স্থান দৃষ্ট হইল, সালি-স্থানসমূহ গুল্মাকাৰে অবস্থান কবিল ।

১৮ । ‘তৎপবে, বাসেট্ট, সত্ত্বগণ একত্ৰিত হইয়া বিলাপ কবিল,— “সত্ত্বগণেব মধ্যে পাপধৰ্ম্মেব প্রাদুৰ্ভাব হইয়াছে, আমবা পদ্বর্ মনোময ছিলাম, প্রীতি আমাদেব ভক্ষ্য ছিল, আমবা স্বযংপ্রভ, অন্তবীক্ষচব শূভস্থায়ী হইয়া সদুদীৰ্ঘকাল যাপন কবিয়াছিলাম । দীৰ্ঘকাল অতীত হইবাব পব এমন সময় আসিল যখন আমাদেব নিকট জলোপবি বস-পৃথিবীৰ আবিৰ্ভাব হইল । উহা বৰ্ণ-গন্ধ-বস সম্পন্ন হইয়াছিল । আমবা হস্ত দ্বাবা বসমৃৎতিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড বিচ্ছিন্ন কবিয়া উহা আহাব কৰিতে আৰম্ভ কবিলাম । উহাব ফলে আমাদেব স্বযংপ্রভা অন্তৰ্হিত হইল । স্বযংপ্রভাব অন্তৰ্হানেব সহিত চন্দ্র-সূৰ্য্যেব আবিৰ্ভাব হইল । উহাদেব আবিৰ্ভাবেব সহিত নক্ষত্ৰ সমূহ ও

তারকাগণের আবির্ভাব হইল, রাত্রি ও দিনের প্রকাশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাসার্ক, মাস, ঋতু ও সম্বৎসরের প্রকাশ হইল। আমরা রস-মৃত্তিকা উপভোগ করিয়া, মৃত্তিকা-ভোজী হইয়া, উহাতে পদুট হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ অকুশল ধর্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বস-পৃথিবী অস্তহিত হইল। তৎপরে ভূমি-পর্পটের আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-বস সম্পন্ন হইল। - আমরা উহা আহাব করিতে আবশ্য করিলাম। উহা উপভোগ করিয়া, উহা ভোজনে নিবত হইয়া, উহাতে পদুট হইয়া আমরা দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ অকুশল ধর্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ভূমি-পর্পট অস্তহিত হইল। তৎপরে বদালতাব উৎপত্তি হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও বসসম্পন্ন হইল। আমরা বদালতা আহাব করিতে আবশ্য করিলাম। আমরা উহা উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিবত হইয়া, উহাতে পদুট হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ অকুশল ধর্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বদালতা অস্তহিত হইল। তৎপরে বনহীন ক্ষেত্র হইতে সালি উৎপত্ত হইল, উহা কণ-হীন, তুষ-হীন স্দৃগন্ধ তড়ুল। সাযমাশের নিমিত্ত সন্ধ্যায় আমরা যেস্থান হইতে সংগ্রহ করিতাম, সেই স্থানে উহা প্রাতে পুনর্বাষ উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায় দৃষ্ট হইত। এইরূপে প্রাতে যে স্থান হইতে উহা সংগ্রহীত হইত, সন্ধ্যায় উহা সেই স্থানে পুনর্বাষ উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায় দৃষ্ট হইত। উৎপাটনের স্থান প্রকাশ পাইত না। আমরা ঐ সালি উপভোগ করিয়া, উহা ভোজনে নিবত হইয়া, উহাতে পদুট হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলাম। - আমাদের মধ্যে পাপ অকুশল ধর্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তড়ুল কণবদ্ধও হইল, তুষবদ্ধও হইল, যে স্থান হইতে উহা উৎপাটিত হইয়াছিল সেই স্থানে উহা পুনর্বাষ উৎপন্ন হইল না এবং উৎপাটন স্থান প্রকাশ পাইল, সালিস্থান্দ্র সমূহ গুল্মাকাষে অবস্থান করিল। অতএব আমরা সালিক্ষেত্র বিভক্ত করিয়া উহা সীমা নির্দেশ করিব।”

‘অতঃপর্ব, বাসেট্ট, ঐ সকল সত্ত্ব সালিক্ষেত্র বিভক্ত করিয়া উহা সীমা নির্দেশ করিল।

১৯। ‘অনন্তব, বাসেট্ট, লোভপ্রকৃতি সম্পন্ন কোন এক সত্ত্ব আপনাব অংশ রক্ষা করিতে করিতে অদন্ত অপবের অংশ গ্রহণ পদ্বর্ক উহা উপভোগ করিল। সত্ত্বগণ তাহাকে ধৃত করিয়া কহিলঃ “হে সত্ত্ব, তুমি পাপ করিয়াছ, যেহেতু স্বকীয় অংশ বন্ধনকালে তুমি অদন্ত অপবের অংশ গ্রহণ-

পূৰ্বক উপভোগ কৰিষাছ। হে সত্ত্ব, পুনৰাৰ এৰূপ কৰিও না।” সেই সত্ত্ব “তথাস্তু” কহিষা প্ৰতিশ্ৰুতি দান কৰিল। ঐ সত্ত্ব দ্বিতীয় বাৰ ঐৰূপই কৰিল, তৃতীয় বাৰও কৰিল। সে ধৃত হইষা সত্ত্বগণ কৰ্ত্ত্বক পাপ কৰ্ম্ম কৰিতে নিষিদ্ধ হইল। কোন কোন সত্ত্ব তাহাকে হস্ত দ্বাৰা, কেহ বা মূৰ্খপিণ্ড দ্বাৰা, কেহ বা দণ্ড দ্বাৰা প্ৰহাৰ কৰিল। বাসেট্ঠ, ঐ সময় হইতেই চৌৰ্য্যেৰ প্ৰকাশ হইল, নিন্দা, মূৰ্খবাদ এবং দণ্ড-প্ৰয়োগেৰ আবিৰ্ভাব হইল।

২০। ‘তৎপৰে, বাসেট্ঠ সত্ত্বগণ একত্ৰিত হইষা বিলাপ কৰিল,— “সত্ত্বগণেৰ মध्ये পাপধৰ্ম্মেৰ প্ৰাদুৰ্ভাব হইষাছে, চৌৰ্য্য, নিন্দা, মূৰ্খবাদ এবং দণ্ড-প্ৰয়োগেৰ আবিৰ্ভাব হইষাছে, অতএব আমবা এক সত্ত্বকে নিৰ্ব্বাচিত কৰিব। ঐ সত্ত্ব ক্ৰোধেৰ উপযুক্ত স্থানে ক্ৰোধ প্ৰকাশ কৰিবেন, নিন্দাৰ স্থানে নিন্দাৰ প্ৰয়োগ কৰিবেন, সে নিৰ্ব্বাসনেৰ যোগ্য তাহাৰ প্ৰতি নিৰ্ব্বাসনেৰ ব্যৱস্থা কৰিবেন। আমবা সালিৰ অংশ তাহাকে প্ৰদান কৰিব।” তখন, বাসেট্ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব তাহাদিগেৰ মध्ये যে সত্ত্ব অপেক্ষাকৃত, অভিবৃপ, দৰ্শনীয়, প্ৰাসাদিক এবং মহাশক্তিশালী তাহাৰ নিকট গমন কৰিষা কহিল : “এস সত্ত্ব, ক্ৰোধেৰ উপযুক্ত স্থানে ক্ৰোধ প্ৰয়োগ কৰ, নিন্দাৰ স্থানে নিন্দাৰ প্ৰয়োগ কৰ, যে নিৰ্ব্বাসনেৰ যোগ্য তাহাৰ প্ৰতি নিৰ্ব্বাসনেৰ প্ৰয়োগ কৰ। আমবা তোমাকে সালিৰ অংশ প্ৰদান কৰিব।” ঐ সত্ত্ব সন্মত হইষা যথাস্থানে ক্ৰোধ, নিন্দা ও নিৰ্ব্বাসনেৰ প্ৰয়োগ কৰিল। সত্ত্বগণও তাহাকে সালিৰ অংশ প্ৰদান কৰিল।

২১। ‘বাসেট্ঠ, মহাজন-নিৰ্ব্বাচিত এই অৰ্থে ‘মহা-সন্মত, মহা-সন্মত’ এই প্ৰথম নামেৰ আবিৰ্ভাব হইল। ক্ষেত্ৰেৰ পতি এই অৰ্থে ‘ক্ষত্ৰিয়’ বৃপ দ্বিতীয় নামেৰ আবিৰ্ভাব হইল। ধৰ্ম্মেৰ দ্বাৰা অপৰেৰ প্ৰীতি উৎপাদন কৰেন এই অৰ্থে ‘বাজা’ বৃপ তৃতীয় নামেৰ আবিৰ্ভাব হইল। এইবৃপে, বাসেট্ঠ, পূৰ্বাতন আদিম অক্ষবান্দুসাবে এই ক্ষত্ৰিয়গণ্ডলেৰ উৎপত্তি। তাহাদেৰ উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশ সত্ত্বগণ হইতে নহে এবং উহা ধৰ্ম্মান্দুসাবেই হইষাছিল, অধৰ্ম্মান্দুসাবে নহে। বাসেট্ঠ, মনুষ্যেৰ মध्ये ইহলোকে এবং পৰলোকে ধৰ্ম্মই শ্ৰেষ্ঠ।

২২। ‘বাসেট্ঠ, ঐ সকল সত্ত্বগণেৰ কেহ কেহ চিন্তা কৰিল : “সত্ত্বগণেৰ মध्ये পাপধৰ্ম্মেৰ প্ৰাদুৰ্ভাব হইষাছে, চৌৰ্য্য, নিন্দা ও মূৰ্খবাদেৰ আবিৰ্ভাব

হইয়াছে, দণ্ডপ্রয়োগ এবং নিষ্বাসিনেব আবির্ভাব হইয়াছে । অতএব আমবা পাপ অকুশল ধর্ম বর্জন করিব ।” তাহাবা পাপ অকুশল ধর্ম বর্জন করিল । বাসেট্ট, পাপ-অকুশল ধর্ম বর্জন করে এই অর্থে ‘ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ’ এই নামেব প্রথম আবির্ভাব হইল । তাহাবা অবণ্যে পর্ণকুটীর নিষ্মাণ পদ্বর্ক উহাতে ধ্যানবত হইল । তাহাদের অঙ্গাব নাই, ধূম নাই, মৃষল পবিত্যক্ত, তাহাবা সাযংকালে সাযমাশেব নিমিত্ত, প্রাতে প্রাতবাসেব নিমিত্ত আহারান্বেষণে গ্রাম-নগব বাজধানীতে ভ্রমণ করিতে লাগিল । তাহারা আহার লাভান্তে পুনরায় অরণ্য-কুটীবে ধ্যানবত হইল । মনুষ্যগণ তাহাদিগকে দেখিয়া কহিল : “এই সকল সত্ত্ব অবণ্যে পর্ণকুটীর নিষ্মাণ পদ্বর্ক উহাতে ধ্যানবত, উহাদেব অঙ্গাব নাই, ধূম নাই, মৃষল নাই ; সাযাছে সাযমাশেব নিমিত্ত প্রাতে প্রাতবাসেব নিমিত্ত আহাবান্বেষণে তাহারা গ্রাম-নিগম-বাজধানীতে ভ্রমণ কবে । আহার লাভান্তে তাহাবা পুনরায় অরণ্য-কুটীবে ধ্যানবত হয় ।” “ধ্যান করে” এই নিমিত্ত, বাসেট্ট, ‘ধ্যায়ী, ধ্যায়ী’ এইবদ্বপ দ্বিতীয় নামেব আবির্ভাব হইল ।

২৩ । ‘বাসেট্ট, ঐ সকল সত্ত্বেব কেহ কেহ অবণ্যে পর্ণকুটিবে ধ্যান-সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রাম-নিগমসমূহের নিকটস্থ স্থানে গমন পদ্বর্ক গ্রন্থ’ বচনায প্রবৃত্ত হইল । মনুষ্যগণ তাহাদিগকে দেখিয়া কহিল : “এই সকল সত্ত্ব অবণ্যে পর্ণকুটিবে ধ্যান সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রাম ও নিগম সমূহেব নিকটস্থ স্থানে গমনপদ্বর্ক গ্রন্থ রচনায প্রবৃত্ত । ইহাবা এক্ষণে ধ্যান করে না ।” বাসেট্ট, “ইহাবা এক্ষণে ধ্যান করে না” ইহা হইতে ‘অধ্যায়ক’ বদ্বপ তৃতীয় নামেব আবির্ভাব হইল । ঐ সময় ইহাবা হীনবদ্বপে জ্ঞাত হইত, এক্ষণে তাহাবা শ্রেষ্ঠবদ্বপে গৃহীত । এইবদ্বপে, বাসেট্ট, পদ্বাতন আদিম অক্ষবান্দুসাবে এই ব্রাহ্মণ মণ্ডলেব উৎপত্তি । তাহাদেব উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধম্মান্দুসাবেই হইয়াছিল, অধম্মান্দুসাবে নহে । বাসেট্ট, মনুষ্যেব মধ্যে ইহলোকে এবং পবলোকে ধম্মই শ্রেষ্ঠ ।

২৪ । ‘বাসেট্ট, ঐ সকল সত্ত্বেব মধ্যে কেহ কেহ মৈথুন-ধম্ম’ যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল । “মৈথুন-ধম্ম” যুক্ত হইয়া বিভিন্ন

ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত” ইহা হইতে, বাসেট্ট, ‘বৈশ্য’ এই নামের আবির্ভাব হইল। এইরূপে, বাসেট্ট, পদ্বাতন আদিম অক্ষবান্দুসাবে এই বৈশ্যমন্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধৰ্ম্মান্দুসাবেই হইয়াছিল, অধৰ্ম্মান্দুসাবে নহে। বাসেট্ট, মনুষ্যেব মধ্যে ইহলোকে এবং পবলোকে ধৰ্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

২৫। ‘বাসেট্ট, ঐ সকল সত্ত্বের যাহাবা অবশিষ্ট বহিল তাহাবা বদ্বাচাব সম্পন্ন হইল। “বদ্বাচাব, ক্ষদ্বাচাব” ইহা হইতে, বাসেট্ট, ‘শূদ্র, শূদ্র’ এই নামের উৎপত্তি হইল। এইরূপে, বাসেট্ট, পদ্বাতন আদিম অক্ষবান্দুসাবে এই শূদ্রমন্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধৰ্ম্মান্দুসাবেই হইয়াছিল, অধৰ্ম্মান্দুসাবে নহে, বাসেট্ট, মনুষ্যেব মধ্যে ইহলোকে এবং পবলোকে ধৰ্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

২৬। ‘বাসেট্ট, এমন সময় আসিল যখন ক্ষত্রিয়ও স্বধৰ্ম্মের প্রতি বিবৃপ হইয়া গৃহত্যাগ পদ্বর্ক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়া কহিল—“আমি শ্রমণ হইব।” ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রও ঐরূপ কবিল। বাসেট্ট, এই চতুর্বিধ মন্ডল হইতে শ্রমণ-মন্ডলের উৎপত্তি হইল। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধৰ্ম্মান্দুসাবেই হইয়াছিল, অধৰ্ম্মান্দুসাবে নহে। বাসেট্ট, মনুষ্যেব মধ্যে ইহলোক এবং পবলোকে ধৰ্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

২৭। ‘বাসেট্ট, ক্ষত্রিয়ও কায, বাক্য এবং মনের দ্বাৰা দ্বাচাবে বত হইয়া, মিথ্যাদর্শিতসম্পন্ন হইয়া, ঐরূপ দর্শিতব অনুযায়ী কৰ্ম্মের ফলে মবণাস্তে দেহেব বিনাশে অপায়-দুর্গতিসম্পন্ন বিনিপাত নিবধে উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ঐরূপ আচরণেব ফলে ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

২৮। ‘বাসেট্ট, ক্ষত্রিয়ও কায, বাক্য এবং মনের দ্বাৰা সদাচাবে বত হইয়া, সম্যক দর্শিতসম্পন্ন হইয়া, ঐরূপ দর্শিতব অনুযায়ী কৰ্ম্মের ফলে মবণাস্তে দেহেব বিনাশে সুদুর্গতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ঐরূপ আচরণেব ফলে ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

২৯। ‘বাসেট্ট, ক্রটিযও কায, বাক্য ও মনের দ্বারা দ্বয়-কাবী’ হয়, মিশ্র-দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং ঐরূপ দৃষ্টির অনঙ্গবণ কবিরা তদনুযায়ী কন্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুখ-দুঃখ বেদনা অনুভব করে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ঐরূপ আচরণের ফলে ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

৩০। ‘বাসেট্ট, ক্রটিযও কায-সংযত, বাক্য-সংযত, চিত্তসংযত হইয়া সপ্ত বোধিপক্ষীর ধর্মের ভাবনা কবিয়া ইহলোকেই পরিনির্বাণ লাভ করে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ও শ্রমণও ঐরূপ আচরণের ফলে ইহলোকেই পরিনির্বাণ লাভ করে।

৩১। ‘বাসেট্ট, এই চতুর্ধর্মে মध्ये যিনি ভিক্ষু, অহং, কীণাপ্রব, কৃত-কৃত্য, ভাবমুগ্ধ, সদর্থ-প্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক-জ্ঞান-বিমুগ্ধ হন, তিনি উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আখ্যা লাভ করেন, এবং তাহা ধর্মনিদ্রাসাবেই হইয়া থাকে, অধর্মনিদ্রাসাবে নহে। বাসেট্ট, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ।

৩২। ‘বাসেট্ট, ব্রহ্মা সনৎকুমারও এই গাথাব উচ্চারণ কবিয়াছেন—

“যাহাবা গোত্র-সেবী তাহাদের মধ্যে ক্রটিয শ্রেষ্ঠ,

যিনি বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

বাসেট্ট, ব্রহ্মা সনৎকুমার বর্ত্তক গীত সেই গাথা সুগীত, দুর্গীত নহে : সুভাষিত, দুর্ভাষিত নহে ; অর্থ-সংহিত, নিবর্থক নহে। আমিও উহাব অনুমোদন করি। আমিও কহি—

“যাহাবা গোত্র-সেবী তাহাদের মধ্যে ক্রটিয শ্রেষ্ঠ,

যিনি বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

ভগবান এইরূপ কহিলেন। বাসেট্ট ও ভাবদ্বাজ আনন্দিত হইয়া ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন কবিলেন।

। অগ্গণ্ডক সূত্রান্ত সমাপ্ত।

২৮। সম্প্রসাদনীয় সূত্রান্ত।

আমি এইৰূপ শ্রবণ কৰিষ্যামি।

১। এক সময় ভগবান নালন্দাৰ পাবাবিক^১ আশ্রমত অবস্থান কৰিতে-
ছিলেন। ঐ সময় আশ্রমস্থান সাৰিপুত্ৰ ভগবানেৰ নিকট গমন পূৰ্ব্বক
তাঁহাকে অভিবাদনাস্তে একপ্ৰান্তে উপবেশন কৰিলেন। তৎপৰে তিনি
ভগবানকে কহিলেন^২ :

‘দেব, আমি আপনাৰ প্ৰতি এতই শ্ৰদ্ধাবান যে আমাৰ মতে উচ্চতৰ জ্ঞান
সম্বন্ধে আপনাৰ অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠতৰ কখনও কেহই ছিলনা, কখনও হইবে না
এবং এখনও নাই।’

‘সাৰিপুত্ৰ, তোমাৰ বাক্য সুন্দৰ ও সুস্পষ্ট, তুমি সত্যই সিংহনাদ
কৰিষাছ। তাহা হইলে অতীতে যাঁহাবা অহং^৩ সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন,
স্বচিন্তে তাঁহাদেৰ চিন্তা পৰিজ্ঞাত হইয়া, তুমি জানিষাছ তাঁহাবা কিৰূপ
শীলসম্পন্ন, কিৰূপ মতবিশিষ্ট, কিৰূপ প্ৰজ্ঞাৰ অধিকাৰী ছিলেন, কিৰূপ
তাঁহাদেৰ জীবন যাত্ৰাৰ প্ৰণালী ছিল এবং কিৰূপ মৰ্দ্ধি তাঁহাবা লাভ
কৰিষাছিলেন?’

‘ভগ্নে, তাহা নহে।’

‘তবে কি ভবিষ্যতে যাঁহাবা অহং^৩ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন, স্বচিন্তে
তাঁহাদেৰ চিন্তা পৰিজ্ঞাত হইয়া, তুমি জানিষাছ তাঁহাবা কিৰূপ শীলসম্পন্ন
কিৰূপ মতবিশিষ্ট, কিৰূপ প্ৰজ্ঞাৰ অধিকাৰী হইবেন, কিৰূপ তাঁহাদেৰ জীবন
যাত্ৰাৰ প্ৰণালী হইবে এবং কিৰূপ মৰ্দ্ধি তাঁহাবা লাভ কৰিবেন?’

‘ভগ্নে, তাহা নহে।’

‘তাহা হইলে, সাৰিপুত্ৰ, বৰ্ত্তমানে আমি অহং^৩, সম্যক সম্বুদ্ধ, তুমি
স্বচিন্তে আমাৰ চিন্তা পৰিজ্ঞাত হইয়া জানিষাছ আমি কিৰূপ শীলসম্পন্ন,
কিৰূপ মতবিশিষ্ট, কিৰূপ প্ৰজ্ঞাৰ অধিকাৰী, কিৰূপ আমাৰ জীবন যাত্ৰাৰ
প্ৰণালী এবং কিৰূপ মৰ্দ্ধি আমি লাভ কৰিষাছি?’

‘ভগ্নে, তাহা নহে।’

‘সারিপত্র, তাহা হইলে অতীত, ভবিষ্যত ও বর্তমান বুদ্ধগণ সম্বন্ধে তোমার চেত-পর্যায় জ্ঞান নাই, তবে কিরূপে তুমি এইরূপ মহৎ ও স্পষ্ট উক্তি করিলে, এরূপ সিংহনাদ করিলে?’

২। ‘ভক্ত, অতীত ভবিষ্যত ও বর্তমান বুদ্ধগণ সম্বন্ধে আমার চেত-পর্যায় জ্ঞান নাই, তথাপি, ভক্ত, ধর্ম-অন্বয় আমার বিদিত। মনে কব্দন কোন বাজার সীমান্তে স্থিত নগরী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত, দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত, উহার মাত্র একটি দ্বার; বাজা সেখানে বন্ধু ভিন্ন অপব সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য চতুর, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। বাজা নগরভিত্তিক পথগুলি পবিত্রার্থে যাইয়া প্রাকারে এমন কোনও সন্ধি-অথবা বিবর দেখিতে পাইলেন না যাহার মধ্য দিয়া বিড়ালের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও বাহির হইতে পারে। তিনি চিন্তা করিলেন,—“যে সকল বৃহত্তর প্রাণী এই নগরে প্রবেশ করিবে অথবা উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহারা সকলেই এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে অথবা নিষ্ক্রান্ত হইবে।” ভক্ত, এইরূপেই ধর্মার্থ আমার বিদিত। অতীতে যাহা অবহত, সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন—সেই সকল ভগবান চিন্তের উপরোক্ত-ভূত, প্রজ্ঞাব দৌর্ভাগ্যজনক পঞ্চনীষণ পরিহার করিয়া, চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, যথারূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গের ভাবনা করিয়া অনন্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন তাহাও এইরূপেই সম্যক সম্বোধি লাভ করিবেন। এক্ষণে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, তিনিও এইরূপেই সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্ত, আমি ধর্ম শ্রবণার্থে একসময় এইস্থানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঐ সময় ভগবান সুন্দর-অসুন্দর বিভক্ত করিয়া আমাকে উত্তবোত্তর প্রণীত প্রণীত ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভক্ত, ভগবান আমাকে যে যে ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, ঐ সকলে জ্ঞান লাভ করিয়া উহাদের মধ্যে আমি একটির পূর্ণতা সাধন করিয়াছিলাম, আমি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়াছিলাম—“ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, ভগবান কতৃক ধর্ম স্বাখ্যাত, সৎ সুপ্রতিপন্ন।”

৩। ‘পুনশ্চ, ভক্ত, ভগবান কুশলধর্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন তাহা অতুলনীয়। এই সকল কুশলধর্ম’,—যথা চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান,

চতুর্বিধ সম্যক-প্রধান, চতুর্বিধ-ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধাঙ্গ, আখ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহাব অনুশীলনে ভিক্ষু আস্রবসমূহেব ক্ষয়হেতু অনাস্রবচিহ্নবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া বিহাব কবেন। ভক্তে, কুশল ধর্ম সম্বন্ধে ইহাব তুলনা নাই। ভগবান তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাহাব অধিক জানিবাব এমন কিছই নাই যাহা জানিয়া অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হইবে।

৪। 'পুনশ্চ, ভক্তে, ভগবান আযতন-প্রজ্ঞাপ্তি বিষয়ে যে উপদেশ দান কবেন তাহাও অতুলনীয়। এই সকল ছয় আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক আযতন-সমূহ :- চক্ষু ও বদন, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং বস, কাষ এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম। ভক্তে, আযতন-প্রজ্ঞাপ্তি বিষয়ে ইহা অতুলনীয়। ভগবান তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাহাব অধিক জানিবাব এমন কিছই নাই যাহা জানিয়া অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আযতন-প্রজ্ঞাপ্তি বিষয়ে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হইবে।

৫। 'পুনশ্চ, ভক্তে, ভগবান গর্ভপ্রবেশ সম্বন্ধে যে উপদেশ দান কবেন তাহাও অতুলনীয়। ভক্তে, এই চারি প্রকার গর্ভপ্রবেশ :- কেহ সম্মুঢ়াবস্থায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবে, ঐ অবস্থায় তথায় অবস্থান কবে, ঐ অবস্থায় ঐ স্থান হইতে নিষ্কান্ত হয়। ইহা প্রথম প্রকার গর্ভপ্রবেশ। পুনর্বা, ভক্তে, কেহ সম্মুঢ়ানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবে, সম্মুঢ়াবস্থায় তথায় অবস্থান কবে, সম্মুঢ়াবস্থায় তথা হইতে নিষ্কান্ত হয়। ইহা দ্বিতীয় প্রকার গর্ভপ্রবেশ। পুনশ্চ, ভক্তে, কেহ সম্মুঢ়ানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবে, ঐ অবস্থায় তথায় অবস্থান কবে, সম্মুঢ়াবস্থায় তথা হইতে নিষ্কান্ত হয়। ইহা তৃতীয় প্রকার গর্ভপ্রবেশ। পুনশ্চ, ভক্তে, কেহ সম্মুঢ়ানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবে, ঐ অবস্থায় তথায় অবস্থান কবে, ঐ অবস্থায় তথা হইতে নিষ্কান্ত হয়। ইহা চতুর্থ প্রকার গর্ভপ্রবেশ। ভক্তে, গর্ভপ্রবেশেব বিষয়ে ইহাব তুলনা নাই।

১ টীকাকার বুদ্ধ ঘোষেব মতে এই চারিপ্রকার গর্ভপ্রবেশ যথাক্রমে (১) মনুষ্য সাধারণেব, (২) 'অশীতি সংখ্যক মহাথৈবগণেব, (৩) কোন বুদ্ধেব, পক্ষেব বুদ্ধগণেব এবং বোধিসত্ত্বগণেব অগ্রাশ্রয়কল্পেব, (৪) সর্বজ্ঞ বোধিসত্ত্বগণেব (যাহাবা পুনর্জন্মেব শেষ জন্মে উপনীত হইয়াছে) পুনর্জন্মকালীন মানসিক অভিব্যক্তি।

৬। ‘পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পরীক্ষিত উদ্ঘাটন সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয়। উহা চারি প্রকারে কৃত হয়, যথা—কেহ নিমিত্তের দ্বারা পরীক্ষিত প্রকাশ কবে—এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ কবুক তাহার উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহাই প্রথম প্রকার পরীক্ষিত উদ্ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ, নিমিত্তের দ্বারা পরীক্ষিত প্রকাশ না করিয়া, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়া উহা করিয়া থাকে—এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ কবুক তাহার উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা দ্বিতীয় প্রকার পরীক্ষিত-উদ্ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ নিমিত্তের দ্বারাও পরীক্ষিত প্রকাশ কবে না, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা কবে না, কিন্তু বিতর্ক এবং বিচারবতের বিতর্ক-বিস্ফার শব্দ শ্রবণ করিয়া উহা করিয়া থাকে—এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ কবুক তাহার উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা তৃতীয় প্রকার পরীক্ষিত-উদ্ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ নিমিত্তের দ্বারাও পরীক্ষিত প্রকাশ কবেনা, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা কবে না, বিতর্ক-বিচারবতের বিতর্ক-বিস্ফার শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা কবেনা, কিন্তু অবিতর্ক অবিচার সমাধি সম্পন্নের চিত্ত দ্বারা অপরের চিত্ত-পৰ্য্যায় অবগত হয়—এই পুরুষের মানসিক সংস্কার ধেরূপে প্রণিহিত, সেইরূপে সে পবনহৃদে এই এই প্রকার বিতর্ক করিবে। সে যতই প্রকাশ কবুক তাহা উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা চতুর্থ প্রকার পরীক্ষিত-উদ্ঘাটন। ভন্তে, পরীক্ষিত উদ্ঘাটনের বিষয়ে ইহা তুলনা নাই।

৭। ‘পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান দর্শন-সমাপ্তি বিষয়ে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয়। ভন্তে, চারি প্রকার দর্শন সমাপ্তি,—কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুরোধ, অপমান, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি এই দেহকে পদতল হইতে উদ্ধে এবং মস্তকের কেশাগ্র হইতে নিম্নে দ্বয়-পরিবেষ্টিত নানাপ্রকার অশুদ্ধির আধার রূপে প্রত্যবেক্ষণ করেন : এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মূত্রাশয়, হৃদ-যন্ত্র, যকৃৎ, পিত্ত-কোষ, প্লীহা, বায়ু-কোষ, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুণ্ড্র, লোহিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু,

বসা, খেল, নাসামল, লসীকা, মদ্র আছে। ইহা প্রথম দর্শনসমাপত্তি। পদনশ্চ, ভন্তে, ঐ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ পদ্বোক্তবদপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হইয়া সেই প্রত্যবেক্ষণ সমাপ্তে আবও অগ্রসব হইয়া চর্ম্ম-মাংস-বস্তাবৃত পদবৃক্কাল প্রত্যবেক্ষণ কবেন। ইহা-দ্বিতীয় দর্শন-সমাপত্তি। ভন্তে, পদনশ্চ, ঐবদপ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আবও অগ্রসব হইয়া ইহলোক ও পবলোক উভয়ত্র অবিচ্ছিন্ন-বদপে প্রতিষ্ঠিত পদবৃষেব বিজ্ঞান-স্রোত প্রত্যবেক্ষণ কবেন। ইহা তৃতীয় দর্শন-সমাপত্তি। পদনশ্চ, ভন্তে, তিনি আবও অগ্রসব হইয়া দেখিতে পান ঐ বিজ্ঞান স্রোত ইহলোক এবং পবলোকে অপ্রতিষ্ঠিত^১। ইহা চতুর্থ দর্শন সমাপত্তি। ভন্তে, দর্শন-সমাপত্তি বিষয়ে ইহাব-তুলনা নাই।

৮। 'পদনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পদঙ্গল প্রজ্ঞাপ্তি সম্বন্ধে যে উপদেশ দান কবেন, তাহাও অতুলনীয়। ভন্তে, এই সাত পদঙ্গল,—উভয়ভাগ^২-বিমুক্ত, প্রজ্ঞ-বিমুক্ত, কাষান্দর্শী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত, ধর্ম্মানুসাবী, শ্রদ্ধানু-সাবী। ভন্তে, পদঙ্গল-প্রজ্ঞাপ্তি সম্বন্ধে ইহাব তুলনা নাই।

৯। 'পদনশ্চ, ভন্তে, ভগবান প্রধান সমূহ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন তাহাও অতুলনীয়। বোধ্যঙ্গ এই সাত প্রকাব :—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্ম্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীৰ্য্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রুতি-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভন্তে, প্রধানসমূহ সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয়।

১০। 'পদনশ্চ, ভন্তে, ভগবান প্রতিপদা সমূহ সম্বন্ধে যে উপদেশ দান কবেন, তাহাও অতুলনীয়। এই সকল চারি প্রতিপদা :—দঃসাধ্য এবং বিলম্বিত-জ্ঞানপ্রস, প্রতিপদা, দঃসাধ্য এবং স্ববিতে জ্ঞানদাষী প্রতিপদা, সদুসাধ্য এবং বিলম্বিত-জ্ঞানপ্রস, প্রতিপদা, সদুসাধ্য এবং স্ববিতে জ্ঞানদাষী প্রতিপদা। ইহাদেব মধ্যে প্রথমোক্ত প্রতিপদা দঃসাধ্যতা এবং ধীবগামিতা উভয় কাবণেই হীন উক্ত হয়, দ্বিতীয় প্রতিপদা দঃসাধ্যতাব নিমিত্ত হীন কথিত হয়, তৃতীয় প্রতিপদা ধীবগামিতাব নিমিত্ত হীন কথিত হয়, চতুর্থ প্রতিপদা সদুসাধ্যতা এবং ক্ষিপ্ৰগতি এই উভয় কাবণেই উৎকৃষ্ট কথিত হয়, ভন্তে, প্রতিপদা সমূহ সম্বন্ধে ইহাব তুলনা নাই।

১১। 'পদনশ্চ, ভন্তে, বাক্ সমাচাব বিষয়ে ভগবানেব উপদেশ অতুল-

১ ইহা অবহতেব বিজ্ঞান, তাঁহাব উপব কষ্ম'এবং কষ্ম'ফলেব প্রভাব নাই।

২ নামরূপ।

নীয় । কেহ মিথ্যাবাদ-উপসংহিত বাক্য কহেন না, জ্বাপেক্ষী হইয়া ভেদ-জনক, পিশুন, ক্রোধজনক বাক্য কহেন না, যথাসময়ে জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান বাক্য কহিয়া থাকেন । বাক্-সমাচাৰ বিষয়ে ইহা অতুলনীয় :

১২ । ‘পুনশ্চ, ভন্তে, মনুষ্যেব শীলাচাৰ সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয় । কেহ সৎ, শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকেন, কুহক ও লপক হন না, নৈমিত্তিক হন না, নিষ্পেষিক হন না, লাভোপাৰি লাভগৃহ্ণ হন না, বস্কিতেন্দ্রিয় হন, ভোজনে মাত্ৰাজ্জ হন, অপক্ষপাতী, জাগৰ্ঘ্যানদ্ব্যকৃত, অতন্দ্রিত, বীৰ্য্যবান, ন্যায-প্রতিপন্ন, স্মৃতিমান, বাক্-পটু, গতিমান, ধৃতিমান, মতিমান হন, পার্থিব ভোগে লোভপবায়ণ হন না, অবহিত ও প্রাজ্ঞ হন । ভন্তে, মনুষ্যেব শীলাচাৰ সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয় ।

১৩ । ‘ভন্তে, পুনশ্চ, অনুশাসন-বিধি সম্বন্ধে ভগবানের যে উপদেশ তাহা অতুলনীয় । চারি অনুশাসন বিধি । ভগবান সম্যক মনঃসংযোগ দ্বাৰা প্রত্যেক মনুষ্যকে জানিতে পাবেন—ঐ মনুষ্য শিক্ষানুৰূপ আচৰণ-সম্পন্ন হইয়া ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষম্যহেতু স্নোতাপন্ন হইয়া দূৰ্গতিগুরু নিযত সম্বোধিপবায়ণ হইবেন । ঐৰূপে ভগবান জানিতে পাবেন—এই মনুষ্য শিক্ষানুৰূপ আচৰণসম্পন্ন হইয়া ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষম্যহেতু বাগ, দ্বেষ ও মোহেব নাশে সৰূদাগামী হইয়া মাত্র একবার এই জগতে আগমন করিয়া দূঃখেব অন্তসাধন কবিবেন ; এই মনুষ্য শিক্ষানুৰূপ আচৰণসম্পন্ন হইয়া পণ্ড অববভাগীয় সংযোজনের ক্ষম্যহেতু স্বৰ্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং ঐস্থান হইতে পুনঃবাগমন না করিয়া তথায পৰিনিৰ্বাণপ্রাপ্ত হইবেন ; এই মনুষ্য শিক্ষানুৰূপ আচৰণসম্পন্ন হইয়া আশ্রবসমূহেব ক্ষম্যহেতু অনাস্রব চিন্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও উপলব্ধি কবিয়া বিহাব কবিবেন । ভন্তে, অনুশাসনবিধি সম্বন্ধে ভগবানের এই উপদেশ অতুলনীয় ।

১৪ । ‘পুনশ্চ, ভন্তে, মনুষ্যেব বিমুক্তিবিষয়ক জ্ঞানে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয় । ভগবান সম্যক মনঃসংযোগেব দ্বাৰা প্রত্যেক মনুষ্যকে জানিতে পাবেন,—এই মনুষ্য ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষম্যহেতু স্নোতাপন্ন হইয়া দূৰ্গতি-মুক্ত নিযত সম্বোধিপবায়ণ ; এই মনুষ্য ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষম্যহেতু বাগ, দ্বেষ ও মোহেব নাশে সৰূদাগামী হইয়া মাত্র একবার এই জগতে আগমন কবিয়া দূঃখেব অন্ত সাধন কবিবেন , এই মনুষ্য পণ্ড অববভাগীয়

সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং ঐস্থান হইতে পুনরা-
গমন না করিয়া তথায় পবিনির্বাণপ্রাপ্ত হইবেন ; - এই মনুষ্য আশ্রবসমূহের
ক্ষয়হেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া
ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করিবেন । ভক্তে, মনুষ্যে, বিমুক্তি বিষয়ক জ্ঞান
সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয় ।

১৫ । ‘পুনশ্চ, ভক্তে, শাস্বতবাদ সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয় ।
ভক্তে, শাস্বতবাদ ত্রিবিধ । কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুরোধ,
অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তাব দ্বারা এব্দপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এইব্দপ সমাধির
অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব-নিবাস স্মরণ করেন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন,
চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ,
অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক লক্ষ জন্ম । “অমুক স্থানে আমার এই নাম,
এই গোত্র, এই বর্ণ, এইব্দপ আহাব ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব
করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল । সেখান হইতে চ্যুত হইয়া
আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম । তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই
বর্ণ, এইব্দপ আহাব ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম,
এত বৎসর আমার আয়ু ছিল । সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে
জন্মিয়াছি ।” এইব্দপ বহুবিধ পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ
করেন’ । তৎপরে তিনি কহেন, “অতীত কালে জগতের সংবর্ত ও বিবর্ত
উভয়ই আমার জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতের সংবর্ত অথবা বিবর্ত হইবে তাহা
আমার জ্ঞাত নহে । আত্মা ও জগত শাস্বত, অপরিণামী, কুটস্থ এবং অচল ,
যদিও সত্ত্বগুণ জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন
হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাস্বত ।” ইহা প্রথম শাস্বতবাদ । পুনশ্চ, ভক্তে, কোন
শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ ..অনেক পূর্বনিবাস স্মরণ করেন—যথা এক
সংবর্ত-বিবর্ত, দুই, তিন চারি, পাঁচ, দশ, বিশ সংবর্ত-বিবর্ত । “অমুক
স্থানে আমার এই নাম...এই স্থানে জন্মিয়াছি ।” এইব্দপ বহু পূর্বজন্মের
আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন । তৎপরে তিনি কহেন, ‘অতীতকালে
জগতের সংবর্ত ও বিবর্ত উভয়ই আমার জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতের সংবর্ত
অথবা বিবর্ত হইবে তাহাও আমার জ্ঞাত । আত্মা ও জগত শাস্বত,

অপরিণামী, কুটস্থ এবং অচল ; যদিও সত্ত্বগুণ জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন কবে চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাস্বত ।” ইহা দ্বিতীয় শাস্বতবাদ । পুনশ্চ, ভক্তে, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ...অনেক পূর্বনিবাস স্মরণ কবেন—যথা দশ সংবর্ত-বিবর্ত, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ সংবর্ত-বিবর্ত । “অমুক স্থানে আমাব এই নাম...এই স্থানে জন্মিয়াছি ।” এইরূপ বহু পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ কবেন । তৎপরে তিনি কহেন, “অতীতকালে জগতের সংবর্ত ও বিবর্ত উভয়ই আমাব জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতের সংবর্ত অথবা বিবর্ত হইবে তাহাও আমাব জ্ঞাত । আত্মা ও জগত শাস্বত তথাপি অস্তিত্ব শাস্বত । ইহা তৃতীয় শাস্বত-বাদ । ভক্তে, শাস্বত-বাদ বিষয়ে ইহা অতুলনীয় ।

১৬ । ‘পুনশ্চ, ভক্তে, ভগবান পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান সম্বন্ধে যে উপদেশ দান কবেন, তাহা অতুলনীয় : কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ...এরূপ চিন্তা-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব জন্ম স্মরণ কবেন,—যথা এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত-কল্প, অনেক বিবর্ত-কল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্ত কল্প । “অমুকস্থানে আমাব এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি । এইরূপে বহু পূর্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ কবেন । ভক্তে, দেবতাগণ আছেন বাঁহাদের আব্দ গণনার দ্বারা অথবা অনুমান দ্বারা নির্ণয় করা যায় না, তথাপি পূর্বে তাঁহাদের যে-রূপ জন্মই হইয়া থাকুক—বৃপী, অবৃপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী অথবা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী—তাঁহারা ঐ সকল পূর্ব জন্মের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন ।

১৭ । ‘পুনশ্চ, ভক্তে, প্রাণীগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয় । কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ...এরূপ চিন্তা-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষুদ্বারা সত্ত্বগুণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন কবেন ; কর্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগুণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ দূর্বর্ণ বিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পাবেন : “ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কার্যিক, বাচসিক ও মানসিক দুর্বাচাবসম্পন্ন, আর্ষগণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টি সমন্বিত, মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উন্মূত কর্মপ্রাপ্ত ; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিবন্ধে উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু এই এই সত্ত্ব কার্যিক, বাচসিক ও

মানসিক সদাচরণসম্পন্ন, তাঁহাবা আৰ্য্যগণের অপবাদ হইতে বিবত, সম্যক-দৃষ্টি সমান্বিত, সম্যক দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কৰ্ম্মপ্রাপ্ত, মরণান্তে দেহের বিনাশে তাঁহাবা সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।” এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য চক্ষুদ্বারা জানিতে পারেন। ভক্তে, সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয়।

১৮। ‘পুনশ্চ, ভক্তে, নানাবিধ ঋদ্ধিবিষয়ে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। ঋদ্ধি দুই প্রকার। এক প্রকার যাহা আস্রব-যুক্ত, উপাধি-যুক্ত, যাহা “অনার্য্য” উক্ত হয়। আর এক প্রকার যাহা আস্রব-হীন, উপাধি-হীন, যাহা ‘আর্য্য’ উক্ত হয়। প্রথমোক্ত ঋদ্ধি কি প্রকার? কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহে—এবং চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন—এক হইয়াও বহু হইতে সক্ষম হন, বহু হইয়াও পুনরায় এক হইতে সক্ষম হন, তাঁহাব আবির্ভাব ও তিবোভাব হয়, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পশ্চাত্তের গাত্র ভেদ করিয়া অপর পাবে অবাধে গমন করেন, জলে উন্মুজ্জন নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও উন্মুজ্জন নিমজ্জন করেন, তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না করিয়া জলের উপর গমন করেন; তিনি পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে গমন করেন, মহাপবাক্রমশালী, মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যকে তিনি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন, পবিত্রমর্দন করেন, সশবীবে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন^১। ইহাই আস্রব-যুক্ত, উপাধি-যুক্ত ঋদ্ধি যাহা ‘অনার্য্য’ কথিত হয়। আস্রব-হীন, উপাধি-হীন ঋদ্ধি যাহা ‘আর্য্য’ উক্ত হয় উহা কি প্রকার? ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করেন “প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব,” তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন “অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব,” তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, “প্রতিকূলে এবং অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব,” তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার

১ প্রথম খণ্ড, কেবল তৃত্ব, দ্রষ্টব্য।

কবেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, “প্রতিকূল এবং অপ্রতিকূল উভয়ই বর্জন পূর্বক উপেক্ষা সম্পন্ন হইয়া বিহার করিব,” তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন। ভক্ত, ইহাই আশ্রয়-হীন, উপাধি-হীন ঋদ্ধি যাহা ‘আর্য’ উক্ত হয়।

১৯। ‘ঋদ্ধি বিষয়ে ইহা অতুলনীয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের জ্ঞাত। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাহার অধিক জানিবাব এমন কিছুই নাই যাহা জানিয়া অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ঋদ্ধি সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন হইবেন।

২০। ‘ভক্ত, শ্রদ্ধা ও বীর্য সম্পন্ন, স্থিতিপ্রতিজ্ঞ, কুলপুত্রগণ পূরুষোচিত বল, বীর্য, পবাক্রম এবং ধৈর্য দ্বারা যাহা লাভ করেন, তাহা ভগবানের লব্ধ। ভক্ত, যে কামসুখ ভোগহীন, ইতবসেবিত, সাধাবণজনীয়, অনার্য, নিষ্ফল, ভগবান তাহার অনুসরণ করেন না, যাহা আত্মক্লমথব্দপ দুঃখ, যাহা অনার্য এবং নিষ্ফল, তাহারও অনুসরণ করেন না; ভগবান এই জগতেই সুখপ্রদায়ী চতুর্বিধ উচ্চতর ধ্যান ইচ্ছানুসারে, বিনা-কৃচ্ছ্রে এবং বিনা আযাসে লাভ করেন। ভক্ত, যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, “আব্দুস সারিপুত্র! অতীতকালে সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবানের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি?” তাহা হইলে আমি কহিব “ছিলেন না।” “ভবিষ্যতে সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান-সম্পন্ন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ হইবেন কি?” এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব “হইবেন না।” “বর্তমানে এমন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন?” এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব “নাই।” ভক্ত, যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, “আব্দুস সারিপুত্র! অতীতকালে সম্বোধি বিষয়ে ভগবানের সদৃশ কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি?” তাহা হইলে আমি কহিব “ছিলেন।” “ভবিষ্যতে ঐ বিষয়ে ভগবানের সদৃশ কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ হইবেন কি?” এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব, “হইবেন।” “বর্তমানে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি ঐ বিষয়ে ভগবানের সদৃশ?” এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব “নাই।” ভক্ত, যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে “আয়ুজ্ঞান সারিপুত্র কি হেতু একজনের অনুমোদন করেন, একজনের করেন না?” তাহা হইলে আমি কহিব “আমি ভগবানের উপস্থিতিতে তাঁহাকে কহিতে শরুনিয়াছি

এবং তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি : ‘অতীতে সম্বোধি বিষয়ে আমার সদৃশ অবহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধগণ হইয়াছিলেন।’ ঐবদুপেই আমি ভগবানের নিকট হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি : ‘ভবিষ্যতে সম্বোধি বিষয়ে আমার সদৃশ অবহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধগণ হইবেন।’ ঐবদুপেই আমি ভগবানের নিকট হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি : ‘একই জগতে একই সময়ে যে দুইজন অবহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন ইহা অসম্ভব, এদুপ ঘটনাব অবকাশ নাই।’ ভক্তে, উক্ত প্রকাৰে জিজ্ঞাসিত হইয়া এবং উক্ত প্রকাৰ উত্তৰ দিয়া কি আমি ভগবদ্বাক্যেব যথাবদুপ প্রকাশক হইব এবং অসত্য দ্বাৰা উহাকে বিকৃত করিব না ? ধৰ্ম্মেব প্রকৃত মৰ্ম্ম প্রকাশ করিব এবং কোন বাদশীল সহধৰ্ম্মী নিন্দা করিবার অবসৰ পাইবে না ?’

‘সাবিপদুত, ঐবদুপ উত্তৰ দিয়া তুমি যথার্থই আমার বাক্যেব সত্যানুদুপ প্রকাশক হইবে এবং অসত্যাবৃত্ত করিষা উহাকে বিকৃত করিবে না, কোন বাদশীল সহধৰ্ম্মীও নিন্দা করিবার অবসৰ পাইবে না।’

২১। ঐবদুপ উক্ত হইলে আশুজ্ঞান উদাষি ভগবানকে কহিলেন : ‘আশ্চৰ্য্য, অদ্ভুত, ভক্তে। তথাগতেব অন্বেষণ, সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ, যেহেতু তিনি এদুপ মহাবল এবং মহানুভাব হইয়াও আপনাকে প্রকাশ কবেন না। এই সকলেব মধ্যে মাত্ৰ একটি ধৰ্ম্মও যদি অন্য-তীৰ্থিয পবিত্ৰাজকগণ আপনাব মধ্যে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহাবা তৎক্ষণাৎ পতাকা উত্তোলন করিবে। আশ্চৰ্য্য, অদ্ভুত প্রকাশ কবেন না।’

‘উদাষি, দেখ : “ভগবানেব অন্বেষণ, সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ, যেহেতু তিনি ...প্রকাশ কবেন না।” উদাষি, এই সকলেব মধ্যে উত্তোলন করিবে। উদাষি, দেখ : “তথাগতেব অন্বেষণ প্রকাশ কবেন না।”

২২। অতঃপৰ ভগবান আশুজ্ঞান সাবিপদুতকে সম্বোধন করিলেন : ‘অতএব, সাবিপদুত, তুমি এই ধৰ্ম্মপৰ্য্যায় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগেব নিকট, উপাসক ও উপাসিকাগণেব নিকট অনুরূপ প্রকাশ করিবে। যে সকল নিষ্পোধ পদবদুশেব তথাগতেব সম্বন্ধে সংশয় অথবা দ্বিধা হইবে, এই ধৰ্ম্মপৰ্য্যায় শ্রবণ করিষা তাহাদেব সংশয় অথবা দ্বিধা দূৰ হইবে।’

ঐবদুপে আশুজ্ঞান সাবিপদুত ভগবানেব সম্মুখে আপনাব শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তিনিমিস্ত এই ধৰ্ম্মব্যাখ্যানেব নাম ‘সম্পসাদনীয’ হইয়াছে।

২৯। প্রাসাদিক সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিষ্যছি।

১। এক সময় ভগবান শাক্যদিগের দেশে অবস্থান করিতেছিলেন।
[বেধঞা নামক এক শাক্য পরিবারের আশ্রয়স্থল প্রাসাদে।]^১ ঐ সময়ে
অল্পকাল পূর্বেই পাবায় নিগণ্ঠ নাথপুত্তের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার
মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পবম্পবকে
মুখাস্ত দ্বারা আহত করিতেছিল—‘তুমি এই ধর্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি
অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম ও বিনয় জানিবে?—তুমি মিথ্যা
দৃষ্টির অনুরক্ত হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—আমি প্রাসাদিক কথা
কহিতেছি, তুমি অপ্রাসাদিক কহিতেছ—পূর্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ,
পশ্চাতে কথনীয় পূর্বে কহিয়াছ—তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে—তোমার
আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—স্বকীয় দৃষ্টি পবিশুদ্ধ
কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুগ্ধ কর।’^২ নাথপুত্তের অনুরক্ত নিগণ্ঠগণ
যেন পবম্পবের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নিগণ্ঠ নাথপুত্তের স্বেতাম্ববধাবী
গৃহী-শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছিল, বিবক্ত হইয়াছিল,
তাহাদের বিরোধী হইয়াছিল, তাহাদের ধর্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু
হইয়াছিল, উহার প্রচার এতই অফল-প্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে
এবং শাস্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যক সম্বুদ্ধ
কর্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তুপ^৩ ও অপ্রতিশরণে পরিণত
হইয়াছিল।

২। অনন্তর গ্রামণের চুন্দ পাবায় বসবাস করিয়া সামাগামে আশ্রম
আনন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনাস্তে এক প্রান্তে উপবেশন
করিলেন। তৎপরে তিনি আশ্রম আনন্দকে কহিলেন :

‘ভগ্নে, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার

১ শিল্প শিক্ষাদানের নিমিত্ত ঐ প্রাসাদ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল।

২ দীঘ নিকায, প্রথম খণ্ড, ৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩ ভিত্তিহীন।

মৃত্যুতে নিগঠগণ দ্বিধাবিভক্ত...মুখাস্ত দ্বাবা আহত কবিতেছে বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নাথপুত্রের গৃহী-প্রাবকগণও . বিবোধী হইয়াছে, তাহাদের ধর্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছে, উহাব প্রচাব...হইয়াছে, লক্ষ্যে চালিত কবিবাব . অক্ষম হইয়াছে, যেহেতু উহা পবিণত হইয়াছে।’

এইরূপ উক্ত হইলে আশুজ্ঞান আনন্দ চুন্দকে কহিলেন : ‘চুন্দ, এই বৃত্তান্ত ভগবানের নিকট জ্ঞাপন কবিবাব যোগ্য, এস, আমবা ভগবানের নিকট গমন কবিয়া ইহা তাঁহাব গোচরে আনয়ন কবি।’

‘ভক্তে, তথাস্তু’ কহিয়া চুন্দ সম্মতি প্রকাশ কবিলেন।

৩। তৎপরে আশুজ্ঞান আনন্দ ও চুন্দ ভগবানের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে অভিবাদনাস্তে এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ ভগবানকে কহিলেন :

‘ভক্তে, শ্রামণের চুন্দ কহিতেছেন—নিগঠ নাথপুত্র সম্প্রতি পাবাষ দেহ-ত্যাগ কবিয়াছেন। তাঁহাব মৃত্যুতে নিগঠগণ দ্বিধাবিভক্ত পবিণত হইয়াছে।

‘চুন্দ, যখন ধর্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান অপটু হয়, উহাব প্রচাব অফল-প্রদ হয়, লক্ষ্যে চালিত কবিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা অক্ষম হয়, এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় না, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৪। ‘চুন্দ, শান্তা সম্যক সম্বুদ্ধ না হইলে, ধর্মের ব্যাখ্যান অপটু হইলে, উহাব প্রচাব অফল-প্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত কবিতে এবং শান্তি প্রদানে অক্ষম হইলে এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত না হইলে শ্রাবকও যখন ঐ ধর্মনিদ্বাষী মার্গে আবৃত্ত হয়না, উহাতে বিহিত আচাব সম্পন্ন হয়না, ধর্মের অনুসরণ করে না, উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করে ; তাহাকে এইরূপ বলিতে পাবা যায—‘মিথ, তোমাব লাভ সুলব্ধ, তোমাব শান্তাও সম্যক সম্বুদ্ধ নহেন, ধর্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত নহে, উহা লক্ষ্যে উপনীত কবিতে ও শান্তি প্রদানে অক্ষম, উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত নহে, তুমি ঐ ধর্মনিদ্বাষী মার্গে আবৃত্ত নহ, উহাতে বিহিত আচাব সম্পন্ন নহ, ধর্মের অনুসরণকাবী নহ, তুমি উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান কব।’ এইরূপে, চুন্দ, শান্তা ও ধর্ম উভয়ই নিন্দনীয় হয়, শ্রাবক প্রশংসনীয় হয়। চুন্দ, এইরূপ প্রাবককে যে কহে—‘আশুজ্ঞান’ আপনাব শান্তা কর্তৃক ধর্ম যেরূপে

উপদিষ্ট এবং ঘোষিত হইয়াছে সেইরূপেই উহার অনুসরণ করুন,' তাহা হইলে উদ্দীপক, উদ্দীপিত এবং উদ্দীপিত হইয়া যে তদনুসরণ আচাৰে প্রবৃত্ত হয়, তাহাবা সকলেই বহু অপদৃশ্য প্রসব কবে। কি কারণে? চন্দ, যখন ধৰ্ম্ম-বিন্ধেব ব্যাখ্যান অপটু হয়...সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত হয় না, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৫। 'চন্দ, শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ না হইলে, ধৰ্ম্মেব ব্যাখ্যান অপটু হইলে, উহার প্রচাৰ অফল-প্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত কৰিতে এবং শাস্তি প্রদানে সক্ষম হইলে এবং সম্যক-সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত না হইলে শ্রাবক যখন ঐ ধৰ্ম্মানুযায়ী মাৰ্গে আবদ্ধ হয়, উহাতে বিহিত আচাৰ সম্পন্ন হয়, ধৰ্ম্মেব অনুসরণ কবে, উহাতে লগ্ন হইয়া অবস্থান কবে; তাহাকে এইরূপ বলিতে পাৰা যায়—'মিত্র, তোমার লাভ নাই, তোমাব কৰ্ত্তি, তোমার শাস্তাও সম্যক সম্বুদ্ধ নহেন, ধৰ্ম্মও সূব্যাক্ষাত ও সুপ্রচাৰিত নহে, উহা লক্ষ্যে উপনীত কৰিতে ও শাস্তি প্রদানে সক্ষম, উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত নহে; তুমি ঐ ধৰ্ম্মানুযায়ী মাৰ্গে আবদ্ধ, উহাতে বিহিত আচাৰ সম্পন্ন. উহার অনুসরণকাৰী, তুমি উহাতে লগ্ন হইয়া অবস্থান কব।' এইরূপে চন্দ, শাস্তাও নিন্দনীয় হন, ধৰ্ম্মও নিন্দনীয় হয়, শ্রাবকও নিন্দনীয় হয়। চন্দ, এইরূপ শ্রাবককে যে কহে—'আবুজ্ঞান অবশ্যই সত্যমাৰ্গে প্রতিষ্ঠিত, আপনি উহাতে পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰিবেন,' তাহা হইলে যে প্রশংসা কবে, এবং যে প্রশংসিত হইয়া অধিকতর উৎসাহ সম্পন্ন হয়. তাহাবা সকলেই বহু অপদৃশ্য প্রসব কবে। কি কারণে? চন্দ, যখন ধৰ্ম্ম বিন্ধেব ব্যাখ্যান অপটু হয়...সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত হয় না, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৬। চন্দ, শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ হইলে, ধৰ্ম্মেব ব্যাখ্যান যথাযথ হইলে, উহার প্রচাৰ ফলপ্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত কৰিতে এবং শাস্তি প্রদানে সক্ষম হইলে এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত হইলে শ্রাবক যখন ঐ ধৰ্ম্মানুযায়ী মাৰ্গে আবদ্ধ হয়না, উহাতে বিহিত আচাৰ সম্পন্ন হয়না, ধৰ্ম্মেব অনুসরণ কবেনা, উহা হইতে ভ্ৰষ্ট হইয়া অবস্থান কবে, তাহাকে এইরূপ বলিতে পাৰা যায়—'মিত্র তোমার লাভ নাই, তোমাব কৰ্ত্তি, তোমাব শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম সূব্যাক্ষাত ও সুপ্রচাৰিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত কৰিতে ও শাস্তি প্রদানে সক্ষম, উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত; তুমি ঐ ধৰ্ম্মানুযায়ী মাৰ্গে আবদ্ধ নহ, উহাতে বিহিত আচাৰ সম্পন্ন নহ, উহার অনুসরণে বিবত,

তুমি উহা হইতে ভ্ৰষ্ট হইয়া অবস্থান কব । এইব্দপে, চুন্দ, শাস্তা প্রশংসনীয় হন, ধৰ্ম্ম প্রশংসনীয় হয, শ্রাবক নিন্দনীয় হয । চুন্দ, এইব্দপ শ্রাবককে যে কহে— ‘আয়ুজ্ঞান, আপনাব শাস্তা কৰ্ত্তৃক ধৰ্ম্ম য়েব্দপে উপদিষ্ট এবং ঘোষিত হইয়াছে সেইব্দপেই উহাব অনুসৰণ কবুন,’ তাহা হইলে উদ্দীপক, উদ্দীপিত এবং উদ্দীপিত হইয়া যে তদনুব্দপ আচৰণ কবে, তাহাবা সকলেই বহু পুণ্য প্ৰসব কবে । কি কাৰণে ? চুন্দ, যখন ধৰ্ম্ম-বিনয সূব্যাক্ষাত ও সূপ্ৰচাৰিত হয, লক্ষ্যে উপনীত কৰিতে ও শান্তি প্ৰদানে সক্ষম হয, সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত হয, তখন এইব্দপই হইয়া থাকে ।

৭ । চুন্দ, মনে কব শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম সূব্যাক্ষাত ও সূপ্ৰচাৰিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত কৰিতে ও শান্তি প্ৰদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত, শ্রাবকও ঐ ধৰ্ম্মানুযায়ী মাৰ্গে আব্দুত, উহাতে বিহিত আচাৰ সম্পন্ন, উহাব অনুসৰণকাৰী, উহাতেই লগ্ন, এব্দপ ক্ষেত্ৰে তাহাকে বলিতে পাবা যাব—‘মিত্ৰ, তোমাব লাভ সূলব্ধ, তোমাব শাস্তা অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম সূব্যাক্ষাত ও সূপ্ৰচাৰিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত কৰিতে ও শান্তি প্ৰদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত, তুমি ঐ ধৰ্ম্মানুযায়ী মাৰ্গে আব্দুত, উহাতে বিহিত আচাৰ সম্পন্ন, ধৰ্ম্মেব অনুসৰণকাৰী, উহাতে লগ্ন হইয়া তুমি অবস্থান কব ।’ এইব্দপে, চুন্দ, শাস্তাও প্রশংসনীয় হন, ধৰ্ম্মও প্রশংসনীয় হয, শ্রাবকও প্রশংসনীয় হয । যে এইব্দপ শ্রাবককে এইব্দপ কহে—‘আয়ুজ্ঞান অবশ্যই সত্যমাৰ্গে প্ৰতিষ্ঠিত, আপনি উহাতে পৰিপূৰ্ণতালাভ কৰিবেন,’ যে প্রশংসা কবে, যাহাকে প্রশংসা কবে, প্রশংসিত হইয়া যে অধিকগাণ্ডাৰ উৎসাহ-সম্পন্ন হয, তাহাবা সকলেই বহু পুণ্য প্ৰসব কবে । কি কাৰণে ? চুন্দ, যখন ধৰ্ম্মবিনয সূব্যাক্ষাত ঘোষিত হয, তখন এইব্দপই হইয়া থাকে ।

৮ । চুন্দ, মনে কব অহং সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবিৰ্ভূত হইয়াছেন, ধৰ্ম্মও সূব্যাক্ষাত ও সূপ্ৰচাৰিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত কৰিতে ও শান্তি প্ৰদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত, কিন্তু শ্রাবকগণ সন্ধৰ্ষো পাবদৰ্শী হন নাই, সৰ্ব্বাঙ্গ পৰিপূৰ্ণ ব্ৰহ্মচৰ্য্য তাহাদেব নিকট প্ৰকট হয নাই, বিবৃত হয নাই, ব্যাপক ও বিস্ময়কৰ ব্দপে প্ৰকাশিত হয নাই, সৰ্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত হয নাই, এইব্দপ সময়ে শাস্তাব অন্তৰ্দ্ধান হইল । চুন্দ, এব্দপ শাস্তাব গুৰু শ্রাবকগণেব পক্ষে শোচনীয় । কি কাৰণে ? অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবিৰ্ভূত হইয়াছিলেন । ধৰ্ম্মও সূব্যাক্ষাত, সূপ্ৰচাৰিত, লক্ষ্যে

উপনীত কবিতা ও শাস্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা সন্ধর্ম্মে পাবদর্শী হই নাই, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য আমাদের নিকট প্রকট হয় নাই, বিবৃত হয় নাই, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হয় নাই, সর্বজনমধ্যে ঘোষিত হয় নাই, এইরূপ সময়ে আমাদের শাস্তাব অন্তর্ধান হইল।' চুন্দ, এরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয়।

৯। চুন্দ, মনে কব অহং, সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা...ঘোষিত, শ্রাবকগণও সন্ধর্ম্মে পাবদর্শী, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্বজনমধ্যে ঘোষিত হইয়াছে, এইরূপ সময়ে শাস্তার অন্তর্ধান হইল। চুন্দ, এরূপ শাস্তাব মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয় নয়। কি কারণে? 'অহং সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা...ঘোষিত হইয়াছিল, আমরাও সন্ধর্ম্মে পাবদর্শী, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য আমাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত, সর্বজনমধ্যে ঘোষিত, এইরূপ সময়ে আমাদের শাস্তার অন্তর্ধান হইয়াছে। চুন্দ, এরূপ শাস্তাব মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয় নয়।

১০। চুন্দ, ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলেও শাস্তা যদি থেব না হন, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণাঙ্গ এবং বার্কাক্যে উপনীত না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপূর্ণ হয়। চুন্দ, যখন ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হয়, শাস্তাও থেব, দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণাঙ্গ এবং বার্কাক্যে উপনীত হন, তখন ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

১১। চুন্দ, ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলেও, শাস্তা থেব দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণাঙ্গ এবং বার্কাক্যে উপনীত হইলেও যদি তাঁহার থেব ভিক্ষু শ্রাবকগণ, পণ্ডিত, বিনীত, বিশাবদ, যোগক্ষেমপ্রাপ্ত, সন্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন, বিবুদ্ধমতেব সম্মুখীন হইলে যুক্তিহীনা উহাকে সম্মুখরূপে পব্রজিত কবিষা সর্ব সন্দেহ নিবসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

১২। চুন্দ, ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলে শাস্তাও থেব উপনীত হইলে, তাঁহার থেব ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত... হইলেও যদি তাঁহার

মধ্যবয়স্ক ভিক্ষু শ্রাবক না থাকে মধ্যবয়স্ক ভিক্ষু শ্রাবক থাকে . কিন্তু নবাভিক্ষু শ্রাবক না থাকে .নবাভিক্ষু শ্রাবক থাকে ..কিন্তু থেবী ভিক্ষুণী শ্রাবিকা না থাকে ..থেবী ভিক্ষুণী শ্রাবিকা থাকে...কিন্তু মধ্যবয়স্কা-ভিক্ষুণী-শ্রাবিকা না থাকে .মধ্যবয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকা থাকে কিন্তু নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকা না থাকে নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকা থাকে কিন্তু গৃহী শূদ্রবসনধারী ব্রহ্মচারী উপাসক শ্রাবক না থাকে ঐব্দপ গৃহী শ্রাবক থাকে...কিন্তু বিত্তসম্পন্ন ঐব্দপ শ্রাবক না থাকে ঐব্দপ বিত্তসম্পন্ন শ্রাবক থাকে . কিন্তু গৃহিণী শূদ্রবসনা ব্রহ্মচারিণী উপাসিকা শ্রাবিকা না থাকে...ঐব্দপ উপাসিকা শ্রাবিকা থাকে...কিন্তু বিত্তসম্পন্ন ঐব্দপ শ্রাবিকা না থাকে . ঐব্দপ বিত্তসম্পন্ন শ্রাবিকা থাকে...কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্বপ্রাপ্ত, সর্বসাধাবণে সুপ্রকাশিত না হয়—ব্রহ্মচর্য্য ঐব্দপ গুণসমূহে মণ্ডিত হয় কিন্তু শ্রেষ্ঠ লাভ ও শ্রেষ্ঠ যশ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কাৰণে অপরিপূর্ণ হয় ।

১৩। চুন্দ, যখন ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসম্পন্ন হয় এবং তৎসহ শ্রেষ্ঠ লাভ ও শ্রেষ্ঠ যশ প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কাৰণে পরিপূর্ণ হয় ।

১৪। চুন্দ, আমি এক্ষণে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্ত্রাবদূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছি, ধর্ম্ম ও সুব্যাখ্যাত, সুপ্রচারিত, লক্ষ্য উপনীত করিতে ও শাস্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত, শ্রাবকগণও সদ্ধর্ম্মে পাবদর্শী, সর্বার্জ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়করবদূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্বজনমধ্যে ঘোষিত হইয়াছে । চুন্দ, আমি এক্ষণে শাস্ত্রা থেব দীঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণবিদ ও বান্ধক্যে উপনীত ।

১৫। চুন্দ, আমার ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন—তাঁহারা থেব, পণ্ডিত, বিনীত, বিশাবদ, যোগ-ক্লেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মেব সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিবুদ্ধমতেব সন্মান্যনীয় হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণবদূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিবসন পূর্ব্বক ধর্ম্মেব উপদেশ দিতে সক্ষম । আমার মধ্যবয়স্ক পণ্ডিত ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন । আমার নব ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন । আমার থেবী ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন । আমার মধ্যবয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন । আমার নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন । আমার উপাসক শ্রাবকগণ আছেন—তাঁহারা গৃহী, শ্বেতান্বব-পরিব্রিত

ব্রহ্মচারী। আমার ঐব্দুপ গৃহী শ্রাবকগণ আছেন যাঁহারা বিত্তসম্পন্ন। আমার উপাসিকা শ্রাবিকাগণ আছেন—তাঁহারা গৃহিণী; শ্বেতাম্বব-পরিহিতা, ব্রহ্মচারিণী। আমার ঐব্দুপ উপাসিকা শ্রাবিকাগণ আছেন যাঁহারা বিত্তসম্পন্ন। আমার ব্রহ্মচর্য্য সমৃদ্ধ, স্ফূর্ত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্ব-প্রাপ্ত, সর্বসাধাবণে সুপ্রকাশিত।

১৬। চুন্দ, বর্তমানে যে সকল শাস্ত্রা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তুলনায় তাঁহাদের মধ্যে আমি অপব একজন শাস্ত্রাও দেখি না যিনি আমার ন্যায় লাভাগ্র ও যশাগ্র প্রাপ্ত। চুন্দ, বর্তমানে পৃথিবীতে যে সকল সঙ্ঘ অথবা গণের আবির্ভাব হইয়াছে, তুলনায় তাহাদের মধ্যে আমি একটি সঙ্ঘও দেখি না যাহা ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় লাভাগ্র ও যশাগ্র প্রাপ্ত। চুন্দ, সম্যক ভাষী যাহাকে কহিবেন—সর্বাকার-সম্পন্ন, সর্বাকার-পরিপূর্ণ, অনন্য, অনধিক, সুব্যখ্যাত, পরিপূর্ণাঙ্গ, সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য্য, তাহা এই ব্রহ্মচর্য্য। চুন্দ, উদ্দক বামপদে এইব্দুপ কহিতেনঃ ‘দেখিয়াও দেখে না।’ কি দেখিয়াও দেখে না? উত্তমরূপে শাণিত ক্ষুব্ধের তলদেশ দেখে, উহাধার ধার দেখে না। ইহাকেই বলে ‘দেখিয়াও দেখেনা।’ চুন্দ, উদ্দক বামপদে কথিত ক্ষুব্ধ সম্বন্ধীয় বাক্য হীন, গ্রাম্য, সাধাবণোচিত, অনার্য্য অনর্থ-সংহতি। চুন্দ, সম্যকভাষী যখন কহিবেন ‘দেখিয়াও দেখেনা,’ তখন তিনি এইব্দুপ কহিবেনঃ দেখিয়াও দেখেনা। কি দেখিয়াও দেখেনা? এবম্প্রকার সর্বাকার-সম্পন্ন, সর্বাকার-পরিপূর্ণ, অনন্য, অনধিক, সুব্যখ্যাত, পরিপূর্ণাঙ্গ, সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য্য। ইহাই দেখে। উহাকে বিশুদ্ধতর কবিবার অভিপ্রায়ে যদি উহা হইতে কোন অংশ বিচ্ছিন্ন কবে তাহা হইলে দেখেনা। উহাকে পূর্ণতর কবিবার অভিপ্রায়ে যদি উহাতে কিছু প্রক্ষেপ কবে, তাহা হইলে দেখে না। ইহাকেই বলে দেখিয়াও দেখে না। চুন্দ, সম্যকভাষী যদি সর্বাকার সম্পন্ন। সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ কবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই ব্রহ্মচর্য্যই উল্লেখ করিতে হইবে।

১৭। অতএব, চুন্দ, আমার অনদ্ভূত যে সকল সত্য আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি উহা সকলে একত্রিত ও মিলিত হইয়া, বহুজনের—দেবমনুষ্যের—হিত ও সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুরক্ত পবন হইয়া, সর্ব অর্থ ও ব্যঞ্জনের সহিত আবৃত্তি করিবে, বিবাদ করিবে না, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য দূর্বিস্তৃত ও চিবস্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হব।

চুন্দ, ঐ সকল সত্য কি কি ? উহা চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আৰ্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ । চুন্দ, এইগুলিই ঐ সকল সত্য ।

১৮ । চুন্দ, তোমরা একত্রিত ও মিলিত হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া ঐ সকল সত্যে শিক্ষিত হইবে । মনে কব কোন সরস্বত্যাচারী সঙ্ঘে ধর্ম-ভাষণ করিতেছেন । ঐস্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে—‘এই আয়ুজ্ঞান মিথ্যা অর্থ গ্রহণ করিতেছেন, মিথ্যা ব্যাঙ্গনের প্রয়োগ করিতেছেন,’ তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, নিন্দাও করিবে না । অভিনন্দন ও নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিতে হইবে—‘আয়ুজ্ঞান, এই অর্থের এইরূপ এইরূপ ব্যাঙ্গন, কোনটি অধিকতর প্রযোজ্য ? এই সকল ব্যাঙ্গনের এই এই অর্থ, কোনটি অধিকতর প্রযোজ্য ?’ তিনি যদি কহেন—‘এই অর্থের এই সকল ব্যাঙ্গন অধিকতর প্রযোজ্য, এই সকল ব্যাঙ্গনের এই এই অর্থ অধিকতর প্রযোজ্য,’ তাঁহার বাক্য গ্রহণও করিবে না, বর্জনও করিবে না । গ্রহণ ও বর্জন না করিয়া অর্থ ও ব্যাঙ্গন তাঁহাকে উত্তমরূপে সর্ব মনোযোগের সহিত বুঝাইতে হইবে ।

১৯ । চুন্দ, মনে কব অপব একজন সরস্বত্যাচারী সঙ্ঘে ধর্ম-ভাষণ করিতেছেন । ঐস্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে—‘এই আয়ুজ্ঞান মিথ্যা অর্থ গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু ব্যাঙ্গনের সম্যক প্রয়োগ করিতেছেন,’ তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, নিন্দাও করিবে না । অভিনন্দন ও নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিতে হইবে—‘আয়ুজ্ঞান, এই সকল ব্যাঙ্গনের এই এই অর্থ, কোনটি অধিকতর প্রযোজ্য ?’ যদি তিনি কহেন, ‘আয়ুজ্ঞান এই সকল ব্যাঙ্গনের এই এই অর্থ অধিকতর প্রযোজ্য,’ তাঁহার বাক্য গ্রহণও করিবে না, বর্জনও করিবে না । গ্রহণ ও বর্জন না করিয়া অর্থ তাঁহাকে উত্তমরূপে সর্ব মনোযোগের সহিত বুঝাইতে হইবে ।

২০ । চুন্দ, মনে কব অপব একজন সরস্বত্যাচারী সঙ্ঘে ধর্ম-ভাষণ করিতেছেন । ঐ স্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে,—‘এই আয়ুজ্ঞান অর্থ সম্যকরূপে গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু ব্যাঙ্গনের সম্যক প্রয়োগ করিতেছেন না,’ তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, নিন্দাও করিবে না । অভিনন্দন ও নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিতে হইবে,—‘আয়ুজ্ঞান, এই অর্থের এই এই ব্যাঙ্গন, কোনটি অধিকতর প্রযোজ্য ?’ তিনি যদি কহেন,—‘এই

অর্থের এই এই ব্যঞ্জন অধিকতর প্রযোজ্য,' তাঁহার বাক্য গ্রহণও করিবে না, বর্জ্জনও করিবে না। গ্রহণ ও বর্জ্জন না করিয়া ব্যঞ্জন তাঁহাকে উত্তমরূপে সম্বৰ্ণনোযোগেব সহিত বুঝাইতে হইবে।

২১। চুন্দ, মনে কব অপব একজন সরস্বাচারী সম্বে ধর্ম-ভাষণ করিতেছেন, ঐ স্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে—‘এই আয়ুজ্ঞান অর্থ সম্যকরূপে গ্রহণ করিতেছেন, ব্যঞ্জনের সম্যক প্রয়োগ করিতেছেন,’ তখন সাধুকাব দিয়া তাঁহার বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিবে। ঐরূপ করিয়া তাঁহাকে কহিতে হইবে—‘আয়ুজ্ঞান, আমবা সৌভাগ্যবান, আমাদের পবম সৌভাগ্য যে আমবা আপনাব ন্যায় অর্থ ও ব্যঞ্জনকুশল সরস্বাচারী পাইয়াছি।’

২২। চুন্দ, এই জীবনেই যে সকল আশ্রমের উৎপত্তি হব, ঐ সকলের সংঘর্ষের নিমিত্ত আমি নব ধর্মের উপদেশ দিতেছি। আমি যে কেবল পবজীবনের আশ্রম সমূহের বিনাশের জন্যই ধর্মোপদেশ দিতেছি তাহা নহে ; চুন্দ, আমি প্রত্যেক জীবনের আশ্রম সমূহের সংঘর্ষের জন্য এবং পবজীবনের আশ্রম সমূহের বিনাশের জন্য ধর্মোপদেশ দিতেছি। অতএব, চুন্দ, তোমাদের জন্য আমি যে চীবের অনুমোদন করিয়াছি উহা শীতোষ্ণের নিবারণের জন্য, দংশ-শশক-বাতাতপ-সবীসূপের স্পর্শ নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত, সেইরূপেই লজ্জানিবারণের জন্য পর্যাপ্ত। আমি যে পিণ্ডপাতের অনুমোদন করিয়াছি উহা এই দেহের স্থিতি এবং পুষ্টির পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে ; বিহিংসা নিবারণার্থে, স্বস্বাচার্য উদ্‌যাপনার্থে পর্যাপ্ত হইবে—‘এইরূপে পদ্বাতন বেদনাব বিনাশ-সাধন করিব এবং নতুন বেদনার উৎপাদন করিব না, যাহাব ফলে আমার জীবনযাত্রা নিশ্চাহিত হইবে এবং আমি অনিন্দ্য ও সূখবিহাবী হইব।’ আমি তোমাদের জন্য যে শয্যাসনের অনুমোদন করিয়াছি, উহা শীতোষ্ণের নিবারণের জন্য, দংশ-শশক-বাতাতপ-সবীসূপের স্পর্শ নিবারণের জন্য, ঋতু প্রকোপ পরিহাবের জন্য, নিভৃতবাসের আনন্দের জন্য পর্যাপ্ত হইবে। আমি তোমাদের জন্য বোগীব ঔষধ ও পথ্যাদি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছি উহা উৎপন্ন ব্যাধিব বেদনা নিবারণের জন্য এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের জন্য পর্যাপ্ত হইবে।

২৩। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থয পবিরাজকগণ কহিবেন—‘শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সূখভোগে লিপ্ত হইয়া বিহাব কবেন।’ চুন্দ, যে সকল

অন্যতীর্থীয় পবিত্রাজক ঐব্দপ কহিবেন তাঁহাদিগকে এইব্দপ বলিতে হইবে—
‘আশ্চর্যান, সুখভোগানুযোগ কি? উহা অনেক প্রকাৰেব।’ চুন্দ, চাৰি
প্রকাৰ আছে যাহা হীন, ইতবসেবিত, সাধাবণজনীয়, অনাৰ্য্য, নিষ্ফল, যাহা
নিৰ্বেদ^১, বিবাগ, নিবোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নিস্বাণেব অনুকুল
নহে। কোন্ চাৰি প্রকাৰ? চুন্দ, কোন নিস্বোধি প্রাণী-হত্যা কৰিষা আপনাকে
সুখী অনুভব কৰে, প্রীত হয়, ইহাই প্রথম প্রকাৰ সুখভোগানুযোগ।
পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ অদন্তেব গ্ৰহণ কৰিষা আপনাকে সুখী অনুভব কৰে,
প্রীত হয়, ইহা দ্বিতীয় সুখভোগানুযোগ। পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ মৃষাবাদ
কৰিষা আপনাকে সুখী অনুভব কৰে, প্রীত হয়, ইহা তৃতীয়। পুনশ্চ,
চুন্দ, কেহ পণ্ডেন্দ্ৰিয়েব তৃপ্তিব্দপ ভোগে বেষ্টিত হইয়া বাস কৰে। ইহা
চতুৰ্থ^২ প্রকাৰ। চুন্দ, এই সকলই চাৰি প্রকাৰ সুখ ভোগ যাহা হীন .
নিস্বাণেব অনুকুল নহে।

২৪। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয়গণ জিজ্ঞাসা কৰিবে—‘শাক্য-
পুত্রীষ শ্রমণগণ কি ঐ সকল চাৰি প্রকাৰ সুখভোগে অনুষুঙ্ক হইয়া বিহাব
কবেন? ‘তাহা নহে’ এইব্দপ উত্তৰ উহাদিগকে দিতে হইবে, তাহাবা
সম্যকভাষী হইবে না, মিথ্যা কুৎসা বটনা কৰিবে। চুন্দ, চাৰি প্রকাৰ
সুখভোগানুযোগ আছে যাহা সম্পূৰ্ণব্দপে নিৰ্বেদ, বিবাগ, নিবোধ, উপশম,
অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নিস্বাণেব অনুকুল। কোন্ চাৰি প্রকাৰ? চুন্দ,
ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধৰ্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সৰ্বিতৰ্ক^৩
সৰিচাব বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ কৰিষা বিবাজ কবেন।
ইহাই প্রথম প্রকাৰ। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু বিতৰ্ক-বিচাবেব উপশমে আধ্যাত্মিক
শান্তিপ্রদায়ী, চিন্তেব একাগ্ৰতা সম্পাদনকাৰী অৰিতৰ্ক অৰিচাব সমাধিজ
প্রীতিসুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ কৰিষা বিহাব কবেন। ইহাই দ্বিতীয়
প্রকাৰ। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈবাগ্য উৎপাদন কৰিষা…… তৃতীয়
ধ্যান^২ লাভ কৰিষা বিহাব কবেন। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই
বৰ্জ্জন কৰিষা… চতুৰ্থ^৩ ধ্যান^৩ লাভ কৰিষা বিবাজ কবেন। ইহাই চতুৰ্থ

১। জাগতিক জীবনে বিবক্তি।

২। প্রথম খণ্ড, শ্রীমণ্য ফল সূত্র, ৮২ পৃ: ৭৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। ঐ ঐ ৮২ পৃ: ৮১ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রকার। এই সকল চারি সুখভোগানুযোগ যাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বেদ-বিবাগ, নিবোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বেদী ও নিৰ্বাণের অনুরূপ। চূন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থী পবিত্রাজকগণ কহিবেন—‘শাক্যপুত্রীষ শ্রমণগণ এই সকল চারি সুখ ভোগে অনুষঙ্গ হইয়া বিহার কবেন।’ এব্দপ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে কহিতে হইবে—‘আপনারা যথার্থ কহিয়াছেন’, তাহাবা সম্যক-ভাষী হইবেন, মিথ্যা কুৎসারটনাকারী হইবেন না।

২৫। চূন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থী পবিত্রাজকগণ কহিবেন—‘যাহাবা এই চারি সুখ ভোগে অনুষঙ্গ হইয়া বিহার কবেন, তাহাদের কি ফললাভ হইবে, কি ইষ্ট সাধিত হইবে?’ তাহাদিগকে এইব্দপ কহিতে হইবে—‘যাহারা ঐ চারি প্রকার সুখভোগে অনুষঙ্গ হইয়া বিহার কবেন তাহাদের চারি প্রকার ফললাভ হইতে পাবে, চারি প্রকার ইষ্ট সাধিত হইতে পাবে। কি কি প্রকার? এইস্থলে ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের^১ ক্ষয়হেতু স্নোতাপন্ন ও দূর্গতিমুক্ত হন, তাহাব সম্বেদী প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রথম ফল, প্রথম ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু বাগ, দ্বেষ ও মোহের নাশে সৰ্বদাগামী হইয়া মাত্র একবার এই জগতে আগমন করিয়া দূঃখের অন্তসাধন কবেন। ইহা দ্বিতীয় ফল, দ্বিতীয় ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ অববভাগীয^২ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায় পবিত্রাণ লাভ কবেন, ঐ স্থান হইতে তাহাব পুনরাগমন হয় না। ইহা তৃতীয় ফল, তৃতীয় ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু আস্রব সমূহের ক্ষয়হেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার কবেন। ইহা চতুর্থ ফল, চতুর্থ ইষ্ট। যাহাবা উক্ত চারি প্রকার সুখভোগে অনুষঙ্গ হইয়া বিহার কবেন, তাহাদের এই চারি প্রকার ফল লাভ হইতে পাবে, চারি প্রকার ইষ্ট সাধিত হইতে পাবে।’

২৬। চূন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থী পবিত্রাজকগণ কহিবেন—‘শাক্যপুত্রীষ শ্রমণগণ ধর্ম অপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিহার কবেন।’ চূন্দ,

১। যে সকল বন্ধন মানুষকে পুনর্জন্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। ত্রিবিধ সংযোজনঃ সংকাষ দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পবামর্শ।

২। হীনাংশভাগীয, কামজগত সম্পর্কীয়। উপরোক্ত ত্রিবিধ সংযোজন এবং তৎসহ কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ।

তাঁহাদিগকে এইৰূপ কহিতে হইবে—‘আয়ুজ্ঞান, জ্ঞান ও দৰ্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক শ্রাবকগণেব নিকট ধৰ্ম্ম উপদিষ্ট ও ঘোষিত হইয়াছে, ঐ ধৰ্ম্ম যাবজ্জীবন অনুল্লঙ্ঘনীয়। য়েব্দপ গভীৰব্দপে প্রোথিত প্রস্তব অথবা লোহিত্তস্ত অচল অটল হইয়া অবস্থান কৰে, সেইব্দপই জ্ঞান ও দৰ্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক শ্রাবকগণেব নিকট উপদিষ্ট ও ঘোষিত ধৰ্ম্ম যাবজ্জীবন অনুল্লঙ্ঘনীয়। য়ে ভিক্ষু অবহত, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত-ব্রহ্মচৰ্য্য, কৃত-কৃত্য, ভাবমুক্ত, পৰমার্থ-প্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক জ্ঞান-বিমুক্ত, নয প্রকাব কৰ্ম্ম তন্ম্বাবা কৃত হওয়া অসম্ভব। ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রাণী-হত্যা কৰণে অসমর্থ, চৌৰ্য্য-কথিত অদত্তেব গ্রহণে অসমর্থ, মৈথুন, ধৰ্ম্মেব সেবা কৰিতে অসমর্থ, সংকল্পিত মিথ্যা ভাষণে অসমর্থ, পূৰ্বেব গৃহস্থজীবনে পার্থিব সুখভোগেব নিমিত্ত য়েব্দপ সঞ্চয কৰিতেন সেব্দপ সঞ্চয কৰণে অসমর্থ, বাগ, দ্বেষ ও মোহেব বশবৰ্ত্তী হইতে অসমর্থ, ভযাভিত্ত হইতে অসমর্থ। য়ে ভিক্ষু অবহত, ক্ষীণাস্রব সম্যক জ্ঞান-বিমুক্ত এই নয প্রকাব কৰ্ম্ম তন্ম্বাবা কৃত হওয়া অসম্ভব।’

২৮। চুন্দ, ইহা সম্ভব য়ে অন্যতীর্থীয পবিত্রাজকগণ কহিবেন—‘শ্রমণ গোতম অতীত সম্বন্ধে অসীম জ্ঞান-দৰ্শন প্রকাশ কবেন, কিন্তু অনাগত সম্বন্ধে ঐব্দপ জ্ঞান-দৰ্শন প্রকাশ কবেন না, ইহা কি প্রকাব? কেন এব্দপ হয়?’ নিষ্বেধি অজ্ঞান অন্যতীর্থীয পবিত্রাজকগণ এক প্রকাব জ্ঞান-দৰ্শন দ্বাবা অন্য প্রকাব জ্ঞান-দৰ্শন জ্ঞাপিতব্য মনে কৰে। চুন্দ, অতীত সম্বন্ধে তথাগতেব বিজ্ঞান স্মৃতি-অনুসারী। তিনি যতদব ইচ্ছা ততদব অনুস্মবণ কবেন। ভবিষ্যদ্বিষয়ে তথাগতেব বোধিজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়—‘ইহা অস্তিম জন্ম, আব পুনর্জন্ম নাই।’

২৭। চুন্দ, যদি অতীত মিথ্যা হয়, তথ্যানব্দপ না হয়, যদি উহা নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে তথাগত ঐ বিষয়ে কিছু কহেন না। যদি অতীত সত্য ও তথ্যানব্দপ হয়, কিন্তু অনর্থক হয়, তাহা হইলেও তথাগত ঐ বিষয়ে কিছু কহেন না। যদি অতীত সত্য, তথ্যানব্দপ এবং ইষ্টসাধক হয়, তাহা হইলে তথাগত ঐ প্রশ্নেব উত্তব দান সম্বন্ধে কালজ্ঞ হন। [ভবিষ্যত ও বৰ্ত্তমান সম্বন্ধেও একই প্রকাব উক্তি]।

এইব্দপে, চুন্দ, অতীত ভবিষ্যৎ ও বৰ্ত্তমান ধৰ্ম্মসমূহে তথাগত কাল-

বাদী, ভূতবাদী, অর্থ-বাদী, ধর্ম-বাদী ও বিনয়বাদী। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন।

২৯। চুন্দ, দেবলোক, মাবলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ এই জগত ও সর্বদেবমনুষ্য কর্তৃক যাহা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, পর্য্যবিত, মনে বিচারিত, ঐ সমস্তই তথাগতেব জ্ঞাত। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। চুন্দ, যে ব্যক্তিতে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে ব্যক্তে তিনি উপাধিশূন্য নিস্বাণ-ধাতুতে পবিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই দুই সময়েব অন্তবে তিনি আলোচনা, কথোপকথন ও নির্দেশ দানের কালে যাহা কহিয়াছেন, তৎসমস্তই সত্য, উহার অন্যথা নাই। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। চুন্দ, তথাগত বাক্যানুদ্বাপ কর্মকারী, কর্মানুদ্বাপ ভাষণকাবী। এইরূপে, চুন্দ, তিনি যথাবাদী তথাকারী, যথাকাবী তথাবাদী, এই নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। দেবলোক, মাবলোক, ব্রহ্মলোক শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ এই জগত ও সর্বদেবমনুষ্যের মধ্যে তথাগত সর্ববিজয়ী, অপবাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান। এই নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন।

৩০। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীষ পবিরাজকগণ কহিবেন—‘আয়ুজ্জান, মবণেব পব তথাগতেব অস্তিত্ব থাকে? ইহাই কি সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা?’ যাঁহাবা এইরূপ কহেন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে—‘আয়ুজ্জান, ভগবান কহেন নাইঃ ‘মবণেব পব তথাগতেব অস্তিত্ব থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।’ ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীষ পবিরাজকগণ কহিবেন—‘মবণেব পব তথাগতেব অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই কি সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা?’ যাঁহাবা এইরূপ কহেন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে—‘ভগবান ইহাও কহেন নাই।’ সম্ভবতঃ, অন্যতীর্থীষ পবিরাজকগণ কহিবেন—‘মরণের পব তথাগতেব অস্তিত্ব থাকে এবং থাকেও না... . থাকে না এবং থাকে না তাহাও নয়, ইহাই ঠিক সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা?’ এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল পবিরাজকদিগকে ঐ একই প্রকার উত্তর দিতে হইবে।

৩১। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীষ পবিরাজকগণ কহিবেন—‘আয়ুজ্জান, শ্রমণ গোতম কর্তৃক ইহা কেন প্রকাশিত হয় নাই?’ এরূপক্ষেত্রে তাহাদিগকে বলিতে হইবে—‘এই প্রশ্ন অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম-সংহিত নহে,

সম্বোধি ব্রহ্মচর্য্যেব অন্তর্কুল নহে , নির্বেদ, বিবাগ, নিবোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নিবোধেব অন্তর্কুল নহে । এই কাবণে ভগবান কর্ত্ত্বক ইহা প্রকাশিত হয় নাই ।’

৩২। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীষ পবিত্রাজকগণ কহিবেন—
‘আয়দ্ভান, শ্রমণ গোতম কোন্ প্রশ্নেব সমাধান কবিষাছেন?’ এব্দপক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে—‘ভগবান দঃখ কি তাহা প্রকাশ কবিষাছেন, দঃখেব উৎপত্তি, দঃখেব নিবোধ এবং দঃখ-নিবোধগামী মার্গ প্রকাশ কবিষাছেন ।’

৩৩। চুন্দ, ঐ সকল পবিত্রাজকগণ জিজ্ঞাসা কবিতে পাবেন—‘কি হেতু শ্রমণ গোতম ঐ সকল প্রকাশ কবিষাছেন?’ এব্দপক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে—‘যেহেতু ইহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম্ম-সংহিত, সম্বোধি ব্রহ্মচর্য্যেব অন্তর্কুল , নির্বেদ, বিবাগ, নিবোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নিবোধেব অন্তর্কুল । এই হেতু ভগবান উহা ব্যক্ত কবিষাছেন ।’

৩৪। চুন্দ, পদ্বান্তেব’ সম্পর্কে যে সকল দৃষ্টি আছে ঐ সকল য়েব্দপে ব্যক্ত হওয়া উচিত আমি সেইব্দপেই তোমাদেব নিকট ব্যক্ত কবিষাছি ; ঐ সকল য়েব্দপে প্রকাশিত হইবাব যোগ্য নয, আমি কি সেইব্দপে তোমাদেব নিকট প্রকাশ কবিব ? অপবান্ত সম্পর্কে যে সকল দৃষ্টি আছে ঐসকলও য়েব্দপে ব্যক্ত হওয়া উচিত আমি সেইব্দপেই তোমাদেব নিকট ব্যক্ত কবিষাছি , ঐ সকল য়েব্দপে প্রকাশিত হইবাব যোগ্য নয, আমি কি সেইব্দপে তোমাদেব নিকট প্রকাশ কবিব ?

চুন্দ, পদ্বান্ত সম্পন্ধে যে সকল দৃষ্টি আছে যাহা আমি যথানব্দপ তোমাদেব নিকট ব্যক্ত কবিষাছি ঐ সকল, এবং যে সকল প্রকাশেব যোগ্য নয, ঐ সকল কি ? কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা এইব্দপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন—‘আত্মা ও জগত শাম্বত, অন্য মত মিথ্যা ।’ কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা এইব্দপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন—

আত্মা ও জগত অশাম্বত

আত্মা ও জগত শাম্বত এবং অশাম্বত .

আত্মা ও জগত শাম্বতও নহে, অশাম্বতও নহে

আত্মা ও জগত স্বযংকৃত...

আত্মা ও জগত পব-কৃত -

আত্মা ও জগত একাধাবে স্বযংকৃত ও পরকৃত...

আত্মা ও জগত স্বযংকৃতও নহে, পবকৃতও নহে, উহাবা অধীত্য-সমুৎপন্ন ;
ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা ।

সুখ-দুঃখ শাস্বত :

সুখ-দুঃখ অশাস্বত :

সুখ-দুঃখ একাধাবে শাস্বত ও অশাস্বত :

সুখ-দুঃখ শাস্বতও নহে, অশাস্বতও নহে :

সুখ-দুঃখ স্বযংকৃত :

সুখ-দুঃখ পবকৃত :

সুখ-দুঃখ একাধাবে স্বযংকৃত ও পবকৃত :

সুখ-দুঃখ স্বযংকৃতও নহে, পবকৃতও নহে, উহাবা অধীত্য-সমুৎপন্ন ।
ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা ।

৩৫। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কহেন—‘আত্মা ও জগত শাস্বত, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,’ তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমি কহি—‘আপনাবা কি কহেন আত্মা ও জগত শাস্বত?’ যখন তাঁহাবা কহেন ‘ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা’ তখন আমি উহা অনুমোদন করি না। কি হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞাপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখিনা, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোথা হইতে হইবে? প্রজ্ঞাপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতর।

৩৬। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত ও দৃষ্টি-সম্পন্ন—‘আত্মা ও জগত অশাস্বত...উহাবা অধীত্য-সমুৎপন্ন। ইহাই সত্য, অন্য-প্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,’ আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন করি, তাঁহাবাও পূর্বের ন্যায় কহেন ‘ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।’ আমি তাঁহাদের বাক্য অনুমোদন করি না। কি হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞাপ্তিতে আমি...শ্রেষ্ঠতর। এই সকলই পূর্বোক্ত সম্বন্ধীয় দৃষ্টি যাহা যেরূপে প্রকাশিত হওয়া উচিত সেই-রূপেই আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি, ঐ সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব?

৩৭। চুন্দ, অপবাস্তব সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টি আছে যাহা আমি যথানুদ্যপ তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি ঐ সকল, এবং যে সকল প্রকাশের যোগ্য নয়, ঐ সকল কি ?

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইবদ্যপ মত ও দৃষ্টি সম্পন্ন—‘মবণাস্তে আত্মা বদ্যপী ও অবোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।’

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইবদ্যপ মত এইবদ্যপ দৃষ্টি সম্পন্ন—‘আত্মা অবদ্যপ অবস্থায় থাকে .

আত্মা একাধারে বদ্যপী ও অবদ্যপী হইয়া থাকে

আত্মা বদ্যপীও নহে, অবদ্যপীও নহে, এই অবস্থায় থাকে

আত্মা সচেতন্য অবস্থায় থাকে...

আত্মা অচেতন্য অবস্থায় থাকে.

‘আত্মা না সচেতন্য না অচেতন্য অবস্থায় থাকে...

আত্মার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মবণের পব উহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।’

৩৮। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কহেন—‘মবণাস্তে আত্মা বদ্যপী ও অবোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,’ তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমি কহি—‘আপনারা কি কহেন মবণাস্তে আত্মা বদ্যপী ও অবোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে ?’ যখন তাঁহারা কহেন ‘ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা’, তখন আমি উহা অনুমোদন করি না। কি হেতু ? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞাপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতব কোথা হইতে হইবে ? প্রজ্ঞাপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতব।

৩৯। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইবদ্যপ মত ও দৃষ্টি সম্পন্ন—

আত্মা অবদ্যপ অবস্থায় থাকে .

আত্মা একাধারে বদ্যপী ও অবদ্যপী হইয়া থাকে...

আত্মা বদ্যপীও নহে, অবদ্যপীও নহে, এইবদ্যপ অবস্থায় থাকে...

আত্মা সচেতন্য অবস্থায় থাকে

আত্মা অচেতন্য অবস্থায় থাকে...

আত্মা না সচেতন্য না অচেতন্য অবস্থায় থাকে .

আত্মাব উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণেব পব উহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা ।’

আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি—আপনাবা কি কহেন ‘আত্মার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণেব পব উহার অস্তিত্ব থাকে না ?’ যখন তাঁহাবা কহেন ‘ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,’ তখন আমি উহা অনুমোদন করি না । কি হেতু ? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন । এই প্রজ্ঞাপ্তিতে আমি আমাব সদৃশ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতব কোথা হইতে হইবে ? প্রজ্ঞাপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতব । এই সকলই অপবাস্তু সম্বন্ধীয় দৃষ্টি যাহা যেরূপে প্রকাশিত হওয়া উচিত সেইরূপেই আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি, ঐ সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবাব যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব ?

৪০ । চুন্দ, পদ্বাস্ত ও অপবাস্ত সম্বন্ধীয় এই সকল দৃষ্টির বজ্জনের নিমিত্ত, উহাদের অতীত হইবাব নিমিত্ত আমি চাবি ‘স্মৃতি-প্রস্থান’ উপদেশ দিয়াছি । ঐ সকল কি কি ? চুন্দ, ভিক্ষু উৎসাহপূর্ণ, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া, জগতে অভিধ্যা-দোষ্মনস্য দমন করিয়া, কায়ে কাযানুদর্শী হইয়া বিহাব কবেন, বেদনাষ চিন্তে - ধর্ম্মে - ধর্ম্মানুদর্শী হইয়া বিহাব কবেন । চুন্দ, পদ্বাস্ত ও অপবাস্ত সম্বন্ধীয় এই সকল দৃষ্টির বজ্জনের নিমিত্ত - স্মৃতি-প্রস্থান উপদেশ দিয়াছি ।

৪১ । ঐ সময় আয়ুজ্জান উপবান ভগবানকে ব্যজননিবত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান ছিলেন । অনন্তব আয়ুজ্জান উপবান ভগবানকে কহিলেন :

‘ভগ্নে, এই ধর্ম্ম-পর্যায় আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, মনোহর, ভগ্নে, এই ধর্ম্ম-পর্যায় অতি মনোহর । এই ধর্ম্ম-পর্যায়ের নাম কি ?’

‘তাহা হইলে, উপবান, এই ধর্ম্ম-পর্যায়কে ‘পাসাদিক’ নামে গ্রহণ করিতে পাব ।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন । আনন্দিত হইয়া আয়ুজ্জান উপবান ভগবদ্বাক্যেব অভিনন্দন করিলেন ।

। পাসাদিক সূত্রান্ত সমাপ্ত ।

৩০। লক্ষণ সূত্রান্ত

আমি এইৰূপ প্রবণ কৰিযাছি।

১। ১। এক সময় ভগবান জেতবনে অনার্থপিন্ডিকেৰ আৰামে অবস্থান কৰিতেছিলে। তথায ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন কৰিলেন, ‘ভিক্ষুগণ।’ ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তবে কহিলেন, ‘ভন্তে।’ তখন ভগবান কহিলেন :

‘ভিক্ষুগণ, যিনি মহাপদব্ধ তিনি ষাণ্ঠিংশং লক্ষণযুক্ত, ঐ লক্ষণযুক্ত মহাপদব্ধেৰ গাত্ৰ দুই প্রকাৰ গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি বাজচক্রবর্তী, ধাৰ্মিক, ধৰ্মবাজ, চতুৰ্ভুজতা, প্রজাবৰ্গেৰ নিবাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তবত্ত সমন্বিত। এই সকল তাঁহাৰ সপ্তবত্ত, যথা—চক্রবত্ত, হস্তীবত্ত, অশ্ববত্ত, মণিবত্ত, স্ত্রীবত্ত, গৃহপতিবত্ত, এবং সপ্তম বত্ত স্বৰূপ মন্ত্রীবত্ত। তাঁহাৰ সহস্রাধিক পুত্র—সাহসী, বীৰোপম, শত্রুসেনামৰ্দন, তিনি সমাগবা পৃথিবী বিনা দণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে, গাত্ৰ ধৰ্মেৰ দ্বাৰা জয় কৰিষা বাস কৰেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ কৰিষা প্রব্রজ্যা অবলম্বন কৰেন তিনি পৃথিবীতে আববণমুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অবহত পদ প্রাপ্ত হন।’

২। ‘ভিক্ষুগণ। ঐ সকল মহাপদব্ধ লক্ষণ কি কি—যন্ম্বাৰা যুক্ত মহাপদব্ধেৰ গাত্ৰ দুই প্রকাৰ গতি, অন্য নাই? গৃহবাসী হইলে তিনি বাজচক্রবর্তী . . . যদি তিনি গৃহ ত্যাগ কৰিষা প্রব্রজ্যা অবলম্বন কৰেন, তিনি পৃথিবীতে আববণমুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অবহত পদ প্রাপ্ত হন।

‘ভিক্ষুগণ, মহাপদব্ধ সপ্ৰতিষ্ঠিতপাদ। ইহা মহাপদব্ধেৰ লক্ষণ।

‘পদশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপদব্ধেৰ পদতলেৰ নিম্নে চক্ৰ দৃষ্ট হ’ল, উহা সহস্র অব, নেমি ও নাভিযুক্ত, সম্বাৰিকাব-পৰিপূৰ্ণ এবং সৰ্ববিভক্ত। ইহাও মহাপদব্ধেৰ লক্ষণ।

‘পদশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপদব্ধ আযত পাৰ্শ্ব-সম্পন্ন

‘দীঘ’ অঙ্গুলি সম্পন্ন .

‘মৃদু-তব্ধ হস্ত-পাদ সম্পন্ন

১। সূত্ৰনিপাত, সেল সূত্র এবং দীঘ নিকায, প্রথম খণ্ড, ২৬ পৃ. দৃষ্টব্য।

‘জাল হস্ত-পাদ সম্পন্ন...

‘পাদতলের মধ্যস্থলে স্থিত গুল্ফ-সন্ধি বিশিষ্ট

‘এণী-জঙ্ঘা বিশিষ্ট

‘দাডায়মান অবস্থায়ই অবনত না হইয়া উভয় হস্ততল দ্বারা জানুদেশ
স্পর্শ ও মন্দনে সক্ষম...

‘কৌষবক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় সম্পন্ন...

‘সুবর্ণবর্ণ ও কাণ্ডনসন্নিভ ত্বক-বিশিষ্ট .

‘তাঁহার চর্ম্ম এতই সূক্ষ্ম যে ধূলি ও মল উহাতে লিপ্ত হয় না...

‘তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপে মাত্র একটি লোম উৎপন্ন হয়...

‘তাঁহার লোমসমূহ উজ্জ্বল, নীলাঞ্জনবর্ণ, দক্ষিণাবর্ত-সম্পন্নকুণ্ডল
বিশিষ্ট...

‘তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিব্য ঋজুতা সম্পন্ন...

‘তিনি সপ্ত-উৎসেধ সম্পন্ন .

‘তাঁহার দেহেব পদ্ব্যক্তি সিংহের ন্যায়...

‘তিনি উন্নত-বক্ষঃ...

‘তিনি ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পন্ন, তাঁহার কায়ানুযায়ী
ব্যায়াম এবং ব্যায়ামানুযায়ী কাষ...

‘তিনি সমবর্ত্তস্কন্ধ...

‘তিনি শ্রেষ্ঠবৃটি সম্পন্ন

‘তিনি সিংহহনু ..

‘তিনি চত্বাবিংশৎ দন্তবিশিষ্ট..

‘তিনি সমদন্তবিশিষ্ট

‘তিনি অবিবদন্ত...

‘তাঁহার শূলোজ্জ্বল শ্বাদন্ত .

‘তিনি দীর্ঘজিহ্ব...

‘তিনি দিব্যস্বব সম্পন্ন...

‘কবরীক পক্ষীর স্ববেব ন্যায় মধুর তাঁহার স্বব .

‘তাঁহার নেত্র গাঢ় নীলবর্ণ...

‘তাঁহার গো-সদৃশ অক্ষি-পক্ষ্ম...

‘তাঁহার লবঙ্গমধ্যস্থ উর্গ শূল মৃদু তুলসন্নিভ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষেব
লবঙ্গমধ্যস্থ উর্গ শূল মৃদু তুলসন্নিভ হয়, ইহাও মহাপুরুষ লক্ষণ ।

‘পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপদ্বুষ উষীষ-শীৰ্ষ হন, ইহাও মহাপদ্বুষ লক্ষণ ।

৩। ‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই দ্বাগ্নিংশং মহাপদ্বুষলক্ষণ, যাহাতে যদুস্ত মহাপদ্বুষেব মাত্র দ্বই প্রকাৰ গতি, অন্য নাই । গৃহবাসী হইলে তিনি . পৃথিবীতে আববন্মুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অবহত পদ প্রাপ্ত হন । ভিক্ষুগণ, এই সকল মহাপদ্বুষ-লক্ষণ ভিন্নধৰ্ম্মীয় ঋষিগণও অবগত আছেন, যদিও কোন কস্মৈব ফলে কোন লক্ষণ লাভ হয় তাহা তাঁহাদের জ্ঞাত নবে ।

৪। ‘যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পদ্বৰ্জ জন্ম, পদ্বৰ্জ ভব’ও পদ্বৰ্জ নিবাসে মনুষ্যবদে জন্ম গ্রহণ কৰিয়া কুশল ধৰ্ম্মাচৰণে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন, কাৰ্যিক, বাচাসিক ও মানসিক সদাচাবে, দান বিতৰণে, শীল গ্রহণে, উপোসথ পালনে, মাতৃসেবায, পিতৃসেবায, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণেব সেবায, কুল-জ্যেষ্ঠেব সৎকাৰে এবং অপবাপব মহৎ কুশল কস্মৈ অবিচলিত সংকল্প হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ঐ কস্মৈব সম্পাদন, সমৃদ্ধ, বাহুল্য ও বিপুলতাৰ জন্য মৰণান্তে দেহেব বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বৰ্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । তথায তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম কৰিয়াছিলেন—দিব্য আয়ুতে, দিব্য বৰ্ণে, দিব্য সুখে, দিব্য ষণে, দিব্য আধিপত্যে, দিব্য বদে, দিব্য শব্দে, দিব্য গন্ধে, দিব্য বসে, দিব্য স্পর্শে । তিনি ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে আগমন কৰিয়া এই সকল মহাপদ্বুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,— সুপ্রতিষ্ঠিত পাদ হইয়া তিনি সমভাবে ভূমিতে পদক্ষেপ কবেন, সমভাবে পদ উত্তোলন কবেন, সমভাবে সম্পূর্ণ পদতলেব দ্বাৰা ভূমি স্পর্শ কবেন ।

৫। ‘ঐ লক্ষণ সমান্বিত হইয়া গৃহবাসী হইলে তিনি বাজচক্রবর্তী শত্রুসেনামর্দন , তিনি সসাগবা, উষৰ্বা, অনিমিত্ত’, অকণ্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশাস্ত, শিব, গৃদ্ধ এই পৃথিবীকে বিনা দণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে মাত্র ধৰ্ম্মেব দ্বাৰা জয় কৰিয়া বাস কবেন । বাজা হইয়া তিনি কি লাভ কবেন ? কোন মনুষ্য শত্রু অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহাব প্রতিবোধে অক্ষম হয় । বাজা হইয়া তাঁহাব এই লাভ । যদি তিনি গৃহত্যাগ কৰিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবেন, তিনি পৃথিবীতে আববন্মুক্ত অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ হন । তিনি বুদ্ধ হইয়া কি লাভ কবেন ? বাগ, দ্বেষ ও মোহবদপ অভ্যন্তৰ শত্রু এবং বহিঃশত্রু স্ববদপ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, গাব, -ব্রহ্মা অথবা জগতে অপব কেহ তাঁহাব প্রতিবোধে অক্ষম । বুদ্ধ হইয়া তাঁহাব এই লাভ ।’

ভগবান এইবদপ কহিলেন ।

১। দৃষ্টান্তবাদিজানিত অমঙ্গলেব চিহ্নশূণ্য ।

৬। ঐ সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

সত্য, ধর্ম, দম, সংযম, শৌচ, শীল,
উপোসথ, দান, অহিংসায় রত হইয়া,
বলপ্রয়োগে বিরত হইয়া, দৃঢ় সংকল্পেব
সহিত তিনি সমতাব আচরণ করিয়া-
ছিলেন। সেই কর্মের ফলে তিনি স্বর্গে
গমন করিয়া সুখ ও ক্রীড়া-বাতি অনুভব
করিয়াছিলেন।

ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি পৃথিবীতে
পুনরাগমন করিয়া সম-পদবিক্ষেপে ভূমি স্পর্শ
করিয়াছিলেন। লক্ষগজগণ একত্রিত
হইয়া ঘোষণা করিলেন : ‘যিনি
সুপ্রতিষ্ঠিতপাদ, তাঁহার অন্তরায় নাই,
গৃহীই হউক অথবা প্রজ্জিতই হউক,
ঐ লক্ষণেব ঐ অর্থ’

গৃহবাসী হইলে তিনি বিজয়ী-শত্রুমর্দন
হন, কোন শত্রু তাঁহার প্রতিবোধ
করিতে পাবে না, ঐ ধর্মের ফলে কোন
মনুষ্য তাঁহার পথে অন্তরায় হইতে
পাবে না।

ঐব্দপ পদব্দ যদি প্রজ্য গ্রহণ করেন,
তাহা হইলে তিনি নৈশ্কাম্য-বত ও
বিচক্ষণ হইয়া শ্রেষ্ঠ নবোত্তমে পবিগত
হন, ইহা নিশ্চিত যে তিনি আব গর্ভে
প্রবেশ করেন না ; ইহাই তাঁহার স্বাভাবিক
নির্ঘাতি।’

৭। ‘ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পদ্ব জন্ম, পদ্বর্ভব ও পদ্বর্ নিবাসে
মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া বহুজনের সুখবিধান করিয়াছিলেন, তাহাদেব

উদ্ব্বেগ, উগ্রাস, ভয় অপনোদন করিয়াছিলেন, তাহাদের ধৰ্ম্মানুযায়ী আশ্রয় ও বক্ষাব বিধান করিয়াছিলেন, সৰ্ব্বপ্রয়োজনীয় বস্তু দান করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কস্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতাব জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুদূরত সম্পন্ন স্বৰ্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন... তিনি ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়া এই মহাপদব-লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তাঁহাব পাদতলে সহস্র অব, নেমি ও নাভিযুক্ত, সৰ্ব্বাকাব-পরিপূর্ণ সুবিভক্ত চক্ৰ প্রকাশিত হয় ।

৮। ‘তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্ৰবৰ্ত্তী হন রাজা হইয়া তিনি কি লাভ কবেন? তিনি বহু অননুচববেষ্টিত হইয়া থাকেন,—ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগব ও জনপদবাসীগণ, কোষাধ্যক্ষ, প্রহরী, দৌৰাবিক, অমাত্য, পরিষদ, ক্ষুদ্র রাজগণ, ধনী অভিজাত বংশীয়গণ এবং তবুও রাজকুমারগণ কর্তৃক তিনি বেষ্টিত হইয়া থাকেন । রাজা হইয়া তাঁহাব এই লাভ । যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রজ্য আশ্রয় কবেন, তিনি পৃথিবীতে আববন্দিত, অবহত, সম্যক-সম্বদ্ধ হন । তিনি বদ্ধ হইয়া কি লাভ কবেন । তিনি বহু অননুচববেষ্টিত হন,—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক ও উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুৰ-নাগ-গন্ধৰ্ব্বগণ কর্তৃক তিনি বেষ্টিত হইয়া থাকেন । বদ্ধ হইয়া তাঁহাব এই লাভ ।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন ।

৯। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

অতীতে পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্মে মনুষ্যরূপে তিনি
বহু জনের সুখবিধান করিয়াছিলেন,
উদ্ব্বেগ, উগ্রাস ও ভয় অপনোদন করিয়াছিলেন,
সাগ্রহে তাহাদের আশ্রয় ও বক্ষাব বিধান
করিয়াছিলেন ।

সেই কস্মের ফলে স্বর্গে গমন করিয়া
তিনি সুখ ও ক্রীড়া-বতি অনুভব
করিয়াছিলেন । ঐ স্থান হইতে চ্যুত
হইয়া এই পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলে

তাঁহার পাদদ্বয়ে সনোমি সহস্র অরযুক্ত
চক্র দৃষ্ট হইয়াছিল ।

লক্ষণজ্ঞগণ একত্রিত হইয়া ণত পুণ্যলক্ষণ
সম্পন্ন কুমাবকে দেখিয়া কহিলেন :
‘তিনি বহু অনুরূপবৈষ্ণব ও শত্রুমন্দনক্ষম
হইবেন, যেহেতু সম্পূর্ণ নোমিযুক্ত চক্র
দৃষ্ট হইয়াছে ।

ঈদৃশ পুরুষ যদি প্রজ্যা গ্রহণ না করেন,
তাহা হইলে তিনি চক্রেব প্রবর্তন করিয়া
পৃথিবী শাসন করেন, ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার
অনুগামী হন, তিনি বিপুল যশেব অধিকারী
হন ।

ঈদৃশ পুরুষ যদি নৈশ্কাম্য-বত ও বিচক্ষণ হইয়া
প্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেব-মনুষ্য-
অসুর-শত্রু-বান্ধবগণ, গন্ধর্ব্ব-নাগ-বিহঙ্গগণ,
চতুষ্পদগণ সেই অনুত্তর দেব-মনুষ্য-পূজিত,
মহা যশস্বী পুরুষেব সেবা করেন ।’

১০ । ‘ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্ব জন্মে পূর্ব্ব ভবে পূর্ব্ব নিবাসে
মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণাতিপাত বর্জন পূর্ব্বক উহাতে বিবত
হইয়াছিলেন, দণ্ড ও শস্ত্র পরিহার করিয়া, পাপে-ভয়দর্শী, দযাপন্ন এবং সর্ব্ব
প্রাণীৰ হিতানুকম্পী হইয়া বিহার করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কস্মের
সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতাব জন্য মরণান্তে দেহেব বিনাশে সুগতি
সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন.. ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই
পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই তিন মহাপুরুষলক্ষণেব অধিকারী
হন—তিনি আযতপাঞ্চ সম্পন্ন, দীর্ঘাঙ্গুলিবিশিষ্ট এবং তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
দিব্য ঋজুতা সম্পন্ন ।

১১ । ‘তিনি ঐ ত্রিবিধ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা
হইলে রাজা চক্রবর্তী হন...বাজা হইয়া কি লাভ করেন ? তিনি দীর্ঘায়ু হন,
বহুকালস্থায়ী হন, বহুদিন জীবন ধারণ করেন, এই সময়েব মধ্যে কোন

মনুষ্য প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু তাঁহার জীবন নাশ করিতে পারে না। বাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ...বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন? তিনি দীর্ঘাষু ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হন, বহুকাল জীবন ধারণ কবেন, এই সময়েব মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা অথবা জগতে অপব কেহ তাঁহার জীবন নাশ করিতে পারে না। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ’।

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১২। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

আপনার মরণ-বধ-ভয় বিদিত হইয়া
তিনি অপবেব প্রাণবধে বিবত ছিলেন।
সেই স্নকস্মের ফলে তিনি স্বর্গে গমন
করিয়াছিলেন এবং তথায় স্নকৃতিব
ফল-বিপাক অনন্ডভব করিয়াছিলেন।
ঐশ্ব্য হইতে চ্যুত হইয়া পুনবায় এই
পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি তিনটি
লক্ষণযুক্ত হন—দীর্ঘ বিপুল পাণি লাভ
কবেন, ব্রহ্মাব ন্যাষ ঋজু, স্নদর্শন এবং
অঙ্গ-সৌষ্ঠবসম্পন্ন হন, স্নভুজ, তব্ধকাস্তিবিশিষ্ট,
শান্তমূর্ত্তি ও সৌভাগ্যযুক্ত হন।
তিনি মৃদু-তব্ধ দীর্ঘ অঙ্গুলিবিশিষ্ট হন,
এই ত্রিবিধ মহাপদবলক্ষণ সমন্বিত কুমার
দীর্ঘজীবীরূপে ঘোষিত হন।
যদি গৃহী হন, তিনি বহুকাল জীবনধারণ
করবেন, যদি প্রব্রজিত হন, তাহা হইলে
আবও অধিককাল জীবিত থাকিবেন ;
তিনি আত্মজয়ী হইয়া ঋদ্ধি-ভাবনায
কালান্তিপাত কবেন, ইহা দীর্ঘাষুতাব
লক্ষণ।

১৩। ‘ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পদ্বর্ষ জন্ম, ভব এবং নিবাসে মনুষ্য-
রূপে প্রণীত, স্নমিষ্ট খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয় দান করিয়াছিলেন, সেইহেতু

তিনি ঐ কস্মের্ব সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহেব
বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন...ঐস্থান হইতে চ্যুত
হইয়া তিনি এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া সপ্ত উৎসেধবৃন্দ মহাপদবৃন্দলক্ষণ
প্রাপ্ত হন—তাহার উভয় হস্তে, উভয় পদে, উভয় অঙ্গদেশে এবং স্কন্ধে উৎসেধ
লক্ষিত হয়।

১৪। ‘তিনি ঐ লক্ষণসম্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে
বাজা চক্রবর্তী হন...বাজা হইয়া কি লাভ কবেন? তিনি প্রণীত, সুমিষ্ট,
খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেষ প্রাপ্ত হন। রাজা হইয়া তাহার এই লাভ বৃদ্ধ
হইয়া তিনি কি লাভ কবেন? তিনি প্রণীত, সুমিষ্ট...পেষ লাভ কবেন।
বৃদ্ধ হইয়া তাহার এই লাভ।’

ভগবান এইবৃন্দ কহিলেন।

১৫। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি সুমিষ্ট খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেষ
দান করিয়াছিলেন। ঐ সুকস্মের্ব ফলে
তিনি বহুকাল নন্দন কাননে আনন্দে
অতিবাহিত করিয়াছিলেন।
তিনি সপ্তউৎসেধ ও মৃদু হস্ত ও পাদযুক্ত
হইয়া এই জগতে আগমন কবেন।
লক্ষণজগণ তাহাকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য
লাভীবৃন্দে ব্যক্ত করেন।
তিনি গৃহী-জীবনের জন্যই ঐ লক্ষণযুক্ত
হন নাই, প্রব্রজিত হইয়াও তিনি ঐ
লক্ষণ লাভ কবেন, সর্ব গৃহী-বন্ধন
ছিন্ন করিয়াও তিনি উত্তম খাদ্য-ভোজ্য
লাভীবৃন্দে উক্ত হন।

১৬। যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তিনি পদ্বর্ষ জন্মে, পদ্বর্ষ ভবে, পদ্বর্ষ নিবাসে
মনুষ্যবৃন্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া দান, প্রিয় বাক্য, অর্থচর্যা ও সমানাত্ম্যবৃন্দ
চতুর্বিধ সংগ্রহবস্তু দ্বাৰা জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কস্মের্ব

সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহেব বিনাশে সঙ্গতি-সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই দুই মহাপদবলক্ষণ প্রাপ্ত হন—মৃদু-তব্ধ হস্ত-পাদ এবং জালহস্ত-পাদ।

৯৭। ‘তিনি ঐ সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন রাজা হইয়া কি লাভ কবেন? তিনি পবিজনবর্গ, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগব ও জনপদবাসীগণ, কোষাধ্যক্ষগণ, প্রহরী ও দৌবারিকগণ, অমাত্য ও পারিষদগণ, ক্ষুদ্র রাজগণ, ধনী-অভিজাতবংশীয়গণ এবং তব্ধ রাজকুমারগণের প্রিয় হন। রাজা হইয়া তাঁহাব এই লাভ - বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন? তিনি পবিজনগণ, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক ও উপাসিকাগণ, দেবমন্দ্ৰ্য অসুন্দর নাগ গন্ধর্বগণের প্রিয় হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহাব এই লাভ।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৮। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

দান, অর্থচর্যা, প্রিয় বাক্য, সমানাত্মতা
দ্বাবা বহুজনের চিত্ত জয় করিয়া, উক্ত
গুণসমূহে সঙ্গতিষ্ঠিত হইয়া তিনি স্বর্গে
গমন কবেন।

ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া পুনর্বার ইহলোকে
আগমনপদ্বর্ক তিনি কাস্তি ও সৌকুমার্য
সম্বিত হইয়া পবন সুন্দর দর্শনীয় মৃদু
এবং জালহস্তপদ লাভ কবেন।

পবিজনবর্গ তাঁহাব আদেশানুবর্তী হব,
তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে
বাস কবেন, প্রিয়বাদী ও হিত-সুখান্বেষী
হইয়া তিনি প্রীতিপ্রদগুণসমূহের আচরণ
কবেন।

যদি তিনি সর্বপার্থিবসুখ ভোগ পবিহাব

কবেন, তাহা হইলে আত্মজয়ী হইয়া
 তিনি জনগণের নিকট ধর্ম প্রকাশ করেন,
 তাহাবা উপদেশটাব বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন
 হইয়া ধর্মের স্বর্গীয় পালনে
 বত হয় ।

১৯। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্ব ভবে, পূর্ব-
 নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুজনকে অর্থোপসংহিত, ধর্মোপ-
 সংহিত হিতবাক্য কহিয়াছিলেন, বহুজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ধর্ম-যজ্ঞের
 দ্বারা প্রাণীগণের হিত ও সুখবিধান করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ ধর্মের
 সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য...ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই
 পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,—পাদ-
 মধ্যস্থ গুল্ফ-সন্ধি এবং উদ্ধাগ্রলোম ।

২০। 'তিনি ঐ লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে
 রাজা চক্রবর্তী হন বাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি কাম-ভোগীগণের
 মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ, উত্তম, প্রবব হন । বাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ
 বৃদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? সর্ব সত্ত্বের মধ্যে তিনি অগ্র, শ্রেষ্ঠ,
 প্রমুখ, উত্তম, প্রবব, হন । বৃদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন ।

২১। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি পূর্ব অর্থ ও ধর্মোপসংহিত বাক্য কহিয়া
 বহুজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রাণীগণের হিত
 ও সুখের বিধান করিয়াছিলেন, মাৎস্যর্যহিত
 হইয়া ধর্মযজ্ঞ করিয়াছিলেন ।

ঐ সুধর্মের ফলে তিনি স্বর্গে গমন করিয়া তথায়
 আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এই পৃথিবীতে
 আগমন করিয়া দুইটি লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া উত্তম
 সুখ অনুভব করিয়াছিলেন ।

তাঁহার বোমবাজী উদ্ধাগ্র এবং পাদগ্রন্থি সুব্যবস্থিত

ছিল, তদুপৰি মাংস ও বস্তুসহ বিস্তৃত স্বক শোভন
হইয়াছিল।

ঐব্দুপ পদব্দ গৃহবাসী হইলে কাম-ভোগীদিগেৰ মध्ये
শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰাপ্ত হন, তাঁহাৰ অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ আৰ নাই,
তিনি জন্মদ্বীপ জয়ী হইয়া বিহাৰ কৰেন।
তিনি প্ৰজ্যা গ্ৰহণ কৰিলেও উহা অসাধাৰণ হ'ব,
তিনি সৰ্বপ্ৰাণীৰ মध्ये শ্ৰেষ্ঠত্ব লাভ কৰেন,
তাঁহাৰ অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ আৰ নাই, তিনি সৰ্বজয়ী
হইয়া বিহাৰ কৰেন।

২২। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পদ্বৰ্জ জন্মে, পদ্বৰ্জৰে পদ্বৰ্জনিবাসে
মনুষ্যব্দুপে জন্মগ্ৰহণ কৰিষা "কিব্দুপে শীঘ্ৰ জানিতে পাৰা যায, শীঘ্ৰ শিক্ষা
কৰিতে পাৰা যায, শীঘ্ৰ শিক্ষাৰ সম্যক অনুসৰণ হ'ব, দীৰ্ঘকাল ক্লিষ্ট হইতে
না হ'ব?" ইহা চিন্তা কৰিষা সযত্নে শিল্প, বিদ্যা, আচৰণ এবং কৰ্ম্ম শিক্ষা
দিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কৰ্ম্মৰ সম্পাদন, সঞ্চয়...তিনি ঐস্থান হইতে
চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন কৰিষা এণী-জঘ্ৰাব্দুপ মহাপদব্দলক্ষণ প্ৰাপ্ত
হন।

২৩। ঐ লক্ষণ সম্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে
বাজা চক্ৰবৰ্ত্তী হন। বাজা হইয়া তিনি কি লাভ কৰেন? যাহা বাজাহঁ,
বাজাচিহ্ন, বাজাভোগ্য, বাজাচিহ্নিত, তাহা তিনি শীঘ্ৰ লাভ কৰেন। বাজা
হইয়া তাঁহাৰ এই লাভ। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কৰেন? যাহা শ্ৰমণাহঁ,
শ্ৰমণ-লক্ষণ, শ্ৰমণোপভোগ্য, শ্ৰমণোচিহ্নিত, তাহা তিনি শীঘ্ৰ লাভ কৰেন। বুদ্ধ
হইয়া তাঁহাৰ এই লাভ।'

ভগবান ঐব্দুপ কহিলেন।

২৪। এই সম্পৰ্কে উক্ত হইয়াছে :

শিল্প, বিদ্যা, আচৰণ এবং কৰ্ম্ম 'কিব্দুপে শীঘ্ৰ শিক্ষা
কৰা যায' ইহা ইচ্ছা কৰিষা যাহাতে কাহাবও
কষ্ট না হ'ব এবং দীৰ্ঘকাল কাহাকেও ক্ৰেশ স্বীকাৰ
কৰিতে না হ'ব, সেইব্দুপে তিনি শীঘ্ৰ শিক্ষা দেন।

সেই কুশল স্নানবিধায়ক কৰ্ম্ম কবিষা তিনি মনোজ্ঞ,
সদৃশস্থিত, সদৃগোল, সদৃজাত, ক্রমোন্নত জন্ম লাভ
কবেন, সদৃক্ষ্য স্বকোপবি তাঁহাব বোমবাজী উদ্ধাগ্র
বিশিষ্ট হয় ।

সেই পদব্দ এণী-জন্ম কথিত হন, এবং উহা
অবিলম্বিত সমৃদ্ধিলাভেব লক্ষণ কথিত হয়, তাঁহাব
প্রত্যেক লোমকূপ হইতে মাত্র একটি লোম

উদ্গত হয়, প্রব্রজ্যা গ্রহণ না কবিলে যা ঈপ্সিত
তাহা তিনি অবিলম্বে লাভ কবেন ।

তাদৃশ পদব্দ নৈশ্কাম্য-চিত্ত ও বিচক্ষণ হইয়া প্রব্রজ্যা
গ্রহণ কবিলে সেই মহান্ গৃহত্যাগী আবিলম্বে
যোগ্যতানুদূপ প্রাপ্তিতে মণ্ডিত হন ।

২৫ । “ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পদ্বৰ্জ্জন্মে, পদ্বৰ্জ্জ ভবে, পদ্বৰ্জ্জনিবাসে
মনুষ্যবদূপে জন্মগ্রহণ কবিষা শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণদিগেব নিকট গমন কবিষা
তাঁহাদিগকে প্রশ্ন কবিতেন : “ভল্লে, কুশল কি ? অকুশল কি ? কি নিন্দনীয়,
কি অনিন্দ্য ? কি সেবিতব্য, কি সেবিতব্য নহে ? কোন্ কৰ্ম্ম করিলে উহা
দীর্ঘকাল আমাব অহিত ও দুঃখেব কাবণ হইবে ? কোন্ কৰ্ম্মই বা
কবিলে উহা দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখেব কাবণ হইবে ?” সেইহেতু তিনি
ঐ কৰ্ম্মেব সম্পাদন, সঞ্চয় তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে
আগমন করিয়া এই মহাপদব্দ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—সদৃশস্থিত স্বক বিশিষ্ট হন,
স্বকেব সদৃক্ষ্যতােব জন্য ধূলি ও মল দেহে লিপ্ত হন না ।

২৬ । “তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে
চক্রবর্তী বাজা হন- রাজা হইয়া তিনি কি লাভ কবেন ? তিনি মহাপ্রজ্ঞ হন,
কামভোগীদিগেব মধ্যে কেহই তাঁহাব সদৃশ অথবা তাঁহাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়
না । বাজা হইয়া তাঁহাব এই লাভ । বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন ?
তিনি মহাপ্রজ্ঞ হন, পৃথুপ্রজ্ঞ, নিম্মল জ্ঞানসম্পন্ন, ক্ষিপ্ৰবুদ্ধি, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ,
নির্বোধক-প্রজ্ঞ হন, সৰ্ব্ব সত্ত্বগণেব মধ্যে কেহই প্রজ্ঞায তাঁহাব সদৃশ অথবা
তাঁহাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় না । বুদ্ধ হইয়া তাঁহাব এই লাভ ।’

ভগবান এইবদূপ কহিলেন ।

২৭। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

অতীতে পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি জ্ঞানার্থী হইয়া প্রশ্ন
কবিয়াছিলেন, উপদেশ শ্রবণেচ্ছাষ প্ররাজিতগণেব
সেবা কবিয়াছিলেন, জ্ঞাতার্থ হইয়া মঙ্গলোপদেশে
কর্ণপাত কবিয়াছিলেন। তিনি প্রজ্জালাভব্দপ
কর্ম্মহেতু মনুষ্যব্দপে জন্মগ্রহণ কবিয়া স্ফুটকবিশিষ্ট
হইয়া থাকেন। জন্ম-লক্ষণজ্ঞগণ ঘোষণা কবিয়াছিলেন,
‘তিনি স্ফুটার্থসমূহেব সম্যক-দর্শী হইবেন।’ তাদৃশ
জন প্রজ্জ্যা গ্রহণ না কবিলে চক্রবর্তী বাজা হইয়া
পৃথিবী শাসন কবেন। অর্থানুশাসনে এবং উহাব
পরিগ্রহে তাঁহাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা তাঁহাব সমান
কেহই থাকে না। যদি তিনি প্রজ্জ্যা গ্রহণ কবেন,
তাহা হইলে নৈশ্কাম্যবত ও বিচক্ষণ হন, অনন্তব
বিশিষ্ট প্রজ্জাব অধিকারী হন, মহাপ্রাজ্ঞ হইয়া বোধি
প্রাপ্ত হন।

২৮। ‘ভিক্ষুগণ, যেহেতু অথাগত পূর্ব জন্মে, পূর্ব ভবে, পূর্ব-
নিবাসে মনুষ্যব্দপে জন্মগ্রহণ কবিয়া ক্রোধহীন ও শান্তচিত্ত ছিলেন, বহু
বাক্যেব বিষয়ীভূত হইলেও ক্ষোভ, কোপ, ঘ্বেষ অথবা বিবোধেব বশবর্তী
হইতেন না, কোপ, ঘ্বেষ ও দৌর্ম্মনস্য প্রকাশ কবিতেন না, স্ফুট, স্ফুটিক্ত
ও মৃদু ক্ষৌম, কাপসি, কোষেয, ঔর্ণ আশ্রবণ ও আচ্ছাদন দান কবিতেন, সেই-
হেতু তিনি সেই কর্ম্মেব ঐশ্ব্য হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন
কবিয়া এই মহাপদব্দ লক্ষণ প্রাপ্ত হন—সুবর্ণ বর্ণ ও কাণ্ডন সন্নিভ স্বক
বিশিষ্ট হন।

২৯। তিনি ঐ লক্ষণ সমান্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে
চক্রবর্তী বাজা হন। বাজা হইয়া কি লাভ কবেন? তিনি স্ফুট স্ফুটিক্ত
ও মৃদু কাপসি, কোষেয ও ঔর্ণ আশ্রবণ ও আচ্ছাদন লাভ কবেন। বাজা
হইয়া তাঁহাব এই লাভ বুদ্ধ হইয়া কি লাভ কবেন? উক্ত সমুদয় দ্রব্য
তিনি লাভ কবেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহাব এই লাভ।’

ভগবান এইব্দপ কহিলেন।

৩০। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি ক্রোধ-হীন হইয়া বিবাজ কবিতেন এবং সূক্ষ্ম
সূচিক্ৰণ বস্ত্রাদি দান কবিতেন। পৃথিবীতে দেবের
বর্ষণের ন্যায় পূর্বে জন্মে তিনি দান কবিয়াছিলেন,
ঐ কর্ম কবিয়া এইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া সূক্ষ্মতর
ফল স্বরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এইস্থানে তিনি
কনকতুল্যদেহবিশিষ্ট হইয়া সূবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের ন্যায়
অবস্থান করেন। যদি তিনি প্রজ্যা ইচ্ছা না কবিয়া
গৃহবাসী হন, তাহা হইলে বিশাল পৃথিবী সর্বক্ৰমে
শাসন করেন, বিপুল, সূক্ষ্ম, সূচিক্ৰণ মহাঘর্ষ বসনাদি
লাভ করেন। যদি তিনি গৃহহীন জীবন আগ্রহ
করেন, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন-আবরণ বস্ত্রাদি
প্রাপ্ত হন,
বিজয়ী হইয়া পূর্বকৃত কর্মের ফল প্রাপ্ত
হন, কৃতেব নাশ নাই।

৩১। ‘ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বে জন্মে, পূর্বে ভবে, পূর্বে-
নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ কবিয়া বহুকাল পূর্বে হত, চিব-প্রবাসী জাতি-
মিত্রসুহৃৎ-সখাগণকে পুনর্মিলিত কবিয়াছিলেন, মাতাকে পুত্রের সহিত, পুত্রকে
মাতার সহিত, পিতাকে পুত্রের সহিত, পুত্রকে পিতার সহিত, ভ্রাতাকে
ভ্রাতার সহিত, ভ্রাতাকে ভগ্নীকে সহিত, ভগ্নীকে ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত
কবিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন কবিয়া আনন্দ লাভ কবিয়াছিলেন,
সেইহেতু তিনি ঐ কর্মের ফলে...তিনি ঐ স্থান হইয়া চ্যুত হইয়া এই জগতে
আগমন কবিয়া এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন—কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয়
সম্পন্ন হন।

৩২। ‘তিনি ঐ লক্ষণ সম্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে
চক্রবর্তী রাজা হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি বহু-পুত্রবান
হন, তাহার সহস্রাধিক পুত্র হয়। সকলেই সুব, বীৰ, পবসেনামন্দনক্ষম।
রাজা হইয়া তাহার এই লাভ হয়...বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি
পুত্র লাভ করেন, তাহার সুব, বীৰ, পবসেনামন্দনক্ষম সহস্রাধিক পুত্র
(শিষ্য) হয়। বুদ্ধ হইয়া তাহার এই লাভ হয়।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন ।

৩৩ । এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

অতীতে পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি চিবন্ত
চিব প্রবাসী জ্ঞাতি-সন্তান-সখাগণকে
পুনর্মিলিত করিয়াছিলেন, তাহাদের
মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া আনন্দ লাভ
করিয়াছিলেন । তিনি ঐ কর্মের ফলে
স্বর্গে গমন পূর্বক সখ ও ক্রীড়া
বতি অনুভব করিয়াছিলেন । ঐ স্থান
লইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় এই পৃথিবীতে
জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি কৌশলবান
গৃহস্থিষ সম্পন্ন হইয়া থাকেন । তিনি
স্ব, স্বীয়, শত্রু-জয়ী, গৃহীত প্রীতিজনক,
প্রিয়বদ সহস্রাধিক পুত্র লাভ করেন ।
তিনি প্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার
অজ্ঞানবর্তী বহু পুত্র হয় । এইরূপে
গৃহীত হউন অথবা প্রজিত হউন,
ঐ লক্ষণ উক্ত মঙ্গলের দ্যোতক ।

। প্রথম ভাগবাব সমাপ্ত ।

২ । ১ । 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব জন্মে পূর্ব ভবে পূর্ব
নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জনসাধারণের হিতকামী ছিলেন,
তাহাদের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য জানিতেন, মানুষ বঝিতেন, তাঁহাদের মধ্যে
বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা বঝিতেন : "এই পূর্ব ইহাব যোগ্য, এই পূর্ব
উহাব যোগ্য," এবং এইরূপে মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতেন, সেই-
হেতু ঐ কর্মের ফলে ..তিনি ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে
আগমন করিয়া এই দুই মহাপুঙ্কলক্ষণ প্রাপ্ত হন—ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায়

অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন হন এবং দণ্ডাযমান অবস্থায়ই অবনত না হইয়া উভয় হস্ত-
তলদ্বাৰা জানুদেশ স্পর্শ ও মন্দনে সক্ষম হন ।

২। ‘ঐ সকল লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা
হইলে চক্রবর্তী বাজা হন...বাজা হইয়া কি লাভ কবেন ? তিনি আঢ্য, মহা-
ধনশালী, মহাভোগী প্রভূত স্বর্ণ বোপ্যেব অধিকারী, প্রভূত ধনধান্য সম্পন্ন
হন, তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে । বাজা হইয়া তিনি এই লাভ কবেন ..
বুদ্ধ হইয়া কি লাভ কবেন ? আঢ্য, প্রভূত ধন সম্পন্ন মহাভোগী হন । তিনি
এই সকল ধন লাভ কবেন যথা শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হ্রী-ধন, শ্রুতি-ধন.
উত্তপ্য-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন । বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ ।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন ।

৩। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি পূর্বে জনসাধারণের হিতকামী
হইয়া তুলনা বিচার ও চিন্তা করিয়া
“এই পুরুষ ইহাব যোগ্য” ইহা বুঝিয়া
সর্বস্থানে মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দর্শন
করিতেন ।

এক্ষণে তিনি দণ্ডাযমান অবস্থায়
অবনত না হইয়া হস্ত দ্বাৰা উভয় জানু
স্পর্শ কবেন, এবং অপবাপব সূকস্মের
ফলস্বরূপ মহীরূপেব ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠব
সম্পন্ন হইয়াছেন ।

বহুবিধ নিমিত্ত লক্ষণজ্ঞ নিপুণ ব্যক্তিগণ
ঘোষণা করিয়াছিলেন “অতি তবুণ
কুমার সর্বশ্রেণীর গৃহস্থের যোগ্য
ভোগ্য-বস্তু লাভ কবেন । তিনি রাজ্যে
উপযুক্ত এবং গৃহীগণের ভোগ্য বহুবিধ
বস্তু লাভ করেন ।”

৪। ‘যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বে জন্মে, পূর্বে ভবে পূর্বে
নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুজনের অর্থাকাঙ্ক্ষী, হিতাকাঙ্ক্ষী,

সুখাকাঙ্ক্ষী, নিষাপত্তাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন এবং কিব্দপে তাহাদের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়, শীল বর্দ্ধিত হয়, শ্রুত হয়, ত্যাগ-ধর্ম-প্রজ্ঞা-ধনধান্য-ক্ষেত্রবস্তু-দ্বিপদ-চতুষ্পদ-পুত্র-দাব-দাসকর্মকাব-পুত্র-জ্ঞাতি-মিত্র-বান্ধব বর্দ্ধিত হয় তাহা চিন্তা করিয়াছিলেন,—সেইহেতু তিনি সেই কর্মেব সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতাব জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন—ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই তিন মহাপুত্র লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—সিংহ-পুত্র-কাষ, উন্নত বক্ষঃ এবং সমবর্ত্ত স্কন্ধ ।

৫। তিনি ঐ লক্ষণসমূহ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন । রাজা হইয়া তিনি কি লাভ কবেন ? তাঁহাব কোন বস্তুবই হ্রাস হয় না , ধন-ধান্য, ক্ষেত্র-বস্তু, দ্বিপদ-চতুষ্পদ, পুত্র-দাব, দাস-কর্মকাব-পুত্র, জ্ঞাতি-মিত্র-বান্ধব প্রভৃতিব হ্রাস হয় না, কোন সম্পত্তিব হ্রাস হয় না । রাজা হইয়া তাঁহাব এই লাভ—বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন ? তাঁহাব কোন বস্তুবই হ্রাস হয় না ; শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, ইত্যাদিব হ্রাস হয় না, কোন সম্পত্তিব হ্রাস হয় না । বুদ্ধ হইয়া তাঁহাব এই লাভ হয় ।’

ভগবান এইব্দপ কহিলেন ।

৬। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, বুদ্ধি, ত্যাগ ইত্যাদি বহু কুশল ধর্ম ;

ধন-ধান্য-ক্ষেত্র-বস্তু, পুত্র-দাব, চতুষ্পদ ;

জ্ঞাতি মিত্র-বান্ধব, বল, বর্ণ ও সুখ—এই সমুদয়ে

কিব্দপে অপবের হ্রাস না হয় তিনি ইহাই ইচ্ছা

করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অর্থসমৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা

করিয়াছিলেন । তিনি পুত্র জন্মেব সুকৃতি হেতু

সুসংস্থিত সিংহ-পুত্র-কাষ, সমবর্ত্ত-স্কন্ধ এবং

উন্নতবক্ষঃ হইয়াছেন এবং লক্ষণানুসাবে কোন

প্রকার হ্রাস তাঁহাকে স্পর্শ কবে না ।

গৃহী হইলে তাঁহাব ধন-ধান্য, পুত্র-দাব,

চতুষ্পদগণ বর্দ্ধিত হয়, অকিঞ্চন হইয়া

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তিনি অনন্তর
অক্ষয় বোধিপ্ৰাপ্ত হন ।

৭। 'যেহেতু, ভিক্ষুগত, তথাগত পূৰ্ব্ব জন্মে, পূৰ্ব্ব ভবে, পূৰ্ব্ব নিবাসে
মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হস্ত, প্রস্তর-খণ্ড, দণ্ড অথবা শস্ত্রের প্রযোগে
প্রাণীগণের প্রতি হিংসাচরণ করেন নাই, সেইহেতু তিনি ঐ কর্মের সম্পাদন,
সম্প্রদায়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সূর্য্যগতি সম্পন্ন
স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন—ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে
আগমন করিয়া তিনি এই মহাপদব্রত লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট
বুদ্ধিসম্পন্ন হন, তাঁহার বস-বাহিনী স্নায়ুগর্দল উদ্ধাগ্র হইয়া গ্রীবাদেশে জাত
এবং সমভাবে বিক্ষিপ্ত ।

৮। তিনি ঐ লক্ষণমণ্ডিত হইয়া গৃহবাসী হইলে রাজা চক্রবর্তী হন ।
রাজা হইয়া কি লাভ করেন ? তিনি নীবোগ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হন, পূর্ণাঙ্গ
নাতিশীতোষ্ণ গ্রহণীসম্পন্ন হন । রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়. বুদ্ধ
হইয়া কি লাভ করেন ? তিনি নীবোগ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হন, পূর্ণাঙ্গ নাতি-
শীতোষ্ণ গ্রহণী-সম্পন্ন হন, উদ্যোগ ও ধৈর্য্য সমভাবাপন্ন হন । বুদ্ধ হইয়া
তাঁহার এই লাভ ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন ।

৯। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি হস্ত, দণ্ড, প্রস্তর-খণ্ড, শস্ত্র, হত্যা-সাধন,
উৎপীড়ন অথবা তর্জ্জন দ্বারা প্রাণীগণের প্রতি
হিংসাচরণ করেন নাই, তিনি অহিংস ছিলেন ।
ঐ কাবণে তিনি সূর্য্যগতি প্রাপ্ত হইয়া
সুকর্ম্মপ্রসূত ফলোপভোগে আনন্দ লাভ
করেন ।

এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি
সুসংস্থিত বসবাহিনী স্নায়ু এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট
বুদ্ধিসম্পন্ন হন ।

তন্নিমিত্ত নিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কহিয়া-
ছিলেন : 'এই মনুষ্য বহু সুখের অধিকারী

হইবেন, তিনি গৃহীই হউন অথবা প্রব্র-
জিতই হউন, এই লক্ষণ ঐ সুখময়
অবস্থা সূচক ।’

১০। ‘যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত...পূৰ্ব্বকালে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ
কৰিষা বন্ধ, তিৰ্য্যক অথবা প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত কৰিতেন না, তিনি ঋজু ও
অকপট দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, উদাবচিতে প্রিয় চক্ষুৰ দ্বাৰা বহুজনের প্রতি
দৃষ্টিপাত কৰিতেন, সেইহেতু ঐ কৰ্ম্মৰ সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুল-
তাৰ জন্য তিনি মৰণান্তে দেহেৰ বিনাশে সুৰ্গতি প্ৰাপ্ত হইয়া স্বৰ্গে উপস্থিত
হইয়াছিলেন .তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন কৰিষা এই
দুই মহাপদব্ধ লক্ষণ প্ৰাপ্ত হন,—তিনি গাঢ় নীল নেত্র ও গো-পক্ষ্ম বিশিষ্ট
হন ।

১১। ‘তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা
হইলে চক্ৰবৰ্ত্তী বাজা হন। বাজা হইয়া কি লাভ কৰেন ? তিনি বহুজনের
প্ৰিয়দৰ্শন হন , ব্ৰাহ্মণ গৃহপতিগণেৰ, নিগম-জনপদবাসীগণেৰ, গণক-মহা-
মাত্ৰগণেৰ, বক্ষী ও দৌৰাবিকগণেৰ, অমাত্য ও পাৰিষদগণেৰ, ভোজবাজগণেৰ
এবং অভিজাতবংশীয় কুমাবগণেৰ প্ৰিয় ও আনন্দ-দায়ক হন । বাজা হইয়া
তাঁহাৰ এই লাভ বৃদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কৰেন ? বহুজনের প্ৰিয়দৰ্শন
হন , ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণেৰ, উপাসক ও উপাসিকাগণেৰ, দেব-মনুষ্য-অসুৰ-
নাগ-গন্ধৰ্ব্বগণেৰ প্ৰিয় ও আনন্দদায়ক হন । বৃদ্ধ হইয়া তাঁহাৰ এই লাভ
হয় ।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন ।

১২। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি বন্ধ, তিৰ্য্যক অথবা প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত কৰিতেন
না, তিনি ঋজু ও অকপট দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন,
উদাবচিতে প্রিয় চক্ষুৰ দ্বাৰা বহুজনের প্রতি দৃষ্টিপাত
কৰিতেন । ঐ কৰ্ম্মৰ ফলে তিনি স্বৰ্গে গমন
কৰিষা তথায আনন্দ অনুভব কৰিষাছিলেন,
এই জগতে আসিষা তিনি গোপক্ষ্ম ও গাঢ়নীল
নেত্র সমন্বিত ও সুদৰ্শন হন । দক্ষ, নিপুণ, সুক্ষ্ম

দৃষ্টিসম্পন্ন বহু লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ‘প্রিয়দর্শন’
 ব্দে অভিহিত করেন। গৃহী হইয়া তিনি প্রিয়দর্শন
 ও বহুজনের প্রিয় হন, যদি গৃহী না হইয়া তিনি
 শ্রমণ হন, তাহা হইলে বহুজনের শোকাপনোদন
 কবেন।

১৩। ‘যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত ..পদার্থে’ মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ
 করিয়া কুশলধর্মসমূহে বহুজনপ্রমুখ হইয়াছিলেন, কাষ, বাক্য ও মানসিক
 সদাচরণে, দান বিতরণে, শীল গ্রহণে, উপোসথ পালনে, মাতৃভক্তিতে, পিতৃ-
 ভক্তিতে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগেব প্রতি ভক্তিতে, কুলজ্যেষ্ঠগণেব প্রতি সম্মানে,
 অপরাপব কুশলধর্মের বহুজনের অগ্রণী হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ঐ
 কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে
 সুগতিব্দপ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন—তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া
 এই জগতে আগমন করিয়া এই মহাপদার্থ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি উষ্ণীষ-
 শীষ হন।

১৪। তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে
 রাজা চক্রবর্তী হন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? বহুজন তাঁহার
 অনুসরণ করে, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নিগম-জনপদবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ,
 বক্ষী ও দৌবারিকগণ, অমাত্য ও পারিষদগণ, ভোজবাজগণ এবং অভিজাত-
 বংশীয় কুমাবগণ তাঁহার অনুসরণ কবে। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়
 বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন? বহুজন তাঁহার অনুসরণ কবে, ভিক্ষু ও
 ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ- দেব-মনুষ্য-অসু-নাগ-গন্ধর্বগণ তাঁহার
 অনুসরণ কবে। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।’

ভগবান এইব্দপ কহিলেন।

১৫। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

ধর্মচর্যাভিবত হইয়া তিনি সদাচরণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন,
 তিনি বহুজনের সহচর ছিলেন, স্বর্গে গমন করিয়া
 তিনি পদ্যফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সদাচরণের
 ফলভোগ করিয়া এই জগতে আসিয়া তিনি

উষ্ণীষ-শীৰ্ষ হইয়াছেন, লক্ষণজগণ কহিয়াছিলেন,
 “এই পদ্বৰ্ষ বহুজনের অগ্রগামী হইবেন। ইহলোকে
 মানুষ্যেব ভোগ্য বস্তু সমূহ পদ্বৰ্ষেব ন্যায্য তাঁহাব নিকট
 আশ্রিত হইবে, যদি তিনি ভূমিপতি ক্ষত্রিয় হন,
 তাহা হইলে বহুজনের সেবা লাভ কৰিবেন। যদি
 তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবেন, তাহা হইলে ধৰ্ম্মেব
 জ্ঞানসম্পন্ন ও পাবদশী হন। বহুজন তাঁহাব শিক্ষাষ
 অনুরক্ত হইয়া তাঁহাব অনঙ্গামী হয়।’

১৬। ‘যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত...পদ্বৰ্ষ মনুষ্যবদে জন্ম গ্রহণ
 কৰিয়া মৃষাবাদ পৰিহাৰ পদ্বৰ্ষক উহা হইতে বিবত ছিলেন, সত্যবাদী,
 সত্যাপ্রণী, নিৰ্ভবযোগ্য, প্রত্যয়যোগ্য, অবিসংবাদী ছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ
 ধৰ্ম্মেব সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতাৰ জন্য ঐশ্বৰ্য্য হইতে চ্যুত
 হইয়া এই জগতে আগমন কৰিয়া এই দুই মহাপদ্বৰ্ষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি
 এক-এক লোমবিশিষ্ট হন, তাঁহাব ভ্ৰূয়ঙ্গ মধ্যস্থ উৰ্গ শূল মৃদু তুলসন্নিভ
 হয়।

১৭। ‘তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে
 বাজা চক্ৰবৰ্ত্তী হন। বাজা হইয়া কি লাভ কবেন? তিনি ব্রাহ্মণ-গৃহপতি,
 নিগম-জনপদবাসী, গণক মহামাত্র, বক্ষীবৰ্গ, দৌৰাবিক, অমাত্য, পাৰিষদ,
 ভোজবাজগণ এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় কুমাবগণ ইত্যাদি বহু অনুরূপ লাভ কবেন।
 বাজা হইয়া তাঁহাব এই লাভ বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন। তিনি
 ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুৰ-নাগ-গন্ধৰ্ব্ব
 ইত্যাদি বহু অনুরূপ লাভ কবেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহাব এই লাভ হয়।’

ভগবান এইবদপ কহিলেন।

১৮। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

পদ্বৰ্ষজন্মে তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, সর্বাশুংকবণে
 সবল বাক্য কহিতেন, অলীক বজ্জৰ্ণ কবিতেন,
 কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কবিতেন না, যাহা প্রকৃত,
 যাহা সত্য তাহাই কৰিয়া সকলকে তুষ্ট কবিতেন।
 তিনি ভ্ৰূয়ঙ্গ মধ্য-জাত শ্বেত শুশুম্ন মৃদু তুলসন্নিভ

উর্ণ বিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাব এক লোমকুল হইতে
 দুইটি লোম উদ্গত হয় নাই, তাঁহাব অঙ্গের প্রতি
 লোমকূপ হইতে মাত্র একটি লোম উদ্গত । বহু
 জন্মলক্ষণজ্ঞগণ আসিয়া কহিয়াছিলেন : বহুজন,
 সুসংস্থিত লোম ও উর্ণ বিশিষ্ট ঈদৃশ পুরুষের
 সেবানিবত হইবে । গৃহী হইলেও পুরুষকৃত কর্মের
 জন্য বহুজন তাঁহাব অনুবর্তী হইবে, যদি তিনি
 অকিঞ্চন, প্রব্রজিত, অনৃত্তব বুদ্ধ হন তাহা হইলেও
 বহুজন তাঁহাব অনুবর্তী হয় ।

১৯ । ‘যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পুরুষ জন্মে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ
 করিয়া পিশুন বাক্য পরিহার করিয়া উহা হইতে বিবত ছিলেন, এক স্থানে
 যাহা শ্রুত ভেদোৎপাদনের অভিপ্রায়ে তাহা অপব স্থানে প্রকাশ করিতেন না,
 যাহাবা ভিন্ন তাহাদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যাহাবা মিত্র তাহাদের
 মধ্যে মৈত্রীর উৎসাহদাতা, ঐক্য কাবক, ঐক্য প্রিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক
 বাক্যের কথনকাবী ছিলেন’, সেইহেতু তিনি ঐ কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়,
 বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন
 করিয়া এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি চত্বাবিংশৎ দন্ত ও অবিবব
 দন্ত বিশিষ্ট হন ।

২০ । ‘তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমান্বিত হইয়া যদি গৃহে বাস করেন, তাহা
 হইলে রাজা চক্রবর্তী হন । রাজা হইয়া কি লাভ করেন ? ‘তাঁহাব পারিষদবর্গ
 —ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নিগম-জনপদবাসীগণ, গণকমহামাত্রগণ, বক্ষীগণ,
 দৌবারিকগণ, সভাসদবর্গ, ভোজবাজগণ এবং অভিজাতবংশীয় কুমারগণ
 অভেদ্য হইয়া থাকেন । রাজা হইয়া তাঁহাব এই লাভ হয়...বুদ্ধ হইয়া তিনি
 কি লাভ করেন ? তাঁহাব অনুবর্তী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকা-
 গণ, দেব-গন্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্বগণ অভেদ্য হইয়া থাকেন । বুদ্ধ হইয়া
 তাঁহাব এই লাভ হয় ।

ভগবান এইরূপ কহিলেন ।

২১। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি মিগ্ৰভেদকাবী, ভেদপ্রবন্ধক, বিবাদোৎপাদক,
কলহ-প্রবন্ধক, অকৃত্য-কাবী, মিগ্ৰতানাশক দ্বন্দ্বাক্য
কহেন নাই। তিনি সম্বাদা অবিবাদবন্ধক, ভিন্নেব
মধ্যে ঐক্যোৎপাদক বাক্য কহিতেন। মৈত্রীসহগত
চিত্তে তিনি জনগণেব কলহ অপনোদন কবিয়া
আনন্দলাভ কবিতেন। ঐ কস্মেব ফলে স্বর্গে
গমন কবিয়া তিনি তথায় আনন্দলাভ কবিয়াছিলেন।
এই জগতে পুনবাগমন কবিয়া তিনি সুসংস্থিত
চত্বাবিংশৎ সম ও অবিবব দন্তবিশিষ্ট হন। তিনি
যদি ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলে ভূমিপতি হন এবং
তাঁহাব অনুচববর্গ অবিবোধী হয়। যদি তিনি
শ্রমণ হন, তাহা হইলে বিবজ ও বীতমল হন
এবং তাঁহাব অনুচববর্গ অনুগত ও অচল হইয়া
থাকে।

২২। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ পদ্বর্ষ মনুষ্যবদপে জন্ম গ্রহণ কবিয়া ককর্শ
বাক্য পবিহার পদ্বর্ষক উহা হইতে বিবত হইয়াছিলেন, যে বাক্য সদয়,
শ্রুতিসুখকব, প্রেমনীয়, হৃদয়গ্রাহী, বিনীত, বহুজনেব প্রীতিজনক ও মনোজ্ঞ
সেইবদপ বাক্য কহিতেন, সেইহেতু ঐ কস্মেব সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও
বিপুলতাব জন্য তিনি মবণাশ্তে দেহেব বিনাশে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া-
ছিলেন ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন পদ্বর্ষক তিনি এই
দুই মহাপদ্বর্ষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি দীর্ঘ জিহব এবং কববীকেব গধুব
স্বর্বাংশিষ্ট হন।

২৩। 'ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে
বাজা চক্রবর্তী হন। বাজা হইয়া কি লাভ কবেন? তাঁহাব বাক্য সম্বজনেব
নিকট অভিনন্দনীয় হয়, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগব-জনপদবাসীগণ, গণব-
মহামাত্রগণ, বক্ষী ও দৌবাবিবগণ, অমাত্য-পারিষদগণ, ভোজবাজগণ এবং
অভিজাতবংশীয় কুমাবগণ তাঁহাব বাক্য গ্রহণ কবেন। বাজা হইয়া তাঁহাব
এই লাভ হয় বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন? তাঁহাব বাক্য অভিনন্দনীয়

হর, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুর নাগ-
গন্ধৰ্বগণ তাঁহার বাক্য গ্রহণ করেন । বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয় ।’

ভগবান এইরূপ কহিলেন ।

২৪ । এই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :

তিনি তিব্ৎকাব-সূচক, কলহ-জনক, অনিষ্টকর,
পীড়াদায়ক, বহুজনের ক্রেশোৎপাদক, কঠোর,
পরুষ বাক্য কহিতেন না । তিনি মধুর, সুসংহিত,
মৃদু, চিত্তরঞ্জক, হৃদয়গ্রাহী, শ্রুতিসুখকর বাক্য
কহিতেন । তিনি সুবাক্য কথনের ফল অনুভব
কবিয়াছিলেন, স্বর্গে গমন পূর্বক পুণ্যফল প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । পবে তিনি এই জগতে আগমন
কবিয়া ব্রহ্মস্বর এবং বিপুল স্থূল জিহবাসম্পন্ন
হইয়াছেন, তাঁহার বাক্য সম্বন্ধেব অভিনন্দনীয় ।
গৃহী হইলে তাঁহার বাক্য সুফলপ্রদ হয়, যদি
তিনি প্রব্রজিত হন তাহা হইলে বহুজনের নিকট
কথিত তাঁহার বহু বাক্য, জনগণেব নিকট
আদবণীয় হয় ।

২৫ । ‘যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব জন্মে, পূর্ব ভবে, পূর্ব
নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ কবিয়া তুচ্ছ প্রলাপ পবিহার পূর্বক উহা
হইতে বিরত ছিলেন, তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী হইয়া
যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত, অর্থসংহিত, মূল্যবান বাক্য কহিতেন’,
সেইহেতু তিনি ঐ কস্মেব সম্পাদন, সঙ্ঘ, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য
মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি লাভ কবিয়া স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন...
ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন কবিয়া তিনি এই মহাপুরুষ
লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন—তিনি সিংহ হনু বিশিষ্ট হইয়াছেন ।

২৬ । ‘তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে

বাজা চক্রবর্তী হন। বাজা হইয়া কি লাভ কবেন? তিনি বিবুদ্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন মনুষ্য কর্তৃক অজেয় হন। বাজা হইয়া তাঁহাব এই লাভ হয়। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন? তিনি অভ্যন্তর অথবা বাহির বিবোধী শত্রুগণ কর্তৃক—বাগ, ঘেষ অথবা মোহ কর্তৃক—কিম্বা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মাৰ, ব্রহ্মা অথবা জগতের অপৰ কাহাবও কর্তৃক অজেয় হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহাব এই লাভ হয়।’

ভগবান এইরূপ কাহিলেন।

২৭। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি তুচ্ছ প্রলাপে বত হইতেন না, মূঢ়তা প্রকাশ
কবিতেন না, তিনি বাক্-সংযত ছিলেন, অহিতের
অপনোদন কবিতেন এবং বহুজনের হিত ও
সুখকর বাক্য কহিতেন। ঐরূপ কর্ম্ম কবিয়া
এই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া স্বর্গে গমন পূর্ব্বক
তিনি সুকর্মেব ফল লাভ কবিয়াছিলেন। ঐস্থান
হইতে চ্যুত হইয়া পুনৰাষ এই জগতে আগমন
কবিয়া সিংহ-হনুস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বাজা
হইয়া অপবাজেয় মনুজেন্দ্র নবাধিপ মহানুভব
হইয়া থাকেন এবং ত্রিদিবপদে দেববাজ ইন্দ্রের ন্যায
বিবাজ কবেন। গন্ধর্ব্ব-অসুৰ-শত্রু-বান্ধব-সুৰগণ
কর্তৃক তিনি পরাজিত হন না। উক্তরূপ পদবুধ
গৃহী হইলে পৃথিবীর দিক প্রতিদিক এবং বিদিকে
ঐরূপই হইয়া থাকেন।’

২৮। ‘যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্ব জন্মে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ
কবিয়া মিথ্যা জীবনোপায় পবিহাব পূর্ব্বক সম্যক আজীব দ্বাবা জীবকাজ্জর্ন
কবিতেন, তুলা, কংস ও মান সম্বন্ধিত প্রবণতা, উৎকোচ-বণ্টনা-শাঠ্যরূপ
বক্রগতি, এবং ছেদনবধ-বন্ধন-দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিবত
ছিলেন’ সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সপ্তয় তিনি ঐস্থান হইতে

চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন পূৰ্ব্বক এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন,—তিনি সমদন্ত ও শূলোজ্জ্বল শ্বাদন্ত বিশিষ্ট হইয়াছেন ।

২৯। ‘তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমান্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মবাজ, চতুর্ভুজবিজেতা, প্রজাবর্গের নিবাপত্তা-প্রাপ্ত, সপ্তবহু-সমান্বিত হন। এই সকল তাঁহার সপ্তবহু, যথা—চক্রবহু, হস্তীবহু, অশ্ববহু, গণিবহু, স্ত্রীবহু, গৃহপতিবহু এবং সপ্তম বহুস্বরূপ মন্ত্রীবহু। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র—সাহসী, বীৰোপম, শত্রুসেনামর্দন। তিনি সসাগবা, উর্ধ্বব, নিষ্কলুষ, নিষ্কণ্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, শান্তিপূর্ণ, মঙ্গলময় নিষ্কলঙ্ক বিশাল পৃথিবীকে বিনাদণ্ডে বিনাশস্ত্রে ধ্বংস দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। তিনি বাজা হইয়া কি লাভ করেন? তাঁহার পরিবাববর্গ শূদ্ধাচিত্ত হয়, তাঁহার পরিবাবভুক্ত ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগর-গ্রামবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, বক্ষীবর্গ ও দৌবারিকগণ, অমাত্য-পারিষদগণ, ভোজবাজগণ, অভিজাতবংশীর কুমারগণ শূদ্ধাচিত্ত হয়। বাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।

৩০। ‘যদি তিনি গৃহত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্যা-অবলম্বন করেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তাঁহার পরিবাববর্গ শূদ্ধাচিত্ত হয়, তাঁহার পরিবাবভুক্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব্বগণ শূদ্ধাচিত্ত হয়। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৩১। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

মিথ্যা জীবনোপায় পরিহারপূর্বক তিনি ন্যায, আচাৰ
ও ধর্মসঙ্গত বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। অহিতের
অপনোদন করিয়া তিনি বহুজনের হিত ও সুখ
সম্পাদনে নিবৃত্ত ছিলেন। নিপুণ, বিজ্ঞ, সৎপুরুষগণ
কর্তৃক প্রশংসিত কর্ম করিয়া ঐ পুরুষ স্বর্গে সুখময়
কল অনুভব করিয়াছিলেন, স্বর্গাধিপতিব ন্যায
বতি-ক্ৰীড়ানুযুক্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।
ঐশ্ব্য হইতে চ্যুত হইয়া গন্য জন্ম লাভ করিয়া

সুদক্ষ্মেব ফলস্বরূপ তিনি সমান, সুবিশুদ্ধ, সুশুদ্ধ
 দত্ত লাভ করিয়াছেন । বহুসংখ্যক সমাগত দৈবজ্ঞ
 শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণ কহিয়াছিলেন : 'এই পুৰুষেব
 পবিত্রাবগর্গ শুদ্ধাচিত্ত হইবে, তিনি বিহগপক্ষসন্নিভ
 সম্য-শুদ্ধ-শুদ্ধ-উজ্জ্বল দত্তবিশিষ্ট । বিশাল পৃথিবীর
 শাসনকর্তা বাজাবূপে তাঁহার বহুসংখ্যক পবিত্রাবগর্গ
 শুদ্ধাচ্যব সম্পন্ন হয় । তাহাবা বলপ্রয়োগে জনপদেব
 পীড়নে বিবত হইয়া সকলেব হিত ও সুখবিধায়ক
 হয় । যদি তিনি প্রজ্য গ্ৰহণ কবেন তাহা
 হইলে নিষ্পাপ, বিবজ্ঞ ও আবরণ মুক্ত হন, বেদনা
 ও শ্রান্তিহীন হইয়া তিনি ইহলোক ও পবলোকেব
 প্রতি দৃষ্টিপাত কবেন । তাঁহার উপদেশানুবর্তী
 বহু গৃহী ও প্রজিত অশুদ্ধ, বিগর্হিত, পাপেব
 বর্জিত কবেন । তিনি শুদ্ধিবেষ্টিত হইয়া থাকেন,
 মালিন্য, বিঘ্ন, অমঙ্গল বৃপ ক্লেশ বিনষ্ট কবেন ।

। লক্ষণ সূত্রান্ত সমাপ্ত ।

৩১। সিংগালোবাদ সূত্রান্ত ।

আমি এইব্দপ শ্রবণ করিয়াছি ।

১। এক সময়ে ভগবান বাজগৃহে বেন্দুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন । ঐ সময় সিংগালক নামক গৃহপতি-পুত্র প্রত্যুষে উত্থান করিয়া বাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আদ্রবস্ত্র, আদ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নিম্ন, উর্দ্ধ,—সর্বদিককে নমস্কার করিতেছিল ।

২। তখন ভগবান পূর্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর হস্তে বাজগৃহে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন । ঐ সময় পূজানিবত সিংগালককে দেখিয়া কহিলেন :

‘গৃহপতি-পুত্র ! তুমি কি নিমিত্ত প্রত্যুষে উঠিয়া বাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আদ্রবস্ত্র ও আদ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব ..সর্বদিককে নমস্কার করিতেছ ?’

‘ভস্তু, পিতা মৃত্যুকালে আমাকে কহিয়াছিলেন—“পুত্র, দিক্‌সমূহকে নমস্কার করিতে হইবে ।” সেই নিমিত্ত আমি পিতৃবাক্যের সৎকার, গুরুত্ব স্বীকার, সম্মান ও পূজাস্বরূপ প্রত্যুষে উঠিয়া বাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আদ্রবস্ত্র ও আদ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব .. সর্বদিককে নমস্কার করিতেছি ।’

‘গৃহপতি-পুত্র, এইব্দপে ছয়দিককে নমস্কার করিতে হয় না ।’

‘ভস্তু, তবে কিরূপে করিতে হয় ? আশ্চর্য বিনয়ানুসারে যেরূপে ছয়দিককে নমস্কার করিতে হয় তাহা ভগবান অনুরূপপূর্বক আমায় শিক্ষা দিন ।’

‘তাহা হইলে শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি ।’

“উত্তম, ভস্তু,” কহিয়া গৃহপতি-পুত্র সিংগালক ভগবানের নিকট সম্প্রতি জ্ঞাপন করিলেন । ভগবান এইব্দপ কহিলেন :

৩। ‘গৃহপতি-পুত্র, যখন আশ্চর্য-প্রাবকের চতুর্বিধ কস্মক্রেণ নষ্ট হয়, তিনি চতুর্বিধ স্থানে পাপকস্মে বিরত হন, ভোগহানিকর ষড়বিধ কারণে অনুরক্ত হন না, তখন তিনি উক্ত চতুর্দশবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ছয় দিক

আচ্ছাদিত কবেন, উভয় লোক জয় কবিবাব মাগে' প্রতিষ্ঠিত হন, ইহলোক ও পবলোক উভয় লোকেই প্রীতিকর হন। তিনি মৰণান্তে দেহেৰ বিনাশে স্বৰ্গে উপন্ন হন।

‘তাঁহাব কোন্ কোন্ চাৰি কৰ্ম্মক্ৰেশ নষ্ট হইয়া যায় ? গৃহপতি-পুত্ৰ।
প্ৰাণাতিপাত, অদন্তেৰ গ্ৰহণ, ব্যাভিচাৰ, মৃষাবাদ—তাঁহাব এই চাৰি কৰ্ম্মক্ৰেশ
বিনষ্ট হয়।

ভগবান এইবুপ কহিলেন।

৪। এইবুপ কহিয়া সুগত শাস্তা পুনৰাৰম্ভ কহিলেন :

‘প্ৰাণাতিপাত, অদন্তেৰ গ্ৰহণ, মৃষাবাদ, এবং
ব্যাভিচাৰ—এইসকল পণ্ডিতগণ কৰ্ত্তৃক
প্ৰশংসিত হয় না।’

৫। ‘কোন্ কোন্ চাৰিস্থানে পাপকৰ্ম্ম কবেন না ? ছন্দেৰ বশবৰ্ত্তী
হইয়া, দ্বেষ-মোহ-ভয়েৰ বশবৰ্ত্তী হইয়া মানুহ পাপকৰ্ম্ম কৰে। যেহেতু,
গৃহপতি পুত্ৰ, আৰ্য্যশ্ৰাবক ছন্দেৰ বশবৰ্ত্তী হন না, দ্বেষ-মোহ-ভয়েৰ বশবৰ্ত্তী
হন না, সেইহেতু এই চাৰিস্থানে তিনি পাপকৰ্ম্ম কবেন না।’

ভগবান এইবুপ কহিলেন।

৬। এইবুপ কহিয়া সুগত শাস্তা পুনৰাৰম্ভ কহিলেন :

‘ছন্দ, দ্বেষ, ভয় ও মোহেৰ বশবৰ্ত্তী হইয়া যে
ধৰ্ম্মকে লঙ্ঘন কৰে, কৃষ্ণপক্ষেৰ চন্দ্রেৰ ন্যায তাহাব
বশ ক্ষীণ হইয়া যায়। ঐ সকলেৰ বশবৰ্ত্তী হইয়া
যে ধৰ্ম্মকে লঙ্ঘন কৰে না, শূক্ৰপক্ষেৰ চন্দ্রেৰ
ন্যায তাহাব বশ পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত হয়।’

৭। ‘কোন্ কোন্ ষড়বিধ ভোগহানিকৰ কৰ্ম্মে লিপ্ত হন না ? গৃহপতি
পুত্ৰ, সুদা, মেবযাদি মদ্যপান ভোগহানিকৰ। অসময়ে পথে পথে
লমণানুৰক্তি ভোগহানিকৰ। নৃত্য-গীতাৰ্দিৰ অভিনয় দৰ্শনে আসক্তি
ভোগহানিকৰ। দ্যুতাসক্তি ভোগহানিকৰ। পাপমিত্ৰেৰ সংসৰ্গে অননুযুক্ত
হওয়া ভোগহানিকৰ। আলস্যপৰাষণতা ভোগহানিকৰ।

৮। ‘গৃহপতি পুত্ৰ, সুদা মেবযাদি মদ্য আসক্তি হইতে ছয় প্ৰকাৰ

অনিষ্টেব উৎপত্তি হয় : প্রত্যক্ষ ধননাশ, কলহ বৃদ্ধি, বিবিধ রোগেব উৎপত্তি, অশেষেব প্রচাব, উলঙ্গ, অবস্থা, বৃদ্ধিনাশ ।

৯। ‘গৃহপতি-পুত্র, অসময়ে পথে পথে ভ্রমণেব আনন্দরক্তি হইতে ছয় প্রকাব অনিষ্টকব ফল উৎপন্ন হয় : আপনার অসংবৃত্ত এবং অরক্ষিত অবস্থা, স্ত্রী-পুত্রগণেবও অসংবৃত্ত ও অরক্ষিত অবস্থা ; ধন সম্পত্তিবে অসংবৃত্ত এবং অরক্ষিত অবস্থা ; অবাঞ্ছনীয় স্থানে আপনাকে সন্দেহেব পাশে পবিণত কৰণ , মিথ্যা অপবাদেব বিষয়ীভূত হওয়া , বহুবিধ দ্বন্দ্বথেব সম্মুখীন হওয়া ।

১০। ‘নৃত্য-গীতাদির অভিনয় দর্শনে আসক্তি হইতে ছয় প্রকাব অনিষ্টেব উৎপত্তি হয় : “কোথায় নৃত্য, কোথায় গীত, কোথায় বাদ্য, কোথায় আখ্যান, কোথায় পাণিস্বব, কোথায় দামামা বাদ্য ?”

১১। ‘দ্যুতাসক্তিবে ছয় প্রকাব অনিষ্টকব ফল : জয়লাভে শত্রুতােব উৎপত্তি, পরাজিত হইলে অনুতাপ, সাক্ষাতে ধন নাশ, দ্যুতাসক্তেব বাক্য সভাস্থলে গৃহীত হয় না, মিত্র ও রাজকর্মচারীগণ কতৃক সে অবজ্ঞাত হয়, আবাহ-বিবাহে সে কাহারও প্রার্থিত নয়, কাৰণ জনসাধারণ মনে কবে দ্যুতাসক্ত স্ত্রীবে ভবণ পোষণে অক্ষম ।

১২। ‘পাপ-মিত্রেব সংসর্গেব ছয় প্রকাব অনিষ্টকব ফল : যাহাবা ধর্ষ, সুবাসন্ত, অভাবগ্রস্ত, বণ্ডক, শঠ, দুষ্ট, তাহাবাই মিত্র হয় । গৃহপতি-পুত্র, পাপমিত্র সংসর্গেব এই ছয় প্রকাব অনিষ্টকব ফল ।

১৩। ‘আলস্যপবাষণতােব ছয় প্রকাব অনিষ্টকব ফল : “অত্যন্ত শীত” এই ছলে কাজকর্ম করে না, “অত্যন্ত উষ্ণ” - “এখন অতি বিলম্ব হইয়া গিয়াছে” - “এখন অতিশয় সকাল” - “অত্যন্ত ক্ষুধান্ত হইয়াছি” “অত্যন্ত অধিক আহাব হইয়া গিয়াছে” - এই সকল ছলে কাজকর্ম কবে না । এইবদপ সম্বন্ধিষয়ে কতৃব্য পবাস্থতােব ফলে অনুৎপন্ন ভোগেব উৎপত্তি হয় না, উৎপন্ন ভোগ ক্ষীণ হইয়া যায় । গৃহপতি-পুত্র, আলস্যপবাষণতােব এই ছয় অনিষ্টকব ফল ।’

শান্তা এইবদপ কহিলেন ।

১৪। অতঃপব সুগত শান্তা পুনবাষ কহিলেন :

‘কেহ পান কালে সখা হয়, কেহ “মিত্র, মিত্র”

বদপে সম্বোধন কবে, কিন্তু যে প্রযোজনেব সময়ে

মিত্র হয় সেই সখা ।

সূৰ্য্যোদয়েৰ পৰেও নিদ্রাসক্তি, পৰদাৰ গমন,
বৈৰ-প্ৰসঙ্গ, অনিষ্ট-বতি, পাপ-মিগ্ৰ এবং হীন
স্বার্থপৰতা—এই ষড়বিধ কাৰণে মানুহেৰ ধ্বংস
সাধন হয় ।

যে মনুষ্য দুষ্টকে মিগ্ৰব্দেপে গ্ৰহণ কৰে, দুষ্টেৰ সংসৰ্গ
কৰে, পাপাচৰণে বত হয়, সে ইহলোক ও
পৰলোক উভয়লোক হইতেই দুঃখময় অবস্থায়
নিষ্কিপ্ত হয় ।

দ্যুত-ক্ৰীড়া ও নাৰী, মদ্য ও নৃত্য-গীত, দিবাশিৱা,
অকাল ভ্ৰমণ, পাপমিগ্ৰ ও হীন স্বার্থপৰতা—এই
ছয় কাৰণে প্ৰবুদ্ব বিনষ্ট হয় ।

সে অক্ষ-ক্ৰীড়ায় বত হয়, সুৰা পান কৰে, অপৰেৰ
প্ৰাণসম স্ত্ৰীতে গত হয়, জ্ঞানীৰ অনুসৰণে বিবত
হইয়া হীনেৰ অনুসৰণ কৰে এবং কৃষ্ণপক্ষৰ চন্দ্ৰেৰ
ন্যায় ক্ষীণ হইয়া যায় ।

সুৰাপান কৰিয়া, সুৰাসক্ত, নিৰ্ধন ও বিত্তহীন
হইয়া, পাপাচৰণ কৰিয়া সে অবিলম্বে ঋণব্দপ
অকুল সমুদ্ৰে নিমজ্জিত হয় ।

দিবাভাগে নিদ্রাশীল ও বাৰ্ণিকালে জাগৰণশীল
হইয়া, মত্ত ও সুৰাসক্ত গৃহবাসেৰ উপযুক্ত
হয় না ।

“অতি শীত, অতি উষ্ণ, আৰ সময় নাই”
এইব্দপ কৰিয়া কৰ্ত্তব্যচ্যুত হইয়া মানুহ ইষ্টলাভে
বঞ্চিত হয় । কিন্তু যে শীতোষ্ণকে তৃণাধিক
জ্ঞান কৰে না, প্ৰবুদ্বেৰ কৰ্ত্তব্য পালন কৰে, সে
সুখলাভে বঞ্চিত হয় না ।’

১৫। ‘গৃহপতি-পুত্ৰ, এই চাৰিজনকে মিত্ৰেৰ ছদ্মবেশে শত্ৰু বলিয়া
জানিবে :—পৰস্বাপহৰণকাৰী, বাক্-সম্বৰ্ণ, তোষাগোদকাৰী, হানিকৰ
কৰ্ম্মো সহায়ক ।

১৬। ‘চাৰি লক্ষণ দ্বাৰা মিত্ৰেৰ ছদ্মবেশে শত্ৰুব্দপ পৰস্বাপহৰণকাৰীকে

জানিতে পাবা যায় :—সে পবনহরণকাবী, অম্পেন পবনকর্তে অত্যধিক লাভ
কবিতে ইচ্ছা করে, ভবোৎপাদক কংগের কানক, সে স্বার্থসেবী। গৃহপতি
পুত্র, এই চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ পরস্বাপহরণকারীকে
জানিতে পাবা যায়।

১৭। চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ বাক্-সম্বন্ধকে
জানিতে পাবা যায় :—সে অতীতের উল্লেখ পূর্বক বন্ধুত্বের ছল করে^১,
ভবিষ্যতের উল্লেখ পূর্বক বন্ধুত্বের ছল করে ; নিবর্তক নাক্য কহিয়া অনগ্রহ
লাভের প্রয়াসী ; সাহায্যের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সে আপনান অসামর্থ্য
জ্ঞাপন করে^২। গৃহপতি-পুত্র, এই চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ
বাক্-সম্বন্ধকে জানিতে পাবা যায় :—

১৮। ‘চতুর্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ ভোষামোদকারীকে
জানিতে পাবা যায় : সে পাপকর্মেরও অনুমোদন করে, দণ্ড্যাগমনের ক্ষমতার
প্রতিকূল আচরণেরও অনুমোদন করে ; সে সম্মুখে প্রশংসা করিলে বিতৃ
পবোক্ষে নিন্দা করিলে। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের
ছদ্মবেশে শত্রুরূপ ভোষামোদকারীকে জানিতে পাবা যায়।

১৯। ‘চতুর্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ হানিকর কর্মের
সহায়ককে জানিতে পাবা যায় :—সে গদ্যাদি পানবাহে সহায় হয় ; সংখ্যান
অন্ধকারে পথে পথে ভ্রমণের সহায়ক হয় ; নাটকাদি প্রদর্শনীতে গমনে সহায়
হয়, দ্যুতকুণ্ডিাদি প্রমোদস্থানে সহায় হয়। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্বিধ
লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ সহায়ককে জানিতে পাবা যায়।

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২০। এইরূপ কহিয়া সুগত শাস্ত্রা পুনরায় কহিলেন :

যে মিত্র পরস্বাপহরণকাবী, যে মিত্র বাক্-সম্বন্ধ,
যে মিত্র ভোষামোদকাবী, যে মিত্র হানিকর

১। যথা—“তোমার জন্ম তুলু সংগ্রহ কবিয়া রাখা হইয়াছিল, আমবা
তোমার জন্ম পথে অপেক্ষা কবিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আসিলে না, এক্ষণে ঐ সকল
নষ্ট হইয়া গিয়াছে।”

২। যথা—“তোমার শকটের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমার শকটের
একখানি চক্র নাই” ইত্যাদি।

কন্মের সহায়ক, পণ্ডিত ব্যক্তি এই চাৰিজনকে
শত্ৰু জ্ঞান কৰিয়া ভয়-সঙ্কুল মাৰ্গেৰ ন্যায দ্বৰ
হইতে তাহাদিগকে বৰ্জ্জন কৰিবেন।

২১। 'গৃহপতি-পুত্ৰ, এই চাৰি প্ৰকাৰ মিত্ৰকে সন্মুখ বৰিষা জানিবে,
যিনি উপকাৰী তিনি সন্মুখ, যিনি সন্মুখ দ্বংথেৰ সমভাগী, যিনি হিত
প্ৰদৰ্শনকাৰী, যিনি দযাদ্ৰ—এই সকলকে সন্মুখ বৰিষা জানিবে।

২২। 'চতুৰ্বিধ ক্ষেত্ৰে উপকাৰী মিত্ৰকে সন্মুখ বৰিষা জানিবে, প্ৰমত্ত
হইলে তিনি বক্ষা কৰেন, প্ৰমত্তেৰ ধন সম্পত্তি বক্ষা কৰেন, ভয়াৰ্হেৰ শবণ
হন, কৰ্তব্যেৰ সম্পাদনে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থেৰ দ্বিগুণ তিনি দান কৰেন।
গৃহপতি-পুত্ৰ, এই চতুৰ্বিধ ক্ষেত্ৰে উপকাৰী মিত্ৰকে সন্মুখ বৰিষা জানিবে।

২৩। 'চতুৰ্বিধ স্থানে সন্মুখ দ্বংথেৰ সমভাগী মিত্ৰকে সন্মুখ বৰিষা
জানিবে, তিনি আপনাব যাহা গোপনীয় তাহা প্ৰকাশ কৰেন, মিত্ৰেৰ যাহা
গুপ্ত বিষয় তাহা তিনি উত্তমৰূপে গুপ্ত বাখেন, বিপদে পৰিত্যাগ কৰেন
না, মিত্ৰেৰ জন্য তিনি আত্মপ্ৰাণ পৰ্য্যন্ত উৎসৰ্গ কৰেন। গৃহপতি-পুত্ৰ, এই
চতুৰ্বিধ স্থানে সন্মুখ দ্বংথেৰ সমভাগী মিত্ৰকে সন্মুখ বৰিষা জানিবে।

২৪। 'চতুৰ্বিধ স্থানে হিত-প্ৰদৰ্শনকাৰী মিত্ৰকে সন্মুখ বৰিষা জানিবে :
তিনি পাপ হইতে সংযত কৰেন, কল্যাণে নিয়োজিত হইতে প্ৰবৃত্ত কৰেন,
যাহা অশ্ৰুত তাহা ব্যক্ত কৰেন, স্বৰ্গেৰ মাৰ্গ প্ৰদৰ্শন কৰেন। গৃহপতি-পুত্ৰ-
এই চতুৰ্বিধ স্থানে হিত-প্ৰদৰ্শনকাৰীকে সন্মুখ বৰিষা জানিবে।

২৫। 'চতুৰ্বিধ স্থানে দযাদ্ৰ মিত্ৰকে সন্মুখ বৰিষা জানিবে : মিত্ৰেৰ
অমঙ্গলে তিনি আনন্দিত হন না, মিত্ৰেৰ মঙ্গলে আনন্দ লাভ কৰেন, কেহ
মিত্ৰেৰ নিন্দা কৰিলে তিনি নিবাবণ কৰেন, প্ৰশংসা কৰিলে তিনি প্ৰশংসা
কৰেন। গৃহপতি-পুত্ৰ, এই চতুৰ্বিধ স্থানে দযাদ্ৰ মিত্ৰকে সন্মুখ বৰিষা
জানিবে।'

ভগবান এইৰূপ কহিলেন।

২৬। এইৰূপ কহিয়া সূৰ্য্যত শাস্তা পুনৰাষ কহিলেন :

যে মিত্ৰ উপকাৰী,

যিনি সন্মুখে ও দ্বংথে মিত্ৰ,

যে মিত্ৰ হিত প্ৰদৰ্শনকাৰী,

যে মিত্ৰ দযাদ্ৰ,

পণ্ডিত ব্যক্তি এই চাৰিজনকে
 মিত্র বদ্পে জ্ঞান কৰিয়া,
 ঔবস পুত্ৰেব সেবাবত মাতাব
 ন্যায় তাঁহাদেব সেবা কৰিবেন ।
 শীলসম্পন্ন পণ্ডিত নব
 জ্বলন্ত অগ্নিব ন্যায় দীপ্তিমান হন ।
 মধু সংগ্রহ-রত ভ্রাম্যমান
 ভ্রমবেব ন্যায় ধন্যহবণবতেব
 ভোগ সঞ্চিত হইয়া বাল্মিক-
 স্তুপেব ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।
 এইবদ্পে ভোগাহবণ কৰিয়া
 তিনি স্বকুলেব মঙ্গল স্ববদ্প হন ।
 তিনি স্বকীষ বিত্ত চাৰিভাগে
 বিভক্ত কৰিবেন, এবং এইবদ্পে
 জীবনেব সম্বৰ্ণবিধ কাম্য
 তাঁহাব লভ্য হইবে ।
 এক অংশ স্বয়ং ভোগ কৰিবেন,
 দুই অংশ কৰ্ম্মে প্রয়োগ কৰিবেন,
 চতুর্থ অংশ দ্বঃসমষের নিমিত্ত
 সঞ্চয় কৰিবেন ।

২৭। গৃহপতি-পুত্ৰ । আৰ্য্যশ্রাবক কি প্রকাৰে ছয় দিক আচ্ছাদনকাৰী
 হন ? এই ছয় বস্তুকে ছয় দিকবদ্পে জানিতে হইবে : মাতাপিতাকে পূৰ্ব্ব
 দিকবদ্পে জানিতে হইবে ; আচাৰ্য্যগণকে দক্ষিণ দিকবদ্পে জানিতে হইবে ;
 স্ত্রী-পুত্ৰগণকে পশ্চিম দিকবদ্পে, মিত্ৰাদিকে উত্তৰ দিকবদ্পে, দাস কৰ্ম্ম-
 কাবগণকে আধৌদিকবদ্পে এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে উদ্ধৈদিকবদ্পে জানিতে
 হইবে ।

২৮। ‘পুত্ৰ পণ্ড প্রকাৰে পূৰ্ব্ব দিকবদ্প মাতাপিতার সেবা কৰিবেন
 —“তাঁহাবা ভবণ পোষণ কৰিয়াছেন, অতএব তাঁহাদেব ভবণ পোষণ
 কৰিতে হইবে, তাঁহাদেব কৃত্য কৰিতে হইবে ; কুলবংশ রক্ষা কৰিতে
 হইবে, আমি উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমাকেও উহা প্রতিপাদন কৰিতে

হইবে, যাঁহাবা মৃত তাঁহাদের দক্ষিণা (শ্রাদ্ধাদি) দান করিতে হইবে।” এইরূপ পাঁচ প্রকারে সেবিত হইয়া মাতাপিতা পাঁচ প্রকারে পুত্রকে অনুকম্পা করেন—পাপ হইতে বক্ষা করেন, কল্যাণে নিয়োজিত করেন, শিল্প শিক্ষা দেন, যোগ্য স্ত্রীর সহিত বিবাহ দেন, যথাসময়ে উত্তরাধিকার দেন। গৃহপতি-পুত্র। এই পাঁচ প্রকারে পুত্র দিকবৃন্দ মাতাপিতা পুত্র কর্তৃক সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে পুত্রকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে পুত্রদিক বক্ষিত হয়, শান্তিপূর্ণ হয়, ভয়হীন হয়।

২৯। ‘গৃহপতি পুত্র।’ শিষ্য পাঁচ প্রকারে দক্ষিণ দিকবৃন্দ আচার্য্যগণের সেবা করিবেন—তৎপবতা, সেবা, শৃঙ্গার, পবিচর্যা দ্বারা এবং সম্মানে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করিষা। এই পাঁচ প্রকারে সেবিত হইয়া আচার্য্যগণ পাঁচ প্রকারে শিষ্যকে অনুকম্পা করেন—তাঁহাবা শিষ্যকে সুবিনীত করেন, উত্তমরূপে শিক্ষা দেন, সর্ববিদ্যা শিক্ষা দেন, মিত্র সহায়কবর্গের নিষ্পাচন করিষা দেন, সর্বদিক বক্ষা করেন। গৃহপতি পুত্র। এই পাঁচ প্রকারে দক্ষিণ দিকবৃন্দ আচার্য্যগণ শিষ্য কর্তৃক সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে শিষ্যকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে দক্ষিণ দিক সুবক্ষিত, শান্তিপূর্ণ এবং ভয়হীন হয়।

৩০। ‘গৃহপতি-পুত্র।’ পাঁচ প্রকারে স্বামী পশ্চিম দিকবৃন্দ ভাষ্যাব সেবা করিবেন—সম্মানের দ্বারা, অবজ্ঞা বর্জন দ্বারা, অবিচলিত আনুৰক্তিব দ্বারা, ঐশ্বর্য্য প্রদানের দ্বারা, অলঙ্কার প্রদানের দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে পত্নী স্বামীর প্রতি অনুকম্পা করেন—গৃহকর্ম তৎকর্তৃক সুসম্পাদিত হয়, পবিজনবর্গ উত্তমরূপে প্রতিপালিত হয় তিনি ব্যভিচারিণী হন না, ধন সম্পত্তি বক্ষা করেন, তিনি দক্ষ এবং সর্বকার্য্যে আলস্যহীন হন। এই পাঁচ প্রকারে স্বামী কর্তৃক পশ্চিম দিকবৃন্দ ভাষ্যাব সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে স্বামীকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে পশ্চিমদিক সুবক্ষিত, শান্তিপূর্ণ এবং ভয়হীন হয়।

৩১। ‘গৃহপতি-পুত্র।’ পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র উত্তর দিকবৃন্দ মিত্র সহায়কবর্গের সেবা করিবেন—দান, প্রিয় বাক্য, অর্থচর্যা, সমানাত্মতা এবং অবিসংবাদিতা দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া তাঁহাবা পাঁচ প্রকারে কুলপুত্রের প্রতি অনুকম্পা করেন—প্রমত্ত হইলে বক্ষা করেন, তাঁহাব ধন সম্পত্তি বক্ষা করেন, ভীত হইলে তাঁহাব আশ্রয়স্থল হন, বিপদে পবিত্যাগ

করেন না, তাঁহার পরিবাববর্গের অপব সকলেবও সম্মান বক্ষা করেন। এই পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র কর্তৃক উত্তর দিকব্দপ মিত্র সহায়কবর্গ সেবিত হইয়া পাঁচপ্রকারে তাঁহার প্রতি অনুরূপ কবেন। এইব্দপে উত্তর দিক সুবক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন হয়।

৩২। ‘গৃহপতি-পুত্র! সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র পাঁচ প্রকারে অধোদিব্দপ দাস কর্মকারগণেব সেবা করিবেন—বলান্দ্রুপ কর্মের বিধান করিয়া, আহার ও বেতন প্রদানের দ্বারা, অসুস্থতায় সেবা করিয়া, উৎকৃষ্ট ভোজনেব অংশ প্রদান করিয়া, যথাসময়ে কর্ম হইতে অবকাশ প্রদান দ্বারা। এইব্দপে সেবিত হইয়া দাস কর্মকারগণ পাঁচ প্রকারে প্রভুর প্রতি অনুরূপ কবে—তাহাবা প্রত্যবে প্রভুর পদ্বর্ষে শয্যা ত্যাগ কবে, স্বর্ষপশ্চাতে শয়ন করে, বদান্য হয়, উত্তম-রূপে কর্ম সম্পাদন করে, প্রভুর কীর্ত্তি ও প্রশংসা ঘোষণা করে। এই পাঁচ প্রকারে সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র কর্তৃক দাস কর্মকারগণ সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে তাঁহার সেবা কবে। এইব্দপে অধোদিক সুবক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন হয়।

৩৩। ‘পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র উর্দ্ধদিকরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণেব সেবা করিবেন—মৈত্রীভাবযুক্ত কার্যকর্মের দ্বারা, মৈত্রীভাবযুক্ত বাচিক কর্মের দ্বারা, মৈত্রীভাবযুক্ত মানসিক কর্মের দ্বারা, অবাবিত দ্বাব হইয়া খাদ্য ভোজ্যাদি প্রদানেব দ্বারা। এইব্দপে সেবিত হইয়া তাঁহাবা ছয় প্রকারে কুলপুত্রেব প্রতি অনুরূপ কবেন—পাপ হইতে বক্ষা করেন, কল্যাণে নিযোজিত করেন, কল্যাণকামী হইয়া অনুরূপ কবেন, অলব্ধ বিদ্যা দান করেন, লব্ধ বিদ্যা পবিমার্জিত করেন, স্বর্গেব মার্গ প্রদর্শন করেন। এই পাঁচ প্রকারে সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র কর্তৃক উর্দ্ধদিকরূপ শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সেবিত হইয়া ছয় প্রকারে কুলপুত্রেব অনুরূপ কবেন। এইব্দপে উর্দ্ধদিক সুবক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন হয়।’

ভগবান এইব্দপ করিলেন।

৩৪। এইব্দপ করিয়া সুগত শান্তা পুনবাব করিলেন :

‘মাতাপিতা পদ্বর্ষদিক, আচার্য্যগণ দক্ষিণ দিক,
স্ত্রী-পুত্র পশ্চিম দিক, জ্ঞাতি ও মিত্রগণ উত্তরদিক,
দাস কর্মকারগণ অধোদিক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ উর্দ্ধদিক,
গৃহী কুলের মঙ্গলার্থে এই সকল দিককে নমস্কার

কবিবেন । পণ্ডিত, শীলসম্পন্ন, বিনয়ী, এইব্দপ
 পূজানিবত, নিবহ্কাবী, নম্র যশ লাভ কবেন ।
 উৎসাহসম্পন্ন, অনলস, বিপদে ধৈর্য্যসম্পন্ন, নিদ্দেশ্য
 এবং মেধাবী পদব্দ যশ লাভ করেন । যিনি জনপ্রিয়,
 মিত্র-সংগ্রাহক, বদান্য, বীত-মাৎশর্য্য, নেতা, বিনেতা,
 শাস্তি-প্রতিষ্ঠাতা, তিনি যশ লাভ কবেন । দান,
 প্রিবাক্য, অর্থচর্যা, সর্বগ্র, সর্বভূতে যথার্থ
 সমানাত্মতা—এই সকলের কাবণেই, কীলক য়েব্দপ
 বথচক্রেব আবর্তন সম্পাদন কবে, সেইব্দপ জগতও
 চলিতেছে । যদি এইসকল না থাকিত, তাহা
 হইলে মাতা পদ্রেব নিকট সম্মান ও পূজা পাইতেন
 না, পিতাও পদ্রেব নিকট তাহা পাইতেন না ।
 এই সকলের মূল্য পণ্ডিতগণ যথার্থরূপে দর্শন কবিষা
 মহত্ত্ব প্রাপ্ত এবং প্রশংসনীয় হন ।’

৩৫ । এইব্দপ উক্ত হইলে গৃহপতি-পুত্র সিংগালক ভগবানকে এইব্দপ
 কহিলেন :

‘অতি উত্তম, ভগ্নে, অতি উত্তম । য়েব্দপ উৎপাতিতেব পদনঃ প্রতিষ্ঠা
 হয়, লুন্ধায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথপ্রদর্শিত হয়, চক্ষুদ্ব্যনেব দেখিবাব
 নিমিত্ত অন্ধকাৰে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইব্দপ ভগবান অনেক প্রকাৰে ধর্ম্ম
 প্রকাশিত কবিষাছেন । আমি ভগবানেব, ধর্ম্মেব ও ভিক্ষুসঙ্ঘেব শরণ গ্রহণ
 কবিতেছি । ভগবান আজ হইতে জীবনেব অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে শরণাগত
 উপাসকব্দপে গ্রহণ কবুন ।’

। সিংগালোবাদ সূত্রান্ত সমাপ্ত ।

৩২। আটনাটিয় সূত্রান্ত ।

আমি এইব্দপ শ্রবণ করিযাছি ।

১। এক সময় ভগবান বাজগৃহে গৃধকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন ।
ঐ সময় চারি মহাবাজা সুবৃহৎ যক্ষ সেনা, গন্ধর্ব সেনা, কুম্ভাঙ্গ সেনা এবং
নাগ সেনা দ্বারা চতুর্দিকে বক্ষিদল, সেনা ব্যাহ এবং পবিত্রমণকাবী প্রহরী
স্থাপন করিয়া রাত্রি অবসানে অত্যুজ্জ্বল দেহপ্রভাষ সমগ্র গৃধকূট পর্বত
উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন
পূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন । কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি
প্রণত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ আপনাদের নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া,
কেহ কেহ মৌন হইয়া একপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিলেন ।

২। এইব্দপে উপবিষ্ট হইয়া মহাবাজ বৈশ্রবণ ভগবানকে কহিলেন :

‘ভস্তু, প্রখ্যাত যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ঐব্দপ
যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন ; মধ্যম শ্রেণীর যক্ষগণ আছেন
যাঁহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ঐব্দপ যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের
প্রতি প্রসন্ন ; নিম্ন শ্রেণীর যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন,
ঐব্দপ যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন । কিন্তু যাঁহারা
ভগবানে অপ্রসন্ন তাহাদের সংখ্যাই অধিক । কি কাৰণে ? ভগবান
প্রাণাতিপাত হইতে বিবর্তিত উপদেশ দেন , অদন্তের গ্রহণ হইতে, ব্যভিচার
হইতে, মৃষাবাদ হইতে, সুবাদি মদ্য হইতে বিবর্তিত উপদেশ দেন । ভস্তু,
যক্ষদিগের মধ্যে যাঁহারা ঐ সকল কৰ্ম্মে বিবর্তিত নহে তাহাদের সংখ্যাই অধিক ।
এইজন্যই ভগবানের উপদেশ তাহাদের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ । ভগবানের
শ্রাবকগণ আছেন যাঁহারা দূর অবশ্যে বনপ্রস্বে বাস করেন, যেখানে শব্দ নাই,
নির্ঘোষ নাই, যেখানে বিজ্ঞান বাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্য সমাগমবাহিত,
যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত’ । তথায প্রতিষ্ঠাবান যক্ষগণ বাস করেন
যাঁহারা ভগবানের এই উপদেশে শ্রদ্ধাহীন । যাহাতে তাহারা শ্রদ্ধাবান হয়
সেই নিমিত্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিবাপত্তা ও

বক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূৰীকৰণ ও স্বচ্ছন্দ বিহাবেৰ জন্য ভগবান
আটানাটিয় বক্ষা মন্ত্ৰেৰ ঘোষণা অনুমোদন কবুন ।

ভগবান মৌন দ্বাৰা সম্মতি জ্ঞাপন কৰিলেন ।

৩ । অনন্তৰ মহাবাজ বৈশ্ৰবণ ভগবানেৰ সম্মতি অবগত হইবা সেই সমৰ
এই আটানাটিয় বক্ষা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলেন :

চক্ষুজ্ঞান শ্ৰীমান

বিপস্‌সিকে নমস্কাৰ ।

সৰ্বভূতানুকম্পী

সিথিকেও নমস্কাৰ ।

স্নাতক তপস্বী

বেস্‌সভূকে নমস্কাৰ

মাবসেনা-প্ৰমদনকাৰী

ককুসন্ধকে নমস্কাৰ ।

পূৰ্ণব্ৰহ্মচৰ্য্য ব্ৰাহ্মণ

কোনাগমনকে নমস্কাৰ ।

সৰ্বৰূপে বিমুক্ত

কস্‌সপকে নমস্কাৰ ।

শাক্যপুত্ৰ শ্ৰীমান

অঙ্গীবসকে^১ নমস্কাৰ,

তিনি সৰ্বদুঃখমোচনকাৰী

ধৰ্ম্মেৰ উপদেশ দিবাছেন ।

যাঁহাৰা এই জগতে নিবৃত্ত,

যাঁহাৰা ষথার্থদৰ্শী,

তাঁহাৰা প্ৰিষবাদী, মহান ও প্ৰশান্ত ।

তাঁহাৰা দেব-মনুষ্যাগণেৰ হিতকামী

বিদ্যাচৰণসম্পন্ন, মহান,

প্ৰশান্ত গৌতমকে নমস্কাৰ কবেন ।

১ । গৌতম বুদ্ধকে উল্লেখ কৰা হইয়াছে । “অঙ্গীবস” শব্দ জ্যোতিষ
অধিবচন ।

৪। যে স্থান হইতে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্যের
উদয় হয়,
যাহাব উদয়ে শব্দবীণা নিবদ্ধ হয়, এবং যাহাব
উদয় 'দিবস' উক্ত হয়, সেইস্থানে এক গভীর
জলাশয়—জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে
উহা "জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র" কথিত হয়।
এই স্থান হইতে "উহা পদ্বীপ" এইরূপ জনগণ
কহিয়া থাকে। ঐ দিকের পালনকর্তা যশস্বী—
গন্ধর্বাধিপতি মহাবাজ ধৃতবাষ্ট্র, তিনি গন্ধর্বগণ
পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন। তাঁহাব
বহুপুত্র, সকলেই একই নামাবিশিষ্ট, এইরূপ শ্রুত হয়,
তাহাদের সংখ্যা একনবতি, তাহাবা মহাবলশালী
এবং ইন্দ্রনামধারী। তাঁহাবাও মহান প্রশান্ত
আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দ্রব হইতে তাঁহাকে
নমস্কার করেন। 'হে পদ্বীপ-শ্রেষ্ঠ! তোমাকে
নমস্কার, হে পদ্বীপোত্তম! তোমাকে নমস্কার, তুমি
আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,
অমরদ্যুগণও তোমাব বন্দনা করে।' আমবা ইহা
স্বর্বাদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ কহিতেছি,
"বিজয়ী গোতমের বন্দনা কর, আমবা বিজয়ী
গোতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরনসম্পন্ন বুদ্ধ
গোতমের বন্দনা করিতেছি।"

যে স্থানে যাহাবা প্রেত কথিত হয়, যাহাবা ক্রুব,
পৃষ্ঠমাংসখাদক, প্রাণহিংসাবত, রুদ্ধ, চোব ও
প্রবঞ্চক, তাহাবা বাস কবে, সেইস্থান এখান হইতে
"দক্ষিণ দিকে", জনগণ এইরূপ কহিয়া থাকে।
কুস্তুভগণের অধিপতি বিবুঢ় নামক যশস্বী মহারাজ
ঐ দিক পালন করেন, কুস্তুভগণ পরিবেষ্টিত
তিনি নৃত্যগীতে রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি

তাঁহাব একই নামধাবী বহুপুত্র, তাহাদেব সংখ্যা
 একনবতি, তাহাবা ইন্দ্রনামধাবী ও মহাবলসম্পন্ন ।
 তাঁহাবাও মহান প্রশান্ত আদিত্য-বন্ধু বন্ধকে
 দেখিয়া দ্রব হইতে তাঁহাকে নমস্কাব কবেন ।
 ‘হে পদ্বষশ্ৰেষ্ঠ । তোমাকে নমস্কাব, হে পদ্বষোত্তম ।
 তোমাকে নমস্কাব, তুমি আমাদেব প্রতি মঙ্গলমষ
 দৃষ্টি নিক্ষেপ কব, অমনুষ্যগণও তোমাব বন্দনা কবে ।’
 আমবা ইহা সৰ্বদা শ্রবণ কৰি, সেইহেতু এইব্দপ
 কহিতেছি, “বিজয়ী গোতমেব বন্দনা কব, আমবা
 বিজয়ী গোতমেব বন্দনা কবিতোছি, বিদ্যাচৰণ
 সম্পন্ন বন্ধু গোতমেব বন্দনা কবিতোছি ।”

৬ । ‘যে স্থানে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূৰ্য্যেব অন্তগমন
 হয়, যাহাব অন্তগমনে দিবসও নিবদ্ধ হয়, এবং
 বাত্ৰিৰ আবিৰ্ভাব হয়, সেইস্থানে এক গভীৰ
 জলাশয়—জল প্রবাহেব আধাব সমুদ্র । এইব্দপে
 উহা “জল প্রবাহেব আধাব সমুদ্র” কথিত হয় ।
 এইস্থান হইতে “উহা পশ্চিম দিক” এইব্দপ জনগণ
 কহিয়া থাকে । ঐ দিকেব পালনকর্তা যশস্বী
 নাগাধিপতি মহাবাজ বিব্দপাক্ষ, তিনি নাগগণ
 কৰ্ত্তৃক পৰিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে বত থাকেন ।
 আমি শূনিযাছি তাঁহাব একই নামধাবী বহুপুত্র,
 তাহাদেব সংখ্যা একনবতি, তাহাবা ইন্দ্রনামধাবী
 ও মহাবল সম্পন্ন । তাঁহাবাও মহান, প্রশান্ত
 আদিত্য-বন্ধু বন্ধকে দেখিয়া দ্রব হইতে তাঁহাকে
 নমস্কাব কবেন । ‘হে পদ্বষশ্ৰেষ্ঠ । তোমাকে
 নমস্কাব, হে পদ্বষোত্তম । তোমাকে নমস্কাব,
 তুমি আমাদেব প্রতি মঙ্গলমষ দৃষ্টি নিক্ষেপ কব,
 অমনুষ্যগণও তোমাব বন্দনা কবে ।’
 আমবা ইহা সৰ্বদা শ্রবণ কৰি, সেইহেতু এইব্দপ

কহিতেছি, “বিজয়ী গোতমেব বন্দনা কর,
আমবা বিজয়ী গোতমের বন্দনা করিতেছি,
বিদ্যাচরণ সম্পন্ন বুদ্ধ গোতমেব বন্দনা
করিতেছি।”

- ৭। ‘যে স্থানে বমণীয় উক্তব কুব্ধ এবং সদ্দর্শন সদ্মেবদ্
পৰ্বত সেইস্থানে মনুষ্যগণ বাস কবে যাহারা
নিঃস্বার্থ এবং ‘আমাব’ কহিয়া নাৰীতে স্বত্ব
স্থাপনে বিবত।

তাহাবা বীজ বপন কবে না, হলকর্ষণও কবে না,
স্বয়ংজাত সালি আহাৰ কবে। তাহাবা কণহীন,
তুষহীন, শূদ্ধ, স্দুগন্ধ তদ্ভুল উখাতাপে সিদ্ধ কবিয়া
আহাব কবে। তাহাবা গাভীকে একোপষুক্ত
যানে পবিগত করিয়া উহাতে আবোহণ পদ্বৰ্ক
দিকে দিকে ভ্রমণ কবে, পশুদলকেও ঐবদপে
চালিত কবিয়া স্থান হইতে স্থানান্তবে গমন কবে,
স্ত্রী, পুৰুষ, কুমাবী ও কুমাবগণ ঐবদপ যানযোগে
গমনাগমন কবে, স্বৰীষ যানে আবোহণ কবিয়া
তাহাবা বাজসেবাষ সৰ্ব্বদিকে ভ্রমণ কবে। যশস্বী
মহারাজেব নিমিত্ত হস্তীযান, অশ্বযান, দিব্য যান,
প্রাসাদ ও শিবিকাসমূহ বস্কিত।

আটানাটা, কুসিনাটা, পবকুসিনাটা, নাটপদবিষা,
পবকুসিতনাটা নামক তাঁহাব নগরসমূহ অন্তবীক্ষে
সদ্বনির্মিত। উক্তবে কপীবস্তু, জনোঘ, নবনবতিষ
এবং অম্বব-অম্বববতিষ নামক অপবাপব নগব এবং
রাজধানী আলকমন্দা। আযদ্ভান! মহাবাজ
কুবেবেব বিষাণা নামক রাজধানী। তম্ভন্য
মহারাজ কুবেব ‘বেস্-সবণ’ (বৈশ্রবণ), উক্ত হন।
যাঁহাবা তাঁহাব বাজবার্তা বহন পদ্বৰ্ক উহাব
ঘোষণা করেন তাঁহাদেব নাম ততোলা, তত্তলা,

ততোতলা, ওজসি, তেজসি, ততোজসি, সুব,
 বাজা অবিষ্ট এবং নেমি । ঐস্থানে ধবণী নামক
 জলাশয় হইতে মেঘেব উৎপত্তি হইয়া বর্ষণ হয়,
 বৃষ্টিপাত হয় । ঐ স্থানেব ভগলবতি নামক
 সভাষ যক্ষগণ পূজা কবেন । ঐস্থানে মধুব-
 ক্রৌঞ্চ-কোকিলাদিব মধুব কণ্ঠ-ধ্বনিত, নানা
 বিহঙ্গম সমাকুল, নিত্য ফলবান বৃক্ষবাজী বিদ্যমান ।
 ঐ স্থানে ‘জীব’ জীব’ পক্ষীব বব শ্রুত হয়,
 বনদেশ ওট্ঠব-চিত্তক-কুকুথক-পোক্ষব
 সাতকাদিব দ্বাবা কুজিত । এই স্থানে শব্দ
 ও সাবিকাব শব্দ শ্রুত হয়, দণ্ড-মানবক নামক পক্ষী
 দৃষ্ট হয়, সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বকালে কুবেব-নলিনী-শোভমান
 হয় । এই স্থান হইতে “উহা উত্তব দিক”
 এইব্দপ জনগণ কহিয়া থাকে । ঐ দিকেব
 পালনকর্তা যশস্বী যক্ষাধিপতি মহাবাজ কুবেব,
 তিনি যক্ষগণ কৰ্ত্তৃক পৰিবৰ্ষিত হইয়া নৃত্যগীতে
 বত থাকেন । আগি শানিয়াছি তাঁহাব একই
 নামধাবী বহু পুত্র, তাঁহাদেব সংখ্যা একনবতি,
 তাঁহাবা ইন্দ্র নামধাবী ও মহাবলসম্পন্ন । তাঁহাবাও
 মহান, প্রশান্ত, আদিত্য-বন্ধু বৃদ্ধকে দেখিয়া দ্রব
 হইতে তাঁহাকে নমস্কাব কবেন । ‘হে পদ্বদ্বশ্রেষ্ঠ ।
 তোমাকে নমস্কাব, হে পদ্বদ্বোত্তম । তোমাকে
 নমস্কাব, তুমি আমাদেব প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ
 কব, অমনুষ্যগণও তোমাব বন্দনা কবে ।’
 আমবা ইহা সৰ্ব্বদা শ্রবণ কৰি, সেইহেতু এইব্দপ
 কহিতেছি, “বিজয়ী গোতমেব বন্দনা কব, আমবা
 বিজয়ী গোতমেব বন্দনা কৰিতেছি, বিদ্যাচৰণ
 সম্পন্ন বৃদ্ধ-গোতমেব বন্দনা কৰিতেছি ।”

৮ । ‘ভস্বে । ইহাই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণেব
 নিৰাপত্তা ও বক্ষাব জন্য, তাহাদেব অনিষ্ট দূৰীকৰণ ও স্বচ্ছন্দ বিহানেব
 জন্য আটনাটিষ বক্ষামন্ত ।

‘ভন্তে, যে কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকা এই আটনাটি বক্ষামন্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিবেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদযন্তু করিবেন, তাহাকে যদি কোন অ-মনুষ্য—যক্ষ অথবা যক্ষিণী, যক্ষবৎস অথবা বৎসা, যক্ষ-পারিষদ অথবা যক্ষ-সেবক, গন্ধৰ্ব্ব অথবা গন্ধৰ্ব্বী...কুম্ভাণ্ড অথবা ...নাগ অথবা...প্রদুষ্ট চিত্তে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ করে, তাহা হইলে, ভন্তে, সেই অ-মনুষ্য মদীয় গ্রাম বা নগরে সৎকার অথবা সন্মান পাইবে না। ভন্তে, সেই অ-মনুষ্য আমার রাজধানী আলকমন্দাব বাসভূমি অথবা বাসগৃহ পাইবে না। যক্ষদিগের সভায় সে গমন করিতে পাইবে না। সে আবাহের নিমিত্ত কন্যা পাইবে না এবং বিবাহের নিমিত্ত তাহার কন্যা কেহ গ্রহণ করিবে না। অধিকন্তু, ভন্তে, সে অ-মনুষ্যগণের নিকট প্রভূতরূপে উপহাসের পাত হইবে। অমনুষ্যগণ বিভ্রাজনের ন্যায় তাহার মস্তক বিপর্যস্ত করিবে, সপ্তধা বিদীর্ণ করিবে।

৯। ‘ভন্তে, কোন কোন অমনুষ্য আছে যাহারা চণ্ড, বৃদ্ধ, দুৰ্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের উদ্ধতন কৰ্ম্মচারীগণের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্তী নহে। তাহারা মহারাজগণের বিদ্রোহীরূপে জ্ঞাত। যেব্দপ মগধবাজের বাজ্যে যে সকল মহাচোব আছে, তাহারা মগধবাজের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের উদ্ধতন কৰ্ম্মচারীগণের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্তী নহে, যেব্দপ ঐ সকল মহাচোব মগধবাজের বিদ্রোহী কথিত হয়, সেইব্দপ অ-মনুষ্যগণ আছে যাহারা চণ্ড, বৃদ্ধ, দুৰ্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের উদ্ধতন কৰ্ম্মচারীদিগের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্তী নহে এবং মহারাজগণের বিদ্রোহী কথিত হয়। যদি কোন অ-মনুষ্য—যক্ষ অথবা যক্ষিণী... প্রদুষ্ট চিত্তে কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকাকে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহা-সেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাহাদের উদ্দেশে আন্তর্নাদ করিতে হইবে, উচ্চবে তাহাদিগকে কহিতে হইবে—“এই যক্ষ আমাকে ধৃত করিতেছে, এই যক্ষ অ্যামাকে আক্রমণ করিতেছে, এই যক্ষ আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আঘাত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে মর্দন্তি দিতেছে না।”

১০। ‘কোন্ কোন- যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে ?

ইন্দ্র, সোম, ববুগ,
ভাবদ্বাজ, প্রজাপতি,
চন্দন, কামসেট্ঠ,
কিন্দুঘাডু, নিঘাডু,
পণাদ, ওপমণ্ড্ৰে,
দেবসুত মাতলি,
গন্ধৰ্ব চিত্রসেন,
বাজা নদা, জনেষভ,
সাতাগিব, হেমবত,
পুষ্কক, কবতিষ, গুল,
সীবক, মূচলিন্দ,
বেস্ সামিত্ত, যদুগন্ধব
গোপাল, সুপ্পগেধ,
হিবী, নেত্তী, মন্দিষ,
পণ্ডাল-চন্ড আলবক,
পঞ্জদন, সুমন, সুমুখ,
দধিমুখ, মণি, মণিচব, দীঘ,
এই সকলেব সহিত দেবিস্ সক ।

‘এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে এইবুপে
উদ্দীপিত...কহিতে হইবে—“এই যক্ষ দিতেছে না।”

১১। ‘ভন্তে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণেব
নিবাপত্তা ও বক্ষাব জন্য, তাহাদেব অনিষ্ট দূৰীকৰণ ও সচ্ছন্দ বিহাবেব
জন্য ইহাই আটানাটিষ বক্ষামন্ত ।’

‘এক্ষণে, ভন্তে, আমবা বিদায় লইব, আমাদেব বহু কৃত্য, বহু কৰণীষ
আছে ।’

‘মহাবাজগণেব য়েবুপ অভিবুচি ।’

অনন্তব চাৰি মহাবাজা আসন হইতে উত্থান পূৰ্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন
ও প্রদক্ষিণ কৰিয়া সেইস্থানে অন্তৰ্ধান কৰিলেন । যক্ষগণেব মধ্যেও কেহ কেহ

আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ কবিয়া সেই-
স্থানেই অন্তর্দান করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের সহিত মধুব চিত্তরঞ্জক
বাক্যালাপান্তে সেইস্থানেই অন্তর্দান করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের দিকে
অঞ্জলি প্রণত কবিয়া সেইস্থানেই অন্তর্দান করিলেন, কেহ কেহ আপনাদেব
-নাম-গোত্র প্রকাশ কবিয়া, কেহ কেহ তুষ্ণীভাব অবলম্বন কবিয়া সেইস্থানেই
অন্তর্দান করিলেন ।

১২ । তদনন্তর ভগবান বাগ্রিব অবসানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

‘ভিক্ষুগণ ! বাগ্রিকালে চারি মহাবাজ বৃহৎ যক্ষ সেনাবাহিনী সহ

চক্ষুঃমান শ্রীমান

বিপস্‌সিকে নমস্কাব ।

সম্বভূতানকম্পী

সিথিকেও নমস্কাব ।

*

*

*

[পূর্ব্বের ন্যায]

‘ভন্তে, ইহাই আটানাটিষ বক্ষামন্ত অন্তর্দান করিলেন ।

১৩ । ‘ভিক্ষুগণ, আটানাটিষ বক্ষামন্ত শিক্ষা কব, সম্পূর্ণরূপে হৃদযন্ত
কব : এই মন্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিবাপত্তা
ও বক্ষাব জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহাবের জন্য
অর্থপূর্ণ ।

ভগবান এইবদপ করিলেন ।

। আটানাটিষ সূত্রান্ত সমাপ্ত ।

৩৩। সংগীতি সূত্রান্ত।

আমি এইৰূপ শ্রবণ কৰিযাছি।

১। ১। এক সময় ভগবান মল্লদিগেব দেশে ভ্রমণ কৰিতে কৰিতে পাঁচশত ভিক্ৰু সমান্বিত বৃহৎ ভিক্ৰুসম্ভেব সহিত মল্লদিগেব পাবা নামক নগৰে উপনীত হইয়া ঐস্থানে চুন্দ নামক কৰ্মকাৰেব আশ্রবনে অবস্থান কৰিতেছিলেন।

২। ঐ সময় পাবা-বাসী মল্লগণেব 'উব্ভটক'* নামক অচিৰনিৰ্মিত নতুন মন্ত্ৰাগাৰে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অথবা অপৰ কোন মনুষ্য বাস কৰে নাই। পাবাৰ মল্লগণ শুনিল—'ভগবান মল্লদেশে ভ্রমণ কৰিতে কৰিতে পাঁচশত ভিক্ৰু সমান্বিত বৃহৎ ভিক্ৰুসম্ভেব সহিত পাবাৰ উপনীত হইয়া তথায কৰ্মকাৰ চুন্দেব আশ্রবনে অবস্থান কৰিতেছেন। অনন্তৰ পাবাৰ মল্লগণ ভগবানেব নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূৰ্বক একপ্রান্তে উপবেশন কৰিল। তৎপৰে তাহারা ভগবানকে কহিল :

'ভণ্ডে, ঐস্থানে পাবা-বাসী মল্লদিগেব 'উব্ভটক' নামক অচিৰ নিৰ্মিত মন্ত্ৰাগাৰে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অথবা অপৰ কোন মনুষ্য বাস কৰে নাই। ভগবান ঐস্থান সৰ্বপ্রথম উপভোগ করুন। প্রথমেই ভগবান কৰ্তৃক অধিকৃত হইলে উহা পৰে মল্লদিগেব স্থায়ী সৰ্ব ও মঙ্গল বিধায়ক হইবে।'

ভগবান মৌনহুবা সন্মতি জ্ঞাপন কৰিলেন।

৩। অতঃপৰ মল্লগণ ভগবানেব সন্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূৰ্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ কৰিয়া মন্ত্ৰাগাৰে গমন-পূৰ্বক উহা সম্পূৰ্ণৰূপে আশ্রবণাচ্ছাদিত কৰিয়া আসনাদি নিৰ্দ্দিশ্ট কৰণান্তৰ তৈল প্রদীপ স্থাপনপূৰ্বক ভগবানেব নিকট গমন কৰিল। তাহাৰা ভগবানকে অভিবাদন পূৰ্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। পৰে তাহাৰা ভগবানকে কহিল :

'ভণ্ডে, মন্ত্ৰাগাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে আশ্রবণাচ্ছাদিত, আসনাদি নিৰ্দ্দিশ্ট, তৈল প্রদীপ স্থাপিত, এক্ষণে ভগবানেব য়েবুপ ইচ্ছা।'

* গৃহেব উচ্চতাব নিমিত্ত ঐ নাম হইয়াছিল।

৪। তখন ভগবান পবিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর হস্তে ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত মন্ত্রণাগৃহে গমন করিলেন। পাদ প্রক্ষালনান্তে কক্ষে প্রবেশ-পূর্ব্বক মধ্যস্থ শুভ্র আশ্রয় কবিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘও পাদ ধৌত কবিয়া কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক পশ্চিমদিকস্থ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। পাবাব মল্লগণও পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক কক্ষে প্রবেশ কবিয়া পূর্ব্বদিকস্থ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চিম মুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভগবান পাবার মল্লগণকে বহুবাহি পর্য্যন্ত ধর্ম্মকথা দ্বাৰা উপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত সম্প্রহৃষ্ট কবিলেন। পবে তিনি তাহাদিগকে ‘বাসেট্ঠগণ, বাহি অবসান, এক্ষণে তোমাদের যাহা ইচ্ছা’, এইকথা বলিয়া বিদায় দিলেন।

প্রত্যুত্তরে মল্লগণ ‘তথাস্তু’ কহিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

৫। মল্লগণের প্রস্থানের অল্পকাল পবে ভগবান নীরব ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সারিপুত্রকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন :

‘সারিপুত্র, ভিক্ষুসঙ্ঘ স্ত্যান-মিদ্ধ বহিত, তুমি ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হও, আমি পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভব কবিতোঁছি, আমি উহা প্রসারিত কবিব।’

উত্তরে সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন, ‘উত্তম, ভগ্নে’।

তৎপরে ভগবান সংঘাট চতুর্গুণ কবিয়া বিছাইয়া পাদোপরি পাদ রক্ষাপূর্ব্বক স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া মনে উত্থান-সংজ্ঞা বক্ষা কবিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহ-শয্যা আশ্রয় করিলেন।

৬। ঐ সময় নিগণ্ঠ নাথ-পুত্র সম্প্রতি পাবায় দেহ ত্যাগ কবিয়াছিলেন। তাঁহাব মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধা বিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পবম্পবকে মুখাস্ত্রদ্বাৰা আহত করিতেছিল—‘তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম্ম ও বিনয় জানিবে?—তুমি মিথ্যা দৃষ্টিব অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতোঁছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ—পূর্ব্ব কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্ব্ব কহিয়াছ—তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে—তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—স্বকীয় দৃষ্টি

পৰিশুদ্ধ কব, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুগ্ধ কব।^১ নাথ-পুত্ৰেব অনূচৰ নিগষ্ঠগণ যেন পবম্পবেব বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহাব শ্বেতাম্ববধাবী গৃহী শ্ৰাবকগণও নিগষ্ঠগণেব প্রতি উদাসীন হইয়াছিল, বিবস্ত হইয়াছিল, তাহাদেব বিবোধী হইয়াছিল, তাহাদেব ধৰ্ম্ম-বিনয়েব ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছিল, উহাব প্রচাব এতই অফলপ্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত কৰিতে এবং শাস্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ ও অপ্ৰতিশবণে পৰিণত হইয়াছিল।

৭। অতঃপৰ আষুজ্ঞান সাবিপুত্ৰ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন কৰিলেন : বন্ধুগণ, নিগষ্ঠ নাথ-পুত্ৰ সম্প্ৰতি পাবাষ দেহত্যাগ কৰিয়াছেন। তাঁহাব মৃত্যুতে নিগষ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া অপ্ৰতিশবণে পৰিণত হইয়াছে। ধৰ্ম্ম ও বিনয়েব সুব্যাখ্যাব অভাব উহাব নিষ্ফল প্রচাব, লক্ষ্যে চালিত কৰিতে এবং শাস্তি প্রদানে উহাব অক্ষমতা এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত না হওয়া—এই সকলই ইহাব কাৰণ। কিন্তু, বন্ধুগণ, আমাদিগেব ভগবান কৰ্ত্তৃক ধৰ্ম্ম স্বাখ্যাত, সুপ্রচাবিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত কৰিতে এবং শাস্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক ঘোষিত। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্ৰে উহাব সংগায়ন কৰিতে হইবে, বাহাতে এই ব্রহ্মচৰ্য্য ব্যাপক ও দীৰ্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনেব হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতেব প্রতি অনুকম্পা-কাৰক হয়, দেব ও মনুষ্যগণেব মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

ঐ ধৰ্ম্ম কি ?

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দৰ্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক এক ধৰ্ম্ম সম্যকৰূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে সাধক হয়।

৮। এক ধৰ্ম্ম কি ?

স্বৰ্ণপ্ৰাণী আহাবোপৰি স্থিত, সংস্কাৰোপৰি স্থিত। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দৰ্শন সম্পন্ন ভগবান কৰ্ত্তৃক এই 'এক ধৰ্ম্ম' সম্যকৰূপে আখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সাধক হয়।

১। প্রাসাদিক স্তূপান্ত, ১নং পদচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য।

৯। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অরহত ভগবান সম্যক সম্মুখ
কর্তৃক দুই-ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া
সবলে...সাধক হয়।

কোন্ কোন্ দুই-ধর্ম ?

- (১) নাম ও রূপ।
- (২) অবিদ্যা ও ভব-তৃষ্ণা।
- (৩) ভব দৃষ্টি ও বিভব-দৃষ্টি^১।
- (৪) অবিকিতা ও অবিম্ব্যাকারিতা।
- (৫) বিকিতা ও বিম্ব্যাকারিতা।
- (৬) স্বেচ্ছাবৃত্তা ও পাপ-সাহচর্য।
- (৭) কোমলতা ও সাধু সাহচর্য।
- (৮) আপত্তি^২ কুশলতা ও উহাব প্রতিরোধ কুশলতা।
- (৯) সমাপত্তি^৩ কুশলতা ও উহা হইতে পুনরুত্থান কুশলতা।
- (১০) ধাতুসমূহের সম্যক জ্ঞান এবং উহাতে অভির্নিবেশ।
- (১১) আযতনসমূহ এবং প্রতীত্য সমুৎপাদেব সম্যক জ্ঞান।
- (১২) স্থান-অস্থান কুশলতা।
- (১৩) ঋজুতা ও মৃদুতা।
- (১৪) ক্লান্তি ও কোমলতা।
- (১৫) মধুর বাক্য ও হৃদযগ্রাহী আচরণ।
- (১৬) কবুগা ও অন্তরের পবিত্রতা।
- (১৭) বিস্মৃতিশীলতা ও অনবধানতা।
- (১৮) স্মৃতি ও অবহিত দৃষ্টি।
- (১৯) অরঞ্জিত ইন্দ্রিয় ও মাগ্রাহীন ভোজন।
- (২০) বঞ্জিত ইন্দ্রিয় ও মিতাহাব।
- (২১) বিচাববুদ্ধি বল ও ভাবনা বল।
- (২২) স্মৃতিবল ও সমাধি-বল।
- (২৩) শমথ ও বিপশ্যনা।

১। শাখতবাদ ও উচ্ছেদবাদ।

২। সজ্জসম্বন্ধীয় অপবাদ। ৩। ধ্যানের অবস্থা বিশেষ।

- (২৪) শমথ-নিমিত্ত ও প্রগ্রহ-নিমিত্ত ।
- (২৫) প্রগ্রহ ও অবিক্লেপ ।
- (২৬) শীল-সম্পদা ও দৃষ্টি-সম্পদা ।
- (২৭) শীল-বিপত্তি ও দৃষ্টি-বিপত্তি ।
- (২৮) শীল-বিশুদ্ধি ও দৃষ্টি-বিশুদ্ধি ।
- (২৯) দৃষ্টি-বিশুদ্ধি ও যথাদৃষ্টি অনুরাযী প্রযাস ।
- (৩০) সংবেগ এবং সংবেজনীয় স্থানে সংবিগ্নেব আন্তরিক প্রযাস ।
- (৩১) কুশলধর্মের অসন্তুষ্টিতা ও প্রযাসেব প্রযোগে অধ্যবসায় ।
- (৩২) বিদ্যা ও বিমুক্তি ।
- (৩৩) ক্ষয়েব জ্ঞান ও পুনরাবির্ভাব নিবারণেব জ্ঞান ।

বন্ধুগণ, এই সকল দুই-ধর্ম জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অবহত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্তি না হইয়া সকলে সাধক হয় ।

১০ । বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অবহত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক গ্রন্থক ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্তি না হইয়া সকলে সাধক হয় । ঐ সকল কি কি ?

- (১) তিন অকুশল-মূল—লোভ, দ্বেষ ও মোহ ।
- (২) তিন কুশল-মূল—লোভহীনতা, দ্বেষহীনতা ও মোহ-হীনতা ।
- (৩) তিন দূর্চরিত—কায-দূর্চরিত, বাক্-দূর্চরিত, মন-দূর্চরিত ।
- (৪) তিন সূচরিত—কায-সূচরিত, বাক্-সূচরিত, মন-সূচরিত ।
- (৫) তিন অকুশল-বিতর্ক—কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক ।
- (৬) তিন কুশল-বিতর্ক—নৈশ্কাম্য বিতর্ক, অব্যাপাদ বিতর্ক, অবিহিংসা বিতর্ক ।
- (৭) তিন অকুশল সংকল্প—কাম সংকল্প, ব্যাপাদ সংকল্প, বিহিংসা সংকল্প ।
- (৮) তিন কুশল সংকল্প—নৈশ্কাম্য সংকল্প, অব্যাপাদ-সংকল্প, অবিহিংসা-সংকল্প ।
- (৯) তিন অকুশল সংজ্ঞা—কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা, বিহিংসা সংজ্ঞা ।

- (১০) তিন কুশল সংজ্ঞা—নৈশ্কাম্য সংজ্ঞা, অ-ব্যাপাদ, সংজ্ঞা, অবিহিংসা সংজ্ঞা ।
- (১১) তিন অকুশল ধাতু—কাম ধাতু, ব্যাপাদ ধাতু, বিহিংসা ধাতু ।
- (১২) তিন কুশল ধাতু—নৈশ্কাম্য ধাতু, অ-ব্যাপাদ ধাতু, অবিহিংসা ধাতু ।
- (১৩) অপব তিন ধাতু—কাম ধাতু, রূপ ধাতু, অবদপ ধাতু ।
- (১৪) অপব তিন ধাতু—রূপ ধাতু, অরূপ ধাতু, নিবোধ ধাতু^১ ।
- (১৫) অপব তিন ধাতু—হীন ধাতু, মধ্যম ধাতু, প্রণীত ধাতু ।
- (১৬) তিন তৃষ্ণা—কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বিভব-তৃষ্ণা ।
- (১৭) অপব তিন তৃষ্ণা—কাম তৃষ্ণা, বদপ-তৃষ্ণা, অবদপ-তৃষ্ণা ।
- (১৮) অপব তিন তৃষ্ণা—রূপ-তৃষ্ণা, অবদপ-তৃষ্ণা, নিবোধ-তৃষ্ণা^২ ।
- (১৯) তিন সংযোজন—সংকাস দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ ।
- (২০) তিন আসব—কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব ।
- (২১) তিন ভব—কাম-ভব, বদপ-ভব, অবদপ-ভব ।
- (২২) তিন এষণা—কামেষণা, ভবেষণা, ব্রহ্মচর্যেষণা ।
- (২৩) তিন অহমিকা—‘আমি শ্রেষ্ঠ’, ‘আমি সদৃশ’, ‘আমি হীন’ ।
- (২৪) তিন কাল—অতীত, অনাগত, বর্তমান ।
- (২৫) তিন অন্ত—সংকাস^৩, উহাব উৎপত্তি, উহাব নিরোধ ।
- (২৬) তিন বেদনা—সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা ।
- (২৭) তিন দুঃখতা (দুঃখময় অবস্থা)—দুঃখ (দুঃখ বেদনা), সংস্কার , (জন্ম, বান্ধক্য ও মৃত্যুব জ্ঞান), বিপরিণাম ।
- (২৮) তিন বাশি—কুকর্ষ বাশি যাহাব অপরিবর্তনীয় ফল অমঙ্গল ; সুকর্ষ বাশি যাহাব অপরিবর্তনীয় ফল মঙ্গল , অনিষত বাশি ।

১। নির্বাণ ।

২। এই স্থানে ‘নিবোধ’ উচ্ছেদ দৃষ্টির অর্থে কথিত হইয়াছে । ১৬-১৮ অনুচ্ছেদেই মন্য এই—কাম সম্পর্কে অস্তিত্বের সর্বপ্রকার সংস্কার, যাহা তৃষ্ণা কথিত হয়, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত, এবং যেহেতু সর্বতৃষ্ণা ইন্দ্রিয়স্পর্শী-বাসনা দ্বারা পবিব্যাপ্ত সেই হেতু অপব দুই তৃষ্ণা উহা হইতেই সিদ্ধ ।

৩। পঞ্চক্ক (নাম-রূপ) ।

- (২৯) তিন সংশয়—অতীত, অনাগত এবং বর্তমান সম্বন্ধে সংশয়, বিচিকিৎসা (বিহবলতা, কৰ্ত্তব্যাবধাবণে অসামৰ্থ্য), অসন্তুষ্টি ।
- (৩০) তথাগতেৰ তিন অবক্ষ্য^১—বন্ধুগণ, তথাগত পবিশুদ্ধ কাষসমাচাৰ সম্পন্ন, বাক্ সমাচাৰ সম্পন্ন, মনোসমাচাৰ সম্পন্ন ; তাঁহাৰ এমন কোন কাষ-দৃষ্টাবিত, বাক্-দৃষ্টাবিত, মনো-দৃষ্টাবিত নাই যাহা অপবেৰ নিকট গোপন কৰা প্ৰযোজন ।
- (৩১) তিন কিঞ্চন (মল)—বাগ, দেষ ও মোহ ।
- (৩২) তিন অগ্নি—বাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি ।
- (৩৩) অপৰ তিন অগ্নি—আহবণীয় অগ্নি, গাহ'পত্য অগ্নি, দক্ষিণেয্য অগ্নি^২ ।
- (৩৪) ত্ৰিবিধ ব্ৰূপ সংগ্ৰহ—সনিদৰ্শন-সপ্ৰতিষব্ৰূপ, অনিদৰ্শন-সপ্ৰতিষ ব্ৰূপ, অনিদৰ্শন-অপ্ৰতিষ ব্ৰূপ ।
- (৩৫) তিন সংস্কাৰ—প্ৰাণ্য-অভিসংস্কাৰ, অপ্ৰাণ্য অভিসংস্কাৰ, অবিজ্ঞোভ-অভিসংস্কাৰ^৩ ।
- (৩৬) তিন প্ৰদুগল (প্ৰব্ৰূষ)—শিক্ষার্থী, যাঁহাৰ শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, যিনি উভয় শ্ৰেণীৰ কোনটিবই অজ্ঞভূক্ত নহেন^৪ ।
- (৩৭) তিন থেব—জাতি-থেব^৫, ধৰ্ম্ম-থেব^৬, সম্মতি থেব^৭ ।
- (৩৮) তিন প্ৰাণ্য-ক্ৰিয়াবস্তু—দানময়, শীলময়, ভাবনাময় ।
- (৩৯) তিন প্ৰবৰ্ত্তনা-বস্তু—যাহা দৃষ্ট, যাহা শ্ৰুত, যাহা শৰ্কাৰ বিষয়ীভূত ।
- (৪০) কামলোকে ত্ৰিবিধ উৎপত্তি—বন্ধুগণ, সন্তুগণ আছে যাহাদেৰ কামনা উপস্থিত ভোগ্যবস্তুতে বদ্ধ, যথা কোন কোন মনুষ্য, কোন

১। যাহাভে অবহিত হওয়া নিপ্ৰযোজন ।

২। অৰ্থাৎ পিতামাতাৰ সেবা, সন্তান সন্ততি, স্ত্ৰী ও অধীনস্থগণেৰ সেবা, ধৰ্ম্মেৰ সেবা ।

৩। ইহা অৰূপ স্বৰ্গে পুনৰ্জন্মেৰ সংকল্পেৰ অধিৰচন ।

৪। অৰ্থাৎ পৃথগ্জন,সাধাৰণ মহুয়া ।

৫। বয়োবৃদ্ধ পুৰুষ । ৬। প্ৰতিষ্ঠাৱিত ভিক্ষু । ৭। যথাবীতি 'থেব পদে স্থাপিত ভিক্ষু ।

কোন দেব, কোন বিনিপাতিক। ইহাই কামলোকে প্রথম উৎপত্তি। বন্ধুগণ সন্তুগণ আছে যাহাবা ভোগেব সৃষ্টি করিষা উহার বশবর্তী হয়, যথা নিম্মণিবাতি দেবগণ। ইহাই কামলোকে দ্বিতীয় উৎপত্তি। বন্ধুগণ, সন্তুগণ আছে যাহারা পবসৃষ্ট ভোগ্যেব বশবর্তী হয়, যথা পবনিম্মিত বশবর্তী দেবগণ। ইহাই কামলোকে তৃতীয় উৎপত্তি।

(৪১) ত্রিবিধ সুখময় উৎপত্তি—বন্ধুগণ সন্তুগণ আছেন যাহারা (পূর্ব জন্মে) পুনঃপুনঃ সুখ উৎপাদন করিষা এক্ষণে সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা ব্রহ্মকায়িক দেবগণ। ইহাই প্রথম সুখময় উৎপত্তি। সন্তুগণ আছেন যাহারা সুখসিক্ত, সুখানুপ্রবিষ্ট, সুখপূর্ণ, সুখ-পরিব্যাপ্ত, তাহারা সময়ে সময়ে উদান উচ্চাবণ কবেন ‘অহো সুখ, অহো সুখ।’, যথা আভাস্বব দেবগণ। ইহাই দ্বিতীয় সুখময় উৎপত্তি। সন্তুগণ আছেন যাহারা সুখসিক্ত সুখ-পরিব্যাপ্ত, তাহারা পবম সন্তুষ্টিসহ প্রণীত সুখ অনুভব কবেন, যথা শূভ কুৎস্ন দেবগণ। ইহাই তৃতীয় সুখময় উৎপত্তি।

(৪২) তিন প্রজ্ঞা—শৈক্ষ্য প্রজ্ঞা, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা, নৈব শৈক্ষ্য-নাশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা।

(৪৩) অপব তিন প্রজ্ঞা—চিন্তাময়^১ প্রজ্ঞা, প্রমত্তময়^২ প্রজ্ঞা, ভাবনাময়^৩ প্রজ্ঞা।

(৪৪) তিন আয়ুধ—শ্রুত-আয়ুধ, প্রবিবেক-আয়ুধ, প্রজ্ঞা-আয়ুধ।

(৪৫) তিন ইন্দ্রিয়—অজ্ঞাতেব জ্ঞানলাভ-ইন্দ্রিয়, জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, পূর্ণজ্ঞান-ইন্দ্রিয়।

(৪৬) তিন চক্ষু—মাৎসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু।

(৪৭) তিন শিক্ষা—অধিশীল-শিক্ষা, অধিচিত্ত-শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা।

(৪৮) তিন ভাবনা—কাষ ভাবনা, চিন্ত ভাবনা, প্রজ্ঞা ভাবনা।

১। চিন্তা-প্রমত্ত। ২। অপবের নিকট হইতে লব্ধ। ৩। চিন্তের উৎকর্ষ সাধক।

- (৪৯) তিন অনন্তব—দর্শন-অনন্তব, প্রতিপদা-অনন্তব, বিমুক্তি-অনন্তব^১ ।
- (৫০) তিন সমাধি—সবিতক^২ সবিতাব-সমাধি, অবিতক^৩ বিচাব মাত্র-সমাধি, অবিতক^৪-অবিতাব সমাধি ।
- (৫১) অপব তিন সমাধি—শূন্যতা সমাধি^৫, অনিমিত্ত^৬ সমাধি-অপ্রাণিহিত^৭ সমাধি ।
- (৫২) ত্রিবিধ শৌচ—কাষ-শৌচ, বাক্-শৌচ, মন-শৌচ ।
- (৫৩) ত্রিবিধ মোনেষ^৮—কাষ-মোনেষ, বাক্-মোনেষ, মন-মোনেষ ।
- (৫৪) ত্রিবিধ কৌশল্য—আষ-কৌশল্য, অপাষ-কৌশল্য, উপাষ-কৌশল্য^৯ ।
- (৫৫) ত্রিবিধ মদ—আবোগ্য-মদ, যৌবন-মদ, জীবন-মদ ।
- (৫৬) তিন আধিপত্য—আত্মাধিপত্য^{১০}, লোকাধিপত্য^{১১}, ধর্ম্যাধিপত্য^{১২} ।
- (৫৭) তিন কথা-বস্তু—অতীত সম্বন্ধে কথা ‘অতীতে এইব্দপ হইয়াছিল’, অনাগত সম্বন্ধে কথা ‘ভবিষ্যতে এইব্দপ হইবে’, বর্তমান সম্বন্ধে কথা ‘বর্তমানে এইব্দপ হইয়াছে ।’
- (৫৮) তিন বিদ্যা—পূর্বেজন্মেব স্মৃতিব জ্ঞানব্দপ বিদ্যা, সত্ত্বগণেব চ্যুতি ও উৎপত্তিব জ্ঞানব্দপ বিদ্যা, আস্রবসমূহেব ক্ষয়েব জ্ঞানব্দপ বিদ্যা ।
- (৫৯) তিন বিহাব—দিব্য বিহাব^{১৩}, ব্রহ্ম বিহাব^{১৪}, আর্ষ বিহাব^{১৫} ।

-
- ১। এই তিনটিতে মার্গ, ফল এবং নির্বাণ উল্লিখিত হইয়াছে ।
- ২। যাহা বাগ, ঘেষ ও মোহ হইতে মুক্ত, বিশেষতঃ আত্মা হইতে মুক্ত ।
- ৩। নিগূর্ণ । ৪। বাসনা-মুক্ত ।
- ৫। মুনি ভাবজনক ধর্ম ।
- ৬। অগ্রগতি, পশ্চাদগতি, সাফল্য । ‘আষ, অপাষ, উপাষ’ তিনটি শব্দই ‘ই’ ধাতু (গমন কবা) হইতে নিপ্পন্ন । ‘অপাষ’ শব্দ সাধাবণতঃ সর্বপ্রকার দুর্গতিজনক পুনর্জন্মেব প্রতি প্রযুক্ত হয় ।
- ৭। আত্মনির্ভরতা, স্বাভাবিকতা । ৮। মানুষেব উপব পার্থিব বস্তুব প্রভাব ।
- ৯। ধর্ম্যেব শাসন ।
- ১০। অষ্ট সমাপত্তি লাভ । ১১। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাব অন্তর্ভুক্ত । ১২। মার্গিকল প্রাপ্তি ।

(৬০) তিন প্রাতিহার্য—ঋদ্ধি প্রাতিহার্য, আদেশনা'-প্রাতিহার্য, অনুরাসননী-প্রাতিহার্য ।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক এই সকল ব্রহ্মাঙ্ক ধর্ম সগ্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে... সাধক হয ।

১১। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক চারি ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্র হইয়া উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচার্য... ইত্যাদি...কোন চারিধর্ম ?

(১) চারিস্মৃতি প্রধান—বন্ধুগণ, ভিক্ষু উৎসাহপূর্ণ, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া, জগতে অভিধ্যা-দৌর্মর্নস্য দমন করিয়া, কাষে, কাষানুদর্শী হইয়া বিহার কবেন ; বেদনায . চিত্তে ধর্ম ধর্মনির্দেশী হইয়া বিহার কবেন ।

(২) চারি সম্যক প্রধান—বন্ধুগণ, ভিক্ষু যাহাতে অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন না হয়...যাহাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম প্রহীন হয় . যাহাতে অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয়—যাহাতে উৎপন্ন কুশলধর্ম সমূহ স্থায়ী হয়, বিশৃঙ্খল না হয়, বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়, বিস্তৃত হয়, বিকশিত হয়, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎপাদন কবেন, প্রয়াস ও বীৰ্য প্রয়োগ কবেন, সংকল্পবদ্ধ প্রযত্নেব সহিত চিত্তকে দৃঢ় কবেন ।

(৩) চারি ঋদ্ধি পাদ—বন্ধুগণ, ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি প্রধান-সংস্কার সমান্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা কবেন । চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমান্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা কবেন । বীৰ্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমান্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা কবেন । মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমান্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা কবেন ।

(৪) চারি ধ্যান—বন্ধুগণ, ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্বিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত

প্রথম ধ্যান লাভ কবিষা বিহাব কবেন। বিতর্ক বিচারেব উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তেব একীভাব আনয়নকাবী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ কবিষা বিহাব কবেন। প্রীতিতেও বৈবাগ্য উৎপাদন কবিষা উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইষা বিহাব কবেন ; তিনি কাষে সুখ অনুভব কবেন—যে সুখ সম্বন্ধে আৰ্য্যগণ কহিষা থাকেন ‘উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহাবী’—এবং এইবদে তৃতীয় ধ্যান লাভ কবিষা বিবাজ কবেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন কবিষা, পদ্বেষ্টই সৌমিনস্য-দৌর্মিনস্যেব তিবোভাব সাধন কবিষা অ-দুঃখ অ-সুখ বদপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বাবা পবিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ কবিষা বিবাজ কবেন।

(৫) চাবি সমাধিভাবনা—বন্ধুগণ, সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইষা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলে এই জগতেই সুখ বিধায়ক হয়। সমাধি-ভাবনা-আছে যাহা অনুশীলিত হইষা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলে জ্ঞান-দর্শন লাভ হয়। সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইষা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভ হয়। সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইষা বুদ্ধি-প্ৰাপ্ত হইলে আশ্রবেব ক্ষয় হয়।

বন্ধুগণ, কি প্রকাব সমাধি-ভাবনা-অনুশীলিত ও বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলে এই জগতেই সুখবিধায়ক হয় ? ভিক্ষু কাম হইতে বিবিজ্ঞ হইষা, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিজ্ঞ হইষা প্রথম ধ্যান...দ্বিতীয় ধ্যান তৃতীয় ধ্যান...চতুর্থ ধ্যান লাভ কবিষা বিবাজ কবেন। ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইষা এই জগতেই সুখবিধায়ক হয়। কি প্রকাব সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত হইষা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলে জ্ঞান-দর্শন লাভ হয় ? ভিক্ষু আলোক-সংজ্ঞা মনে ধাবণ কবেন, দিবা-সংজ্ঞাতে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত কবেন, ‘যেবদপ দিবা সেইবদপই বাত্রি, যেবদপ বাত্রি সেইবদপই দিবা’, এই প্রকাবে উন্মুক্ত অবাধ মনে সপ্রভাস চিত্ত উৎপাদন কবেন। এই প্রকাব সমাধি ভাবনা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে জ্ঞান দর্শন লাভ হয়। কি প্রকাব সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইষা স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভেব সহায়ক হয় ? বেদনাসমূহ, সংজ্ঞা ও বিতর্ক সমূহ যথাক্রমে উৎপন্ন, স্থিত ও অন্তগত হইলে ঐ সকল ভিক্ষুব বিদিত। ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভ হয়। কি প্রকাব সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে আশ্রব সমূহেব ক্ষয় সাধন হয় ? ভিক্ষু পণ্ড উপাদান স্কন্ধে উৎপত্তি-বিলয় দশা

হইয়া বিহাব কবেন—‘ইহা বদপ, ইহা বদপেব উদয, ইহা বদপেব বিলস ; ইহা বেদনা...ইহা সংজ্ঞা.. ইহা সংস্কার...ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের উদয, ইহা বিজ্ঞানেব বিলয ।’ ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনদৃশীলিত ও বর্জিত হইলে আশ্রয়-সমূহেব ক্ষয় সাধন হয় ।

(৬) চারি অপ্ৰমাণ্য^১—ভিক্ষু মৈত্রী—সহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এই-বদপে চতুর্দিক স্ফুৰিত কৰিয়া বিহাব কবেন । এইরূপে তিনি উর্দ্ধে, অধোদিকে, তিৰ্য্যকদিকে সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপদল, মহান, অপ্ৰমেয, বৈব-হীন, দ্রোহ-হীন, চিত্ত দ্বাবা পৰিস্ফুৰিত কৰিয়া বিহার কবেন । কব্ধা-সহগত চিত্তে মৃদিতা সহগত চিত্তে উপেক্ষা সহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এইবদপে স্ফুৰিত কৰিয়া বিহাব কবেন ।^২

(৭) চারি অবদপ—ভিক্ষু সৰ্ব্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম কৰিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞার অন্ত গমনান্তে নানাঘ সংজ্ঞাব চিন্তা পৰিহাব কৰিয়া, ‘আকাশ অনন্ত’ এইবদপ চিন্তা কৰিয়া আকাশ-আনন্ত্য-আযতন প্রাপ্ত হইয়া বিহাব কবেন । সৰ্ব্বতোভাবে আকাশ-আনন্ত্য-আযতন অতিক্রম কৰিয়া, ‘বিজ্ঞান অনন্ত’ এইবদপ চিন্তা কৰিয়া বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আযতন প্রাপ্ত হইয়া বিহার কবেন^৩ । বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আযতন সৰ্ব্বাংশে অতিক্রম কৰিয়া “কিছই নাই” এইবদপ আকিঞ্চণ্য আযতন প্রাপ্ত হইয়া বিহার কবেন । আকিঞ্চণ্য আযতন সৰ্ব্বাংশে অতিক্রম কৰিয়া নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন প্রাপ্ত হইয়া বিহার কবেন ।

(৮) ভিক্ষু সম্যক বিচাবান্তে বস্তু বিশেষেব সেবা কবেন, এইবদপে বস্তু বিশেষ স্বীকাৰ কৰিয়া লন. বস্তু বিশেষ বর্জ্যন কবেন, বস্তু বিশেষ দমন কবেন ।

(৯) চারি আয্যবংশ—ভিক্ষু যে কোন প্রকাৰ চীববে সন্তুষ্টি হন, ঐ প্রকাৰ চীববে সন্তুষ্টিৰ প্রশংসা কবেন, চীবব হেতু অনূপযুক্ত অসঙ্গত উপায় অবলম্বন কবেন না, চীবব লাভ না হইলে বিক্ষুব্ধ হন না, হইলে উহাতে

১ । ব্রহ্মবিহাব কপে কথিত মৈত্রী, কব্ধা, মৃদিতা ও উপেক্ষা ।

২ । প্রথম খণ্ড, তেবিজ্ঞ সূত্র, ২৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।

৩ । প্রথম খণ্ড, পোটিঠপাদ সূত্র, ১৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।

গ্রীথিত হন না, মর্দুচ্ছিত হন না, অভিভূত হন না ; অমঙ্গল ও পবিগামদর্শী হইয়া উহা উপভোগ করেন। উক্তব্দপ সন্তুষ্টিব নিমিত্ত তিনি আত্মপ্রশংসা ও পবগ্নানিতে বত হন না। এইব্দপে যিনি দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সমন্বিত, তিনি পদ্বাতন সর্বশ্রেষ্ঠ আৰ্য্যবংশে স্থিত কথিত হন। পদ্বনশ্চ, বন্ধুগণ, ভিক্ষু যে কোন প্রকার পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট হন পিণ্ডপাত হেতু আৰ্য্যবংশে স্থিত কথিত হন। পদ্বনশ্চ, ভিক্ষু যে কোন প্রকার বাসস্থানে সন্তুষ্ট হন বাসস্থান হেতু...আৰ্য্য বংশেস্থিত কথিত হন। পদ্বনশ্চ, ভিক্ষু প্রহানে' আনন্দলাভ করেন, প্রহানবত হন, উহাব বৃদ্ধিতে আনন্দ লাভ কবে, উহাব বৃদ্ধিতে বত হন, এবং উক্ত প্রহানে আনন্দ লাভ প্রহানে বতি হেতু, উহাব বৃদ্ধিতে আনন্দ লাভ ও বতি হেতু আত্ম-প্রশংসা ও পবগ্নানিতে বত হন না। এইব্দপে যিনি দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসমন্বিত, তিনি পদ্বাতন সর্বশ্রেষ্ঠ আৰ্য্যবংশে স্থিত কথিত হন।

(১০) চারি প্রধান—সংবব-প্রধান, প্রহান-প্রধান, ভাবনা-প্রধান, অনুবক্ষণা প্রধান। সংবব-প্রধান কি? ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা ব্দপ দর্শন করিয়া নিমিত্ত-গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হন না, চক্ষু ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য ব্দপ যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্মসমূহেব উৎপত্তি হয়, ঐ সকলেব সংযমে প্রবৃত্ত হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে বন্ধা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া. নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া...জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া...হৃক্ দ্বারা স্পর্শানুভব করিয়া . .মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া নিমিত্ত গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হন না, মনোন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্যব্দপ যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্মসমূহেব উৎপত্তি হয় ঐ সকলেব সংযমে প্রবৃত্ত হন, মনোন্দ্রিয়কে বন্ধা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। বন্ধুগণ, ইহাই সংবব-প্রধান। প্রহান-প্রধান কি? ভিক্ষু উৎপন্ন কাম-বিতর্কেব প্রশ্রয় দেন না, উহা বর্জন করেন, দমন করেন, উহাব অন্ত সাধন করেন, উহাব অস্তিত্বেব লোপ সাধন করেন। উৎপন্ন ব্যাপাদ-বিতর্কেব...উৎপন্ন বিহিংসা-বিতর্কেব...উৎপন্ন বিভিন্ন পাপ অকুশল ধর্ম্মেব প্রশ্রয় দেন না, উহা বর্জন ও দমন করেন.

উহাব অন্ত সাধন ও উহাব অস্তিত্বের লোপ-সাধন কবেন। বন্ধুগণ, ইহাই প্রহান-প্রধান। ভাবনা-প্রধান কি? ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ নির্গমিত ত্যাগ-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা করেন...বীৰ্য্য সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা কবেন...প্রীতি...প্রশ্রদ্ধি . সমাধি...উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা কবেন। বন্ধুগণ, ইহাই ভাবনা প্রধান। অনুবক্ষণা প্রধান কি? ভিক্ষু উপলব্ধি উত্তম সমাধি-নিমিত্ত সযত্নে রক্ষা কবেন, যথা অস্থি-সংজ্ঞা, পদ-সংজ্ঞা, বিনীল-সংজ্ঞা, বিচ্ছিন্ন-সংজ্ঞা, ক্ষীণ-সংজ্ঞা^১। বন্ধুগণ, ইহাই অনুবক্ষণা প্রধান।

(১১) চারি জ্ঞান—ধর্ম-জ্ঞান, অম্বষ-জ্ঞান, পবিচ্ছেদ-জ্ঞান, সম্মতি-জ্ঞান।

(১২) অপব চারি জ্ঞান—দুঃখ জ্ঞান, সমুদয় জ্ঞান, নিবোধ জ্ঞান, মার্গ-জ্ঞান।

(১৩) চারি স্রোতাপত্তি-অঙ্গ—সৎপদবুধের সাহচর্য্য, সদ্ধর্মশ্রবণ, প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারা, ধর্মের সর্বঙ্গীন অনুশীলন।

(১৪) চারি স্রোতাপন্নের অঙ্গ—আর্য্যশ্রাবক বুদ্ধে অবিচলিত শ্রদ্ধা সম্পন্ন হন—‘ইনিই সেই ভগবান অবহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পদবুধ-সাবধি, দেব ও মনুষ্যের শাস্তা, ভগবান বুদ্ধ।’ ধর্ম অবিচলিত শ্রদ্ধা সম্পন্ন হন—‘ধর্ম ভগবান কর্তৃক সুপ্রচারিত, উহা সাংদর্শনিক, অবিলম্বে ফলপ্রসূ, আসিয়া দেখিবার নিমিত্ত সাদবে আহ্বানকারী, নিব্বাণের পথ প্রদর্শনকারী, উহা বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্ব স্ব অন্তরে অনুভূতি-সাপেক্ষ।’ সঙ্ঘে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন - ‘ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু-প্রতিপন্ন, ন্যায়-প্রতিপন্ন, সামীচি-প্রতিপন্ন, উহা চারি পদবুধ-ষট্টিগল এবং অষ্ট পদবুধ-ষট্টিগল সমন্বিত, তাঁহারা আহুতিব যোগ্য, সৎকাবের যোগ্য, দক্ষিণাব যোগ্য, অঞ্জলি-করণীয়, জগতের অনুত্তর পদ্যক্ষেত্র।’ তাঁহারা আর্য্য, কাস্ত, অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অশবল, অকল্যাণ, মদ্বিত্তি-দায়ী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্তনিক শীল সমন্বিত।

(১৫) চারি শ্রামণ্য-ফল—স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল, অবহত্ত-ফল।

(১৬) চারি ধাতু—পৃথিবী-ধাতু, অপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু ।

(১৭) চারি আহাব—কবলিকা^১ (কবলী-কবণীয়) আহাব, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, দ্বিতীয় আহাব স্পর্শ^২, তৃতীয় আহাব মনোসংগেতনা^৩, চতুর্থ আহাব বিজ্ঞান^৪ ।

(১৮) চারি বিজ্ঞান-স্থিতি—বন্ধুগণ, যখন বিজ্ঞান আগ্রহস্থান লাভ করিয়া স্থিত হয়, তখন বৃদ্ধি, বৃদ্ধাবলম্বন, বৃদ্ধি-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইয়া উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয় । বেদনা-লগ্ন সংজ্ঞা-লগ্ন সংস্কার-লগ্ন, সংস্কারাবলম্বন, সংস্কার-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইয়া উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয় ।

(১৯) চারি অগতি-গমন—ছন্দ-অগতি, ঘেষ-অগতি, মোহ-অগতি, ভয়-অগতি ।

(২০) চারি তৃষ্ণোৎপাদ—চীরব হেতু-ভিক্ষুব তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় । পিণ্ডপাত হেতু ভিক্ষুব তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় । শয়নাসন-হেতু তিক্ষুব তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় । ভবিষ্যত জন্ম অথবা উচ্ছেদ হেতু^৫ ভিক্ষুব তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় ।

(২১) চারি প্রতিপদ (অগ্রগতিব পরিমাণ)—যখন প্রতিপদ আয়াস-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা মন্দ, প্রতিপদ আয়াস-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা ক্ষিপ্ৰ, প্রতিপদ সহজ-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা মন্দ, প্রতিপদ সহজ-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা ক্ষিপ্ৰ ।

(২২) অপব চারি প্রতিপদ—অক্ষম প্রতিপদ, ক্ষম প্রতিপদ, দম প্রতিপদ, শম প্রতিপদ^৬ ।

(২৩) চারি ধর্মপদ—অনিভিধ্যা ধর্মপদ, অব্যাপাদ ধর্মপদ, সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ, সম্যক সমাধি ধর্মপদ ।

১। শাবীবিক । ২। যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পবিভোগ্য । ৩। যাহা মনের উপভোগ্য । ৪। যাহা চিত্তের উপভোগ্য, যে হেতু হইতে পুনর্জন্মের উদ্ভব হয়, পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে বীজ স্বরূপ ।

৫। মূলের 'ইতি-ভবাব' শব্দের অর্থ এস্থলে বুদ্ধ ঘোষের মতে তৈল, মধু, ঘৃত ইত্যাদি খাদ্য ।

৬। অর্থাৎ ধ্যানানুশীলনে শীতোষ্ণ সহনীয় হয় কি ? ইন্দ্রিয়স্পর্শী চিন্তাসমূহ উপেক্ষিত হয় কি ?—টীকা ।

(২৪) চারি ধর্ম সমাদান—এক প্রকার যাহা বর্তমানে দঃখদায়ী এবং ভবিষ্যতে দঃখ-বিপাক সম্পন্ন। এক প্রকার যাহা বর্তমানে দঃখময় এবং ভবিষ্যতে সঃখবিপাক সম্পন্ন। এক প্রকার যাহা বর্তমানে সঃখময় এবং ভবিষ্যতে দঃখবিপাক সম্পন্ন। এক প্রকার যাহা বর্তমানে সঃখময় এবং ভবিষ্যতে সঃখবিপাক সম্পন্ন^১।

(২৫) চারি ধর্ম-স্কন্ধ—শীল-স্কন্ধ, সমাধি-স্কন্ধ, প্রজ্ঞা-স্কন্ধ, বিমুক্তি-স্কন্ধ।

(২৬) চারি বল—বীর্য-বল, স্মৃতি-বল, সমাধি-বল, প্রজ্ঞা-বল।

(২৭) চারি অধিষ্ঠান (সংকল্প)—প্রজ্ঞা-অধিষ্ঠান, সত্য-অধিষ্ঠান, ত্যাগ^২-অধিষ্ঠান, উপশম^৩-অধিষ্ঠান।

(২৮) চারি প্রশ্ন-ব্যাকবণ—একাংশ ব্যাকবণ, প্রতিপ্রশ্নের দ্বারা ব্যাকবণ, বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাকবণ, উত্তবদানেব অনুপষদ্বত্ত্বপে ব্যাকবণ।

(২৯) চারি কর্ম—এক প্রকার কর্ম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বিপাক, এক প্রকার শূদ্র, শূদ্র-বিপাক; এক প্রকার কৃষ্ণ-শূদ্র, কৃষ্ণ-শূদ্র-বিপাক, এক প্রকার অকৃষ্ণ-অশূদ্র, অকৃষ্ণ-অশূদ্র-বিপাক যাহা কর্মক্ষয় কাবক^৪।

(৩০) চারি সাক্ষাৎ করণীয় ধর্ম—স্মৃতি দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় পূর্বনিবাস (পূর্ব জন্ম); চক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় চ্যুতি ও উৎপত্তি, কাষ দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় অষ্টবিমোক্ষ, প্রজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় আস্রব ক্ষয়।

(৩১) চারি ওষ—কাম-ওষ, ভব-ওষ, দৃষ্টি-ওষ, অবিদ্যা-ওষ।

(৩২) চারি যোগ—কাম-যোগ, ভব-যোগ-দৃষ্টি-যোগ, অবিদ্যা-যোগ।

১। প্রথম পন্থা অচেলক তপস্বীগণ কর্তৃক অনুসৃত। যে ধর্ম—শিক্ষার্থী কামাদি বিপুল দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়াও সাশ্রন্যনে অধ্যবসায যুক্ত হন, তিনি দ্বিতীয় পন্থার অনুগামী। যাহাবা ভোগযুক্ত তাহাবা তৃতীয় পন্থার অনুগামী। তুর্থ পন্থা বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক অনুসৃত।

২। সর্বপাপের পবিত্রার। ৩। আত্মদমন।

৪। এই শ্রেষোক্ত কর্ম চতুরঙ্গ মার্গজ্ঞান।

(৩৩) চাৰি বিসংযোগ—কৰ্মযোগ-বিসংযোগ, ভবযোগ-বিসংযোগ, দৃষ্টি-যোগ-বিসংযোগ, অবিদ্যাযোগ-বিসংযোগ ।

(৩৪) চাৰি গ্রন্থ—অভিধ্যা কাষ-গ্রন্থ, ব্যাপাদ কাষ-গ্রন্থ, শীলব্রত-পৰামৰ্শ কাষ-গ্রন্থ, ('ইহাই সত্য' ব্দপ) নিবিশ্যবাদ কাষ-গ্রন্থ ।

(৩৫) চাৰি উপাদান—কাম-উপাদান, দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ-উপাদান ।

(৩৬) চাৰি যোনি—অণ্ডজ-যোনি, জবাযজ-যোনি, সংস্বেদজ^১-যোনি, ঔপপাতিক যোনি ।

(৩৭) চাৰি গৰ্ভ-অবক্ৰান্তি (গৰ্ভ-প্ৰবেশ)—কেহ অজ্ঞাতসাবে মাতৃকুক্ষিতে প্ৰবেশ কৰে, অজ্ঞাতসাবে তথায় অবস্থান কৰে, অজ্ঞাতসাবে তথা হইতে নিষ্কান্ত হয় । ইহাই প্ৰথম গৰ্ভ-অবক্ৰান্তি । পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসাবে মাতৃকুক্ষিতে প্ৰবেশ কৰে, অজ্ঞাতসাবে তথায় অবস্থান কৰে, অজ্ঞাতসাবে উহা হইতে নিষ্কান্ত হয় । ইহাই দ্বিতীয় গৰ্ভ-অবক্ৰান্তি । পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসাবে মাতৃকুক্ষিতে প্ৰবেশ কৰে, জ্ঞাতসাবে তথায় অবস্থান কৰে, অজ্ঞাতসাবে উহা হইতে নিষ্কান্ত হয় । ইহাই তৃতীয় গৰ্ভ-অবক্ৰান্তি । পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসাবে মাতৃকুক্ষিতে প্ৰবেশ কৰে, জ্ঞাতসাবে তথায় অবস্থান কৰে, জ্ঞাতসাবে উহা হইতে নিষ্কান্ত হয় । ইহাই চতুৰ্থ গৰ্ভ-অবক্ৰান্তি ।

(৩৮) চাৰি আত্মভাব (ব্যক্তিত্ব) প্ৰতিলাভ—এক প্ৰকাৰ যাহাতে আত্ম-সংগেতনা ক্ৰিয়াশীল হয় । পব-সংগেতনা নহে, এক প্ৰকাৰ যাহাতে পব-সংগেতনাই ক্ৰিয়াশীল হয়, আত্ম-সংগেতনা নহে, এক প্ৰকাৰ যাহাতে আত্ম-সংগেতনা ও পব-সংগেতনা উভয়ই ক্ৰিয়াশীল হয়, এক প্ৰকাৰ যাহাতে উভয় সংগেতনাব কোনটাই ক্ৰিয়াশীল হয় না ।

(৩৯) চাৰি দক্ষিণা-বিশুদ্ধি—দক্ষিণা যাহা দায়ক দ্বাৰা শুদ্ধান্তঃকৰণে দত্ত কিন্তু প্ৰতিগ্ৰাহকদ্বাৰা শুদ্ধান্তঃকৰণে গৃহীত নহে ; দক্ষিণা যাহা প্ৰতিগ্ৰাহক দ্বাৰা শুদ্ধীকৃত কিন্তু দায়ক দ্বাৰা নহে, দক্ষিণা যাহা দায়ক ও প্ৰতিগ্ৰাহক কাহাবও কৰ্তৃক শুদ্ধীকৃত নহে, দক্ষিণা যাহা দায়ক ও প্ৰতি-গ্ৰাহক উভয় কৰ্তৃক শুদ্ধীকৃত ।

১ । সংযোজন যাহা মানুষকে সংসাবে বদ্ধ কৰে ।

২ । স্বেদ হইতে উৎপন্ন ।

(৪০) চারি সংগ্রহ-বস্তু—দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচর্যা, সমানাত্মতা ।

(৪১) চারি অনার্হ্য বাক্-সমাচার—মৃষা-বাদ, পিশুন বাক্য, ককর্শ বাক্য, তুচ্ছ প্রলাপ ।

(৪২) চারি আর্হ্য বাক্-সমাচার—মৃষাবাদ হইতে বিবর্তিত, পিশুন বাক্য হইতে বিবর্তিত, ককর্শ বাক্য হইতে বিবর্তিত, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিবর্তিত ।

(৪৩) অপর চারি অনার্হ্য বাক্-সমাচার—অদৃষ্টের দৃষ্ট রূপে ঘোষণা, অশ্রুতের শ্রুত রূপে ঘোষণা, অননুভূতের অনুভূত রূপে ঘোষণা, অবিজ্ঞাতের বিজ্ঞাত রূপে ঘোষণা ।

(৪৪) অপর চারি আর্হ্য বাক্-সমাচার—অদৃষ্টের অদৃষ্টরূপে ঘোষণা, অশ্রুতের অশ্রুতরূপে ঘোষণা, অননুভূতের অননুভূতরূপে ঘোষণা, অবিজ্ঞাতের অবিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা ।

(৪৫) অপর চারি অনার্হ্য বাক্-সমাচার—দৃষ্টের অদৃষ্টরূপে ঘোষণা ; শ্রুতের অশ্রুত রূপে ঘোষণা, অনুভূতের অননুভূত রূপে ঘোষণা, বিজ্ঞাতের অবিজ্ঞাত রূপে ঘোষণা ।

(৪৬) অপর চারি আর্হ্য বাক্-সমাচার—দৃষ্টের দৃষ্টরূপে ঘোষণা, শ্রুতের শ্রুতরূপে ঘোষণা, অনুভূতের অনুভূতরূপে ঘোষণা, বিজ্ঞাতের বিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা ।

(৪৭) চারি পদঙ্গল—কেহ আত্মপীড়ক ও আত্মপীড়নানুযুক্ত হন । কেহ পবপীড়ক ও পবপীড়নানুযুক্ত হন । কেহ আত্মপীড়ক, আত্মপীড়নানুযুক্ত এবং পবপীড়ক, পবপীড়নানুযুক্ত হন । কেহ আত্মপীড়কও হন না, আত্মপীড়নানুযুক্তও হন না ; পবপীড়কও হন না, পবপীড়নানুযুক্তও হন না । ঐবদপ পদব্দ আত্মপীড়ক ও পবপীড়ক না হইয়া এই জগতেই তৃষ্ণাহীন, নিবৃত্ত, শীতিভূত, সুখ-পতিসংবেদী হইয়া ব্রহ্মাব ন্যায অবস্থান করেন ।

(৪৮) অপর চারি পদঙ্গল—কেহ আত্ম-হিতে রত থাকেন, পব-হিতে নহে । কেহ পব-হিতে রত থাকেন, আত্ম-হিতে নহে । কেহ আত্ম-হিতেও রত নহেন, পব-হিতেও নহে । কেহ আত্ম-হিতেও রত, পব-হিতেও রত ।

(৪৯) অপর চারি পদঙ্গল—তমোগদ্যাচ্ছন্ন তম-পরায়ণ ; তমোগদ্যাচ্ছন্ন

জ্যোতি-পৰাষণ , জ্যোতি-সমাপন, তমো-পৰাষণ , জ্যোতি-সমাপন, জ্যোতি-পৰাষণ ।

(৫০) অপৰ চাৰি পদগল—অচল শ্রমণ, পশ্ম-শ্রমণ, পদুৰীক-শ্রমণ, সন্ধুৰাব-শ্রমণ^১ ।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দৰ্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক-সমুদ্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক এই চাৰি ধৰ্ম্ম সম্যক বদপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহাৰ সংগায়ন কৰিতে হইবে...হিতসাধক হয় ।

। প্রথম ভাগবাব সমাপ্ত ।

২। ১। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দৰ্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক-সমুদ্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক পঞ্চ ধৰ্ম্ম সম্যক বদপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহাৰ সংগায়ন কৰিতে হইবে হিতসাধক হয় । কোন্ কোন্ পঞ্চ ধৰ্ম্ম ?

(১) পঞ্চস্কন্ধ । বদপ-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-স্কন্ধ, সংস্কাৰ-স্কন্ধ, বিজ্ঞান-স্কন্ধ ।

(২) পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ । বদপ-উপাদান-স্কন্ধ, বেদনা-উপাদান-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদান-স্কন্ধ, সংস্কাৰ-উপাদান-স্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদান-স্কন্ধ ।

(৩) পঞ্চ কামগুণ । চক্ষুৰ্বিজ্ঞেয় বদপ যাহা ইন্দ্ৰ, কান্ত, মনাপ, প্ৰিয়, কাম-জড়িত, বঞ্জনীয় , শ্ৰোত্ৰবিজ্ঞেয় শব্দ ঘ্ৰাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, .. জিহ্বাবিজ্ঞেয় বস, কাৰ্যবিজ্ঞেয় স্পৰ্শ যাহা ইন্দ্ৰ, কান্ত, মনাপ,, প্ৰিয় কামজড়িত, বঞ্জনীয় ।

(৪) পঞ্চগতি । নিবয, তিৰ্য্যক যোনি, প্ৰেত যোনি, মনুষ্য, দেব ।

১। চাৰি মাৰ্গে স্থিত শ্রমণগণেৰ উল্লেখ হইয়াছে ।

- (৫) পঞ্চ মাৎসর্য্য । আবাস-মাৎসর্য্য, কুল-মাৎসর্য্য, লাভ-মাৎসর্য্য, বর্ণ-মাৎসর্য্য, ধর্ম্ম-মাৎসর্য্য ।
- (৬) পঞ্চ নীবরণ । বামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা ।
- (৭) পঞ্চ অববভাগীষ^১ সংযোজন । সংকাষ দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলরত পরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ ।
- (৮) পঞ্চ উর্দ্ধভাগীষ সংযোজন । বৃন্দ-রাগ^২, অরূপ-রাগ^৩, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা ।

(৯) পঞ্চ শিক্ষাপদ । প্রাণাতিপাদ হইতে বিবর্তিত, অদন্তের গ্রহণ হইতে বিবর্তিত, ব্যাভিচার হইতে বিবর্তিত, মৃষাবাদ হইতে বিবর্তিত, সুবাদি পানবৃন্দ প্রমাদ হইতে বিবর্তিত ।

(১০) চারি অসম্ভাব্য । ক্ষীণাস্তব ভিক্ষু যে ইচ্ছা করিয়া প্রাণী-হত্যা করিবেন তাহা অসম্ভব । অদন্তের গ্রহণবৃন্দ চৌর্য্য তাহাব পক্ষে অসম্ভব । মৈথুন ধর্ম্মের সেবা তাহাব পক্ষে অসম্ভব । সংকল্প পূর্ব্বক মিথ্যা ভাষণ তাহাব পক্ষে অসম্ভব । পূর্ব্ব গৃহস্থ জীবনে তিনি যেবৃন্দ করিয়াছিলেন সেবৃন্দ সঞ্চিত পার্থিব সম্পত্তির পরিভোগ তাহাব পক্ষে অসম্ভব ।

(১১) পঞ্চ ব্যসন । জ্ঞাতি-ব্যসন, ভোগ-ব্যসন, রোগ-ব্যসন, শীল-ব্যসন, দৃষ্টি-ব্যসন । সত্ত্বগণ জ্ঞাতি-ব্যসন হেতু অথবা ভোগ-ব্যসন হেতু অথবা বোগ-ব্যসন হেতু মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতি সম্পন্ন বিনিপাত নিবশে উৎপন্ন হয় না । শীল-ব্যসন হেতু অথবা দৃষ্টি-ব্যসন হেতু তাহাবা মরণান্তে দেহের বিনাশে ..নিবশে উৎপন্ন হয় ।

(১২) পঞ্চ সম্পদ । জ্ঞাতি-সম্পদ, ভোগ-সম্পদ, আবোগ্য-সম্পদ, শীল-সম্পদ, দৃষ্টি-সম্পদ । সত্ত্বগণ জ্ঞাতি সম্পদ হেতু অথবা ভোগ-সম্পদ হেতু অথবা আবোগ্য-সম্পদ হেতু মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় না । শীল-সম্পদ হেতু অথবা দৃষ্টি-সম্পদ

১ । কামলোক সঙ্কীষ ।

২ । কপলোকে উৎপত্তির বাসনা । ৩ । অকপলোকে উৎপত্তির বাসনা ।

হেতু তাহাবা মবণান্তে দেহেব বিনাশে সদুগতি সম্পন্ন স্বৰ্গলোকে উৎপন্ন হয়।

(১৩) দুষ্টশীলৈব শীলচ্যুতিব পক্ষ দুষ্টবিশ্বপাক। দুষ্টশীল শীলচ্যুত প্রমাদ হেতু মহৎ ভোগহানিতে উপনীত হয়। ইহাই দুষ্টশীলৈব শীলবিশ্বপাক প্রথম দুষ্টবিশ্বপাক। পুনশ্চ তাহাব পাপাচরণ জনসমাজে ঘোষিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় দুষ্টবিশ্বপাক। পুনশ্চ, সে যে কোন পবিষদেই গমন কবুক—ক্ৰিয়-পবিষদ, ব্রাহ্মণ-পবিষদ, গৃহপতি-পবিষদ, অথবা শ্রমণ-পবিষদ—তথায় সে আত্মপ্রত্যয়হীন ও হতবুদ্ধি হইয়া অবস্থান কবে। ইহাই তৃতীয় দুষ্টবিশ্বপাক। পুনশ্চ, সে প্রমত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাই চতুর্থ দুষ্টবিশ্বপাক। পুনশ্চ, সে মবণান্তে দেহেব বিনাশে সদুগতি সম্পন্ন বিনিপাত নবকে উৎপন্ন হয়। ইহাই পঞ্চম দুষ্টবিশ্বপাক।

(১৪) শীলবানৈব শীলসম্পদেব পঞ্চবিধ উপকাৰিতা। শীলবান শীলসম্পন্ন অপ্ৰমাদ-হেতু মহান ভোগেব অধিকাবী হন। ইহাই প্রথম উপকাৰিতা। পুনশ্চ, তাহাব যশ জনসমাজে ঘোষিত হয়। ইহা দ্বিতীয় উপকাৰিতা। পুনশ্চ, তিনি যে কোন পবিষদেই গমন কবুন—ক্ৰিয়-পবিষদ, ব্রাহ্মণ-পবিষদ, গৃহপতি-পবিষদ, অথবা শ্রমণ-পবিষদ—তথায় তিনি আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন ও অবিচলিত হইয়া অবস্থান কবেন। ইহা তৃতীয় উপকাৰিতা। পুনশ্চ, তিনি অপ্ৰমত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা চতুর্থ উপকাৰিতা। পুনশ্চ, তিনি মবণান্তে দেহেব বিনাশে সদুগতি সম্পন্ন স্বৰ্গলোকে উৎপন্ন হন, ইহা পঞ্চম উপকাৰিতা^১।

(১৫) অপবেব সংশোধনেচ্ছা সংশোধক ভিক্ষু পাঁচটি ধৰ্ম্ম আপনাব মধ্যে বক্ষা কবিয়া অপবেব সংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেন :—‘যথাসময়ে কহিব, অসময়ে নহে, যাহা সত্য তাহাই কহিব, যাহা কলিগত তাহা নহে, মৃদুভাবে কহিব, পৰুষভাবে নহে; অর্থ-সংহিত বাক্য কহিব, অনর্থ-সংহিত নহে, মৈত্ৰীচিন্ত যুক্ত হইয়া কহিব, ঘেৰ যুক্ত চিন্তে নহে।’ অপবেব

^১ দীঘ নিকায, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপবিনির্বাণ সূত্রান্ত, ২৩ ও ২৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সংশোধনেচ্ছ, সংশোধক ভিক্ষু এই পাঁচটি ধর্ম আপনাব মধ্যে বন্ধা করিয়া অপবের সংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেন ।

(১৬) পঞ্চ প্রধানীষ অঙ্গ । ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হন, তথাগতেব বুদ্ধে শ্রদ্ধা বন্ধা কবেন :—‘ইনিই সেই ভগবান অবহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয় দম্য-প্বেদ্ব-সাবার্থ দেব ও মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান ।’ তিনি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, ব্যাধিমুক্ত, নাতিশীতোষ্ণ মধ্যবর্তী পবিপাক-শক্তি সম্পন্ন যাহা প্রধানের উপযোগী । তিনি অ-শঠ অ-মায়াবী তিনি শাস্তাব নিকট, অথবা পণ্ডিতগণের নিকট অথবা স-ব্রহ্মচারীগণের নিকট আপনাকে যথাবদে প্রকাশ কবেন । তিনি অকুশল ধর্মসমূহেব দূরীকরণের জন্য, কুশল ধর্মসমূহেব উদ্বোধনের জন্য আবদ্ধ-বীৰ্য্য হইয়া বিহার কবেন, তিনি উদ্যম সম্পন্ন, দৃঢ়-পবাক্রম এবং কুশল ধর্মসমূহে স্বীয় কর্তব্যে ঔদাসীন্য-হীন । তিনি বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও ক্ষয়ের জ্ঞান এবং সর্বদুঃখনাশী আৰ্য্য তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিজনক প্রজ্ঞা সমন্বিত হন ।

(১৭) পঞ্চ শুদ্ধাবাস । অবিহ, অতপ, সুদস্স, সুদস্সী, অকনিট্ট^১ ।

(১৮) পঞ্চ অনাগামী । যিনি আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে পাবিনির্বাণলাভ কবেন^২, যিনি আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে পাবিনির্বাণ লাভ কবেন, যিনি অনায়াসে পরিনির্বাণ লাভ কবেন, যিনি আযাসান্তে পাবিনির্বাণ লাভ কবেন, যিনি ‘উদ্ধমোত্ত’ হইয়া অকনিট্ট দেবলোকগামী হন ।

(১৯) চিত্তেব পঞ্চ অন্তরায় । ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সংশয় ও দ্বিধা-সম্পন্ন হন, শাস্তাব প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন । যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ঐরূপ ভাব পোষণ কবেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না । ইহাই চিত্তেব প্রথম অন্তরায় । পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্ম সংশয় ও দ্বিধাবদ্ধ হন · · · সঙ্ঘে সংশয় ও দ্বিধাবদ্ধ হন · · · শিক্ষায় সংশয় ও দ্বিধাবদ্ধ হন · · · স-ব্রহ্মচারীগণের প্রতি কুপিত হন, বিবক্ত হন, ক্ষুব্ধ হন,

১ দীঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৪ পৃঃ, পদচ্ছেদ সং ৩১ দ্রষ্টব্য ।

২ যে জগতে তাঁহার পুনর্জন্ম হইয়াছে, সেই জগতে ।

নির্মাণ হন। যে ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুরোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের পঞ্চম অন্তবায়।

(২০) চিত্তের পঞ্চ বন্ধন। ভিক্ষু কামে বাগহীন হন না, ছন্দ-হীন হন না, প্রেম-হীন হন না, পিপাসা-হীন হন না, প্রদাহ-হীন হন না, তৃষ্ণা-হীন হন না। যে ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুরোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের প্রথম বন্ধন। পুনশ্চ, ভিক্ষু কাষে বাগহীন হন না ইহা চিত্তের দ্বিতীয় বন্ধন। বৃপে বাগহীন হন না ইহা চিত্তের তৃতীয় বন্ধন। ভিক্ষু যথেষ্টা উদবপদন্তি কবিয়া ভোজন পদ্বর্ক শয্যা আশ্রয় কবিয়া পাম্বর্ হইতে পাম্বর্জবে আবর্তন সূখ, এবং তন্দ্রাসূখে অনুরক্ত হইয়া অবস্থান কবেন। পুনশ্চ, ভিক্ষু কোন দেবকুলভুক্ত হইবাব অভিপ্রায় কবিয়া ব্রহ্মচর্য পালন কবেন—‘এই ব্রত, শীল, তপ অথবা ব্রহ্মচর্য দ্বাবা আমি মহাশক্তিশালী অথবা অপেক্ষাকৃত অম্পর্শক্তি সম্পন্ন দেবতা হইব।’ এইরূপ ভিক্ষুর চিত্ত আতপ্য, অনুরোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের পঞ্চম বন্ধন।

(২১) পঞ্চ ইন্দ্রিয়। চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায-ইন্দ্রিয়।

(২২) অপব পঞ্চ ইন্দ্রিয়। সূখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমিনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মিনস্য-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

(২৩) অপব পঞ্চ ইন্দ্রিয়। শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীৰ্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়।

(২৪) পঞ্চ নিঃসবণীয় ধাতু। ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকাৰে পার্থিব ভোগসমূহকে নিবীক্ষণ কবেন, তখন তাঁহার চিত্ত ঐ সকলের দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ কবে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না, কিন্তু যখন তিনি নৈশ্কেম্যে অভিনিবিষ্ট হন তখন তাঁহার চিত্ত নৈশ্কেম্যের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ কবে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়, তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, কাম হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত কামহেতু উৎপন্ন আশ্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি এইরূপ বেদনা অনুভব কবেন না। ইহাই কাম হইতে নিঃসবণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকাৰে ব্যাপাদকে নিবীক্ষণ কবেন, তখন

তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না, কিন্তু যখন তিনি অ-ব্যাপাদে অভির্নিবিশ্ট হন তখন তাঁহার চিত্ত অব্যাপাদের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয় ; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, ব্যাপাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত ব্যাপাদ হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা ব্যাপাদ হইতে নিঃসরণ করিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভির্নিবেশ সহকারে বিহিংসাকে নিবীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না, কিন্তু যখন তিনি অ-বিহিংসাতে অভির্নিবিশ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অবিহিংসার দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়, তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, বিহিংসা হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত বিহিংসা হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা বিহিংসা হইতে নিঃসরণ করিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভির্নিবেশ সহকারে রূপকে নিবীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না, কিন্তু যখন তিনি অবরূপে অভির্নিবিশ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অবরূপের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয় ; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, রূপ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত রূপ হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা রূপ হইতে নিঃসরণ করিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভির্নিবেশ সহকারে আত্ম-বাদকে (সংকায়) নিবীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না ; কিন্তু যখন তিনি আত্ম-বাদের নিবোধে অভির্নিবিশ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত আত্মবাদ-নিবোধের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয় ; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, আত্মবাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত আত্মবাদ হইতে উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা আত্মবাদ হইতে নিঃসরণ করিত হয়।

(২৫) পঞ্চ বিমুক্তি-আযতন । ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন গুরুস্থানীয় সরস্বাচারী ধর্মোপদেশ দান কবেন । শাস্তা অথবা উক্তব্দপ সরস্বাচারী য়েব্দপ ভাবে ভিক্ষুকে উপদেশ দেন, ভিক্ষু সেইব্দপভাবেই উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ কবেন । এইব্দপে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহেব ফলে তাঁহাব প্রামোদ্যেব উৎপত্তি হয়, প্রমুদিত্যেব প্রীতি উৎপত্তি হয়, প্রীতিসংযুক্তেব চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখ-বেদনা অনুভব কবে, সুখীচ চিত্ত সমাধি লাভ কবে । ইহাই প্রথম বিমুক্তি আযতন । পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তব্দপ কোন সরস্বাচারী ভিক্ষুকে ধর্ম দেশনা না কবিলেও ভিক্ষু ধর্ম য়েব্দপ শ্রবণ কবিযাছেন এবং উহা হৃদযে ধাবণ কবিযাছেন সেইব্দপই বিস্তৃতভাবে অপবকে উপদেশ দেন । উহা হইতে পুণ্ড্রোক্তব্দপে তিনি অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ কবেন । ফলে তাঁহাব প্রামোদ্যেব উৎপত্তি হয়, প্রমুদিত্যেব প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তেব চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব কবে, সুখীচ চিত্ত সমাধিস্থ হয় । ইহা দ্বিতীয় বিমুক্তি-আযতন ।...পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তব্দপ কোন সরস্বাচারী ভিক্ষুকে ধর্ম দেশনা না কবিলেও, এবং ভিক্ষু স্বয়ং পুণ্ড্রোক্তব্দপে অপবকে ধর্ম দেশনা না কবিলেও তৎকর্তৃক যথাশ্রুত এবং যথাধৃত ধর্ম তিনি আবৃত্তি কবেন, উহা হইতে পুণ্ড্রোক্তব্দপে তিনি অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ কবেন । ফলে তাঁহাব প্রামোদ্যেব উৎপত্তি হয়, প্রমুদিত্যেব প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তেব চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব কবে, সুখীচ চিত্ত সমাধিস্থ হয় । ইহা তৃতীয় বিমুক্তি-আযতন । পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন সরস্বাচারী ধর্মদেশনা না কবিলেও এবং ভিক্ষু পুণ্ড্রোক্তব্দপে অপবকে ধর্মদেশনা না কবিলেও, এবং তৎকর্তৃক যথাশ্রুত এবং যথা ধৃত ধর্ম তিনি আবৃত্তি না কবিলেও, তিনি উহাকে চিন্তাব বিষয়ীভূত কবেন, ধ্যানেব বিষয়ীভূত কবেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন । এইব্দপ কবিযা উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ কবেন । ফলে তাঁহাব প্রামোদ্যেব উৎপত্তি হয়, প্রমুদিত্যেব প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তেব চিত্ত শান্ত হয়, শান্ত চিত্ত সুখানুভব কবে, সুখীচ চিত্ত সমাধিস্থ হয় । ইহা চতুর্থ বিমুক্তি-আযতন । পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন সরস্বাচারী ধর্মদেশনা না কবিলেও, এবং ভিক্ষু পুণ্ড্রোক্তব্দপে অপবকে ধর্মদেশনা না কবিলেও, এবং তৎকর্তৃক যথা-শ্রুত এবং যথা-ধৃত ধর্ম তিনি আবৃত্তি না কবিলেও, তিনি উহাকে চিন্তা ও ধ্যানেব বিষয়ীভূত না কবিলেও এবং উহাতে একাগ্রচিত্ত না হইলেও, কোন এক সমাধি-

নির্মিত তৎকর্তৃক সুগৃহীত, সুমনসীকৃত, সুপ্রচারিত হয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রতিবিম্বিত হয়। এইরূপে তিনি উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যেব উৎপত্তি হয়...সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা পঞ্চম বিমুক্তি আযতন।

(২৬) পঞ্চ বিমুক্তি-পরিপাচনীয়-সংজ্ঞা। অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দৃঃখ-সংজ্ঞা, দৃঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহান-সংজ্ঞা বিবাগ-সংজ্ঞা।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক এই পঞ্চ ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে...হিত সাধক হয়।

২। জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ছয় ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে হিতসাধক হয়। কোন্ কোন্ ছয় ধর্ম?

(১) ছয় আধ্যাত্মিক আযতন। চক্ষু-আযতন, শ্রোত্র-আযতন, ঘ্রাণ-আযতন, জিহবা-আযতন, কায-আযতন, মন-আযতন।

(২) ছয় বাহ্যিক-আযতন। রূপ-আযতন, শব্দ-আযতন, গন্ধ-আযতন, বস-আযতন, স্পর্শ-আযতন, ধর্ম-আযতন।

(৩) ছয় বিজ্ঞান-কায। চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহবা-বিজ্ঞান, কায-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান।

(৪) ছয় স্পর্শ-কায। চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহবা-সংস্পর্শ, কায-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ।

(৫) ছয় বেদনা-কায। চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহবা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায-সংস্পর্শজ বেদনা, মনো-সংস্পর্শজ বেদনা।

(৬) ছয় সংজ্ঞা-কায। রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা, গন্ধ-সংজ্ঞা, বস-সংজ্ঞা, স্পর্শ-সংজ্ঞা, ধর্ম-সংজ্ঞা।

(৭) ছয় সঞ্চেতনা-কায। রূপ-সঞ্চেতনা, শব্দ-সঞ্চেতনা, গন্ধ-সঞ্চেতনা, বস-সঞ্চেতনা, স্পর্শ-সঞ্চেতনা, ধর্ম-সঞ্চেতনা।

(৮) ছয় তৃষ্ণা-কায। রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, বস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম-তৃষ্ণা।

(৯) ছয় অ-গোবব। ভিক্ষু শাস্তাব প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকাৰে বিহাব কবেন। ধৰ্ম্মে, সম্ভে, শিক্ষায়, অপ্ৰমাদে, স্বাগত সম্ভাষণে ঐব্দপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহাব কবেন।

(১০) ছয় গোবব। ভিক্ষু পদ্ব্যৰ্জিত ছয়বিধ আচাৰেৰ বিপৰীত আচাৰ সম্পন্ন হইয়া বিহাব কবেন।

(১১) ছয় সৌম্নস্য-উপবিচাব। ভিক্ষু চক্ষুৰ দ্বাৰা ব্দপ দৰ্শন কৰিয়া সৌম্নস্য-স্থানীয় ব্দপ বিচাব কবেন। শ্ৰোত্ৰ দ্বাৰা শব্দ শ্ৰবণ কৰিয়া—ঘ্ৰাণ দ্বাৰা গন্ধ আঘ্ৰাণ কৰিয়া জিহ্বাৰ দ্বাৰা বস আম্বাদন কৰিয়া কাষ দ্বাৰা স্প্ৰষ্টব্য স্পৰ্শ কৰিয়া—মন দ্বাৰা ধৰ্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সৌম্নস্য-স্থানীয় ধৰ্ম্ম বিচাব কবেন।

(১২) ছয় দৌৰ্ম্মনস্য-উপবিচাব। চক্ষুৰ দ্বাৰা ব্দপ দৰ্শন কৰিয়া দৌৰ্ম্মনস্য-স্থানীয় ব্দপ বিচাব কবেন। শ্ৰোত্ৰ দ্বাৰা শব্দ শ্ৰবণ কৰিয়া ঘ্ৰাণ দ্বাৰা গন্ধ আঘ্ৰাণ কৰিয়া—জিহ্বা দ্বাৰা বস আম্বাদন কৰিয়া—কাষ দ্বাৰা স্প্ৰষ্টব্য স্পৰ্শ কৰিয়া—মন দ্বাৰা ধৰ্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া দৌৰ্ম্মনস্য-স্থানীয় ধৰ্ম্ম বিচাব কবেন।

(১৩) ছয় উপেক্ষা-উপবিচাব। চক্ষুৰ দ্বাৰা ব্দপ দৰ্শন কৰিয়া উপেক্ষা স্থানীয় ব্দপ বিচাব কবেন। শ্ৰোত্ৰ দ্বাৰা শব্দ শ্ৰবণ কৰিয়া ঘ্ৰাণ দ্বাৰা গন্ধ আঘ্ৰাণ কৰিয়া জিহ্বাৰ দ্বাৰা বস আম্বাদন কৰিয়া কাষ দ্বাৰা স্প্ৰষ্টব্য স্পৰ্শ কৰিয়া—মন দ্বাৰা ধৰ্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া উপেক্ষা-স্থানীয় ধৰ্ম্ম বিচাব কবেন।

(১৪) ছয় প্ৰকাৰ ভ্ৰাত্ৰীয় জীবন যাপন। সৰস্বত্যাৰীণেৰ প্ৰতি ভিক্ষুৰ প্ৰকাশ্যে অথবা গোপনে কৃত মৈত্ৰী-সহগত কাৰিক কৰ্ম্ম নিঃসংশয়িতব্দপে প্ৰতিপন্ন হয়। ইহা ভ্ৰাত্ৰীয় জীবন যাপন যাহা প্ৰীতি, শ্ৰদ্ধা, মিলন, শান্তি সমন্বয় ও ঐক্যেৰ প্ৰবৰ্ত্তক। পদনশ্চ, ভিক্ষুৰ উক্তপ্ৰকাৰ মৈত্ৰী-সহগত বাচিক কৰ্ম্ম—মৈত্ৰী-সহগত মানসিক কৰ্ম্ম নিঃসংশয়িতব্দপে প্ৰতিপন্ন হয়। ইহাও ভ্ৰাত্ৰীয় জীবন যাপন যাহা—ঐক্যেৰ প্ৰবৰ্ত্তক। পদনশ্চ, ভিক্ষু ধৰ্ম্মানুসাৰে ধৰ্ম্ম-লব্ধ সৰ্ব্ব প্ৰকাৰে লাভ—এমন কি ভিক্ষাপাত্ৰে পতিত অন পৰ্য্যন্ত—নিবপেক্ষ ভাবে শীলবান, সৰস্বত্যাৰীণেৰ সহিত সমভাবে ভোগ কবেন। ইহাও ভ্ৰাত্ৰীয়

জীবন যাপন যাহা...ঐক্যের প্রবর্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু সন্ন্যাসচারীগণের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আৰ্য্য, কাস্ত, অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অশবল, অকল্মাষ, মূর্ত্তি-দায়ী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্ত্তনিক শীলসমন্বিত হন। ইহাও দ্বাত্রীষ জীবন যাপন যাহা...ঐক্যের প্রবর্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে আৰ্য্যদৃষ্টি উহাব অনঙ্গামীকে সম্যক দঃখ-ক্ষয়ের দিকে চালিত করে, সন্ন্যাসচারীগণের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সেইরূপ দৃষ্টি-সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। ইহাও দ্বাত্রীষ জীবন যাপন যাহা...ঐক্যের প্রবর্তক।

(১৫) ছয় বিবাদ-মূল। ভিক্ষু ক্রোধ স্বভাব সম্পন্ন ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হন। এইরূপে তিনি শাস্ত্রের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সঙ্ঘে বিবাদের জনক হন, এবং ঐ বিবাদ বহুজনের অসুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেব-মনুষ্যের অহিতকের ও দঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনাবা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিবে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনাবা উহাব দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনাবা ঐরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহাব উৎপত্তি না হয় তৎজন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহাব উৎপত্তি হয় না। পুনশ্চ, ভিক্ষু কাপট্যের প্রশ্রয় দেন এবং বিদ্বেষ-পবায়ণ হন...ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য পবায়ণ হন...শঠ ও মায়াবী হন...পাপেচ্ছা ও মিথ্যা-দৃষ্টি সম্পন্ন হন...বিষয়াসক্ত হন, ঐ আসক্তিতে দৃঢ়রূপে লগ্ন হন, উহা হইতে নিঃসরণে অসমর্থ হন। যে ভিক্ষু ঐরূপ ভাবাপন্ন, তিনি শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তিনি সঙ্ঘে বিবাদের জনক হন, এবং ঐ বিবাদ বহুজনের অসুখ, অহিত ও অনর্থকর হয়, দেব-মনুষ্যের অহিতকর ও দঃখকর হয়। যদি আপনাবা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিবে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন...ভবিষ্যতে উহাব উৎপত্তি হয় না।

(১৬) ছয় ধাতু। পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু, আকাশ-ধাতু, বিজ্ঞান-ধাতু।

(১৭) ছষ নিঃসবণীয় ধাতু । ভিক্ষু এইব্দপ কহিতে পাবেন :—‘মৈত্রী হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমর্দিত্তি বিকশিত, অনর্শীলিত, আযত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনর্দিত্তিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত । অথচ ব্যাপাদ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া বহিয়াছে ।’ তাহাকে কহিতে হইবে, ‘এব্দপ নহে, আযদুজ্ঞান এব্দপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ কবা উচিত নয়, ভগবান কখনই এব্দপ বাক্যের সমর্থন কহিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত ।’ মৈত্রী-উদ্ভূত চিত্ত-বিমর্দিত্তি বিকশিত...সুপরিচালিত ; অথচ ব্যাপাদ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব । মৈত্রী হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমর্দিত্তি—ইহাই ব্যাপাদের নিগমন । ভিক্ষু এইব্দপ কহিতে পাবেন—‘কব্দগা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমর্দিত্তি বিকশিত... সুপরিচালিত । অথচ বিহিংসা আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া বহিয়াছে ।’ তাহাকে কহিতে হইবে, ‘এব্দপ নহে, আযদুজ্ঞান... অনর্থিত ।’ কব্দগা হইতে উদ্ভূত চিত্ত বিমর্দিত্তি বিকশিত সুপরিচালিত, অথচ বিহিংসা চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব । কব্দগা হইতে উদ্ভূত চিত্ত বিমর্দিত্তি—ইহাই বিহিংসার নিগমন । ভিক্ষু এইব্দপ কহিতে পাবেন—‘মর্দিতা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমর্দিত্তি বিকশিত...সুপরিচালিত । অথচ অবতি আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া বহিয়াছে ।’ তাহাকে কহিতে হইবে, ‘এব্দপ নহে, আযদুজ্ঞান . অনর্থিত ।’ মর্দিতা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমর্দিত্তি বিকশিত .সুপরিচালিত, অথচ অবতি চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব । মর্দিতা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমর্দিত্তি—ইহাই অবতির নিগমন । ভিক্ষু এইব্দপ কহিতে পাবেন—‘উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত আমার চিত্ত-বিমর্দিত্তি বিকশিত সুপরিচালিত । অথচ বাগ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া বহিয়াছে ।’ তাহাকে কহিতে হইবে, ‘এব্দপ নহে, আযদুজ্ঞান . অনর্থিত ।’ উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমর্দিত্তি বিকশিত... সুপরিচালিত অথচ বাগ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব । উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমর্দিত্তি—ইহাই বাগের নিগমন । ভিক্ষু এইব্দপ কহিতে পাবেন—‘অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত আমার চিত্ত-বিমর্দিত্তি বিকশিত সুপরিচালিত । অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া বহিয়াছে ।’ তাহাকে এইব্দপ কহিতে হইবে, ‘এব্দপ নহে, আযদুজ্ঞান... অনর্থিত ।’ অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমর্দিত্তি বিকশিত . সুপরিচালিত.

অথচ নিমিত্তানুসাবী বিজ্ঞান চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে, ইহা অসম্ভব। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি—ইহাই সম্বন্ধনিমিত্তের নিগমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পাবেন—‘আমি আছি’ এই সংজ্ঞা আমার নিকট বিরক্তিকর। ‘আমি বিদ্যমান’ এরূপ সংজ্ঞাতে আমি গদ্বদ্বয়ের আরোপ করি না। তথাপি বিচিকিৎসা, এবং সংশয় রূপ শল্য আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া বহিষাছে।’ তাহাকে কহিতে হইবে, ‘এরূপ নহে, আরদ্রজ্ঞান...অনির্দিষ্ট। ‘আমি আছি’ এই সংজ্ঞা বিবর্তিকর, ‘আমি বিদ্যমান’ এরূপ সংজ্ঞাতে গদ্বদ্বয়ের অনাবোপ, অথচ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্য যে চিত্তকে অভিভূত করিয়া থাকিবে ইহা অসম্ভব। ‘আছি’ এই সংজ্ঞার উচ্ছেদ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্যের নিঃসরণ।

(১৮) ছয় অনন্তবীষ : দর্শন অনন্তবীষ, শ্রবণ-অনন্তরীয়, লাভ-অনন্তবীষ শিক্ষা-অনন্তবীষ, পবিচর্যা অনন্তবীষ, অনন্তস্মৃতি-অনন্তরীয়।

(১৯) ছয় অনন্তস্মৃতি স্থান : বুদ্ধানন্তস্মৃতি, ধর্ম্মানন্তস্মৃতি, সম্ভবানন্তস্মৃতি, শীলানন্তস্মৃতি, ত্যাগানন্তস্মৃতি, দেবতানন্তস্মৃতি।

(২০) ছয় সতত বিহার^১ : ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সন্মনা অথবা দর্শনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন...শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া...নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া...জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করিয়া কাষ দ্বারা স্পর্শটব্য স্পর্শ করিয়া...মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সন্মনা অথবা দর্শনা হন না ; উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন।

(২১) ছয় অভিজাতি : কেহ নীচকূলে উৎপন্ন হইয়া অন্তরূপ ধর্ম্মের আচরণ করে। কেহ নীচকূলে উৎপন্ন হইয়া শূদ্রাচরণ সম্পন্ন হয়। কেহ নীচকূলে উৎপন্ন হইয়া পাপ ও পুণ্যেব অতীত নিষ্কলি ধর্ম্মের অনুভূতি সম্পন্ন হয়। কেহ উচ্চকূলোদ্ভূত হইয়া অন্তরূপ ধর্ম্মের আচরণ করে। কেহ ঐব্দ্রপ কূলে জাত হইয়া শূদ্রাচরণ সম্পন্ন হয়। কেহ ঐব্দ্রপ কূলে

উৎসন্ন হইয়া পাপ ও পুণ্য উভয়েবই অতীত নিস্বাণ ধর্মের অনভূতি সম্পন্ন হয়।

(২২) ছয় নির্বেধ^১-ভাগীয সংজ্ঞা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহান-সংজ্ঞা, বিবাগ-সংজ্ঞা, নিবোধ-সংজ্ঞা।

জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অহং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক এই ছয় ধর্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সকলে একত্রে উহাব সংগায়ন করিতে হইবে - দেব ও মনুষ্যেব মঙ্গল ও হিতসাধক হয়।

৩। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক সাত ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, সকলে একত্র হইয়া উহাব সংগায়ন করিতে হইবে - দেব ও মনুষ্যেব মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। ঐ সাত ধর্ম কি কি ?

- (১) সাত ধন : শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হ্রী-ধন, ঔত্তপ্য^২-ধন, শ্রুত-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন।
- (২) সপ্ত সম্বোধ্যজ্ঞ : স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীৰ্য্য, প্রীতি, প্রশস্তি, সমাধি, উপেক্ষা।
- (৩) সপ্ত সমাধি-পরিষ্কার^৩ : সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কস্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যাযাম, সম্যক স্মৃতি।
- (৪) সপ্ত অসদ্ধর্ম : ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন, হ্রী-হীন, ঔত্তপ্য-হীন হন, অশ্রুত, অলস, মূঢ়-স্মৃতি এবং দুঃপ্রজ্ঞ হন।
- (৫) সপ্ত সদ্ধর্ম : ভিক্ষু শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তপ্য সমান্বিত হন, বহুশ্রুত আবধ-বীৰ্য্য হন, উপস্থিত-স্মৃতি সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান হন।
- (৬) সপ্ত সংপদবৃষ-ধর্ম : ভিক্ষু, ধর্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, মাতাজ্ঞ, কালজ্ঞ, পরিষদজ্ঞ এবং পদুগলজ্ঞ হন।

১। অন্তর্দৃষ্টি।

২। বিচক্ষণতা।

৩। আবশ্যকীয় উপকরণ।

(৭) সাত নির্দশ^১-বস্তু : ভিক্ষু শিক্ষা গ্রহণে তাঁর অমদ্বাগ বিশিষ্ট হন, ভবিষ্যতে ও উহাব গ্রহণে ঐব্দপ মনোবিশিষ্ট হন। ধর্ম্মে^২ অন্তর্দর্শি লাভে, তৃষ্ণাব দমনে, নিষ্কর্জন বাসে, বীৰ্য্যাবেষ্টে, স্মৃতি-কুশলতায়, দর্শি প্রতিবোধে^৩ ঐব্দপই মনোভাব বিশিষ্ট হন।

(৮) সাত সংজ্ঞা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনাত্ম সংজ্ঞা, অশুদ্ধ সংজ্ঞা, অমঙ্গল সংজ্ঞা, প্রহান সংজ্ঞা, বিবাগ সংজ্ঞা, নিবোধ সংজ্ঞা।

(৯) সাত বল : শ্রদ্ধা বল, বীৰ্য্য বল, হুঁ বল, ঔত্তপ্য বল, স্মৃতি বল, সমাধি বল, প্রজ্ঞা বল।

(১০) সাত বিজ্ঞান-স্থিতি^৩ : সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা নানাব্দপ দেহ সম্পন্ন এবং নানাব্দপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা কোন কোন মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক নিবসবাসী। ইহাই প্রথম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা নানাব্দপ দেহ সম্পন্ন কিন্তু একই ব্দপ সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা—ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহাবা প্রথম ধ্যানের অন্তর্শীলনে ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাই দ্বিতীয় বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা একইব্দপ দেহ বিশিষ্ট কিন্তু নানাব্দপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা—আভাস্বর দেবগণ। ইহাই তৃতীয় বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহাবা একই-ব্দপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা—শুদ্ধ-কৃৎসন দেবগণ। ইহাই চতুর্থ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা ব্দপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিষ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া “আকাশ অনন্ত” এই অনন্তভূতির সহিত ‘আকাশ-অনন্ত-আযতন’ স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই পঞ্চম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা ‘আকাশ-অনন্ত-আযতন’ সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া ‘বিজ্ঞান অনন্ত’ এই

১। পাঠান্তরে নির্দশ। অরহত দিগেব মধ্যে যাঁহাবা অবহত প্রাপ্তিব দশ বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ করিতেন, তাঁহাদিগকে ‘নির্দশ’ বলা হইত অর্থাৎ তাঁহাদের জন্ম আর পুনরায় দশ বৎসর নাই। এই অর্থে এইস্থলে ‘নির্দশ’ অবহতের অধিবচন।

২। সত্যের স্বপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

৩। দীঘ নিকাষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অনুভূতিৰ সহিত 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আশতন' স্তৰে গমন কৰিযাছেন। ইহাই ষষ্ঠ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগুণ বিদ্যমান যাঁহাবা 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আশতন' সৰ্বতোভাবে অতিক্রম কৰিযা "কিছাই নাই" এই অনুভূতিৰ সহিত 'অকিঞ্চন আশতন' স্তৰে গমন কৰিযাছেন। ইহাই সপ্তম বিজ্ঞান-স্থিতি।

(১১) সাত পদংগল যাঁহাবা দক্ষিণেয্য : উভয়ভাগ-বিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত, কাযানন্দশী, দৃষ্টি-প্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত, ধৰ্ম্মানন্দসাবী, শ্রদ্ধানন্দসাবী^১।

(১২) সাত অনংশ^২ : কামবাগ, প্রতিঘ, মিথ্যা-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভববাগ, অবিদ্যা।

(১৩) সাত সংযোজন : অনন্য, প্রতিঘ, মিথ্যা দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভববাগ, অবিদ্যা।

(১৪) ষথাক্রমে উৎপন্ন বিবাদসমূহেব সমাধান ও শান্তিৰ নিমিত্ত সাত অধিকৰণ-শমখ^৩ : সম্মুখ-বিনয় দাতব্য, স্মৃতি-বিনয় দাতব্য, অমৃত-বিনয় দাতব্য, অপবাধ স্বীকৃতিৰ উপৰ প্রতিষ্ঠিত অধিকৰণ কাৰ্য্য পৰিণত কৰিতে হইবে, সঙ্ঘেব বহুজন কৰ্ত্তৃক উপস্থাপিত অধিকৰণ, অবাধ্যেব নিমিত্ত অধিকৰণ, তৃণাচ্ছাদিত কৰণেব ন্যায অধিকৰণ।

বন্দুগুণ, জ্ঞান ও দৰ্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক এই সাত ধৰ্ম্ম সম্যকৰূপে ব্যাখ্যাত হইযাছে। সকলে একত্রে উহাব সংগাথন কৰিতে হইবে ..দেব ও মনুষ্যেব মঙ্গল ও হিতসাধক হয়।

। দ্বিতীয় ভাগবাব সমাপ্ত।

৩। ১। জ্ঞান ও দৰ্শন সম্পন্ন ভগবান, অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্তৃক আট ধৰ্ম্ম সম্যকৰূপে ব্যাখ্যাত হইযাছে। সকলে একত্রে উহাব সংগাথন

১। সম্পাদনীয় সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮ দ্রষ্টব্য।

২। ভাস্ত সংস্কার, যাঁহা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে এবং যাঁহাব নাশ হয় নাই।

৩। উপস্থাপিত প্রশ্নেব সমাধান। বিনয় পিটক, ১ম খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

কৰিতে হইবে...দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। ঐ আট ধৰ্ম কি কি ?

(১) আট মিথ্যাত্ব : মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক, মিথ্যা কৰ্ম্মান্তি, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাধাম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি।

(২) আট সম্যকত্ব : সম্যক দৃষ্টি...সম্যক সমাধি।

(৩) আট দক্ষিণেষ পদঙ্গল : স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তি-ফল-প্রাপ্ত ; সৰূদাগামী, সৰূদাগামী-ফল-প্রাপ্ত ; অনাগামী, অনাগামী-ফল-প্রাপ্ত, অরহত, অরহত-ফল-প্রাপ্ত।

(৪) আট আলস্যেব ভিত্তি : ভিক্ষুব কবণীয় কৰ্তব্য আছে। তাঁহাব মনে এইরূপ হয়—‘আমাকে কৰ্তব্য কৰিতে হইবে, কৰ্তব্য কৰ্ম্ম কৰিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, তবে এইবার শযন কৰি।’ তিনি শযন কবেন, অকৃত্যেব কবণার্থ, অসম্পাদিতেব সম্পাদনার্থ, অলম্বেব লাভার্থ তিনি প্রযাস কবেন না। ইহাই প্রথম আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুব কবণীয় কৰ্তব্য আছে। তাঁহাব মনে এইরূপ হয়—‘আমি কৰ্ম্ম কৰিযাছি, কৰ্ম্ম কৰিতে গিয়া আমার দেহ ক্লান্ত হইযাছে, এইবার আমি শযন কৰি।’ তিনি শযন কবেন, অকৃত্যেব কবণার্থ...প্রযাস কবেন না। ইহাই দ্বিতীয় আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ কৰিতে হইবে। তাঁহাব মনে এইরূপ হয়—‘আমাকে পথ ভ্রমণ কৰিতে হইবে, উহা কৰিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, এইবার আমি শযন কৰি।’ তিনি শযন কবেন প্রযাস কবেন না। ইহা তৃতীয় আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণবত হইযাছেন। তাঁহাব মনে এইরূপ হয়—‘আমি পথ ভ্রমণ কৰিযাছি, এইরূপে আমার দেহ ক্লান্ত হইযাছে, এইবার আমি শযন কৰি।’ তিনি শযন করেন...প্রযাস করেন না। ইহা চতুর্থ আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কৰিয়া হীন অথবা প্রণীত ভোজ্য অৰ্থাপ্তরূপে লাভ কবেন না। তাঁহাব মনে এইরূপ হয়—‘আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কৰিযা হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পৰ্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, আমার দেহ ক্লান্ত ও অকৰ্ম্মণ্য হইযাছে, এইবার আমি শযন কৰি।’ তিনি শযন করেন...প্রযাস কবেন না। ইহা পঞ্চম আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পদ্ব্যস্তিৰূপে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কৰিযা হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পৰ্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন,

তাঁহাব মনে এইব্দপ হয়—‘আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কৰিষা হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে লাভ কৰিষাছি, এইব্দপে আমাব দেহ গদ্বদভাব এবং অকস্মৰ্ণ্য হইষাছে, এইবাব আমি শযন কৰি।’ তিনি শযন কৰেন • প্রযাস কৰেন না। ইহাই ষষ্ঠ আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব কৰেন। তাঁহাব মনে এইব্দপ হয়—‘আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব কৰিতেছি, এই অবস্থায় আমাব শযন কৰা উচিত, এইবাব আমি শযন কৰি।’ তিনি শযন কৰেন • প্রযাস কৰেন না। ইহা সপ্তম আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু বোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূৰ্বে নিবাস্য হইষাছেন। তাঁহাব মনে এইব্দপ হয় ‘আমি বোগমুক্ত হইষাছি, অনতিকাল পূৰ্বে নিবাস্য হইষাছি, আমাব দেহ দুৰ্বল ও অকস্মৰ্ণ্য, আমি শযন কৰি।’ তিনি শযন কৰেন • প্রযাস কৰেন না। ইহা অষ্টম আলস্যেব ভিত্তি।

(৫) কোন বিশিষ্ট কৰ্ম সম্পাদনেব আট ভিত্তি। ভিক্ষুব কৰ্তব্য, কৰ্ম আছে। তাঁহাব মনে এইব্দপ হয়—‘আমাকে কৰ্তব্য কৰ্ম কৰিতে হইবে, কিন্তু উহা কৰিতে হইলে বুদ্ধদিগেব উপদেশে মনঃসংযোগ কৰা আমাব পক্ষে সুকব হইবে না, আমি অপ্ৰাপ্তেব প্ৰাপ্তিৰ নিমিত্ত, অসম্পাদিতেব সম্পাদনাত্মক, অলব্ধেব লাভার্থ বীৰ্য্য প্রয়োগ কৰিব।’ ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীৰ্য্য প্রয়োগ কৰেন। ইহাই প্রথম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুব কৰ্তব্য কৰ্ম আছে। তাঁহাব এইব্দপ মনে হয়—‘আমি কৰ্ম কৰিষাছি, কিন্তু উহা কৰিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণেব উপদেশে মনঃসংযোগ কৰিতে পাৰি নাই, আমি অপ্ৰাপ্তেব প্ৰাপ্তিৰ নিমিত্ত • বীৰ্য্য প্রয়োগ কৰিব।’ ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীৰ্য্য প্রয়োগ কৰেন। ইহা দ্বিতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ কৰিতে হইবে। তাঁহাব মনে এইব্দপ হয়—‘আমাকে পথ ভ্রমণ কৰিতে হইবে, উহা কৰিতে হইলে বুদ্ধগণেব উপদেশে মনঃসংযোগ কৰা আমাব পক্ষে সুকব হইবে না, আমি বীৰ্য্য প্রয়োগ কৰিব।’ ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীৰ্য্য প্রয়োগ কৰেন। ইহা তৃতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমে বত হন। তাঁহাব মনে এইব্দপ হয়—‘আমি ভ্রমণ কৰিষাছি, উহা কৰিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণেব উপদেশে মনঃসংযোগ কৰিতে পাৰি নাই। আমি বীৰ্য্য প্রয়োগ কৰিব।’ ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীৰ্য্য প্রয়োগ কৰেন। ইহা চতুৰ্থ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কৰিষা হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পৰ্যাপ্তব্দপে

প্রাপ্ত হন না। তাঁহার মনে এইরূপ হয়—‘আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাণ্ডরূপে প্রাপ্ত হই নাই, এইরূপে আমার দেহ লঘু এবং কর্মণ্য হইয়াছে, আমি...বীৰ্য্য প্রয়োগ করিব।’ ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীৰ্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা পঞ্চম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাণ্ড-রূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়—‘আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাণ্ডরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এইরূপে আমার দেহ বলসম্পন্ন এবং কর্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি...বীৰ্য্য প্রয়োগ করিব।’ ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীৰ্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা ষষ্ঠ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসদৃশতা অনুভব করেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়—‘আমি অল্পমাত্র অসদৃশতা অনুভব করিতেছি, কিন্তু আমার অসদৃশতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি বীৰ্য্য প্রয়োগ করিব।’ ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীৰ্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা সপ্তম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পদ্বৈর্ নিবাময় হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়—‘আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পদ্বৈর্ নিবাময় হইয়াছি, কিন্তু রোগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি...বীৰ্য্য প্রয়োগ করিব।’ ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীৰ্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা অষ্টম ভিত্তি।

(৬) আট দানের ভিত্তি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দান করা হয়। ভয় হেতু দান কবাহু^১। ‘আমাকে দান করা হইয়াছে’ এই হেতু দান করা হয়। ‘আমাকে দান করিবে’ এই হেতু দান করা হয়। ‘দান করিলে মঙ্গল হয়’ এই হেতু দান করা হয়। ‘আমি পাক করিতেছি, ইহা করিতেছে না। পাকনিরত আমার পক্ষে যাহা পাক করিতেছে না তাহাদিগকে না দেওয়া অনুপযুক্ত,’ এই হেতু দান করা হয়। ‘এই দান করিবার নিমিত্ত আমার কল্যাণ কীর্ত্তিশব্দ উচ্চিত হইবে’ এই হেতু দান করা হয়। চিত্তের অলঙ্কাররূপে চিত্তের নির্ম্মলতার জন্য দান করা হয়^২।

(৭) দান হেতু আট প্রকার পুনবদ্বংপত্তি। কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ-

১। নিন্দা অথবা প্রতিফলের ভয়ে।

২। যেহেতু দান দাতা এবং গ্রাহক উভয়েরই চিত্তকে শান্ত করে।

গগকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপ-
কবণসমূহ দান কবেন। তিনি যাহা দান কবেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তিব আশা
পোষণ কবেন। তিনি দেখেন ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ অথবা গৃহপতি মহাশাল
পণ্ডকাম গুণে সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া, উহাদের দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া
অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাব মনে এইরূপ হয়—‘অহো। আমি যদি মরণান্তে
দেহেব বিনাশে ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ অথবা গৃহপতি মহাশালরূপে জন্মলাভ
করিতে পারি।’ তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহাবই
অনুশীলন কবেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহাব সেই চিত্ত
পূর্বোক্ত প্রার্থিতরূপ জন্মেবই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা
কেবলমাত্র শীলবানদিগেব প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণেব প্রতি নহে।
শীলবানদিগেবই চিত্ত সংকল্প শুদ্ধতাব^১ নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ কবে। পুনশ্চ,
কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগগকে অন্ন, পান সমূহ দান কবেন। তিনি যাহা
দান কবেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তিব আশা পোষণ কবেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ
কবেন—‘চাতুর্মহাবাজিক দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পবম সুখময় অবস্থা
প্রাপ্ত হন।’ তাঁহাব মনে এইরূপ হয়—‘অহো। আমি যদি মরণান্তে দেহেব
বিনাশে চাতুর্মহাবাজিক দেবগণেব মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি। তিনি ঐ
চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহাবই অনুশীলন কবেন। হীনার্থে
চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহাব সেই চিত্ত ঐরূপ প্রার্থিত জন্মেবই অনুকূল
হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগেব প্রতিই প্রযোজ্য,
দুঃশীলগণেব প্রতি নহে। শীলবানদিগেবই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতাব নিমিত্ত
সমৃদ্ধি লাভ কবে। পুনশ্চ, কেহ পূর্বোক্তরূপ দান কবেন এবং পূর্বোক্তরূপ
আশা পোষণ কবেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ কবেন—‘ত্রিশিংশ দেবগণ...
ষামদেবগণ। তুযিত দেবগণ...নির্ম্মণবতি দেবগণ পবনির্ম্মিত-বশবর্তী-
দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পবম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।’ তাঁহাব মনে
এইরূপ হয়—‘অহো। আমি যদি মরণান্তে দেহেব বিনাশে পবনির্ম্মিত-
বশবর্তী-দেবগণেব মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি।’ তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন,
উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহাবই অনুশীলন কবেন। হীনার্থে চালিত
উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহাব সেই চিত্ত ঐরূপ প্রার্থিত জন্মেবই অনুকূল হয়।

১। অর্থাৎ অবিশুদ্ধতাব নিমিত্ত।

যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগেবই প্রতি প্রযোজ্য, দংশীলগণেব প্রতি নহে। শীলবানদিগেবই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতাব নিমিত্ত সমৃদ্ধিলাভ কবে। পুনশ্চ, কেহ উক্তব্দপ দান কবেন এবং উক্তব্দপ আশা পোষণ কবেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ কবেন—‘ব্রহ্মকাষিক দেবগণ দীঘায়ু বর্ণবান ও পবম সুখময অবস্থা প্রাপ্ত হন।’ তাঁহার মনে এইরূপ হয়—‘অহো। আমি যদি মরণান্তে দেহেব বিনাশে ব্রহ্মকাষিক দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ কবিতো পারি।’ তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনংশীলন কবেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহাব সেই চিত্ত ঐব্দপ প্রার্থিত জন্মেবই অনুকুল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল মাত্র শীলবানদিগেবই প্রতি প্রযোজ্য, দংশীলগণের প্রতি নহে, যাঁহাবা বীতবাগ তাঁহাদেব প্রতি প্রযোজ্য, যাঁহাবা সবাগ তাঁহাদেব প্রতি নহে। শীলবানদিগেবই চিত্ত-সংকল্প বাগহীনতাব নিমিত্ত সমৃদ্ধিলাভ কবে।

(৮) আট পবিষদ। ক্ষত্রিয়-পবিষদ, ব্রাহ্মণ-পবিষদ, গৃহপতি-পবিষদ, শ্রমণ-পবিষদ, চাতুৰ্ম্মহাবাজিক-পবিষদ, ত্র্যম্বিক-পবিষদ, মাব-পবিষদ, ব্রহ্ম-পবিষদ।

(৯) আট লোকধৰ্ম্ম। লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ।

(১০) আট অভিভূ-আযতন^১। কেহ অধ্যাত্মে ব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে, সুবর্ণ অথবা দুৰ্ব্বর্ণ ব্দপ ক্ষুদ্রব্দপে দর্শন কবেন, তিনি উহা অভিভূত কবিয়া ‘জানিতেছি, দেখিতেছি’ এইব্দপ সংজ্ঞা উৎপাদন কবেন। ইহা প্রথম অভিভূ-আযতন। কেহ অধ্যাত্মে ব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুৰ্ব্বর্ণ অপ্রমেয় ব্দপ দর্শন কবেন, তিনি উহা অভিভূত কবিয়া ‘জানিতেছি, দেখিতেছি’ এইব্দপ সংজ্ঞা উৎপাদন কবেন। ইহা দ্বিতীয় অভিভূ-আযতন। কেহ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুৰ্ব্বর্ণ ব্দপ ক্ষুদ্রব্দপে দর্শন কবেন, তিনি উহা অভিভূত কবিয়া “জানিতেছি, দেখিতেছি” এইব্দপ সংজ্ঞা উৎপাদন কবেন। ইহা তৃতীয় অভিভূ-আযতন। কেহ অধ্যাত্মে-অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুৰ্ব্বর্ণ অপ্রমেয় ব্দপ

১। ‘আযতন’ শব্দে এ স্থলে ধ্যানোৎপাদন উল্লিখিত হইয়াছে।

দর্শন কবেন, তিনি উহা অভিভূত কবিয়া “জানিতেছি, দেখিতেছি”, এইব্দপ সংজ্ঞা উৎপাদন কবেন। ইহা চতুর্থ অভিভূ-আযতন। কেহ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ দর্শন কবেন—নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস—যথা নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস সম্পন্ন উন্মাদপ, অথবা উভয় দিক সম্মার্জিত নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস বাবাগসীব বস্তু—এইব্দপ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ দর্শন কবেন—নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস, তিনি উহা অভিভূত কবিয়া “জানিতেছি, দেখিতেছি” এইব্দপ সংজ্ঞা উৎপাদন কবেন। ইহা পঞ্চম অভিভূ-আযতন। কেহ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ দর্শন কবেন—পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস—যথা পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস কর্ণিকা পদ্প, অথবা উভয় দিক সম্মার্জিত পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস বাবাগসীব বস্তু—এইব্দপ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ দর্শন কবেন—পীত, পীত-বর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস, তিনি উহা অভিভূত কবিয়া “জানিতেছি, দেখিতেছি” এইব্দপ সংজ্ঞা উৎপাদন কবেন। ইহা ষষ্ঠ অভিভূ-আযতন। কেহ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ দর্শন কবেন—লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস—যথা লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস বন্ধুজীবক পদ্প অথবা উভয়দিক সম্মার্জিত লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস বাবাগসীব বস্তু—এইব্দপ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ দর্শন কবেন—লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস, তিনি উহা অভিভূত কবিয়া “জানিতেছি, দেখিতেছি” এইব্দপ সংজ্ঞা উৎপাদন কবেন। ইহা সপ্তম অভিভূ-আযতন। কেহ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ দর্শন কবেন—শুদ্ধ, শুদ্ধ-বর্ণ, শুদ্ধ-নিদর্শন, শুদ্ধোভাস—যথা শুদ্ধ, শুদ্ধ-বর্ণ, শুদ্ধ-নিদর্শন, শুদ্ধোভাস ওষধি-তাবকা, অথবা উভয়দিক সম্মার্জিত শুদ্ধ, শুদ্ধ-বর্ণ, শুদ্ধ-নিদর্শন, শুদ্ধোভাস বাবাগসীব বস্তু—এইব্দপ অধ্যাত্মে অব্দপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিবে ব্দপ দর্শন কবেন—শুদ্ধ, শুদ্ধ-বর্ণ, শুদ্ধ-নিদর্শন, শুদ্ধোভাস, তিনি উহা অভিভূত কবিয়া “জানিতেছি, দেখিতেছি” এইব্দপ সংজ্ঞা উৎপাদন কবেন। ইহা অষ্টম অভিভূ-আযতন।

(১১) আট বিমোক্ষ। ব্দপী ব্দপ দর্শন কবে। ইহা প্রথম

বিমোক্ষ^১। অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞা বাহিবে রূপ দর্শন কবে। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ। ‘সুন্দর’! এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হব। ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ। বৃপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিষ সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাষ সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া ‘আকাশ-অনন্ত’ এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আযতন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ। আকাশ-অনন্ত-আযতন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া ‘বিজ্ঞান অনন্ত’ এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন উপলব্ধি করিয়া বিহার কবে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ। বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া ‘কিছুই নাই’ এই অনুভূতির সহিত অকিঞ্চন-আযতন উপলব্ধি করিয়া বিহার কবে। ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ। অকিঞ্চনায়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা আযতন উপলব্ধি করিয়া বিহার কবে। ইহা সপ্তম বিমোক্ষ। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদাধিত-নিবোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার কবে। ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক এই আট ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগাথন করিতে হইবে...দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়।

২। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক নয় ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগাথন করিতে হইবে - দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়। ঐ নয় ধর্ম কি কি?

(১) নয় শত্রুতাব ভিত্তি। ‘আমার অনিষ্ট করিয়াছে’ এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। ‘আমাব অনিষ্ট করিতেছে’ এইরূপে শত্রুতা পোষণ কবে। ‘আমাব অনিষ্ট করিবে’ এইরূপে শত্রুতা পোষণ কবে। ‘আমার প্রিয় ও প্রীতির পাত্রের অনিষ্ট করিয়াছে অথবা করিতেছে অথবা করিবে’ এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে।

(২) শত্রুতাব ভিত্তি নয় প্রকার দমন। ‘আমাব অনিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা পোষণ করিয়া কি ফল লাভ হইবে?’ এইরূপে শত্রুতা দমন কবে। ‘আমাব অনিষ্ট করিতেছে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা করিয়া কি ফল

১। দীঘ নিকাষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

লাভ হইবে ?' এইব্দেপে শত্রুতা দমন কবে । 'আমাব অনিষ্ট কবিবে, কিন্তু এইব্দেপে চিন্তায কি ভল লাভ হইবে ?' এইব্দেপে শত্রুতা দমন কবে । 'আমাব প্রিষ ও প্রীতিব পায়েব অনিষ্ট কবিযাছে অথবা কবিতেছে অথবা কবিবে, কিন্তু এইব্দেপে চিন্তায কি ফল লাভ হইবে ।' এইব্দেপে শত্রুতা দমন কবে ।

(৩) নয সত্ত্বাবাস । সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা নানাব্দেপ দেহসম্পন্ন এবং নানাব্দেপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা কোন কোন মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক (নিবযবাসী) । ইহা প্রথম সত্ত্বাবাস । সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা নানাব্দেপ দেহ-সম্পন্ন কিন্তু একইব্দেপ সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহাবা প্রথম ধ্যানের অনুরূপীনে ঐস্থানে উৎপন্ন হইযাছেন । ইহা দ্বিতীয় সত্ত্বাবাস । সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা একইব্দেপ দেহ বিশিষ্ট কিন্তু নানাব্দেপ সংজ্ঞাসম্পন্ন, যথা —আভাস্বব দেবগণ । ইহা তৃতীয় সত্ত্বাবাস । সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা একই ব্দেপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা শূভ-কৃৎস্ন দেবগণ । ইহা চতুর্থ সত্ত্বাবাস^১ । সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাদেব সংজ্ঞা নাই, বেদনা নাই, যথা অসংজ্ঞ-সত্ত্ব দেবগণ । ইহা পঞ্চম সত্ত্বাবাস । সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা ব্দেপ-সংজ্ঞাকে সম্বর্তোভাবে অতিক্রম কবিযা, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ কবিযা, নানাস্থ সংজ্ঞায উদাসীন হইয়া 'অনন্ত আকাশ' এই অনুরূপীতিব সহিত আকাশ-অনন্ত-আযতন স্তবে উপনীত হন । ইহা ষষ্ঠ সত্ত্বাবাস । সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহাবা আকাশ-অনন্ত-আযতন সম্বর্তোভাবে অতিক্রম কবিযা 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুরূপীতিব সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন স্তবে উপনীত হন । ইহা সপ্তম সত্ত্বাবাস । সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা বিজ্ঞান অনন্ত-আযতন সম্বর্তোভাবে অতিক্রম কবিযা 'কিছই নাই' এই অনুরূপীতিব সহিত আকিঞ্চ্য-আযতন স্তবে উপনীত হন । ইহা অষ্টম সত্ত্বাবাস । সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা আকিঞ্চ্য-আযতন সম্বর্তোভাবে অতিক্রম কবিযা 'নৈবসংজ্ঞা-নাংজ্ঞা' আযতন স্তবে উপনীত হন । ইহা নবম সত্ত্বাবাস ।

(৪) ব্রহ্মচার্য্য বাসেব নয অক্ষণ অসময । জগতে তথাগত অবহত সম্যক সম্বন্ধেব আবির্ভাব হইযাছে, উপশম ও পবিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সঙ্গত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইযাছে, কিন্তু এই পদরূষ ঐ সময় নিবযে উৎপন্ন

১। উপবে ২।৩ (১০) এবং দ্বিতীয় খণ্ডেব ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য বাসেব এই প্রথম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, ঐরূপ সময় সে পশুঘোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই দ্বিতীয় অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, ঐরূপ সময় সে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে—অসুখ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে দীঘাষদ হইয়া কোন দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছে...প্রত্যন্ত জনপদে জ্ঞানহীন শ্লেচ্ছদিগের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে, যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকাদিগেব গতি নাই। ব্রহ্মচর্য্য বাসেব ইহা ষষ্ঠ অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, পদ্বৈক্টিব্দুপ সময়ে এই পদ্বৈক্টি মধ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টি ও বিপবীত দর্শন সম্পন্ন—দান নাই, যজ্ঞ নাই, হবন নাই, সৎকৃতি দৎকৃতির ফল নাই’ ইহলোক নাই, পবলোক নাই, মাতা-পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, পূর্ণতা প্রাপ্ত সম্যক্ দৃষ্টি-সম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহাবা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত কবিয়া উহাব প্রকাশ কবেন।’ ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসের সপ্তম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, ঐরূপ সময়ে সে মধ্যদেশে পুনর্জন্ম লাভ কবিয়া দৃষ্টিপ্রজ্ঞ, জড়, বধির ও মূক হইয়াছে, সদ্ভাষিত অথবা দ্ভাষিতের অর্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসেব অষ্টম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অবহত সম্যক সম্বুদ্ধেব আবির্ভাব হয় নাই, উপশম ও পবিনিন্মাণ-দায়ী, সম্বোধগামী সৎগত প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হয় নাই : কিন্তু এই পদ্বৈক্টি মধ্যদেশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জড়তা-হীন, সে বধির ও মূক নহে, সে সদ্ভাষিত অথবা দ্ভাষিতের অর্থ গ্রহণে সক্ষম। ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসের নবম অক্ষণ অসময়।

(৫) নর অনূপদ্বর্ষ-বিহার। ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ কবিয়া বিহার করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশমে...দ্বিতীয় ধ্যান...তৃতীয় ধ্যান...চতুর্থ ধ্যান লাভ কবিয়া বিহার কবেন’। বৃপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিয়া, প্রতিষ-সংজ্ঞা বিনাশ কবিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞাষ উদাসীন হইয়া ‘আকাশ অনন্ত’ এই অনুভূতির সহিত আকাশ অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি কবিয়া বিহার করেন। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিয়া ‘বিজ্ঞান অনন্ত’ এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন

উপলব্ধি কবিষা বিহাব কবেন। বিজ্ঞান অনন্ত-আযতন সৰ্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিষা ‘কিছই নাই’ এই অনুভূতিৰ সহিত অকিঞ্চন-আযতন উপলব্ধি কবিষা বিহাব কবেন। অকিঞ্চন-আযতন সৰ্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিষা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন উপলব্ধি কবিষা বিহাব কবেন। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন সৰ্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিষা সংজ্ঞা-বেদাধিত নিবোধ উপলব্ধি কবিষা বিহাব কবেন’।

(৬) নয অনুপদৰ্ব্ব নিবোধ। যাঁহাবা প্রথম ধ্যানে উপনীত তাঁহাদেব কাম সংজ্ঞা নিবুদ্ধ হয়। যাঁহাবা দ্বিতীয় ধ্যানে উপনীত তাঁহাদেব বিতৰ্ক-বিচাব নিবুদ্ধ হয়। যাঁহাবা তৃতীয় ধ্যানে উপনীত তাঁহাদেব প্রীতি নিবুদ্ধ হয়। যাঁহাবা চতুর্থ ধ্যানে উপনীত তাঁহাদেব আশ্বাস প্রশ্বাস নিবুদ্ধ হয়। যাঁহাবা আকাশ-অনন্ত-আযতন স্তবে উপনীত তাঁহাদেব বৃপ-সংজ্ঞা নিবুদ্ধ হয়। যাঁহাবা বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন স্তবে উপনীত তাঁহাদেব আকাশ-অনন্ত-আযতন সংজ্ঞা নিবুদ্ধ হয়। যাঁহাবা অকিঞ্চন-আযতন স্তবে উপনীত তাঁহাদেব বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন সংজ্ঞা নিবুদ্ধ হয়। যাঁহাবা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন স্তবে উপনীত তাঁহাদেব অকিঞ্চন আযতন সংজ্ঞা নিবুদ্ধ হয়। যাঁহাবা সংজ্ঞা বেদাধিত নিবোধ স্তবে উপনীত তাঁহাদেব সংজ্ঞা ও বেদনা উভয়ই নিবুদ্ধ হয়।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্ত্বক এই নয ধৰ্ম্ম সম্যকবৃপ আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহাব সংগাযন কবিতে হইবে দেব ও মনুষ্যেব হিতসাধক হয়।

৩। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কৰ্ত্ত্বক দশ ধৰ্ম্ম সম্যকবৃপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহাব সংগাযন কবিতে হইবে...দেব ও মনুষ্যেব হিতসাধক হয়। ঐ দশ ধৰ্ম্ম কি কি?

(১) দশ নাথ-কবণ ধৰ্ম্ম। ভিক্ষু শীলবান এবং প্রাতিমোক্ষ-সংবৰ্ণ-

১। ১১। (৪) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। উপবে ৩। ১। (১১) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। বন্ধন বিধায়ক। ৩ বিনয় পিটকে উক্ত ভিক্ষুদিগেব পালনীয় সংযম বিধি।

সংবৃত্ত হইয়া বিহাব করেন, আচাব-গোচর সম্পন্ন এবং অনুমাত্র পাপে ভষ-
দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক উহাদেব পালন শিক্ষা করেন।
ইহা নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুত-সংঘ
সম্পন্ন হন। যে সকল ধর্ম্মের প্রাবল্য কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত
কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত বিশুদ্ধ
ব্রহ্মচর্যের প্রকাশক, ঐ সকল ধর্ম্ম তিনি বহুশ্রুত হন, উহাদিগকে ধারণ
কবেন, আবৃত্তি দ্বারা অনুক্ষণ উহাদেব অনুশীলন কবেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত
হন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা উহাদেব অন্তরে প্রবেশ কবেন। ইহাও নাথ-করণ
ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু চরিত্রবানের মিত্র সহায় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। ইহাও
নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সুবচ, বিনয়ানুকূল ধর্ম্ম সমন্বিত, সহিষ্ণু
অনুশাসনী গ্রহণে নিপুণ হন। ইহাও নাথকরণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু
সব্রহ্মচাবীগণের বিবিধ, কর্তব্যে দক্ষ ও অনলস হন, ঐ সকলের পালন
প্রণালী মীমাংসা করণে সক্ষম হন, কর্ম্ম সম্পাদনে এবং সুব্যবস্থাকরণে সক্ষম
হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, তিনি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মালাপে অনুবক্ত হন
এবং অভিধর্ম্ম ও অভিবিনয়ে বিপুল প্রীতিলভ কবেন। ইহাও নাথ-করণ
ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু যে কোন প্রকার চীৎকার, পিণ্ডপাত, বাসস্থান এবং
পীড়াকালের ঔষধ ও পথ্যে সন্তুষ্ট হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ,
ভিক্ষু অকুশল ধর্ম্মের পবিহাবে মিমিত্ত, কুশল ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত বীৰ্য্য-
সম্পন্ন হন, তিনি কুশল ধর্ম্মসমূহে আস্থাবান ও দৃঢ়পরাক্রম হন, কখনই ভাব-
নিক্ষেপ কবেন না। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্মৃতিসম্পন্ন
হন, তিনি শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-প্রার্থ্য সমন্বিত হইয়া বহু পূর্ব্ব কথিত অথবা
কৃতের স্মরণ কবেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন,
বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জ্ঞান সমন্বিত হন, আৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, সম্যক
দৃষ্টি-ক্ষয়-প্রণয়ন প্রজ্ঞা সমন্বিত হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম।

(২) দশ কুৎস্ন^১ আযতন। কেহ উর্দ্ধ, অধঃ, তিৰ্য্যক দিক অদ্বিতীয়,
অপ্রমেয় পৃথিবী-কুৎস্ন বরূপে অনুভব করে। তেজ-কুৎস্ন বরূপে অনুভব করে

১। 'সকল' অর্থে। ধ্যানোৎপত্তির নিমিত্ত গৃহীত কর্ম্মস্থানের অবলম্বন।

উহা সাধারণতঃ দশ প্রকার : পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, নীল, পীত,
- লোহিত, শুভ্র, আকাশ, বিজ্ঞান।

...নীল কৃৎস্ন বদপে—পীত কৃৎস্ন বদপে লোহিত কৃৎস্ন বদপে শূদ্র কৃৎস্ন বদপে . আকাশ কৃৎস্ন বদপে ..বিজ্ঞান কৃৎস্ন বদপে অনুভব কবে ।

(৩) দশ অকুশল কৰ্মপথ : প্রাণাতিপাত, অদন্তেব গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষা-বাদ, পিশুন বাক্য, ককর্শ বাক্য, তুচ্ছ প্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি ।

(৪) দশ কুশল কৰ্মপথ : প্রাণাতিপাত হইতে বিবর্তিত, অদন্তেব গ্রহণ হইতে বিবর্তিত, ব্যভিচার হইতে বিবর্তিত, মৃষাবাদ হইতে বিবর্তিত, পিশুন বাক্য হইতে বিবর্তিত, ককর্শ বাক্য হইতে বিবর্তিত, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিবর্তিত, অনভিধ্যা, অব্যাপাদ, সম্যক্ দৃষ্টি ।

(৫) দশ আৰ্য্য বাস : ভিক্ষু পণ্ডাজ-বিপ্রহীন হন, ষড়ঙ্গ-যুজ্ঞ হন, একাবক্ষ হন, চতুর্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন, সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন, সম্পূর্ণ বদপে বাসনামুক্ত হন, অনাবিল-সংকল্প হন, প্রশ্নক-কাষ-সংস্কার হন, সর্বাঙ্গ-চৈতন্য ও সর্বাঙ্গ-প্রজ্ঞ হন । ভিক্ষু কিবদপে পণ্ডাজ-বিপ্রহীন হন ? তিনি কামছন্দ, ব্যাপাদ, জ্ঞানমিহ, উদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা পবিহার কবেন । এইবদপে তিনি পণ্ডাজ-বিপ্রহীন হন । ভিক্ষু কিবদপে ষড়ঙ্গ-যুজ্ঞ হন ? তিনি চক্ষু দ্বারা বদপ দর্শন কবিয়া সন্মনা অথবা দর্শনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার কবেন । শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ কবিয়া...ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ কবিয়া...জিহ্বার দ্বারা বস আম্বাদন কবিয়া কাষ দ্বারা স্পর্শক স্পর্শ কবিয়া .মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া সন্মনা অথবা দর্শনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার কবেন । এইবদপে ভিক্ষু ষড়ঙ্গ-যুজ্ঞ হন । কিবদপে ভিক্ষু একাবক্ষ হন ? ভিক্ষু স্মৃতি বন্ধিত চিত্ত সমন্বিত হন । এইবদপে তিনি একাবক্ষ হন । কিবদপে ভিক্ষু চতুর্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন ? ভিক্ষু সম্যক বিচাবাস্তে বস্তু বিশেষেব সেবা কবেন, এইবদপে বস্তু বিশেষ স্বীকার কবিয়া লন, বস্তু বিশেষ বর্জন কবেন, বস্তু বিশেষ দমন কবেন । এইবদপে ভিক্ষু চতুর্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন । কিবদপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন ? শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণেব সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক মতামত ভিক্ষু কর্তৃক দাবীভূত হয়, উৎপীড়িত হয়, মূর্ত্ত হয়, লুপ্ত হয়, পবিবর্জিত হয় । এইবদপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন । কিবদপে ভিক্ষু সর্ব

বাসনা হইতে মুক্ত হন? ভিক্ষুব কামেষণা ও ভবেষণা পরিত্যক্ত হয়, ব্রহ্মচর্যেষণা* শাস্ত হয়। এইরূপে ভিক্ষু সৰ্ববাসনা হইতে মুক্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন? ভিক্ষুব কাম-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়, ব্যাপাদ ও বিহিংসা-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন। ভিক্ষু কিরূপে প্রশ্রব্ধ-কায় সংস্কার হন? ভিক্ষু স্নেহ ও দ্রুত উভয়ই বর্জন করিয়া, পুণ্ড্রসৌম্য-দৌর্ম্যসৌম্য তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দ্রুত না-স্নেহ বৃদ্ধ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিবাজ করেন। এইরূপে ভিক্ষু প্রশ্রব্ধ-কায়-সংস্কার হন। কিরূপে ভিক্ষু স্বেচ্ছা-চিত্ত হন? ভিক্ষুব চিত্ত রাগ হইতে বিমুক্ত হয়, দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, মোহ হইতে বিমুক্ত হয়। ভিক্ষু এইরূপে স্বেচ্ছা-চিত্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু স্বেচ্ছা-প্রজ্ঞ হন? ভিক্ষু অবগত হন যে, তাঁহাব বাগ, দ্বেষ, ও মোহ পরিত্যক্ত, উচ্ছিন্ন-মূল, ভিত্তিহীন তালবৃক্ষ-সম, অস্তিত্ব-হীন এবং পুনরায় উৎপত্তির অযোগ্য হইয়াছে। এইরূপে ভিক্ষু স্বেচ্ছা-প্রজ্ঞ হন।

(৬) দশ অশৈক্ষ্য ধর্ম : সম্যক দর্শন, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান (অন্তর্দর্শন), সম্যক বিমুক্তি।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক এই দশ ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহাব সংগাষণ করিতে হইবে - দেব ও মনুষ্যেব হিত সাধক হয়।

৪। অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া আর্যসান সারিপদ্রকে সম্বোধন করিলেন—“সারিপদ্র, সাধু, সাধু। তুমি উত্তমরূপে ভিক্ষুগণকে সংগীতি পধ্যায় করিয়াছ।”

সারিপদ্র এইরূপ কহিয়াছিলেন। ভগবান উহাব অনুমোদন করিয়াছিলেন। আনন্দিত চিত্তে ভিক্ষুগণ সারিপদ্রের বাক্যেব অভিনন্দন করিলেন।

। সংগীতি সূত্রান্ত সমাপ্ত।

* মৃত্যু ও তৎপববর্তী অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান—যথা আত্মা, উহাব আদি, স্বভাব এবং অন্ত।

৩৪। দম্ভতর সূত্রান্ত

আমি এইব্দপ শ্রবণ করিযাছি।

১। ১। এক সময় ভগবান চম্পায় গর্গবা পদ্বিকবিণীব তীবে পঞ্চ শত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সম্ভেব সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় আয়ুজ্ঞান সার্বিপদ্র ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, 'বন্ধু ভিক্ষুগণ।' প্রত্যুত্তবে ভিক্ষুগণ করিলেন, 'আয়ুজ্ঞান।' তখন সার্বিপদ্র করিলেন :

‘নিম্বাণ প্রাপ্তিব নিমিত্ত, দঃখেব অন্তকবণেব
নিমিত্ত, সম্ব সংযোজন হইতে মদ্বিক্তিব নিমিত্ত
আমি দগোত্তব ধর্ম করিব।’

২। বন্ধুগণ, এক ধর্ম^১ বহু উপকাবী, এক ধর্ম ভাবিতব্য, এক ধর্ম জ্ঞাতব্য, এক ধর্ম পবিত্যজ্য, এক ধর্ম হান-ভাগীষ^২, এক ধর্ম বিশেষ-ভাগীষ^৩, এক ধর্ম দঃপ্রতিবেধ্য^৪, এক ধর্ম উৎপাদনীয়, এক ধর্ম অভিজ্ঞেয, এক ধর্ম সাক্ষাত কবণীয়।

- (১) কোন্ এক ধর্ম বহু উপকাবী? কুশল ধর্ম^৫ অপ্রমাদ। ইহা এক ধর্ম যাহা বহু উপকাবী।
- (২) কোন্ এক ধর্ম ভাবিতব্য? কাষ-গতা-স্মৃতি^৬ যাহা। সদ্ব বেদনাব অনকুল। ইহা এক ধর্ম যাহা ভাবিতব্য।
- (৩) কোন্ এক ধর্ম যাহা জ্ঞাতব্য? আস্রবযুক্ত উপাদানীয় স্পর্শ^৭। ইহা এক ধর্ম যাহা জ্ঞাতব্য।
- (৪) কোন্ এক ধর্ম যাহা পবিত্যজ্য? অহংকাব। ইহা এক ধর্ম যাহা পবিত্যজ্য।
- (৫) কোন্ এক ধর্ম যাহা হান-ভাগীষ? বিশৃংখল চিন্তা^৮। ইহা এক ধর্ম যাহা-হান-ভাগীষ।

১। ধর্ম—মনেব সম্মুখে উপস্থিত যে কোন বিষয়। ২। অনিষ্টকব, এস্থলে যাহা উন্ন্যার্গগামিতা ও অবিত্যাব অনকুল। ৩। যাহা প্রতিষ্ঠা অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতিব অনকুল। ৪। যাহাব মধ্যে প্রবেশ কবা কঠিন। ৫। সর্ববস্তব অনিত্যতাব উপলক্ষি।

৬। অনিত্যে নিত্য সংজ্ঞাব আবোপ ইত্যাদি।

- (৬) কোন্ এক ধর্ম যাহা বিশেষ ভাগীয়? সদৃশত্বল চিন্তা। ইহা এক ধর্ম যাহা বিশেষ-ভাগীয়।
- (৭) কোন্ এক ধর্ম যাহা দৃশ্যপ্রতিবেদ্য? আনন্তরিক চিত্ত-সমাধি^১। ইহা এক ধর্ম যাহা দৃশ্যপ্রতিবেদ্য।
- (৮) কোন্ এক ধর্ম উৎপাদনীয়? অকোপ্য জ্ঞান^২। ইহা এক ধর্ম যাহা উৎপাদনীয়।
- (৯) কোন্ এক ধর্ম অভিজ্ঞেয়? সম্ব-প্রাণী আহাবোপাবি^৩ স্থিত। ইহা এক ধর্ম যাহা অভিজ্ঞেয়।
- (১০) কোন্ এক ধর্ম সাক্ষাৎ কবণীয়? অকোপ্য চিত্ত-বিমুক্তি। ইহা এক ধর্ম যাহা সাক্ষাৎ কবণীয়।
- তথাগত^৪ কর্তৃক অভিসম্বদ্বদ্ধ এই দশ ধর্ম—যাহা ভূত, তথ্য, এইবদপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৩। দুই ধর্ম বহু উপকাবী, দুই ধর্ম ভাবিতব্য, দুই ধর্ম জ্ঞাতব্য, দুই ধর্ম পবিত্যজ্য, দুই ধর্ম হান-ভাগীয়, দুই ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়, দুই ধর্ম দৃশ্যপ্রতিবেদ্য, দুই ধর্ম উৎপাদনীয়, দুই ধর্ম অভিজ্ঞেয়, দুই ধর্ম সাক্ষাৎ কবণীয়।

- (১) কোন্ দুই ধর্ম বহু উপকারী? স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান। এই দুই ধর্ম বহু উপকাবী।
- (২) কোন্ দুই ধর্ম ভাবিতব্য? শমথ ও বিপশ্যনা। এই দুই ধর্ম ভাবিতব্য।
- (৩) কোন্ দুই ধর্ম জ্ঞাতব্য? নাম ও বদপ। এই দুই ধর্ম জ্ঞাতব্য।

১। যেকপ চিত্ত-সমাধিব উৎপত্তি এবং ঐ উৎপত্তির জ্ঞানেব মধ্যে সময়েব ব্যবধান নাই।

২। অটল চিত্ত-বিমুক্তিব জ্ঞান।

৩। উপবে সংগীত সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সং ৮ দ্রষ্টব্য। আহাব চতুর্বিধ :—কবলিঙ্কার, স্পর্শ, মনোসংকেতনা এবং বিজ্ঞান।

৪। বোধি-বৃক্ষমূলে বুদ্ধ।

- (৪) কোন্ দ্ৰুই ধৰ্ম পৰিত্যজ্য ? অবিদ্যা ও ভব-ভৃষ্ণা । এই দ্ৰুই ধৰ্ম পৰিত্যজ্য ।
 - (৫) কোন্ দ্ৰুই ধৰ্ম হান-ভাগীষ ? অবাধ্যতা এবং পাপ-মিহতা । এই দ্ৰুই ধৰ্ম হান-ভাগীষ ।
 - (৬) কোন্ দ্ৰুই ধৰ্ম বিশেষ-ভাগীষ ? কোমলতা ও কল্যাণ-মিহতা । এই দ্ৰুই ধৰ্ম বিশেষ-ভাগীষ ।
 - (৭) কোন্ দ্ৰুই ধৰ্ম দ্ৰুপ্ৰতিবেধ্য ? যাহা সত্ত্বগণেব সংক্ৰেশেব হেতু ও প্রত্যয় এবং যাহা সত্ত্বগণেব বিশদ্বীক্ৰিব হেতু ও প্রত্যয় । এই দ্ৰুই ধৰ্ম দ্ৰুপ্ৰতিবেধ্য ।
 - (৮) কোন্ দ্ৰুই ধৰ্ম উৎপাদনীয় ? ক্ষয়ে জ্ঞান ও অনদ্ব্যপাদে জ্ঞান । এই দ্ৰুই ধৰ্ম উৎপাদনীয় ।
 - (৯) কোন্ দ্ৰুই ধৰ্ম অভিজ্ঞেয় ? দ্ৰুই ধাতু—সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত^১ । এই দ্ৰুই ধৰ্ম অভিজ্ঞেয় ।
 - (১০) কোন্ দ্ৰুই ধৰ্ম সাক্ষাৎকৰণীয় ? বিদ্যা^২ ও বিমূৰ্চ্ছিত । এই দ্ৰুই ধৰ্ম সাক্ষাৎকৰণীয় ।
- তথাগত কৰ্ত্ত্বক অভিসম্বুদ্ধ এই বিংশ ধৰ্ম যাহা ভূত, তথ্য, এইব্দপ, অবিতথ, নিশ্চিত ।

- ৪। তিন ধৰ্ম বহু উপকাৰী, তিন ধৰ্ম ভাবিতব্য তিন ধৰ্ম সাক্ষাৎকৰণীয় ।
- (১) কোন্ তিন ধৰ্ম বহু উপকাৰী ? সৎপদ্বৰ্ণেব সাহচৰ্য, সদ্ধৰ্ম শ্রবণ, ধৰ্মানুযায়ী আচৰণ । এই তিন ধৰ্ম বহু উপকাৰী ।
 - (২) কোন্ তিন ধৰ্ম ভাবিতব্য ? সৰ্বিতৰ্ক সৰ্বিচাৰ সমাধি, অৰিতৰ্ক বিচাৰ মাত্ৰ সমাধি, অৰিতৰ্ক অৰিচাৰ সমাধি । এই তিন ধৰ্ম ভাবিতব্য ।
 - (৩) কোন্ তিন ধৰ্ম পৰিজ্ঞেয় ? তিন বেদনা—সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা । এই তিন ধৰ্ম পৰিজ্ঞেয় ।

১। সংস্কৃত—পঞ্চমুদ্র, অসংস্কৃত—নিৰ্বাণ ।

২। উপবে সংগীতি শূত্ৰান্ত, পদচ্ছেদ সং ১০ (৫৮) দ্ৰষ্টব্য ।

(৪) কোন্ তিন ধৰ্ম্ৰ্ পৰিত্যজ্য ? ত্ৰিবিধ তৃষ্ণা—কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বিভব-তৃষ্ণা । এই তিন ধৰ্ম্ৰ্ পৰিত্যজ্য ।

(৫) কোন্ তিন ধৰ্ম্ৰ্ হান-ভাগীৰ্ ? তিন অকুশল-মূল—লোভ, দ্বেষ ও মোহ । এই তিন ধৰ্ম্ৰ্ হান-ভাগীৰ্ ।

(৬) কোন্ তিন ধৰ্ম্ৰ্ বিশেষ-ভাগীৰ্ ? তিন কুশল মূল—লোভহীনতা, দ্বেষ-হীনতা ও মোহ-হীনতা । এই তিন ধৰ্ম্ৰ্ বিশেষ ভাগীৰ্ ।

(৭) কোন্ তিন ধৰ্ম্ৰ্ দুষ্প্ৰতিবেধ্য ? তিন নিঃসবণীৰ্ ধাতু—নৈশ্কাম্য অর্থাৎ কামভোগ হইতে মদুস্তি ; আরূপ্য অর্থাৎ বদুপ হইতে নিশ্কৃতি ; যাহা কিছু ভূত, সংস্কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন তাহাব নিবোধজনিত মদুস্তি । এই তিন ধৰ্ম্ৰ্ দুষ্প্ৰতিবেধ্য ।

(৮) কোন্ তিন ধৰ্ম্ৰ্ উৎপাদনীয় ? অতীত, ভবিষ্যৎ এবং প্রতুৎপন্নৈব জ্ঞান । এই তিন ধৰ্ম্ৰ্ উৎপাদনীয় ।

(৯) কোন্ তিন ধৰ্ম্ৰ্ অভিজ্ঞেয় ? তিন ধাতু—কাম ধাতু, রূপ-ধাতু, অবদুপ-ধাতু^১ । এই তিন ধৰ্ম্ৰ্ অভিজ্ঞেয় ।

(১০) কোন্ তিন ধৰ্ম্ৰ্ সাক্ষাৎকবণীৰ্ ? ত্ৰিবিধ বিদ্যা—পশ্বেনিবাস অনদুস্মৃতি, সত্ত্বগণৈব চ্যুতি ও উৎপত্তি, আশ্রব সমুদহৈব ক্ষয় । এই তিন ধৰ্ম্ৰ্ সাক্ষাৎকবণীৰ্ ।

তথাগত কৰ্ত্ত্বক অভিসম্বদ্ব এই ত্ৰিংশ ধৰ্ম্ৰ্—যাহা ভূত, তথ্য, এইবদুপ, অবিতথ, নিশ্চিত ।

৫। চাৰি ধৰ্ম্ৰ্ বহু উপকাৰী, চাৰি ধৰ্ম্ৰ্ ভাবিতব্য—চাৰি ধৰ্ম্ৰ্ সাক্ষাৎকবণীৰ্ ।

(১) কোন চাৰি ধৰ্ম্ৰ্ বহু উপকাৰী ? চাৰি চক্ৰ—প্ৰতিৰূপ দেশে বাস, সংপদবদুশৈব সংসৰ্গ, সম্যক আশ্র-প্ৰণিধান, অতীতৈব সদুস্মৃতি ।

১। ত্ৰিবিধ অস্তিত্ব ।

২। চাৰি চক্ৰ—বুদ্ধঘোষৈব মতে চক্ৰ পাঁচ প্ৰকাৰ : দাক্ চক্ৰ যাহা শকটে ব্যবহৃত হয়, বদুপ চক্ৰ, ধৰ্ম্ৰ্ চক্ৰ, চাৰি-ঈৰ্ষ্যাপথ (উত্থান, ভ্ৰমণ, উপবেশন, শয়ন), সম্পত্তি (সিদ্ধি) চক্ৰ যাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইযাছে ।

(২) কোন্ চারি ধর্ম ভাবিতব্য ? চারি স্মৃতি-প্রস্থান—ভিক্কু এই শাসনে কাষে কাষানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সম্পন্ন হইয়া লোকসদুলভ অভিধ্যা দৌষ্মনস্য বিদর্ভিত কবিষা বিহাব কবেন, বেদনাষ...চিত্তে. ধম্মে ধম্মানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা বিদর্ভিত কবিষা বিহাব কবেন'। এই চারি ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ চারি ধর্ম—জ্ঞাতব্য ? চারি আহাব—কবলিঙ্কাব আহাব, স্কুল অথবা সুক্ষ্ম, স্পর্শ আহাব যাহা দ্বিতীয়, মনোসপ্পেতনা যাহা তৃতীয়, বিজ্ঞান যাহা চতুর্থ^১। এই চারি ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ চারি ধর্ম পবিত্যজ্য ? চারি প্লাবন। কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা। এই চারি ধর্ম পবিত্যজ্য।

(৫) কোন্ চারি ধর্ম হান-ভাগীষ ? চারি যোগ—কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা। এই চারি ধর্ম হান-ভাগীষ।

(৬) কোন্ চারি ধর্ম বিশেষ-ভাগীষ ? চারি বিসংযোগ—কাম বিসংযোগ, ভব বিসংযোগ, দৃষ্টি-বিসংযোগ, অবিদ্যা বিসংযোগ, এই চারি ধর্ম বিশেষ-ভাগীষ।

(৭) কোন্ চারি ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য ? চারি সমাধি—হান-ভাগীষ সমাধি, স্থিতি-ভাগীষ সমাধি, বিশেষ-ভাগীষ সমাধি, নিষ্পেদ-ভাগীষ সমাধি। এই চারি ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ চারি ধর্ম উৎপাদনীয় ? চারি জ্ঞান^২—ধম্মে জ্ঞান অন্বষে জ্ঞান, পবিচ্ছেদে জ্ঞান, সম্মতি জ্ঞান। এই চারি ধর্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ চারি ধর্ম অভিজেয় ? চারি আৰ্য্যসত্য : দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিবোধ এবং দুঃখ-নিবোধগামী মার্গ। এই চারি ধর্ম অভিজেয়।

(১০) কোন্ চারি ধর্ম সাক্ষাৎ কবণীয় ? চারি প্রামাণ্য ফল : স্নোতাপত্তি-ফল, সঙ্কদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল, অবহত্ত ফল। এই চারি ধর্ম সাক্ষাৎ কবণীয়।

১। দ্বিতীয় খণ্ড—২৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। উপবে সংগীতি সূত্রান্ত—১।১১ (১৭) চারি আহাব দ্রষ্টব্য।

৩। উপবে সংগীতি সূত্রান্ত—১। ১১ (১১) চারি জ্ঞান দ্রষ্টব্য।

তথাগত কর্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই চত্বারিংশ ধর্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ
অবিতথ, নিশ্চিত ।

৬। পঞ্চ ধর্ম বহু উপকারী, পঞ্চ ধর্ম ভাবিতব্য...পঞ্চ ধর্ম সাক্ষাৎ
করণীয় ।

(১) কোন্ কোন্ পঞ্চ ধর্ম বহু উপকারী ? পঞ্চ প্রধানীর অঙ্গ : ভিক্ষু
প্রজ্ঞাবান হন...ইত্যাদি ।^১ এই পঞ্চ ধর্ম বহু উপকারী ।

(২) কোন্ কোন্ পঞ্চ ধর্ম ভাবিতব্য ? পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি :
প্রীতির ক্ষুদ্রণ, সুখ-ক্ষুদ্রণ, চিন্তা-ক্ষুদ্রণ, আলোক-ক্ষুদ্রণ,
প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত । এই পঞ্চ ধর্ম ভাবিতব্য ।^২

(৩) কোন্ পঞ্চ ধর্ম জ্ঞাতব্য ? পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ,—যথা রূপ
উপাদান স্কন্ধ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ ।
এই পঞ্চ ধর্ম জ্ঞাতব্য ।

(৪) কোন্ পঞ্চ ধর্ম পরিত্যজ্য ? পঞ্চ নীবরণ :—কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ,
জ্ঞান-মিহ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা এই পঞ্চ ধর্ম পরিত্যজ্য ।

(৫) কোন্ পঞ্চ ধর্ম হান-ভাগীয় ? চিন্তের পঞ্চ অন্তরায় : ভিক্ষু
শান্তার প্রতি সংশয় (উপবে সংগীতি সূত্রান্ত, ২। ১। (১৯)
পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য) । এই পঞ্চ ধর্ম হান-ভাগীয় ।

(৬) কোন পঞ্চ ধর্ম বিশেষ ভাগীয় ? পঞ্চ ইন্দ্রিয় : শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়,
বীৰ্য্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় । এই
পঞ্চ ধর্ম বিশেষ-ভাগীয় ।

(৭) কোন্ পঞ্চ ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য ? পঞ্চ নিঃসরণীয় ধাতু : ভিক্ষু
যখন অভিনিবেশ সহকারে পার্থিব ভোগ সমূহকে নিবীক্ষণ করেন... (উপবে
সংগীতি সূত্রান্ত, ২। ১। (২৪) পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য ।)

১। উপবে সংগীতি সূত্রান্ত—২। ১। (১৬) পদচ্ছেদ দৃষ্টব্য ।

২। প্রথমটি প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ; দ্বিতীয়টি প্রথম তিন
ধ্যানে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ। তৃতীয়টি পরচিন্তা-জ্ঞান কিংবা অন্তর্দৃষ্টির
বিকাশ। চতুর্থ দিব্যদৃষ্টির প্রকাশক। পঞ্চম ধ্যান সমাপ্তির পবনর্তী
অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশক।

(৮) কোন্ পণ্ড ধৰ্ম উৎপাদনীয় ? পণ্ডাঙ্গিক সম্যক সমাধি । [উপবে
(২) দ্রষ্টব্য ।] 'এই সমাধি বর্তমানে সুখময় এবং ভবিষ্যতে সুখ-বিপাক-
সম্পন্ন' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । 'এই সমাধি আৰ্য ও
নিৰ্যামিষ' (নিষ্কাম) এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । 'এই সমাধি
অ-কাপদবৃষ'-সেবিত', এই সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । 'এই সমাধি স্থির,
প্রণীত, শান্তিলব্ধ, একাগ্রতা-প্রাপ্ত, সংস্কার দ্বারা অপ্রতিবদ্ধ' এইরূপ সহজাত
জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । 'আমি স্মৃতি-সমন্বিত হইয়া এই সমাধিতে উপনীত
হইব, উহা হইতে উত্থান করিব' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । এই
পণ্ড ধৰ্ম উৎপাদনীয় ।

(৯) কোন্ পণ্ড ধৰ্ম অভিজ্ঞেয় ? পণ্ড বিমুক্তি-আযতন । ভিক্ষুকে
শান্তা অথবা কোন গুরুদ্বন্দ্বানীয় সন্ন্যাসচাৰী ধৰ্মোপদেশ দান কবেন [উপবে
সংগীতি সূত্রান্ত, ২। ১। (২৫) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।] এই পণ্ড ধৰ্ম
অভিজ্ঞেয় ।

(১০) কোন্ পণ্ড ধৰ্ম সাক্ষাৎ কবণীয় ? পণ্ড ধৰ্ম-স্কন্ধ : শীল,
সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন^১ । এই পণ্ড ধৰ্ম সাক্ষাৎ
কবণীয় ।

তথাগত কর্তৃক সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ এই পণ্ডাশং ধৰ্ম ভূত, তথ্য,
এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত ।

৭। ছয় ধৰ্ম বহু উপকাৰী, ছয় ধৰ্ম ভাবিতব্য...ছয় ধৰ্ম সাক্ষাৎ
কবণীয় ।

(১) কোন্ ছয় ধৰ্ম বহু উপকাৰী ? ছয় ভ্রাতৃীয় জীবন যাপন :
সন্ন্যাসচাৰীগণের প্রতি ভিক্ষুব^২ এই ছয় ধৰ্ম বহু উপকাৰী ।

(২) কোন্ ছয় ধৰ্ম ভাবিতব্য ? ছয় অনুস্মৃতি-স্থান : বুদ্ধানুস্মৃতি,
ধৰ্মানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি^৩ । এই ছয়
ধৰ্ম ভাবিতব্য ।

১। অকাপুরুষ—যথা বুদ্ধগণ, মহাপুরুষগণ, ইত্যাদি ।

২। সংগীতি সূত্রান্ত, ১। ১১ (২৫) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

৩। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (১৪) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

৪। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (১৯) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

(৩) কোন্ ছয় ধর্ম জ্ঞাতব্য? ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন^১ : চক্ষু-
আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায-আয়তন,
মন-আয়তন। এই ছয় ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ ছয় ধর্ম পরিত্যজ্য? ছয় তৃষ্ণা-কায় : রূপ-তৃষ্ণা,
শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্ম-তৃষ্ণা। এই
ছয় ধর্ম পরিত্যজ্য।

(৫) কোন্ ছয় ধর্ম হান-ভাগীয়? ছয় অগোবব : ভিক্ষু শাস্ত্রাব
প্রতি ভক্তিহীন হইয়া...ঔদ্ধত্য সহকাবে বিহাব কবেন। ধর্ম, সম্মে,
শিক্ষায়, অপ্রমাদে, স্বাগত সম্ভাষণে ঐবদুপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহাব করেন^২।
এই ছয় ধর্ম হান ভাগীয়।

(৬) কোন্ ছয় ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়? ছয় গোবব^৩ : ভিক্ষু শাস্ত্রার
প্রতি ভক্তিপূর্ণ হইয়া ঔদ্ধত্য-হীন হইয়া...সম্মে...শিক্ষায়...অপ্রমাদে,
স্বাগত সম্ভাষণে ঐবদুপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহাব কবেন। এই ছয় ধর্ম
বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ ছয় ধর্ম দূস্প্রতিবেদ্য? ছয় নিঃস্মরণীয় ধাতু। ভিক্ষু
এইরূপ কহিতে পাবেন—‘মৈত্রী হইতে উৎপন্ন আমাব চিন্ত-বিমর্দিত্ত বিকশিত’^৪
...এই ছয় ধর্ম দূস্প্রতিবেদ্য।

(৮) কোন ছয় ধর্ম উৎপাদনীয়? ছয় সতত বিহাব। ভিক্ষু চক্ষু
দ্বাৰা বদুপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুঃস্মনা হন না^৫...। এই ছয় ধর্ম
উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ ছয় ধর্ম অভিজ্ঞেয়? ছয় অনদুত্তরীয় : দর্শন-অনদুত্তরীয়
...অনুস্মৃতি-অনদুত্তরীয়^৬। এই ছয় ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

১। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (১) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (২) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (১০) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (১৭) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (২০) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (১৮) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১০) কোন্ ছয় ধর্ম সাক্ষাৎ কবণীয়? ছয় অভিজ্ঞা। ভিক্ষু বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন কবেন^১ : তিনি দিব্য বিশুদ্ধ অলৌকিক শ্রোত্র দ্বাৰা দূৰস্থ ও নিকটস্থ দৈব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ কবেন : তিনি স্বচিন্ত দ্বাৰা অপব সত্ত্বগণেব অপব মনুষ্যগণেব চিত্ত জানিতে পাবেন—সবাগ চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত বদপে জানিতে পাবেন^২ : তিনি অনেক বিধ পূর্বজন্ম স্মরণ কবেন,—এক জন্ম, দুই জন্ম এইবদপে বহু পূর্বজন্ম এবং ঐ সকলেব পূর্ণ বিবরণ স্মরণ কবেন^৩ : তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্য চক্ষু দ্বাৰা...কস্মিন্দ্রব্যাবী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানিতে পাবেন : আস্রব সমূহেব ক্ষয় হেতু এই জগতেই অনাপ্রব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত, উপলব্ধ ও প্রাপ্ত হইয়া বিহার কবেন। এই ছয় ধর্ম সাক্ষাৎ কবণীয়^৪।

তথাগত কর্তৃক সম্যকবদপে অভিসম্বুদ্ধ এই ষষ্টি ধর্ম ভূত, তথা এইবদপে অবিতথ, নিশ্চিত।

৮। সাত ধর্ম বহু উপকাৰী, সাত ধর্ম ভাবিতব্য—সাত ধর্ম সাক্ষাৎ কবণীয়।

(১) কোন্ সাত ধর্ম বহু উপকাৰী? সপ্তধন—শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হুঁ-ধন, উত্তাপ্য-ধন, শ্রুত-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন^৫। এই সাত ধর্ম বহু উপকাৰী।

(২) কোন্ সাত ধর্ম ভাবিতব্য? সপ্ত বোধাঙ্গ—স্মৃতি, ধর্ম-বিচয়, বীৰ্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব, সমাধি, উপেক্ষা। এই সাত ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ সাত ধর্ম জ্ঞাতব্য? সপ্ত-বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা নানাবদপে দেহ সম্পন্ন এবং নানাবদপে সংজ্ঞা সম্পন্ন^৬—এই সাত ধর্ম জ্ঞাতব্য।

১। ১ম খণ্ড—৮৫ পৃঃ—৮৭ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। প্রথম খণ্ড—৮৬-৮৭ পৃঃ—৮৯-৯০ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। প্রথম খণ্ড—৮৮ পৃঃ—৯০ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। প্রথম খণ্ড—৮৯ পৃঃ—৯৫ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ৩। (১) দ্রষ্টব্য।

৬। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ৩। (১০) দ্রষ্টব্য।

- (৪) কোন্ সাত ধৰ্ম পৰিত্যজ্য ? সাত অনুশয়—কাম-বাগ, প্রতিঘ, মিথ্যা দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভব-রাগ, অবিদ্যা^১। এই সাত ধৰ্ম পৰিত্যজ্য।
- (৫) কোন্ সাত ধৰ্ম হান-ভাগীষ ? সাত অসদ্ধৰ্ম। ভিক্ষু শ্রদ্ধা-হীন, হ্রী-হীন, ঔত্তাপ্য-হীন হন ; অল্প-শ্রুত, অলস, মূঢ়-স্মৃতি এবং দুষ্প্রজ্ঞ হন^২। এই সাত ধৰ্ম হীন-ভাগীষ।
- (৬) কোন্ সাত ধৰ্ম বিশেষ-ভাগীষ ? সাত সদ্ধৰ্ম—ভিক্ষু শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তাপ্য সমন্বিত হন, বহু-শ্রুত ও আরদ্ধ-বীৰ্য হন, উপস্থিত-স্মৃতি সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান হন^৩। এই সাত ধৰ্ম বিশেষ-ভাগীষ।
- (৭) কোন্ সাত ধৰ্ম দুষ্প্রতিবেধ্য ? সাত সৎপদবৃষ-ধৰ্ম। ভিক্ষু ধৰ্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, মাত্ৰাজ্ঞ, কালজ্ঞ, পৰিষদজ্ঞ এবং পদংগলজ্ঞ হন^৪। এই সাত ধৰ্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।
- (৮) কোন্ সাত ধৰ্ম উৎপাদনীয় ? সাত সংজ্ঞা—অনিত্য-সংজ্ঞা, অনাত্ম-সংজ্ঞা, অনন্ড-সংজ্ঞা, অমঙ্গল-সংজ্ঞা, প্রহন-সংজ্ঞা বিরাগ-সংজ্ঞা, নিবোধ-সংজ্ঞা^৫। এই সাত ধৰ্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।
- (৯) কোন্ সাত ধৰ্ম অভিজেয় ? সাত নিদ্দেশ বস্তুঃ—ভিক্ষু শিক্ষা গ্রহণে তাঁর অহু-বাগ বিশিষ্ট হন^৬—। এই সাত ধৰ্ম অভিজেয়।
- (১০) কোন্ সাত ধৰ্ম সাক্ষাৎ কৰণীয় ? সাত ক্ষীণাস্রব-বল। ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর নিকট সৰ্ব্ব সংস্কাৰেব অনিত্যতা সম্যক প্রজ্ঞা দ্বাৰা যথাবদুপ সূদৃষ্ট হয়। ইহা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর বল স্বরূপ, যে বল হেতু তিনি ‘আমাব আস্রবসমূহ বিনষ্ট’ এইবদুপ আস্রবক্ষষেব জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, অনাস্রব ভিক্ষুর নিকট অগ্নিকুণ্ড-সম কামসমূহ সম্যক প্রজ্ঞা দ্বাৰা যথাবদুপ

-
- ১। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ৩। (১২) দ্রষ্টব্য।
 ২। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ৩। (৪) দ্রষ্টব্য।
 ৩। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ৩। (৫) দ্রষ্টব্য।
 ৪। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ৩। (৬) দ্রষ্টব্য।
 ৫। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ৩। (৮) দ্রষ্টব্য।
 ৬। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ৩। (৭) দ্রষ্টব্য।

সদৃষ্ট হয—পদনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকগামী, বিবেক-প্রবণ. বিবেক-প্রাগ্ভাব, বিবেকস্থ, নৈষ্কাম্যাভিবত সম্পদগৰূপে আস্রবস্থানীয় সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মেব অতীত হয...উপনীত হন। পদনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু কৰ্ত্ত্বক চাৰি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত হয, সদৃভাবিত হয উপনীত হন। পদনশ্চ ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভাবিত হয, সদৃভাবিত হয...উপনীত হন, পদনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয, সদৃভাবিত হয—উপনীত হন। পদনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর আৰ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত হয, সদৃভাবিত হয উপনীত হন। এই সাত ধৰ্ম্ম সাক্ষাৎ কবণীয় ?

তথাগত কৰ্ত্ত্বক সম্যক বূপে অভিসম্বুদ্ধ এই সপ্ততি ধৰ্ম্ম ভূত, তথ্য এইবূপ অবিতথ, নিশ্চিত।

। প্রথম ভাগবাব সমাপ্ত।

২। ১। আট ধৰ্ম্ম বহু উপকাৰী—আট ধৰ্ম্ম সাক্ষাৎ কবণীয়।

(১) কোন আট ধৰ্ম্ম বহু উপকাৰী ? আদি ব্রহ্মচৰ্য্য সম্বন্ধীয় অপ্ৰাপ্ত প্রজ্ঞাব প্রাপ্তি, প্রাপ্তিব বৃদ্ধি, বিপদুলতা, ভাবনা এবং পূৰ্ণতাব অনুকুল আট হেতু ও আট প্রত্যয়। বন্ধুগণ, কেহ শাস্ত্রা অথবা গদ্যস্থানীয় অপব কোন সৰ্ব্বস্বাচাৰী নিকট অবস্থান কবেন, যাহাতে তিনি তীর হুই-উত্তাপ্য, প্রেম ও গোববে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা প্রথম হেতু, প্রথম প্রত্যয়। ঐ অবস্থায় তিনি সময়ে সময়ে তাহাদেব নিকট গমন কবিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবেন, অনুসন্ধান কবেন—‘ভগ্নে, ইহা কিবূপ ? ইহাব অর্থ কি ?’ আয়ুজ্ঞানগণ উত্তবে যাহা অপ্ৰকাশিত তাহা প্রকাশ কবেন, অসবলকে সবল কবেন, অনেক প্রকাৰ সংশয় জনক বিষয়ে সংশয় দূৰ কবেন। ইহা দ্বিতীয় হেতু, দ্বিতীয় প্রত্যয়। ঐ ধৰ্ম্ম প্রবণ কবিয়া তিনি বিশুদ্ধ দেহে ও মনে উহা পালন কবেন। ইহা তৃতীয় হেতু, তৃতীয় প্রত্যয়। পদনশ্চ, ভিক্ষু শীলবান হন, তিনি প্রাতি-মোক্ষ-সংযম দ্বাবা সংযত হইয়া বিহাব কবেন, আচাৰ-গোচৰ সম্পন্ন হইয়া

অনুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ পদ্বর্ক উহাতে শিক্ষিত হন। ইহা চতুর্থ হেতু, চতুর্থ প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু বহু-শ্রুত, শ্রুত-ধর এবং শ্রুত-সন্নিচয় হন, যে সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণময়, মধ্যে কল্যাণময়; অস্তে কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও ব্যঞ্জন সম্পন্ন যাহা সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশক ঐ সকল ধর্ম বহু-শ্রুত হন, উহাদের ধারক হন, ঐ সকল ধর্ম আবৃত্তি দ্বারা তৎকর্তৃক স্বেক্সিত হয়, তিনি ঐ সকলে একাগ্র-চিত্ত হন এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উহাতে গভীর ভাবে প্রবেশ করেন। ইহা পঞ্চম হেতু, পঞ্চম প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু অকুশল ধর্ম সমূহের দ্বীকবণেব নিমিত্ত কুশল ধর্ম সমূহের উৎপাদনের নিমিত্ত আবদ্ধ-বীৰ্য, অবিচলিত, দৃঢ় পবাক্রমশালী এবং কুশল ধর্ম সমূহে অচ্যুত হইয়া বিহাব করেন। ইহা ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্মৃতি-মান হন, শ্রেষ্ঠ স্মৃতি ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন হন, বহু পদ্বর্ক কৃত এবং ভাষিতের শ্রবণ করেন, অনুসরণ করেন। ইহা সপ্তম হেতু, সপ্তম প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু পণ্ড উপাদান ক্ষণে উদয়-ব্যব-দর্শী হইয়া বিহাব করেন—‘ইহা রূপ, ইহা রূপেব সমুদয়, ইহা রূপের বিলয়, ইহা বেদনা—ইহা সংস্কার—ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের সমুদয়, ইহা বিজ্ঞানেব বিলয়।’ ইহা অষ্টম হেতু, অষ্টম প্রত্যয়। এই আট ধর্ম বহু উপকারী।

- (২) কোন্ আট ধর্ম ভাবিতব্য? আৰ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কৰ্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যাধাম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। এই আট ধর্ম ভাবিতব্য।
- (৩) কোন্ আট ধর্ম জ্ঞাতব্য? আট লোকধর্ম—লাভ, অলাভ, অশন, যশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ। এই আট ধর্ম জ্ঞাতব্য।
- (৪) কোন্ আট ধর্ম পবিত্যজ্য? অষ্ট মিথ্যাভুত্বঃ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক, মিথ্যা কৰ্ম্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাধাম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি।
- (৫) কোন্ আট ধর্ম হান-ভাগীয়? আট আলস্যেব ভিত্তিঃ ভিক্ষুর কবণীয় কৰ্তব্য আছে—এই আট ধর্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ আট ধৰ্ম বিশেষ-ভাগীয় ? কোন বিশিষ্ট কৰ্ম সম্পাদনেৰ্ আট ভিত্তি^১—এই আট ধৰ্ম বিশেষ-ভাগীয় ।

(৭) কোন্ আট ধৰ্ম দৰ্প্ৰতিবেধ্য ? ব্ৰহ্মচৰ্য্য বাসেৰ আট অক্ষণ অসমৰ^২—এই আট ধৰ্ম দৰ্প্ৰতিবেধ্য ।

(৮) কোন্ আট ধৰ্ম উৎপাদনীয় ? আট মহাপদব্দ-বিতৰ্ক^৩।—‘এই ধৰ্ম যিনি অন্বেষে তাঁহাব জন্য, যিনি মহেচ্ছ তাঁহাব জন্য নহে, যিনি সন্তুষ্ট তাঁহাব জন্য, যিনি অসন্তুষ্ট তাঁহাব জন্য নহে ; প্ৰবিবিক্তেৰ জন্য, সঙ্গ প্ৰিয়েৰ জন্য নহে, যিনি আবদ্ধ-বীৰ্য্য তাঁহাব জন্য, অলসেৰ জন্য নহে ; যিনি প্ৰত্যাৎপন্নমতি তাঁহাব জন্য, যিনি মৃঢ়-স্মৃতি তাঁহাব জন্য নহে, যিনি সমাহিত তাঁহাব জন্য, অসমাহিতেৰ জন্য নহে, প্ৰজ্ঞাবানেৰ জন্য, প্ৰজ্ঞাহীনেৰ জন্য নহে, যিনি প্ৰপঞ্চ^৪ হীনতাৰ আনন্দ লাভ কৰেন, তাঁহাব জন্য, প্ৰপঞ্চ-শূণ্ণেৰ জন্য নহে ।’ এই আট ধৰ্ম উৎপাদনীয় ।

(৯) কোন্ আট ধৰ্ম অভিজ্ঞেয় ? আট অভিভূ আযতন^৫—এই আট ধৰ্ম অভিজ্ঞেয় ।

(১০) কোন্ আট ধৰ্ম সাক্ষাৎ-কবণীয় ? আট বিমোক্ষ^৬—এই আট ধৰ্ম সাক্ষাৎ কবণীয় ।

তথাগত কৰ্ত্তৃক সম্যক ব্দপে অভিসম্বুদ্ধ এই অশীতি ধৰ্ম ভূত, তথ্য, এইব্দপ, অবিতৰ্ণ, নিশ্চিত ।

২। নম ধৰ্ম বহু উপকাৰী—নম ধৰ্ম সাক্ষাৎ কবণীয় ।

(১) কোন্ নম ধৰ্ম বহু উপকাৰী ? নম সদৃশ্ৰুত চিন্তা-মূলক ধৰ্ম^৭ । সদৃশ্ৰুত চিন্তা হইতে প্ৰামোদ্যেৰ উৎপত্তি হয়, প্ৰমদিত্তেৰ প্ৰীতি

২। সংগীতি সূত্ৰান্ত—৩। ১। (৫) দ্ৰষ্টব্য ।

৩। সংগীতি সূত্ৰান্ত—৩। ২। (৪) এই পদচ্ছেদেৰ ‘অম্ব দেহ’ প্ৰাপ্তি ছাডিয়া দিয়া উপবেৰ আট সংধৰ্ম উল্লিখিত হইয়াছে ।

৪। প্ৰপঞ্চ—তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও মান ।

১। সংগীতি সূত্ৰান্ত—৩। ১। (১০) দ্ৰষ্টব্য ।

২। সংগীতি সূত্ৰান্ত—৩। ১। (১১) দ্ৰষ্টব্য ।

৩। উপবে ২। ২ (৬) দ্ৰষ্টব্য ।

উৎপন্ন হয়, প্রীতিযুক্ত মনসম্পন্নের দেহ শান্ত হয়, শান্ত দেহ সুখানুভব কবে, সুখীৰ চিত্ত সমাহিত হয়, সমাহিত চিত্তেৰ দ্বাৰা যথাৰূপ জ্ঞাত ও দৃষ্ট হয়, উহা হইতে বিতৃষ্ণা জন্মে, বিতৃষ্ণা হইতে বৈবাগ্যেৰ উৎপত্তি হয়, যিনি বীত-বাগ তিনি মুক্ত হন। এই নয ধৰ্ম বহু উপকাৰী।

(২) কোন নয ধৰ্ম ভাবিতব্য? নয পবিশুদ্ধি-প্রধানীয় অঙ্গঃ শীল বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টিবিশুদ্ধি সংশয়মুক্তি-বিশুদ্ধি, মাগামার্গ জ্ঞানদৰ্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদাজ্ঞানদৰ্শন-বিশুদ্ধি, জ্ঞানদৰ্শন-বিশুদ্ধি, প্রজ্ঞা-বিশুদ্ধি, বিমুক্তি-বিশুদ্ধি। এই নয ধৰ্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন নয ধৰ্ম জ্ঞাতব্য? নয সত্ত্বাবাস^১—এই নয ধৰ্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন নয ধৰ্ম পবিত্যজ্য? নয তৃষ্ণা-মূলক ধৰ্মঃ তৃষ্ণা হইতে পর্যেষণা^২, পর্যেষণা হইতে লাভ, লাভ হইতে বিনিশ্চয়, বিনিশ্চয় হইতে ছন্দ-বাগ, ছন্দ-বাগ হইতে সংসক্তি, সংসক্তি হইতে পবিগ্রহ, পবিগ্রহ হইতে মাৎসৰ্য্য, মাৎসৰ্য্য হইতে আরক্ষ, আরক্ষ হইতে দণ্ড গ্রহণ, শস্ত্র গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশাচ্য-ম্ৰাৰাদ বৃপ অনেক পাপ ও অকুশলের উৎপত্তি হয়। এই নয ধৰ্ম পবিত্যজ্য।

(৫) কোন নয ধৰ্ম হান-ভাগীয়? নয শত্রুতাৰ ভিত্তি^৩—এই নয ধৰ্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন নয ধৰ্ম বিশেষ-ভাগীয়? শত্রুতাৰ ভিত্তিৰ নয প্রকাৰ দমন^৪—এই নয ধৰ্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন নয ধৰ্ম দম্প্রতিবেধ্য? নয নানাশ্চঃ ধাতুর নানাশ্চ হেতু স্পর্শেৰ নানাশ্চ জন্মে; স্পর্শেৰ নানাশ্চ হেতু বেদনাৰ নানাশ্চ জন্মে; বেদনাৰ নানাশ্চ হেতু সংজ্ঞাৰ নানাশ্চ জন্মে; সংজ্ঞাৰ নানাশ্চ হেতু সংকল্পেৰ নানাশ্চ

১। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ২। (৩) দ্রষ্টব্য।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—৫০ পৃঃ, পদচ্ছেদ নং ৯ দ্রষ্টব্য।

৩। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ২ (২) দ্রষ্টব্য।

৪। ঐ ঐ

জন্মে ; সংকল্পেব নানাঞ্চ হেতু ছন্দেব নানাঞ্চ জন্মে ; ছন্দেব নানাঞ্চ হেতু
প্রদাহেব^২ নানাঞ্চ জন্মে , প্রদাহেব নানাঞ্চ হেতু পর্যেষণাব নানাঞ্চ ,
পর্যেষণাব নানাঞ্চ হেতু লাভেব নানাঞ্চ জন্মে । এই নয ধর্ম দৃষ্টপ্রতিবেদ্য ।

(৮) কোন্ নয ধর্ম উৎপাদনীয় ? নয সংজ্ঞা : অশব্দ-সংজ্ঞা,
মবণ-সংজ্ঞা, আহাবে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিবাতি-সংজ্ঞা, অনিত্য-
সংজ্ঞা, অনিত্যে দৃঃখ-সংজ্ঞা, দৃঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিবাগ-সংজ্ঞা ।
এই নয ধর্ম উৎপাদনীয় ।

(৯) কোন্ নয ধর্ম অভিজ্ঞেয় ? নয অনন্দপদ্ব^৩ বিহাব^২—এই নয
ধর্ম অভিজ্ঞেয় ।

(১০) কোন্ নয ধর্ম সাক্ষাৎ কবণীয় ? নয অনন্দপদ্ব^৩ নিবোধ^৩—
এই নয ধর্ম সাক্ষাৎ কবণীয় ।

তথাগত কন্তর্ক সম্যক বদ্পে অভিসম্বদ্ব এই নবাতি ধর্ম ভূত,
তথ্য, এইবদ্প, অবিতথ, নিশ্চিত ।

৩ । দশ ধর্ম বহু উপকাবী—দশ ধর্ম সাক্ষাৎ কবণীয় ।

(১) কোন্ দশ ধর্ম বহু উপকাবী ? দশ নাথ-কবণ ধর্ম^৩—এই দশ
ধর্ম বহু উপকাবী ।

(২) কোন্ দশ ধর্ম ভাবিতব্য ? দশ কৃৎসন-আযতন^৩—এই দশ ধর্ম
ভাবিতব্য ।

(৩) কোন্ দশ ধর্ম জ্ঞাতব্য ? দশ-আযতন :—চক্ষু-আযতন, বদ্প-
আযতন, শ্রোত্র-আযতন, শব্দাযতন, গন্ধাযতন, জিহবাযতন,
বসাযতন, কাযাতন, স্প্রষ্টব্য-আযতন । এই দশ ধর্ম জ্ঞাতব্য ।

(৪) কোন্ দশ ধর্ম পবিত্যজ্য ? দশ মিথ্যাস্ত্ব : মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা
সংকল্প, মিথ্যা বাক্, মিথ্যা কৰ্ম্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাযাম, মিথ্যা

৪ । বাগ সমূহ ।

১ । সংগীতি সূত্রান্ত—৩ । ২ । (৫) দ্রষ্টব্য ।

২ । সংগীতি সূত্রান্ত—৩ । ২ । (৬) দ্রষ্টব্য ।

৩ । সংগীতি সূত্রান্ত—৩ । ৩ । (১) দ্রষ্টব্য ।

৪ । সংগীতি সূত্রান্ত—৩ । ৩ । (২) দ্রষ্টব্য ।

স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি^১, মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা বিমূর্ত্তি। এই দশ ধর্ম পবিত্র্যজ্য।

(৫) কোন্ দশ ধর্ম হান-ভাগীর? দশ অকুশল কর্মপথ^২—এই দশ ধর্ম হান-ভাগীর।

(৬) কোন্ দশ ধর্ম বিশেষ ভাগীর? দশ কুশল কর্মপথ^৩ এই দশ ধর্ম বিশেষ-ভাগীর।

(৭) কোন্ দশ ধর্ম দুষ্প্রতিবেদ্য? দশ আয্যাবাস^৪—এই দশ ধর্ম দুষ্প্রতিবেদ্য।

(৮) কোন্ দশ ধর্ম উৎপাদনীয়? দশ সংজ্ঞাঃ অশুদ্ধ-সংজ্ঞা—বিরাগ-সংজ্ঞা (উপবে ২। ২ (৮) পদচ্ছেদে বর্ণিত) এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। এই দশ ধর্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ দশ ধর্ম অভিজ্ঞেয়? দশ নির্জব^৫-বস্তুঃ সম্যক দৃষ্টি সম্পন্নেব মিথ্যা দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম মিথ্যা দৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহাব ক্ষীণ হইয়া যায় সম্যক দৃষ্টি হেতু বহু কুশল ধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সম্যক সংকল্প সম্পন্নের মিথ্যা সংকল্প—সম্যক বাক্ সম্পন্নেব মিথ্যা বাক্—সম্যক কর্মান্ত সম্পন্নের মিথ্যা কর্মান্ত—সম্যক আজীব সম্পন্নেব মিথ্যা আজীব—সম্যক ব্যায়াম সম্পন্নেব মিথ্যা ব্যায়াম—সম্যক স্মৃতি সম্পন্নের মিথ্যা স্মৃতি—সম্যক সমাধি সম্পন্নেব মিথ্যা সমাধি—সম্যক জ্ঞান সম্পন্নেব মিথ্যা জ্ঞান—সম্যক বিমূর্ত্তি সম্পন্নেব মিথ্যা বিমূর্ত্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম মিথ্যা বিমূর্ত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহাব ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক বিমূর্ত্তি হেতু বহু কুশল ধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই দশ ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

৫। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ১। (১) দ্রষ্টব্য।

১। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ৩। (৩) দ্রষ্টব্য।

২। ঐ —৩। ৩। (৪) দ্রষ্টব্য।

৩। ঐ —৩। ৩। (৫) দ্রষ্টব্য।

৪। স্বসাম্বন্ধক।

(১০) কোন্ দশ ধৰ্ম সাক্ষাৎ করণীয় ? দশ অশৈক্ষ্য ধৰ্ম^৬—এই দশ ধৰ্ম সাক্ষাৎ করণীয় ।

তথাগত কর্তৃক সম্যক ব্ৰূপে অভিসম্বুদ্ধ এই শত ধৰ্ম ভূত, তথ্য, এই ব্ৰূপ, অধিতথ, নিশ্চিত ।

আযুজ্জান সারিপপ্প এইব্ৰূপ কহিলেন :

আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ,

সারিপপ্পের বাক্যে অভিনন্দন করিলেন ।

। দসত্ত্ব সত্ত্বাস্ত সমাপ্ত ।

। পাটিক বর্গ সমাপ্ত ।

সৰ্বদুঃখ দূৰ কৰিতে,

সৰ্ব সুখ লাভ কৰিতে

ধৰ্মবাজেৰ নিকট

অমৃত শান্তি পাইতে ।

। দীঘ নিকাষ সমাপ্ত ।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ সম্পাদনায় ডঃ সুকোমল চৌধুরী

গ্রন্থমালা ১ : মহামানব গৌতম বুদ্ধ—ডঃ সুকোমল চৌধুরী

ভগবান বুদ্ধের জীবনী পৃথিবীর বহু ভাষায় বচিত হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধ-জীবনের ঘটনাবলী যাহা প্রকাশিত হইয়াছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাহাব সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জীবনীকাবগণ স্থানীয় প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। পালিসাহিত্যে যে সকল উপকবণ পাওয়া যায় সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক ভিন্ন উপকবণও পাওয়া যায়। যতই কাল অতিবাহিত হইয়াছে বুদ্ধ-জীবনের উপর নানা বড় চাপানো হইয়াছে। মহামানব বুদ্ধের উপর দেবত্ব এবং ঈশ্বরত্ব আবোপ কবিয়া অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় তাঁহাব পূজাও সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। তাই বুদ্ধ এখন মহামানব বুদ্ধ নহেন, তিনি ভগবান বুদ্ধ।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকাব যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন কবিয়া বুদ্ধের একটি প্রামাণ্য জীবনচরিত বচনাব চেষ্টা কবিয়াছেন। সর্বপ্রকাব বাহুল্য এবং অলৌকিকত্ব বর্জন কবিয়া একটি ইতিহাসাগ্রণী বুদ্ধচরিত বচিত হইয়াছে। ইহা বুদ্ধানুবাগী ও বুদ্ধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠক সমাজকে উদ্দেশ্য কবিয়াই বচিত। গৌতম বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসাব সদুত্তর ইহাতে পাওয়া যাইবে। বাংলাভাষায় এ জাতীয় একটি গ্রন্থেব অভাব বহুকাল হইতে অনুভূত হইতোছিল।

ISBN 81-87032-06-5, 290 pgs 1995 Rs. 80 00

গ্রন্থমালা ২ : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন—ডঃ সুকোমল চৌধুরী

বিগত আড়াই হাজার বৎসবেবও অধিক সময়েব ব্যবধানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বৌদ্ধধর্মের বহু বিবর্তন হইয়াছে। ফলে বুদ্ধের মূল ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেও বহু সংযোজন-বিযোজন হইয়াছে, বৌদ্ধধর্মের নতুন নতুন নামকবণ হইয়াছে—হীনযান, মহাযান, তন্ত্রযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদি। দেশ-হিসাবেও নামকবণ হইয়াছে জাপানী বৌদ্ধধর্ম, তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম, চীনা বৌদ্ধধর্ম, কোবিয়ান বৌদ্ধধর্ম, সিংহলী বৌদ্ধধর্ম থাই বৌদ্ধধর্ম, বর্মী বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি। অতএব সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনকে একসূত্রে এই ক্ষুদ্র পবিসবে গ্রথিত কবা সম্ভব নহে। তাই মূলতঃ গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি-সময়কাব ধর্ম ও দর্শন এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। তবে পাঠকদের সংশয় নিবাবগার্থে শেষে একটি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে যাহাতে গৌতম বুদ্ধের পববর্তীকালীন বৌদ্ধ দর্শনের উপর ষট্‌কিণ্ণ আলোকপাত কবা হইয়াছে।

ISBN 81-87032-13-8, 405 pgs 1997 Rs. 150 00

গ্রন্থমালা ৩ : বৌদ্ধ সাহিত্য—ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী

বাংলাভাষায় সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যেব পবিচয়সূচক গ্রন্থ এই সর্বপ্রথম

প্রকাশিত হইল। বৌদ্ধ সাহিত্য মূলতঃ পালি ও সংস্কৃত (মিশ্র সংস্কৃত সহ) ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং বাহা পাওয়া যায় তাহাও সমৃদ্ধবিশেষ। ডঃ চৌধুরী অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই সমৃদ্ধ মন্ডন করিয়াছেন এবং B. C. Law এবং Winternitz-এর ন্যায় প্রতিটি গ্রন্থের মূল অনুধাবন করিয়া মর্মোদ্ধার করিয়াছেন এবং সহজ সবল ভাষায় পরিবেশিত করিয়াছেন। তাই গ্রন্থখানি সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে—ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ISBN 18-87032-07-3, 276 pgs 1995 Rs. 80.00

গ্রন্থমালা ৪ : বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—ডঃ মণিকুন্ডলা হালদার (দে)

ইহাতে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মহামানব গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব, বুদ্ধজন্ম, ধর্মপ্রচার এবং মহাপরিনির্বাণ হইতে সূর্য্য কবিষা বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত—এই সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসরেরও অধিক কালের বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস একটিমাত্র গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত করা অসম্ভব। কিন্তু গ্রন্থকার ডঃ হালদার (দে) এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছেন তাঁহার নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা।

হীনযান ও মাহাযান এই দুইভাগে বৌদ্ধধর্ম কবে কখন বিভক্ত হইল, কিভাবে বৌদ্ধধর্ম সমগ্র এশিয়া মহাদেশে প্রচারিত হইল এবং বর্তমান ইউরোপ আমেরিকাতেও কেন বৌদ্ধধর্মের বিজয় অভিযান অব্যাহত গতিতে চলিতেছে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। তাই এই গ্রন্থখানিকে বলা যায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসমূলক একটি অমূল্য নির্দেশিকা-গ্রন্থ (Hand book)।

ISBN 81-87032-08-1, 490 pgs 1996 Rs. 150.00

গ্রন্থমালা ৫ : বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য—ডঃ সাধনচন্দ্র সরকার

সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নহে। অতএব আলোচ্য বিষয়কে শুধুমাত্র ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। বিশেষ প্রযোজনে আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতের কয়েকটি স্থানও ইহার অংশভুক্ত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা এক অতি দুর্বহ ব্যাপার, কারণ অনেক শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের তত্ত্বগত বর্ণনা বহু ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য সাধনার বস্তু। বাংলায় উক্ত বিষয়ের পারিভাষিক শব্দেরও বড়ই অভাব। বর্তমান গ্রন্থকার ডঃ সরকারকে কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন নতুন পারিভাষিক শব্দ তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। গ্রন্থশেষে ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দের একটি তালিকা সংযোজিত হইয়াছে। বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে অনুসন্ধানসূত্র পাঠক ও গবেষক এই গ্রন্থের দ্বারা প্রভূত উপকৃত হইবেন—এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

ISBN 81-87032-09-X, 252 pgs 1997, Rs. 140.00

